শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্।

(মহাকাব্যম্)

বৈষ্ণব জগদ্বরেণ্য পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

বিরচিতম্।

[বিশ্বস্য নাথ রূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।]

তচ্ছিষ্যবর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমকৃতয়া

টীকয়া সমলঙ্কৃতম্।

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিনা

বঙ্গভাষয়ানুদিতং

সম্পাদিতঞ্চ।

আলাটী পোঃ—জেলা হুগলী,
"শ্রীভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয়তঃ
সম্পাদকেনৈব।
প্রকাশিতম্।

বঙ্গাব্দ—১৩৩৫

বাঁধান মূল্য ৫।০ টাকা।

নিবেদন।

রাগানুগীয় সাধক ভক্তের নিত্যাস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রণারম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহা যথা সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি ভক্তজনের কৃপায় শ্রীগ্রন্থখানির মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়সহ সম্পূর্ণ কলেবরে সাধক ভক্তগণের কর-কমলে অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। গ্রন্থ প্রকাশে এই সুদীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য, আশা করি, ভক্ত পাঠকজন ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থ মধ্যে যে নিগূঢ় রসতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অসঞ্জাতরাগ ব্যক্তির দুরধিগম্য; সাধারণ পণ্ডিতবর্গের নিকটও ইহা একখানি উৎকৃষ্ট আদিরসাত্মক কাব্য ভিন্ন কিছুই নয়; কিন্তু রাগানুগীয় সাধকগণের পক্ষে ইহা কণ্ঠমণি স্বরূপ ইহার মধ্যে যে কি মহামৃত নিহিত আছে, তাহার আস্বাদ ও অনুভূতি কেবল তাঁহারাই জানেন। কঠিন সংস্কৃত সাহিত্যের অপবরণ মধ্যে এই "রসো বৈ সঃ"র রসলীলা আবদ্ধ থাকায় অনেক অসংস্কৃতজ্ঞ সাধকভক্তের এই রস-গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না বলিয়া আন্তরিক ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থখানি এযাবৎকাল মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে কোথাও প্রকাশিত হন নাই। সাধকভক্তগণের এই অসুবিধা বিদূরণের নিমিত্তই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থের অন্তর্নিহিত রসবিশ্লেষণে আমার অধিকার নাই। আমি কেবল গ্রন্থখানির শব্দ-বিভব সৌন্দর্য্য যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমার ন্যায় অপণ্ডিত অরসিকের পক্ষে যদিও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত প্রগল্ভতা প্রকাশ মাত্র, তথাপি ভক্তজনের আগ্রহাতিশয় ও প্রাণের আবেগ বশতঃই এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাদটীকায় অনুরূপ লীলার মহাজনী পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া রসকীর্ত্তনীয়াগণের পরিতুষ্টি সাধনে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে অনেক সুবিজ্ঞ সাধক ভক্ত গ্রন্থের কলেবর অনর্থক ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া অনুযোগ করায় গ্রন্থের শেষাংশে পদাবলী সন্নিবেশিত করা হয় নাই। ফলতঃ যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত সে ধারা রক্ষা করিতে

পারি নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। এজন্য ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের নিকট ত্রুটি স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অনুবাদে মূলগ্রন্থের ভাবমাধুর্য্য রক্ষা করিয়া ভাষাকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও মধুর করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিচারভার সহৃদয় পাঠকগণের উপরই ন্যস্ত। এই গ্রন্থ পাঠে যদি ভক্তজনের কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া ধন্য হইব। উপসংহারে শ্রীপাদ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকাকার। প্রেমসম্পুট শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ব্রজরীতিচিন্তামণি ও স্তবামৃত-লহরীধৃত বহু স্তব রচনা করেন। শ্রীরূপ কবিরাজের মতকে ইনিই শাস্ত্র বিচারে নিরস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায় বহির্ভূত করেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয় জয়পুরে শ্রীগোবিন্দ জীউর সেবা শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই শিষ্যদ্বয় দ্বারা রক্ষা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করেন। অনুমান ১৫৫৫ হইতে ১৪৬০ শকাব্দের মধ্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০১ শকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্পূর্ণ হয় এবং অনুমান ১৬২৫ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে তাহার তিরোভাব ঘটে। স্থানাভাব বশতঃ বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল না। ইতি।

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট।
আলাটী পোঃ (হুগলী)
১৩৭৫ চৈত্র।

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।—নিশান্তলীলা।

দ্বিতীয় সর্গ।—প্রভাতলীলা।

তৃতীয় সর্গ।—রসোদ্গারলীলা।

চতুর্থ সর্গ।—শ্রীরাধার স্নানাদিলীলা।

পঞ্চম সর্গ।—শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনলীলা।

ষষ্ঠ সর্গ।—ভোজনাদি লীলা।

সপ্তম সর্গ। গোষ্ঠলীলা।

অষ্টম সর্গ।—বনবিহারলীলা।

নবম সর্গ।—নর্ম্মবিলাসাদি লীলা।

দশম সর্গ।—রসাস্বাদন লীলা।

রহস্যলীলা, কৃষ্ণবেশধারী রাধার নিকট সখীগণের আগমন, কুন্দলতা দ্বারা রতিচিহ্নসূচনা, ললিতা নান্দী, কুন্দ ও বৃন্দার পরস্পর পরীহাস, সখীগণ কর্ত্তৃক রাধার কৃষ্ণবেশ দূরীকরণ, সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরীহাস, সখীগণের কৃষ্ণকৃত সম্ভোগ বর্ণন।—৪৪৬-৪৭২ পৃঃ।

একাদশ সর্গ।—হিন্দোল লীলা।

শ্রীরাধার স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু অর্পণ, দুই পার্শ্ব হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাম্বূল অর্পণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ষাহর্ষ বনভাগে উপস্থিতি ও বর্ণন, হিন্দোললীলা দেবীগণের পুষ্প বর্ষণ, সখীগণের সুমধুর গান, দোলনের বেগে ভীতা রাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধারণ, সখীগণের দোলারোহণ, গোপীযুগলের মধ্যে এক একটী কৃষ্ণের মূর্ত্তি, ফলাদি ভোজন, দোলা হইতে অবতরণ ও বনভ্রমণ।—৪৭৫-৫০৪ পৃঃ।

দ্বাদশ সর্গ।—বনভ্রমণলীলা।

শারদীয় বনশোভাবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের রাধাকে পরীহাস, শ্রীবৃন্দাবনে আগমন, ও তৎশোভাবর্ণন, পুষ্পহারাদি রচনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর ভূষিত করণ, উভয়ের নানা কৌতুক, যোগপীঠে আগমন, কল্পতরু বর্ণন, শ্রীরাধাকে ক্রমে লইয়া যোগপীঠে অবস্থান, অষ্টসখীর সেবা, শুকস্তুতি বর্ণন, শুকের ফলভোজন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নমন্দিরে শয়ন, সখীগণের বনফুলের মাল্যালঙ্কারাদি নির্ম্মাণ ও ফল মূলাদি ভোজন।—৫০৫-৫৫৭ পৃঃ।

ত্রয়োদশ সর্গ।—মধুপানলীলা।

হেমন্তেষ্ট বনভাগে প্রবেশ ও হেমন্ত ঋতুবর্ণন, শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীপতন, ললিতার বেণীমূলে মুরলী গোপন, শ্রীবৃন্দাবনদেবীর সকলকে শীতবস্ত্রদান, শ্রীকৃষ্ণের রাধারূপ বর্ণন, শিশির সুখদ বনভাগে গমন, শিশির ঋতু বর্ণন, রাধাদির কুন্দলতাকে পরীহাস। বসন্ত-সুখদ বনে গমন ও বসন্ত ঋতু বর্ণন, রাসস্থলিতে বিশ্রাম, মধুপানে ব্রজাঙ্গনাগণের উদ্ভ্রান্তি, কিঙ্করীগণকে মধুপান করাইয়া রহস্যলীলা, সখীগণের সহিত সুরতসুখভোগ।—৫৫৫-৫৭৯ পৃঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।—জলবিহারলীলা।

নিদাঘ সুখদবনে আগমন, মধুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসিকতা, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডবর্ণন, জলবিহার, জলযুদ্ধে পরাজয় হইলে শ্রীকৃষ্ণের বলপূর্ব্বক গোপীগণের ভূষণাদি গ্রহণ ও কন্দর্পরণ, জলকেলি সমাপন করিয়া তটে আগমন বস্ত্র পরিধান ফলাদিভোজন, রতিলীলা ও নিদ্রার আবেশ।—৮০-৬১৪ পৃঃ।

পঞ্চদশ সর্গ।—পাশাখেলাদি লীলা।

শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিবার মন্ত্রণা করিয়া পাশাখেলা আরম্ভ, কৃষ্ণের পরাজয়ে সখীগণের অনুযোগ, শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভ হারিলে শ্রীরাধার বক্ষে প্রদান, আলিঙ্গন পণে শ্রীকৃষ্ণের জয় হইলে বলপূর্ব্বক পণ গ্রহণ, চুম্বন-পণে শ্রীরাধার জয় শ্রীকৃষ্ণ নিজগণ্ড নিধান করেন বেণু পণে রাধার জয় হইলে বেণু না [illegible]

ইতি।

উপক্রমণিকা।

(রাগমার্গে উপাসনা-বিষয়ে সংক্ষেপ-বিজ্ঞপ্তি)

—০:০—

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্" অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-সঙ্ঘটনে নিযুক্ত থাকিয়া এই ভক্তি উভয়কে অনুরঞ্জিত করেন। প্রেমই এই রঞ্জনের হেতু। শ্রীভগবানের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত ঘনীভূত-ভাববিশেষের নামই প্রেম। সাধন-ভক্তি দ্বারাই এই প্রেমরূপ সাধ্যফল লাভ হয়। সাধন-ভক্তির লক্ষণ—

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয়॥" শ্রীচরিতামৃত

এই সাধন-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। যথা—

"বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।"

ধর্ম্মরাজ্যে যে ক্রম-নির্দ্দেশ আছে তাহা লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মলাভ সুদূরপরাহত। এই জন্যই প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধন-ভক্তির প্রথমাঙ্গ বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বৈধীভক্তিই রাগানুগা ভক্তির সাধন; সুতরাং বৈধীভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেম লাভ না ঘটিলেও রাগমার্গে ব্রজ-ভজনের মধুর-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বৈধীর অঙ্গগুলি যথাযোগ্য অনুশীলন আবশ্যক। বৈধীভক্তি শাস্ত্রোক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত। এজন্য কেহ কেহ ইহাকে মর্য্যাদামার্গও বলিয়া থাকেন।

যে ভক্তি ব্রজবাসিজনের স্বাভাবিক অনুরাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করেন, তাহাই রাগানুগা নামে অভিহিতা অর্থাৎ-শ্রীযশোদা সুবল-ললিতাদির কৃষ্ণ-বিধায়িনী চেষ্টা-নিচয় শ্রবণ বা পাঠ করিয়া তদনুরূপ অনুশীলন করিবার বাসনাকে লোভ কহে; এই লোভ বা বাসনাকে ফলবতী করিবার আনুষ্ঠানিক চেষ্টার নামই রাগানুগাভক্তি। ব্রজের নিত্যপরিকরগণের রাগাত্মিকা ভাবের অনুগত হইয়াই তদনুকূলা সেবা চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং এই রাগাত্মি-

ভক্তিকে সাধন-ভক্তি বলা যায় না। কারণ, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ সেই নিত্যবস্তু হইতে পৃথক্ নহে—একই তত্ত্ব। অতএব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমিকগণের প্রেমলাভ করিতে হইলে তাঁহাদের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই ভাবাবলম্বন করিতে হইবে। জীব নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না। করুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরাবতার গ্রহণ করিয়াই উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিতা ব্রজের স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা ভক্তিকে সাধনানুকূলা রাগানুগা ভক্তিরূপে প্রবর্তিত করিয়া লোকশিক্ষার্থ, পরিকরগণের সহিত আচার ও প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ রাগানুগা ভক্তির সাধন-প্রচারই গৌরলীলা। তিনি ছয় গোস্বামীতে নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রজের এই নিত্যলীলা প্রকাশ করিয়াছেন—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈল বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

কিন্তু তাঁহারা তখন রাগানুগীয় ভজন-পদ্ধতির বহু বিষয় প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থিত করেন নাই, উহা বেদ-গোপ্য বলিয়া গুরু-পরম্পরায় গুরুমুখী বিদ্যারূপে সাধক-সমাজে প্রচলিত ছিল। জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন—

"বেদশাস্ত্র-পুরাণাদি সামান্য গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

বেদ-পুরাণ সাধারণ শাস্ত্র—গণিকার ন্যায় সর্বত্র প্রকাশ্য এবং যাহা গুহ্য, সাধন-তত্ত্ব, যাহা কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত,—কেবল সাধকজনেরই অধিগত। রাগমার্গীয় ভক্তিও শাম্ভবী বিদ্যা। শিব-ভাষিত সনৎকুমার-সংহিতাদি হইতেই ইহা সাধকজনের গোচরীভূতা হইয়াছে। ছয় গোস্বামীর পরবর্তী শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম, নরহরি প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই সাধকগণের হিতার্থ নানাশাস্ত্র প্রমাণ সহ সেই সকল গুহ্য সাধন-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই রাগমার্গকে কেহ কেহ ভাবমার্গও কহিয়া থাকেন, এই রাগমার্গের ভজনে প্রধানতঃ চারিটীভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা ১ম, দাস্য অর্থাৎ শ্রীকমল প্রভৃতি দাসগণের ভাব; ২য়, সখ্য - শ্রীসুবল শ্রীদামাদির ভাব ৩য়, বাৎসল্য-

অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদির ভাব. ৪র্থ, মধুর অর্থাৎ শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী জীউর আনুগত্যে শ্রীগোপীজন-বল্লভের যে সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সে দুর্লভ কিঙ্করীবেশ ভাবনা দ্বারা নিজেকে গণ্য করিয়া সেবন। এই ভাবচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন ভাবাশ্রয়ের নামই স্বাভীষ্ট-ভাবময় ভজন। তন্মধ্যে শেষোক্ত মধুরভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এস্থলে সাধককে সাবধান হইতে হইবে। তাঁহারা যেন নিজেকে ব্রজ-জনের সহিত অভিন্ন মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের কোন শ্রীমূর্ত্তির সহিত নিজের অভেদ কল্পনা অপরাধজনক। ইহাকে অহংগ্রহোপাসনা কহে। সাধক, ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ হইয়া কেবল সেই ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিবেন।

সাধ্যবস্তুর ক্রম-বিচারে শ্রীরাধা-প্রেমই সাধ্যশিরোমণি বলিয়া কথিত হইলেও শ্রীমন্মাহপ্রভু পারকীয় ভাবযুক্ত মধুর রাধা-প্রেমকেই সাধ্যতত্ত্বের পরাবধি রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব মঞ্জরী বা দাসীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবালাভই জীবের সাধ্যাবধি। সাধ্যবস্তুলাভ করিতে হইলেই সাধনা আবশ্যক। উক্ত রাগানুগা সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ মধুরভাবে সাধনের দ্বারাই উহা লভ্য হইয়া থাকে।—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যভাবে না হয় গোচর॥"

অতএব—"সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জ-সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঞি সেবন
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

এই সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

স্মরণই রাগমার্গের প্রধান সাধন। শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ অভীপ্সিত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিরাজমান রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদের লীলা-কথাদির স্মরণ, মনন ও শ্রবণে সতত নিরত থাকিয়া ব্রজে বাস করিতে হইবে। সমর্থ হইলে প্রকাশ্য ভাবেই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবেন, নতুবা মনের দ্বারা ব্রজবাস পরিচিন্তন করিতে হইবে। রাগানুগীয়ভক্ত, সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে ব্রজবাসিজনের সেবানুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। অতএব—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

বাহ্যে সাধকদেহে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, তুলসী সেবন, তিলকাদি ধারণ, শ্রীএকাদশী-জন্মাষ্টমী ব্রতাদিপালন ইত্যাদি ভাবসম্বন্ধি-ভজন সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়; ইহ'তে স্বাভীষ্ট ভাবের সম্বন্ধ-বিষয়ে পুষ্টতা হইয়া থাকে। অন্তরে নিজের "সিদ্ধদেহ" চিন্তা করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ব্রজে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাপরা মঞ্জরীরূপা নিত্য গোপীদেহের নামই সিদ্ধদেহ। ভজন পূর্ণ হইলে এই জড়ীয় দেহের অবসানে জীবের নিত্য-স্বরূপে ঐ দেহাশ্রয় ঘটে। সাধক-দেহ গুণময়। অভীষ্টা সখীর অনুগা মূর্ত্তি ধ্যানগম্যা! শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইহার প্রণালী এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা মাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞা-সেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কার-ভূষিতাম্॥"

অর্থাৎ নিজেকে শ্রীললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কোন সখীর সঙ্গিনীর ন্যায় ধ্যান করিতে হইবে, সেই অভীষ্ট সখীর আজ্ঞাপরা হইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইবে। সখীর অনুগা এই বাসনাময়ী মূর্ত্তিকে অর্থাৎ নিজসিদ্ধ দেহকে তাঁহাদের কৃপা-প্রদত্ত বসনভূষণে ভূষিতা ভাবনা করিবে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় সেবা-কার্য্যে মঞ্জরী বা কিঙ্করীগণেরই একমাত্র অধিকার।

মঞ্জরীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সকলের পরিচালিকা। সাধক, নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনায় নিজেকে ঐ সকল কিঙ্করীগণের মধ্যে একজন বলিয়া জানিবেন। মঞ্জরীদের কৃষ্ণ সম্ভোগস্পৃহা আদৌ নাই, তাঁহারা সেবাপরা দাসীভাবে শ্রীযুগল- সেবন-সুখাস্বাদে সদা নিমগ্না। সনৎকুমারতন্ত্রে—সিদ্ধদেহের ভাবনা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবন-সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং॥
নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীং।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাং॥
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেমরাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং॥
প্রত্যানুদিবসং যত্নাৎ তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং॥
তৎ সেবনসুখাস্বাদ-ভাবেনাতি সুনিবৃতাং॥
ইত্যাত্মনং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মাং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা॥"

আপনার আত্মাকে এই প্রকার বৃন্দাবনস্থা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মহানিশা পর্য্যন্ত মানসী সেবায় নিমগ্ন থাকিবে। আমাদের এই যথাবস্থিত গুণময় দেহকে সখীর অনুগাভাবে সাজাইতে হইবে—এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। রসময়ের সেবা কুঞ্জে প্রবেশ-অধিকার লাভ করিতে হইলে সাধককে অবশ্যই আনন্দচিন্ময় রস-প্রতিভাবিতা শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। যে স্থানে যাইতে হইবে, নিজে সেস্থানের অনুরূপ না হইলে তথায় প্রবেশ লাভ অসম্ভব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়"। যাহা নিরন্তর ভাবনা করা যায়, মৃত্যুসময়ে তাহাই চিত্তকে তন্ময় করে। মৃত্যুকালে যাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়, গতিও তদনুরূপ হয়। রাজর্ষি ভরত হরিণশিশুর চিন্তা করিয়া হরিণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়—

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥"

পেশস্কৃৎ (কুমারিয়া পোকা) নানা প্রকারের কীটসকল ধরিয়া আনিয়া

মৃত্তিকাগর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঐ সকল কীট পূর্ব্ব দেহত্যাগ না করিয়াই উক্ত পেশস্কৃতের নিরন্তর অনুধ্যানে পেশস্কৃতের তুল্যই দেহ-বর্ণাদি লাভ করে।

অতএব সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে। ইহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীব মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূল দেহেই পুরুষত্ব স্ত্রীত্ব কল্পিত। লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব-ভেদ নাই। শ্রুতি বলেন—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীর মাদত্তে তেন তেন স বক্ষ্যতে॥" শ্বেতাশ্বতর

চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধ কামময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধ জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উপজাত হয়। সিদ্ধদেহের সাধনায় একাদশটী পর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"নাম-রূপ-বয়ো বেশ-সম্বন্ধো-যূথ এব চ।
আজ্ঞা-সেবা-পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ॥ ভজনপদ্ধতিঃ।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গুরুপরম্পরাগত সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে গুরুদেব সেই সেই মঞ্জরী নামাদি প্রদান করিবেন। শ্রীগুরুর উপদেশমতে সাধকের রুচি অনুসারেই সিদ্ধদেহের পরিচয় নির্ণীত হয়। গুরুদত্ত নিজ নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, ও সেবাদি স্মরণ করিতে করিতে তাহাতে যে অভিমানযুক্ত আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম স্বরূপসিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধিতেই সাক্ষাৎ কুঞ্জসেবা লাভ হইয়া থাকে। নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনায়—সখী-মঞ্জরীরূপে অর্চ্চন চিন্তন-কালে শ্রীসখীরূপা গুরুর ধ্যান অগ্রে করা কর্ত্তব্য। কারণ, গুরু-গৌরব সর্ব্বত্রই সম্মত। স্বাভীষ্টদেবীর যে মনোহর অপ্রাকৃতরূপ তাহাই ভাবনীয় ও সেব্য। এই ধ্যানের বহু প্রকার-ভেদ আছে। গুরূপদেশমতে ব্যবহার্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ধ্যান এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

গুরুং গৌরাঙ্গীং দ্বিভুজাং বরদাং করুণেক্ষণাং।
বৃন্দাবন-নিকুঞ্জস্থাং কল্পপাদপ-মূলগাং॥
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠাং শ্রীবিশাখাসমন্বিতাং।
ব্রজরামাগণৈর্যুক্তাং বন্দে পতিতপাবনীং॥"

অতএব মুখ্য প্রকৃতিভাব অন্তরে গুপ্ত রাখিয়া বাহিরে পুরুষভাবে অর্থাৎ নদীয়া-পার্ষদানুগত ভক্তভাবে থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বদা নিজ সাদ্ধভাবে মগ্ন

থাকিয়া পুংসাচার এককালে পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, সখীভাব শব্দে শ্রীললিতাদি সখীর সমভাব বুঝিবে না—অনুগত-ভাবই সাধনীয়। সি[illegible]পদেশ গ্রহণ করিতে গিয়া অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ঘৃণিত ইন্দ্রিয়চর্য্যায় লিপ্ত হইয়া নরকের পথ প্রসরতর করেন। সাবধান! সেপ্রকার ব্যক্তির ছায়াও স্পর্শ করিবে না এবং নিজেকে ভুলিয়াও সর্ব্বনাশ করিবেনা!!

সাধকের নিত্যচিন্তনীয় মানসী সেবার ক্রম অবগত হইবার জন্য ব্রজের নৈত্যিক লীলা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নৈত্যিক অর্থাৎ অহোরাত্র-কৃতলীলাকেই অষ্টকালীয় লীলা কহে। অষ্টকাল, যথা—

"নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণিকঃ।
সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ, সায়ং প্রদোষ ও নক্ত এই অষ্ট-কাল। ইহার প্রাতরাদি চারিটী কাল দিবাভাগ এবং সায়ং, প্রদোষাদি চারিটী কাল রাত্রি বিভাগ।

(১) নিশান্ত—৫৪ দণ্ড রাত্রির পর হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

(২) প্রাতঃ—সূর্য্যোদয় হইতে ৬ দণ্ড।

(৩) পূর্ব্বাহ্ণ—প্রাতঃকালের পর ৬ দণ্ড—মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্ত।

(৪) মধ্যাহ্ন—দিবা ১২ দণ্ডের পর হইতে ১২ দণ্ড—অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত।

(৫) অপরাহ্ণ—মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৬ দণ্ড।

(৬) সায়ং—সূর্য্যাস্ত হইতে ৬ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত।

(৭) প্রদোষ—রাত্রি ৬ দণ্ডের পর হইতে ৬ দণ্ড।

(৮) নক্ত বা নিশীথ—রাত্রি ১২ দণ্ডের পর হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত।

এই অষ্টকালে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। অপ্রকট কালেও এই নিত্যলীলা সকল প্রকট অবস্থার ন্যায়ই হয়।

"যথা প্রকট-লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথাহি নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥"

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট উভয় কালেই এই অষ্টকালীয় লীলা একইরূপ হইয়া থাকে। কখনও ব্যতিক্রম হয় না। উক্ত অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা নামে অভিহিতা। প্রকটাবতার কালে কার্য্যানুরোধে বা অন্য কোন হেতু যে লীলা—তাহা কেবল লীলামাত্র। অষ্টকালীয় লীলাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা অতএব নিত্যলীলা,

এই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-গ্রন্থে সাধকের চিন্তনীয়া সেই প্রাত্যহিক নিত্যলীলা বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সখী, মঞ্জরী ও কিঙ্করীগণের সেবা-প্রণালীও সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। রসিক ভক্তগণ এই নিত্যাস্বাদ্য শ্রীগ্রন্থপাঠে অভীষ্ট-সেবাদি-শিক্ষালাভ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই

শ্রীরাধাগোবিন্দের সরস লীলা স্মরণ মননে চিত্ত কোমল ও ভাব মধুময় হয়। স্বীয় ভাব মধুময় হইলেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাধুর্য্যভাব অনুভূত হয়। অনুভব হইতে আস্বাদ—আস্বাদ হইতে রস বোধ,—রস বোধ হইতেই সুতীব্র লালসার উদয় হয়, লালসা হইতেই অনুরাগ—অনুরাগের গাঢ়ত্বই প্রেম, প্রেম হইতে সেবা-প্রবৃত্তি ও সেবা-সংসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিরন্তর শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলানুস্মরণই ভজনের আরম্ভ এবং পরিণতি।

রাগমার্গে ভজন-পদ্ধতি এক বিপুল ব্যাপার। বিশদভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এজন্য এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় উহার দিগ্-দর্শনমাত্র করা হইল। সখী ও মঞ্জরীগণের নাম, বর্ণ, বেশ, বয়স, ও সেবা-পারিপাট্য এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে পাদটীকায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই উপক্রমণিকায় ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অতঃপর উপসংহারে প্রার্থনা—

"কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ॥"

(শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত-সংক্ষিপ্ত লীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রম্।)

অর্থাৎ নিশান্তকালে যিনি কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দীগ্রামে নন্দালয়ে প্রবেশ করেন, প্রাতঃ ও সায়ংকালে যাঁহার গো-দোহনাদি ও ভোজনলীলা, পূর্ব্বাহ্নে যিনি গোচারণ করিতে করিতে সখাগণের সহিত বনবিহার করেন, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে যিনি সাক্ষাৎ বিলাসানন্দ উপভোগ করেন, অপরাহ্নে গোচারণান্তে পুনরায় নন্দালয়ে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রদোষে সুহৃদগণকে আনন্দিত করেন, সেই নিত্যকাল ব্রজধামে অষ্টকালীয় লীলা-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন॥

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-ঘনং প্রপদ্যে সপদ্যপধ্বস্ত-তমঃ-প্রপঞ্চম্।
পদ্মেষু কোট্যর্ব্বুদ-কান্তিধারা পরম্পরাপ্যায়িত-সর্ব্ব-বিশ্বম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

টীকা।—বৃন্দাটবীশ্বর সভাজনরাজমানঃ,
শ্রীবিশ্বনাথগুণসূচক-কাব্যরত্নম্।
মচ্চিত্তসম্পুটমলংকুরুতাং তদীক্ষা-
সৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম্ ॥

অথ প্রারিপ্সিত গ্রন্থ সমাপ্তি-পরিপন্থি-প্রত্যূহ-ব্যূহ বিধ্বংসপটীয়সীং শ্রীভগবৎ-প্রপত্তিং গ্রন্থকারচূড়ামণির্মঙ্গলাচরণত্বেন নিবধ্নাতি। শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব ঘনো মেঘঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতবর্ষিত্বাৎ, তং প্রপদ্যে। পক্ষে,—শ্রীকৃষ্ণনামা য শ্চৈতন্যঘনঃ চৈতন্যস্য কাঠিন্যং সান্দ্রত্বমিতি যাবৎ, মূর্ত্তৌ ঘন ইতি স্মরণাৎ ঘন-শব্দস্য ধর্ম্মমাত্র এব মুখ্যার্থত্বাৎ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ" মিত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্য তথাত্বে প্রমিতত্বাচ্চ। প্রপত্তেঃ ফলং প্রীতিসন্দর্ভাদাবুক্তং। অননুসংহিতাত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তিস্তথানুসংহিত-ভগবদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যাস্বাদশ্চেতি, বিশেষণদ্বয়েন ব্যঞ্জয়তি, সপদীতি। প্রপত্তি সমকালমেবেত্যর্থঃ। তমো মেঘপক্ষে—অন্ধকার ইতি প্রসিদ্ধ মেঘাদ্বৈলক্ষণ্যং তচ্চ চৈতন্যঘন ইতি শ্লেষেণ জড়রূপঘনস্য ব্যাবৃত্তত্বা-দেব। অপরস্মিন্ পক্ষদ্বয়ে, তমঃ অবিদ্যা। কথম্ভূতং? কন্দর্পকোটের্যদর্ব্ব

তত্তুল্যকান্তিধারাপরম্পরেত্যাদি। অত্র কান্তিধারায়া বৃষ্যমাণত্বাৎ। তস্যাশ্চৈতন্যরূপত্বাৎ ন জড়বর্ষমেঘ ইত্যত্রাপি বৈলক্ষণ্যম্। পক্ষদ্বয়ে, তদ্রূপমাধুর্য্যাস্বাদঃ সর্ব্বভক্তেষু ফলিত ইতি ধ্বনিঃ। যদ্বা। পক্কেষু কোটেরপি অর্ব্বুদং ব্রণবিশেষঃ যত্তত্তুল্যাভূতা কান্তিধারেতি। "অর্ব্ব দং ব্রণভেদেঽপি" ইতি বিশ্বঃ। বিশ্বপদেন বিশ্বৈকদেশবোধোঽপি সম্ভবেদতঃ সর্ব্বেতি। অত্র পুনরুক্তবদাভাসালঙ্কারোঽপি বোধ্যঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থ-সমাপ্তির পরিপন্থী বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই গ্রন্থকার-চূড়ামণি বিঘ্ন-বিনাশ-পটীয়সী শ্রীভগবৎ-শরণাপত্তিকে মঙ্গলাচরণরূপে এই শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব কবিত্ব-কৌশলে শ্রীগৌর-স্বরূপের ও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যুগপৎ শরণাগতি স্বীকার করিয়া সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার-সংরক্ষণ ও শ্রীগৌর-গোবিন্দের অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরপক্ষে অর্থ এই যে,—

যিনি গৌড়াকাশে উদিত হইয়া জগতের তমঃরাশি বিধ্বংস করিয়াছেন এবং কোটী-অর্ব্বুদ-কন্দর্পের-কান্তি-ধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল-বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ অদ্ভুত মেঘের শরণাপন্ন হইলাম। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতবর্ষী বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মেঘের স্বরূপ বলা হইয়াছে। জড়ীয় মেঘের উদয় হইলে তমঃপ্রপঞ্চ অর্থাৎ অন্ধকররাশি বিদূরিত না হইয়া বরং ঘনীভূত হইয়াই থাকে, কিন্তু এই শ্রীগৌর-মেঘের উদয়ে তমঃরাশি অর্থাৎ অজ্ঞান সমূহ অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইজন্যই জড়ীয় মেঘ হইতে এই শ্রীগৌর-মেঘের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। প্রাকৃত-মেঘ বৃষ্টিধারা-বর্ষণে জগতের একদেশমাত্র আপ্যায়িত করে, কিন্তু এই অদ্ভুত শ্রীগৌর-মেঘ কোটি-কন্দর্প-নিন্দি-কান্তিধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল বিশ্বকে আপ্যায়িত করেন এবং ভক্তগণ সেই রূপ-মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভে ধন্য হন।

সনাতনং রূপমুদীয়ুষোঃ ক্ষিতৌ হৃদা দধানো ব্রজকাননেশয়োঃ।
তৎকেলি-কল্যাগম-সঙ্গতীলিতাঃ সদালিবীথীরনুরাগিণোর্ভজে ॥২॥

রাগানুগাখ্য সাধন-ভক্তি-পদ্ধতিরূপমিদং সমস্ত-গ্রন্থাত্মকং কাব্যমিতি দ্যোতয়তি। সনেতি। উদীয়ুষোঃ উদয়ং প্রাপ্তবতোঃ ব্রজকাননেশয়োঃ সনাতনং নিত্যরূপং। পক্ষে—সনাতনাখ্যং রূপাখ্যং তৎপরিজনদ্বয়ং হৃদি দধান স্তৌ ধ্যায়ন্নিত্যর্থঃ। সদালীনাং সাধুশ্রেণীনাং বীথী র্ভজনমার্গান্ ভজে অনুসরামি।

শ্রীকৃষ্ণপক্ষে অর্থ এই যে,—

যিনি কোটি-অর্ব্বুদ-কন্দর্পতুল্য রূপ-মাধুর্য্য-ধারা বর্ষণ করিয়া অথবা অর্ব্বুদ শব্দের অর্থ ব্রণ, সুতরাং যিনি কোটি-কন্দর্পের হৃদয়-ব্রণকর রূপ-মাধুর্য্য-ধারা-পরম্পরা দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং যাঁহার শরণাগতিমাত্রেই অবিদ্যারাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণনামক চৈতন্য-ঘন বস্তুর অর্থাৎ চিন্ময়-বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিলাম। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" এই বাক্যে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্মস্বরূপত্ব সূচিত হয়, সেইরূপ 'চৈতন্য-ঘন' বাক্যে কেবল চিন্ময়ত্বেরই নিবিড়তা বুঝিতে হইবে। আবার এই শ্লোকোক্ত দুইটী বিশেষণ দ্বারা শরণাপত্তিরই* দুইটি ফল অভিব্যঞ্জিত

*কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়-গ্রহণই শরণাপত্তির তাৎপর্য্য। অনন্যগতি ভিন্ন শরণাপত্তি অসম্ভব। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভাগবতী আজ্ঞাই শরণাপত্তি নামে অভিহিত। ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি না হইলেও দুঃখ-প্রতিষেধ-বাসনা মূলা। শরণাপত্তির লক্ষণ; যথা বৈষ্ণব-তন্ত্রে—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥"

অর্থাৎ (১) শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুকূলবিষয়ে সঙ্কল্প, (২) উহার প্রাতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, (৩) শ্রীকৃষ্ণই আমাকে নিখিল বিষয় হইতে রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস, (৪) তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করা, (৫) তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা, (৬) এবং "হে দয়াময়! আমার ন্যায় শোচ্যতম আর কেহ নাই, আমাকে রক্ষা কর" ইত্যাদি আর্ত্তি প্রকাশ, শরণাপত্তি এই ছয় প্রকার। শরণাপত্তি অহঙ্কার নিবৃত্তির প্রধান সাধন।

বীথীঃ কথম্ভূতা তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ কেলিষু কল্পন্তে, প্রমাণত্বেন সমর্থা ভবন্তি। ক্লিপূসামর্থ্যেপচাম্ভচ্। তথাভূতা যে আগমাঃ পরিচরণপ্রকার জ্ঞাপ্য বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র-ক্রমদীপিকা-নারদপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রাণি তেষাং সঙ্গত্যা ইলিতাঃ প্রশস্তাঃ। এতেন রাগমার্গস্য শাস্ত্রবিহি মাত্রভূতং। পুনঃ কথম্ভূতা অনুগম্যমানো রাগো যত্র ভবতীতি রাগানুগীয় সাধুজনাশ্রিতভজনমার্গে সাধকদেহেন অভিলাষো ব্যক্তিতঃ। অথবা সদা আলীবীথী ললিতাদিসখীশ্রেণীর্ভজে। কথম্ভূতাঃ তয়োঃ কেলয় এব কল্পাগমাঃ কল্পবৃক্ষা তৈস্ত সহ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সঙ্গমে ইলিতাঃ স্তুতাঃ অর্থাৎ তাভ্যামেবেতি জ্ঞেয়ম্। তা বিনা দ্বয়োঃ সঙ্গজন্ম লীলৈব জনসিদ্ধ্যেদিতি ভাবঃ। তথা চ সিদ্ধদেহেন সখীনাং অনুগতোঽভিলাষো ব্যক্তিতঃ। পক্ষে—অলিবীথীর্ভ্রমরশ্রেণী র্ভজে। কথম্ভূতাঃ তয়োঃ ক্রীড়াস্পদকল্পবৃক্ষস্য সঙ্গমেন স্তুতাঃ। পুনশ্চ অনুকূলো রাগো বসন্তাদিঃ স এব আনন্দদত্বেন বর্ত্ততে যাসাং তাঃ। তথা চ বৃন্দাবনীয়-কল্পবৃক্ষ-সম্বন্ধি-ভ্রমরং ভজে। ইত্যনেন বৃন্দাবনবাসে কবেরভিলাষো ব্যক্তিতঃ॥ ২॥

হইয়াছে। শ্রীভগবানে শরণাগতিমাত্রেই—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং ভগবৎ-রূপগুণাদি-মাধুর্য্যাস্বাদ, ভক্তের এই দুইটী ফললাভ হইয়া থাকে।১॥

এই কাব্য গ্রন্থখানি রাগানুগানামক সাধন-ভক্তির পদ্ধতি। অতএব সাধককে কি ভাবে এই সাধন-পথের অনুসরণ করিতে হইবে, ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহারই আভাস প্রদান করিতেছেন। বাহ্যে—সাধকদেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজবাসী প্রিয়পার্ষদবর্গের অনুগ হইয়াই ভগবৎপরিচর্য্যা করিতে হয়। তাই, প্রথমতঃ তিনি এই শুদ্ধ অনুরাগময় ভজন-মার্গে সাধকদেহে অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন যে,—"আমি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নামক পরিজনদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিচর্য্যা-বিধি-জ্ঞাপক বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, ক্রমদীপিকা ও নারদ-পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র-বিহিত অতি প্রশস্ত সাধুজনাশ্রিত শ্রীরাধাশ্যামের লীলাবিলাসময় রাগানুগীয় ভজনমার্গের অনুসরণ করি।" অতএব এই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য রাগানুগাসাধন ভক্তি [illegible]ও পরিচর্য্যা-প্রণালী যে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর

অনুমোদিত, শাস্ত্র-সম্মত ও সাধুজনের অনুসৃত তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল।*

আবার অন্তরে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুগা হইয়া স্বচিন্তিত মঞ্জরীরূপা গোপীদেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের মানসী পরিচর্য্যা করিতে হয়। এইজন্যই শ্রীপাদ গ্রন্থকার পক্ষান্তরে এই শ্লোকে সিদ্ধদেহে সখীর অনুগতি অভিলাষ-পরিব্যক্ত করিতেছেন,— "আমি ধরাধামে প্রকটলীলায় উদিত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণে সনাতনরূপ অর্থাৎ নিত্যরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কেলি-কল্পতরুর সহিত সঙ্গমসময়ে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের পরস্পর লীলাবিলাস সংঘটনে স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁহাদের স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভিন্ন সে লীলাই সিদ্ধ হয় না, সেই অনুরাগিনী ললিতাদি সখীগণকে সর্ব্বদা ভজনা করি অর্থাৎ সিদ্ধদেহে তাঁহাদের আনুগত্য শ্রীরাধা-শ্যামের সেবাচর্য্যা অনুসরণ করি।"

"অথবা 'অলিবীথী' বাক্য ভ্রমরশ্রেণী বুঝায়। সুতরাং যে সকল ভ্রমর, শ্রীরাধাশ্যামের ক্রীড়াস্পদ কল্পবৃক্ষে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের

* শ্রীরাধাশ্যামের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবার পূর্ব্বে শিষ্টাচার-পরম্পরায় সাধকের শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীপাদ গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকদ্বয়ে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ভজনশীল পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সংক্ষিপ্ত সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু।"

অর্থাৎ নিশান্তে যিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, প্রভাতে সুরধুনীতে গিয়া স্নান করেন, পূর্ব্বাহ্নে নিজ জনগণ সহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকেন, মধ্যাহ্নে ভক্তগণ সহ সুরধুনীতীরস্থ উপবনে কৃষ্ণকথালাপসহকারে বিরাজ করেন, অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করেন। সায়ংকালে স্বগৃহে ভোজনান্তর প্রাঙ্গণে উপবেশন করেন, প্রদোষে এবং নিশীথে শ্রীবাসের গৃহে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিশাশেষে নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয়ন করেন, সেই শ্রীগৌর- ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অনুকূল বসন্তাদিরাগ গান করিয়া থাকেন, আমি সেই বৃন্দাবনের কল্প-বৃক্ষ সম্বন্ধি ভ্রমরনিচয়কে সর্ব্বদা ভজনা করি।" এই উক্তিতে শ্রীবৃন্দাবনবাসে কবির অভিলাষ ব্যঞ্জিত হইল ॥২॥

প্রথমতঃ নিশান্তলীলা; যথা—

"রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্যতাম্।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ স্বদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভি রীক্ষিতোঽত্যিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥১॥

যিনি রজনীশেষে কোকিল-কুক্কুটাদি-পক্ষিগণের কলধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক নিজ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মধুর রস-পরীহাস-সম্ভাষণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সন্তোষ বিধান করেন এবং অন্যত্র গমন পূর্ব্বক ধরাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তগণ প্রদত্ত সুন্দর সলিলে মুখচন্দ্র সুধৌত করেন, সেই সময়ে শ্রীশচীমাতা সহ গুর্ব্বঙ্গনাগণ স্নেহভরে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এইরূপে সেই অত্যানন্দযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি হৃদয়মধ্যে চিন্তা করি ॥১॥

তথাহি পূর্ব্ব মহাজন-কৃত পদ।

"নিশি অবসান, শয়ন' পর আলসে, বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরুপম হেম, জিনি তনু মুখশশী মুদিত কমলদিঠিসাজ ॥
জয় জয় নদীয়ানগর-আনন্দ!
সহজই বিম্বাধর তাহে শোভিত তাম্বূলরাগ সুছন্দ ॥
বালিশ' পর শির আলিসে নাসায় বহতহিঁ মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ সেয'পর, বদনে মিশা মৃদু হাস ॥
কোকিল-কপোত আদিধ্বনি শুনইতে জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস করে বারি-ঝারি লই সমুখহি দেওব যোগাই ॥

প্রকারান্তর।

"রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন শুনইতে অলি-পিকরাব।
সহজহি নিজভাবে গরগর অন্তর তঁহি উহ দ্বিতীয় বিভাব ॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরব রজনীশেষে জাগি দুহু যৈছন উপজল তৈছন ভাব ॥
নয়নে অমলজল অমিয়া বচন খল পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হর্ষ-বিষাদ শঙ্কাদি পুন উয়তকো বহু ভাব তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়া মাহ পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব কহ রাধামোহন দাস ॥"

তয়োর্মিথঃ পুষ্পশরাজিচাতুরী-ধূরীণতা-বেদনয়া বিবাদিনোঃ।
শ্রান্তিঃ স্বয়ং কাপি নিমন্ত্র্য তৎক্ষণান্নিদ্রামুপানীয় সমাদধে কলিম্ ॥৩॥
প্রতি-স্ব-সেবাবসর প্রবোধিতা সদাতনাভ্যাসজুষোহথ কিঙ্করীঃ।
বি[illegible]দ্রন রাত্র্যন্তমবেত্য তা জহৌ সৈব স্বয়ং জাগরয়াঞ্চকার কিম্ ॥৪॥

পরস্পর-কন্দর্পযুদ্ধচাতুর্য্যাতিশয়স্য জ্ঞাপনয়া হেতুনা বিবাদিনো স্তয়ো রাধা-কৃষ্ণয়োঃ কলিং কলহং কাপি শ্রান্তিরূপা সখী নিদ্রাং নিমন্ত্র্য "হে নিদ্রে! সখি! তয়োর্মাধুর্য্যাস্বাদস্ত্বয়াপি ক্রিয়তামিতি" নিমন্ত্রণং কৃত্বা উপানীয় সমাদধে। তথা চ সম্ভোগোথ শ্রান্তিত এব তয়ো নিদ্রা আগতেতিভাবঃ ॥৩॥

অথ নিশান্ত লীলা।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও রসিকামণি শ্রীরাধা পরস্পর কন্দর্পযুদ্ধ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষ-জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থাৎ কে কেমন কন্দর্পযুদ্ধে চাতুরী জানে তাহা পরস্পরকে জানাইবার নিমিত্ত বিবাদ আরম্ভ করিলে শ্রান্তিরূপা সখী যেন নিদ্রাদেবীকে—"এস সখি নিদ্রে! এই শ্রীযুগল-মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণ করিবে এস—" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াই সেই প্রেমিক-প্রেমিকার কন্দর্পকেলি-কলহের সমাধান করিলেন অর্থাৎ সম্ভোগ-বিলাসানন্দে অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ উভয়েরই নিদ্রা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সখীগণ ও সেবাপরা কিঙ্করীগণও যথাস্থানে গিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥৩॥*

* তথাহি অনুরূপ পদ।—অলসে সুতল বর যুগল-কিশোর। হেরইতে তনুমন শীতল মোর। এ সখি! আওদখি নিরখহ রূপ। রূপ মুরতি ধর কিয়ে রসকূপ। ধ্রু। দুহু তনু মিলু, কছু নাহি ভেদ। বুঝলমু সব তুলনা রহ খেদ। শয়নক কৌশল বরণি না যায়। রাধামোহন তাই বলিহারী যায়।"

পুনশ্চ!—আলসে আকুল ভেল রসবতী রাই। মদন-মদালসে শুতলি যাই। কানু শয়ন করু কামিনী-কোর। চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর। দুহুশিরে দুহুভুজে বয়ানে বয়ান। উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান। ঘুমি রহল তঁহি কিশোরী কিশোর। কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর। সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান। স্বেদবিন্দু দেখি তহজন গায়। শেখর করতহি চামরবায়।" পঃ কঃ

উত্থায় তল্লাচ্চকিতেক্ষণাঃ ক্ষণান্ দুহানয়োর্নাগর-চক্রবর্ত্তিনোঃ ।
স্বাপং রহঃ স্বাপমভঙ্গমঙ্গনা-আলক্ষ্য তূষ্ণীমধিশয্যমাসত ॥৫॥
পপ্রচ্ছুরন্যোন্যমিমা মিমানয়া রসং পরিহাসভৃতং সজৃম্ভয়া ।
গিরা চিরাজ্জাগরমূঢ়ঘূর্ণন স্বস্বাক্ষি-ভৃঙ্গীততি-লীঢ়বক্ষসঃ ॥৬॥

স্ব স্ব সেবাবসরে যা প্রবোধিতা জাগরণশীলতা তস্যাঃ সদাতনাভ্যাসজুষঃ কিঙ্করীঃ নিদ্রৈবকর্ত্রী রাত্র্যন্তমবেত্য জহৌ। অতএব সৈব নিদ্রা স্বয়ং তাঃ কিঙ্করীঃ কিং জাগরয়াঞ্চকার ইতি স্বতঃসিদ্ধ নিদ্রাত্যাগহেতুকেয়মুৎপ্রেক্ষা ॥৪॥

তল্লাদুত্থায় কিঙ্কর্য্যঃ আদৌ সেবায়া অতিকালমাশঙ্ক্য চকিতেক্ষণাঃ ক্ষণান্ উৎসবান্ দুহানয়োঃ পূরণম্ কুর্ব্বতোঃ নাগর-চক্রবর্ত্তিনোঃ পশ্চাৎ স্বাপং শয়নং অভঙ্গং আলক্ষ্য অঙ্গনাঃ কিঙ্কর্য্যঃ অধিশয্যাং স্ব স্ব শয্যায়াং তূষ্ণীং আসন্। স্বাপং কীদৃশং রহসি স্বাপং সুস্বাপম্ ॥৫॥

তদনন্তরম্ পরীহাসেন ভৃতম্ রসং মিমানয়া সরসঃ এতাবানেব ততোঽপ্যধিকরসোঽস্তি ইতি তুলয়ন্ত্যা ইব জৃম্ভা সহিতয়া গিরা, ভোঃ সখ্যঃ! অদ্য নিকুঞ্জরাজেন সহ বিহারাতিশয়জন্যশ্রমেণ প্রাপ্তনিদ্রাণাং যুষ্মাকং জাগরণং বৃত্তং ন বেত্যাদি পরিহাসবাক্যেন ইমাঃ কিঙ্কর্য্যঃ অন্যোন্যং জাগরং পপ্রচ্ছুঃ, তাঃ কথম্ভূতাঃ প্রাপ্তঘূর্ণনয়া স্বস্বাক্ষিরূপভৃঙ্গীতত্যালীঢ়ং আস্বাদিতং বক্ষঃস্থলং যাভি স্তথা চ সম্ভোগ-

অনন্তর নিদ্রা, নিশান্ত সমুপস্থিত জানিয়াই, যে সকল সেবাপরা কিঙ্করী নিজ নিজ সেবাকার্য্যের সময় অভ্যাস বশতঃ নিত্যই জাগরিতা হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিল; অতএব স্বয়ং নিদ্রাই কি সেই কিঙ্করীগণকে জাগরিত করিল?—ইহাই কিঙ্করীগণের স্বতঃসিদ্ধ নিদ্রাত্যাগের হেতু বলিয়া জানিবেন ॥৪॥

নিদ্রাভঙ্গের পরই প্রথমতঃ সেই কিঙ্করীগণ, সেবাকাল বুঝি অতীত হইয়া গিয়াছে, এই আশঙ্কায় চকিত-নয়নে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে আনন্দোৎসব-বিধানকারী নাগর-চক্রবর্ত্তী যুগলের সুখনিদ্রা তখনও ভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া, তাঁহারা শয্যার উপরে নীরবে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥৫॥

নিশান্ত-সেবোচিত-মাল্যবীটিকাকৃত্যাপ্তচিত্তা অথ কাচিদাহ তাঃ।
অনঙ্গ-বদ্ধাঙ্গ-যুবদ্বয়োচ্ছলৎ সৌরভ্য-সৌলভ্যবতী রসোচ্ছলা ॥ ৭ ॥

চি...হৃতিশঙ্কয়া স্ব বক্ষসি অর্পিতায়া দৃষ্টিভৃঙ্গী তয়ৈব দৈবাৎ তত্রস্থিতং নখচিহ্না-কারমকরন্দম্ আস্বাদিতং চক্রুরিতি ॥৬॥

নিশান্তসেবোচিতমাল্যবীটিকাদিকৃত্যেষু গৃহীতচিত্তা স্তাঃ কিঙ্করীঃ প্রতি কাচিৎ কিঙ্করী আহ। কথম্ভূতাঃ অনঙ্গেন বদ্ধাঙ্গয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরুচ্ছলৎ সৌরভ্যস্য সৌলভ্যবতী তথাচ সৌরভেণৈব তয়ো র্বন্ধনং দৃষ্ট্বা ততো ভয়াৎ পলায্যেব তদ্‌বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপিতা সা জ্ঞাততত্ত্বা সতী মধ্যে আগত্য আহ। যয়োরর্থে বীটিকাদিনির্ম্মাণং কুর্ব্বন্তি তৌ দ্বৌ বদ্ধৌ আগত্য দৃশ্যেতামিত্যুক্তবতীতি ভাবঃ ॥৭॥

অনন্তর তাঁহারা পরীহাস-পূর্ণ রসের তৌল অর্থাৎ সেই রস এই অবধি কি ইহারও অধিক কিছু আছে, ইহা তৌল করিবার অভি-প্রায়েই যেন জৃম্ভাত্যাগের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পরীহাস-বাক্যেই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"হে সখীগণ! আজ নিকুঞ্জ-রাজের সহিত বিহারাতিশয়-জনিত-শ্রমভারে নিদ্রিত হইয়াছ বলিয়াই বুঝি তোমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না?"—এই বলিয়া তাঁহারা দীর্ঘজাগরণে নয়ন-ভৃঙ্গী-নিচয়কে স্ব স্ব বক্ষঃস্থল আস্বাদিত করাইলেন অর্থাৎ বক্ষোদেশে বুঝি এখনও সম্ভোগচিহ্নসমূহ অঙ্কিত আছে, এই আশঙ্কায় স্ব স্ব বক্ষঃস্থলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং সেই দৃষ্টি-ভৃঙ্গীকে নিজ নিজ বক্ষোজ-কমলস্থিত নখচিহ্ন রূপ মকরন্দ আস্বাদন করাইতে লাগিলেন ॥৬।

অনন্তর নিশান্ত-কালোচিত সেবা-সম্পাদনের নিমিত্ত কোন কোন সখী মাল্যরচনা ও তাম্বূলবীটিকা নির্ম্মাণকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে অনঙ্গ কর্তৃক বদ্ধাঙ্গ শ্রীরাধাশ্যামের উচ্ছ্বসিত অঙ্গ-সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া অন্য এক রস-চপলা সখী,—যেন সেই অঙ্গ-সৌরভ শ্রীরাধাশ্যামের বন্ধন-দশা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া আসিয়া সেই

আনীত জালাধ্বগতাস্য-পদ্মাঃ সখ্যান্তরাল্য স্বদৃশঃ প্রহিত্য।
কান্তৌ নিতান্তাত্তনুলাস্য-চঞ্চু ধিনোতি সুপ্তিঃ পরিরভ্য কীদৃক্ ॥৮
ইতস্ততোন্যস্ত মণি-প্রদীপানফুল্ল নীলোৎপল-চম্পকাভান্।
বিধত্তএতৌ স্ব ময়ুখবৃন্দৈঃরনাবৃতৈ র্মণ্ডনমাল্য-চেলৈঃ ॥৯॥

তস্যা উক্তিমাহ। হে আল্যঃ! জালাধ্বগতমুখপদ্মাঃ সত্যঃ সদ্মান্তর্গৃহমধ্যে স্বদৃশঃ প্রহিত্য যূয়ং আনীত। কিম্ জানীম তত্রাহ। নিতান্ত কন্দর্পনৃত্যেন খ্যাতৌ রাধাকৃষ্ণৌ সুপ্তিঃ কর্ত্রী পরিরভ্য কীদৃক্ ধিনোতি সুখয়তি। তথাচ সুপ্তিরূপসভ্যায়াস্তাদৃশনৃত্যদর্শনজন্ম সন্তোষেণৈব আলিঙ্গনমিতি ॥৮॥

এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ স্বস্ব পীতশ্যাম-কিরণ-বৃন্দৈঃ করণৈঃ শয়নগৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ন্যস্তমণিপ্রদীপান্ অফুল্লনীলোৎপল-চম্পকাভান্ বিধত্ত কুরুতঃ। কীদৃশৈঃ ভূষণ-মাল্য-বস্ত্রৈস্তদানীং তেষামঙ্গে অসত্বাদেবানাবৃতৈঃ তথা চ রাধিকাপৃষ্ঠদেশস্থিতানাং দীপানাং চম্পককলিকা-প্রভত্বং কৃষ্ণপৃষ্ঠদেশস্থিতানাস্তু নীলোৎপলকলিকা-প্রভত্ব-মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯॥

বৃত্তান্ত তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছে, এইরূপে জ্ঞাততত্ত্বা হইয়াই, সেই সখীগণের মধ্যে আসিয়া কহিলেন—“ওগো! তোমরা যাঁহাদের জন্য তাম্বূল-বীটিকা প্রস্তুত করিতেছ, মালা গাঁথিতেছ, তাঁহারা দুইজনে কেমন বাঁধা রহিয়াছে আসিয়া দেখ ॥৭॥

হে সখীগণ! বিশ্বাস না হয় তোমরা লতাজালরন্ধ্রে বদন-কমল অর্পণ পূর্ব্বক কেলি-ভবন মধ্যে নিজ নিজ দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া তাহা অবগত হও—সুপ্তি কেমন সেই বিখ্যাত অনঙ্গনৃত্য-কলানিপুণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া সুখী করিতেছে—যেন সুপ্তিরূপা সভ্যা তাদৃশ নৃত্যকলা দর্শনে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥৮॥

এই কথা শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্তা সখীগণ গবাক্ষ-জালরন্ধ্রে নয়ন ন্যস্ত করিয়া দেখিলেন—তখনও কিশোর-কিশোরী সুখ-সুপ্তিতে নিমগ্ন

সখ্যোঽনয়ো নৈ'ব বিচক্ষণা ইত্যাক্ষিপ্য শৃঙ্গারধুরাল্যসৌ কিম্।
তৎ কল্পিতা কল্পশতং নিরস্য স্বলক্ষ লক্ষৈর্বিদধে বিভূষাম্॥১০॥

অনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্ল'লিতাদ্যা সখ্যো ন বিচক্ষণা ইত্যাক্ষিপ্য অসৌ শৃঙ্গারাতিশয়রূপা আলি কিং তাভিঃ ললিতাদিসখিভিঃ কৃতা কল্পশতং নিরস্য স্ব স্ব চিহ্ন লক্ষৈর্বিভূষাং বিদধে। এতেন তদানীং অলঙ্কারাদিশূন্যং অথচ শৃঙ্গার চিহ্ন শতব্যাপ্তং তয়োঃ শরীর মাসীৎ ইত্যায়াতং॥১০॥

রহিয়াছেন। আমরি! যেন জগৎ-সৌন্দর্য্য সমষ্টি দু'খানি অঙ্গযষ্টিরূপে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বসন-ভূষণ-মাল্যাদি বিগলিত হইয়াছে —উভয়েরই শ্রীঅঙ্গ অনাবৃত এবং উভয়ের সেই অনাবৃত শ্রীঅঙ্গ হইতে পীত শ্যাম-কিরণ ধারা বিচ্ছুরিত হইয়া সেই শয়ন-কক্ষমধ্যে বিন্যস্ত মণিপ্রদীপগুলিকে যেন অফুল্ল-নীলোৎপল ও চম্পক-কলিকাবৎ করিয়া তুলিয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশস্থিত মণিপ্রদীপগুলি শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি দ্বারা চম্পক-কলিকাপ্রভ এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশস্থিত মণিপ্রদীপগুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দ্বারা নীলোৎপলকলিকাপ্রভ হইয়াছে॥৯॥

তখন সেই অপূর্ব্ব শ্রীযুগলরূপ-বৈভব দর্শন করিতে করিতে বিভোর হইয়া জনৈক সখী আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া অপরা সঙ্গিনীকে কহিলেন—"দেখ! ইহঁাদের ললিতাদি সখীগণ বেশবিন্যাসে বিচক্ষণা নহে, এইজন্যই যেন শৃঙ্গারধুরা অর্থাৎ শৃঙ্গারাতিশয়রূপা সখী, ললিতাদি সখীগণ-কৃত বেশভুষাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় লক্ষ লক্ষ চিহ্ন দ্বারা এই উজ্জ্বল রসের প্রতিমা দু'টীকে বিভুষিতা করিয়াছে। আহা! দেখ দেখি সখি! আমাদের নাগরিণী ও নাগরমণির কলেবর অলঙ্কারাদি-শূন্য হইলেও শত শত সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত হইয়া কেমন সুন্দর মাধুরী বিশিষ্ট হইয়াছে॥১০॥

দ্বাবেব সংবেষ্ট্য মিথ স্তনূদ্বয়ো র্যৎপীতনীলাংশুকতামুপেয়তুঃ।
তদাত্মভুরেব নিরাস্থদেতয়োঃ কিং পৌনরুক্ত্যা বসনে বিদূরত ॥১১॥
রাধাঙ্গ-রাজ্যং মদনো যদা গ্রহীৎ তদৈব লজ্জাং নিজরাষ্ট্রপালিকাং।
শিরোক্ষিবক্ষঃ স্বনিশংনিবাসয়ৎ তাং হা স এবাস্থ নিরস্ততিস্ম কিম্ ॥১২

সম্ভোগাজ্জাতং বস্ত্রত্যাগং কন্দর্পকৃতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। দ্বয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো স্তনূপরস্পরং দ্বৌ রাধাকৃষ্ণৌ সংবেষ্টয় যৎ যস্মাৎ পীতাংশুকতাং নীলাংশুকতাং উপয়তুঃ; রাধাঙ্গবেষ্টকং শ্রীকৃষ্ণস্থ পাদাত্মঙ্গং রাধিকায়া নীলাংশুকত্বমপি, এবং শ্রীকৃষ্ণস্থাপি বোধ্যম্। তৎ তস্মাদাত্মভূঃ কন্দর্প এব কিং পৌনরুক্ত্যাশঙ্কয়া এতয়োর্বসনে দূরত এব নিরাস্থৎ দূরীচকার ॥১১॥

তদানীং কামোন্মাদেন রাধয়ৈব ত্যক্তাং লজ্জা মালোক্য উৎপ্রেক্ষতে। যদা৹ মদনো বাল্যং দূরীকৃত্য রাধাঙ্গরাজ্যং অগ্রহীৎ তদৈব লজ্জাস্বরূপাং নিজেদেশস্থ

সখি! রতি-রণাঙ্কভূষণে কিশোর-কিশোরীর ললিতাঙ্গ কেমন সুন্দর হইয়াছে—এই সৌন্দর্য্য-মাধুরীর সীমা দেখাইবার জন্যই বুঝি উভয়ের অঙ্গবাস আপনা আপনি সরিয়া পড়িয়াছে, এরূপ মনে করিও না। স্বয়ং অনঙ্গই এই অঙ্গবাস-ত্যাগের কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যেহেতু শ্রীরাধাশ্যামের পীত-নীল-তনু যুগলই পরস্পরকে গাঢ় বেষ্টন করিয়া পীতাংশুকতা ও নীলাংশুকতা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ রাধাঙ্গ-বেষ্টক শ্রীকৃষ্ণের নীলাঙ্গই শ্রীরাধার নীলাংশুক অর্থাৎ নীলবসন স্বরূপ হইয়াছে এবং কৃষ্ণাঙ্গবেষ্টক শ্রীরাধার পীতাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস স্বরূপ হইয়াছে; এই জন্যই কন্দর্প যেন পুনরুক্ত দোষের আশঙ্কায় অর্থাৎ পরস্পরের অঙ্গবেষ্টনই যখন উভয়ের বসন উভয়ের বসন-স্বরূপ হইয়াছে তখন আর অন্য বসন প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়াই যেন উভয়ের নীল-পীত বাস দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন ॥১১॥

কি আশ্চর্য্য, সখি! দেখ, আজ আমাদের চির লজ্জাশীলা শ্রীরাধা,

যৎ কাপ্যমুং নৈব নিভালয়ামঃ সেয়ং কিমস্মৈ অপরাধ্যতিস্ম।
কিম্বাস্মদক্ষ্ণাং সুখভোগহেতু মূর্ত্তঃ শুভাদৃষ্ট ভরোঽভ্যুদেতি। ১৩॥
স্ব[illegible]লিতং বস্তু তদেধয়িত্বা তস্মৈ সমর্প্যান্তর ধত্ত কিম্বা।
পুনশ্চ তস্যাঃ সুভগীভবন্ত্যা যতো ভবিষ্যত্যতুলা সমৃদ্ধিঃ ॥১৪॥

পালিকাং রাধায়াঃ শিরোক্ষি-বক্ষঃস্থলেষু নিরন্তরং নিবাসয়ৎ বাসং [illegible]রয়াস। অধুনা তু হা কষ্টং স এব মদন তাং লজ্জাং কিং নিরস্থতিস্ম দূরী-[illegible]কার ইত্যর্থ ॥১২॥

উৎপ্রেক্ষান্তরমাহ! যৎ যস্মাৎ অমুং লজ্জাং [illegible]পি রাধাঙ্গে ন নিভালয়ামঃ, তস্মাৎ সেয়ং লজ্জাং কিং অস্মৈ কন্দর্পায় অপরাধ্যতিস্ম, যেন অপরাধেন হেতুনা কন্দর্পেণ দূরীকৃতা! কিম্বা অস্মদক্ষ্ণাং সুখভোগহেতু শুভাদৃষ্টাতিশয় এব মূর্ত্তঃ কন্দর্পস্বরূপেণ লজ্জাদূরীকরণার্থং অভ্যুদেতি ১৩॥

পুনরপ্যুৎপ্রেক্ষান্তরমাহ। লজ্জা স্বপালিতং রাধাশরীরং এধয়িত্বা তস্মৈ

কামোন্মত্তা * হইয়া লজ্জাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন? হায়! কন্দর্পরাজ যখন বাল্যকে দূরীভূত করিয়া শ্রীরাধার অঙ্গ-রাজ্য অধিকার করেন, তখন লজ্জাকে নিজরাজ্যপালিকা স্বরূপে শ্রীরাধার মস্তক, নয়ন ও বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু এক্ষণে সেই কন্দর্পই কি লজ্জাকে এই রাধাঙ্গ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন? ॥১২॥

যেহেতু রাধাঙ্গ-রাজ্যের কোন নিভৃততম স্থানেও লজ্জার অবস্থানের কোন নিদর্শন পাইতেছি না। তবে কি লজ্জা কন্দর্পরাজের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে?—যে অপরাধের কারণ কন্দর্পরাজ তাহাকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কিম্বা আমাদের নয়ন-চকোরের সুখভোগ হেতুই যেন সৌভাগ্যপুঞ্জ মূর্ত্তিমান হইয়া কন্দর্পের দ্বারা লজ্জাকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সমুদিত হইয়াছে ॥১৩

---

* ব্রজসুন্দরীদের এই কামই, প্রেম নামে অভিহিত।
যথা—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা॥"

স কৃষ্ণমেঘঃ স্থিরচঞ্চলালী বৃতোতি মাধুর্য্যরসৈ রমূঃ কিম্।
অস্নাপয়ৎ স্বাহ´ণ কৃত্যবৃত্তাঃ প্রত্যহ´ণেনাদিত এব খিন্নন্ ॥১৫॥

কন্দর্পায় স্বয়মেব সমর্প্য অন্তরধাৎ ন তু কন্দর্পভয়াৎ। যতঃ সুভগীবত্যা... লজ্জায়াঃ পুনরপি অতুলা সমৃদ্ধির্ভবিষ্যতি তথা চ জাগরণোত্তরং অধিকলজ্জা ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

মেঘপক্ষে স্থিরা অচপলা চঞ্চলাল্যো বিদ্যুৎশ্রেণ্যস্তাভিঃ, কৃষ্ণপক্ষে উৎসুক্য-বাম্যাভ্যাং স্থিরা চ চঞ্চলা চ যা আলী রাধা তয়া, যদ্বা স্থিরা বিদ্যুদিব আলী রাধা তয়া বৃতঃ কৃষ্ণরূপ মেঘঃ। অতি মাধুর্য্যরসৈঃ অমূঃ কিঙ্করীঃ কিং অস্নাপয়ৎ। নমু কিঙ্কর্য্যঃ কিলাদৌ অর্হণাদিভিঃ, প্রভু সেবন্তে; পশ্চাৎ প্রভুরপি প্রত্যর্হণেন তাঃ সুখয়তি ইতি সর্ব্বত্ররীতিঃ। অত্র তু অহংপ্রত্যর্হণয়োর্বৈপরীত্যমিত্যাহ স্ব স্ব সেবায়াং প্রবৃত্তাঃ কিঙ্করীঃ স কৃষ্ণমেঘ আদিতঃ এব প্রত্যর্হণেন খিন্নন্ সুখয়ন্ সন্ ॥১৫॥

প্রিয়সখীর এই রসময় কথা শুনিয়া তখন অন্য এক সখী হাসিয়া কহিলেন—"না না সখি! লজ্জা কন্দর্পরাজের ভয়ে পলায়ন করে নাই, বোধহয় লজ্জা স্ব-পালিত রাধাঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দর্প-রাজকে তাহা স্বয়ং সমর্পণ করিয়াই অন্তর্হিতা হইয়াছে; যেহেতু সৌভাগ্যবতী লজ্জার পুনরায় অতুল সমৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ সুখসুপ্তি-ভঙ্গের পরই শ্রীরাধা অধিকতর লজ্জিতা হইবেন ॥১৪॥

জালরন্ধ্রে নিমেষহীন নয়ন রাখিয়া সখীগণ এইরূপে নবকিশোর-কিশোরীর অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যরাশি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের অনুগতা কোন এক কুঞ্জকিঙ্করী স্বীয় সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "সখি! দেখ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ স্থিরচঞ্চলালীবৃত হইয়া অর্থাৎ ঔৎসুক্য ও বাম্য হেতু যিনি স্থিরা ও চঞ্চলা কিম্বা যিনি অচঞ্চলা দামিনী-দাম-স্বরূপা সেই শ্রীরাধাসুন্দরী-পরিবৃত হইয়া মাধুর্য্যরস-বর্ষণে উহাদিগকে কেমন অভিষিক্ত করিতেছেন। কিঙ্করীগণই অগ্রে

তাম্বূলমালা বিবিধানুলেপৈ রঙ্গারধান্যাগুরু বৈশ্বধূপৈঃ।
কালোচিতৈ স্তৈ প্রতিপাদ্যমানৈঃ কতিক্ষণাং স্তা গময়াম্বভূবু ॥১৬

প্রভঞ্জনো রঞ্জয়িতুং নিকুঞ্জরাজৌ ব্যরাজিষ্ট মুদা তদানীং।
স্বয়ংপ্রবুদ্ধ্য শ্লথদুর্ব্বলাঙ্গো দ্রুতং প্রয়াতুং ন তরাং শশাক ॥১৭॥

স্বা বৃক্ষবল্যো ব্যকসংস্তদৈব তা শচুম্বং স্তদামোদভরৈ র্দিশোদশ।
প্রসারিতৈঃ শ্বাসপথ-প্রবেশিতৈ ভৃঙ্গাবলী জাগরয়াঞ্চকার সঃ ॥১৮

গ্রীষ্মশীতাদিকালোচিতৈঃ স্বনিষ্পাদ্যমানৈ স্তাম্বূলাদিভিঃ কতিক্ষণান্ তাঃ কিঙ্কর্যঃ গময়াম্বভূবুঃ অঙ্গারধানো (অঙ্গিঠি) ইতি প্রসিদ্ধা ॥১৬॥

রাত্র্যন্তে স্বত এব চলন্তঃ বায়ু বর্ণয়তি। প্রভঞ্জনো বায়ুঃ রাত্র্যন্তে সবায়ুঃ প্রবুধ্য জাগরিত্বা শ্লথদুর্ব্বলাঙ্গ ইত্যনেন তস্য মান্দ্যমানীতম্ ॥১৭॥

তৎকালোৎপন্ন বায়োঃ স্বভাবতঃ এব শৈত্যমতস্তস্য সৌগন্ধ্যং বর্ণয়তি। স বায়ুঃ ..

প্রভুর সেবা করে এবং পরে প্রভু প্রত্যুপহার দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, ইহাই সর্ব্বত্র রীতি ; কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীতভাব দৃষ্ট হইতেছে। কেননা ইহাঁরা স্ব স্ব সেবায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ ইহাদিগকে পুরস্কার দানে পরিতুষ্ট করিতেছেন ॥১৫॥

এই সময় অপর কতকগুলি কিঙ্করী তৎকালোচিত তাম্বূল-বীটিকা-নির্ম্মাণ, মাল্যগ্রন্থন, বিবিধ অনুলেপ-প্রস্তুত এবং অঙ্গার-ধানিকায় সুগন্ধি অগুরু ধূপ নিক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

তখন নিশান্তের স্নিগ্ধ সমীর নিকুঞ্জরাজ ও নিকুঞ্জরাজ্ঞীকে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত প্রমোদভরে ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, মনে হইল যেন এই মলয়-মারুত এইমাত্র জাগরিত হইয়া অলস-বিবশ দুর্ব্বল অঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতে না পারিয়া মন্দ মন্দ চলিতেছে ॥১৭॥

নৈশ সমীর স্বভাবতই সুশীতল, তাহাতে নিশাশেষে যে যে তরু-

তদ্গুঞ্জিতৈরঞ্জিত সুস্ববৈর্ভৃশং প্রবুধ্য বৃন্দাথ বিলোক্যসর্ব্বতঃ।
স্বনাথয়োর্জাগরণে পতত্রিণোন্যযুঙ্ক্ত কালজ্ঞতয়ারয়াদিয়ম্ ॥১৯।

যা বৃক্ষবল্যাস্তদা রাত্র্যন্তে ব্যকসন্ শ্চুম্বন্ সন্ অর্থাৎ তেনৈব বায়ুনা দশ্দিশ ব্যাপ্য প্রসারিতৈঃ রথ ভৃঙ্গানাং শ্বাসপথপ্রবেশিতৈস্তাসাং বিকসৎ বৃক্ষবল্লীনামা মোদভরৈঃ করণৈ ভৃঙ্গাবলী জাগরয়াঞ্চকার ॥১৮॥
তেষাং ভ্রমরাণাং গুঞ্জিতৈঃ করণৈ বৃন্দা প্রবুধ্য পতত্রিণোন্য যুঙ্ক্ত ॥১৯॥

লতায় পুষ্পপ্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই পুষ্পপুঞ্জকে চুম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পরিমল বহন করিয়া দশদিক্ প্রমোদিত করিল এবং নিজেও সুরভিত হইল; অনন্তর নিদ্রালসে অবশাঙ্গ ভৃঙ্গকুলের শ্বাসপথে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেই তরুলতার পুষ্পপরিমল-স্পর্শে জাগরিত করিল ॥১৮॥

ভৃঙ্গকুল জাগরিত হইয়া যেমন সুমধুর গুঞ্জন করিতে লাগিল, অমনি কুঞ্জসেবার অধীশ্বরী বৃন্দাদেবী জাগরিত হইয়া চকিতনয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইহাই উপযুক্ত কাল জানিয়া স্বীয় অধিস্বামী-যুগলকে অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামকে জাগাইবার নিমিত্ত তখনই বিহঙ্গকুলকে নিয়োজিত করিলেন ॥১৯॥ †

* তথাহি পদ।— আলিকুল জাগল অলিকুলগানে। চমকিত চাহই চকিত নয়ানে॥ চঞ্চল চিত অতি চলপি নিকুঞ্জে। সুখদ সেজ তঁহি কুসুমপুঞ্জে। বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে। হেরি হেরি সহচরী কুরু পরাহাসে॥ ইত্যাদি (পদকল্পতরু)

† বৃন্দাদেবীই শ্রীবৃন্দাবনের রক্ষয়িত্রী ও পালয়িত্রী। বৃন্দাবনের তরুলতা-পশুপক্ষী সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী ও অধীন। এই বৃন্দাদেবীর অধীনে অগণিত গোপী নিয়ত কুঞ্জসেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং ইনিই কুঞ্জসেবার অধীশ্বরী। ইতি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বা বিদ্যুৎবর্ণা। ধ্যান যথা—

"গাত্রেস্য চাম্পেয় তড়িদ্বিনিন্দি-রুচিপ্রবাহস্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুকবিদ্যোতিত দিব্যবাসে। বৃন্দে ভজে ত্বচ্চরণারবিন্দম্॥"

অথ. প্রবুধ্যৈব বিধূয়পক্ষান্ গ্রীবাঃ সমুন্নীয় চুকূজুরুচ্চৈঃ।
যৎকুক্কুটাঃ পঞ্চষবারমাদৌ রাধা জজাগার তদাপ্তবাধা ॥২০॥

বৃন্দয়া নিযুক্তানাং পতত্রিণাং মধ্যে প্রথমতঃ কুক্কুটা জাগরাং চক্রুরিত্যাহ। প্রথমত এব কুক্কুটাঃ পঞ্চষবারমুচ্চৈ শ্চুকূজুঃ তৎ তস্মাৎ রাধিকা জজাগার, কণ্ঠুতা প্রভাতজ্ঞান জন্যা প্রাপ্তা বাধা পীড়া যয়া সা॥ ২০॥

বৃন্দা-নিয়োজিত বিহগনিচয়ের মধ্যে প্রথমতঃ কুক্কুটগণই জাগরিত হইল এবং প্রথমতঃ তাহারাই পক্ষ কাঁপাইয়া, গ্রীবা উন্নত করিয়া চারি পাঁচ বার উচ্চকণ্ঠে কূজন করিয়া উঠিল। তাহাতে রজনী প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগরিতা [illegible] ॥২০॥ *

[illegible] নাম চন্দ্রভানু; মাত—ফুল্লরা।
পতি—মহীপাল। ভগ্নী—মঞ্জরী। বাস—বৃন্দাবনে।
ইনি দূতী সখী। দূতীসখী অ[illegible] আছেন। যথা—কৃষ্ণগণোদ্দেশে—
"বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদি সংক্রিয়াভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-কোবিদাঃ॥
বশীকৃত স্বান্তরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ।
গৌরাঙ্গী চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী॥"

অর্থাৎ বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেনা, মুরলী প্রভৃতি দূতী সখীগণ কুঞ্জাদি সংক্রিয়া ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা।—শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইঁহারা প্রগাঢ় স্নেহবতী। বিবিধ উপায় উদ্ভাবনে যুগল-মিলন সম্পাদনই ইঁহাদের কার্য্য সকলেই গৌরাঙ্গী, বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিতা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীবৃন্দাদেবীই সর্ব্বপ্রধানা [illegible]নই শ্রীবৃন্দাবন-বনদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাখ্য মহাশক্তির প্রাদুর্ভাববিশেষরূপ।

* তথাহিপদ।—কানন-দেবতি হেরি নিশি অবসান। আদেশলা দ্বিজকুল করইতে গান॥ শারীশুক কহে—দোঁহে জাগহ তুরিতে। অরুণ উদয় হেরি, নাহি মান ভীতে॥ বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ। তুরিতে শব্দ কর নিশি অবশেষ॥ শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল। কানন ভরিয়া উঠিল মহারোল॥ হেরইতে ঐছন নিশিপরভাত। মাধবদাস শিরে দেই হাত॥

কৃষ্ণাঙ্গসংশ্লেষবিশেষবাধিনস্তানেব মত্বেতি শশাপ সা রুষা ।
অরে পরেতাশুপরেতরাট্ পুরং তত্রৈব কিং কূজত নো পদায়ুধাঃ ॥২১॥
বিশ্লিষ্য কিঞ্চিৎ প্রিয়বক্ষসঃ সা তূষ্ণীং স্থিতাং স্তানুপলভ্য সদ্যঃ ।
সংশ্লিষ্য কান্তং দরনিদ্রয়ৈব নিষেব্যমানা পুনরপ্যরাজীৎ ॥২২॥

তান্ কুক্কুটান্ সা রাধা শশাপ। শাপমেবাহ। অরে! পদায়ুধাঃ! কুক্কুটাঃ! যূয়ং পরেতরাট্ পুরং যমপুরং পরেত গচ্ছত তৈ এব যমপুরে কিং ন কূজত দুঃখ-বহুলে তস্মিন্নেবপুরে যুষ্মাকং কূজনমুচিতং, নতু সুখময়-বৃন্দাবনে। অতো ম্রিয়ধ্বামিতিভাবঃ ॥২১॥

প্রভাতজ্ঞানোত্থশঙ্কয়া প্রিয়বক্ষসঃ সকাসাৎ কিঞ্চিদ্বিশ্লিষ্য সা রাধা তদানীমেব পঞ্চষবারান্ শব্দান্ কৃত্বা তূষ্ণীং স্থিতান্ কুক্কুটান্ উপলভ্য মচ্ছাপাদেব এতে যমপুরং গতা। ততো নেদানীং প্রভাত শঙ্কাপীতি মত্বা কান্তং সংশ্লিষ্যেত্যাদি ॥২২॥

এবং সেই কুক্কুটগণকে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখের বিশেষ বিরোধী ভাবিয়া ক্রোধভরে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—"আরে পাপ কুক্কুটগণ! তোরা শীঘ্র যমপুরে গমন কর—সেখানে গিয়াই তোরা কণ্ঠরব করিলি না কেন? দুঃখ-বহুল যমপুরে গিয়াই তোদের কূজন করা উচিত ছিল, নতুবা এই সুখময় বৃন্দাবনে এরূপ মর্ম্ম-পীড়ক কূজন করা উচিত হয় নাই। অতএব তোদের মরণই মঙ্গল ॥২১॥

এই বলিয়া প্রেমময়ী, প্রভাত-আশঙ্কায় প্রিয়তমের পরিসর উরস-পরশ হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইলেন; কিন্তু কুক্কুটগণের আর শব্দ শুনিতে না পাইয়া—"উহারা আমার শাপে নিশ্চয়ই যমপুরে গমন করিয়াছে, সুতরাং আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা নাই" এরূপ স্থির করিয়াই প্রাণকান্তকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ঈষৎ নিদ্রাভিভূতা হইলেন ॥২২॥ *

---

* তথাহি পদ।—বৃন্দা বচন হি, উঠহি ফুকারই, শুক-পিক-শারিক পাঁতি। ...নত হি জাগি, পুনহুঁ পহুঁ ঘুমল নায়রী কোরহি জাঁতি॥ হরি! হরি! জাগহ

ততঃপুনস্তানথ টিট্টিভাদীনুৎকূজতঃ প্রাহ বিধূততন্দ্রা।
হংহো ক্ষণ্বং শয়িতং ক্ষণং মে দত্তেতি সা মোটয়দঙ্গমীষৎ ॥২৩॥
কাদম্বকারণ্ডবহংসসারসাঃ কপোতশারীশুককেকিকোকিলাঃ।
কলং কেলিবনীজলস্থল-প্রচারিণং কৃষ্ণকথামৃতোপমম্ ॥২৪॥

ততঃ ক্ষণান্তর মুৎকূজতস্তান্ কুক্কুটান্। অথ কুক্কুট শব্দানন্তরং কূজতষ্টিট্টি-ভাদীংশ্চ প্রতি তেষাং শব্দেন বিধূতন্দ্রা রাধা প্রাহ "মে মহ্যং যূয়ং শয়িতুং ক্ষণং দত্ত" ॥২৩॥ কাদম্বঃ কলহংসস্তদাদয়ঃ সারসাস্তা জলচারিণঃ, কপোতাদয়ঃ স্থলচারিণঃ এবং সতি ক্ষুদ্রকেলিবনে যজ্জলং যৎস্থলং তত্র তত্র প্রচারিণং এতে কৃষ্ণকথামৃতো-পমং কলং জগুঃ ॥২৪॥

কিছুক্ষণ পরেই কুক্কুট ও টিট্টিভাদি পক্ষিনিচয় এককালে উচ্চকণ্ঠে কূজন করিতে লাগিল। শ্রীরাধার সুখের নিদ্রা আবার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি সেই কূজনশীল পক্ষিগণের প্রতি মনে মনে কহিলেন—"ক্ষমা কর, তোমরা আর কিছুক্ষণ আমাকে এইভাবে নিদ্রা যাইতে দাও" এই বলিয়া তিনি অলসাবেশে ঈষৎ অঙ্গমোটন করিলেন ॥২৩॥

সেই সময় কাদম্ব, কারণ্ডব, হংস, সারসাদি জলচর পক্ষী সকল এবং কপোত, শারী, শুক, ময়ূর ও কোকিলাদি স্থলচর পক্ষিগণ সমস্বরে কৃষ্ণকথামৃতের ন্যায় সুমধুর কলধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাতে ক্ষুদ্র কেলি-কাননবর্ত্তি সমস্ত জলভাগ ও স্থলভাগ মুখরিত হইয়া উঠিল ॥২৪॥

নাগর কাণ। বড় পামর বিহি কিয়ে দুঃখ দেওল, করল রজনী অবশান ॥ ধ্রু ॥ আওলি বাউরী, বরজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোল। শুনইতে কাতর, বিদগধ নায়র, থোর নয়ন দুহু খোল ॥ নায়রী হেরি, পুনহি দিঠি মূদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে। বলরাম হেরত, কব সুখ-শায়র, নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে ॥ (পদামৃত)।

প্রবুদ্ধ্য কান্তৌ যুগপদ্যথারুজং বিশ্লেষজামুহতুরঙ্গমোটনাৎ।
চাম্পেয়নীলাব্জ ধনুস্থিরৌ তথা সান্দ্রোপগূহেন মুদঞ্চ বক্ষসোঃ ॥ ২৫॥
দ্বারং সমুন্মুচ্য মনাগনারবং শনৈঃ পদন্যাস-বিশেষ-মঞ্জুলা।
নির্ণীতভজ্জাগরণাথ কিঙ্করীততিবিশঙ্কা প্রতিবেশ বেশ্মসা ॥২৬॥

কান্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ যুগপৎ প্রবুদ্ধ্য গাত্রমোটনাদ্ধেতোঃ যো বিশ্লেষ স্তজ্জন্যাং রুজং পীড়াং যথা উহতুঃ প্রাপতুঃ তথা স্বয়ংবাস্তরেণ সহ বিশ্লেষেঽপি তদানীমেব গাত্রমোটনাজ্জাতং বক্ষসোঃ সান্দ্রোপগূহনং তেনৈব মুদঞ্চ উহতুঃ। কীদৃশৌ? চাম্পেয়ধনু-নীলাব্জধনুষো স্তুল্যো স্থিরৌ যয়োঃ, তথা চাপ-মোটনসময়ে ধনুরাকারয়োঃ পরস্পরং বক্ষসোরালিঙ্গনং স্যাদিত্যর্থঃ ॥২৫॥

নির্ণীতং রাধাকৃষ্ণয়ো র্জাগরণং যয়া তদৃশী, অতএব বিশঙ্কা কিঙ্করীততি অনারবং নিঃশব্দং যথাস্যাত্তথা মনাক্ দ্বার মুন্মুচ্য বেশ্ম তয়োঃ শয়ন-মন্দিরং শনৈঃ প্রবিবেশ ॥২৬॥

বিহঙ্গকুলের কলরব শ্রবণে তখন শ্রীরাধাশ্যাম যুগপৎ জাগরিত হইয়া অঙ্গমোটন করিলেন ; তাহাতে পরস্পরের মধুর আলিঙ্গন পাশ শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহারা তখন সেই বিশ্লেষের কারণ একদিকে যেমন পীড়া প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ অন্যদিকে অঙ্গমোটনকালে চম্পক কুসুমকান্তি শ্রীরাধাতনু ও নীলকমল-কান্তি শ্রীকৃষ্ণতনু ধনুর আকারে বক্রিমা প্রাপ্ত হওয়ায় পরস্পরের বক্ষঃদেশের নিবিড় আলিঙ্গন স্পর্শে তাঁহারা অপার আনন্দ লাভ করিলেন ॥২৫॥

কিশোর-কিশোরী জাগরিত হইলেন—সেবাবসর বুঝিয়া কুঞ্জকিঙ্করী প্রিয়মঞ্জরীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃশব্দে দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব পাদ-বিন্যাস সহকারে ধীরে ধীরে কুঞ্জ-মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

তন্মন্দমঞ্জীররবৈরবৈধিত ত্বরা ভরোত্থাতুমনা অপি প্রিয়া।
পস্পন্দ এবাতিতরাং প্রিয়স্যযৎদোর্বল্লিমুমোচয়িতুং ন সা শকৎ ॥২৭॥
বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ সবিচক্ষণঃ শুকঃ শুকো যথাভাগবতার্থ-কোবিদঃ।
দক্ষ[illegible]বোধে জগতাং প্রভোরতিপ্রেমাস্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাৎ ॥২৮॥

তাসাং কিঙ্করীণাং মন্দমঞ্জীররবৈঃ করণৈঃ বুদ্ধ উত্থানে ত্বরাতিশয়ো যস্যা এবম্ভূতা প্রিয়া উত্থাতুমনা অপি পস্পন্দ এব ন তু উত্থাতুং শশাক কস্মাৎ প্রিয়েত্যাদি ॥২৭॥

বিচক্ষণঃ শুকঃ পক্ষিবিশেষঃ অভ্যধাৎ প্রোবাচ, কীদৃশঃ? জগতাং প্রভোঃ কৃষ্ণস্য প্রবোধে দক্ষঃ পক্ষে দক্ষনামা শুকঃ বিচক্ষণনামা শুকঃ। কীদৃশঃ? দক্ষপক্ষে বিচক্ষণনাম্না শুকেন সহ বর্ত্তমানা দক্ষনামা শুকঃ জগৎ প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধে জাগরণে সমভ্যধাৎ; শুকৌ দক্ষবিচক্ষণাবিতি গণোদ্দেশাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ শুকদেবো যথা ভাগবতার্থকোবিদ স্তথা শুকোঽপি ভগবতো জাগরণরূপে অর্থে কোবিদঃ। পুনঃ শুকদেবঃ কীদৃশঃ? জগতাং প্রবোধে জ্ঞানোৎপাদনে দক্ষঃ এবং প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমাস্পদত্বে অনুপমঃ তথা শুকোঽপি অতি প্রেমাস্পদত্বে অনুপমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণস্যেতি বোধ্যম্ ॥২৮॥

তখন সেই মঞ্জরীগণের ধীর-পদবিক্ষেপজনিত মঞ্জীরের মন্দমধুর রব শুনিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইবার অভিলাষ করিয়াও উঠিতে পারিলেন না—শত চেষ্টা করিয়াও প্রিয়তমের বাহু-বল্লরীর বন্ধন-পাশ উন্মোচন করিতে না পারিয়া অবশেষে কেবল অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে লাগিলেন। আ মরি! যেন রসালসের তরঙ্গ-হিল্লোলে দেহ-লতিকা ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল ॥২৭॥

অনন্তর ভাগবতার্থ-কোবিদ শ্রীশুকদেবের ন্যায় বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতজ্ঞ 'বিচক্ষণ' ও 'দক্ষ' [illegible] শুকপক্ষী দ্বয় জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধনের নিমিত্ত পদকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশুকদেব যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-নির্ণয়ে সুপণ্ডিত, সেইরূপ এই শুকও ভগবান্

জয়স্মরাশেষ-বিলাসবৈদুষী-নিষ্ণাতগোপীজনলোচনামৃত ।
প্রাণপ্রিয়াপ্রেমধুনীমতঙ্গজ স্বমাধুরীপ্লাবিত-লোকসংহতে ॥২৯॥
প্রিয়াধরাস্বাদ-সুখে নিমজ্জসি প্রবুদ্ধ্যসে নেত্যুচিতং রসাম্বুধে !
রিরংসুতায়াং বিরিরংসুরেব তে কিন্ত্বাধুনেয়ং ক্ষণদা ক্ষণং ছ্যতি ॥৩০॥

প্রথমতো দক্ষ আহ । হে স্মরাশেষবিলাসপাণ্ডিত্যে পারং গত । প্রাণপ্রিয়ায়াঃ প্রেমরূপায়াঃ ধুনী নদী তত্র মত্তগজ হস্তিস্বরূপ ! ॥২৯॥

যত এতাদৃশবিশেষণৈর্বিশিষ্ট স্ত্বম্ অতঃ প্রিয়ায়া অধরাস্বাদসুখে নিমজ্জসি ন অথচ প্রবুদ্ধ্যসে এতদুচিত মেব কিন্তু রিরংসুতায়াং রমণেচ্ছায়াং সত্যাং, ক্ষণদা রাত্রিঃ শ্লেষেণ ক্ষণান্ উৎসবান্ দাত্রী আসীৎ অধুনা সেয়ং বিরিরংসু র্বিরামেচ্ছুঃ সতী ক্ষণমুৎসবং ছ্যতি খণ্ডয়তি ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ-ব্যাপারে সুপণ্ডিত, পুনশ্চ শুকদেব যেরূপ জগৎ-প্রবোধে অর্থাৎ জগজ্জীবের জ্ঞানোৎপাদনে সুদক্ষ এবং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেমাস্পদ বলিয়া অনুপম, সেইরূপ এই শুকও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া অনুপম । প্রথমতঃ দক্ষনামক শুক কহিলেন ॥২৮

"হে কন্দর্পের অশেষ-বিলাস-পাণ্ডিত্যে প্রবীণ ! হে গোপীজন-লোচনামৃত ! হে প্রাণ-প্রিয়ার প্রেম তরঙ্গিণীর মত্তমাতঙ্গ ! হে স্ব-মাধুরী-প্রবাহে নিখিল-ভুবন-প্লাবিত কারিন্ ! হে রস-সাগর ! তুমি যখন এতাদৃশ সরস বিশেষণে বিভূষিত, তখন তোমার পক্ষে প্রিয়তমার অধর-রসাস্বাদ-সুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রা যাওয়া বিচিত্র নহে ! সুতরাং এসময় তোমার সুখ নিদ্রা ভঙ্গ করাও একান্ত অনুচিত । কিন্তু তোমার বিলাস-বাসনা-বিধায়িনী যে ক্ষণদা (রাত্রি) এতক্ষণ ক্ষণদা অর্থাৎ উৎসবদায়িনী ছিল, এক্ষণে তাহা বিরামা-ভিলাষিণী হইয়া সেই উৎসবকে ভঙ্গ করিতেছে । অতএব এ সময় তোমাকে জাগরিত করাই উচিত ॥২৯॥৩০॥

জহীহি নিদ্রাং শ্লথয়োপগূহনং ব্রজংপ্রতিষ্ঠাসুররং প্রভো ভব।
প্রাতর্ভুবানুসর স্বচাতুরীং প্রচ্ছন্নকামত্বমথোররীকুরু ॥৩১॥
জ[illegible]জনন্দন নন্দচেতঃপয়োধিপীযূষময়ূখ দেব।
গোষ্ঠেশ্বরীপুণ্যলতাপ্রসূন ! প্রয়াহি গেহায় ধিনু স্ববন্ধূন্ ॥৩২॥

অধুনা বিচক্ষণনামা শুকঃ গোষ্ঠগমনে পরিপাটী মুপদিশতি। উপগূহনং শ্লথয়। হে প্রভো! ব্রজংঅরং শীঘ্রং প্রতিষ্ঠাসুঃ ভব, প্রচ্ছন্নকামত্বং স্বীকুরু অন্যথা প্রভাতে সতি ব্যক্তকামত্বং ভবিষ্যতি ॥৩১॥
হে ব্রজনন্দন! হে নন্দচেতস্বরূপসমুদ্রস্য চন্দ্র! তথা চ ত্বয়ি তস্যাত্যন্তাসক্ত্যা ত্বদ্দর্শনার্থং নন্দে আগতে সতি কা গতি র্ভবিষ্যতীতিভাবঃ। প্রসূনেতি নন্দাদপি গোষ্ঠেশ্বর্য্যা আসক্তিরধিকা অতএব সাপ্যধুনা ত্বন্মুখালোকনার্থ মায়াস্যতীতিভাবঃ। অধুনা তু গোষ্ঠে গত্বা স্ব বন্ধূন্ সুখয় ॥৩২॥

অনন্তর বিচক্ষণ নামক শুক শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমনের রীতি উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে প্রভো! নিদ্রা ত্যাগ কর, প্রিয়তমার নিবিড় আলিঙ্গন-পাশ শিথিল কর, ব্রজধামে শীঘ্র উপনীত হও। প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, স্বীয় চাতুরী অনুসরণ কর, প্রচ্ছন্ন-কামত্ব অঙ্গীকার কর, নতুবা প্রভাত হইলে তোমার ব্যক্তকামত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে ॥৩১॥

হে গোকুলানন্দ! হে নন্দচিত্ত-সাগর-সুধাংশু! তোমাতে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত যদি নন্দরাজ তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করেন, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? হে ব্রজেশ্বরীর পুণ্য-লতা-প্রসূন! নন্দরাজ অপেক্ষাও তোমার প্রতি গোষ্ঠেশ্বরীর স্নেহ অধিক; সুতরাং তিনিও ত তোমার বদনচন্দ্র দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিতে পারেন? অতএব শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া নিজ বন্ধুবর্গকে সুখী কর ॥৩২॥*

---

* তথাহি পদ।—"খোজতি ফিরতি, জননী যশোমতি, আওলি কুঞ্জ-কুটীর।

শারীশুভা সাথ জগাদ সূক্ষ্মধীঃ শারী যথা দেবনসম্মতস্থিতিঃ।
জয়েশ্বরি! স্বীয় বিলাস-সৌভগ-শ্রীভর্ষিতশ্রীমুখমুখ্যযৌবতে ॥৩৩॥
শেষেঽধুনা যদ্রতিবল্লভস্য রাজীবরাজন্মধুপানমত্তা।
অসম্প্রতং তৎখলু সাম্প্রতং তে প্রাতঃ... জাগরয়াম্যহং ত্বাম্ ॥৩৪॥

অথানন্তরং সূক্ষ্মধীনাম্নী শুভা নাম্নী চ শারী জগাদ। পক্ষে শুভা কথম্ভূতা সূক্ষ্মধীঃ এবং সাপি কথম্ভূতা শুভা তত্র দৃষ্টান্ত যথা শারী পাশক ক্রীড়োপযুক্ত কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত বল ইতি প্রসিদ্ধা শারী যথা দেবনৈঃ পাশকৈঃ সহ সম্মতা-স্থিতির্যস্যাঃ সা। "অক্ষাস্তু দেবনাঃপাশকাশ্চ তে" ইত্যমরঃ। তথা পক্ষিরূপ শারীপক্ষে দেবনে কামবিলাসে সম্যক্ মতা জ্ঞাতা স্থিতি মর্যাদা অবধি যয়া সা। দিব্ ক্রীড়ায়াং মর্যাদা ধারণাস্থিতি" রিত্যমরঃ। স্বীয়বিলাস-সৌভাগ্যয়োঃ শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা ভর্ষিতং তৃষিতীকৃতং শ্রীমুখং লক্ষ্মীপ্রভৃতি মুখ্য যৌবতং যয়া ॥৩৩॥
রতিবল্লভস্য কৃষ্ণস্য আস্যপদ্মসম্বন্ধি-রাজন্মধুপানেন মত্তত্বমধুনাপি যং শেষে শয়নং করোষি তং তে সাম্প্রতমিদানীং প্রাতঃকালে অসাম্প্রতমযোগ্যম্ ॥৩৪॥

অনন্তর পাশক ক্রীড়ায় যেরূপ দেবন অর্থাৎ পাশা এবং শারী অর্থাৎ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বল-বিশেষ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই বৃন্দাবনেও দেবনে অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-বিলাসে অভিজ্ঞতার অবধিপ্রাপ্তা 'শুভা' ও সূক্ষ্মধী' নাম্নী শারিকাদ্বয় নিত্য বিরাজ করেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শুভা নাম্নী শারী শ্রীরাধাকে কহিলেন—'হে ঈশ্বরি! তুমি যখন বিলাস-সৌভাগ্য-শ্রী দ্বারা লক্ষ্মীপ্রভৃতি নিখিল মুখ্যা রমণী কুলের লালসা-বর্দ্ধন করিতেছ, তখন অবশ্যই তোমার জয়! এক্ষণে তুমি রতিবল্লভের বদন-কমল-মধুপানে মত্ত হইয়া এখনও শয্যায় শয়ন

শুনইতে দক্ষ-বিচক্ষণ ভাষণ, চমকিত গোকুলবীর॥ হরি হরি! অব দুহু ঘুমক লাগি। কোরে আগোরি, ছরমভরে শুতল, রতি রণে যামিনী জাগি ॥ধ্রু॥ রতিরসে অবশ কলেবর নাগর উঠহি থোরহি থোর। প্রাণ পিয়ারি, নেহারি পুণহু পহু, ভোরি রহই তছু কোর॥ রাইমুখ ঘনঘন, চুম্বই সাদর, কাতর-হৃদয় মুরারি। নয়নক নীরহি, শয়ন ভিগায়ই, হেরি বলরাম বলিহারি॥ (পদামৃত)

তন্মাবিলম্বস্ব ভজস্ব নীতিং মা হ্রেপয়াত্মানমুপেহি গোষ্ঠম্।
কা শিক্ষয়েত্ত্বামপি লোকরীতিং ত্বত্তো নুতাঃ শিক্ষত এব সর্ব্বাঃ ॥৩৫॥
[illegible]ক্বণৎ-কঙ্কণনূপুরং জবাদত্যুচ্ছলদ্গাত্রযুগচ্ছবিচ্ছটম্।
ব্যস্তালকাগ্রাবলি-বেষ্টনোন্নমত্তাটঙ্কহারদ্যুতি দীপিতাননম্ ॥৩৬॥

লোকরীতিং ত্বাং কা শিক্ষয়েৎ কিন্তু ত্বত্তঃ সর্ব্বাঃ শাস্তাঃ সর্ব্বলোকরীতিং শিক্ষতে ॥ ৩৫ ॥

কেলিবিলাসিনো দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ শুভশয্যোত্থানং ত্রৈলোক্য শোভামিব সংচিকায় একত্র সংগ্রহং চকারেতি পরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ। শয্যোত্থানং কীদৃশং? মধুর ধ্বনিযুক্তে কঙ্কণনূপুরে চ যত্র। পুনশ্চ জবাদত্যুচ্ছলদ্গাত্রদ্বয়স্য ছবিচ্ছটা যত্র। পুনশ্চ ব্যস্তালকাগ্রাণাং শ্রেণ্যা বেষ্টনেন উন্নমন্তৌ উর্দ্ধং গচ্ছন্তৌ যৌ কুণ্ডলহারৌ তয়োঃ কান্ত্যা দীপিত মাননং যত্র। পৃষ্ঠদেশস্থিতালকেনৈব হারস্য উর্দ্ধনয়নং বোধ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া রহিয়াছ, ইহা এই প্রভাত সময়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই জন্যই তোমাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥৩৩-৩৪॥

অতএব আর বিলম্ব করিও না, নীতির অনুসরণ কর, আপনাকে আপনি লজ্জিত করিও না, গৃহে গমন কর; কে তোমাকে লোকরীতি শিখাইতে পারে? বরং তোমার নিকটেই সকল রমণী লোকরীতি শিক্ষা করিয়া থাকে ॥৩৫॥ *

* তথাহি পদ।—রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে॥ রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে। অরুণ-কিরণ শুনি প্রাণ কাঁপে ডরে॥ শারী বলে, শুন শুক গগনে উড়ি ডাক। নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥ শুক বলে শুন শারী আমরা পশু পাখী। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥ বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি। অরুণ কিরণ হেরে উঠি ঘরে যাই॥" পদকল্পতরু।

পুনশ্চ।—"জাগহরে বৃকভানু-কুমারি! শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি, পুন বোলত শুক শারী॥ ধ্রু॥ গগন হি মগন, সগণ রজনীকর, চলু চরমাচল ওর। পদুমিনী বদন, মধুপ ঘন চুম্বই, তেজই কুমুদিনী বোর॥ যামিনী-তিমির থির নাহি হেরিয়ে, পরশি অরুণ রুচি অঙ্ক॥ যত্ন নাগরী নীলপটাঞ্চলে লাগল দিন বিরহানলে রঙ্ক। চোরি রভস, এতহু রসধাধস দুরজন নহ পথ যোই। গোবিন্দ দাস কহ, জানি চলবি ধনি, পিকু বোলত ওহি ওহি॥ (পদামৃত)

স্রস্তাং শুকান্বেষণ সম্ভ্রমোদয়াদিতস্ততো ন্যস্তকরাব্জমঞ্জুলম্।
শয্যোত্থিতং কেলিবিলাসিনোস্তয়োস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমিব সংচিকায়
তৎ ॥ ৩৭ ॥

যুগ্মকম্।

ঘূর্ণালসাক্ষং শ্লথসর্ব্বগাত্রং বিস্রস্তবেশং রসিকদ্বয়ং তৎ।
ভুগ্নোপবেশং স্খলনে কথঞ্চিদন্যোন্যমালম্বনতাং প্রপেদে ॥৩৮॥

পুনঃ কীদৃশং? বিহারসময়ে স্রস্তস্যাংশুকস্য অন্বেষণে যঃ সম্ভ্রমোদয় স্তস্মাদিতস্ততো ন্যস্তেন করাব্জেন মঞ্জুলম্। ৩৭ ॥

তৎ রসিকদ্বয়ং নিদ্রাবেশেন ভুগ্নঃ শয্যায়ামুপবেশো যস্য এবং স্খলনে কথঞ্চিদ-

শারীশুকের কথা শুনিয়া কেলিবিলাসিযুগল অলস-বিবশাঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের কর-চরণ-সঞ্চালনে কঙ্কন-নূপুরাদি ভূষণনিচয় মধুর মধুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। যুগলাঙ্গের লাবণ্যছটা,—আমরি! 'জড়িত জলদে দামিনী-ঘটা' যেন অনন্তরূপ-মাধুর্য্যের তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিগলিত অলকাবলির অগ্রভাগ-বেষ্টনে গলদেশের হার ও কর্ণের কুণ্ডল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাহার উজ্জ্বল কান্তিতে উভয়েরই বদন-ছবি অপূর্ব্ব উদ্ভাসিত হইল। তখন সরম-সম্ভ্রমের উদয় হওয়ায়, বিহার-বিস্রস্ত বসন অন্বেষণের নিমিত্ত উভয়েই নিদ্রা-নিমীলিত নয়নে শয্যাপাশে ইতস্ততঃ কর-কমল বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন। মরি! মরি! শয়নে যেমন শোভার অনন্ত তরঙ্গ খেলে, ইঁহাদের উত্থানেও তেমনই শোভার অনন্ত উৎস উৎসারিত হয়। তাই, এই মঞ্জু-মধুর শয্যোত্থান-সুষমা দেখিয়া মনে হইল যেন ইহাতে ত্রৈলোক্যের তাবৎ শোভা সম্ভারই একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ॥৩৬॥৩৭॥

তখন সেই রসিক-রসিকার অলসাকুল লুব্ধ নয়ন-চকোর যেন পরস্পরের মুখচন্দ্রের মাধুরী-সুধাপানের নিমিত্ত একবার ঈষৎ উন্মীলিত হইতেছে, তখনই নিদ্রার আবেশে আবার নিমীলিত হইতেছে। নয়ন

পরস্পরাং সদ্বয়-দত্তদোর্যুগ-ন্যস্তাঙ্গভারং নতপৃষ্ঠশোভিতম্।
সংমেটানাদূন্মুখমাস্যপঙ্কজদ্বয়ং পরিক্রান্তিমিবানয়স্মিথঃ ॥৩৯॥

মালম্বনতাং প্রপেদে। তদানীং পরস্পরশরীরং পরস্পরালম্বনং বভূবেত্যর্থঃ॥৩৮

অধুনা পরস্পর সম্মুখতয়া স্থিতয়োরালস্যত্যাগপ্রকারমাহ। পরস্পর-স্কন্ধদ্বয়দত্তদোর্যুগে ন্যস্তো অঙ্গভারো যেন একীভূতং রসিকদ্বয়ং। আলস্যত্যাগ-সময়ে নতপৃষ্ঠেন শোভিতং যৎ গাত্রমোটনাদ্ধেতো রূর্দ্ধমুখমাস্য পঙ্কজদ্বয়ং পরস্পরস্য পরিক্রমমিবানয়ং প্রাপ, তদানীং আলস্য দূরীকরণার্থং উর্দ্ধগত পরস্পর মুখভ্রমণমেব পরস্পর মুখস্য পরিক্রমত্বেন উৎপ্রেক্ষিতম্ ॥৩৯॥

প্রান্তে তখনও যেন নিদ্রার আবিলতা লাগিয়া রহিয়াছে। রসালসে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, বেশভূষা বিগলিত, শয্যার উপর নিদ্রাভরে আনতভাবে উপবিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে অবশাঙ্গ পরস্পরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে, যেন তাহাতে পরস্পরের অঙ্গ-লতিকা পরস্পরের কথঞ্চিৎ অবলম্বন-স্বরূপ হইতেছে ॥৩৮॥ *

অনন্তর উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আলস্য-ভরে পরস্পরের স্কন্ধে বাহু বল্লী আরোপিত করিয়া অঙ্গভার ন্যস্ত করিলেন, পরস্পরের অঙ্গভারে পৃষ্ঠ দু'খানি যেন বঙ্কিমভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল! আবার অঙ্গমোটন করায় উভয়ের বদনযুগল ঊর্দ্ধদিকে উন্মুখ হইল—যেন নব নধর কমল দু'টি ঊর্দ্ধমুখে ফুটিয়া উঠিল এবং তখন আলস্য দূরীকরণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধদিকে পরস্পর মুখ পদ্ম ভ্রমণ করায় বোধ হইল, যেন সেই মুখ-পদ্ম দু'টি পরস্পরের পরিক্রমা করিল ॥৩৯॥

* তথাহি পদ।..."লহু লহু নাগরী, তনু ছোড়ি নাগর, বৈঠল শেযক মাঝে। ওসুখ লাগি জাগি পুন নাগরী, রহলহি ঘুম বিরাজে॥"—"জাগহু প্রাণ পেয়ারি। রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, ননদিনী দেওব গারি॥ জটিলা শাশু অরু ভরি রোওই খোজই যমুনাতীর। শারীক বচনে চমকি ধনি উঠইতে ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির॥ চলই চিয়ায়ল, তুরিতহি সখীগণ, জাগল আভরণ রোলে। বলরাম হেরি; যাই উঠায়ল, দুহু তনু ঝারি নিচোলে॥" (পদামৃত)।

তদৈব জৃম্ভোত্থ রদাংশুজাল মাণিক্যদীপৈ র্নিররাজয়ৎ কিম্ ?
সনিদ্রমুন্মুক্তদৃগন্তলক্ষ্মীরসজ্ঞয়ান্যোন্য বিলিহ্যমানাং বিশেষকম্ ॥৪০॥

পুনরপি ঘনঘূর্ণ শ্রীমুখদ্বন্দ্বযোগা-
দচটুলভুজবল্লী-বেষ্টনেনেষ্টভাসৌ।
ক্ষণমপিদরসুপ্ত্যা শং ভজাবেত্যতস্তা
বনজকুসুম-তল্পে স্রস্তগাত্রা বভূতাম্ ॥৪১॥

তদা পরিক্রম-সময়ে এব জৃম্ভোত্থে যো দন্তস্য কিরণসমূহঃ স এব মাণিক্য প্রদীপাবলিঃ করণৈঃ রসিকদ্বয়ঃ কিং অন্যোন্যং নিরাজয়ৎ আরাত্রিকমকরোদি-ত্যর্থঃ। এবং সনিদ্রং রসিকদ্বয়ং উন্মুক্তদৃগন্ত শোভা এব রসজ্ঞা জিহ্বা তয়া অন্যোন্য বিলিহ্যমানামিতি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ রন্বয়ঃ ৪০॥

নিবিড় ঘূর্ণাং যুক্ত শ্রীমুখয়োর্দ্বয়োঃ পরস্পর সংযোগাদ্ধেতো ক্ষণমপীষৎ সুপ্ত্যা-শং সুখং ভজাব ইতি মনস্যেবোক্ত্বা তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বিলাসস্য সম্মর্দেন কুটিলং যৎ কুসুমতল্পং তত্র, পুনঃ স্রস্তগাত্রৌ অভূতাং। কথম্ভূতৌ? নিদ্রাবেশেনা-চঞ্চলেন ভুজবল্লী-বেষ্টনেন ইষ্টা কান্তি র্যয়োঃ ॥৪১॥

অপিচ, সেই সময়ে জৃম্ভা-বিকসিত বদন-কমলে দন্তপাঁতির কিরণ-মালা উদ্ভাসিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, রসিকযুগল মাণিক্য-দীপাবলি জ্বালিয়া উভয়ে উভয়ের মুখচন্দ্রের আরতি করিতেছেন এবং নিদ্রাজড়িত আধ উন্মুক্ত নয়নান্তভাগের সুষমা দেখিয়া প্রতীত হইল, যেন উহা পরস্পরের রূপমাধুর্য্যপানলিপাসু রসনা বিশেষ—যেন এই নয়নান্ত-রসনা দ্বারাই তাঁহারা পরস্পরের মাধুরী-মধু বিলেহন করিতেছেন ॥৪০॥

পুনরায় ঘনঘূর্ণাবশতঃ সেই সুন্দর শোভাময় চাঁদমুখ দুখানি অবাধ্য উত্তেজনায় পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায়, "আর কিছুক্ষণ ঈষৎ নিদ্রা-সুখানুভব করি" মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াই উভয়ে উভয়ের অচটুল বাহুলতা-বন্ধনে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়া আলস্যজড়িত শিথিলাঙ্গে বিলাস-বিমর্দ্দ-কুটিল কুসুম-শয্যার উপর পতিত হইলেন ॥৪১॥

বিরহবিকলয়া তচ্ছ্‌যায়া দূনয়া কিং
কথমপি দরলব্ধাশ্লেষয়া নিদ্রয়া বা।
উষসি ন চ বিহাতুং হন্ত শক্তৌ খগাস্তৌ
তদপি বিদধুরাভ্যাং বিপ্রযুক্তৌ স্বনন্তঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে শয্যোত্থান-কৌতুকাস্বাদনো নাম প্রথমসর্গঃ ॥১॥

ভাবী যো বিরহ স্তেন বিকলয়া অতএব দূনয়া তয়োঃ কেলি শয্যয়া কর্ত্র্যা অথবা কথমপি ভাগ্যেন রাত্র্যন্তে রাধাকৃষ্ণাভ্যাং সহ ঈষল্লব্ধাশ্লেষয়া নিদ্রয়া কর্ত্র্যা কিং উষসি বিহাতুং ন শক্তৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ, তদপি স্বনন্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্তঃ খগাঃ আভ্যাং শয্যানিদ্রাভ্যাং সহ বিযুক্তৌ বিদধুশ্চক্রুঃ। তথা চৈতে খগাঃ শয্যানিদ্রয়ো বৈরিণ এবেতি ভাবঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্গ্রন্থকৃন্মন্ত্রশিষ্য-শ্রীল কৃষ্ণদেবসার্ব্বভৌম-কৃতায়াং
টীকায়াং প্রথমসর্গঃ ॥১॥

তখন আশু বিরহ-শঙ্কাকুলা কেলি-শয্যা এবং তৎসঙ্গিনী নিদ্রা, যেন সৌভাগ্যক্রমে অতিকষ্টে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুনরায় ঈষৎ আলিঙ্গন সুখ-লাভ করিয়া কোনরূপেই আর তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু হায়! সে সময় অরসিক বিহগকুল তাঁহাদের বৈরিস্বরূপ হইল, তাহারা শয্যা ও নিদ্রাকে শ্রীরাধাশ্যামের সহিত বিয়োগিনী করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত আবার উচ্চকণ্ঠে কলধ্বনি করিতে লাগিল ॥৪২॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে নিশান্তলীলাস্বাদন
নাম প্রথম সর্গ ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

জালাদশোদৃক্-সফরীস্তদালয়ো
লাবণ্যবন্যা ভৃশ মন্বশীলয়ন্।
ক্রীণন্তি যা প্রাণ-পরার্দ্ধকোটিভি
স্তয়োঃ প্রমোদোত্থ-রুচিচ্ছটাকণম্ ॥১॥

অথ ললিতাদ্যা আলয়ঃ দৃষ্টিরূপাঃ সফরী মৎস্যবিশেষাণ্ জালাৎ সকাশাৎ, পক্ষে জালং গবাক্ষং প্রাপ্য লাবণ্যরূপা যা বন্যা জলসমূহাস্তাম্ অন্বশীলয়ন্। সখীনাং লক্ষণমাহ যা আলয়ঃ ॥১॥

প্রভাত-লীলা।*

অনন্তর যাঁহারা পরার্দ্ধ-কোটি প্রাণের বিনিময়ে শ্রীরাধাশ্যামের প্রমোদ-দীপ্ত শোভা-মাধুর্য্যের কণিকামাত্র ক্রয় করিয়া থাকেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্টি-সফরীসমূহ তখন গবাক্ষজালপথে বাহির হইয়া যেন তাঁহাদের সেই অনুপম লাবণ্য-প্রবাহে সাঁতার দিতে লাগিল।১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাতঃকালীন লীলা। যথা—

"প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত চারুবসনঃ স্রকচন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্তান্ন মাচম্য চ,
হিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি য স্তং গৌরমধ্যেম্যহং॥"

অর্থাৎ যিনি প্রাতঃকালে স্বীয়পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন এবং গন্ধপুষ্পাদি উপচারে গঙ্গা পূজা ও গঙ্গাস্তবপাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক কোন এক সঙ্গী সেবকের নিকট হইতে দিব্য পট্টবাস গ্রহণ করতঃ পরিধান করিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করেন এবং যিনি মাল্যচন্দনে শোভিতাঙ্গ হইয়া "শ্রীশ্রীদামোদর" নামক শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চন ও শ্রীতুলসী-সেবন করিয়া স্বগণ সহিত প্রসাদান্ন ভোজন করেন ও ভোজনান্তে আচমন পূর্ব্বক অন্য গৃহে গিয়া দুই তিন ক্ষণ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করেন আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করি॥২॥

তথাহি মহাজনী পদ।—

"প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ। হেরই সকলে আন ছাঁদ॥

উচে বিশাখা কলয়ালি ! কান্তৌ
নিরংশুকাবংশুক-পুঞ্জ-মঞ্জূ ।
বিহারিণাবপ্যতিহারিণৌ স্বৈ-
রঙ্গৈ রনঙ্গৈ রলসৌ লসন্তৌ ॥২॥

হে আলি ! কান্তৌ কলয় পশ্য। কীদৃশৌ ? নিরংশুকৌ বস্ত্ররহিতাবপি অংশুকস্য কোমল-কিরণস্য পুঞ্জেন মঞ্জু মনোজ্ঞৌ। অত্র সর্ব্বত্র বিরোধালঙ্কারো দ্রষ্টব্যঃ। বিগতশ্চাসৌ হারশ্চেতি বিহারো হারাভাবঃ তদ্বিশিষ্টৌ, হাররহিতা-বিত্যর্থঃ। অতি মনোহারিণৌ। অঙ্গৈর্নখাদিভিরঙ্গা অনঙ্গকার্য্যাণি ক্ষতাদি-লক্ষ্যাণি তৈর্লসন্তৌ। যদ্বা অনঙ্গসূচকৈরঙ্গৈঃ অথবা স্বাঙ্গৈর্লসন্তৌ যতঃ অনঙ্গৈরলসৌ ॥২॥

ললিতা * ও বিশাখা একই গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে শ্রীযুগলরূপ-মাধুরী দেখিতেছেন—দেখিতে দেখিতে হর্ষ-প্রফুল্লচিত্তে বিশাখা ললিকাকে কহিলেন—"সখি ! দেখ, দেখ, শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েই নিরংশুক অর্থাৎ বিবসন হইয়াও অংশুক অর্থাৎ কোমল কিরণপুঞ্জদ্বারা কেমন মনোহর হইয়াছেন এবং বিহারী অর্থাৎ হার-বিহীন হইয়াও কেমন অতিহারী অর্থাৎ অতি মনোহর হইয়াছেন। আবার ঐ দেখ, নখক্ষতাদি রতিরণচিহ্নভূষণে যুগলাঙ্গ কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, আমরি ! যেন অনঙ্গকে অঙ্গবিশিষ্ট করিয়াই অনঙ্গাবেশে আবিষ্ট রহিয়াছেন ॥২

ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা। অলসে ঈষত মুদিত পাতা ॥
অঙ্গুলি জুড়িয়া মোড়য়ে তনু। যৈছে অতনু কনকধনু ॥
দেখিতে আওল ভকতগণে। মিলল বিহানে হরিষ মনে ॥
মুখপাখালিয়া গৌরহরি। বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি ॥
নদিয়া নগরে হেন বিলাস। যদুনাথ দেখে সদাই পাশ ॥"

* শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সখী পাঁচ প্রকার। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ বা প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী। শ্রীললিতা ও বিশাখা প্রাণপ্রেষ্ঠা সখী যথা—

"পরম প্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।

অনঙ্গদৌ কেলিবশাদনঙ্গদৌ
নিরঞ্জনৌ হন্তমিথো নিরঞ্জনৌ ॥
বিস্রস্তরাধাধরতাভিলক্ষিতৌ
বিপ্রস্তরাগাধরতাভিলক্ষিতৌ ॥৩।

অনঙ্গং পরস্পরং কন্দর্পং দত্ত স্তৌ কেলিবসাদঙ্গদরহিতৌ, অঙ্গদং বাজুবন্দ ইতি প্রসিদ্ধং। নিরঞ্জনাবিতি রাধিকা পক্ষে কেলিবশাৎ অঞ্জনরহিতা, পক্ষে কৃষ্ণো নিরঞ্জন ইতি গর্গকৃতনামপ্রসিদ্ধেঃ। মিথঃ পরস্পরং নিতরাং রঞ্জয়ত ইতি তৌ বিস্রস্তো বিগতো রাগো যয়োঃ এবম্ভূতৌ অধরৌ যয়ো স্তয়োর্ভাব স্তত্তা তয়া বিশিষ্টৌ। বিকলং প্রস্তরং শয্যাপি যস্মাৎ তথাভূতেন অগাধেন রাগেন অভিরক্ষিতৌ তদ্বশতয়া স্থাপিতা বিতার্থঃ ॥৩॥

ঐ দেখ, উহাঁরা কেলিবশতঃ 'অনঙ্গদ' অর্থাৎ বাজুবন্দবিহীন হইয়াও কেমন 'অনঙ্গদ' অর্থাৎ পরস্পরের কামসুখপ্রদ হইয়াছেন। দেখ দেখ! কৃষ্ণ-নয়নের অঞ্জন-রেখা মুছিয়া গিয়াছে, তথাপি উহাঁরা কেমন পরস্পরকে রঞ্জিত করিতেছেন, অধরের তাম্বুলরাগ বিলুপ্ত হইয়াছে—কুসুমাস্তীর্ণ প্রস্তর-শয্যাও বিচলিত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, উভয়েই অগাধ রতিরণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই অতিরণশ্রমেই এখন পর্য্যস্ত অলসাবেশে বিবশ হইয়া রহিয়াছেন ৷৩॥

স্থচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা ॥
রঙ্গদেবী স্থদেবী চেত্যষ্টৌ সর্ব্বগুণাগ্রিমাঃ।
আসাং স্থষ্ঠ দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া ॥

অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা, স্থচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও স্থদেবী এই ৮টী শ্রীরাধার পরম-প্রেষ্ঠ সখী। ইহাঁদের তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কেহ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণে ইহাঁদের সমান প্রেম-পরাকাষ্ঠা। এই অষ্ট সখীর সেবা, যথা—

"তাম্বুলে ললিতা দেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন-সেবনে ॥

অথাবভাষে ললিতাবধার্য্যতাং, জয়ঃ স্মরাজৌ কতরাশ্রিতো দ্বয়োঃ।
বভূব দষ্টাধরয়োঃ কচগ্রহ-ব্যাক্ষিপ্তমূর্দ্ধ্নো র্নখরক্ষতোরসোঃ ॥৪॥

হে সখ্যঃ! অবধার্য্যতাং স্মরাজৌ কন্দর্পযুদ্ধে দ্বয়োর্মধ্যে জয়ঃ কতরাশ্রিতো বভূব, কস্ত জয়ো বভূবেত্যর্থঃ। জয়স্যানিশ্চায়কং যুদ্ধসাম্য মাহ। দষ্টেত্যাদি। সম্ভোগসময়ে চূড়াবেণ্যো গ্রহণেন ব্যাক্ষিপ্ত মূর্দ্ধাঃ নখৈঃ ক্ষতে বক্ষসো যয়োঃ ॥৪॥

অনন্তর ললিতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—সখি! তোমারা ত সকলেই সুচতুরা, এখন বল দেখি, এই কন্দর্প-যুদ্ধে উভয়ের মধ্যে কে জয়ী হইয়াছেন? ঐ দেখ, উহাঁরা পরস্পর চূড়া ও বেণী গ্রহণপূর্ব্বক বিপুল সম্ভোগ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ায় উভয়েরই চূড়া ও বেণীবন্ধন শিথিল হইয়াছে এবং উভয়েরই অধরপুটে দশনচিহ্ন ও বক্ষঃস্থলে নবীন নখক্ষত শোভা পাইতেছে; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কে যে জয়ী হইয়াছেন, তাহা অবধারণ করা অতীব দুরূহ। অতএব যখন জয়ের কোন লক্ষণই নিশ্চয় হইতেছে না—এবং উভয়ের মধ্যেই সমান সমান লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে এই প্রেম-সমরে শ্রীরাধা-শ্যাম কেহই পরাজয় স্বীকার করেন নাই ॥৪॥

রাগে তু রঙ্গদেবী সা সুদেবী জল-সেবনে।
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা চ নর্ত্তনে ॥

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীললিতা দেবীই—সখী, দাসী ও দূতী এই ত্রিবিধ পরিজনের সকল যূথেরই সর্ব্বাধ্যক্ষা। শ্রীরাধার সকল ভাব ইঁহার আশ্রিত, এইজন্য ইনি 'অনুরাধা' নামে অভিহিতা। স্বভাব—বামপ্রখরা। ললিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-কলহে গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগে যেমন সুদক্ষ, প্রতিকার বিধানেও তেমনি সুযোগ্যা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ইঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র, শয্যা, বিতান, মণ্ডল ও ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ ও হেঁয়ালী রচনায় সুপণ্ডিতা। ললিতার যূথ, যথা—রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, রতিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী এই অষ্ট সখী। ইঁহারাও শ্রীললিতার ন্যায় তাম্বুল-সেবার অধিকারিণী ও সর্ব্বদা দাসী অভিমান করিয়া থাকেন।

শ্রীললিতার বয়স কিঞ্চিদূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ (১৪ বৎসর ২৭ দিন) অর্থাৎ

স্বদোঽনুরাগং কুচকুঙ্কুমচ্ছলাৎ স্বধত্ত রাধাচ্যুতপাদপদ্ময়োঃ।
যাব-দ্রবালক্তকতরালকো দধৌ, মূর্দ্ধ্নৈব সোঽস্যাঃ পদয়োস্তমুজ্জ্বলম্ ॥৫॥

অধুনা চরণতল-লগ্নং রাধিকা-কুচ-সম্বন্ধি-কুঙ্কুমং শ্রীকৃষ্ণবিষয়কানুরাগং বর্ণয়তি। রাধা স্বহৃদয়স্থং চরণবিষয়কানুরাগং কুচ-কুঙ্কুমচ্ছলাৎ কৃষ্ণস্য পাদপদ্মে...।

অনন্তর বিশাখা * কহিলেন—সখি! শ্রীরাধার কুচ-কুঙ্কুম-রাগে শ্রীকৃষ্ণের চরণতল কেমন সুন্দর রঞ্জিত হইয়াছে দেখ, উহা শ্রীরাধার নিবিড় কৃষ্ণানুরাগের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হইতেছে, আহা! প্রেমময়ী

শ্রীরাধা হইতে ২৭ দিনের জ্যেষ্ঠা। কোন মতে ১৪ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন। বর্ণ—গোরোচনাভা, বসন—শিখিপুচ্ছতুল্য, সেবা—তাম্বুল, রস—অভিসারিকা, নিবাস—যাবট, যোগপীঠ সহস্রদল-কমলের উত্তর দলে নানা পুষ্প লতাবৃক্ষ তড়িদ্বর্ণ অনঙ্গ-সুখদা বা ললিতানন্দদ কুঞ্জে স্থিতি, পিতার নাম—বিশোক, মাতা—শারদী, পতি ভৈরব গোপ। শ্রীললিতার ধ্যান, যথা—

"গোরোচনা রুচি-মনোহর-কান্তিদেহাং
মায়ূরপুচ্ছ-তুলিতচ্ছবি চারু-চেলাম্।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূলভক্তি-ললিতাং ললিতাং নমামি॥

প্রকারান্তর, যথা—

নবগোরোচনাবর্ণাং শিখিপুচ্ছনিভাননাম্।
সর্ব্বস্য সুখদাং রম্যা মনঙ্গাম্বুজসংস্থিতাম্॥
নানারসবিনোদেন সুপ্রৌঢ়াং যৌবনান্বিতাম্।
রাধা-পরপ্রিয়াং শ্রেষ্ঠাং নিকুঞ্জমণিমন্দিরম্॥
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বে ললিতাং তামহং ভজে॥

পুনঃ প্রকারান্তর, যথা—

শ্রীরাধাপ্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং,
হেমাভাং পরিবাদিনীং সুমধুরধ্বানাং সুবেশাম্বরাং।
সদ্রত্নাভরণৈর্মনোজ্ঞসুতনুং নিত্যাং জগন্মোহিনীং
বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গনয়নীং পাতাম্বরেণাবৃতাম্॥

* শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার প্রিয় নর্ম্ম-সখী। নৃত্যকালে শ্রীরাধার সহিত একত্র ...ত্য করেন। ইঁহার অন্য নাম—"সর্ব্বতোভদ্রা"। ইনি শ্রীরাধার সমবয়সী অর্থাৎ ১৪ বৎসর, কোনমতে ১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন। ইনি নর্ম্মোক্তি-নিপুণা,

ইত্থং ক্ষণং, তাবদলক্ষিতাঙ্গ্যো, নীচৈঃ স্বরস্তাবনুবর্ণয়ন্ত্যঃ।
ভাগ্যং স্বমেবাতি সভাজয়ন্ত্যো, মমজ্জুরানন্দ মহোদধৌ তাঃ ॥৬॥

টীকা রাধিকায়াশ্চরণ-সম্বন্ধি দ্রবেণ আরক্তোহলকো যস্য এবম্ভূতঃ স কৃষ্ণোহপি অস্যা রাধায়াঃ পদয়ো রুজ্জ্বল মনুরাগং মূর্দ্ধ্নৈব দধৌ ॥৫॥

তাভ্যাং অলক্ষিতাঙ্গঃ সত্যঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ নীচৈঃ স্বরং যথাস্যাত্তথা তৌ ক্ষণ মনুবর্ণয়ন্ত্যঃ সত্যঃ আনন্দ-মহোদধৌ মমজ্জুঃ ॥৬॥

যেন প্রাণকান্তের চরণ-পঙ্কজ দু'টি স্বীয় বক্ষোজদ্বয়ে ধারণ করিয়া

হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগরাশি সেই চরণপঙ্কজে ঢালিয়া দিয়াছেন। আবার ঐ দেখ, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণও প্রেমময়ীর সেই অনুপম অনুরাগের প্রতিদান করিতে না পারিয়াই যেন তাঁহার অলক্তক-রাগরঞ্জিত-চরণ-কমলের উজ্জ্বল অনুরাগের ডালি, মস্তকে বহন করিয়াছেন। এই কারণেই শ্রীরাধার চরণ-পঙ্কজের গলিত অলক্তকরাগে শ্রীকৃষ্ণের অলকাদাম অরুণিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব আজ প্রেম-সমরে কেহই যে কম নহেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।৫॥

এইরূপে সখীগণ গবাক্ষপার্শ্বে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া শ্রীরাধা-শ্যামের রসালস-রূপ-মাধুরী দর্শন করিতেছেন এবং পরস্পর অনুচ্চস্বরে তাঁহাদের সুষমারাশি বর্ণন করিতে করিতে নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন ॥৬॥

সুকর্ম্মকুশলা এবং সহজেই সকলের মনোভাব হৃদয়ঙ্গমে সমর্থা। দূতীকার্য্যেও সুপণ্ডিতা। পত্রাবলী রচনা, মাল্য গ্রন্থন, সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল চিত্রন, সূচীকর্ম্ম, সূর্য্যপূজার সামগ্রী সজ্জা ও নৃত্যগীতে বিচক্ষণা। বিশাখার যূথ,—মাধবী, মালতী, চন্দ্রলেখা, মঞ্জরী বা কঞ্জুরী, হরিণী চপলা, দামিনী ও সুরভি। এই অষ্ট সখী। ইঁহারা বস্ত্রসেবাধিকারিণী ও দাস্যাভিমানিনী। শ্রীবিশাখার বর্ণ—বিদ্যুন্নিভ, বসন—তারাবলী, সেবা—কর্পূরচন্দন অঙ্গরাগাদি, রস—স্বাধীন-ভর্ত্তিকাদি, স্বভাব—অধিক-মধ্যা, বাস—যাবট, যোগপীঠের ঈশান দলে মেঘবর্ণ মদনসুখদ বা আনন্দকুঞ্জে স্থিতি। ইঁহার পিতা—পাবন, মাতা—দক্ষিণা, পতি—বাহিক। শ্রীবিশাখার ধ্যান যথা—

অথানুরক্তাল্যনুমোদনাঞ্চিতা, মুদা তয়ো রৈধত রূপমঞ্জরী।
সৈব স্বয়ং কেলিবিলাসিনোর্দ্বয়ো-স্তদাত্বরম্যাপচিতৌ পটীয়সী ॥৭॥

অনুরক্তানাং ললিতাদ্যালীনাং অনুমোদনেন আস্বাদনেনাঞ্চিতা তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সৌন্দর্য্যস্বরূপা মঞ্জরী ঐধত, সা রূপমঞ্জরী স্বয়মেব কেলিবিলাসিনো স্তৎকালীন রমণীয় বেশাদ্যপচিতৌ বেশাদিপরিচর্য্যায়াং পটীয়সী। তথা চ ভূষণাদিকং বিনৈব তৎকালীনোৎপন্নাৎ সৌন্দর্য্যাদেব শোভাতিশয়ো জাত ইতি ভাবঃ। পক্ষে আলীনাং ভানুমত্যাদীনাং অনুমোদনেন সম্মত্যা রূপমঞ্জরীনাম্নী কিঙ্করী ঐধত প্রফুল্লা বভূব। তয়োঃ কেলিবিলাসিনোরিতি সম্বন্ধঃ। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ ॥৭॥

অনন্তর অনুরাগিণী ললিতাদি সখীবৃন্দের অনিমেষ নয়নে আস্বাদন সত্বেও শ্রীরাধাশ্যামের যে রূপ-মঞ্জরী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যস্বরূপা মঞ্জরী ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, সেই রূপমঞ্জরীই স্বয়ং তখন আনন্দভরে বিলাসিযুগলের রমণীয় বেশাদি-পরিচর্য্যায় পটীয়সী হইলেন অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যামের বসন-ভূষণ না থাকায় যে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল, তৎকালে তদপেক্ষাও যেন অত্যধিক শোভারাশি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে অর্থ এই যে,—তখন অনুরাগিণী ভানুমতী *

"নীলতারাবলীবস্ত্রাং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভাং।
নানারসনর্ম্মধরাং দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিতাম্ ॥
নানাভরণভূষাঢ্যাং নিকুঞ্জসমবস্থিতাম্।
প্রৌঢ়াং সুযৌবনাবস্থাং বস্ত্রালঙ্কারসেবিতাং ॥
কামস্তু সুখদাং কুঞ্জে বিশাখাং তামহং ভজে।

প্রকারান্তর, যথা—
"সৌদামিনীনিচয়-চারুরুচিপ্রতীকাং
তারাবলীললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকে তব চরিত্র-গুণানুরূপাং
সদ্গন্ধচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাম্ ॥"

* শ্রীরাধার রতিমাধুরী-স্বরূপা শ্রীরতিমঞ্জরীর নামান্তর ভানুমতী, আর একটী নাম তুলসীমঞ্জরী। বয়স ১৩ বৎসর ২ মাস। শুদ্ধ হরিতালবর্ণা, স্বর্ণতারাবলী-বলিত

তাম্বুল-যাবাঞ্জনকুঙ্কুমদ্রবৈঃ শ্রমাম্বুজালৈস্ত্রুটিতৈশ্চ ভূষণৈঃ।
ইতস্ততো ব্যস্ততয়া তদাদ্ভুতস্তৎকেলি-তল্পং চ যুবদ্বয়ঞ্চ তৎ ॥৮॥

তৎযুগলদ্বয়মেবং তয়োঃ কেলিতল্পঞ্চ ইতস্ততো ব্যস্ততয়া তয়া অদ্ভুতং দীপ্তিং চকার! কৈঃ করণৈস্তত্রাহ, তাম্বূলাদীনাং দ্রবৈঃ ॥৮॥

প্রভৃতি সখীগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া ও তাঁহাদের সম্মতি পাইয়া শ্রীরূপমঞ্জরী [৭] নাম্নী শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাভাতিক রমণীয় বেশাদি-সেবা-পটীয়সী প্রিয়-কিঙ্করী হর্ষ-প্রফুল্লা হইলেন। বিলাস-বিবশ বিলাসি-যুগলের সেই প্রথম পরিচর্য্যায় শ্রীরূপমঞ্জরীরই অধিকার ॥৭॥

তাই তিনি প্রফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—"নিশা-বিলাসে তাম্বূল, অলক্তক, অঞ্জন, কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্রব, স্বেদধারা ও ছিন্নভূষণাদি ইতস্ততঃ বিস্রস্ত হওয়ায়, শ্রীরাধাশ্যামের ও তাঁহাদের কেলি-তল্পের শোভারাশি যেন আরও রমণীয় হইয়াছে ॥৮॥

শয্যাসেবা, শ্রীরাধার নিকটে স্থিতিকালে পদসেবা, স্বভাব দক্ষিণা মৃদ্বী, ইন্দুলেখার কুঞ্জের দক্ষিণে রত্নাম্বুজ কুঞ্জে স্থিতি; পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত রত্নভানু। শ্রীরতি-মঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"নবতড়িৎসমানাভাং নীলপট্টাম্বরাবৃতাম্।
গর্ব্বাসাং সুখদাং বয্যাং নিকুঞ্জসমবস্থিতাম্॥
দ্বয়োঃ সেবানিমগ্নাঞ্চ তাং ভজে রতিমঞ্জরীম্॥

প্রকারান্তর, যথা—

"তারাবলিবাসো যুগলং বসানাং, তড়িৎসমান স্বতনুচ্ছাযঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়াং নিকটে বসন্তীং ভজে স্বরূপাং রতিমঞ্জরী তাম্॥"

(তারাবলীত্যাদিস্থলে—"বক্রকবর্ণং বসনং বসানাং তড়িৎ-প্রভাদিগ্ধতনুচ্ছবিঞ্চ" ইতি পাঠান্তরম্)

[৭] শ্রীরূপ-মঞ্জরী—শ্রীমতীর অত্যন্ত প্রিয়তমা। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলার সহায় নিত্যসেবা-পরায়ণা নর্ম্ম-সখী। শ্রীরাধার মাধুরীগুণ সকলই মঞ্জরীতে অবস্থিতি করে। ইহারা শ্রীরাধার দাসী, শ্রীরাধার সঙ্গে আগমন করেন ও প্রস্থান করেন। কুঞ্জদাসীগণ বৃন্দাদেবীর অধীনে তথায় অবস্থান করেন। মঞ্জরীগণ যুগলসেবা-রতির বিশুদ্ধতায় সখ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধার দাস্যাভিমানে কৃতার্থ হন। ইহারা স্বসুখ-স্বরত বিমুখী—কেবল রাধিকানন্দ-চেষ্টাময়ী—ও মধুর রসকথা চাতুরীদক্ষা, শ্রীরাধিকায় ঐকান্তিক স্নেহ হেতু ইহারা সখী-স্নেহাধিকা। এই মঞ্জরীগণের অধীনে আরও অনেক সখী আছেন, তাঁহারা

পৃষ্ঠোপধানং নিদধে কচায়নপ্যধাদথান্যা মৃদুলাংশুকেন তৌ।
পীযূষবট্যার্পিতয়াস্যয়োঃ পরানিরস্য ঘূর্ণাং বিকসদ্দৃশৌ ব্যধাৎ ॥৯॥

কিঙ্করীণাং পরিচর্য্যামাহ। কচয়ান তাকিয়া ইতি প্রসিদ্ধং পৃষ্ঠোপধানং নি... অন্যা কোমলাংশুকেন তৌ প্যধাৎ আচ্ছাদয়ামাস, অন্যা আস্যয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মুখয়োঃ অর্পিতয়া পীযূষবট্যা করণভূতয়া ঘূর্ণাং নিরস্য বিকাশযুক্তদৃশৌ অকরোৎ, নিদ্রাবেশে সতি পদার্থান্তর-ভোজনস্য কষ্টদায়কত্বে পীযূষবট্যা অতিকোমলত্বান্নাত্র ভোজনানুকূল প্রয়াসোঽপেক্ষিতঃ ॥৯॥

তখন শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা কিঙ্করীগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া কেহ শয্যার উপর পৃষ্ঠোপাধান (তাকিয়া) ঠিক করিয়া রাখিলেন—শ্রীরাধাশ্যাম জাগরিত হইয়া তাহাতে অঙ্গভর করিয়া উপবেশন করিবেন, কোন কিঙ্করী শ্রীরাধাশ্যামের নগ্ন-তনুযুগল সুকোমল বসনদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। শ্রীরাধাশ্যাম তখনও নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন ; তাঁহাদের সেই নিদ্রাঘোর দূর করিবার নিমিত্ত অপরা কিঙ্করী তাঁহাদের বদনকমলে অতি সুকোমল পীযূষবটিকা অর্পণ করিলেন—সে সময় তাম্বুলাদি অন্য দ্রব্য বদনে দিলে, পাছে তাঁহাদের ভোজন-প্রয়াস জনিত কষ্ট হয়।—পীযূষ-বটিকার গুণে উভয়েরই নিদ্রার আবেশ কাটিয়া গেল,—উভয়েই ধীরে ধীরে নয়ন-কমল উন্মীলন করিলেন ॥৯।

"অনুগামঞ্জরী" বা 'মালা' নামে অভিহিতা। এই সকল মঞ্জরীগণের কোন একটী গুণে সিদ্ধিলাভ ঘটিলেই পরম সৌভাগ্য। প্রধানগণের নামানুসারে তাঁহাদের অনুগাযূথের যথা—রূপমালা, লবঙ্গমালা, ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে প্রধানতঃ ১৮টী মঞ্জরীর নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অষ্টমঞ্জরীই প্রধানা। যথা—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীগুণমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীলীলামঞ্জরী, শ্রীবিলাসমঞ্জরী ও শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী। আবার ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই সর্ব্বপ্রধানা। মঞ্জরীগণের সকলেরই বয়স প্রধানতঃ ১২ বৎসর, কিন্তু কেহ কেহ শ্রীরূপমঞ্জরীর বয়স ১৩ বৎসর ৬ মাস নির্দ্দেশ করেন। শ্রীরূপমঞ্জরী সর্ব্ববিষয়ে ললিতা সখীর অনুরূপ এবং রূপমাধুর্য্যে শ্রীরাধারই মত।—"রূপমাধুরী-গুণে শ্রীরূপমঞ্জরী"। শ্রীরূপমঞ্জরী গোরোচনাবর্ণা, বস্ত্র—কেতকীপত্র বা ময়ূরপুচ্ছবৎ ; সেবা—তাম্বুলাদি, স্বভাব—বামা-মধ্যা ; ললিতার কুঞ্জের উত্তরে রূপোল্লাস-

আস্যেন্দুযুগ্মং বিকচাক্ষি-পঙ্কজৈর্লোলালকব্রাতমধুব্রতাঞ্চিতৈঃ।
মিথো যদা পূজয়তাং তদাস্মরঃ সজ্যংপ্রবুদ্ধ্যেব দধে ধনুর্দ্ধ্রুতম্ ॥১০॥

উভয়ো রাস্যচন্দ্রদ্বয়ং প্রফুল্লনেত্ররূপপঙ্কজৈঃ করণৈঃ পরস্পরং যদা অপূজয়তাং তদেব কমলেন চন্দ্রার্চ্চনরূপান্যায়ং দৃষ্ট্বা স্মর-চক্রবর্ত্তী প্রবুদ্ধ্য জাগরিত্বা সজ্যং জ্যাসহিতং ধনুঃ দধে। অলস-বলিতৌ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মিতিবৎ ব্যাপারবাহুল্যাৎ পঙ্কজৈরিত্যত্র বহুবচনম্ ॥১০॥

উভয়ের মুখের দিকে উভয়েই চাহিলেন,—দেখিলেন—সেই বদন-কমল দু'টি নবনব মাধুর্য্যের অনুপম সুষমায় প্রভাত কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে,—আমরি! সে মাধুরী যে নিত্যই নূতন! তাই নিত্য এমন ভাবে নয়ন ভরিয়া দেখিয়াও দেখার সাধ মেটে না—তুলনা দিতেও জগতে তার উপমা মিলে না। যেখানে উপমা অসম্ভব সেই-খানেই অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা করিতে হয়। মরি! মরি! নিশাশেষে দু'টি বদন-চাঁদ—একটী সোণারচাঁদ আর একটী নীল-চাঁদ কেমন রসা-বেশে উদিত হইয়াছে দেখ! নিশাবসানে দিবাকরেরই উদয় সম্ভব,—কিন্তু এ যে চাঁদের উদয়—একটী নয়—এককালে দুইটী। তাও আবার

কুঞ্জে স্থিতি। ইহার নামান্তর লবঙ্গমালিকা ও রূপমালিকা। পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত বিভানু, পতি—বর্দ্ধন, শ্বশুরালয়—যাবট। শ্রীরূপমঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"গোরোচনা-নিন্দিনিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিচ্ছাভসুচীনবস্ত্রাম্।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং, রূপাখ্যিকাং মঞ্জরিকাং ভজাম্যহম্ ॥"

প্রকারান্তর—

"গোরোচনাঙ্গরুচিরাং সুস্মের-সুরম্যাননাম্।
শিখিপিচ্ছবিভাম্বরাং সর্ব্বগোপীসুহৃত্তমাং ॥
নানারসকৌতুকেন মধ্যবয়ঃসমন্বিতাম্।
বৃন্দাবনারণ্যমধ্যে নিকুঞ্জমণি-মন্দিরে ॥
ভাবানুগাং সর্ব্বারাধ্যাং রাধাকৃষ্ণবরীয়সীম্।
তৎসেবাদিগুণৈঃ শ্রেষ্ঠাং শ্রীরূপমঞ্জরীং ভজে ॥"

সংযোজ্যতাবেব বিধূ বিধূয় কিং, শিতেষুণৈকেন বিধায় কীলিতৌ।
স্যন্দামৃতান্যোন্যভৃতৌতিরশ্চিতৈধ্বান্তোগ্রপাশৈ রসিনোদপি ক্ষণম্‌ ॥১১॥

তদনন্তরং স স্মরঃ তৌ মুখরূপবিধূ বিধূয় কম্পায়িত্বা পরস্পরং সংযোজ্য একেন তীক্ষ্ণেষুণা কীলিতৌ বিধায় তিরশ্চীনৈরন্ধকাররূপপাশৈঃ করণৈঃ ক্ষণং অসিনোৎ ববন্ধ, তেন অন্ধকারস্থানীয়েন কেশসমূহেন মুখচন্দ্রৌ আচ্ছাদিতৌ বভূবতুরিত্যর্থঃ। মুখচন্দ্রৌ কীদৃশৌ? গলিতামৃতেন অন্যোন্যং পুষ্টৌ স্যন্দ প্রস্রবণে ধাতুঃ। অতিশয়োক্ত্যা অধরপানং দ্যোতিতম্‌ ॥১১॥

দুই বর্ণের দুইটী।—অসম্ভবের উপর অসম্ভব!! বদনচাঁদ দু'টী উদিত হইয়া চঞ্চল অলকাবলীরূপ মধুকর-সেবিত প্রফুল্ল নয়ন-কমল দ্বারা যেন পরস্পর পরস্পরের পূজা করিল—চাঁদ যেন চাঁদের পূজা করিল। চাঁদের পূজা কুমুদে হয়, কিন্তু আজ কমলে নিষ্পন্ন হইল। আবার অলকাদাম ভ্রমররূপে মুখ-কমলেরই শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু ঐ দেখ কবরীভ্রষ্টচূর্ণকুন্তল নয়নের উপর উড়িয়া পড়ায়, মরি মরি! যেন প্রেমোল্লাসে পূর্ণ-প্রফুল্ল নয়ন-পদ্মে মধুব্রত স্বরূপ হইয়াছে, সকলই অদ্ভুত সকলই স্বভাবের ব্যতিক্রম। এই অন্যায়ভাব দেখিয়াই যেন কন্দর্পরাজ প্রবুদ্ধ হইয়া শীঘ্র ফুলধনুতে জ্যা-আরোপণ করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। ফলতঃ তখন পরস্পর বদন-মাধুরী দেখিয়া উভয়েরই হৃদয়ে মদন-লালসা জাগিয়া উঠিল ॥১১॥ †

অমনি চাঁদে চাঁদে সংলগ্ন হইল—চাঁদে চাঁদে অমৃতের প্রস্রবণ খেলিল; কি সুন্দর! স্বীয় শাসন-ব্যতিক্রম দেখিয়া কন্দর্পরাজ যেন

† তথাহি মহাজনী পদ।—

(১) দোঁহে দোঁহা নীরখই নয়নের কোণে। দোঁহ হিয়া জরজর মন্মথবাণে॥ দোঁহ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। দোঁহ কত মদন-সাগরে দেই ঝম্প॥ দুহু দুহু আরতি পীরিতি নাহি টুটে। দরশনে পরশে কতই সুখ উঠে॥ (ক্ষণদা)।

বহিঃ সখীকঙ্কণকিঙ্কিণীস্বনৈস্তদৈব দৈবাদুপলব্ধজাগরা।
কান্তামণি স্বান্তনিশান্তমেত্যতৌ হ্রীরেব দেবী কথমপ্যমুমুচৎ ॥১২॥

কঙ্কণাদীনাং স্বনৈ স্তদৈব দৈবাদুপলব্ধ জাগরা-লজ্জাদেবী কান্তামণি রাধিকা ...ঃ স্বান্তনিশান্তং মনোরূপ মন্দির মেত্য কথমপি কষ্টেন তৌ অমুমুচৎ। তথা কঙ্কণাদিশব্দেন সখীনামাগমন জ্ঞানাজ্জাতা যা লজ্জা তয়ৈব তয়োঃ কন্দর্পাবেশ শ্যাজিত ইতি ভাবঃ ॥১২॥

ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বদনচাঁদ দু'টিকে কম্পিত করিয়া অধরে অধরে সংলগ্ন করিয়া দিল এবং অপূর্ব্ব প্রতাপভরে একটী মাত্র শাণিত শরেই যেন উভয়কে বিদ্ধ করিয়া রাখিল, তখন দুটি চাঁদই নিথর নিস্পন্দ,—স্মর-শর-ব্যথায় বুঝি উভয়ই বিবশ, সেই বৈবশ্য দূর করিবার জন্যই উভয়ের বদন-বিধু হইতে অমৃত নিঃস্যন্দিত হইতে লাগিল—সে অমৃতরসে উভয়েই পুষ্ট, প্রফুল্ল—উভয়েই বিভোর। এই সময়ে পরস্পরের বিগলিত কেশজালে উভয়ের মুখচন্দ্র ক্ষণকাল আচ্ছাদিত হইল—বোধ হইল যেন সেই বদন-বিধু দুটিকে ক্ষণকাল অন্ধকার-জালে ঢাকিয়া রাখিল ॥১১॥*

লজ্জাদেবী এতক্ষণ যেন কেলি-কুঞ্জের বাহিরে নিদ্রামগ্না ছিলেন।

(২) দেখ সখি! রাধামাধব ভাঁতি। কো বিহি নিরামল, কোন ঘটায়ল শ্যামর-গৌরি সাঙাতি। যব দুহু দুহু হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, আন আঁন পিবইতে চাহ। তনু তনু পৈঠত, সঘন আলিঙ্গত, কৈছে হোয়ব নিরবাহ। আরতি অধর-সুধারস পিবি পিবি দুহুক মদন-উন্মাদ। গোবিন্দ দাস ভণ, হেন নয় মঝুরন, অতিরসে অতিপরমাদ। (পদামৃত)

* কুসুম-শেয'পর কিশোরী কিশোর। ঘুমল দুহুজন হিয়ে হিয়ে জোর। অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। উরু উরু চরণ চরণ একছন্দ। কুন্দক-কনক জড়িত নীলমণি। নব মেঘে জড়ায়ল' যেন সৌদামিনী। চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি। চকোর ভ্রমরে একঠাঁঞি করে কেলী॥ শিখিকোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক। যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক। অরুণে তিমিরে এক, কোই না ভাগ। কাম কামিনী একঠাঁঞি নাহি জাগ। কলহ কয়ল বহু বসনা রসনা। বিহি মিলায়ল দুহু, হইল মগনা। সুরব হেরি, কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। জ্ঞানদাস কহে অদ্ভুত কেল। (পদকল্পতরু)

স্রস্তালকান্ বেষ্টিতহার-নাসালঙ্কার-তাটঙ্কযুগানথৈতাম্ ।
স্বপাণিনোৎসারয়িতুং বিহস্তাং বীক্ষ্যাহ কাচিৎ স্ময়মানবক্ত্রা ॥১৩॥
মিথোনিবধ্যাতনু সংপ্রহারিণৌ যুবাং প্রিয়াবপ্যবলোক্যরাগিণৌ ।
অমী ব্যরুধ্যন্ত পরস্পরং বলাদেকাত্মভাবা অপি কুন্তলাদয়ঃ ॥১৪॥

বেষ্টিতা হারাদয়ো যৈ স্রেবম্ভূতান্ স্রস্তালকান্ স্বপাণিনা উৎসারয়িতুং উর্দ্ধং চালয়িতুং বিহস্তাং ব্যাকুলাস্তাং রাধাং বীক্ষ্য স্ময়মানবক্ত্রা কাচিৎ কিঙ্করী আহ ॥১৩॥
প্রিয়াবপি অনুরাগিণাবপি যুবাং পরস্পরং হস্তরূপপাশেন নিবধ্য অতনু

সখীগণের কঙ্কণকিঙ্কিণী-রবে যেমন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনই কান্তামণি শ্রীরাধার মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি কষ্টে উভয়ের বন্ধন মোচন করিলেন । ফলতঃ কঙ্কণ-কিঙ্কিণী রবে সখীগণ কুঞ্জদ্বারে সমাগতা জানিয়া উভয়েরই লজ্জা উপস্থিত হইল এবং সেই লজ্জা বশতঃ উভয়েরই মদনাবেশ তিরোহিত হইল, শ্রীরাধাশ্যাম শয্যা'পরে উঠিয়া বসিলেন ॥১২॥†

বিগলিত কেশজালে হরি-নোলক-কর্ণতাড় * জড়াইয়া গিয়াছে, শ্রীরাধা তাহা স্বহস্তে উৎসারিত করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন দেখিয়া কোন প্রিয়-মঞ্জরী হাসিহাসি মুখে কহিলেন ॥১৩॥‡

"ওগো ! তোমরা যেমন পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও পরস্পরের প্রিয় হইয়া পরস্পরকে কর-পাশে বাঁধিয়া কন্দর্পরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে

† সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখী, ঝাঁপি রহল মুখচাঁদ । হরি হরি, মাধবীলতা-গৃহমাঝে । কুসুমিত কেলি-শয়নে, দুহু বৈঠল, চৌদিশে রঙ্গিনী সমাজে । (পদামৃত)

* শ্রীরাধার রত্নতাড়ঙ্কের নাম 'রোচন' এবং নাসার নোলোকের নাম 'প্রভাকরী' । "রোচনো রত্নতাড়ঙ্কো ঘ্রাণ-মুক্তা প্রভাকরী ।" গণোদ্দেশ ।

‡ তথাহি পদ ।—রজনী শেষ, বর-নাগরী বৈঠল সেয কি মাহি ! হেরি সখী সম্বর, মন্দির ভিতর, হাসি-হাসি বৈঠল তাহি । সহচরী বেলি, কেলি-কল্পতরু, করু কত রস পরকাশে । রজনীক রঙ্গ, কহিতে নব নাগরী, পিয়ামুখ ঝাপিল বাসে । দুঁহুমুখ নিরখি, হরষি সব সহচরী, পুলকিনী রহল নেহারি । পীত বসন লই, নিজতনু ঝাপল, লাজে লাজওলি গোরি । তবহি

জানামি যুষ্মানপি সাধু তূষ্ণীং তিষ্ঠতেতি প্রতিবাদিনীং তাম্।
উপেত্য তদ্‌গ্রন্থিবিমোচনাদৌ পটীয়সী সা সুমুখীং সিষেবে ॥১৫॥
[illegible]চিৎপ্রসূনাম্বুদবার্দ্রবাসসা ব্যত্যস্তরাগাঞ্জনযাবকাদিকম্।
মৃষ্ট্বা প্রতিস্বেক্ষণসিদ্ধয়ে তয়োর্মুখদ্বয়ং দর্পণতাং নিনায় কিম্ ॥১৬॥

ম'হান্, পক্ষে অতনুনা কন্দর্পেণ সংপ্রহারিণৌ অবলোক্য একস্মিন্নেব আত্মনি দেহে ভাবঃ সত্তা যেষাং এবম্ভূতা অতএব পরস্পর প্রীত্যাপন্না অপি অমী কুণ্ডলাদয়ঃ পরস্পরং ব্যরুধ্যন্ত বিরোধমকুর্ব্বন্ ॥১৪॥

ভোঃ কিঙ্কর্য্যঃ! যুষ্মান্ সাধু যথাস্যাত্তথা অহং জানামি তৎ তস্মাৎ তূষ্ণীং তিষ্ঠতি ইতি প্রবাদিনীং সুমুখীং তাং রাধাং সা কিঙ্করী উপেত্য নিকটে গত্বা সিষেবে ॥১৫॥

• তাসাং সেবামাহ। গুলাবজল ইতি প্রসিদ্ধেন প্রসূনাম্বুনা ঈষদার্দ্রং যদ্বস্ত্রং তেন ব্যত্যস্তং স্বস্বস্থানত্যাগেন বিপর্য্যস্তীভূতং তাম্বূলরাগাঞ্জন-যাবকাদিকং

তাহা দেখিয়া তোমাদের এই ভূষণ কুণ্ডলও সেইরূপ পরস্পরকে বাঁধিয়া যেন বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তোমরাও যেমন পরস্পরের প্রীতি বশতঃ একাত্মভাবাপন্ন হইয়াছ ঐ ভূষণ-কুণ্ডলও পরস্পর একাত্ম হইয়া গিয়াছে" ॥১৪॥

এই কথা শুনিয়া সুমুখী শ্রীরাধা কৃত্রিম রোষভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"তোমাদিগকে আমি বেশ জানি গো! এখন চুপ ক'রে থাক।"

কিঙ্করী আর কোন কথা কহিলেন না, হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া অতি নিপুণতার সহিত হারাদির বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন।১৫॥

অপর কোন কিঙ্করী পুষ্পবারি অর্থাৎ গোলাপজলসিক্ত সুকোমল

হরি নাগরী-কোলে আগোরলি, ডুবলি সুখসিন্ধু মাঝ। ললিতা ললিত কহি, দুহু বেশ খণ্ডিত সাজাওত অনুপম সাজ। দুহুঁ রূপে মগন, ভেল সব সখীগণ, দিন রজনীনাহি জান। অরুণ উদয় ভেল, জটিলা শবদ পাইল, কবি শেখর গুণগান॥ পঃ কঃ

তাম্বুলবীটীর্নিদধে পরাস্মিন্নেকা পটিম্না মণিদীপপাল্যা।
তন্মঙ্গলারাত্রিকমাশু চক্রে নিরাজয়ন্ত্যেব নিজাসু-লক্ষৈঃ ॥১৭॥

মৃষ্ট্বা পরস্পরং রক্তং সিদ্ধয়ে তয়োর্মুখদ্বয়ং কিং দর্পনাস্তং নিনায় প্রাপয়ামাস, তৎ পরস্পরমুখদর্শনার্থং কিং দর্পণং মার্জ্জিতং চকারেত্যর্থঃ ॥১৬॥

অস্মিন্মুখদ্বয়ে পটিম্না হেতুনা মণিদীপশ্রেণ্যা তয়োর্মঙ্গলারাত্রিকং চক্রে। কথস্তুতা স্বকীয় প্রাণলক্ষৈর্নিরাজয়ন্তী নির্মঞ্ছয়ন্তী ॥১৭॥

বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বিলাস-ব্যাপারে বিপর্য্যস্তীভূত তাম্বুলরাগ, অঞ্জন ও যাবকাদি-রঞ্জিত নাগর নাগরিণীর মুখমণ্ডল মৃদুভাবে মুছাইয়া দিয়া মণি-মুকুরের ন্যায় উজ্জ্বল করিলেন, আ মরি! পরস্পরের মুখ-মাধুরী-দর্শনের নিমিত্তই যেন সেই বদন-দর্পণ দু'টী তাঁহারা অতি সাবধানে সুমার্জ্জিত করিয়া দিলেন ॥১৬॥

আবার অন্য একটী মঞ্জরী উভয়ের বদন-কমলে তাম্বুলবীটিকা অর্পণ করিলেন এবং আর একজন প্রিয়মঞ্জরী মণিদীপাবলী দ্বারা উভয়ের মঙ্গল-আরতি এরূপ পটুতার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন নিজ প্রাণ-কোটী দিয়া উভয়ের নিরাজন করিলেন ॥১৭॥+

+ তথাহি পদ।—শেষ রজনী কুসুম-শয়নে, বৈঠল দুহু জাগি। অলসে অবশ, রহল রাই, শ্যাম-উরজ লাগি॥ সহজে চতুরা, সব সখীগণ, মিলল সময় জানি। নিরখত দোহ, বদনকমল, দিবস সফল মানি॥ রত্ন প্রদীপ, ঘৃত সমযুত, আগর ধুপ জ্বালি। ললিতা লিয়ত, কাঞ্চন ঝারি, দিয়ত নীর ডারি॥ মঙ্গল আরতি, কুসুম বারিখে, গোকুল সুকুমারী। জয় জয় বৃষভানু নন্দিনী, জয় গিরিবরধারী॥ উপজিল কত, আনন্দ সরসে বিরস মুখ-বিভঙ্গ। নিরখত দোহ চরণ-কমল, গোবিন্দ দাস-ভৃঙ্গ॥"—অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি; যথা,—

"জয় জয় মঙ্গল-আরতি যুগল কিশোর। জয় জয় সখীগণ জোর হি জোর॥ রতন প্রদীপ কীয়ে টলমল থোর। ঝলকত বিধুমুখ শ্যামল-গৌর॥ বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে মোহন উজোর। মুরতি-মনোহর যুগলকিশোর॥ গাওত শুক পীক নাচত ময়ূর। চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥ বাজত বিবিধ যন্ত্র কীয়ে ঘনঘোর। শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় জোর।" প্রকারান্তর যথা—

আদর্শমাদর্শয়ত্তিস্ম কাচিৎ পরাঙ্গ-নেপথ্যমুপাজহার।
জহার কাচিৎ শ্রমবিন্দুজালং শনৈঃশনৈস্তাবুপবীজয়ন্তী ॥১৮॥

[illegible]-সম্বন্ধি-নেপথ্যং ভূষণাদিকং উপাজহার শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে আজহার আনীতবতী শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যুথেশ্বর্য্যা বেশার্থ মিতিভাবঃ। কাচিৎ তৌ উপবীজয়ন্তী সতী শ্রমবিন্দুসমূহং জহার দূরীচকার। ১৮।

মঙ্গল-আরতি সমাপন হইল। • তারপর একটী কিঙ্করী† শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্মুখে দর্পণ আনিয়া ধরিলেন। ‡ অপর একটী মঞ্জরী অঙ্গ-শোভার উপযোগী ভূষণাদি আনয়ন করিলেন—বুঝি রসিক-শেখর আজ স্বয়ংই রসিকামণির বেশ-বিন্যাস করিবেন—এই অভিপ্রায়েই তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আবার অন্য এক মঞ্জরী ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করিতে করিতে উভয়ের ঘর্ম্মবিন্দু বিদূরিত করিতে লাগিলেন ? ॥১৮॥

• "এ দুহুঁ মঙ্গল আরতি কীয়ে। মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ লীয়ে।
মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল। মঙ্গল রাধা মদনগোপাল ॥
শ্যাম গৌরী দুহুঁ মঙ্গল রাশি। মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি ॥
মঙ্গল শঙ্খ হি মঙ্গল নিশান। সহচরীগণ করু মঙ্গল গান।
মঙ্গল চামর মঙ্গল উদ্‌গার। মঙ্গল শবদের করত জয়কার। •
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান। কহ রাম রায় তাঁহি ভগবান ॥"

† তথাহি পদ।—রতিরস-শ্রমযুত, নাগর-নাগরী মুখ-ভরি তাম্বূল যোগায়। মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলিতহি গাত লাগায় ॥ অপরূপ প্রিয়সখী-প্রেম। নিজপ্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবান হেম। মনোরম মাল্য, দুহুগলে অর্পই, বীজই শীত মৃদুবাত। সুগন্ধ সুশীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোয়ত দুহু সাত। দুহুক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন করি. শ্রম করলহি দূর। ইঙ্গিতে শয়ন, করল সখীগণ, সফল মনোরথ পূর। কুসুম সেয দুহুঁ, নিদ্রিত হেরই, সেবন-পরাগণ সুখ। রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেটব ভবভয় দুখ। (•:)

‡ গ্রন্থকার এস্থলে কোন মঞ্জরীর নামোল্লেখ না করিয়া সাধক ভক্তের লালসাবর্দ্ধন করিয়াছেন। সাধক ভক্তগণ, সাধন-পরিপাকে প্রধানা মঞ্জরীগণের অনুগা হইয়া ঐরূপ সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন, ইহাই তাৎপর্য্য

আস্যাম্বুজং মে নিখিলং মরন্দং পীত্বাপি দষ্টং মধুসূদনেন
ইত্থং চিরং সস্মিতমৈক্ষতৈতন্ন দর্পণং সম্মুখতো নিরাস ॥১৯॥
রূপামৃতং মে ত্রিজগদ্বিলক্ষণং নিঃসীমমাধুর্য্যমিদঞ্চ যৌব...
অদ্যৈব সাফল্যমবাপ সর্ব্বথা প্রেয়ানুপাভুঙ্‌ক্তমাং মুদা যতঃ ॥২০॥

মে মন্মুখ-কমল-সম্বন্ধি নিখিলং মকরন্দং পীত্বাপি মধুসূদনেন আস্যকমলং দষ্টং, ন হি ভ্রমরঃ মকরন্দে পীতে সতি কমলং দশতি, ইথং মনসি বিভাব্য রাধিকা সস্মিতং যথাস্যাত্তথা এতৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বাধরদংশনং ঐক্ষত। অতঃ দর্শনানন্দেন সম্মুখতো দর্পণং নিরাস ন দূরীচকার ॥ ১৯ ॥

মম রূপামৃতাদিকং অদ্যৈব সর্ব্বথা সাফল্যং প্রাপ। যতঃ প্রেয়ান্ কৃষ্ণঃ মুদা অতিশয়েন উপাভুঙ্‌ক্ত ॥ ২০ ॥

মণি-দর্পণে শ্রীরাধার মুখ কমল প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধা কান্ত-সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত স্বীয় বদনমাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন—উল্লাস-তরঙ্গে হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল। তিনি স্বগত ভাবিতে লাগিলেন—"একি আজ মধুসূদন আমার বদনকমলের সমস্ত মধু-টুকু পান করিয়াও আবার দংশন করিয়াছেন; কই,ভ্রমর ত মকরন্দপানকালে কমল দংশন করে না, তবে একি, বুঝি মধুপানে লালসার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়াই মধুসূদন কমলাধরে দশনচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন," এই মনে করিয়া শ্রীরাধা মৃদু হাসিতে হাসিতে কান্ত-দশনাঙ্কিত বদন-কমলের মাধুরী দেখিতে লাগিলেন—যতই দেখেন ততই মধুর—ততই নূতন—দর্শনানন্দে সম্মুখ হইতে দর্পণ আর সরাইতে পারিলেন না ॥১৯॥

আবার মনে মনে কহিলেন—আহা! আমার এই ত্রিলোক-বিলক্ষণ রূপামৃত এবং এই অসীম মাধুর্য্যময় যৌবন আজ সম্পুর্ণ সার্থক! যেহেতু প্রিয়তম আজ পরম প্রীতি সহকারে এইরূপে যৌবন উপভোগ করিয়াছেন ॥২০॥

সৈবং বিচিন্ত্য ক্ষণমাহ কান্তং তদক্ষিপীতাখিল মাধুরিকা।
স্বান্তর্মুদাত্যর্থ লসদ্দৃগন্ত-লক্ষ্মীবিহারায়তনাস্য-পদ্মম্ ॥২১॥
ভো ভো বিলাসিন্নবধেহি যত্ত্বয়া বিস্রস্তবেশাভরণাস্ম্যহং কৃতা।
যা[illegible]দাল্যোঽনুসরন্তি নোষসিদ্রু তৎসমাধিৎসসি তন্ন কিং পুনঃ ॥২২॥

তস্য কৃষ্ণস্য অক্ষিভ্যাং পীতা অখিলা মাধুরী যস্যা এবম্ভূতা সা রাধা ক্ষণং এবং বিচিন্ত্য কান্তমাহ। কথম্ভূতং স্বস্য রাধিকায়া অন্তর্মুদা করণেন অত্যর্থং লসন্তী যা দৃগন্তলক্ষ্মীঃ তস্যা বিহারায়তনং মুখপদ্মং যস্য তৎ। অত্র শ্লোকত্রয়ে এক এব কর্তৃপদপ্রয়োগ অতো বিশেষকম্ ॥২১॥

ভো ভো বিলাসিন্! শ্রীকৃষ্ণ! ত্বং অবধেহি যৎ যস্মাৎ বিস্রস্তবেশাভরণা অহং ত্বয়া কৃতা অস্মি, তস্মাৎ যাবন্মদাল্যঃ উষসি ন অনুসরন্তি তাবৎ ত্বং কিং তনদ্রুং সমাধিৎসসি বেশাদিসংস্কারেণ ন সমাধানং কর্তুমিচ্ছসি ॥২২॥

দর্পণে * দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধা এইরূপ সরস রস-চিন্তায় নিমগ্না, এদিকে শ্রীকৃষ্ণের পিপাসিত নয়ন-ভৃঙ্গ, অনিমেষে তাঁহার সেই হাস্যফুল্ল মুখ-কমলের মাধুরী-মধু মুহুর্মুহুঃ পান করিতেছে। শ্রীরাধা তাহা বুঝিতে পারিলেন—বুঝিয়া অন্তরে অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর অপাঙ্গভঙ্গীতে প্রাণবঁধুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—আ মরি! যেন শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মই তখন প্রেমময়ীর সেই কটাক্ষ-লক্ষ্মীর বিহার-নিকেতন হইল ॥২১॥

তখন প্রেমময়ীর সেই অপাঙ্গদৃষ্টিতে প্রেমগর্ব্ব যেন উত্তরোত্তর ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। যখনই কান্তের সোহাগ, কান্তার প্রতি ষোলকলায় ফুলিয়া উঠে, তখনই নায়িকার হৃদয়ে স্বাধীন-ভর্তৃকারস † উদ্দীপিত হয়। শ্রীরাধা তাই স্বাধীনকান্তা

* শ্রীরাধার স্বদর্পণের নাম "মণিবান্ধব" এবং কৃষ্ণের দর্পণের নাম "শরদিন্দু"।

† স্বাধীনভর্ত্তৃকার লক্ষণ—

"স্বায়ত্তাসন্ন দয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্য বিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥" উজ্জ্বলে।

স্বচাতুরীং সাধয় মাং প্রসাধয়, প্রসাদয়ানঙ্গমভীষ্ট-দৈবতম্। .
যোঽস্মন্মনোমন্দিরবর্ত্ত্যয়ং ত্বয়া বহিষ্কৃতোঽলঙ্কৃতিভিরেভিরেব যৎ ॥২৩॥

মাং প্রসাধয় অলঙ্কারাদিনা ভূষিতাং কুরু, ততএব স্বচাতুরীং সাধয় এবং তবাভীষ্ট-দৈবতং কন্দর্পং এ সাধয়, অপরাধ ক্ষমা দ্বারা প্রসন্নং কুরু ; অপরাধমাহ। যোঽয়ং কন্দর্পং আব য়োর্মনোরূপমন্দিরবর্ত্তী স্যাৎ স ত্বয়া এভিরলঙ্কৃতিভির্নখচিহ্নৈঃ করণৈর্বহিষ্কৃতঃ. ইষ্টদেবো হি সেবাসময়ে বহির্নিষ্কাশ্য পশ্চাৎ গৃহমধ্যে স্থাপ্যতে,

হইয়া প্রেমভরে কান্তকে কহিলেন—"ওহে বিলাসি-প্রবর! আজ বিলাসরসে প্রমত্ত হইয়া তুমি আমার বেশভূষা কিরূপ বিস্রস্ত করিয়াছ দেখ দেখি? সখীগণ দেখিলে কি বলিবে? তাহারা আসিতে না আসিতে আমার বেশভূষা যেমন ছিল, ঠিক সেইরূপ করিয়া সাজাইয়া দাও। সখী-সমাজে আমাকে লজ্জিতা করাই বুঝি তোমার অভিপ্রায়! নির্লজ্জ! সত্বর আমাকে অভিসার সময়ের মত ভূষণ-সজ্জায় ভূষিতা কর।* তারপর তোমার অভীষ্ট-দেবতা অনঙ্গের নিকট তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, নিজের চাতুরী প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর।" রসিকামণি শ্রীরাধার এই কৌশলময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ যেন প্রকৃতই একটু উন্মনা হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা ঈষৎ হাসিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—"রসিকবর! তুমি কি দেব-সেবার রীতি জান না? সেবার সময়ে অভীষ্টদেবকে মন্দিরমধ্য হইতে বাহিরে আনিয়া সেবা করিতে হয় এবং সেবা

অর্থাৎ কান্ত যাঁহার প্রেমাধীন হইয়া নিকটে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে স্বাধীন-ভর্ত্তিকা নায়িকা কহে। জলক্রীড়া, বনবিহার, কুসুম-চয়নাদি স্বাধীনভর্ত্তিকারসের বিলাস।

* তথাহি পদ।—আকুল কুটিল-অলকাকুল সম্বরি। সিঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী। তহি সম রেখহ সিন্দুর বিন্দু। কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখইন্দু॥ এ হরি! রতিরসে অবশ রসাল। বিঘটিত বেশ ঘটহ পুনবার। কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী। শ্রুতি-অবতংসহ কিশলয়-চমরী॥ পীন পয়োধর থির কর আপি। মৃগমদ রঞ্জহ নখপদ ছাপি। বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর। সাধি পিধাওহ নূপুর জোর॥ মেটক যাবক পদে পুন লেখ। গোবিন্দ দাস দেখত পরতেক॥" (পঃকঃ)

সত্যং ব্রুবীষ্যঙ্গজমিষ্টদেবং, ত্বদঙ্গপীঠে প্রকটীভবন্তম্।
যজামি ভূষাম্বরগন্ধপুষ্প-স্রক্‌চন্দনাদ্যৈরিতি তাং স ঊচে ॥২৪॥
অমুনা কঙ্কতিকাং শনৈঃশনৈর্বিকর্ষতা ভানুমতীকরার্পিতাম্।
কচাবলী সংস্ক্রিয়তেস্ম মালতী-মালোত বেণীরচনাপটীয়সা ॥২৫॥

তস্মাৎ সেবাসমাপ্তি-সময়ে বহিশ্চিহ্নাদিকং দূরীকৃত্য মনোরূপমন্দির এব তস্য স্থিতি রুচিতেতি ধ্বনিঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। সত্যমিতি। প্রকটীভবন্তমিতি অধুনা পুনরপি তবাঙ্গে কামোদ্ভবো জাতঃ; অতএব চন্দনাদ্যৈরিত্যাদিপদেন শৃঙ্গারানন্তরং ভাবিসম্ভোগো-২পি বোধ্যঃ ॥ ২৪ ॥

অথ পরস্পর-কথোপকথনানন্তরং শনৈঃ শনৈঃ কঙ্কতিকাং বিকর্ষতা অমুনা শ্রীকৃষ্ণেন কচাবলী সংস্ক্রিয়তেস্ম, চ কচাবলী কীদৃশী? ভানুমতী কান্তিমতী। কঙ্কতিকাং করার্পিতাং পক্ষে ভানুমত্যা তন্নাম্না সখ্যা কর্ত্র্যা করে শ্রীকৃষ্ণপাণৌ

সমাপ্তির পর বহিস্থ সেবাচিহ্নসকল দূর করিয়া পুনরায় দেবতাকে গৃহমধ্যে স্থাপন করিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সাধকের অপরাধ জন্মে। সুতরাং তুমি আজ আমাদের উভয়ের মনোমন্দির-বর্ত্তি-উপাস্যদেব কন্দর্পকে বাহিরে আনিয়া পূজান্তে পুনরায় মনো-মন্দিরে স্থাপন কর নাই এবং নখাঙ্কাদি বাহিরের পূজাচিহ্নগুলিও দূর করিতে যত্ন কর নাই। অতএব কন্দর্পদেবের নিকট তুমি নিশ্চয়ই অপরাধী হইয়াছ। এখন কন্দর্পদেবকে মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া এই সকল নখাঙ্কাদি পূজাচিহ্নগুলি সত্বর দূর করাই তোমার কর্ত্তব্য ॥২২-২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—প্রিয়তমে! সত্যই বলিয়াছ, তোমার অঙ্গপীঠে উপাস্যদেব অনঙ্গ আজ সত্য সত্যই প্রকটীভূত হইয়াছেন। অতএব আমিও বসন, ভূষণ, গন্ধপুষ্প, মাল্য চন্দনাদি উপচার দিয়া ইষ্টদেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত হইলাম ॥২৪॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেশবিন্যাস-বাসনায় হাস্যোৎফুল্লনয়নে সেবাপরা

কস্তূরিকা-চন্দন-কুঙ্কুমদ্রবৈঃ, সম্ভাবিতৈস্তামনুরাগলেখয়া ।
চকার ভালাঙ্কিত-চারুচিত্রকাম্, স চিত্রচঞ্চুর্ধৃত-নব্য-বর্ত্তিকঃ ॥২৬॥

অর্পিতাম্ । অত্র গ্রন্থে সর্ব্বত্র কিঙ্করীণাং শ্লেষণৈবোল্লেখ ইতি বোধ্যম্ । [illegible]া কীদৃশেন মালতীমালয়া উতা গ্রথিতা যা বেণী তস্যা রচনায়াং অতিপটীয়সা অতি নিপুণেন ॥ ২৫ ॥

ধৃতা চিত্রসম্পাদিকা 'তুলী' ইতি প্রসিদ্ধা বর্ত্তিকা যেন এবম্ভূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ ভালে ললাটে অঙ্কিতং চারু-চিত্রকং যস্যা এবম্ভূতাং রাধিকাং চকার । কৈঃ অনুরাগশ্রেণ্যা সম্যগ্ভাবিতৈর্বাসিতৈঃ কস্তূরিকাদিদ্রবৈঃ তিলকনির্ম্মাণে ক্রমো যথা, প্রথমতঃ কস্তূরিকায়াঃ শ্যামং মণ্ডলং তস্য চতুর্দ্দিক্ষু কেশরেণাষ্টদলকমলরচনা, মধ্যে মধ্যে চন্দনবিন্দুঃ । পক্ষে রাগলেখয়া, গণোদ্দেশদীপিকোক্ত তন্নাম্ন্যা সম্ভাবিতৈঃ সংস্কৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥

মঞ্জরীগণের মুখের দিকে চাহিলেন, অভিপ্রায় বুঝিয়া ভানুমতী* অর্থাৎ রতিমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের করে রত্ন-কঙ্কতিকা† প্রদান করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ নিপুণকরে কঙ্কতিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার চিকণ-কান্তি কুন্তলপাশ ধীরে ধীরে আঁচড়াইতে লাগিলেন—পাছে কেশ-কর্ষণে কি কঙ্কতিকা আঘাতে ধনীমণির মস্তকে ব্যথা লাগে । তারপর নাগরবর অতীব নিপুণতার সহিত মালতীমালা বেড়িয়া সুন্দর বেণী রচনা করিলেন ॥২৭॥ §

পরে রাগলেখা মঞ্জরী, অনুরাগ-বিভাবিত কস্তুরীচন্দন-কুঙ্কুমদ্রব প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণথালে সাজাইয়া চিত্র সম্পাদিকা স্বর্ণ-

* 'ভানুমতী' শব্দের পক্ষান্তরে অর্থ 'কান্তিমতী' এবং কচাবলীর বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য । অতঃপর এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপে শ্লেষে কিঙ্করীগণের উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবেন ।

† শ্রীরাধার রত্নময় কঙ্কতিকা অর্থাৎ কাকুই বা চিরুণীর নাম 'স্বস্তিদা' ।

§ তথাহিপদ ।—করতলে কুঙ্কুমে ও মুখমাজই, অলকতিলকলিখি ভোর । সজল বিলোকনে, ঘনঘন হেরইতে আকুল গদগদ বোল । ধনি ধনী রমণী শিরো-মণি রাই । লোচন ওরু, করত নাহি মাধব, নিশিদিন রসঅবগাই ॥ লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব-কুবলয় শ্রুতিমূল । অতসী কুসুমগোরী, ললিত হৃদয়ে ধরি, কৃপণ হেম সমতুল ॥ যাবকচিত্র, চরণ, পর লিখই, মদন পরাজয় পাত । গোবিন্দ দাস, কহই ভালে হওল, কামুক আর কত হাত ।

তাটঙ্কযুগ্মেন লবঙ্গমঞ্জরী-সম্পাদিতাপূর্ব্বরুচা স চারুণী
আনর্চ্চ তস্যাঃ শ্রবণে নবাঞ্জনে-নানঙ্গকুঞ্জপ্রতিমে তদক্ষিণী ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণঃ লবঙ্গপুষ্পস্তবকৈর্য্যা সম্পাদিতা অপূর্ব্বা কান্তির্যস্য এবম্ভূত কুণ্ডল-যুগ্মেন তস্যা রাধিকায়াশ্চারুণী শ্রবণে কর্ণে আনর্চ্চ। পক্ষে লবঙ্গমঞ্জরীনাম্ন্যা কিঙ্কর্য্যা। এবং অঞ্জনেন করণেন কঞ্জপ্রতিমে পদ্মসদৃশে তস্যা অক্ষিণী আনর্চ্চ, অঞ্জনেন যুক্তে অক্ষিণী চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তুলিকা সহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যমুখী শ্রীরাধাকে সম্মুখে ফিরাইয়া স্বহস্তে চিত্রতুলিকা ধরিয়া তাঁহার ললাটফলকে তিলক-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের তুলীধারণে এই প্রথম উদ্যম হইলেও, সেই চিত্রণ-পারিপাট্যে শত শত নিপুণ শিল্প-চাতুর্য্যও হার মানিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কস্তুরিকা দ্বারা শ্যামমণ্ডল রচনা করিলেন। অনন্তর কুঙ্কুম-রাগে কেশরসহ অষ্টদল কমল রচনা করিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু দিলেন, কি সুন্দর! ॥২৬॥

লবঙ্গ মঞ্জরী* অতি যত্নে লবঙ্গপুষ্পের মঞ্জরী দিয়া যে কর্ণভূষণ

পুনশ্চ। আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান। বেশ বনাওত নাগর কান। সিন্দুর দেয়ল শিথি শঙর। ভালহি মৃগমদপত্রক সারি। চিকুরে বনায়ল বেণী ললিত। কুঙ্কুমে কুচযুগ করল রঞ্জিত। যাবক লেখল রাতুল চরণে। জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥ তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল। পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল। কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝে। কো কহ তাকর মরমক কাজ। চির পরিপূরিত দুঁহু অভিলাষ। হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস। পঃ কঃ।

* লবঙ্গমঞ্জরী।—"শ্রীরাধার নয়ন মাধুরী গুণে লবঙ্গমঞ্জরী।" বয়স ১৩ বৎসর ৬ মাস ১ দিন। রত্নালঙ্কারা। বস্ত্র—তারাবলী। সেবা লবঙ্গমালা, পক্ষান্তরে বীজন-সেবা। স্বভাব—দক্ষিণা মৃদ্বী। শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রমোদ-পাত্রী। তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জের পূর্ব্বে মনোহর লবঙ্গ সুখদ কুঞ্জে স্থিতি। ইহার পিতা—শ্রীরাধার খুল্লতাত রত্নভানু। পতি—সুমেধ, শ্বশুরালয়—যাবট। লবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যান, যথা—

"চপলাদ্যুতিনিন্দি-কান্তিকাং, শুভ্র তারাবলীশোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজসুত-প্রমোদিনীং, প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীম্॥"

দধার হারং রুচিমঞ্জরীলিতম্, যদা তদোচে প্রিয়য়া মদোদ্ধয়ম্।
যা খণ্ডিতা চন্দনকঞ্চুলীত্বয়া, বক্ষোজয়োস্তাং ন কুতশ্চিকোর্ষসি ॥২৮॥

যদা কৃষ্ণস্তস্যা বক্ষসি হারং দধার, তদা প্রিয়য়া মদোদ্ধরং যথাস্যাত্তথা [illegible]; হারং কীদৃশং? কান্তিমঞ্জর্য্যা ইলিতঃ স্তুতং। পক্ষে এতন্নাম্ন্যা কয়াচিৎ ইরিতং প্রেরিতং দত্তমিত্যর্থঃ। বাক্যমেবাহ। মম স্তনয়োর্যা চন্দন-কঞ্চুলিকা ত্বয়া খণ্ডিতা তাঃ হারাদানাৎ পূর্ব্বং কথং ন কর্ত্তুমিচ্ছসি; হারে দত্তে সতি তন্নির্ম্মাণা-সম্ভবাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অবসর বুঝিয়া সেই অপূর্ব্বকান্তি সুন্দর তাটঙ্ক † দু'টি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের শত শত প্রশংসা করিয়া শ্রীরাধার শ্রবণযুগলে পরাইয়া দিলেন। এই সময় লবঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর নয়নরঞ্জন জন্য স্বর্ণশলাকাসহ অঞ্জনপাত্র আনিয়া ধরিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বর্ণশলাকায় চ অঞ্জন লইয়া শ্রীরাধার কঞ্জ-নয়ন দু'টি সুরঞ্জিত করিয়া দিলেন ॥২৭॥

অনন্তর রুচি-মঞ্জরী উজ্জ্বল কান্তিমালা-বিভাসিত মনোহর হার যেমন শ্রীকৃষ্ণ-করে অর্পণ করিলেন, ভাব-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ অমনিই তাহা শ্রীরাধার বক্ষঃ মাঝে পরাইয়া দিলেন। শ্রীরাধা তখন মদগর্ব্বে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ওহে নবীন-শিল্পি! তুমি বেশ-রচনায় যে কেমন সুপটু, তাহা বেশ বুঝিলাম। তুমি আমার স্তনমণ্ডলের চন্দন-কঞ্চুলিকা খণ্ডিত করিয়াছ, তাহা না রচনা করিয়াই হার পরাইলে কেন? জান না কি? হার পরাইলে চন্দন-কঞ্চুলী চিত্রিত করা যায় না। ॥২৮॥

প্রকারান্তর।

"তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
বয়সাং সর্ব্বসুখদাং রম্যাং নব কিশোরিকাম্॥
নিকুঞ্জমণিমন্দিরে দ্বয়োঃ সেবাপরায়ণাম্।
নানা রস নর্ম্মময়ীং লবঙ্গমঞ্জরীং ভজে॥"

† তাড়ঙ্ক—রত্ন বা পুষ্পময় কর্ণভূষণ বিশেষ। ইহা ময়ূর-মকর কমল ও অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট।

❋ শ্রীরাধার অঞ্জন-শলাকার নাম 'নর্ম্মদা'।

আলেখ্য-কর্ম্মণ্যতিগর্ব্বধারিণী-স্তাস্তা বিশাখাপ্রভৃতির্ভবৎসখীঃ।
বিস্মাপয়াম্যস্ত কুচদ্বয়ে কৃতৈশ্চিত্রৈর্বিচিত্রৈরিতি তাং জগাদ সঃ॥২৯॥
প্রসাধনার্থ-প্রতিপাদনোন্মুখ-শ্রীরূপলীলারতিমঞ্জরীমুখঃ।
স্তনদ্বয়ং তুলিকয়াঙ্কয়ন্ হরিঃ পঞ্চেষু পঞ্চেষু শরব্যতামগাৎ॥৩০॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ তাং রাধিকাং জগাদ বাক্যমেবাহ। তব কুচদ্বয়ে ময়া কৃতৈর্বিচিত্রৈঃ চিত্রৈঃ করণৈশ্চিত্রকর্ম্মণি অতিগর্ব্বধারিণীর্ভবৎ সখীঃ অদ্য বিস্মাপয়ামি॥২৯॥

তুলিকয়া স্তনদ্বয়ম্ অঙ্কয়ন্ হরিঃ পঞ্চেষোঃ কন্দর্পস্য যে পঞ্চশরাঃ পঞ্চবাণাঃ তেষাং শরব্যতাং লক্ষ্যতাং অগাৎ। লক্ষ্যং শরব্যক্ষেত্যমরঃ। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ? প্রসাধনস্য অর্থঃ প্রয়োজনং সম্ভোগস্তস্য প্রতিপাদনে জ্ঞাপনে উন্মুখ্যো যা শ্রীরূপ লীলারতীনাং মঞ্জর্যঃ মুখে যস্য সঃ। পক্ষে প্রসাধনস্য অর্থা বস্ত্রচন্দনাদীনি তৎ-সম্পাদনোন্মুখ্যঃ শ্রীরূপমঞ্জর্যাদ্যা যস্য সঃ॥৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন। সে হাসির স্তরে স্তরে যেন কত অহঙ্কারের উদ্ধত ভাব মিশান,—কহিলেন—'শুন প্রিয়ে! তোমার বক্ষোজ-যুগলকে আজ আমি এমন বিচিত্র-কৌশলে চিত্রিত করিব, তাহা দেখিয়া তোমার বিশাখা প্রভৃতি গর্ব্বিতা চিত্রশিল্পিনীগণও বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইবে॥ ৯১

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরূপমঞ্জরী লীলামঞ্জরী* ও রতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা কিঙ্করীগণের মুখের দিকে আবেগ-উল্লসিত-নয়নে চাহিলেন। অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহারাও চিত্ররচনার উপযোগী বস্ত্র-চন্দনাদি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুলিকা লইয়া যেমন শ্রীরাধার স্তনমণ্ডল-চিত্রণে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার বদনে সম্ভোগ-লালসা-জ্ঞাপক

---

* লীলামঞ্জরী।—শ্রীরাধার সাক্ষাৎ লীলামাধুরীরূপা প্রিয় নর্ম্মসখী। কিঞ্জল্কের পার্শ্বে উত্তর দিকে অবস্থিতা এবং সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা। তপ্তহেমবর্ণা। রত্নালঙ্কৃতা। বস্ত্র—স্বর্ণরঞ্জিত কিংশুকপুষ্পবৎ। বয়স—১৩ বৎসর, ৬ মাস, ৭ দিন। স্বভাব বাম মধ্যা, সেবা বস্ত্র, অপর নাম—"মঞ্জুলালী মঞ্জরী"।

পাণিশ্চ কম্পে যদি বক্ররেখং চিত্রং বিলুম্পন্ রসা মুহুঃ সঃ।
মন্যে স্মরাগ্নিং ধমতিস্ম তস্যা, ধৃতীন্ধনং দগ্ধুমনা বিদগ্ধঃ ॥৩১॥

কন্দর্পাবেশাদ্ যদি পাণিশ্চ কম্পে, তদা স শ্রীকৃষ্ণঃ স্ববক্ষসা স্তনবর্ত্তিবক্র[illegible]ং চিত্রং মুহুর্বিলুম্পন্ রাধিকায়াঃ কন্দর্পাগ্নিং ধমতিস্ম বর্দ্ধয়তিস্ম ইত্যর্থঃ। ইতি [illegible]হং মন্যে। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ? তস্যা ধৃতিরূপং কাষ্ঠং দগ্ধুং মনো যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-রূপ, লীলা ও রতির মঞ্জরীমালা ফুটিয়া উঠিল, এবং স্তনদ্বয় চিত্রিত করিতে আরম্ভ মাত্র কন্দর্পের পঞ্চশরে* আহত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তখন সেই কন্দর্পাবেশে নাগরবরের কর-কমল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হওয়ায় চিত্ররেখাগুলি বক্র হইতে লাগিল, বিদগ্ধরাজ তখন নিজ বক্ষ দিয়া সেই স্তনবর্ত্তি-বক্ররেখাগুলি পুনঃ পুন মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন, —আবার অঙ্কন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মনে হইল শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ ইন্ধনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কামাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতেছেন ৩১॥ ‡

* কন্দর্পের পঞ্চশর, যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, তাপন স্তম্ভন, শোষণ।

‡ এ ধনি এ ধনি কর অবধান কহ পুন কি করব অনুচর কান। পরিলহি তোমারি বচন পরিমাণে। কিশলয় সাজলু মদন শয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল। অ-তীখনে শ্রমজল সব দূরে গেল॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি। বকুলমালা সঞে বাঁধলু কবরী॥ অঞ্জনে রঞ্জিলু এদুই নয়না। তাম্বুলে পুরলু পঙ্কজ বয়না॥ মৃগমদে লিখইতে উচ-কুচ-জোর। কাঁপে চপল কর পঙ্কজ মোর॥ ইথে যদি রোখসি কাঞ্চন গোরি॥ গোবিন্দ দাস গুণ গায় তোরি॥" পুনশ্চ।—"যাবক রচইতে, সচকিতলোচন, পদসঞে বদন সঞ্চার। অধররাগ সঞে, বুঝি অনুভব কর, কোন অধিক উজিয়ার। দেখ দেখ কামুক রঙ্গ। রাইকো বেশ, বনায়ত অভিমত, নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥ চরণ বিভূষণ, মণিগণ উজোর, শ্যাম-মূরতি পরতেক। নিরখিব লাখ নয়ানে হেন মানয়ে, অন্তরে সে ভেল অনেক॥ কিয়ে প্রতিবিম্ব দম্ভ, সঞে নিজতনু, চরণ নিছনি পরকাশ। সম্বর-বৈরি বিজয়, বেকত ভেল, ভণয়ে ঘনশ্যাম দাস॥"

কামস্তমাকল্পবৈভবৈঃ, সদ্যো বিধায়ানিয়তস্থলস্থিতম্।
বিমুজ্য সংসৃজ্য বিখণ্ড্য খণ্ডশ স্তেনৈবসোল্লাসমুভাবভূষয়ৎ॥৩২॥

[illegible]ানীং বিগতধৈর্য্যয়োর্ভঙ্গ্যা সম্ভোগমাহ। কন্দর্পঃ স্বস্য অনল্পবৈভবৈঃ করণৈঃ কৃষ্ণেন কৃতং তম্ আকল্পং সম্ভোগসময়ে পরস্পর-সম্মর্দ্দাৎ সদ্যোঽনিয়তস্থলস্থিতং বিধায় তেষাং মধ্যে কিঞ্চিৎ চিত্রম্, একত্র বিমৃজ্য তদেবান্যত্র সংসৃজ্য কিং তৎ হারতারকাদিভূষণম্ খণ্ডশো বিখণ্ড্য তেনৈব একস্যা এব রাধায়াশ্ছিন্নভিন্নাকল্পেন তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অভূষয়ৎ॥৩২॥

কিঙ্করীগণ অভিপ্রায় বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন এবং গবাক্ষজালে নয়ন রাখিয়া রসিক-রসিকার বিলাসরহস্য দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা! উরজ'পরে পত্রভঙ্গ রচনা করিতে গিয়া আজ অনঙ্গাবেশে উভয়েরই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। উভয়েই অনুপম সম্ভোগ- * রসের আনন্দ-পাথারে নিমগ্ন

(*) সম্ভোগ।—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগঈর্য্যতে॥"

অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার পরস্পর সানুকূল দর্শনালিঙ্গনাদির ভরতমুনি-কথিত কলাশাস্ত্রোক্ত আচরণ দ্বারা পরস্পরের সুখ-তাৎপর্য্য-বোধক উল্লাসের উপরিচর যে ভাব, তাহার নাম সম্ভোগ। সুতরাং এই সম্ভোগ, পশুবৎ প্রাকৃত কামময়-ব্যাপার নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। রসশাস্ত্রে সম্ভোগ ৪ প্রকার কথিত হইয়াছে। সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগের পরে সঙ্ক্ষিপ্ত, মানের পরে সঙ্কীর্ণ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পরে সম্পন্ন ও সুদূর প্রবাসের পরে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। প্রেমবৈচিত্ত্যের পরও সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ প্রধানতঃ আট প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা স্বপ্নেমিলন, কুরুক্ষেত্র ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত-সম্ভোগ, ভোজন-কৌতুক, একত্রনিদ্রা ও স্বাধীন-ভর্তৃকার পর এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়। এস্থলে স্বাধীনভর্তৃকার পর সম্ভোগ, সমৃদ্ধিমান নামে অভিহিত। লক্ষণ যথা—

"দুর্লভালোকয়োর্যূনো পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥"

অর্থাৎ পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে এবং উভয়ের দর্শন দুর্লভ হইলে যে সম্ভোগাতিশয্য উপস্থিত হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান।

সখ্যশ্চ দাস্যশ্চ দৃশাং কৃতার্থতাং, মূর্ত্তাং চিরয়াভিলষন্ত্য এব তাম্।
প্রভাতমায়াতমবেত্য চক্ষুভু বিধিং শপন্ত্যো নিরুপায়কাতরাঃ ॥৩৩॥
গবাক্ষলগ্না মুহুরেক্ষণং ক্ষণং তদৈবমগ্নৌ বলভিদ্দিশং গতা।
দৃষ্টিঃ সখীনাং তরলত্বমাশ্রিতা, সা হৃত্যভাৎ সাধকভক্ত-সংহতেঃ ॥৩৪॥

সখ্যশ্চ এবং সম্ভোগসময়ে ততো নিঃসৃত্য বহিঃ স্থিতা দাস্যশ্চ তাং দৃশাং কৃতার্থতাং মূর্ত্তাং মূর্ত্তিমতীং চিরকালং ব্যাপ্য তিষ্ঠতু ইতি অভিলষন্ত্যঃ সত্য এব আগতং প্রভাতং অবেত্য চক্ষুভুঃ বিধিং প্রভাতনির্ম্মাতারং ॥৩৩।

তরলত্বং চঞ্চলত্বং আশ্রিতা সখীনাং দৃষ্টির্যদা গবাক্ষলগ্না সতী ক্ষণং মুমুহে, তদৈব বলভিদ্দিশং পূর্ব্বদিশং গতা সতী ক্ষণং মগ্নৌ। পক্ষে তরলত্বং হারমধ্যগতত্বম্, আশ্রিতা সতী সাধকভক্তসংহতেঃ হৃদি অভাৎ। তথা চ সাধকভক্তৈঃ সদা সা হৃদি ভাব্যেতিভাবঃ ॥৩৪।

হইয়াছেন। মরি মরি! সময় বুঝিয়া কন্দর্পদেবও আপনার অমিত প্রভাব বিস্তার করিলেন—কলাশিল্পগুরু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে যে মঞ্জু-বেশে সাজাইতেছিলেন, কন্দর্পের যেন সে বেশ-বিন্যাস ভাল লাগিল না, তাই, বুঝি, কন্দর্প সেগুলি বিমর্দ্দিত করিয়া অযথা স্থানে রাখিলেন,—কতকগুলি পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রীরাধার হার-তারকাদি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা দ্বারা উভয়কেই ভূষিত করিলেন। বিচিত্র বটে; একজনের ছিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার দ্বারা কন্দর্প, শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিলেন ॥৩২॥

জালরন্ধ্রে নয়ন রাখিয়া যে সকল সখী ও কিঙ্করী এতক্ষণ শ্রীরাধা-শ্যামের বিলাস-রহস্য দেখিতেছিলেন, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে আপনাকে অতীব ধন্য মানিতে লাগিলেন। তারপর মনে মনে অভিলাষ করিলেন -“আহা! আমাদের এই নয়নের কৃতার্থতা এমনি-ভাবে চিরমূর্ত্তিমতী হ'য়ে থাক।” কিন্তু হায়! নিঠুর বিধি তাঁহাদের সে সুখে বাদ সাধিল। প্রভাত সমাগত দেখিয়া মঞ্জরীগণ নিরুপায়-কাতরা হইয়া ক্ষুব্ধমনে বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তখন সখীগণের চঞ্চল নয়ন এক একবার গবাক্ষলগ্ন হইয়া শ্রীরাধা-

তৎকেলি সীমানমসীমসৌহৃদং তা সখিদানা নিলয়ং যদাবিশন্।
তদৈব ভীরুঃসহসাপ্রিয়োরসোবিশ্লিষ্য তল্পাদবরোহণংব্যধাৎ ॥৩৫॥

তৎকেলি সীমানং অবসানং সখিদানাস্তা সখ্যঃ তয়োনিলয়ং যদা অবিশন্ তদৈব ভীরু রাধিকা সহসা অতর্কিতমেব প্রিয়স্য বক্ষঃস্থলাদ্বিশ্লিষ্য তল্পাদবরোহণং ব্যধাৎ। সীমারহিতং সৌহৃদং প্রেম যত ইতি তৎকালে সীমানমিত্যস্য বিশেষণং। কেলি-সমাপ্তিমবলোক্য দুঃখাতিশয়েন প্রেমাৰ্দ্ধন ইতি ভাবঃ। "সীমসীমেস্ত্রিয়ামুভে" ইত্যমরঃ ॥৩৫॥

শ্যামের বিলাসোৎসব দর্শনে আনন্দ-বিভোর হইতেছে, আবার পরক্ষণেই পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের অরুণ-বিভায় ম্লান হইয়া পড়িতেছে। মরি মরি! এই আবেগভরা দৃষ্টি-বৈচিত্র্য কি মধুর! —ইহা যেন হার মধ্যগতা হইয়া সাধকভক্তগণের হৃদয়েও প্রকাশ পাইতে লাগিল।— সখিগণের চঞ্চল নয়নের এই দৃষ্টি-বৈভব সাধক-ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা চিন্তনীয় ॥৩৪॥ *

শ্রীরাধাশ্যামের সীমাশূন্য প্রেম-কেলির অবসান বুঝিয়া সেবাপরা মঞ্জরীগণ নূপুর-রণিত-চরণে কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিবামাত্র কেলি-বিলাসিনী শ্রীরাধা ত্রস্তভাবে প্রিয়-বক্ষঃ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শয্যা হইতে অবরোহণ করিলেন ॥৩৫॥ †

* তথাহি পদ।—"রজনী প্রভাত হেরি, ভেল আকুল, সহচরীগণ করে ভাষ। নিজগৃহে গমন, করল অব সমুচিত, পুন পূরব অভিলাষ। এত শুনি দুহুজন, অতিশয় কাতর, কি করব কিছু নাহি থেহ। কহ যদুনন্দন, হেরব মিলন, এক-জীবন ভিন দেহ॥ (পঃ কঃ)

† তথাহি পদ।—নিশি অবশেষে, কোকিল ঘন কুহরত, জাগল রসবতী রাই। বানরী নাদে, চমকি উঠি বৈঠল, তুরিতঁহি শ্যাম জাগাই॥ শুন বর নাগর কান। তুরিতঁহি বেশ, বনাহ যতন করি, যামিনী ভেল অবসান॥ শারীশুক পিক, কপোত কুহরত, ময়ূর ময়ুরী করু নাদ। নগরক লোক জাগি, যব বৈঠল, তবহুঁ পড়ব পরমাদ॥ গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন, তুহু কিনা জানহ রীত। গোবিন্দ দাস কহ, উঠি চল সুন্দরি, বিঘটন কানুক পিরিত॥ পঃ কঃ

স্বপক্ষপাতীকৃত-কিঙ্করীগণা, ভ্রূকুঞ্চনেনোপবিবেশ সাসনে ।
সংলাপ-পীযূষ-পিপাসয়া হরিস্তাসাং মৃষা স্বাপমুবাহ তৎক্ষণাৎ ॥৩৬॥
সা প্রাহ ভো ধন্যতমাঃস্থ সখ্যো, দিষ্টাত্মসখ্যং নিরবাহি বাঢ়ম্ ।
দিষ্ট্যা পুনর্দ্দর্শন দানপাত্রী-কৃত্যৈব মাং ক্রেতুমিবোদয়ধ্বে ॥৩৭॥
নিঃসার্য্য গেহান্তবতীভিরুদ্ধতা, নক্তং সমানীয় বনং কুলাঙ্গনাং ।
সতীব্রতধ্বংসিনি পুংসি হন্ত, বলাৎ সমর্প্যান্তরধায়ি তৎক্ষণাৎ ॥৩৮॥

ভ্রূকুঞ্চনেন স্বপক্ষপাতীকৃতা কিঙ্করীগণা যয়া এবম্ভূতা রাধা তল্পাদ্বিশ্লিষ্য আসনে উপবিবেশ। পূর্ব্বং সমস্তবিলাসং দৃষ্টবতঃ কিঙ্করীগণস্য সাহায্যং বিনা সখী প্রতি ব্যক্তব্যস্য বিকাশাসম্ভবাৎ তাসাং সখীনাং শ্রীরাধয়া সহ সংলাপং তৎক্ষণমারভ্য মিথ্যাস্বাপং নিদ্রামুবাহ প্রাপ ॥৩৬॥

সা রাধিকা ॥৩৭॥

হে উদ্ধতাঃ ! নক্তং রাত্রৌ কুলাঙ্গনাং মা ॥৩৮॥

এবং ভ্রূ-ভঙ্গিমা দ্বারা প্রিয়-কিঙ্করীগণকে স্বপক্ষপাতিনী করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। যে সকল কিঙ্করী শ্রীরাধাশ্যামের সমস্ত বিলাস-ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সহায় না করিলে প্রিয়-সখিগণকে কেমন করিয়া কথার ছলে ভুলাইবেন, তাঁহারা যে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবেন। সময় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সখিগণ আসিয়া শ্রীরাধার সহিত প্রেমকথালাপ আরম্ভ করিলেন। বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরস্পর সংলাপ-পীযূষ পানের নিমিত্ত কপট নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥৩৬।

শ্রীরাধা কথঞ্চিৎ লজ্জার হাত এড়াইয়া হাসিতে হাসিতে পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"ওগো সখিগণ! তোমাদের সখ্য-ব্যবহার যে কেমন তাহা আজ বেশ বুঝিয়াছি। ধন্য তোমরা! আমার ভাগ্য ভাল, তাই আবার দেখা দিতে আসিলে। বুঝি তোমরা আমাকে নিজগুণে কিনিবার জন্যই এখন উদিত হইলে? ॥৩৭॥

শ্রীরাধার এই মৃদু অনুযোগে সমস্ত সখিগণই না জানি কি হইয়াছে

ররক্ষ মাং পুণ্যততিঃ পুরাতনী ন তাম্বতেঽস্যা গতিরস্তি কাপি মে।
যদস্য পার্শ্বেঽপি সতীত্ব-বিপ্লুতিং নৈবান্বভূবং রজনীং নয়ন্ত্যপি।৩৯॥
গোপীসহস্রেষু রতাবিরামতো, বহ্বীর্নিশা যাপয়তোঽস্য জাগরৈঃ।
অক্ষ্ণোর্বসত্যাত্ততনীং বিভাবরীং, যৎসুপ্তি-দেব্যোপকৃতং মমতুলং।৪০

পুরাতনী পুণ্যততি মাং ররক্ষ, তাং পুণ্যততিং বিনা যদ্ যস্মাৎ অস্য কৃষ্ণস্য পার্শ্বেঽপি রজনীং নয়ন্ত্যহং সতীত্বস্য বিপ্লুতিং ধ্বংসং নৈবান্বভূবং ন অনুভবং কৃতবতী ॥৩৯॥

গোপীসহস্রেষু অবিরতরমণাদ্ধেতোঃ পূর্ব্বপূর্ব্বদিবসীয়া বহ্বীর্নিশাজাগরৈঃ করণৈঃ যাপয়তোঽস্য কৃষ্ণস্য অক্ষ্ণোর্নেত্রয়োরত্ততনীং রাত্রিং ব্যাপ্য বসন্ত্যা সুপ্তিদেব্যা মম অতুলং উপকৃতং, তথা চ পূর্ব্বপূর্ব্বরাত্রৌ-জাগরণাদ্ধেতোরস্য নেত্রদ্বয়ে আগতায়াঃ সুপ্তিদেব্যা উপকারেণৈব মম সতীত্বমক্ষুণ্ণমিতি ভাবঃ।৪ ॥

ভাবিয়া একটু বিচলিত হইলেন। শ্রীরাধা আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন—"উদ্ধতাগণ! আমি কুলাঙ্গনা, রজনীতে আমাকে নানা-ছলে ভুলাইয়া গৃহ হইতে বনমধ্যে আনিলে। অবশেষে রমণীর সতীব্রত ধ্বংস করাই যাহার স্বভাব, হায়! আমায় সেই বিখ্যাত লম্পট-শিরোমণির হাতে ফেলিয়া সহসা সকলেই অন্তর্হিতা হইলে।৩৮॥

ভাগ্যে, আমার পূর্ব্বপুণ্যবল ছিল, তাই, এই লম্পটের পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াও আমার সতী-ধর্ম্ম ধ্বংস হয় নাই—পূর্ব্ব পুণ্যপ্রভাবেই আমার ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন আর আমার উপায় কি? ॥৩৯॥

সখিগণ এবার হাসিলেন—সে হাসির তরঙ্গ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। শ্রীরাধা আবার কহিলেন—"হাসিও না, আমার কথাটাই শুন। এই লম্পটরাজ ইতঃপূর্ব্বে সহস্র সহস্র গোপিকার সহিত কামক্রীড়ায় জাগিয়া জাগিয়া বহু রজনী যাপন করিয়াছে, তাই, আজ ক্লান্তিবশতঃ রজনীতে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার নয়ন অধিকার করায় আমার অতুল উপকার হইয়াছে। ফলতঃ উহার নয়নাগত নিদ্রা-

যত্তে সতীত্বং প্রথিতং ন বেদ কা, যদ্ব্রহ্মচর্য্যং শ্রুতয়োঽস্য সংজগুঃ।
তদত্র নির্দূষণ এব সাধু বাং সঙ্গোঽস্ত্বিরঙ্গায় সখীদৃশাং মভূৎ ॥৪১॥
স্বব্রহ্মচর্য্যব্রত-রক্ষণার্থং, সুপ্তিং ন দেবীমপি সংস্পৃশেদ্বয়ঃ।
অনঙ্গ-সঙ্গ্যেব ততো ভবত্যা, ভবত্যসৌ সত্যমিতি প্রতীমঃ ॥৪২॥

সখীনাং প্রত্যুত্তরমাহ। যৎ যস্মাৎ তব প্রথিতং সতীত্বং কা ন বেদ। কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীতি গোপাল-তাপন্যুক্ত শ্রুতয়োঽস্য কৃষ্ণস্য ব্রহ্মচর্য্যং জগুঃ। তৎ তস্মাদ্ বাং যুবয়ো নির্দূষণ এব সঙ্গস্ত স্ত্রীণাং দৃশাং রঙ্গায় অভূৎ ॥৪১॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতরক্ষার্থং স্ত্রীলিঙ্গশব্দবোধ্যাং সুপ্তিং দেবীমপি ন সংস্পৃশেৎ। অতোহেতোঃ অসৌ কৃষ্ণঃ ভবত্যা অঙ্গসঙ্গী ন ভবতীতি সত্যং বয়ং প্রতীমঃ। পক্ষে অস্য সুপ্তিস্পর্শাভাবাৎ সম্পূর্ণাং রাত্রিং ব্যাপ্য ভবত্যা সহ অনঙ্গসঙ্গী অসৌ ভবতীতি সত্যং প্রতীমঃ ॥৪২॥

দেবীই আমার আজ সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে—লম্পট যেমন শুইয়াছে —অমনই ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে ॥৪ ॥

সখিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রত্যুত্তরে ললিতা পরিহাস-ভঙ্গীতে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তোমার বিশ্ববিখ্যাত সতীত্বের কথা কে না জানে? আবার ঐ নাগরবরের অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যও ত বেদ-প্রসিদ্ধ; তাই আজ তোমাদের নির্দ্দোষ সাধুসঙ্গ, সখিদের নয়ন-রঙ্গ-বিধান করিতেছে ॥৪১॥

আবার এই নবীন ব্রহ্মচারীটী কেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দেখ। স্বীয় ব্রহ্ম-চর্য্যব্রত রক্ষার নিমিত্ত, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়া নিদ্রাদেবীকেও স্পর্শ করেন নাই। সুতরাং ইনি যে সত্যসত্যই তোমার 'অনঙ্গ-সঙ্গী,' তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, নাগরবর যখন নিদ্রাকে স্পর্শ করেন নাই, তখন তিনি তোমার 'অনঙ্গ-সঙ্গী' অর্থাৎ অঙ্গ-সঙ্গ-রহিত হইয়াও সারারাত্রি ব্যাপিয়া যে তোমার সহিত 'অনঙ্গ-সঙ্গী' অর্থাৎ কামক্রীড়ার সঙ্গী হইয়াছেন, তাহা আমরা সত্যই বুঝিয়াছি ॥৪২॥

ইতি ব্রুবাণা ললিতা বিশাখয়া, প্রোচে সখি জ্ঞাতমিদং ময়াখিলম্।
ধর্ম্মোঽনয়োঃ শর্ম্মবিশেষসিদ্ধয়ে তনোঃ প্রয়াগে লয়মাপ স স্বয়ং ॥৪৩
শর্ম্মৈব কিং তৎকথয়েতি চিত্রয়া, পৃষ্টাহ সা যোঽধিত-ধর্ম্ম এতয়োঃ।
সতীত্ববর্ণিত্বমিহা য মেধিতো ব্যধাদিমৌ সম্প্রতি সম্প্রয়োগিনৌ ॥৪৪

ইতি ব্রুবাণাং ললিতাং প্রতি বিশাখা উবাচ। অনয়োঃ সাধ্বী-ব্রহ্মচর্য্যলক্ষণ-ধর্ম্মকার্য্যত্বাদ্ধর্ম্মঃ স্বস্য উৎকর্ষবিশেষ-সিদ্ধয়ে প্রয়োগ তনো দেহস্য লয়ং আপ। স্বয়ং দেহত্যাগকৃতবানিত্যর্থঃ। পক্ষে অতনোঃ কন্দর্পস্য প্রকৃষ্টে যাগে স্বয়মেব লয়ং আপ ॥৪৩॥

পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মৈব কিং তৎকথয়েতি। চিত্রয়া পৃষ্টা সা বিশাখা আহ। এতয়োর্ধর্ম্মঃ সতীত্ব-ব্রহ্মচর্য্যং অধিত পুপোষ, অয়মেব ইহ প্রয়াগ-লয়ে সতি এধিতঃ বৃদ্ধঃ সন্ ইমৌ সম্যক্ প্রকৃষ্টযোগবন্তৌ অকরোৎ। ধর্ম্মো হি পরিপাকদশায়াং শুদ্ধচিত্তানাং যোগং সাধয়তীতি শাস্ত্রং। পক্ষে সম্প্রয়োগো শুং সতীত্ব-ব্রহ্মচর্য্যয়োশুদেব ফলং পরিণতমিতি ধ্বনিঃ ॥৪৪॥

ললিতার এই শ্লেষময়ী কথা শুনিয়া বিশাখা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সখি! আমি এ সকলই জানি। ইঁহাদের উভয়েরই ধর্ম্ম যেন শর্ম্ম অর্থাৎ উৎকর্ষবিশেষ লাভের নিমিত্তই প্রয়াগে কাম্য-কুপে স্বয়ংই তনুত্যাগ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, ইঁহাদের সতীধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম, এই উভয় ধর্ম্মই আজ 'অতনু-প্রয়াগে' অর্থাৎ কন্দর্পের প্রকৃষ্ট যজ্ঞে স্বয়ংই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৪৩॥

তখন চিত্রা * কহিলেন—"সখি! সে শর্ম্ম কি বলনা।"—ইহা শুনিয়া বিশাখা কহিলেন—"সখি! উঁহাদের কর্ম্ম দেখিয়াই বুঝিয়া লও না। ঐ দেখ উভয়ের সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম, প্রয়াগ-লয়-পুণ্যে পুনরায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া সম্প্রতি ইঁহাদের উভয়কেই 'সম্প্রয়োগী'

*চিত্রা বা সুচিত্রা প্রধানাষ্ট সখীর অন্যতমা। বয়স ১৪ বৎসর, ৩ মাস, ৭ দিন; কোনমতে ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৪ দিন। নব-কুঙ্কুম গৌরবর্ণা,

যস্তাতি বৈরাগ্যধুরা ধরোত্থন্ নৈগুর্ণ্যমুক্তাময়-হারিণীয়ং।
নিরঞ্জনোদারদৃগন্ত সত্বঃ, সত্যং তদেষাচ্যুত-যোগসিদ্ধা ॥৪৭॥

যৎ যস্মাৎ ইয়ং রাধা বৈরাগ্যধুরাং ধরতীতি সা। পক্ষে নীরাগত্বাতিশয়েহধিরে যস্তা সা এবং উত্থতা বৈরাগ্যেন হেতুনা মুক্তা অতএব আময়ং অন্বেষাং অবিদ্যা-

অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগযুক্ত করিয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে আছে, ধর্ম্মই সিদ্ধ-দশায় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের যোগসাধন ঘটাইয়া থাকে।"

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষে বলিলেন—উঁহাদের সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ফল, ঐ দেখ অবশেষে 'সম্প্রয়োগে * অর্থাৎ নির্জ্জন সুরতোৎ-সবে পরিণত হইয়াছে ॥৪৪॥

আবার ঐ দেখ সখি! আমাদের যোগিনীমণি আজ 'বৈরাগ্যধুরা-

কাচ-কান্তি-বসনা। সেবা—রঞ্জনাদি, এবং শ্রীরাধার অভিলষিত" বস্ত্র দানাদি। রস—অভিসারিকা। স্বভাব অধিক মৃদ্বী ("অধিকা মৃদবশ্চাত্র চিত্রামধুরিকা-দয়ঃ—ইতি উজ্জ্বলে) বিচিত্র চাতুর্য্যে ইনি সকল স্থানেই গমন করেন, নানা দেশের ভাষা বুঝেন এবং নিজেও কহিতে পারেন। ইনি প্রিয়ংবদা ও মৃদুভাষিণী। অখিল কর্ম্মপটু ও ইঙ্গিতজ্ঞা। চিত্রার যূথ—যথা,—রসালিকা, তিলকিনী সৌরিসেনী, সুগন্ধিকা, বাঘিনী, কামনগরী, নাগরী ও নাগবালিকা। পূর্ব্বদলে বিচিত্র কিঞ্জল্ক কুঞ্জে স্থিতি, পিতা—চতুর গোপ, মাতা-চর্চ্চিকা, পতি—পীঠর। গৃহ—যাবট। ধ্যান,—

"কাশ্মীরকান্তি-কমনীয় কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধ কাঞ্চনচয়প্রভ চারু চেলাম্।
শ্রীরাধিকে তব মনোরথবস্ত্রদানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং বরদাং প্রপদ্যে॥"

প্রকারান্তর,—"কাশ্মীর-গৌরবর্ণাভাং শ্বেতরক্তাম্বরাবৃতাম্।
কিশোরী বয়সীকৈর সখীমধ্যে সুপর্ব্বদাম্।
জয়ন্তি মালারচিতাং নানা চাতুর্য্যে পণ্ডিতাম্।
সর্ব্বরসপ্রমোদেন সুচিত্রাং তামহং ভজে॥"

* নির্জ্জন-সম্ভোগ দুই প্রকার, সম্প্রয়োগ ও লীলা-বিলাস। সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাস শ্রেষ্ঠ। রসিকগণ বলেন,—বিদগ্ধদিগের পরস্পর লীলা-বিলাস-আস্বাদনে যেরূপ সুখ হয়, সেরূপ সম্প্রয়োগে হয় না।

যথা—"বিদগ্ধানাং মিথো লীলা-বিলাসেন যথা সুখং।
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেব রসিকা বিদুঃ॥" উজ্জ্বলে।

পূর্ণাত্মভূ-তত্ত্ব-সুখানুভূত্যৈ স্বাধীন মায়াশ্রিত-যোগনিদ্রঃ।
চকাস্ত্যসাবপ্যগুণাতিমুক্ত-মালাঞ্চিত-শ্রী-রতিসিদ্ধিমাপ্তঃ ॥৪৬॥

রোগী দর্শনাদিনা হর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ। পক্ষে উচ্চৈর্নির্গুণ্যং যস্য তথাভূতো মুক্তা-ময়ো হারোঽস্তি যস্যা এবং নিরঞ্জনা উপাধিরহিতা উদারং দৃগ্‌জ্ঞানং যস্যাঃ সা। পক্ষে খঞ্জনরহিতা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা, তত্তস্মাৎ এষা রাধা সত্যমেব চ্যুতিরহিতা যোগ-সিদ্ধির্যস্যাঃ তথাভূতা। পক্ষে অচ্যুতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ যোগঃ সংযোগস্তেন সিদ্ধা ॥৪৫॥

পূর্ণাত্মভূতত্ত্বেন যঃ সুখস্যানুভব স্তদর্থং যোগাভ্যাসেন স্বাধীনা বশীকৃতা যা মায়া বিদ্যাশক্তি স্তয়া আশ্রিত যোগনিদ্রোঽসৌ কৃষ্ণোঽপি তল্পে চকাস্তি। কীদৃশঃ? অগুণা গুণাতীতা যা অতিমুক্তমালা অত্যন্তমুক্তশ্রেণী তয়া অঞ্চিতা পূজিতা শ্রীর্মোক্ষসম্পদ্ যস্য সঃ। অতএব অতিশয় সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। পক্ষে আত্মভূঃ কন্দর্প

ধরা' অর্থাৎ বৈরাগ্য-ভার-বাহিনী 'বৈগুণ্য মুক্তাময়হারিণী' অর্থাৎ গুণ-রহিতা বলিয়া মুক্তা ও আময়হারিণী বা অন্যের অবিদ্যা-ব্যাধি-নাশিনী এবং 'নিরঞ্জনোদারদৃক' অর্থাৎ নিরুপাধি-মহাজ্ঞানশালিনী-রূপে কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন দেখ! এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, সত্য সত্যই ইনি সদ্য "অচ্যুত-যোগসিদ্ধা" হইয়াছেন অর্থাৎ সদ্যই অখণ্ড-যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে এই শ্লেষোক্তি দ্বারা বিশাখা শ্রীরাধার সম্ভোগ-যজ্ঞেরই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। চিত্রাকে দেখাইলেন—"সখি! ঐ দেখ, আমাদের নাগরিণীমণি আজ কেমন 'বৈরাগ্যধুরাধরা' হইয়াছেন, অর্থাৎ উঁহার অধরের তাম্বূলরাগ বিলুপ্ত হইয়াছে, মুক্তাময় হার 'নির্গুণত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ হারের গ্রন্থন-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং নয়ন-কমলের অঞ্জনরেখা মুছিয়া গিয়াছে, সত্য সত্যই এগুলি অচ্যুত-যোগসিদ্ধিরই লক্ষণ বটে?—আজ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনঙ্গ-যজ্ঞে যথার্থই সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ॥৪৫॥

আবার ঐ নবীন ব্রহ্মচারিটীর প্রতিও চাহিয়া দেখ, উনি পূর্ণ আত্মভূ-তত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বের সুখানুভবের নিমিত্তই মায়া বা বিদ্যা-

অন্যাস্তু পশ্যালি হৃদম্বরান্তরে, স্বানন্দসম্বিৎ-প্রবরেন্দুলেখয়া ।
যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং মনোভবোত্তাপশমশ্চ বুদ্ধ্যতাং ॥৪৭॥

তত্ত্বসুখং যথার্থসুখং, তদনুভবার্থং স্বাধীন', অতএব মায়য়া কপটেনাশ্রিতঃ যেন সহ যোগো যস্যা এবংভূতা নিদ্রা যস্য সঃ। কীদৃশঃ ? অগুণা সম্ভোগাতিশয়াদ্ গুণরহিতা যা অতিমুক্তামালা তয়া অঙ্কিতা শ্রীঃ শোভা যস্য, অতএব মালায়াঃ সূত্রত্রোটনাদ্ধেতো রসৌ সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষয়া অস্যা যোগসিদ্ধ্যতিশয়মাহ। অস্যা রাধায়াস্তু তদপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যং পশ্যত, তদেবাহ। অস্যা হৃদয়াকাশে যৎ স্বানন্দ-সম্বিৎ, স্বানন্দানুভব স্বদেবজ্ঞানরূপ তমোনাশকত্বাৎ, প্রবরেন্দুলেখা তয়া কর্ত্র্যা যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং মোক্ষং এবং মনোজন্যোত্তাপশমশ্চ বুধ্যতাং। পক্ষে হৃদম্বরান্তরে হৃদিস্থিত বস্ত্রমধ্যে যা স্বানন্দস্য সম্বিৎ উপলব্ধির্যস্যাঃ, এবম্ভূতা ইন্দুলেখা অতিশয়োক্ত্যা নখ-চিহ্নং তয়া কর্ত্র্যা যদ্দীপ্যতে তেন পুনর্ভবক্ষতং নখক্ষতং এবং কন্দর্পজন্যোত্তাপশমশ্চ বুদ্ধ্যতাং। তথা চ নখক্ষতানাং বস্ত্রাচ্ছন্নত্বেঽপি তেষাং বস্ত্রস্যাবকাশ দ্বারা প্রকটিতয়া কান্ত্যা হেতুনা নখক্ষতনোমনুমানং জায়ত ইতি ভাবঃ। পুনর্ভব কররুহো নখো ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

শক্তিকে বশীভূতা করিয়া যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং অগুণ-অতিমুক্ত-মালা অর্থাৎ গুণাতীত অতিমুক্ত পুরুষগণও যে মুক্তি-শ্রীর পূজা করিয়া থাকেন উনি যখন সেই মোক্ষ সম্পদের অধিকারী হইয়া মহাযোগাসনে বিরাজ করিতেছেন, তখন ঐ যোগীরাজ অতি-সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

বিশাখার এই শ্লেষময় বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে; শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মভূ-তত্ত্বসুখ' অর্থাৎ যথার্থ কন্দর্প-সুখ পূর্ণভাবে অনুভব করিবার নিমিত্তই কপটভাবে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া এবং "অগুণ-অতিমুক্তমালা" অর্থাৎ সম্ভোগাতিশয়-জন্য ছিন্ন মাধবীপুষ্পমালা ধারণ করিয়া কেলি-তল্পে কেমন শোভা পাইতেছে দেখ, অতএব উনিও যে অতিসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ॥৪৬॥

উভয়ে যোগসিদ্ধি লাভ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারই

তদা নিরোধা সহ রোমহর্ষ-স্বেদাম্বুবর্ষ স্তিমিতাঙ্গযষ্টেঃ।
ব্যক্তং হরে রুদ্ভিদুর-স্মিতাস্য-পিধানচাতুর্য্য মপাস্তমাসীৎ ।৪৮॥

তাসাং পরীহাসবাণীং শ্রুত্বা নিরোধঃ ন সহস্তে যে রোমহর্ষাদয় তৈস্ত স্তিমিতং অঙ্গং যস্য এবম্ভূতস্য হরেঃ উদ্বোধনশীলং স্মিতং যত্র এবম্ভূতাস্য পিধানে কৃতং যৎ চাতুর্য্যং তৎ ব্যক্তং সৎ অপাস্তমাসীৎ ॥৪৮॥

যোগসিদ্ধিটা যেন কিছু বেশী বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, সখি! শ্রীরাধার হৃদম্বরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে স্বানন্দানুভূতি, কেমন অজ্ঞান-তম-নাশিনী ইন্দুলেখার ন্যায় উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে, ইহাতে যেন উহার 'পুনর্ভব-ক্ষত' অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মযাতনা ও 'মনোভবোত্তাপ' অর্থাৎ মনের সন্তাপ প্রশমিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

পক্ষান্তরে বিশাখা শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"সখি! ঐ দেখ, শ্রীরাধার 'হৃদম্বরে' অর্থাৎ বক্ষঃস্থিত বসনের অবকাশ দিয়া চন্দ্রকলার ন্যায় সম্ভোগচিহ্নসকল কেমন শোভা পাইতেছে দেখ, উহাতেই শ্রীরাধার আনন্দের উপলব্ধি হইতেছে এবং উহা দ্বারা পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ নখক্ষত ও মনোভবোত্তাপ অর্থাৎ কন্দর্প-জ্বালার শান্তি হইয়াছে কিনা বুঝিয়াই দেখ না ॥৪৭॥

পরীহাস-রসিকা সখিগণের এইরূপ সরস মধুরালাপ শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমময়ের প্রেম-সিন্ধু উছলিয়া উঠিল—তিনি হৃদয়ের সেই বিপুল আনন্দ-প্রবাহ চাপিয়া রাখিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না—তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বেদাম্বু-বর্ষণে স্তিমিত ও পুলকাকুল হইয়া উঠিল। অন্তরে অন্তরে উল্লাস-তরঙ্গে হাসির উৎস খেলিতেছে—কপট নিদ্রাবেশে তাহা চাপিয়া রাখিবার জন্য যতই চাতুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন ততই ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে হাসির অবাধ-উৎস খুলিয়া দিলেন ॥৪৮॥

উত্থায় সদ্যঃ স জগাদ বক্ষঃ স্বং দর্শয়ংস্তা অতিসম্ভ্রমেণ।
হংহো মমাপি স্বসুখৈকসম্বিচ্চিত্রেন্দুলেখা হৃদি পশ্যতাস্তে ॥৪৯॥
আবৃত্য চৈলেন নমন্মুখং পুনর্বিভুগ্নচিল্লীতট মুন্নমষ্য সা।
ক্রুতে স্ম কিঞ্চিৎ স্বকরাম্বুজেন তদ্বক্ষঃ স্পৃশন্তী পিদধে চ লক্ষ্ম তৎ
॥৫০॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ পূর্ব্বোক্ত রাধাবক্ষঃস্থলেন্দুলেখা দর্শনাধীনং তস্যা যোগাতিশয়-মসহমান ইব তাঃ সখীরাহ। হংহো! অত্যন্ত সংরম্ভে, ব্রহ্মসুখরূপং যৎ একং মুখ্যং চৈতন্যং তদেবাশ্চর্য্যেন্দুলেখা অজ্ঞানমোহনাশকত্বাৎ। পক্ষে সম্ভোগসুখ সম্বেদনী বিচিত্র নখরেখা মম হৃদ্পদ্যাস্তে। তথা চ তদ্দর্শনদ্বারা রাধায়াঃ পুরুষা-য়িতত্বং সূচিতম্ ॥৪৯॥

সা রাধিকা কিঞ্চিৎ ক্রুতেস্ম; আবৃত্যেতি স্বভাবোক্তিঃ। স্বকরাম্বুজেন শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলং স্পৃশন্তী সা তৎ লক্ষ্ম চিহ্নং পিদধে চ ॥৫০॥

বিদগ্ধরাজ হাসিতে হাসিতে তখনই শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং অতিসম্ভ্রমের সহিত সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন—"আহা হা! তোমাদের প্রিয়সখীরই বুঝি যোগসিদ্ধিটা বেশীরকম দেখ্‌ছ! এই দেখ দেখি, আমার হৃদয়েও কত ব্রহ্মসুখানুলব্ধিসূচক চিত্রলেখা অর্থাৎ অজ্ঞানমোহনাশক চন্দ্রলেখা কেমন শোভা পাইতেছে।" এই বলিয়া সখীদিগকে সম্ভোগসুখজ্ঞাপক শ্রীরাধা-কৃত নখাঙ্কসমূহ এমন অপূর্ব্বভঙ্গীতে দেখাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সখিগণ আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। শ্রীরাধাও হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া ঈষৎ অবনত-মুখী হইলেন। আজ শ্রীরাধা বিপরীত সম্ভোগে নায়িকাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নায়কের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কান্ত-বক্ষে নখ-চিত্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন—নির্লজ্জ তাহা সখীসমাজে দেখাইয়া তাঁহাকে বড় লজ্জায় ফেলিয়াছেন। তাই, শ্রীরাধা তখন কুটিল ভ্রূ-ভঙ্গীর সহিত

চিত্রেন্দুলেখে ইহ তে যদি স্তঃ স্যাতাং ন কস্মাল্ললিতা-বিশাখে।
পশ্য ত্বদীয়ান্ পরিগৃহ্য তেন্দুঃ স্বীয়ান্নখাঙ্কাং ত্রিগুণীকৃতান্ বা ॥৫১॥

তমাহুরাল্যঃ স্বপতোঽখিলাং নিশাং
বক্ষঃ কয়া তে নখরৈর্বিচিত্রিতম্।
ইয়ং তু সাধ্বীকুলচক্রবর্ত্তিনী,
স্বেনৈব পুণ্যেন বিরাজতেঽবিতা ॥৫২॥

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেনোক্তস্য চিত্রেন্দুলেখা পদস্যার্থান্তরং প্রকল্প্য স্বস্য লজ্জা-সম্বরণ প্রকারমাহ। হে কৃষ্ণ! তে তব হৃদি যদি চিত্রেন্দুলেখে মে সখ্যোস্তঃ তদা পরমযোগ্যে ললিতা-বিশাখে কথং ন স্যাতাং। তাঃ চিত্রাদ্যাঃ সখ্য স্তদীয়ান্ নখাঙ্কান্ পরিগৃহ্য তদপেক্ষয়া ত্রিগুণীকৃতান্ স্বীয়ান্নখাঙ্কান্ তে তুভ্যং অদুঃ। তথা চ সর্ব্বাসাং প্রত্যুপকারস্য সাম্যাত্তব বৈষম্যমনুচিত মিতিভাবঃ ॥৫১॥

নিশাং ব্যাপ্য স্বপত স্তে তব বক্ষ্যস্থলং কয়া নখরৈর্বিচিত্রিতং রাধিকায়াস্ত্ত

শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিলেন এবং নিজের লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কথিত 'চিত্রেন্দুলেখা' বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা পূর্ব্বক স্বীয় কর-পল্লব দ্বারা কৃত কান্ত-বক্ষঃস্থিত নখাঙ্কগুলি আচ্ছাদনের প্রয়াস করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ॥৪৯-৫০॥

"ধূর্ত্ত! তোমার এই বক্ষঃস্থলে যদি 'চিত্রা ও ইন্দুলেখাই * রহিয়াছে, তবে সুযোগ্য ললিতা-বিশাখাই বা স্থান পাইল না কেন? তাহা হইলে তাহারা তোমার নখাঙ্কে ভূষিত হইয়া, তৎবিনিময়ে তোমাকেও ত্রিগুণ নখাঙ্ক প্রতিদান করিত। সুতরাং তাহারা সকলেই যখন সমভাবে প্রত্যুপকার করিতেছে, তখন তাহাদের প্রতি তোমার বৈষম্য প্রকাশ অনুচিত ॥৫১॥

শ্রীরাধাশ্যামের সরস বাগ্বৈদগ্ধি শ্রবণ করিয়া সখিগণের হৃদয়

* ইন্দুলেখা।—ইনি প্রধানা অষ্টসখীর অন্যতমা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অমৃতাশন প্রস্তুত করেন, শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে থাকিয়া চামর ব্যজন করেন। ইঁহার অঙ্গ হইতে স্বভাবতঃ চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হয়। এই জন্যই ইঁহার

আহৈষ আং পুণ্যবলৈব সাধ্বী, ভবেদ্ যদদ্যাতনু-সংপ্রহারে।
জিগায় মা মপ্যবলাপি বালাবলেপবত্যক্ষুণদপ্যরো মে ॥৫৩॥

চিত্র-কর্ত্তৃত্ব-সম্ভাবনাপি নাস্তীত্যাহ। ইয়ং রাধিকা স্বপুণ্যেনৈব অবিতা সতী বিরাজতে ॥৫২॥

এষ কৃষ্ণ আহ। আং জ্ঞাতং ইয়ং সাধ্বী স্বপুণ্যবলা এব যদ্ যস্মাদস্য অতনু-

প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা সহাস্যমুখে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"প্রিয়তম! আমরা এইমাত্র প্রিয়সখী মুখে শুনিলাম, তুমি আজ সমস্ত রজনী ঘুমাইয়া কাটাইয়াছ, তবে কোন্ রমণী তোমার বক্ষঃস্থল নখাঙ্ক দ্বারা চিত্রিত করিল? যদি বল, ইহা তোমাদের প্রিয়সখীরই কার্য্য, তাহাও ত সম্ভব বোধ হয় না; আমাদের এই সতীকুলরাজ্ঞী শ্রীরাধা তোমার সহিত এক শয্যায় নিশাযাপন করিলেও, তাঁহার পুণ্যবলই তোমার অঙ্গস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছে ॥৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসবাক্যে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "হাঁ তাই বটে;

নাম ইন্দুলেখা। ইনি নানাবিধ মন্ত্র-তন্ত্রে, বশীকরণ মন্ত্রে, সামুদ্রিকশাস্ত্রে, সৌভাগ্যতিলক-যন্ত্র কবচ-লিখনে, হারাদি গ্রন্থনে, দন্ত-রঞ্জনে, রত্নাদি-পরীক্ষায় ও শয্যাদি রচনায় পারদর্শিনী। তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদিনী ও মদনালসা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীইন্দুলেখার যূথ। ইন্দুলেখা অলঙ্কার ও বেশবিধান সামগ্রীর কোষাধ্যক্ষা, দাসী ও সখিগণের এবং বৃন্দাবনের স্থলাধিকারিণী দেবীগণের অধ্যক্ষা। স্বভাব—বামপ্রখরা। বয়স—১৩ বৎসর ১১ মাস ২৭ দিন। কোন মতে ১৪ বৎসর ৩ মাস। বর্ণ—হরিতালোজ্জ্বল, বেশ—দাড়িম্ব-পুষ্পারুণ, অগ্নিকোণের দলে স্বর্ণবর্ণ পূর্ণেন্দু বা চন্দ্রকুঞ্জে স্থিতি। পিতা—সাগর, মাতা—বেলা, পতি—দুর্ব্বল। ইন্দুলেখার ধ্যান—

"হরিতালোজ্জ্বলবর্ণাং রক্তাম্বরপরাং বরাং।
সখীপ্রণয়িনীং শ্রেষ্ঠাং নানানৃত্যবিশারদাম্।
কিশোরবয়সীং রম্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
নিকুঞ্জমণিবেদিস্থাং ইন্দুলেখাং সখীং ভজে॥"

প্রকারান্তর—

"নৃত্যোৎসবাং হি হরিতাল-সমুজ্জ্বলাভাং, সদ্দাড়িমী-কুসুমকান্তি-মনোজ্ঞ চেলাম্।
বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত-চন্দ্রলেখাং, শ্রীরাধিকে সখীমহমিন্দুরেখাম্॥"

কীদৃক্‌ত্বদেবেতি তদা তদালিভিঃ পৃষ্টঃ স তাসামধরান্‌ পয়োধরান্‌।
রদৈন খৈরাশু বলাদ্বিখণ্ডয়ন্নেবং সখী বো ব্যধিতেত্যভাষত ॥৫৪॥
ইত্থং প্রগে তং পরিফুল্লপদ্মিনী শ্রেণীমুখামন্দমরন্দমাদিতং।
বিলোক্য বৃন্দা মধুসূদনং বনে মুদং ভিয়ং চানু মমজ্জ বেপিতা ॥৫৫॥

সংপ্রহারে অতনুর্মহান্‌ যঃ সংপ্রহার স্তস্মিন্‌। পক্ষে কন্দর্পযুদ্ধে রাধা বালাপি অবলাপি অতিশয় বলিষ্ঠং মামপি জিগায় অতএবাবলেপবতী অহংকারবতী মে মম উরঃস্থলং অক্ষুণৎ অর্থাৎ নখাস্ত্রেণ ॥৫৩॥

হে কৃষ্ণ! ত্বমথকত্তাদিকং ইতি তস্য রাধায়া আলিভিঃ পৃষ্টঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ তাসাং সখীনাং অধরান্‌ দন্তৈর্নখৈশ্চ পয়োধরান্‌ বিখণ্ডয়ন্‌ বো যুষ্মাকং সখী রাধাপি এবংব্যধিত চকার ইত্যভাষত ॥৫৪॥

তং মধুসূদনং কৃষ্ণং পক্ষে ভ্রমরং বনে পক্ষে জলে বিলোক্য বৃন্দা মুদং আনন্দ-সমুদ্রং অনুলক্ষীকৃত্য মমজ্জ। প্রাতঃকাল সম্ভাবনয়া বেপিতা কম্পিতা সতী ভিয়ং

তোমাদের এই সাধ্বীমণির যে প্রচুর পুণ্যবল আছে, তাহা আমি ভালরূপই অবগত আছি। এই দেখনা, ইনি অবলা বালা হইয়া আজ আমার ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও "অতনু সংপ্রহারে অর্থাৎ মহা-যুদ্ধে (শ্লেষার্থে কন্দর্পযুদ্ধে) পরাজিত করিয়া অহঙ্কার বশতঃ, নখাস্ত্র দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল কিরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে দেখ ॥"৫৩॥

এই কথা শুনিয়া রস-রঙ্গিণী সখিগণ প্রেমকৌতুকভরে কহিলেন—"নাগরবর! আমাদের নাগরিণী কেমন করিয়া তোমার হৃদয় ক্ষুণ্ণ করিল?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বিদগ্ধ-শিরোমণি সহসা সখী মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া দশন দ্বারা কাহার অধর-দংশন, নখদ্বারা কাহারও বা পয়োধর-খণ্ডন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"ওগো! তোমাদের প্রিয়সখী এমনি করিয়াই আমার অধর-খণ্ডন ও বক্ষ-খনন করিয়াছে ॥৫৪॥

সখী সমাজে প্রেমোল্লাসের তরঙ্গ ছুটিল। তাঁহারা তখন সরমে

কান্তাং উদীয়ুর্বিকসন্মুখেন্দবো, রাত্রির্গতা চাস্ত মপাস্ত চন্দ্রিকা।
বিলাসভঙ্গঃ কথমস্ত নাস্তবা, ক্ষণং হৃদেবেতি পরামমর্শ সা ॥৫৬॥

মুদং চ মমজ্জ, আনন্দমগ্না চ বভূবেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে পদ্মিনী সুন্দরী স্ত্রী ॥৫৫॥

বিকসন্মুখাম্বেবেন্দবো যাসাং এবম্ভূতা রাধাদ্যাঃ কান্তা উদীয়ুঃ, এবং অপাস্ত-চন্দ্রিকা যত এবম্ভূতা রাত্রিশ্চ অস্তংগতা অতএব বিলাসভঙ্গ-কারণস্য বিকসচ্চন্দ্র মুখীনাং উদয়স্য সত্বাৎ এবং বিলাসসুখভঙ্গকারণস্য চন্দ্রিকা-রহিত রাত্রিগমনস্য চ সত্বাৎ বিলাসভঙ্গঃ কথং ভবিষ্যতি ন বেতি সংশয়াক্রান্তহৃদয়া বৃন্দা ক্ষণং পরামমর্শ ॥৫৬॥

সম্ভ্রমে পরস্পরের পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন,—আর রসিকশেখর ধরিয়া ধরিয়া তাঁহাদের উরজে ইন্দুলেখা ও মুখাম্বুজে চুম্বনরেখা অঙ্কন করিয়া দিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রভাতে মধুসূদন (ভ্রমর) প্রফুল্ল পদ্মিনীকুলের মুখ-মকরন্দ-পানে প্রমত্ত হইয়াছেন। এই রমণীয় লীলা-মাধুরী অবলোকন করিয়া বৃন্দাদেবী যেমন একদিকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন, এ দিকে প্রভাত-সমাগম দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন ॥৫৫॥

দেখিলেন—একদিকে কোটি কোটি গোপাঙ্গনাকুলের প্রফুল্ল মুখচন্দ্র পূর্ণ প্রকাশমান,—অন্যদিকে বিগত-জ্যোৎস্না বিলাস-রজনীর ক্রম-অবসান!—একদিকে কোটি-চন্দ্রোদয়ে বিলাসসুখের পূর্ণোৎসব বিরাজিত,—হায়! হায়! এ দিকে নিশাবসানে বিলাসসুখ-ভঙ্গের সম্পূর্ণ কারণ উপস্থিত! এখন কর্ত্তব্য কি? ইহাঁদের এই বিলাসোৎসব ভঙ্গ হইবে, কি হইবে না?"—এইরূপ সংশয়াক্রান্তা হইয়া বৃন্দাদেবী-ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মনেমনে নানা উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, শেষে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইলেন ॥৫৬॥

তমাংস্যনশ্যন্নভিতো যথাযথা, তদা প্রকাশশ্চ যথা যথৈধত।
তথাতথা হৃদ্রুজমেব সাম্বভূৎ ব্রজস্যরীতিং শ্রুতয়োঽপি নো বিদুঃ
॥৫৭॥

ততো বলাদ্বাচয়তিস্ম কক্খটীং, তদ্ভীষণং কিঞ্চন কক্খটং বচঃ।
প্রাতস্তয়োঃ কেলিবিলাসশান্তয়ে, যুক্ত্যন্তরং হন্ত ন জাঘটীতি যৎ
॥৫৮॥

যথাযথা তমাংসি অভিতোঽনশ্যন্নেবং অন্ধকার-নাশ-তারতম্যেন যথা যথা প্রকাশশ্চ এধত তথা তথা সা বৃন্দা হৃদ্রুজং অম্বভূৎ, নমু অন্ধকার-স্বরূপাজ্ঞানস্য নাশ-তারতম্যাদ্ধেতোঃ সত্ত্বগুণকার্য্য প্রকাশো বর্দ্ধতে। তস্মাচ্চ হৃদ্রোগো নশ্যতীতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধে স্তুৎকথং বৃন্দা হৃদ্রোগমন্বভূৎ তত্রাহ আহ ব্রজস্যেতি ॥৫৭॥

ততো রাধাকৃষ্ণয়ো ভীষণং কক্খটং কঠোরং বচঃ কক্খটীং তন্নাম্নী বানরীং বৃন্দা বলাদ্বাচয়তিস্ম যৎ যস্মাৎ কেলিশান্তয়ে যুক্ত্যন্তরং ন জাঘটীতি ন অতিশয়েন ঘটতে ॥৫৮॥

শ্রুতি বলেন—যে পরিমাণে অজ্ঞান-তিমির নাশ পায়, সেই পরিমাণেই সত্ত্বগুণের কার্য্যপ্রকাশ হইয়া থাকে এবং সেই প্রকাশ অনুসারেই দুর্ব্বাসনারূপ হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আজ ব্রজবনদেবী বৃন্দার উক্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইল। আহা! ব্রজের রীতি যে শ্রুতিগণেরও অধিগম্য নহে। ঐ দেখ, যতই রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হইতেছে এবং উষার অরুণ প্রভা প্রকাশ পাইতেছে—বৃন্দাদেবীর হৃদ্রোগ অর্থাৎ শ্রীযুগল-বিলাসভঙ্গ-জন্য হৃদয়-ব্যথা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে ॥৫৭॥

অনন্তর বহুচিন্তা করিয়াও বৃন্দাদেবী যখন শ্রীরাধাশ্যামের কেলি-বিলাস শান্তির আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না, হায়! তখন কক্খটী নাম্নী বৃদ্ধা বানরীকে সহসা শ্রীরাধাশ্যামের পক্ষে অতিভীষণ কঠোর বাক্য বলিবার জন্য আদেশ করিলেন।৫৮।

সতী রিমাঃ কৃষ্ণকলঙ্কপঙ্কিলাঃ করোষি নোষস্যপি যজ্জিহাসসি।
ফলং তদস্যাচিরমেবদিৎসতি ব্রজাদিহৈষা জটিলোপসেদুষী ॥৫৯॥
আকর্ণ্য তানি জটিলেতিবর্ণত্রয়ীং বিবর্ণত্ব মধারি সখ্যঃ।
বিলাস-রত্নাকর মুদ্রবন্তী শঙ্কৈব তাসাং চুলুকী চকার ॥৬০॥
হা হন্ত সখ্যঃ করবামহে কিং, কথং নিকেতং নিভৃতং ব্রজেম।
ইত্যালপন্ত্য স্বরয়া স্খলন্ত্যঃ কুঞ্জালয়াদঙ্গণমীয়ুরেতাঃ ॥৬১॥

হে কৃষ্ণ! রাধাদ্যা ইমাঃ সতীস্ত্বং কলঙ্কপঙ্কিলাঃ করোষি যতঃ উষস্যপি ন জহাসি তত্তস্মাৎ অচিরমেবাস্য ফলং ব্রজাৎ ইহ নিকটে উপসেদুষী উপসন্না জটিলা দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি ॥৫৯॥

বিবর্ণত্বং শঙ্কয়া বৈবর্ণ্যং, বিলাসরূপসমুদ্রং তাসাং সখীনাং শঙ্কৈব চুলুকী চকার, এতেন শঙ্কায়া অগস্ত্যত্বমারোপিতং ॥৬০॥৬১॥

বানরী তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনাধিদেবীর আদেশ প্রতিপালন করিল— উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হে কৃষ্ণ! তুমি এই যে শ্রীরাধাদি সতী-লক্ষ্মীদিগকে কলঙ্ক-পঙ্কিলা করিতেছ এবং এই প্রভাতকালেও উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ না; ঐ দেখ অচিরেই ইহার প্রতিফল দিবার জন্য "জটিলা" ব্রজধাম হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥৫৯॥*

হায়! হায়! কক্খটি! করিলে কি? পাষাণি! মিথ্যা বাগ্-বজ্র-নাদে এমন নয়ানন্দ বিলাসোৎসব কেন ভঙ্গ করিলে! হৃদয়ে কি স্নেহ-সারস্যের লেশ মাত্রও নাই! ঐ দেখ দেখি, "জটিলা" এই বর্ণত্রয়

* তথাহি পদ—"নিশি অবশেষে, সকল সখিগণ, রাই কানু সঙ্গে ভোর। নিরমল নয়ন, কমলহি অবিরত, গলয়ে আনন্দ লোর। দেখ সখি! অপরূপ কাজ। বিছুরল গেহ গমন, সব বুড়ল মোহ-সরোবর মাঝ। বৃন্দাদেবী সঙ্কেত, বচনহি কক্খটি হোই উনমাদ। জটিলা শবদ শুনাওত উচস্বরে, শুনতহি ভেল পরমাদ। সচকিত নয়নে, অনো অনো মুখ হেরি, কুঞ্জসে নিকসে বাহার। দাস যদুনন্দন, তুরিতহি লেওল, তঁহি যত ছিল উপহার॥" পঃ সঃ

**রাত্রির্গতাত্যন্ততরা সুখপ্রসূঃ, হা কালরাত্রিঃ পুনরাগতাত্র যা।
বর্ষীয়সী দুঃখততি প্রসূর্বলা-দাশাঃ ফলন্তীঃ কবলীকারোতি নঃ ॥৬২**

সুখং প্রসূতে ইতি সুখপ্রসূরতএবাত্যন্ততরা রাত্রির্গতা, কিন্তু কালরাত্রি-স্বরূপা জটিলা আগতা। কথম্ভূতা দুঃখতয়স্য প্রসূর্মাতা পক্ষে দুঃখততিং অতিশয় দুঃখং প্রসূতে, অতএব বর্ষীয়সী অতিবৃদ্ধা এবম্ভূতা সানোঽস্মাকং আশা পক্ষে দিশঃ ॥৬২॥

শুনিবামাত্র অঘ-নাশন শ্রীকৃষ্ণ আতঙ্কে বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণের দারুণ শঙ্কা উদ্ভূত হইয়া অগস্ত্যমুনির সমুদ্র-শোষণের ন্যায় এই বিলাস-সমুদ্রকে যেন গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিল ॥ ৬০ ॥

তখন সকলেই ভীতি-বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—"হায়! হায়! সখি! আমরা করি কি? কেমন করিয়া নিভৃতে গৃহে গমন করিব!"—এইরূপ বলিতে বলিতে স্খলিত চরণে—চকিত নয়নে—কুঞ্জালয় হইতে ত্বরায় প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬১ ॥

বিলাসোৎসব-ভঙ্গে সকলেই বিষণ্ণ,—আসন্ন-বিচ্ছেদ আশঙ্কায় শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েরই হৃদয় উৎকণ্ঠাকুল। শ্রীরাধা আবেগময়ী ভাষায় কহিলেন—"অহো! সুখের রজনী শীঘ্রই প্রভাত হয়, কিন্তু কালরাত্রি শীঘ্র ফুরাইতে চায় না—বরং ক্রমশঃ দীর্ঘতমা ও দুঃখপ্রদই

+ তথাহি পদ।—"দুহুঁ রূপ লাবণি, মনমথ মোহিনী, নিরখি নয়ন ভুলি যায়। রজনী-জনিত রতি-বিশেষ আলাপনে আলস দুহুঁ গায় ॥ চাঁচর কুণ্ডল, তাহে কুসুম-দল, লোলত আনহি ভাঁতি। দুহুঁ দোহা হেরি মুখ, হৃদয়ে বাঢ়য়ে সুখ, বোলত ভূতল পাঁতি ॥ নিজ নিজ মন্দির, নাগরী নাগর, চলইতে কর অনুবন্ধ। বিচ্ছেদ-বিষানলে, দুহু তনু জাবল, লোচনে লাগল ধন্দ ॥ ভীতক চিত্তপুত্তলী প্রায়, দুহুঁজন রহলি, বিদায়ক বেলা। প্রেম-পয়োনিধি, উছলি পড়ু চেতন, অচেতন ভেলা ॥ দুহুঁজন চিতরীত হেরি সহচরী, ঘন ঘন গগনহি চায়। রজনী পোহায়ল, সব জন জাগল, সে ডর কি অধিক ডরায় ॥ শেখর বুঝি তব, কহি কত অনুভব, দুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গব হায়। নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ, গুরুজন ভেদ নাহি পায় ॥ পঃ কঃ

দাস্যশ্চ সখ্যশ্চ তদৈব কাশ্চন, প্রবিশ্য কেলী-নিলয়ং পুনস্তয়োঃ।
স্রগ্ ধে ফেলামৃতং মণ্ডনাদীন্যাদ্রু দ চুশ্চাপি মুদা পরস্পরং ॥৬৩॥
মিথোঽঙ্গসঙ্গস্য তদাপি কান্তয়োর্জ্জিহাসু তাদিৎস্তু তয়োরভূদ্রণঃ।
আদ্যা যদা প্রাপ মনাক্ পরাভবং, রাধাংশগঃ কৃষ্ণভুজস্তদা বভৌ ৬।

অঙ্গণাৎ পুনস্তয়োঃ কেলিনিলয়ং প্রবিশ্য ফেলামৃতং ভুক্তাবশিষ্টং চর্ব্বিতাদিকং আদ্রু জগৃহুঃ ॥৬৩॥

কান্তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ তদা পরস্পরাঙ্গসঙ্গস্য জিহাসুতাদিৎসু তয়োরণোঽভূৎ। তথা চ একস্মিন্নেব সময়ে শঙ্কাহেতুকা অঙ্গস্পর্শস্য জিহাসুতা ত্যক্তুমিচ্ছুতা ঔৎসুক্য-হেতুকা জিঘৃক্ষুতা ইত্যর্থঃ। আদ্যাশঙ্কাহেতুকা জিহাসুতা, যদা মনাক্ পরাভবং প্রাপ। জটিলায়াঃ পরিতো দর্শনাভাবাৎ কিঞ্চিৎ শঙ্কানিবৃত্তেরিতিভাবঃ। তদা রাধায়াঃ স্কন্ধগতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজো বভৌ ॥৬৪॥

হয়। এই দেখ, আজ আমাদের সুখের রজনী শীঘ্রই চলিয়া গেল। কিন্তু অতিশয় দুঃখভয়-প্রসূ অতিবৃদ্ধা জটিলারূপা কালরাত্রি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদের ফলবতী আশা-লতাকে সহসা কবলিত করিল ॥ ৬২ ॥

এই সময় কতকগুলি দাসী ও সখী কুঞ্জাঙ্গণ হইতে পুনরায় কেলি-ভবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের ছিন্ন পুষ্পমালা, ভুক্তাবশেষ চর্ব্বিত-তাম্বূল ও ভূষণাদি পরস্পর পরমানন্দে আদান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

এদিকে শ্রীরাধাশ্যামের হৃদয়ে শঙ্কা ও ঔৎসুক্য যুগপৎ উদিত হইয়া যেন তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কা বলিতেছে—এখন পরস্পর অঙ্গ-সঙ্গ-বাসনাকে একেবারে পরিত্যাগ করাই ভাল। আবার ঔৎসুক্য বলিতেছে—তা, কি হয় ? অঙ্গ-সঙ্গত্যাগের যখন কোন কারণই আপাততঃ নাই, তখন আবার পরস্পর অঙ্গ-সঙ্গ হউক।" অতঃপর কোনদিকেই জটিলার দর্শন না পাওয়ায়, শঙ্কার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইল— যেন শঙ্কা, ঔৎসুক্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল এবং ঔৎসুক্যে-

বিদ্যুল্লতালিঙ্গিত বারিদাগমঃ ক্ষিতাবিতো জঙ্গমতামবাপ কিং।
ইত্যুল্লসন্তশ্চ কুবুঃ শিখণ্ডিন স্তেনাপি তা ভ্রান্তদৃশঃ শশঙ্কিরে ॥৬৫॥
প্রিয়াস্য মন্বেকতরাং তৃষাতুরাং হরিৎসু সত্রাসমথাপরাং দৃশং।
মুহুঃ কিরন্তৌ ব্রজতঃ স্ম তৌ ব্রজং প্রত্যেকদোঃ শ্লেষবিশেষ-ভাসনৌ ॥৬৬॥

বিদ্যুল্লতয়ালিঙ্গিতো মেঘাগমঃ আকাশস্থোঽপি ক্ষিতৌ কিং জঙ্গমতাং আপ, পক্ষে বিদ্যুল্লতয়ালিঙ্গিতো মেঘতুল্যোঽগমঃ বৃক্ষঃ স্থাবরঃ কিং ক্ষিতৌ জঙ্গমতা মাপ। "দ্রুদ্রুমাগমা" ইত্যমরঃ। ইতি মেঘজ্ঞানাৎ উল্লসন্তঃ শিখণ্ডিন শ্চুকুবুঃ, তেন ময়ূরশব্দেনাপি তাঃ সখ্যঃ ভ্রান্তদৃশঃ সত্যঃ শশঙ্কিরে ॥৬৫॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ প্রিয়াশ্চ প্রিয়া চ প্রিয়শ্চ প্রিয়ৌ তয়োরাস্য মনু আস্যো তৃষাতুরাং একতরাং দৃশমেবং হরিৎসু দিক্ষু সত্রাসং যথাস্যাত্তথা অপরাং দৃশং মুহুঃ কিরন্তৌ ব্রজং ব্রজতঃ। কথম্ভূতৌ প্রত্যোক হস্তাশ্লেষবিশেষেণ ভাসিনৌ দীপ্তিমন্তৌ ॥৬৬॥

রই জয় হইল,—অমনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-বল্লরী শ্রীরাধার স্কন্ধগত হইয়া যেন সেই ঔৎসুক্যের বিজয়-মাল্য স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৪॥

শ্রীরাধারও অবাধ্য বাহুলতা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোপিত হইল,—মরি! মরি! কি অপূর্ব্বমাধুরী! এ কি কনকলতা-জড়িত তমালতরু!—অথবা দামিনী-লতা-জড়িত নবজলধর—তরুরূপে ভূতলে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, কলাপীকুল উহাদের যথার্থ জলদ ভাবিয়া উল্লাসভরে কেকারব করিতেছে। এই কেকা-রব শুনিয়া কিঙ্করী ও সখীগণেরও দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হইল—তাঁহারা শ্রীরাধাশ্যামকে তখন বিদ্যুল্লতা-জড়িত চলন্ত জলদ-তরু মনে করিয়া যেন কিছু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৫ ॥

প্রেমের আবেশে উভয়েই বাহুলতা-পাশে পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ব্রজের পথে মন্দ মন্দ পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন—আমরি! সে যুগলরূপমাধুরী কি সুন্দর! কি নয়ন-প্রাণারাম!! ভক্ত প্রেমিক

রাজ্ঞি প্রলীনেঽরুণ-দস্যুদণ্ডিতৈ স্তাসাং সুহৃদ্ভিস্তিমিরৈঃ পলায়িতে।
দূরস্থিত স্থাণু বিলোকনাকুলা,অসংসতৈতা জরতীময়ং জগৎ॥৬৭॥

রাজ্ঞি চন্দ্রে প্রলীনে সতি অরুণরূপ দস্যুনা দণ্ডিতৈ স্তাসাং রাধাদীনাং সুহৃদ্ভি স্তিমিরৈঃ পলায়িতে সতি দূরস্থিতস্থাণুবিলোকনাকুলাঃ দূরে স্থিতো যঃ স্থাণুঃ শাখাপল্লবাদিরহিতঃ শুষ্কবৃক্ষ স্তস্য বিলোকনেন জরতীয়মিতি জ্ঞানাদাকুলা এতা জগৎ-জটিলাময় মমংসত। "রাজা মৃগাঙ্কে ক্ষত্রিয়ে নৃপে" ইত্যমরঃ ॥৬৭॥

প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিতনয়নে এই যুগলরূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া ধন্য হউন! ঐ দেখুন, শ্রীরাধার পিপাসু নয়ন-চকোর একটী, শ্রীকৃষ্ণের বদনবিধুর মাধুর্য্য-সুধাপানে কেমন বিভোর! এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পিপাসিত নয়ন-মধুপ একটি, শ্রীরাধামুখ-কমলের মাধুর্য্যমধুপানে কেমন আবিষ্ট রহিয়াছে। আবার উভয়েরই এক একটী নয়ন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাছে ইঁহারা কাহারও দৃষ্টিপথের পথিক হন, এই আশঙ্কায় মুহুর্মুহুঃ চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে, কি সুন্দর!!॥ ৬৬ ॥*

রাজার অভাবে নিরীহ প্রজাকুল যেমন দস্যুভয়ে আকুল হইয়া পলায়ন করে, দেখ দেখ, সেইরূপ নিশানাথ চন্দ্রের অভাবে শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণের পরম সুহৃদ্ নৈশ-অন্ধকাররাশিও অরুণপ্রভায় প্রপীড়িত হইয়া দূরে পলায়ন করিতেছে, তাহাতে যেমন দূরস্থিত কোন শাখা-পল্লব-শূন্য-শুষ্ক তরুকাণ্ড নয়নগোচর হইতেছে, অমনি ব্রজরামাগণ তাহাকে জটিলা ভাবিয়া শঙ্কাকুলা হইয়া পড়িতেছেন, এইরূপে তাঁহারা তখন সমস্ত জগৎই যেন জটিলাময় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

* তথাহি পদ।—নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃ পুন, দুহুঁ মুখচাঁদ নেহারি। অন্তরে উয়ল, প্রেম পয়োনিধি, নয়নে গলয়ে ঘনবারি॥ মাধব হামারি বিদায় পায় তোর। তোহারি প্রেম সঙ্গে, পুন চলি আওব, অব দরশন নাহি মোর॥ কাতর নয়নে, নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁ, উথলল প্রেম-তরঙ্গ। মূরছল রাই, মুরছি পড় মাধব, কবে হবে তা'কর সঙ্গ। ললিতা সুমুখি করি ফুকরত, রাইকো কোরে আগোর। সহচরী কানু কানু করি ফুকরত, ঢরকত লোচন লোর॥ কতি গেও অরুণকিরণ, ভয় দারুণ, কতি গেও লোক কি রীতি। মাধব ঘোষ, এতহুঁ নাহি সমুঝল উদত মুগধ চরিত। পঃ কঃ

উদেষ্যতৈবোষসি পদ্মবন্ধুনাপ্যবাধ্যতৈষা বত পদ্মিনীততিঃ।
ইতি স্মরন্ কিং নু বিষীদতিস্ম স স্মরঃশরং নো সমাধিৎদুন্মনাঃ॥ ৬৮
দৈবাত্তদৌৎসুক্যভটং বিজিত্য সা, শঙ্কা বলিষ্ঠা ব্রজবর্ত্মসীমনি।
প্রেয়োভুজাশ্লেষনিধিং ব্যপানুদ-দ্বলেন মন্যে সুদৃশোংসদেশতঃ॥ ৬৯॥

উষসি উদেষ্যতা উদয়ং প্রাপ্স্যতা সূর্য্যেণ পদ্মবন্ধুনাপি এষা রাধাদ্যা পদ্মিনী-ততিঃ অবাধ্যত ইতি স্মরন্ স্মরঃ কিং বিষীদতিস্ম অতএব তয়োর্দুঃখদর্শনেন উন্মনাঃ সন্ শরং নো সমাধিৎস, তথা চ তদানীং সূর্য্যোদয়-জটিলাদ্যাগমনশঙ্কয়া পরস্পরা-শ্লিষ্টয়োরপি কন্দর্পাবেশং ন জাত ইতিভাবঃ॥৬৮॥

ব্রজসীমনি বলিষ্ঠা সা শঙ্কা নিকুঞ্জসীমনি প্রাপ্তাধিকার মৌৎসুক্যভটঃ বিজিত্য প্রেয়সঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজাশ্লেষনিধিং সুদৃশো রাধায়া অংসদেশতঃ বলাদ্ব্যপানুদ্ দুরী-চকার॥৬৯॥

আবার পদ্মবন্ধু সূর্য্যের উদয়ে পদ্মিনীসমূহই প্রফুল্ল হইয়া থাকে, ইহাই স্বভাবের রীতি। কিন্তু আজ প্রভাতে পদ্মিনীবন্ধু সূর্য্যের উদয় দেখিয়া শ্রীরাধাদি ব্রজ-পদ্মিনীগণ ক্রমশই বিষাদিত হইতে লাগি-লেন। সুতরাং তখন শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গিত হইয়া থাকিলেও, সূর্য্যোদয় ও জটিলাদির আগমন আশঙ্কায় তাঁহাদের মদনাবেশ উপস্থিত হইল না,—যেন কন্দর্পদেব তাঁহাদের দুঃখদর্শনে উন্মনা হইয়াই শর-সন্ধান করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন॥ ৬৮॥

এইরূপে সকলেই যখন নিকুঞ্জসীমা অতিক্রম করিয়া ব্রজসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন শঙ্কাবশতঃ শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ হইতে সহসা বাহু সরাইয়া লইলেন—কণ্ঠালিঙ্গনের বন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেল, বোধ হইল যেন নিকুঞ্জসীমা পর্য্যন্তই ঔৎসুক্যের অধিকার শেষ, এবং ব্রজসীমা হইতেই শঙ্কার অধিকার আরম্ভ; তাই, এতক্ষণ ঔৎসুক্য-সেনানীর সাহায্যে শ্রীরাধা যে কৃষ্ণভুজাশ্লেষরূপ মহানিধি লাভ করিয়াছেন, এখন ব্রজসীমায় আসিবা মাত্র বলবতী শঙ্কা যেন সহসা

একাধ্বগামিত্বমপি স্ফুটং তয়া, তৌ তর্জয়ন্ত্যেব যদাভ্যষিধ্যত।
তদা দৃশাং কাতরতা মিথস্তয়োঃ পুরস্থিতা প্রাণসখী ররোদয়ৎ৭০
পৃথক্ পদব্যাং পদমেব ধাস্যতো বিধূয়মানস্য যুগস্য কান্তয়োঃ।
ভবদ্বিয়োগপ্রভয়াপি দভ্রয়া বিধূয়মানারুচয়োঽভবন্ ক্ষণাৎ ॥৭১॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তর্জ্জয়ন্ত্যা তয়া শঙ্কয়া যদা তয়োরেকাধ্বগামিত্বমপি ন্যষিধ্য-তদা তয়োর্মিথো দৃশাং কাতরতা অগ্রস্থিতাঃ সখীররোদয়ৎ।৭০॥

পৃথক্ পদব্যাং পদমেব ধাস্যতোঃ কান্তয়োর্বিধূয়মানস্য যুগস্য বিধোরিবাচরতো মুখদ্বয়স্য রুচয়স্তদানাং প্রাদুর্ভবন্ত্যঃ। পক্ষে ভবৎ নক্ষত্রস্যেবয়া তয়োর্বিয়োগপ্রভা-তয়া দভ্রয়া অল্পয়াপি করণভূতয়া বিধূয়মানা খণ্ড্যমানা অভবন্। নক্ষত্রস্য প্রভয়া দ্বৌ চন্দ্রৌ পরাভূতা বিত্যাশ্চর্য্যম্ ॥৭১॥

ঔৎসুক্য-সেনানীকে পরাজিত করিয়া সুলোচনা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ হইতে সেই মহানিধিকে বুঝি বলপূর্ব্বকই বিদূরিত করিয়া দিল ॥ ৬৯ ॥

হায়! হায়! এ বিয়োগ-দৃশ্য দেখিলে যে পাষাণপ্রাণও বিগলিত হয়। নির্ম্মম শঙ্কে! করিলে কি? কেন তমাল-কণ্ঠ হইতে কনক-লতা সরাইলে! চাঁদে চাঁদে এমন অপূর্ব্ব মিলনমাধুরী সহসা কেন ঘুচাইলে—বল বল শঙ্কে! প্রেমিকের নয়নোৎসব কেন ভঙ্গ করিলে? আহা হা! কি মর্ম্মদাহী দৃশ্য! ঐ দেখ বলবতী পাষাণী শঙ্কা, পুনরায় শ্রীরাধাশ্যামকে যেন তর্জ্জন করিয়াই উভয়কে একপথে যাইতেও নিষেধ করিল। উভয়েরই নয়ন-কমল অশ্রুভরাকুল, বিয়োগ-ব্যথায় উভয়েরই প্রাণ ব্যাকুল। তাঁহারা পরস্পর বিষাদমাখা মলিনমুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন—আহা! সে করুণ-দৃষ্টি প্রাণসখীগণকেও কাঁদাইয়া আকুল করিল ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম পৃথক্ পৃথক্ পথে পদবিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহাদের বদনচন্দ্র যুগল, বিরহের অল্পমাত্র প্রভায় বিমলিন

যথা মিথঃ স্বান্তমণিপ্রদান-পাত্রীভবন্তাবপি জগ্লতুস্তৌ।
তদা পুনর্যোগবিধৌ তয়োঃ স, প্রেমৈব সাক্ষাৎ প্রতিভূর্বভূব॥৭২॥
তয়া বিযুক্তং নিভৃতং ব্রজন্তং ব্রজন্তমালিঙ্গ্য তরুণ্যরৌৎসীৎ।
অপাররুক্কাপি যয়াশ্রুপূরে তস্যোক্ষাতাধায়ি ধিয়ং ধয়ন্ত্যা॥৭৩॥

তৌ পরস্পরমনোরূপমণিপ্রদানস্য পাত্রী ভবন্তৌ হর্ষকারণস্য মণিপ্রতিগ্রহস্য উভয়ত্র সত্ত্বেপি যদা জগ্লতুঃ তৌ গ্লানি প্রাপতুস্তদা তয়োঃ পুনর্যোগবিধৌ প্রেমৈব সাক্ষাৎ 'জামিন' ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রতিভূর্ব্বভূব॥৭২॥

তয়া রাধয়া বিযুক্তমথ চ ব্রজং নিভৃতং যথা স্যাত্তথা ব্রজন্তং গচ্ছন্তং কৃষ্ণমালিঙ্গ্য কাপি অপূর্ব্বা তরুণী যুবতিঃ অরৌৎসীৎ রুদ্ধং চকার। কীদৃশী, অপারা রুক্ শান্তির্যস্যাঃ সা। পক্ষে অপাররুক্ অপারা পীড়া সা এব তরুণী অবলা। তথা চ

হইল। কি আশ্চর্য্য! যেন নক্ষত্রের ক্ষীণপ্রভায় সুনির্ম্মল শারদশশী দু'টি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল॥ ৭১॥ *

তাঁহারা মিলনে পরস্পর হৃদয়মণি লাভ করিয়া যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন, আবার পরস্পর বিরহে—মিলন-সুখ-ভঙ্গে সেইরূপ বিশেষ গ্লানিযুক্ত হইলেন। এই বিষাদভাব দেখিয়াই যেন প্রেম তাঁহাদের পরস্পর পুনরায় মিলন-বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রতিভূ অর্থাৎ জামিনস্বরূপ হইয়া রহিল॥ ৭২॥

শ্রীরাধা-সঙ্গ-হারা হইয়া বিরহ-কাতর শ্যামসুন্দর একাকী ব্রজ-পথে গমন করিতেছেন—নয়নে বিরহের উষ্ণ অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে—পদে পদে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া পড়িতেছেন, দেখিয়া বোধ হইল

---

* তথাহিপদ।—"কতহু যতনে দুহু, নিজ নিজ মন্দিরে, বিমনহি করত পয়ান।" দুহুক নয়ন গল, প্রেমবিচ্ছেদজল, দারুণ দৈব বিহান॥ দেখ রাধামাধব প্রেম। ঐছন ঘটন, কতিহু নাহি হেরিয়ে, যৈছন লাখবান হেম॥ পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত, কাতর নেহারই মুখ। একই পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, অতএ সো মানিয়ে দুখ॥ তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই, গাওই ও পরসঙ্গ। ভণ রাধামোহন, ঐছে গুণগান, যতনেহ সো রসভঙ্গ॥ ১২॥

প্রেয়োবিয়োগাতিবলদ্‌ ব্রণব্রজৈঃ স্বাঙ্গং বিদন্ত্যা নখকেশমাবৃতং।
জগাম চ প্রাহ চ সা স্খলৎপদং, বিলম্বমানালি-করালম্বিনী ॥৭৪॥

বিচ্ছেদজন্যপীড়াক্রান্তঃ স কৃষ্ণো গন্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। যয়া পীড়য়া তস্য কৃষ্ণস্য অশ্রুপ্রবাহে উষ্ণতা অধায়ি আনন্দাশ্রুণি শীতত্বং পীড়াজন্যে অশ্রুণি উষ্ণত্বমিতি প্রসিদ্ধিঃ। পীড়য়া কীদৃশ্যা, তস্য ধিয়ং বুদ্ধিং ধয়ন্ত্যা পতন্মুখং কুর্ব্বন্ত্যা ইত্যস্য তরুণ্যপেক্ষয়া অপূর্ব্বত্বম্‌ ॥৭৩॥

প্রেয়সঃ কৃষ্ণস্য বিয়োগস্বরূপৈরতিবলবদ্ব্রণসমূহৈর্বৃতং নখকেশপর্য্যন্তং স্বাঙ্গং বিদন্তি। সা রাধা স্খলৎপদং চরণং যত্র তদ্‌ যথা স্যাত্তথা জগাম এবং স্খলৎ সুপতিতং পদং যথা স্যাত্তথা প্রাহ চ কথম্ভূতা যূথেশ্বর্য্যা মন্দগমনানুরোধেন যা বিলম্বমানা আলী তস্যাঃ করালম্বিনী ॥৭৪॥

যেন বিরহপীড়ারূপা এক অপূর্ব্ব কান্তিময়ী রমণী তাঁহাকে পথিমধ্যে একাকী পাইয়া আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার নয়নের অশ্রুপ্রবাহে উষ্ণতা জন্মাইয়া দৃষ্টিরোধ করিতেছে ও বুদ্ধিকেও ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখ করিতেছে; এই জন্যই যেন তিনি ব্রজপথে ভাল চলিতে পারিতেছেন না ॥ ৭৩ ॥

এদিকে শ্রীরাধাও কৃষ্ণসঙ্গ-হারা হইয়া উৎকট বিরহ-ব্রণে যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—এমন কি কেশ-নখ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং জনৈক প্রিয়সখীর বিলম্বমান করাবলম্বন করিয়া পুনঃপুন স্খলিতচরণে গমন করিতে করিতে কহিলেন॥৭৪॥†

---

† তথাহি পদ।—বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ। গর গর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥ দুহুঁ মনে মনসিজ জাগে রহু। তিল বিছুরণ নহে কেহ কাহু॥ নিশবদে শুতল নিন্দ নাহি ভায়। বিয়োগ-বিয়াধি বিথারল গায়॥ দুহুঁক দুলহ লেহ দুহু ভাল জান। দুহুঁজন মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥ রায় শেখর-জ্ঞানে ইহ রসরঙ্গ। পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ॥ পঃ কঃ

সখ্যোঽঞ্জসা কিং কুরুথা সমঞ্জসং যন্মাং বিপন্নাং নযথ ব্রজান্তিকং।
শ্বশ্রূনিকেতান্ধতমানুবোধন-দ্রোহাতুরাং হন্ত পুনর্বিধাস্যথ ॥৭৫॥
নিঃসার্য্য গেহাল্ললিতেঽধুনৈব মাং প্রবেশয়স্যপ্যধুনৈব তৎ পুনঃ।
কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গামৃতসিন্ধুমজ্জন-প্রলোভনৈবাস্য বৃথা কৃতা ত্বয়া ॥৭৬॥

হে সখ্যঃ। যূয়ং কিং অসমঞ্জসং কুরুথ, যস্মাৎ বিপদ্‌গ্রস্তাং মাং ব্রজান্তিকং নয়থ, শ্বশ্রূগ্রহরূপো যোঽন্ধতমান্ধঃ নিবিড়ান্ধকারযুক্তঃ কূপস্তত্রবোধনরূপদ্রোহেণ পুনর্মাং আতুরাং বিধাস্যথ করিষ্যথ ॥৭৫॥

হে ললিতে! অধুনৈব গেহান্নিঃসার্য্য পুনরধুনৈব মাং প্রবেশয়সি ॥৭৬॥

সখীগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? আমি কান্ত-বিরহে এখন কিরূপ বিপন্না, তাহা ত বুঝিতেছ, এরূপ অবস্থায় আমাকে ব্রজে লইয়া যাওয়া কি তোমাদের ভাল কায হইতেছে? একে ত বিধাতা কান্ত-সুখসঙ্গ ভঙ্গ করিয়া আমাকে মহাবিপদ্‌গ্রস্তা করিয়াছেন। হায়! তোমরা আমার প্রিয়সখী হইয়া কেন এক্ষণে আবার শ্বশ্রূ-গৃহরূপ নিবিড় অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া আমার দ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? ॥ ৭৫ ॥

শ্রীরাধার আবেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। বিরহের তীব্র উত্তেজনায় রজনীর সমস্ত বিলাস-কৌতুক বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া গেল, যেন রসিকেন্দ্রের সহিত তাঁহার আদৌ মিলন-সংঘটন হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীরাধা ভাব-গদগদকণ্ঠে কহিলেন—"সখি! ললিতে! তুমি আমাকে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অমৃত-সাগরে অবগাহনের প্রলোভন দেখাইয়া * এই মাত্র গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিলে, হায়! আবার এখনই আমায় গৃহে লইয়া যাইতেছে কেন? কই সখি! আমায় সে অমৃত-সাগরে অবগাহন করাইলে কই! তোমার ঐ প্রলোভনবাক্য যে আজ বৃথা হইয়া গেল" ॥ ৭৬ ॥

* তথাহি পদং। "চললহি মন্দিরে মঙুল কিশোরী। হেরই হরিমুখ অলস-বিলোচনে, চেতন রতন চোরাওলি গোরী॥ ধ্রু॥ খঞ্জন নয়ন, শ্যাম ঘন চুম্বনে, প্রাতর মধুর শশধর কাঁতি।

অস্তাচলং যন্নধুনা ব্যলোকি যঃ স তিগ্মরশ্মিঃ সখি পূর্ব্বপর্ব্বতং।
আরোঢুমাকাঙ্ক্ষতি কিং বিভাবরী খপুষ্পতামদ্যতনী জগাম কিং ৭৭
ধিঙ্মে শ্রুতিং ধিগ্রসনাং দৃশঞ্চ ধিক্ সদাতনোৎকণ্ঠ্যভরজ্বরাতুরাং।
প্রাপুর্ন পাতুং লবমপ্যমুষ্য যাঃ সৌস্বর্য্যসৌরস্য সুরূপতামৃতম্ ৭৮

সন্ধ্যাসময়ে অস্তাচলগতং সূর্য্যং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বমভিসারং কৃতবত্যা রাধয়া অনুরাগাতিশয়েন রাত্রিং বিস্মৃত্যাধুনা প্রাতঃ সময়ে উদয়পর্ব্বতগতং সূর্য্যমবলোক্য সন্দেহমাহ। হে সখি! অস্তাচলং যদ্গচ্ছন যস্তিগ্মরশ্মিঃ সূর্য্যং অধুনৈব ময়া ব্যলোকি স এব সূর্য্যঃ কিং অধুনৈব পূর্ব্বপর্ব্বতং আরোঢ়ু মাকাঙ্ক্ষতি? বিভাবরী রাত্রিঃ ॥ ৭৭॥

ঔৎকণ্ঠ্যাতিশয়রূপজ্বরেণাতুরাং মম শ্রুতিং রসনাং দৃশঞ্চ ধিক্, যতো যাঃ শ্রুত্যাদয়ঃ অমুষ্য কৃষ্ণস্য সৌস্বর্য্যেত্যাদি ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধা প্রেমাস্পদের সহিত প্রেম-কৌতুকে সমস্ত রজনী যাপন করিয়াছেন, তথাপি সে রাত্রির কথা যেন এখন কিছুই স্মরণ নাই। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই, পদে পদে ভ্রান্তি ঘটাইয়া নব নব রসলালসায় পিপাসা বাড়ানই উহার কাজ। শ্রীরাধা আকুলপ্রাণে আবার কহিলেন—"সখি! এই না কিছু আগে সন্ধ্যাসময়ে আমি সূর্য্য দেবকে অস্তাচলগত দেখিলাম, দেখ দেখ, সেই কিরণমালী ইতিমধ্যেই আবার পূর্ব্বশৈলে উদিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। তবে কি আজ বিভাবরী আকাশ-কুসুমের মত হইল—রাত্রি কি আদৌ হয় নাই ॥ ৭৭ ॥

হায়! সখি! আজ আমার এই উৎকণ্ঠা জ্বরাকুল পিপাসিত নয়ন যখন সেই শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্যামৃতের লেশমাত্রও পান করিতে পাইল না, তখন এ নয়নে ধিক্! ধিক্ আমার রসনায়, যখন তাঁহার সৌরস্য-

চম্পকমাল, ললিত করে বাম্বই, পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি। বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত, নখ-পদ মণ্ডিত হৃদয় দেহারি। পীতবসনে চমকি তনু ঝাঁপই রস আবেশে চলু চলই না পারি। লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরী, সচকিত লোচনে দশদিক চাহি। গোবিন্দ দাস কহই, বিনি গুরুজন জানই, চলহ ত্বরিতে ঘর যাই। পঃ কঃ

নির্ব্বেদপদ্ধতিমপীপঠদেব পূর্ব্বং
যোগোঽধুনা তু সরলে ভবতীং বিয়োগঃ।
আদ্যোচ্যুতামৃতমদর্শয়দর্থমস্যা
অন্যোঽনুভাবয়তি হা কটুকালকূটম্‌ ॥ ৭৯ ॥

ললিতা প্রত্যুত্তরমাহ। পূর্ব্বরাত্রৌ যোগঃ সম্ভোগঃ ত্বাং নির্ব্বেদপদ্ধতিং ধর্ম্মো-ল্লঙ্ঘনাৎ বেদরহিতাং বীথীং অপীপঠৎ পাঠয়ামাস। অধুনা তু হে সরলে! রাধে! বিয়োগো বিপ্রলম্ভঃ নির্ব্বেদপদ্ধতিং মম শ্রুতিং নেত্রং ধিগিত্যাকারকাত্মধিক্কার-পদ্ধতিং ভবতীং অপীপঠৎ,তয়োর্ম্মধ্যে আদ্যো যোগঃ অস্যাঃ নির্ব্বেদঃ পদ্ধতে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপাস্যমৃতস্বরূপং অর্থং অদর্শয়ৎ, অন্যো বিয়োগঃ তস্যাঃ পদ্ধতেরর্থং কালকূটং বিষং অদর্শয়ৎ। বিপ্রলম্ভস্য কালকূটবদেব পীড়কত্বাৎ। পক্ষে যোগো অষ্টাঙ্গঃ নির্ব্বেদ-পদ্ধতিং বেদবৈমুখ্যপদ্ধতিং। অষ্টাঙ্গযোগপক্ষে চ্যুতিরহিতং মোক্ষং অদ-র্শয়ৎ। যোগভ্রংশপক্ষে কালকূটং মৃত্যুসমূহং। "কালো দণ্ডধর" ইত্যমরঃ ॥৭৯॥

সুধার কণামাত্রও আস্বাদন করিতে পাইল না, হায়! আবার যখন তাঁহার বচনামৃতের একটী কণিকারও আস্বাদ পাইবার সুযোগ ঘটিল না, তখন এমন শ্রবণেও শত ধিক!" ॥ ৭৮ ॥

প্রেমময়ীর এই অপূর্ব্ব আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সখীগণ বাস্ত-বিকই বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইলেন। তখন ললিতা শ্রীরাধার সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সরলে! এত শীঘ্র রজনী-বিলাসের কথা ভুলিয়া গেলে? অদ্য রজনীতে প্রথমতঃ যোগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সহ সম্ভোগ তোমাকে নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ ধর্ম্ম-উল্ল-ঙ্ঘনজন্য বেদ-বিরহিতপদ্ধতি পাঠ করাইয়াছে, সুতরাং তুমি সে সময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-বচনামৃত প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছ, সম্প্রতি বিয়োগ বা বিপ্রলম্ভ আবার তোমাকে এই নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ আত্মধিক্কারপদ্ধতি পাঠ করাইতেছে, এই জন্যই তুমি প্রাণে প্রাণে বিরহের মর্ম্মন্তুদ বিষদাহ অনুভব করিয়া ব্যথিত হইতেছ। ফলতঃ অষ্টাঙ্গযোগ যেমন সাধকদিগকে নির্ব্বেদপদ্ধতি অর্থাৎ আত্মধিক্কার পদ্ধতি বা বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় ও শেষে অচ্যুতানন্দ

ইত্থং সখী গিরমপি প্রতিবোদ্ধুমেষা
নৈবানুরাগপরভাগবতী শশাক।
তাভির্বৃতা ব্রজজনৈরবিলোকিতৈব
বেশ্ম প্রবিশ্য নিজতল্পমথাধ্যশেতে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে প্রাভাতিক-
চরিতাস্বাদনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

এষা রাধা ইত্থং সখীগিরং বোদ্ধুমপি ন শশাক। যতঃ অনুরাগস্য পরভাগঃ উৎকর্ষঃ তথা চাত্যুৎকৃষ্টানুরাগবতীত্যর্থঃ। তল্পমধ্যে শেতে ইতি অধিশীঙ্ স্থাসাং কর্ম্ম ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ অখণ্ড মোক্ষামৃত পান করাইযা থাকে এবং বিয়োগ বা যোগভ্রংশ যেরূপ বেদ-বৈমুখ্যরীতি শিক্ষা দেয় ও শেষে কালকূট অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটায়, সেইরূপ আজ রজনীতে তুমি প্রথমতঃ যোগে—সম্ভোগে অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণ-সঙ্গে সুখানুভব করিয়াছ এবং সম্প্রতি বিয়োগে বিপ্রলম্ভে এই দারুণ বিষের জ্বালা অনুভব করিতেছ ॥ ৭৯ ॥

ললিতার এই কূট বাগ্বিলাস পরম অনুরাগবতী শ্রীরাধার কর্ণগত হইলেও চিত্তের বিক্ষোভ বশতঃ বোধগম্য হইল না। অনন্তর সখীগণে পরিবৃতা হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্রজবাসিজনের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া শয্যার উপর রসালসভরে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৮০ ॥ *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে প্রাভাতিক-লীলাস্বাদন নাম দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

---

* তথাহি পদ। নিজ নিজ মন্দিরে কবল পয়ান। শয়ন করল পুন কোই না জান ॥ অকপট প্রেমক বন্ধ। গুরুজন সকল নয়ন কর অন্ধ ॥ প্রাতর উচিত করণ করু রাই। তেজল বিপরীত বসন তনু নাই ॥ নিজমন্দিরে ধনি বৈঠলি সখী মেলি। কহতহিঁ পিয়াগুণ রজনীক কেলি ॥ ভাবে অবশ ধনি পুলকিত অঙ্গ। গদগদ কহে কত বচন বিভঙ্গ ॥ নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর। ঘামে তিগল সব অরুণিম চীর ॥ কত কত ভাব বিথার রাই। কহিতে না পারয়ে ধনি প্রেম অবগাহি ॥ ধৈরয ধরি ধনি কহয়ে বিলাস। প্রেম অনুরূপ কহই কানুদাস ॥ পুঃ কঃ

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষঃ পুপুষুঃ স্বভা স্ত-
নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণেন দাস্যঃ।
প্রাস্য স্বকাম-মনুবৃত্তিরতা স্তয়ো র্যাঃ
শ্রীরূপমঞ্জরি-সমান-গুণাভিধানাঃ ॥ ১ ॥

কিঙ্করীণাং পরিচর্য্যাং বর্ণয়িতুমাদৌ তা এব বর্ণয়তি, দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং। স্নাতানুলিপ্ত বপুষো দাস্যঃ তস্যা রাধায়া নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণেন স্বভাসঃ স্বকান্তীঃ পুপুষুঃ, যা দাস্যঃ স্বস্য কামং কামনাং প্রাস্য ত্যক্ত্বা তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরনুবৃত্তৌ রতা, কথম্ভূতা? যথা আসাং শ্রিয়ো মঞ্জরী রূপস্য মঞ্জরী তথৈব তৎসমানা এব গুণাভিধানানি যাসাং তথা চাসাং শোভারূপানুরূপা এব গুণাস্যা ইত্যর্থঃ। পক্ষে শ্রীরূপমঞ্জরী সমানা গুণা অভিধানানি নামানি যাসাং, নামসাম্যং মঞ্জরীত্বাংশেন ॥ ১ ॥

রসোদ্গার। *

প্রভাত-রবির রক্তিমরাগে পূর্ব্বাকাশ অরুণিম হইয়াছে, বিলাসিনী-মণি শ্রীরাধা তখনও নিজ-মন্দিরে নিদ্রাভিভূতা। এদিকে সেবাপরা

* রসোদ্গার।—সম্ভোগলীলার পর কেলিকুঞ্জের বিলাস-বৈভবের বিষয় প্রিয়জনের নিকট অনুরাগের সহিত প্রকটনের নাম রসোদ্গার। সুতরাং ইহাও একটী লীলারস-বিশেষ। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই রসোদ্গার সূচিত হয়। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ এই চারি প্রকার সম্ভোগের পর রসোদ্গারও ৪ চারি প্রকার। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাস নিত্যাভিনব এবং প্রত্যেক মহাজনই ভিন্ন ভিন্ন দিনের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীগ্রন্থের অষ্টকালীয় লীলারস-বর্ণনার সহিত শ্রীমহাজনী-পদাবলীর অবিকল সামঞ্জস্য থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। তথাপি লীলার প্রসার-পরিপাটীর প্রকারান্তর প্রদর্শন উদ্দেশে মহাজনী পদাবলী উদ্ধৃত করা দোষাবহ না হইয়া, বরং লীলারসলোলুপ পাঠকগণের পরম প্রীতিপ্রদই হইবে। এই লীলার প্রকারান্তর বর্ণনা। যথা—তদুচিত গৌরচন্দ্র—

"আরে মোর গৌর কিশোর। রজনীবিলাস-রসে বিভোর॥

কিঙ্করীগণ ৭ শ্রীরাধার জাগরণের পূর্ব্বেই স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্বারা নিজতনু অনুলিপ্ত করিলেন এবং শ্রীরাধার নির্ম্মাল্য-মাল্য-বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য-প্রভাকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ইঁহারা আত্মসুখময়ী সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধাশ্যামের পরিচর্য্যা ব্যাপারেই নিরন্তর অনুরাগবতী। এই প্রিয়কিঙ্করীগণের শ্রী ও রূপের মঞ্জরী অর্থাৎ শোভা-সৌন্দর্য্যের মাধুরী শ্রীরাধার অনুরূপা এবং শ্রীরাধার মাধুরীগুণানুসারেই ইঁহাদের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শোভা ও রূপের অনুরূপ ইহাঁদের নাম-গুণাদিও বুঝিতে হইবে।

কহইতে গদগদ কহই না পার। নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান। কহই সরস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে প্রভু চৌদিকে নেহারে। চতুর ভকতগণ পুছে বারেবারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়। এ রাধামোহন পহুঁ গোরাগুণ গায়॥

(পঃ কঃ)

পুনশ্চ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু।
পূরব প্রেমরস কহত মধু॥ধ্রু॥

ভাবে গদগদ আধ আধ বাণী। অমিঞার সার ঘন ঘনু খানি খানি॥
পুলকে পূরল তনু পিরীতি রসে। ঝাঁপই বসন বিবশে পুনঃ খসে॥
আনন্দজলে ডুবে নয়নরাতা। রাধামোহন দাসের শরণদাতা॥

অথ জাগরণ।— তদুচিত গৌরচন্দ্র। যথা—

"ও মোর জীবন, সরবস ধন, সোণার নিমাই চাঁদ।
আধ তিল ক্ষণ, ও চাঁদবদন না দেখি পরাণ কাঁদ॥
অরুণ কিরণ, হৈল পরসন্ন, এখনো শয়ন সনে।
বাহির হইয়া মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদগদ কথা, কহি শচীমাতা, হাতবুলাইয়া গায়।
শুনি গৌর হরি, অলস সম্বরি, উঠিয়া দেখয়ে মায়॥
পাখালি বদন, করিলা গমন, সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস, চিরদিনে আশ, দেখিতে ও সব রঙ্গে॥"

৭ সখীগণ নিজগৃহে করিল সিনান। বেশ ভূষণ সব করি নিরমাণ॥ গৃহ নিজ কাজ সমাপ ন

তা বিদ্যুচ্ছদ্দ্যুতি-জয়ি-প্রপদৈকরেখা
বৈদগ্ধ্য এব কিল মূর্ত্তিভৃত স্তথাপি।
যূথেশ্বরীত্বমপি সম্যগরোচয়িত্বা
দাস্যামৃতাব্ধিমনুসস্নু রজস্রমস্যাঃ ॥ ২ ॥

বিদ্যুতাং উৎকৃষ্টদ্যুতিং জেতুং শীলং যস্যা স্তথাভূতা প্রপদস্য পাদাগ্রস্য এক-রেখাপি যাসাং, এবম্ভূতা অথ চ মূর্ত্তা বৈদগ্ধ্য এব তা দাস্যোঽপি যদ্যপি যূথেশ্বরীত্ব এব যোগ্যা স্তথাপি যূথেশ্বরীত্বং সম্যগ্‌রুচিবিষয় মকৃত্বা অস্যা রাধায়াঃ দাস্যা-মৃতাব্ধৌ অজস্রং সস্নুঃ স্নানং চক্রু॥ ২ ॥

পক্ষান্তরে ইহাঁদের নাম ও গুণাবলী শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী শ্রীরূপ-মঞ্জরীর অনুরূপ। এস্থলে মঞ্জরীত্বাংশেই নামের সাম্য কথিত হইয়াছে ॥১॥

অতএব এই প্রিয়কিঙ্করীগণের সীমাহীন শোভাসৌন্দর্য্য বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয়। তাঁহাদের পাদাগ্রের একএকটী রেখা বিদ্যুতের উৎকৃষ্ট দ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহারা মুর্ত্তিমতী বৈদগ্ধ্যস্বরূ-পিণী এবং যদিও প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী হইবার উপযুক্তা, তথাপি তাঁহারা কেহই সেই যূথেশ্বরীত্ব লাভের জন্য ক্ষণমাত্রও রুচি প্রকাশ করেন না। এইরূপ সখ্যাভিমানে সম্যক্ অরুচিবশতঃই তাঁহারা শ্রীরাধার দাস্যামৃত সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন ॥২॥

কেল। রাইকো মন্দিরে তুরিতহিঁ গেল॥ হেরল শশিমুখী শয়নক মাঝ। তুরিতহিঁ লেয়ল শয়নক সাজ॥ আনন্দমন্দিরে আনলি রাই। মুখশোধন লই দাসী যোগাই॥ রতন পীঠোপরি বৈঠল যাই। হাসি হাসি মুখানি পাখালয়ে তাই॥ মাজল দশন সুরঙ্গিম কাঁতি। উজোরল কুন্দ সুকোরক পাঁতি॥ শোধন-রসনা-শোধনী করি হাত। উজলিত জম্বু থল কমলক পাত॥ শীতল সুগন্ধি কজ্জল করে নেল। গণ্ডুষে পুনঃ পুন শোধন কেল॥ মুখানি মুছিয়া পুন তেজলি বাস। সখী সঙ্গে বৈঠল আনন্দে ভাষ॥ কত কত কৌতুক হাস পরিহাস। মাধব আনন্দ-সাগরে ভাস॥ (পঃ কঃ)

শ্বশ্রূ-পুরান্তরগতোত্তর-পার্শ্ববর্ত্তি-
ভ্রাজিষ্ণুধাম বরশিল্পকলৈকধাম ।
তাতেন বৎসলতয়া বৃষভানুনৈব
নির্ম্মাপিতং তদুপমাপি তদেব নাস্ত্যৎ ॥ ৩ ॥

কিঙ্করী বর্ণয়িত্বা অধুনা তাসাং সর্ব্বোপযোগি-রাধাগৃহাদিকং বর্ণয়তি। শ্বশ্রূ জটিলা তস্যা অন্তঃপুরগতং অথ চান্তঃপুরস্যোত্তরপার্শ্ববর্ত্তি যৎ ভ্রাজিষ্ণুধাম, রাধায়াঃ স্বতন্ত্রবাসস্থানং তৎ বৃষভানুনা তাতেন বৎসলতয়া হেতুভূতয়া নির্ম্মাপিতং। কীদৃশং? শ্রেষ্ঠশিল্পং বৈদগ্ধ্যস্যৈকাস্পদম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধার সুরম্য প্রাসাদ এই সেবাপরা কিঙ্করীগণের (ক) সকল বিষয়েই উপযোগী। এক্ষণে সেই প্রাসাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিবৃত হইতেছে। শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলার অন্তঃপুরের উত্তর পার্শ্বে যে এক দীপ্তিশালিনী অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, উহাই শ্রীরাধার বাস

(ক) এই সেবাপরা কিঙ্করীগণ শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম্মসখী। ইঁহারা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা হইয়া সখ্যাভিমান পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া শ্রীরাধার কিঙ্করীত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহাদের অপর নাম মঞ্জরীযূথ বা সেবাপরা সখী। (৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সাধনামৃতচন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে, যথা—

"শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রসকথা-চাতুরী-চিত্রদক্ষা,
সেবা-সন্তর্পিতাশাঃ স্বসুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধা নিজগণ করুণাপূর্ণ মাধ্বীকসারাঃ।
নর্ম্মাল্যো রাধিকায়াঃ ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরায়াঃ ॥

পুনশ্চ—

"তাম্বূলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভিঃ
বৃন্দারণ্যমহেশ্বরী প্রিয়তয়া যাঃ সন্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কুচিতা ভূমিকাঃ
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখা স্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥"

আবার "বৈষ্ণবাচার দর্পণেও" কথিত হইয়াছে—

"লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী।
গুণমঞ্জরিকা শ্রেষ্ঠা রূপমঞ্জরিকা বরা ॥

স্থূণা প্রধানা পটলাঙ্গনা তোরণালী
গোপানসী-বিবিধ-কোষ্ঠ-কবাটবেদ্যঃ।
রাজন্তি যত্র মণিদীপততি-প্রদীপ্ত-
বৈচিত্র্য-নির্ম্মিত-জনেক্ষণ-চিত্রভাবাঃ ॥ ৭ ॥

যত্র বাসস্থানে স্থূণাদয়ো রাজন্তে, স্থূণা 'থাম' ইতি প্রসিদ্ধা প্রধানা পরচ্ছাতি ইতি, 'ছজ্জা' ইতি প্রসিদ্ধা। পটলং ছাতি ইতি প্রসিদ্ধং। অঙ্গনং 'আঙ্গিনা' ইতি প্রসিদ্ধং। তোরণালী বহির্দ্বারশ্রেণী। গোপানসী 'পগু' ইতি প্রসিদ্ধা। কোষ্ঠঃ 'কোঠা' ইতি প্রসিদ্ধঃ। কপাটং 'কবাট' ইতি প্রসিদ্ধং। এতে কথম্ভূতা, মণি-প্রদীপসমূহেন প্রদীপ্তং যদ্বৈচিত্র্যং নানাবিধা চিত্রবত্তাং। তেন নির্ম্মিতো জনানাং ঈক্ষণস্থ আশ্চর্য্যভাবো যাসাং। শ্লেষেণ চিত্রভাবো বিচিত্রাত্মকতা নারায়ণস্থ ভজনাদেব সারূপ্য প্রাপ্তেঃ স্বনিষ্ঠ অন্য তু দর্শনাদেব জড়তারূপ চিত্রভাব-প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। অতো নারায়ণাদপি গৃহস্থিত-বৈচিত্র্যস্যোৎকর্ষং সিদ্ধঃ ॥ ৪ ॥

ভবন *। উহাতে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্প-চাতুর্য্যের সমাবেশ আছে। শ্রীরাধার পিতা শ্রীবৃষভানুরাজ অতিশয় স্নেহবশতঃ কন্যার স্বতন্ত্রভাবে বাসের নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এই নিরুপম অট্টালিকার উপমা জগতে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৩ ॥

এই অট্টালিকার মধ্যে বহুতর স্তম্ভ, অলিন্দ, ছাদ, অঙ্গন, বহির্দ্বার-শ্রেণী, গোপানসী (বালককাঠ) বিবিধ প্রকোষ্ঠ, কপাট ও বেদী

মঞ্জুলালি মঞ্জরী চ বিলাসমঞ্জরী তথা।
কস্তুরী মঞ্জরীকাদ্যা রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ ॥"

* যাবটে শ্বশুরালয়ে শ্রীরাধার গৃহের নাম "কন্দর্প-কৌতুক কুঞ্জ।" উদ্যানের নাম "কন্দর্প কুহলী"। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এই সুন্দর সৌধ নির্ম্মিত। যথা—

কন্দর্পকৌতুকং কুঞ্জং গৃহমস্যাস্তু যাবটে।"
বৈষ্ণবাচার দর্পণং।
"কন্দর্পকুহলী" নাম বাটিকা পুষ্পভূষিতা।"
কৃষ্ণগণোদ্দেশঃ।

যত্রেন্দ্রনীলমণিভূর্বলভী ঘনাভা
হংসালিরপ্যুপরি রাজতি রাজতী সা।
যে বীক্ষ্য বন্ধুরিপু-ভাগভৃতো বিতত্য
সঙ্কোচয়ন্তি শিখিনঃ স্ব-শিখণ্ড-পংক্তীঃ ॥ ৫ ॥

যত্র বাসস্থানে ইন্দ্রনীলমণিনা উৎপত্তির্যস্যা এবম্ভূতা কোষ্ঠাদীনাং সর্ব্বোপরি দেশে রাজতী রজতনির্ম্মিতা হংসশ্রেণী রাজতি। যে বলভী হংসশ্রেণ্যৌ বীক্ষ্য বন্ধু-রিপু-ভাগভৃতঃ শিখণ্ডিনঃ ময়ূরাঃ শিখণ্ডস্য পুচ্ছস্য পংক্তোঃ আদৌ মেঘতুল্য বলভীরূপা বন্ধুদর্শনেন হর্ষাদ্বিতত্য বিস্তার্য্য পশ্চাত্তদানীমেব স্বশত্রোর্হংসস্য দর্শনেন ভয়াৎ সঙ্কোচয়ন্তি ॥ ৫ ॥

বিরাজিত আছে, তাহাতে মণিদীপাবলীর উজ্জ্বলপ্রভা প্রতিবিম্বিত হইয়া এমন নানাবিধ চিত্র-বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়াছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে কেহই আর নয়ন ফিরাইতে সমর্থ হয় না। নয়ন যেন বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পটাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীনারায়ণের ভজনায় যদি সারূপ্য লাভ ঘটে, তবেই লোকের এই বৈচিত্র্যভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রীরাধার অট্টালিকা দর্শনমাত্রেই জড়তারূপ বৈচিত্র্যভাব উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধার বাসভবনস্থিত বৈচিত্র্যের উৎকর্ষ ধ্বনিত হইল ॥৪॥

এই সুরম্য-ভবনোপরি ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত যে চূড়াগৃহ বিদ্যমান আছে, তাহার শিখরদেশে রজত-নির্ম্মিত হংসশ্রেণী শোভা পাইতেছে, মরি মরি! দেখিলে মনে হয়, শ্যামশোভন নবঘনের কোলে শুভ্র বলাকাপংক্তি বিরাজিত রহিয়াছে। তাই, ময়ূর সকল সেই চূড়াগৃহকে স্বীয়বন্ধু নবজলধর বোধে হর্ষভরে একবার পুচ্ছ বিস্তার করিতেছে, আবার পরক্ষণেই তদুপরিস্থ সেই রজতময় হংসশ্রেণী দেখিয়া নিজ শত্রুবোধে শঙ্কায় পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! ॥ ৫ ॥

তত্রোপবেশ-শয়নাশনভূষণাদি-
বেদীর্বিমৃজ্য পরিলিপ্য বিশোষ্য তা স্তাঃ।
আস্তীর্য্য রাঙ্কবমুপর্য্যুপযুক্তমুক্ত-
মুল্লোচমুন্নতমুদো মিলিতা ববন্ধুঃ ॥ ৬ ॥

তাসাং কিঙ্করীণাং সেবামাহ। তত্র গৃহমধ্যে বিশোষ্যেতি বস্ত্রেণ। রাঙ্কবং মৃগলোমনির্ম্মিতকোমলাসনম্ আস্তীর্য্য তস্য উপরিদেশে উপযুক্তা মুক্তা যত্র এবম্ভূতং উল্লোচ 'চান্দোয়া' ইতি প্রসিদ্ধং চন্দ্রাতপং। উন্নতমুদঃ তা দাস্যঃ মিলিতাঃ সত্যঃ ববন্ধুঃ তদ্বন্ধনৈকাপেক্ষয়া মিলিতাঃ ॥ ৬ ॥

এই রমণীয় প্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠে তখন শ্রীরাধার প্রিয়-কিঙ্করীগণ প্রভাতকালোচিত স্ব স্ব সেবা কার্য্যে (†) ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা শ্রীরাধার উপবেশন, শয়ন, ভোজন ও ভূষণাদির বেদী সকল মার্জ্জন পূর্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা পরিলিপ্ত করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা তাহার জলশোষণ করিয়া তদুপরি রাঙ্কব নামক মৃগলোমজাত সুকোমল আসন বিছাইয়া দিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই আসনের ঊর্দ্ধদেশে মুক্তার ঝালরযুক্ত বিচিত্র চন্দ্রাতপ বন্ধন করিলেন ॥ ৬ ॥

(†) তথাহি পদ।—নিশি অবসানে, সব দাসীগণে, সত্বরে করয়ে কাজ। বেশের মন্দির, মাজল সুন্দর, রাখল বেশের সাজ। কি না সে দাসীর রীত। জানিয়া মরম, করয়ে করম, যাহাতে আপন জিত ॥ দশন মাজনী, রসনা-শোধনী, থুইল থালিতে ভরি। মুখ পাখালিতে সিনান করিতে, বেদিক উপরে ধরি ॥ গামছা কাচিয়া, নির্জ্জল করিয়া, রাখল পৃথক্ করি। এ তৈল আমলা, আনল আমলা, বিনিয়া বিনিয়া ভরি ॥ উবটন করি, কণকমঞ্জরী, আমল রাইর তরে। মঞ্জরী রতন, করিয়া যতন, আনল সিনান চীরে ॥ গুণবতী তথি, কর্পূর মালতী, সুগন্ধি সলিল করি। বিধি অগোচর, নানা উপহার, থালিতে থালিতে ভরি ॥ বিচিত্র বসন তাহাতে ঢাকন, করল পরম সুখে। রাইয়ের ইঙ্গিতে, রাখল গোপতে, যেন আন নাহি দেখে। কর্পূর তাম্বুল, মালতীর মাল, শেখর যতন করে। সে পীতবসন, আনিয়া তখন, আপন আওয়াসে ধরে ॥ (পঃকঃ)

একা মমার্জ্জমণিকাঞ্চনভাজনানি
কাচিৎ পয়ঃ সময়যোগ্যমুপানিনায়।
চিত্রাংশুকা-পিহিতরত্ন-চতুষ্কিকায়া-
মালম্বনীয় মদধাদপরোপবর্হম্ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বেদ্যুরংশুক মণিময়ভূষণানি
মৃষ্টানি যত্র নিহিতান্যথ সম্পুটং তৎ।
উচ্চৈর্ঝণদ্বলয়রাজি সমুদ্ঘটয্য
কাচিজ্জঘর্ষ বিধু-কুঙ্কুম-চন্দনানি ॥ ৮ ॥

সময়যোগ্যঞ্চ পয় ইতি গ্রীষ্মে শীতলং শীতে উষ্ণজলমিত্যর্থঃ। চিত্রবস্ত্রেণাচ্ছাদিতরত্ন-চতুষ্কিকায়াং 'তাকিয়া' ইতি প্রসিদ্ধং আলম্বনীয়োপবর্হং অপরা কিঙ্করী অদধাৎ ॥ ৭ ॥

কাচিৎ পূর্ব্বদিবসে মৃষ্টানি বস্ত্র-মণিময়ভূষণানি নিহিতানি যত্র, এবম্ভূতং তৎ সম্পুটং উদ্ঘটয্য ঝণন্তো বলয়শ্রেণী যত্র এবম্ভূতং যথাস্যাত্তথেতি উদ্ঘটনক্রিয়াবিশেষণং কুঙ্কুমাদীনি জঘর্ষ। সর্ব্বাদৌ পেটিকোদ্ঘটনঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারাদি দর্শনার্থং। তাসাং স্বভাব এব ॥ ৮ ॥

তারপর একজন কিঙ্করী মণি-কাঞ্চনের পাত্র সকল লইয়া মার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর একজন গ্রীষ্মে শীতল,— শীতে উষ্ণ— এরূপ সময়োপযোগী সুনির্ম্মল সলিল আনয়ন করিলেন। আর এক জন কিঙ্করী বিচিত্র-বসনাবৃত রত্ন-চৌকীর উপর সুকোমল পৃষ্ঠোপাধান (তাকিয়া) বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর আর একজন কিঙ্করী পূর্ব্ব দিবসে দিব্য বসন ও মণিময়-ভূষণনিচয় সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া যে সম্পূট মধ্যে রাখিয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে সেই রত্ন-সম্পুট উদ্ঘাটন করিয়া বসন-ভূষণগুলি দেখিলেন। পরে কর্পূর-কুঙ্কুম ও চন্দন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন - তৎকালে তাঁহাদের বাহুবল্লরী-শোভিত-বলয়রাজি সশব্দে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে

অন্যা ব্যধত্ত সুমনাঃ সুমনোভিরেব
চিত্রৈঃ কিরীট-কটকাঙ্গদ-হার-কাঞ্চীঃ।
জাতী-লবঙ্গ-খদিরাদিভিরজ্যমানাঃ
কাশ্চিদ্ববন্ধ সুরসাঃ ফণিবল্লিবীটীঃ ॥ ৯

অত্রান্তরে প্রতিদিশং দধিমন্থনোত্থ-
রাবৈ রবায়িত মহোসুরবেদ-ঘোষৈঃ।
হম্বা ধ্বনি ব্যতিবিধান মিথোঽবধায়ি
ধেন্বালিতর্ণকঘণা বলদন্তরায়ৈঃ ১০

শোভনমনা অন্যা চিত্রৈঃ সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ কিরীটবলয়াদীন্ ব্যধত্ত। অঙ্গদ 'বাজুবন্ধ' ইতি প্রসিদ্ধঃ। ফণীবল্লীবীটীঃ পর্ণনির্ম্মিতবীটিকাঃ ॥ ৯ ॥

অত্রান্তরে প্রাতঃকালরূপাবসরে প্রতিদিশং দধিমন্থনোত্থশব্দৈররবারিতোঽনভিভূতঃ অতএব তাদৃশমন্থনশব্দাপেক্ষয়া মহান্ যো মহোসুরস্য ব্রাহ্মণস্য বেদঘোষস্তৈর্জাগ্রৎসু লোকনিচয়েষু এবং বক্ষ্যমাণা-বিহারাদিষু চ সৎসু শ্যামলা তত্র রাধিকা নিকটে এত্য আস্ত ইতি নবম শ্লোকেন সহান্বয়ঃ। বেদঘোষৈঃ কীদৃশৈঃ হম্বাধ্বনেঃ পরস্পর-কৃতশব্দে পরস্পাবধানঞ্চ যেষাং তেষাং ধেনুশ্রেণীবৎসলটানাং বলবদন্তরায়ো যতৈস্তৈঃ। ধেনুবৎসয়োর্দোহনসময়ে পরস্পরশব্দশ্রবণং অবান্তরবেদশব্দেন প্রতিবন্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পেটিকা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বসন-ভূষণগুলি পরীক্ষা করাই তাঁহাদের স্বভাব ॥ ৮ ॥

অপর একজন শোভনা কিঙ্করী বিচিত্র কুসুম স্তবক চয়ন করিয়া উষ্ণীষ, বলয়, বাজুবন্ধ, হার ও কাঞ্চী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আর একজন কিঙ্করী জায়ফল, লবঙ্গ ও খদিরাদি দ্বারা প্রীতিকর ও সুরস তাম্বূলের বীটিকা সকল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই সময়ে—এই সুখময় প্রভাত-সমাগমে দধিমন্থনোত্থ মধুর ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণগণ সুস্বরে বেদধ্বনি

বৃন্দিষ্ট-বন্দি-জনবৃন্দ বিতায়মান
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তি-বিরুদালি সুধাতরঙ্গৈঃ।
শারিশুকব্রজকলৈঃ কলবিঙ্ক-কেকি-
কোলাহলৈঃ ক্রমত এব সমেধমানৈঃ ॥ ১১ ॥

লোকানাং জাগরণে কারণান্তরাণ্যাহ। বৃন্দিষ্ঠোঽতিশয়শ্রেষ্ঠো যো বন্দিজন-সমূহস্তেন বিতায়মানৈস্তাদৃশসুধাতরঙ্গৈঃ কলবিঙ্ক 'চিরিয়া' ইতি প্রসিদ্ধঃ। এতৈঃ শব্দৈঃ ক্রমতঃ উত্তরোত্তরক্ষণে এব স মেধমানৈঃ। তথা চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং একদা জাগরণং ন সম্ভবতি অতএব জাগরণ ক্রমত এব শব্দানাং বৃদ্ধিক্রমো বোধ্যঃ ॥ ১১ ॥

করিতে লাগিলেন। দধি-মন্থনধ্বনি অপেক্ষা এই বেদধ্বনি অতি উচ্চ-তর; তাই, এই উচ্চ বেদগান শুনিয়া ক্রমশঃ সকল লোকই জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং যূথে যূথে ধেনুগণের হম্বা ধ্বনিও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।—দোহন-সময়ে ধেনুগণ হম্বাধ্বনি করিয়া বৎসগণকে আহ্বান করে, বৎসগণও জননীর সেই স্নেহময় আহ্বান শুনিয়া সানন্দে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিয়া থাকে। কিন্তু এই ধেনু-বৎসগণের ধ্বনি অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি উচ্চতর হওয়ায়, ধেনু-বৎসের মধ্যে পরস্পর শব্দ-শ্রবণ পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥

এই উচ্চ বেদগান ব্যতীত লোক-জাগরণের অন্যবিধ কারণও আছে। এই সময়ে শ্রেষ্ঠতম বন্দিজনবৃন্দ মধুরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-বিরুদাবলী[†] গান করিতে লাগিলেন। আহা! এই স্তুতিময় সঙ্গীতের সুধালহরী ঝলকে ঝলকে দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। শারীশুক সমূহও কলধ্বনি করিতে লাগিল; চটক ও ময়ূরনিচয়ও কোলাহল

---

† বিরুদাবলী।—ছন্দোবিশেষ দ্বারা রচিত গদ্যপদ্যময়-কাব্যবিশেষের নাম বিরুদাবলী। "স্তবমালা" গ্রন্থে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' নামক নবম স্তবের টীকায় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জাগ্রৎসু লোকনিচয়েম্বথ বাসরেতি
কর্ত্তব্য-ভাবনপরেম্বধিশয্যমেব।
কৃষ্ণেক্ষণ-ক্ষণ-সতৃষ্ণতয়া পুরন্ধ্রী
বৃন্দেষু নন্দগৃহ-সন্দিত-মানসেষু ॥ ১২ ॥
নপ্ত্রী-মুখাম্বুজ-বিলোকন জীবিতায়াং
তত্রোপসৃত্য সহসা মুখরাভিধায়ম্।
বাৎসল্য-রত্নপটলী-ভৃতপেটিকায়াং
রাধে! ক পুত্রি ভবসীতি সমাহ্বয়ন্ত্যাম্॥ ১৩॥

এবমধিশয্যমেব দিবস-সম্বন্ধি ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবনাপরেষু জনেষু সৎসু এবং শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণে ক্ষণেন জাতং যৎ সতৃষ্ণত্বং তেন হেতুনা পুরন্ধ্রীবৃন্দেষু নন্দগৃহে বদ্ধমানসেষু সৎসু ॥ ১২ ॥

তত্র রাধিকামন্দিরনিকটে মুখরাভিধায়াং উপসৃত্যাগত্য হে রাধে! পুত্রি! ত্বং কুত্র ভবসি ইতি সমাহ্বয়ন্ত্যাং সত্যাম্ ॥ ১৩ ॥

করিয়া উঠিল। আবার সকল ব্রাহ্মণই যে এক সময়ে জাগরিত হইয়া বেদগান করেন, তাহা নহে, সুতরাং তাঁহারাও যেমন ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া বেদগান করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ-তরঙ্গও এইরূপ বিভিন্ন শব্দপ্রবাহ-সম্মিলনে উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

এই মঙ্গলময় শব্দ-তরঙ্গ, শ্রবণে প্রবেশ মাত্র নগরের সকল লোকই জাগরিত হইয়া শয্যার উপর উপবেশন পূর্ব্বক দিবসের ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পতিপুত্রবতী পুরনারীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নন্দালয়ে গমনের জন্য উৎসুক হইলেন ॥১২॥

এমন সময়ে শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা * সহসা শ্রীরাধার শয়ন-

* মুখরা—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী পাটলার একজন প্রিয়-সহচরী। ইনি সখী পাটলার স্নেহভরে

এষাস্মি কিং কথয়তীতি তয়া প্রবুধ্য
সদ্যঃ সজৃম্ভণ-সঘূর্ণ-দৃশেক্ষিতায়ম্।
শ্রীকৃষ্ণ পীতবসনং ত্বদুরস্যবেক্ষ্য
তস্যা ন বেক্ষণমথাপ্যভিনীতবত্যাম্ ॥ ১৪ ॥

এবং এষা রাধাহমস্মি, ত্বং কিং কথয়সি? ইতি তয়া সদ্যঃ প্রবুদ্ধ্য জাগবিত্বা জৃম্ভাঘূর্ণাসহিতদৃশা ঈক্ষিতায়াং মুখরায়াং সত্যাং। তস্যা রাধায়া বক্ষঃস্থলে পীত-বসনং বীক্ষ্যাপি রাধা লজ্জিতা ভবিষ্যতীতি শঙ্কয়া তস্য অনবেক্ষণং অভিনীতবত্যাং মুখরায়াং সত্যাং ॥ ১৪ ॥

মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। মুখরা, বাৎসল্যরস-রত্নের পেটিকা স্বরূপা। নপ্ত্রী শ্রীরাধার মুখকমলই তাঁহার একমাত্র জীবাতু। তাই, বৃদ্ধা শ্রীরাধার চাঁদমুখখানি দেখিবার নিমিত্ত প্রভাতে জাগরিত হইয়াই তাঁহার শয়নকক্ষদ্বারে আগমন করিলেন এবং স্নেহ-সিক্ত জড়িত স্বরে—"ও রাধে! ও বাছা! কোথায় গো!" বলিয়া পুনঃপুন আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

মুখরার মধুর আহ্বানে শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া "আর্য্যে!

ব্রজেশ্বরী যশোদাকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতেন। এই বাৎসল্য-বন্ধনের নিমিত্তই মুখরা নিত্য নন্দা-লয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। স্বামীর নাম—অর্থাৎ শ্রীরাধার মাতামহের নাম বিন্দু-গোপ। ব্রজবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"প্রথম রসবিলাসে হন্ত রোষেণ তাবৎ
প্রকটমিব বিরোধং সন্দধানাপি ভঙ্গ্যা।
প্রবলয়তি সুখং যা নব্যযূনোঃ স্বনপ্ত্রোঃ
পরমিহ মুখরাং তাং মূর্দ্ধ্নি বৃদ্ধাং বহামি ॥"

যিনি এই ব্রজধামে নবীনযুবক ও নবীনা যুবতী শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ নপ্তৃদ্বয়ের শৃঙ্গাররস বিষয়ে ব্যক্তভাবে যেন বিরোধ উপস্থিত করিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন সেই শ্রীরাধিকার মাতামহী বৃদ্ধা মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি। এ স্থলে মুখরা শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী সমতুল্যা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণও মুখরার 'নাতি'। যথা দীপিকা—

প্রতিবর্ভুব তদপি স্বপিষি ত্বমদ্য
নোদ্যন্তমম্বরমণিং কিমিহাববুধ্যসে।
স্নাত্বা তদেতমভিপূজ্য কিমপ্যশান
হা তে তনুঃ প্রতিদিনং তনুতামুপৈতি ॥ ১৫ ॥

উদ্যন্তং অম্বরমণিং সূর্য্যং কিং ন অববুধ্যসে, তৎ তস্মাৎ স্নাত্বা এবং সূর্য্যং অভি-পূজ্য কিমপি বস্তু অশান ভুঙ্ক্ষ্ব, হা কষ্টং প্রতিদিনং ব্যাপ্য তনুতাং ক্ষীণতাম্ ॥১৫॥

এই যে আমি এখানে আছি। আপনি কি বলিতেছেন?" এই কথা বলিতে বলিতে জৃম্ভা-বিজড়িত ঘূর্ণিত নয়নে মুখরার দিকে চাহিলেন। মুখরা দেখিলেন—শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে পীতবসন শোভা পাইতেছে। এই পীতবাস যে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়, এ কথা মুখরার বুঝিতে বাকী রহিল না। সুতরাং দেখিতে পাইলে, পাছে শ্রীরাধা লজ্জিতা হন এই ভাবিয়া মুখরা তাহা না দেখার মত অভিনয় করিলেন ॥ ১৪ ॥

তার পর পুনরায় কহিলেন—"রাধে! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তথাপি তুমি আজ কেন এখনও নিদ্রা যাইতেছ? সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন, তুমি তাহা জানিতে পার নাই কি? এখন উঠ, উঠিয়া স্নান করিয়া সূর্য্যপূজা কর এবং পূজান্তে কিছু আহার কর। আহা! বাছার আমার দেহখানি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে॥ ১৫ ॥ (১)

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করলা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা মাতামহী সমা॥"

(১) মূলগ্রন্থে মুখরা কর্তৃক শ্রীরাধার জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মহাজনী পদাবলীতে ভগবতী পৌর্ণমাসী কর্তৃক শ্রীরাধার জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনের লীলা বর্ণনায় কারণই এইরূপ অসামঞ্জস্য বুঝিতে হইবে। তথাহি পদ।—

"ভগবতী দেবী সময় সে জানি। রাইক মন্দিরে করল পয়ানি॥

ইত্যশ্রুবিন্দুভিরিমামভিষিচ্য পাণি-
মৃষ্টাঙ্গ-মঙ্ক-নিহিতামভিলাল্য তস্যাম্।
গোপেন্দ্র-মন্দির মতিত্বরয়া গতায়াং
কৃষ্ণেক্ষণোৎকলিকয়া কলিতান্তরায়াম্ ॥ ১৬ ॥

অঙ্ক-নিহিতাং এতাং রাধাং অশ্রুবিন্দুভিরভিষিচ্য পাণিনা মৃষ্টং অঙ্গমভিলাল্য চ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থং গোপেন্দ্রমন্দিরং অতিত্বরয়া গতায়াং তস্যাং মুখরায়াং সত্যাম্ ॥১৬-১৭॥

এই বলিয়া মুখরা শ্রীরাধাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে কর-পল্লব দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিবিধ প্রকারে শ্রীরাধাকে আদর করিয়া মুখরা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে নন্দরাজভবনে দ্রুতপদে গমন করিলেন ॥১৬॥

শুতলি দেখলি অতি বিপরীত। গুরুজন বচনে না মানয়ে ভীত ॥
তপস্বিনী করলহি কত অনুমান। কর-পরশন করি রাই জাগান ॥
চমকি উঠল ধনি থরহরি কাঁপি। পীতবসনে সবহু তনু ঝাঁপি ॥
রতি বিপরীত চিহ্ন করতহিঁ গোই। রাগে বেকত তনু অবেকত হোই ॥
করজোড়ি রাই প্রণত করি দেবী। আজু সফল দিন তুয়া পদসেবি ॥
কামিনী কাহিনী কত কত বন্দে। দেবতি মঙ্গল দেই সুচ্ছন্দে ॥
কহ কবি শেখর শুন সুকুমারী। পীতবসন তুহুঁ রাখহ সামারি ॥

ভগবতী উক্তি।—আজু বিপরীত ধনি পেখলু তোয়। সমঝি না পারিয়ে সংশয় মোয় ॥ তুয়া মুখমণ্ডল পুনমিকা চাঁদ। কাহে লাগি ভৈগেল ঐছন ছাঁদ ॥ নয়নযুগল ভেল কাজর বিথার। অধর নীরস করু কোন গোঙার ॥ পীন পয়োধরে নখরেখ দেল। কনককুম্ভজনু ভগহুঁ ভেল ॥ অঙ্গবিলেপন কুঙ্কুম ভার। পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার ॥ সুজন রমণী তুহু কুলবতী বাদ। কা সঞে ভুঞ্জলি মরমক সাধ ॥ কামিনী কাহিনী দেবী সম্বাদ। কহ কবিশেখর নহ পরমাদ ॥

বাগ বৈদগ্ধী সহকারে শ্রীবিশাখার প্রত্যুত্তর। যথা—"শুনিয়া বিশাখা কহয়ে বাণী। কি দেখি কি কহ ঠাকুরাণী ॥ সখী মোর কুলবর জিনি। নিজপতি বিনে নাহি জানি ॥ কালি কুঞ্জ বরতি

একৈকশোঽথ মিলিতাসু সখীষু সর্ব্ব-
স্বন্যোন্য-হাস-পরিহাস-পরাসু তাসু।
সুশ্লিষ্টমণ্ডলতয়ৈব কৃতোপবেশা-
স্বারূঢ়-রত্ন মণি-হেম-চতুষ্কিকাসু ॥ ১৭ ॥
শ্রীরাধিকামিলনমেব সমস্ত হর্ষ-
শস্যৈকবর্ষামিতি যদ্ধৃদি নিশ্চকায়।

তদা প্রাতঃকালে সময়াভিজ্ঞা শ্যামা সময়া রাধিকানিকটে তয়া রাধয়া সুশ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা সতী তত্র আস উপবিবেশ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সুষময়া ইব আলিঙ্গিতা। নমু শ্যামলা তাবৎ স্বতন্ত্রযূথেশ্বরী ভবতীতি কথং তস্যা রাধা-নিকটাগমনং সম্ভবেৎ।

অনন্তর শ্রীরাধা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বিবিধ মণিরত্নমণ্ডিত সুবর্ণ-চৌকীর উপর পৃষ্ঠোপাধান অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। সখীগণও একে একে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সেই চৌকীর আশে পাশে সংশ্লিষ্ট ভাবে বসিলেন। আমরি! যেন একটী অনুপম পূর্ণচন্দ্রকে বেড়িয়া শত শত অকলঙ্ক চাঁদ শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই তখন পরস্পর প্রফুল্লচিত্তে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন॥১৭॥

এমন সময় সময়াভিজ্ঞা শ্যামলা* আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা হর্ষভরে তাঁহাকে স্নেহলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া আপনার অতি

সকলে॥ তাহে দিল হরদির জলে॥ তেঞি পীত হইল বসন। তুহুঁ তাহে কাহে আন মন॥ বরজ-লম্পট শঠ কীরে। বিম্ব ভাণে দংশল অধরে॥ পুন সে দাড়িম ভাণ করি। পদনখে হৃদয় বিদারি॥ তুহু সব অন্তরযামিনী। জানি কাহে কহ হেন বাণী॥ এত কহি পরণাম কেল। শুনি হাসি ভগবতী গেল॥ মাধব আনন্দ ভেল। পীত বসন তঁহি নেল॥ (পঃ কঃ)

* শ্যামা বা শ্যামলা স্বয়ং স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী হইলেও শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষা সখী। পরন্তু শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রিয়সখী হইয়াও সৌহার্দ্দ্য বশতঃ শ্রীরাধাতেই সমধিক প্রীতি বহন করেন। "সুহৃদপক্ষো ভবেদিত্যত্র যৎকিঞ্চিদেবেষ্টসাধকত্বাদিকং জ্ঞেয়ং।" সুতরাং যে যাহার ইষ্ট সাধন করে এবং অনিষ্ট

তৎ শ্যামলৈত্য সময়া সময়াভিবিজ্ঞা
শ্লিষ্টা তয়া সুষময়েব তদাহস তত্র ॥ ১৮ ॥
নবভিঃ কুলকম্।

অতস্তত্র কারণমাহ। যদ্ যস্মাৎ রাধিকা-মিলনমেব সমস্তহর্ষরূপশস্যস্য এবং অসাধারণং বর্ষা স্বরূপং সমস্তশস্যানি যথা বর্ষাং প্রাপ্য প্রফুল্লীর্ভবন্তি। তথা সমস্তহর্ষা অপি রাধিকা-মিলনং প্রাপ্য প্রফুল্লীভবন্তীতি। হৃদি নিশ্চিকায় য তত্তস্মাদিত্যাদি ॥ ১৮ ॥

নিকটে বসাইলেন। মরি! মরি! তখন শ্যামলা যেন মূর্ত্তিমতী সুষমা কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া অপূর্ব্ব শোভাময়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি বল, শ্যামলা যখন স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী তখন প্রভাত হইবামাত্র শ্রীরাধার নিকট অগমন তাঁহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার কারণ এই যে, শ্যামলা শ্রীরাধার সহিত মিলনানন্দকেই নিখিল হর্ষশস্যের অসাধারণ অমৃত-বর্ষণ স্বরূপ বলিয়া হৃদয়ে নিশ্চয় করিয়াছেন। বর্ষণ প্রাপ্ত হইলে যেমন সমস্ত শস্যই প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার

নিবারণ করে সে তাহার সুহৃৎপক্ষ। এ লক্ষণটী স্বপক্ষাগণের মধ্যে সাধারণ হইলেও বিপক্ষাগণের কেবল এই লক্ষণেই সুহৃৎপক্ষত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বপক্ষগণের একমতি একধর্ম্ম ভিন্ন আরও বহুতর অসাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১ম, শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদজীব ব্রজগোপীদিগকে অবরমুখ্যা, মধ্যম মুখ্যা ও পরম মুখ্যা ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে অবরমুখ্যা তারকা ও পালী, মধ্যমমুখ্যা শ্যামলা ও ললিতা এবং পরমমুখ্যা শ্রীরাধা স্বয়ং। যথা—"অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ।" কৃষ্ণগণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—"সুহৃৎপক্ষতয়া খ্যাতা শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ। "শ্যামলা ও মঙ্গলাদি সখীগণ সুহৃৎপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। শ্যামলার ধ্যান। যথা—

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুললিতাং কৃষ্ণাম্বরং বিভ্রতীং
নানাভূষণ মঞ্জুলাঙ্গ সুদতীং মার্দ্দঙ্গিকীং সুন্দরীম্।
শ্রীবৃন্দাং বিপিনেশ্বরীং প্রিয়সখীং ভব্যাং শশাঙ্কাননাং।
বেণীচারুসুমল্লিকাস্রজমমুং নিত্যং ভজে শ্যামলম্॥

শ্যামে ত্বমেব মধুনৈব বিচিন্ত্যমানা
মন্নেত্রবর্ত্ম-গমিতা বিধিনা যথৈব।
তদ্বৎ স তর্ষবিটপী ফলয়িষ্যতে চে-
দদ্যৈব তর্হি গণয়াম্যপি সুপ্রভাতম্॥ ১৯॥

অধুনা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণেন সহ রাত্রি-সম্বন্ধিবিলাসং অনুরাগবশাদ্বিস্মৃত্য স্বমনো-দুঃখং শ্যামলাং জ্ঞাপয়িতুং কথাং রচয়তি। হে শ্যামে! ত্বং অধুনৈব বিচিন্ত্যমানা যথা অনুকূলেন বিধিনা ত্বং মন্নেত্রবর্ত্মগমিতা প্রাপিতা, তথা স বক্তুমনর্হস্তর্ষবিটপী-তৃষ্ণারূপবৃক্ষঃ ফলয়িষ্যতে। চেত্তর্হি অদ্যৈব সুপ্রভাতং গণয়ামি॥ ১৯॥

সহিত সম্মিলনে তাঁহার নিখিল আনন্দ প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। এমন কি স্বয়ং যূথেশ্বরী (১) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গে যে অপার আনন্দলাভ করেন, তদপেক্ষাও শ্রীরাধার সহিত মিলনে অধিক আনন্দলাভ করেন॥১৮॥

তাই শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের সুধাময়ী কথা শুনিবার জন্য প্রভাতেই শ্রীরাধার নিকট আসিয়া মিলিতা হইলেন। শ্রীরাধাও শ্যামলাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের অমৃত-উৎস উথলিয়া উঠিল—শ্রীকৃষ্ণের সহ রাত্রি-বিলা-সের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে শ্যামলাকে মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।—"শ্যামে! এই আমি তোমার কথাই ভাব্ছিলাম। বিধির অনুকূলতায় তুমি যেমন সহসা আমার নেত্রপথে উদিত হইলে, সেইরূপ আমার এই অব্যক্ত-তৃষ্ণাতরু যদি ফলিত হয়, তবেই আজ আমি সুপ্রভাত মনে করিব॥ ১৯॥

(১) যূথেশ্বরী।—দ্বিবিধ পরিজনের মহতী সমষ্টির নাম যূথ। "যূথঃ পরিজনানাং স্যাৎ দ্বিবিধানাং মহোচ্চয়ঃ।" গণোদ্দেশ। প্রত্যেক যূথে লক্ষসংখ্যক গুণবতী রমণী বিদ্যমান থাকেন। এক একটী যূথেশ্বরীর এইরূপ শত শত যূথ আছে। যথা—

"আসাং যূথানি শতশঃ খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং।
লক্ষসংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ॥

হন্তৈষ সন্ততমতীব সমেধমানঃ
শশ্বৎ সখীভিরপি সুন্দরি সিচ্যমানঃ।
নাদ্যাপি যৎফলমধাদয়ি কোঽত্র হেতু-
র্হা তৎকদাতিরভসাদবলোকয়িষ্যে ॥ ২০ ॥
রাধে! স তে ন ফলিতো যদি তৎ ফলিষ্য-
ত্যাশ্চর্য্যমস্য ফলমপ্যলসাঙ্গি বুদ্ধে।

হে সুন্দরি! শ্যামে! এষ তর্ষ-বিটপী নিরন্তরমেধমান এবং নিরন্তরং সখীভিঃ সিচ্যমানশ্চ অদ্যাপি যদ্যস্মাৎ ফলং ন অধাৎ, অত্র কো হেতুঃ। হা কষ্টং। তৎ ফলম্ ॥ ২০ ॥

ইত্থং রাধিকায়াঃ তাদৃশবাক্যমবেত্য শ্যামলা ভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণেন সহ সম্ভোগ-

সুন্দরি! দুঃখের কথা বলিব কি? † আমার এই তৃষ্ণা-তরু প্রতি-নিয়তই অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে—আবার সখীগণও তাহাতে সতত বারিধারা সেচন করিতেছে, তথাপি বল দেখি, শ্যামে! তাহা অদ্যাপি ফলিত হইল না কেন? হায়! হায়! কবে আমি কৌতুক-সহকারে তাহার ফল অবলোকন করিব? ॥ ২০ ॥

প্রীতিবিহ্বলা শ্রীরাধার কথা শুনিয়া শ্যামলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন এবং মধুর বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীরাধার মানস-পটে

+ তথাহি পদ।—শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা, অবলা, আইলা রাইর পাশে। যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে, পরাণ অধিক বাসে॥" দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি, মিলল গলায় ধরি। কত না যতনে, রতন আসনে, বৈসয়ে আদর করি॥ রাইমুখ দেখি, হই মহা সুখী, কহয়ে কৌতুক কথা। রজনী বিলাস, শুনিতে উল্লাস অমিয় অধিক গাথা॥ হাস পরিহাসে, রসের আবেশে মগন হইলা রাধা। চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী, শুনিতে লাগয়ে সুধা॥

† তথাহি পদ।—"শুন শুন পরাণের সই! তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥ সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া। সদাই সঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥ সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল। তিল আধ না দেখিলে পরাণ বিকল॥ হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল। দিনে দিনে বাঢ়ি সেই বিরিক্ষি হইল॥ ফলফুলকালে এবে বাড়িল বিপত্তি। জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥

আস্বাদ্যমানমপি সৌরভমাদিতালি
প্রত্যায়য়ত্যননুভূতমিব স্বমুচ্চৈঃ ॥ ২১ ॥
পক্ষ্মাবলী বত যদীয় রসেন শোণে-
নারঞ্জি কঞ্জমুখি ! তন্ন তদপ্যপশ্যঃ।
যৎস্বাদন-ব্যতিকরাদধরো ব্রণিত্ব-
মাগাত্তথাপি তদহো ন কদাপ্যভুংক্থাঃ ॥ ২২ ॥

ব্যঞ্জকং প্রত্যুত্তরমাহ। হে রাধে ! তে তব স তর্ষ-বিটপী ন ফলিতো যদি তদা। ফলিষ্যতি। কিন্তু তস্য বিটপিনঃ ফলমপি আশ্চর্য্যমহং বুদ্ধ্যে। হে অলসাঙ্গি ! ইতি বাহ্যিকৃতং বিলাসং ব্যঞ্জয়তি। আশ্চর্য্যমেবাহ, সৌরভেণ মাদিতোঽলিভ্র্মরঃ পক্ষে আলিঃ সখী যেন, এবম্ভূতং আস্বাদ্যমানমপি তৎফলং স্বং অননুভূতমিব প্রত্যায়য়তি। এতেন অনুরাগস্থায়িভাবো ধ্বনিতঃ ॥ ২১ ॥

আশ্চর্য্যান্তরমাহ। হে কঞ্জমুখি ! রাধে ! যৎফলসম্বন্ধিশোণেন রসে ন তব নেত্রস্থপক্ষ্মাবলি বরঞ্জি রাগযুক্তীকৃতা, তদপি তৎফলং ত্বং অপশ্যঃ। এবং যৎ ফল-স্যাস্বাদনব্যতিকরাৎ পৌনঃপুন্যাৎ তব অধরো ব্রণিত্বং অগাৎ। অহো আশ্চর্য্যং তৎ ফলং ত্বং কদাপি ন অভুঙ্ক্থা ন ভুক্তবতী ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-লীলার মধুময়ী স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কহিলেন—"রাধে ! তোমার তৃষ্ণা-তরু যদিও এখন ফলিত হয় নাই, তাহার জন্য চিন্তা কি ? তাহা অবশ্যই ফলিত হইবে। হে অলসাঙ্গি ! সেই তরুর ফল যে অতীব আশ্চর্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই ফলের সৌরভে কেবল অলিগণই যে প্রমত্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে, আলিগণও (সখীগণও) উন্মাদিত হইয়া থাকে। আরও এই ফলের আশ্চর্য্য গুণ দেখ, ইহা পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইলেও যেন কখন তাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই, এইরূপ অননুভূতের ন্যায় আপনাকে স্পষ্ট প্রতীত করাইয়া থাকে ॥ ২১ ।

কি আশ্চর্য্য ! কমলমুখি ! ঐ যে সেই অদ্ভুত ফলের রসে তোমার চক্ষুর রোমাবলী পর্য্যন্ত অরুণিম হইয়াছে, তথাপি বলিতেছ, সে ফল

শ্যামে ত্বমপ্যলমলক্ষিত-মন্বিতাস্ত
স্বান্তব্রণা হসসি মাং যদতো ব্রবীমি।
বিদ্যুদ্বিহন্তি তিমিরং নিশি যদ্দৃশোস্তৎ
সদ্যঃ পুনর্দ্বিগুণয়েদিতি ভোঃ প্রতীহি॥ ২৩ ॥

অধরনেত্রাদৌ চিহ্নং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহাঙ্গসঙ্গং নিশ্চিন্বন্তী শ্যামলাং প্রতি স্বমনোদুঃখং ব্যঞ্জয়তি। হে শ্যামে! অলক্ষিতো মদীয়-নিরন্তর মনোব্রণো যয়া এবম্ভূতা ত্বং। যৎ যস্মাৎ মাং হসসি, অতো অহং ত্বাং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি। নিশি বিদ্যুৎ দৃশোর্যত্তিমিরং হন্তি, সদ্য এব তত্তিমিরং পুনঃ দ্বিগুণয়েৎ, হে শ্যামে! এতত্তুল্যমেব তেন সহাঙ্গসঙ্গং প্রতীহি। এতদপেক্ষয়া বরমসঙ্গমেব সম্যক্ ॥২৩॥

তোমার নয়নগোচর হয় নাই? ঐ যে সেই ফল পুনঃপুনঃ আস্বাদন করিয়া তোমার অধরপুটেও ব্রণোৎপত্তি হইয়াছে, তথাপি বলিতেছ কি না, আমি কখন সে ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি নাই; ধন্য!!

এ স্থলে রাত্রীকৃত বিলাস-রসের তরঙ্গাবেশে শ্রীরাধার দেহ-লতা অলসাবিষ্ট বলিয়াই সুরসিকা শ্যামলা তাঁহাকে "অলসাঙ্গি!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাম্বূলরাগে নয়নরোমের অরুণিমা ও অধর-পুটে দশনচিহ্ন যে এখনও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, শ্যামলা সরস বাগ্‌ভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥২২

অনুরাগ-স্থায়িভাবের (১) প্রবল আতিশয্যে প্রেমময়ী রজনীর

(১) স্থায়ীভাব। যথা—স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ। উজ্জ্বলে। শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়ীভাব বলে। চিত্তের রঞ্জনকারী ধর্ম্মবিশেষকে রতি কহে (রতিশ্চেতোরঞ্জকতা-সুখভোগানুকূল্যকৃৎ। (অলঙ্কারকৌস্তুভঃ)। ইহাতে স্থায়ী ভাবের এইরূপ লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—
'আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্য পৃথক্ তয়া॥"
অর্থাৎ রজতমশূন্য অর্থাৎ অবিদ্যারহিত এবং শুদ্ধসত্বময় বা চিদ্রূপে অবস্থিত চিত্তের এমন এক অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, যাহা রসাস্বাদরূপে কার্য্যের কারণ স্বরূপ, বিজ্ঞজন সেই হ্লাদিনী শক্তির আনন্দাত্মক বৃত্তিকেই স্থায়িভাব কহিয়া থাকেন।

রাধে! কলানিধিরয়ং বিধিনোপনীত
স্ত্বাং সন্ততাম্বুতময়ৈরধিনোৎকরাগ্রৈঃ।
যত্তৎকলাঃ স্বয়মহো! কুচয়োর্বিভর্ষি
বিদ্যুন্নিভত্বপরিবাদগথাপি দৎসে ॥ ২৪ ॥

অনুরাগাতিশয়েন রাধয়া জ্ঞাতং শ্রীকৃষ্ণং শ্যামলা তমোনাশক পূর্ণচন্দ্রত্বেন বর্ণয়তি। হে রাধে! অয়ং ন বিদ্যুৎ, কিন্তু সমস্তকলানাং নিধিঃ পূর্ণচন্দ্রঃ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণঃ বিধিনা উপনীতঃ প্রাপিতঃ সন্ নিরম্বরামৃতময়ৈঃ করাগ্রৈঃ পক্ষে হস্তস্থাগ্রৈঃ

বিলাস-ব্যাপার একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রিয়সখী শ্যামলার কথায় তাঁহার হৃদয়-দর্পণে সেই বিলাস-লীলার বিচিত্র চিত্র উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তিনি বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—"শ্যামলে! আমার হৃদয়মাঝে কি যে দারুণ ব্যথা নিরন্তর জাগরূক আছে, তাহা জাননা বলিয়াই তুমি আমাকে এরূপ পরিহাস করিতেছ! আমি সে দুঃখের কথা তোমাকে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শুন! মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময়ী রজনীতে যেরূপ বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া ক্ষণমাত্র অন্ধকার নাশ করিয়া পরক্ষণেই সেই অন্ধকাররাশিকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলে, সেইরূপ, হে সখি! দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ আমার হৃদয়-ব্যথা অতি অল্পক্ষণের জন্য বিদূরিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অদর্শনে আমার সে ব্যথা এক্ষণে দ্বিগুণ দুঃখপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। বলিব কি সখি! বরং ইহা অপেক্ষা তেমন প্রিয়-সঙ্গ না হওয়া ছিল ভাল! ॥২৩॥

সহাস্যমুখে শ্যামলা পুনরায় শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"রাধে!

এক্ষণে অনুরাগ নামক স্থায়িভাবে কাহাকে বলে কথিত হইতেছে। যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবং নবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।"

অর্থাৎ যে রাগ বা তৃষ্ণাবিশেষ স্বয়ং নব নব হইয়া প্রিয়জনের রূপগুণমাধুর্য্যাদি পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইলেও তাহাকে অনাস্বাদনীয়রূপে প্রতীত করায় অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে নবীন নবীনরূপে নিত্যাস্বাদ্যমান বোধ করায় তাঁহার নাম অনুরাগ।

শ্যামে! স মে সখি! দদৌ নু কলঙ্কমেব
সত্যং কলানিধি রসাবিতি বঃ প্রতীতঃ।
দত্তে কদাপি মম দৃষ্টি-চকোরিকা যৈ
জ্যোৎস্নাকণং যদপি তন্ন পুনর্নিকামং॥ ২৫॥

তাং অধিনোৎ সুখয়ামাস। যৎ যস্মাৎ তস্য কলাঃ স্বয়মেব কুচদ্বয়ে বিভর্ষি, তথাপি খদ্যোতরূপং পরিবাদং দংসে দদসে॥ ২৪॥

সুহৃদ্বাক্যস্য প্রামাণ্যাত্তস্য চন্দ্রত্বমভ্যুপগম্যোবাহ। হে সখি। যদ্ যস্মাৎ স মে মহ্যং ত্বয়া ব্যঞ্জিতং কলঙ্কমেব দদৌ। তস্মাৎ স নিজং কলঙ্কং মহ্যং দত্ত্বা সত্যং বো যুষ্মাকং অসৌ কলানিধিরিতি প্রতীতঃ ইতি এবম্প্রকারেণাসৌ কলানিধিঃ প্রতীতঃ খ্যাতঃ, কর্ত্তরি ক্তঃ। কিন্তু কদাচিৎ মম উপকারকর্ত্তৃত্বমপি তস্য নাস্তীত্যাহ। যদ্যপি জ্যোৎস্নাকণং দত্তে তথাপি ন নিকামং যথেষ্টং তথা চ ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে মম নেত্রস্যাপি ন সম্পূর্ণসুখদায়কত্বং তস্যেতি ভাবঃ॥ ২৫॥

অনুরাগের মহাতরঙ্গে মজিয়া তুমি যাঁহাকে বিদ্যুৎ মনে করিতেছ, বাস্তবিক তিনি বিদ্যুৎ নহেন,—নিখিল তমোরাশিনাশী কলানিধি পূর্ণচন্দ্র। অনুকূল বিধির বিধানে সেই নিখিল কলানিধি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার পার্শ্বে উদিত হইয়া স্বীয় অমৃতময় করাগ্র দ্বারা (উত্তম কিরণ; পক্ষে নখ দ্বারা) তোমাকে নিরন্তর প্রীতি-প্রফুল্লা করিয়াছেন। আমরি! ঐ যে তাঁহার কলা সকল এখনও তুমি স্বীয় বক্ষোজদ্বয়ের উপর বহন করিতেছ; কি আশ্চর্য্য! তথাপি তুমি তাঁহাকে বিদ্যুৎসদৃশ বলিয়া তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছ কেন?॥২৪॥

প্রিয়সখী শ্যামলার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ব্রীড়াব্যঞ্জক দৃষ্টিতে স্বীয় বক্ষের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—বাস্তবিকই সেই নিখিল কলা-কুশল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস-দীপ্ত করাগ্র-কলা অর্থাৎ নখাঙ্কনিচয় তখনও তাঁহার স্তনমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শ্রীরাধা শ্যামলার বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন "শ্যামলে! তোমরা তাঁহাকে যে কলানিধি বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে; তিনি

রাধে স্ফুটং বদ ভবন্মুখপঙ্কজোত্থ
নক্তং তনেহিত-সুধা-দ্যুধুনী বিধূয়।
তাপং নিমজ্জয়তু মাং স্বমনুপ্রভাতে
কৃত্যান্তরং মম কথং তদৃতে সুসিদ্ধ্যেৎ ॥২৬॥

হে রাধে! অবহিত্থাং মা কুরু, স্ফুটং বদ। ভবন্মুখপঙ্কজোত্থা যা রাত্রি-সম্বন্ধি-বিলাসরূপা সুধাময়গঙ্গা সা মম তাপং বিধূয় দূরীকৃত্য মাং স্বমনু স্বস্মিন্ নিমজ্জয়তু, অতএব তদৃতে তাদৃশ গঙ্গামজ্জনং বিনা প্রভাতে মম কৃত্যান্তরং কথং সিদ্ধ্যেৎ? সদাচারজনানাং প্রাতঃস্নানস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ বাস্তবার্থস্তু তব বিলাসবার্ত্তা শ্রবণং বিনা মম কৃত্যান্তরং ন রোচিষ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

আমাকে কলাদানের পরিবর্ত্তে কেবল নিজের কলঙ্কই প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তোমাদের নিকট 'কলানিধি' বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কখনও আমার বিশেষ কোন উপকার করিয়াছেন, বোধ হয় না। যদিও তিনি কোন সময়ে আমার নয়ন-চকোরীকে কিরণ-কণা দান করিয়া থাকেন, তাহাও যথেষ্ট নহে, তাহাতে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় ত দূরের কথা, কেবল এই এক নয়নেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ সুখোদ্রেক হইলেও, সার্থক মনে করিতাম ॥২৫॥

শ্যামলা কহিলেন—"রাধে! অবহিত্থা† ছাড়, মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মুখ-কমল-নিঃসৃতা রজনী-বিলাসরূপা সুধাসুরধুনীতে অবগাহন করিয়া সকল তাপ দূরীভূত করিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাকে সে সুধা-সরিতে শীঘ্র নিমজ্জিত কর। সখি! জান ত, সদাচারী ব্যক্তিগণের, যেমন প্রাতঃস্নান না করিলে কোন কৃত্যই সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ প্রভাতে তোমার এই সুধা-সরিতে অবগাহন না করিলে কিরূপে আমার

† অবহিত্থা।—আকারগুপ্তিঃ অর্থাৎ আকার গোপনের নাম অবহিত্থা। কাপট্য, লজ্জা, ভয়, গৌরব ও দাক্ষিণ্য হেতু এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

শ্যামেঽধিকুঞ্জনিলয়ং নববনীলকান্তি-
ধারা যদা স্নপয়িতুং নিশি মাং প্রবৃত্তা।
তর্হ্যেব পঞ্চশর-সঞ্চয়-নাট্যরঙ্গ-
ভূমিঞ্চ কেন চ কাঞ্চন যাপিতাঽসম্ ॥২৭॥

শ্যামরা প্রার্থিতং বিহারশ্রবণং জ্ঞাত্বা তং বিহারং বক্তুং প্রবৃত্তাপি অনুরাগবশাৎ পর্য্যবসানে তস্য বিদ্যুন্নিভত্বমেব ব্যবস্থাপয়িষ্যন্তী রাধা আহ। হে শ্যামে! অধি-কুঞ্জনিলয়ং কুঞ্জগৃহে নবীননীলকান্তিধারা যদা মাং স্নপয়িতুং প্রবৃত্তা তদৈব পঞ্চ-শর-সঞ্চয়স্য কন্দর্প-সমূহস্য নাট্যসম্বন্ধিনীং কাঞ্চনরঙ্গভূমিং কেন যাপিতা প্রাপিতা অহং আসং, অহং রঙ্গভূমিং কেনাপি প্রাপিতা বভূবেত্যর্থঃ। কেনেতি পদেন ঔৎ-সুক্যেনেতি সূচয়তি। তথাচ তদানীং নখাশিখবপর্য্যন্তং কন্দর্পসমূহেন পরিপূর্ণা সতী ব্যাকুলৈবা ভূবমিতি ভাবঃ ॥২৭॥

অন্যান্য কৃত্য সিদ্ধ হইবে? বাস্তবিকই তোমার বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ-ব্যতিরেকে আমার কোন কার্য্যই ভাল লাগিতেছে না ॥২৬॥ *

এইরূপে শ্যামা বিহার-বার্ত্তা শ্রবণের নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, শ্রীরাধা প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একান্ত অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বিদ্যুৎ-সদৃশ প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"শ্যামলে! রজনীতে নিকুঞ্জ-নিলয়ে আমি যখন শ্যাম-সৌদামিনীর নবনীলকান্তিধারায় অভিষিক্ত হইতেছিলাম, তখন মনে হইল, কে যেন আমাকে অসংখ্য কন্দর্পের নাট্যরঙ্গভূমিতে লইয়া গেল, সেই সময় আমার মস্তকের কেশাগ্র

* তথাহি পদ।—"কহ কহ সখি। নিকুঞ্জ-মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ। চপলে ঝাঁপল নবু জলধর নীল উতপল চন্দ॥ ফণী মণিবর, উগরে নিরখি, শিখিনী আনত গেল। সুমের শিখরে, সুরতরঙ্গিণী কেবল তরল ভেল॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব, নূপুর অধিক তাহে। মুকামনটমে তুরিত ত্রিকল্প,'ঐছন সকল শোহে॥ না কর গোপন, নিজ পরিজন, ইহ বুঝি অনু-মান। বিদ্যাপতি কৃত কৃপাহে তাহারি, কোন জন ইহ গান॥

তেভ্য স্ততঃ কিমপি সভ্যতয়া নটেভ্যো
হ্যস্যন্ত্যদাং স্বনিখিলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমুদ্রাঃ।
কিং বাহমপ্যনটমত্র বিচিত্রমেতৎ
স্মর্ত্তুং ন সম্প্রতি সখি প্রভবামি কিঞ্চিৎ ॥২৮॥
রাধে! স পঞ্চশর-কোটি নটানপি স্বৈ-
র্নাট্যৈর্বিলক্ষয়তি কোঽপি বিলাস-সিন্ধুঃ।

ততস্তদনন্তরং কিং সভ্যতয়া হেতুনা নৃত্যদর্শনাত্তুষ্যন্তী অহং তেভ্যঃ কন্দর্প-স্বরূপঃ নটেভ্যঃ স্বকীয়নিখিলেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপাঃ 'রূপেয়া' ইতি প্রসিদ্ধা মুদ্রাঃ অদাং, কিম্বা অহমপি তত্র বিচিত্রমনটং, তৎসর্ব্বং স্মর্ত্তুং ন প্রভবামি। অনটমিতি পদেন সম্ভোগেঽপি সন্দেহো ধ্বনিতঃ ॥ ২৮ ॥

হে রাধে! কোঽপি শ্রীকৃষ্ণরূপঃ বিলাসসিন্ধুঃ স্বৈর্নাট্যৈঃ করণৈঃ কন্দর্পস্বরূপ-

হইতে পদের নখশিখর পর্য্যন্ত কন্দর্পরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি প্রবল ঔৎসুক্যভরে অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া পড়িলাম ॥২৭॥ †

তারপর সখি! বড়ই আশ্চর্য্য-ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি সেই রঙ্গভূমির সভ্যরূপে সেই অনঙ্গ-নট-নিচয়ের নৃত্যকলা দেখিতে দেখিতে এমনই হর্ষ-বিহ্বলা হইলাম, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপা 'রূপেয়া' (মুদ্রা) সেই নটগণের করে সমর্পণ করিলাম। ইহার পর তথায় যে কি বিচিত্র নৃত্য-রঙ্গ আরম্ভ হইল, সখি! আমি এখন বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না ॥২৮॥

শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃই যেন এইরূপে সম্ভোগে সংশয় কল্পনা করি-

† তথাহি পদ।—"তড়িৎ লতাতলে, জলদ সমারল, আঁতরে সুরধুনী ধারা। তরলতিমির শশীসুর গরাশল, চৌদিশে খসি পড় তারা ॥ সখি হে! কি কহব নাহিক ওরে। স্বপন কি পরতেক কহিতে না পারিয়ে কি অতি নিকট কি দূরে ॥ ধ্রু ॥ অম্বর খসল, ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগ ডোলে। খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু, চঞ্চরীগণ করু রোলে ॥ প্রলয়-পয়োধি-জলে জনু ঝাঁপল, ইহ নহে যুগ অবসানে। কো বিপরীত কথা পাতি আয়ব কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

তং চাপ্যনর্ত্তয়দহো ভবতী স্মরাজৌ
তৎসূত্রধার-পদবীমপি ভো! ত্বদাগাৎ ॥২৯॥
শ্যামে! ব্রবীষি যদিদং যদবোচমন্যা
যাশ্চানুভূতি-ততয়ঃ কতি বানিরুক্তাঃ।

কোটিনটাং বিলক্ষয়তি বিস্মাপয়তি। অহো! আশ্চর্য্যং তং চাপি বিলাসসিন্ধুং স্মরাজৌ কন্দর্পযুদ্ধে ভবতী অনর্ত্তয়ৎ। ততস্মাৎ ত্বদা নৃত্যকারয়িত্রীরূপাং সূত্রধারপদবীমপি অগাৎ, কথং সভ্যতয়েতি ব্রূষে কিন্তু বৈপরীত্যাচরণমপি অশিক্ষয়দিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

হে শ্যামে! ত্বং যদ্ ব্রবীষি এবং অহমপি যদবোচং এবং অন্যা মম্যা বা অনিরুক্তা অন্যাঃ কতি বা অনুভূতিততয়ঃ সন্তি এতৎসর্ব্বং কিং ইন্দ্রজালং বা মম মনসঃ ভ্রমো

লেন। সুচতুরা শ্যামলা তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে! যিনি নিজ নাট্য-কলা দ্বারা কন্দর্প-কোটি-নটকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া থাকেন, তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সিন্ধুকেও যখন কন্দর্প-রণে নাচাইয়াছ, তখন হে সখি! তুমি ত সূত্রধার * পদবী লাভ করিয়াছ; তবে কেন তুমি 'সভ্যারূপে নৃত্য দর্শন করিয়াছি', এরূপ মিথ্যা কথা কহিলে? ইহাতে বৈপরিত্যাচরণ শিক্ষা দেওয়া হইল না কি? ॥২৯॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"শ্যামলে! তুমি যাহা কহিলে এবং আমিও যাহা কহিলাম, তদ্ব্যতীত তোমার বা আমার অজ্ঞাত আরও যে কত-শত অনুভূতি আমার হৃদয়মাঝে বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। বল বল সখি! এ সকল কি? ইন্দ্রজাল! না স্বপ্ন! অথবা আমার চিত্ত-বিভ্রম মাত্র। এখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই

* সূত্রধার।—নান্দ্যন্তর-সকারী। স তু রঙ্গভূমিং পরিক্রম্য নাটকীয় কথা সূত্র সূচকঃ। অর্থাৎ নান্দী বা মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠের পর যে ব্যক্তি রঙ্গভূমি পরিক্রমা করিয়া নাটকীয় কথা সূত্ররূপে সূচনা করেন তাঁহাকে সূত্রধার কহে।

তৎসর্ব্বমেতদপি হন্ত কিমিন্দ্রজালং
স্বপ্নো নু বা ভ্রমভরো মনসোঽথবা মে ॥৩০॥
রাধে! যদাস্য-সরসীরুহ-গন্ধ এব
মন্দীকরোতি কুলজা-কুল-মালি! দূরাৎ।

না যথা অত্যন্ততৃষ্ণা আতুরস্যজনস্য স্বপ্নাদৌ পানকাদিভোজনে জাতেঽপি নিদ্রাভঙ্গে সতি তস্য জনস্য পূর্ব্ববৎ তৃষ্ণাতুরত্বাৎ তৃপ্ত্যাভাবাচ্চ তদ্ভোজনস্য মিথ্যাত্বং কল্পতে তথা মমাপি তাদৃশবিলাসস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অধুনা রাধয়া সন্দিগ্ধত্বেন উত্থাপিতং মনসো ভ্রমরূপং তৃতীয়পক্ষং শ্যামলা যথার্থত্বেন নিশ্চিনোতি। হে সখি! রাধে! যস্য মুখপদ্ম-সম্বন্ধি গন্ধ এব কুলজাকুলং

স্থির করিতে পারিতেছি না। অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি স্বপ্নে স্নিগ্ধ পানীয় গ্রহণ করিলেও নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন তাহার পূর্ব্ববৎ তৃষ্ণাতুরতাই বিদ্যমান থাকে, এবং স্বপ্ন-কল্পিত পান-ভোজনে তৃপ্তি না হওয়ায় যেমন সে পানভোজন মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহ আমার রজনী-বিলাসও তৃপ্তির অভাবে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বোধ হইতেছে ॥৩০॥ (ক)

আহা! ভাবগোপনের নিমিত্ত শ্রীরাধার কি অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতা! শ্রীরাধা কথার ভাবে প্রকাশ করিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার আদৌ সম্ভোগ সংঘটিত হয় নাই—হইলেও তাহা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা! তখন শ্যামলা হাসিতে হাসিতে পরীহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—সখি! রাধে! উহা ইন্দ্রজাল নহে, যথার্থই তোমার চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছে!

(ক) তথাহি পদ।—"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম-পহরি রহু জাগি। গুরুজন গৌরব, চৌর-সদৃশ, ভেল, দূরহি দূরে রহু ভাগি॥ সজনি। এতদিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব। কানু অনুরাগ-ভুজগে, গরাসল কুল-দাদুরী মতিমন্দ॥ধ্রু॥ আপনক রীত, আপে নাহি সমুঝিয়ে, আন কহিতে কহি আন। ভাবে ভরল তনু, পরিজন বাঢ়িত, গৃহপতি শপথক ঠাম॥ নিন্দউ নিন্দ আন, নাহি হেরিয়ে না জানিয়ে কি ভেল আঁখি। যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে গোবিন্দ দাস একু শাখী॥"(পঃ সং)

তন্মধ্বতীব সুরসং সরসং পিবন্ত্যা
শ্চিত্তভ্রম স্তব মদাদিতি নৈব চিত্রম্ ॥৩১॥
অত্রান্তরে মধুরিকা মিলিতাথ পৃষ্টা
তাভির্জগাদ মধুরং শৃণুতৈতদাল্যঃ!
কস্মৈচিদেব কৃতয়ে ব্রজরাজ-বেশ্ম
প্রাপ্তাদ্য কৌতুকমহো যদমুষ্য পশ্যম্ ॥৩২॥

দূরাদেবান্ধীকরোতি তস্য মুখপদ্মস্য অতীবসুরসং মধু সরসং যথা স্যাত্তথা পিবন্ত্যা স্তব তাদৃশমধুপানজন্যমদাৎ চিত্তভ্রমো নৈব চিত্রম্ ॥৩১॥

অত্রাবসরে মধুরিকা নাম্নী সখী মিলিতা তাভিঃ রাধাদিভি পৃষ্টা সতী মধুরং জগাদ ॥৩২॥

যাঁহার বদন-কমলের মনোহর গন্ধ দূর হইতেই কুলাঙ্গনা-কুলকে অন্ধ করিয়া থাকে, তুমি সেই মুখ-কমলের অতি সুরস মধু যখন অনুরাগের সহিত অতিমাত্রায় পান করিয়াছ, তখন তাদৃশ মধুপান-জন্য মত্ততায় তোমার চিত্ত-বিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে ॥৩১॥

শ্যামার সহিত শ্রীরাধার এইরূপ সরস বাক্যালাপ হইতেছে এমন সময় মধুরিকা (১) নাম্নী এক প্রিয়সখী আসিয়া তথায় মিলিতা হইলেন। সখীগণ সাগ্রহে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি! এখন কোথা হইতে আসিতেছ?"—মধুরিকা কহিলেন—"আমি ব্রজরাজ-ভবন হইতে আসিতেছি। কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমি আজ প্রত্যূষেই তথায় গিয়াছিলাম। আহা! তথায় যে কৌতুক দর্শন করিলাম, তাহা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই মনোহর! হে সখিগণ! সে কৌতুকের বিষয় তোমাদিগকে বলিতেছি, শুন ॥৩২॥

(১) মধুরা বা মধুরিকা।—শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ। সুতরাং ৬৪ চতুঃষষ্টী প্রিয়সখীর মধ্যে ইনিও একজন। এই সকল প্রিয়সখী নিজ নিজ যূথেশ্বরী পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের ন্যায় সমস্নেহা। বয়স ১২শ, বৎসর। প্রিয়সখী যূথে পরিগণিতা হইলেও সর্ব্বদা দাসী অভিমানা

ভোঃ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! নলিনেক্ষণ! জাগৃহীতি
গোষ্ঠেশ্বরী স্ব তকুচাংশুজমাহ্বয়ন্তী।
তস্মাস্তমেত্য রভসেন বিলোক্য কৃষ্ণ-
মানন্দ-বাষ্পপৃষতৈরিমমভ্যষিঞ্চৎ ॥৩৩॥

বাষ্প-পৃষতৈর্বাষ্পবিন্দুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রভাতে গোষ্ঠেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের শয়ন-কক্ষস্থ শয্যাপ্রান্তে উপনীত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে নিদ্রা-মগ্ন শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে—"ওঁ কৃষ্ণ! ও বাপ্ নলিনাক্ষ! উঠ, জাগরিত হও"—এই-রূপ স্নেহ-পূরিত বাক্যে পুত্রকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে সময় স্নেহাতিশয়বশতঃ তাঁহার স্তনযুগল-নিঃসৃত দুগ্ধ-ধারায় এবং নয়ন-নির্গলিত আনন্দাশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণের অলসাবিষ্ট শ্যামতনুখানি অভিষিক্ত হইয়া উঠিল ॥৩৩॥ †

† তথাহি পদ।—"সবারে সকল, কাজে নিয়োজিয়া, আনন্দে নন্দের রাণী। কানুর শয়ন-ভবনে আসিয়া, কহয়ে মধুর বাণী॥ উঠহ বাছনি, যুচাও নিছনি, আলস করহ দূর। তোর সখাগণে, ভরিল ভবনে, উদয় করিল সূর॥ রামের বসন পরিলা কখন, কে নিল বসন তোর। রাতা উতপল, নয়ন যুগল, কি লাগি দেখিয়ে জোর। নীল নলিন, আতপে মলিন, কেন বা এমন দেহ। উনমত হেয়া, ধূলায় ধাইয়া, কে দিঠি দিলে বা কেহ॥ হিয়ার উপর কণ্টকে আঁচোড়, গিয়াছিলা কোন বনে। আমার কপালে, না জানি কি ফলে, পরাণে মরিব মেনে। দেবতা কতেক দানব যতেক ফিরয়ে গহন বনে। সে সব দেখিল, তাহা যা হইল, হেনই বাসিয়ে মনে॥ দেবের কারণে, মঙ্গলাচরণে পূজিব সিনান করি। এ দধি ওদন, করিয়া যতন ভুঞ্জাব উদর ভরি। মায়ের বচনে, জাগিয়া তখনে, হাসয়ে গোকুল রায়। দেবতা সেবনী, আইলা তখনি, যশোদা বন্দিল পায়। রাণীর নন্দন, গৌরীর চরণ, সঘনে জপন করে। শেখর যুকতি, শুন যশোমতী, কি ভয় তাহার তরে॥

শয্যোত্থিতস্য দরঘূর্ণদৃশোঽথ তস্য
জৃম্ভা বিসর্পদুরুসৌরভ-মাদিতালেঃ।
সম্মোটনাতিভর ঈর্ষ্যগুদঞ্চদাস্য-
পদ্মৈক-পার্শ্ব-চলিত স্খলিতালকালেঃ ॥ ৩৪ ॥
আপাদশীর্ষমথ পাণিতলাভিমর্শে
'অব্যাদজোঙ্ঘ্রি' মিতি মন্ত্রমুদাহরন্তী।

শয্যোত্থিতস্য কৃষ্ণস্য অব্যাদজোঙ্ঘ্রি মিতি মন্ত্রমুদাহরন্তী ব্রজরাজ্ঞী, অখিলাঙ্গং সংরক্ষ্য উর্দ্ধদৃষ্ট্যা নারায়ণস্থানে কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ।

অনন্তর জননীর স্নেহময়-আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন। শয্যা হইতে উত্থিত হইবার কালে, তাঁহার নয়ন-কমল ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং জৃম্ভাত্যাগকালে তাঁহার বদনকমলের মধুর সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, মধুকরনিকর প্রমত্ত হইয়া উঠিল। আবার তিনি যখন আলস্যভরে অঙ্গ-মোটন করিলেন, তখন তাঁহার বদনখানি বক্র-ভাবে উর্দ্ধদিকে অবস্থিত হওয়ায়, বোধ হইল; যেন একটী ঢল ঢল প্রভাত-কমল উর্দ্ধদিকে ফুটিয়া উঠিল। সেই বদন-কমলের একপার্শ্বে বলিত এবং অপরপার্শ্বে বন্ধন-স্খলিত অলকাবলী, তখন পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৪ ॥

তারপর ব্রজরাজ-মহিষী শ্রীকৃষ্ণের আপাদমস্তক করতল দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে "অব্যাদজোঙ্ঘ্রি" (১) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ

(১) "অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি"।—এই মন্ত্রটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম, স্ক, ৬ষ্ঠ অ, ১৯ শ্লোক। যথা—

"অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তবজান্বথোরু
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎকেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কং ॥"

বাৎসল্যভাবময়ী শ্রীযশোদা নিত্য শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে এই বীজন্যাসে রক্ষাবন্ধন করিয়া থাকেন। যথা,—ভগবান্ অজ তোমার পদদ্বয় রক্ষা করুন, মণিমান্ তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ তোমার

সংরক্ষ্য তূর্ণমখিলাঙ্গমথোর্দ্ধদৃষ্ট্যা
কিঞ্চিৎ সকাকুভরমর্থয়তে স্ম রাজ্ঞী ॥ ৩৫ ॥

যুগ্মকম্।

দেবাধিদেব ভবতৈব চিরাৎ সুতোঽয়ং
দত্তঃ স্ববন্ধুজনজীবনতামুপেতঃ।
পাল্যোঽপি নাথ ভবতৈব কৃপাভরেণ
স্বৈনৈব কামপচিতিং তব বেদ্মি কর্ত্তুম্ ॥ ৩৬ ॥

কথন্তু তস্য তাদৃশমুখপদ্মস্য একপার্শ্বে চলিতা অপরপার্শ্বে বন্ধনাৎ স্খলিতা অলকশ্রেণী যস্য ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণঃ উপেতঃ প্রাপ্তঃ স্বেনৈব কৃপাভরেণ পাল্যঃ তবকামপচিতিং পূজাং কর্ত্তুং বেদ্মি, অপিতু ন কামপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া সমস্ত অঙ্গের রক্ষাবিধান করিলেন। পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাতরবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

"হে দেবাধিদেব! তুমি কৃপা করিয়া বহু কালের পর নিজের ও বন্ধুজনের জীবনস্বরূপ এই পুত্ররত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তোমারই অসীম-করুণায় ইহাকে লালনপালন করিতেছি। হে নাথ! আমি তোমার পূজাই বা কি জানি? পরন্তু কিছুই জানি না। অতএব দেখো দয়াময়! বাছার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে" ॥ ৩৬ ॥

উরুদ্বয়, অচ্যুত তোমার কটিদেশ, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ তোমার উদর, ইন অর্থাৎ সূর্য্যদেব তোমার কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

সা রোহিণী-ভগবতী-মুখরা-কিলিম্বাঃ
কৃষ্ণেক্ষণোৎক-মনসঃ সহসা মিলন্তীঃ।
দৃষ্ট্বা যথার্হমভিবাদন-ভাষণাদ্যৈঃ
সম্মান্য পুত্রমপি বন্দয়তে স্ম হৃষ্টা॥ ৩৭

সা যশোদা মিলন্তীঃ রোহিণ্যাদ্যা দৃষ্ট্বা অভিবাদনাদ্যৈঃ সম্মান্য শ্রীকৃষ্ণমপি বন্দয়তেস্ম নমস্কারং কারয়তিস্ম॥ ৩৭॥

ইত্যবসরে রোহিণীদেবী (১), ভগবতী পৌর্ণমাসী (২), মুখরা এবং ধাত্রী কিলিম্বা (৩), শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গোষ্ঠেশ্বরী স্বয়ং সহর্ষে অভিবাদন সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সম্মাননা করিয়া পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাও তাঁহাদের বন্দনা করাইলেন॥ ৩৭॥

(১) রোহিণী দেবী—বলদেবের মাতা এবং বসুদেবের ভার্য্যা। কশ্যপপত্নী সুরভির অংশে জাত। যথা—হরিবংশে—

"দেবকী রোহিণী চেমে বসুদেবস্য ধীমতঃ।
রোহিণী সুরভির্দেবী অদিতির্দেবকী হ্যভূৎ॥"

ইনি আনন্দময়ী ও কৃষ্ণের 'বড় মা' বলিয়া খ্যাত। ইনি বলরাম অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ করেন। যথা—

"রোহিণী সুহৃদস্যাস্ত প্রহর্ষা রোহিণী সদা।
স্নেহং যা কুরুতে রাম স্নেহাৎ কোটিগুণোত্তরম্"॥—গণোদ্দেশ।

(২) তথাহি পদ।—দেবী ভগবতী, পৌর্ণমাসী খ্যাতি, প্রভাতে সিনান করি। কানুর দরশে, চলিলা হরষে, আইলা নন্দের বাড়ী॥ শিরে শুভ্র কেশ, তপস্বীর বেশ, অরুণ বসন পরি। বেদময় কথা, যন হেলে মাথা, করেতে লগুড় ধরি॥ দেখে নন্দরাণী, ধাইয়া অমনি পড়িলা চরণ তলে। তারে কোলে লৈয়া, শির পরশিয়া আশীষ বচন বলে॥ সতী-শিরোমণি, অখিলজননী, পরাণ বাছনি মোর। পতিপুত্র সহ, ধেনু বৎস সব, কুশলে থাকহ তোর॥ রাণী তাঁরে লৈয়া, তুরিতে আসিয়া, দেখয়ে পুত্রের মুখ। গায়ে হাত দিয়া, উঠায় ধরিয়া স্নেহে দরদর বুক॥ নয়নের নীরে, স্তন ক্ষীরধারে, ভিগয়ে বুকের বাস। ধনিষ্ঠার পাশে, দেখি মনে হাসে, এ যদুনন্দন দাস॥

গান্ধর্বিকে শৃণু যদন্যদভূদ্বিচিত্রং
নীলাংশুকং স্বতনয়োরসি বীক্ষ্যমাণাম্।
তামাহ সৈব ভগবত্যয়ি! গোষ্ঠরাজ্ঞি!
রামাম্বরেণ পরিবর্ত্তিতমস্য বাসঃ॥ ৩৮॥

বীক্ষ্যমাণাং তাং যশোদাং সা ভগবতী পৌর্ণমাসী আহ। রামস্য বলদেবস্য গূঢ়ার্থশ্চ রামায়া অম্বরেণ॥ ৩৮॥

মধুরিকার এই মধুময়ী কথা সখীগণের কর্ণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রবোধন-কাহিনী শুনিবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিতা হইলেন। মধুরিকা সানন্দে শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—গান্ধর্বিকে! তারপর তথায় আরও যে সকল বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শুন, সে সময়ে রাজ্ঞী যশোদা পুত্রের বক্ষোদেশে পীতাম্বরের পরিবর্ত্তে তোমার নীলাম্বর দেখিয়া বড়ই সন্দিগ্ধমনা হইলেন—তাই ত কৃষ্ণের অঙ্গে এ নীলাম্বর কোথা হইতে আসিল—শ্রীরাধার বসন হবে না ত? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর সেই নীলাম্বর খানি অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী যশোদার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ও গোষ্ঠেশ্বরি! রামাম্বরের সহিতই তোমার পুত্রের এই বসন বপর্য্যয় ঘটিয়াছে জানিবে।"

লীলা-সহায়িনী পৌর্ণমাসীদেবী (২) যদিও "রামাম্বর" বাক্যে

(৩) কিলিম্বা ও অম্বিকা শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িনী, এই দুইজনের মধ্যে অম্বিকা শ্রেষ্ঠা এবং ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী। যথা—

"অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রুকে স্তন্যদায়িকে।
অম্বিকেয়ং তয়োর্মুখ্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়া সখী॥"

(২) পৌর্ণমাসী।—যোগমায়া পরাখ্যা মহাশক্তিঃ। ভাঃ ১০ম, ২৯ অ, ১ শ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জবিলাস ও রাসবিলাসাদি সাধনার্থই বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীর বিদ্যমানতা। কিন্তু গোষ্ঠে ও বনে লীলার সার্ব্বাঙ্গিকতা সম্পাদনই যোগমায়ার কার্য্য। যোগমায়াই সর্ব্ব-

'রামা + অম্বর' অর্থাৎ ব্রজরামা শ্রীরাধার নীলাম্বরের সহিত ইঁহার বসন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরী 'রাম + অম্বর' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের বসনের সহিতই বসন-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এইরূপ অর্থবোধ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন ॥৩৮॥

ভূতা স্বরূপশক্তিস্বরূপা। তাঁহার লীলাবতাররূপা ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী। বৃন্দাদি নিখিল লীলাপরিবার তাঁহারই ইচ্ছাধীন ও আজ্ঞাধীন। গোপালচম্পূতে উক্ত হইয়াছে—

"অথ যা খলু সিদ্ধানাং পরিষদি যোগমায়েতি প্রসিদ্ধা, ভক্তিসিদ্ধান্ত সদ্ভাবরতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ "যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ" ইত্যাদিনা ভগবল্লীলাধিকারিতয়া সিদ্ধা স্বরূপশক্তিঃ স্বাভিব্যক্তিমন্তরেণ তাপসীতি ব্যবসীয়তে। যস্যাঃ পৌর্ণমাসীতি নাম ব্যাহার ব্যবহার আসীৎ।"

পূর্ব্বচম্পূঃ ২য়, পূরণ

অর্থাৎ যিনি নিশ্চয় সিদ্ধগণের সভায় যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা এবং ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ সদ্ভাবযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতেও "যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া" ইত্যাদি বাক্য উল্লিখিত হওয়ায় ভগবল্লীলার অধিকারিণী স্বরূপশক্তি নামে প্রসিদ্ধা, কিন্তু তাদৃশ চিন্ময় অচিন্ত্যস্বরূপের অপ্রকাশ বশতঃ যিনি তপস্বিনীরূপে বৃন্দাবন মধ্যে বাস করেন, তিনি পৌর্ণমাসী নামে অভিহিতা। তথাহি ব্রজবিলাসে—

"রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহুর্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে।" যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মান ও অভিসারোৎসব পরিপুষ্ট করিয়া তদুত্থিত সুখরূপা অমৃতরস পুনঃপুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিনি ব্রজধামের নিরত কল্যাণসাধন করিতেছেন সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজনা করি।

ভগবানের ও নিত্যলীলাপরিকরগণের স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদন অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি সংঘটন যোগমায়ার কার্য্য। যিনি লীলার্থ সঙ্কর্ষণকে এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে স্থাপন করেন তাঁহার পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব নহে। কৃষ্ণগণোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—

"পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশীদরায়তা॥
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা॥
সান্দীপনিং সুতং সেয়ং হিত্বাবন্তীপুরীমপি।
স্বাভীষ্ট দৈবত প্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা॥"

ভগবতী পৌর্ণমাসী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী, ইঁহার বসন কষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌর, কেশ কাশকুসুমবৎ শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ব্রজেশ্বরাদির মাননীয়া, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, এবং সান্দীপনি মুনির জননী। ইনি নারদের উপদেশে অবন্তীপুর হইতে নিজের অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবশতঃ গোকুলে বাস করিতেছেন।

তাটঙ্কগারুণ-মণি-প্রতিবিম্ব এব
গণ্ডে বিভাতি তব মাধব শোণশোচিঃ।
ইত্যুক্ত এব স তয়া নিজপাণিনা তং
সদ্যো জঘর্ষ ভবদাধর-রাগভাগম্ ॥ ৩৯ ॥
নারোচয়ৎ যদশনীয়মধিপ্রদোষং
ঘূর্ণাবশাদয়মতঃ কৃশিমানমগাৎ।
তৎ সাম্প্রতং কিমপি ভোজয় রোহিণীত্যা-
দিষ্টা তয়া তদুপনেতুমসৌ জগাম ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য গণ্ডস্থং তাম্বূলরাগং দৃষ্ট্বা সশঙ্কা পৌর্ণমাসী তং কুণ্ডলস্থ বক্রমণি-প্রতিবিম্বিতত্বেন বর্ণয়তি, হে মাধব! শোণশোচিঃ কান্তির্যস্য এবম্ভূতঃ কুণ্ডল-গতারুণমণিপ্রতিবিম্ব এব তব গণ্ডে বিভাতীতি। তস্যা পৌর্ণমাস্যা উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ "হে রাধে! ভবদধরনখক্ষিরাগখণ্ডং স্বপাণিনা অঘর্ষ ॥ ৩৯ ॥

যৎ যস্মাৎ ঘূর্ণা বশাৎ অধিপ্রদোষং প্রদোষে অশনীয়ং ভোজনীয়ং বস্তু ন অরোচয়ৎ, অতঃ কৃশিমানমগাৎ, তস্মাৎ হে রোহিণীতি ॥ ৪০ ॥

তারপর হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে তোমার চুম্বন জন্য অধরের তাম্বুলরাগ সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া, পৌর্ণমাসীদেবী বড়ই শঙ্কিতা হইলেন—বুঝি বা ব্রজেশ্বরীর নিকট এইবার নিকুঞ্জ-লীলার সকল রহস্যই ভেদ হইয়া পড়ে! তখন প্রত্যুৎপন্নমতি পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিতাভাসে কহিলেন—"মাধব! তোমার কুণ্ডল-মধ্যগত অরুণমণি-প্রভা প্রতিবিম্বিত হওয়ায়—আমরি! ঐ যে তোমার সুচারু গণ্ডদেশ সুন্দর লোহিতাভা-বিশিষ্ট হইয়াছে!" পৌর্ণমাসীর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ লজ্জায় ঈষৎ মস্তকাবনত করিলেন এবং নিজ করতল দ্বারা কপোললগ্ন সেই তাম্বুলরাগ তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বহির্দ্দেশে গমনের কালে শ্রীকৃষ্ণ, বিলাস-বৈবশ্য-নিশা-জাগরণের ফলে ঘন ঘন ঘুরিয়া পড়িতে

দাসোপনীত-মণিপীঠ-কৃতোপবেশ-
স্তৎকারিতস্ব সরসীরুহ-ধাবনাদিঃ।
তত্রৈব রাম-বটু-সম্মিলনাশ্রিতশ্রীঃ
রেজে যথেন্দু-তড়িদিন্দুরুচিঃ পয়োদঃ॥ ৪১॥

কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ দাসেন উপনীতং যৎ রত্নপীঠং তৎকৃতোপবেশঃ পুনশ্চ তৈর্দাসৈঃ কারিতো মুখপদ্মধাবনাদির্যস্য তথাভূতঃ সন্ তত্রৈব দন্তধাবনসময়ে বলদেব-মধুমঙ্গলাভ্যাং মিলনেন আশ্রিতা শ্রীঃ শোভা যস্য তত্র দৃষ্টান্তঃ ইন্দুবিদ্যুদ্ভ্যাং ইন্ধা দীপ্তা রুচির্যস্য এবম্ভূতো মেঘো যথা তথেত্যর্থঃ। তত্র ইন্দুস্থানীয়ঃ বলদেবঃ বিদ্যুৎ-স্থানীয়ো মধুমঙ্গলশ্চ॥ ৪১॥

লাগিলেন। ব্রজেশ্বরী পুত্রের সেই ঘন-ঘূর্ণা দেখিয়া রোহিণীদেবীকে কহিলেন—"গত প্রদোষে কৃষ্ণ আমার ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারে নাই, তাই বাছার দেহখানি অতি কৃশ হইয়াছে বলিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে। অতএব যাও রোহিণি! তুমি এখন কৃষ্ণকে কিছু ভোজন করাও।" আহা! স্নেহের স্বভাব কি মধুর! বাৎসল্যরসে বিচিত্রতা কত সুন্দর! স্নেহ কিছুই চায় না—কাহারও অপেক্ষা করে না—স্নেহের প্রবাহ আপন স্বভাবে আপন গৌরবে তরতর বেগে প্রবাহিত হয়। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ভূরিভূরি সম্ভোগ-চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। স্নেহের স্বভাবে পৌর্ণমাসীর ছলনাময়ী কথাই সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। ব্রজেশ্বরীর আদেশমাত্র রামজননী রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভোজনসামগ্রীসকল আনিতে তখনই চলিয়া গেলেন॥ ৪০॥

এদিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠে দাসগণ পূর্ব্ব হইতেই মণিপীঠ আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিপীঠে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেবা-কুশল দাসগণ তখনই তাঁহার বদন-কমল প্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি তাৎকালিক স্ব স্ব সেবাকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

এমন সময়ে রজতকান্তি বলদেব (১) এবং অরুণপ্রভ মধুমঙ্গল (২) আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের উভয়পার্শ্বে উপবেশন করায় এক অপূর্ব্বশ্রী উল্লাসিত হইয়া উঠিল —আমরি! যেন বর্ষণোন্মুখ নবজলধরের একদিকে পূর্ণচন্দ্র, অপরদিকে সৌদামিনীদাম শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

(১) শ্রীবলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ,—শ্রীবসুদেবের পুত্র। মাতা—শ্রীরোহিণী দেবী। পত্নীর নাম—শ্রীরেবতী। নন্দ মহারাজ ও সাধ্বী যশোমতী এই উভয়েই বসুদেব মহাশয়ের পরম মিত্রস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুভদ্রা ভগিনী, বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর। পরম উজ্জ্বল কৈশোর ভাবপূর্ণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং নানাবিধ লীলারসের আকরস্বরূপ। যথা—

"নন্দো মিত্রং পিতুস্তস্য মাতা সাধ্বী যশোমতী।
ভ্রাতা কনীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সুভদ্রা ভগিনী চ সা॥
বয়ঃ ষোড়শবর্ষঞ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো নানা কেলিরসাকরঃ॥—গণোদ্দেশ।

শ্রীবলরামের ধ্যান। যথা—

"শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলচেলধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্॥
কুণ্ডলাশ্লিষ্ট সদগণ্ডং দিব্যভূষাম্বরস্রজম্।
মধুপানে সদাসক্তং সদা ঘূর্ণিত-লোচনম্॥
মুসলং দক্ষিণে পাণৌ বলরাম সদা স্মরেৎ॥"

প্রকারান্তর, যথা—

"বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাঙ্গং শারদেন্দু সমপ্রভম্।
কৈলাস শিখরাকারং ফণাবিকট শিরস্কম্॥
নীলাম্বরধরং কোপং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্॥
মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্॥

প্রণাম মন্ত্র—

"নমস্তেঽস্তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্বজ॥"

(২) মধুমঙ্গল।—শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা ও বিদূষক। ইহারা দেবর্ষি নারদের ন্যায় এবং সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ইঁহার পরিচয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

মৎস্যণ্ডিকা-সুরস-মৈন্দব-সৌরভাঢ্যং
হৈয়ঙ্গবীনমথ রাজত ভাজনস্থম্।
বাৎসল্যমেব কিমু মূর্ত্তময়ী জনন্যা
হৃৎ-পুণ্ডরীকগত মৈক্ষিষতাতিহৃষ্টাঃ॥ ৪২॥

'মিশ্রী' ইতি খ্যাতা মৎস্যণ্ডিকাতয়া সুরসং অথ চ ইন্দুঃ কর্পূরস্তত্র খ্যাতমৈন্দবং সৌরভং তেন চাঢ্যং হৈয়ঙ্গবীনং রজতসম্বন্ধিপাত্রস্থং অমী কৃষ্ণাদয়ঃ এক্ষিষত নব-

ইত্যবসরে রোহিণীদেবী সদ্যজাত নবনীত মিশ্রীচূর্ণ দ্বারা সুরস ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া রৌপ্যপাত্রে লইয়া গোষ্ঠেশ্বরীর নিকট

"ঈষৎ শ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালাবিরাজিতঃ॥
পিতা সান্দীপনিদেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী॥"

অর্থাৎ মধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বস্ত্র গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভূষিত। পিতা—সান্দীপনি মুনি, মাতা—সুমুখী। নান্দীমুখী—ইঁহার ভগিনী এবং পৌর্ণমাসী পিতামহী। "ব্রজবিলাসে" উক্ত হইয়াছে—

"মূর্ত্তো হাস্যরসঃ সদৈব সুমনাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ
প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যয়োরনুদিনং বাগ্দেহভঙ্গ্যুৎকরৈঃ।
হাস্যং যো মধুমঙ্গলঃ প্রকটয়ন্ সংরাজতে কৌতুকী,
তং বৃন্দাবনচন্দ্র নর্ম্মসচিবং প্রীত্যা চ বন্দামহে॥"

অর্থাৎ যিনি মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, যিনি অতিশয় বুভুক্ষার পরবশ, এবং বাক্-ভঙ্গী ও দেহভঙ্গী দ্বারা প্রতিদিন প্রাণাধিক বয়স্য রাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৌতুকপ্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুকসহায় মধুমঙ্গলকে প্রীতিসহকারে বন্দনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধুমঙ্গল যে সান্দীপনি মুনিপুত্র তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। "নম্বতি প্রামাণিকস্য সান্দীপনি মুনেঃ পুত্রস্য মধুমঙ্গলস্যৈতাদৃশৌদ্ধত্য-মনুচিতমিত্যাহ।" "গোপালচম্পূঃ" গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

যশ্চ সর্ব্ববিদ্যানিকায়তত্ত্বজ্ঞাঃ স্নাতকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রহস্য নর্ম্মাণি বর্দ্ধয়িতুকামঃ তদ্বয়স্যতাং বশ্যতামানিন্যে বহিশ্চাবিদুষণস্যৈব প্রথিত এব দেবর্ষিপ্রকৃতি তয়া তস্য কৌতুক কৃতে বিদূষকতামপি বিভূষয়াম্বভূব, স খলু মধুমঙ্গলনামা।—পূঃ, ২য় পূরণ।

রাজ্ঞ্যাথ তে প্রতিমুহুঃ পরিবেশিতেন
তেনৈব তৃপ্তিমগমন্মধুমঙ্গলস্তু।
ঊচে ততঃ কিমপি ভোক্তুমপারয়ন্ন-
প্যস্মি ক্ষুধার্ত্ত ইতি সা তদদাদমুষ্মৈঃ ॥ ৪৩ ॥

নীতমুৎপ্রেক্ষস্তে। জনন্যা যশোদায়া হৃদয়পদ্মগতং বাৎসল্যং কিং মূর্ত্তিমদেব সৎ বহির্ভূতম্ ॥ ৪২ ॥

রাজ্ঞ্যা যশোদয়া প্রতিমুহুঃ প্রতিবারং পরিবেশিতেন তেন হৈয়ঙ্গবীনেন কবলেন তে রামাদয়ঃ তৃপ্তিমগমন্ মধুমঙ্গলস্তু ভোক্তুং অপারয়ন্নপি অহং ক্ষুধার্ত্তোঽস্মীতি ঊচে ততস্তদনন্তরং যশোদা তং হৈয়ঙ্গবীন মমুষ্মৈঃ মধুমঙ্গলায় প্রাচুর্য্যেণ পুনরদাৎ ॥ ৪৩ ॥

উপস্থাপিত করিলেন। তখন রামকৃষ্ণ, বিশেষতঃ মধুমঙ্গল অতীব উল্লাস-সহকারে তাহা দেখিতে দেখিতে মনে করিতে লাগিলেন—'অহো! জননীর হৃদয় পদ্মস্থিত বাৎসল্যরসই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া নবনীতরূপে এই রজতপাত্রে আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী সেই নবনীত লইয়া রামকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গলকে মুহুর্মুহুঃ পরিবেশন করিতে লাগিলেন, তাহাতে রামকৃষ্ণ পরম-পরিতৃপ্তি লাভ করিলেও, ঔদরিক মধুমঙ্গলের আর তৃপ্তি হয় না। ভূরিভোজনে উদর স্ফীত হইয়াছে, আর কণামাত্র গলাধঃকরণেরও সামর্থ্য নাই, তথাপি তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"মা আমার পেট ভরিল কৈ? আমি যে ক্ষুধিতই রহিলাম!" ইহা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী হাসিতে হাসিতে সেই পেটুক-চূড়ামণি বটুকে প্রচুর পরিমাণে নবনীত প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ (খ)

(খ) তথাহি পদ।—"আওল রাম শুনহ উতরোল। চরণ-বিলম্বিত নীলনিচোল॥ সুরযুত গলিত ফিরে কান্তি। রে রে নয়নকমল কত ভাতি॥ অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়। গোদোহন দাম-রেজ ধরু তায়॥"

"আওত রে মধুমঙ্গল তালি। হেরি সখাগণ দেয় করতালি॥ চলইতে চরণ পড়য়ে তিন

গা-দোগ্ধু মুগ্ধুরধিয়োঽপি বৃথোদ্যমাস্তে
গোপা বভূবুরথ তর্ণকমণ্ডলাশ্চ ।
চূষন্ত এব ন পয়ঃ কণমাত্রগাসা-
মাপীনতোঽদ্য যদবাপুরতো বিষেদুঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থং শ্রীযশোদাকৃতলালনসময়ে কেনাপি গোপেনাগত্য কিমপ্যুক্তমিত্যাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। কেনচিৎ গোপেন উপেত্য নিকটমাগত্য স শ্রীকৃষ্ণ উক্তঃ কথিতঃ ততশ্চাসৌ শ্রীকৃষ্ণ উদস্থাৎ উত্থিতবান্, অসৌ কিম্ভূতঃ নিজাস্য দরহাস্য-সুধাভিষেকৈর্মাতৃঃ শ্রীযশোদাপ্রভৃতীঃ নিজমুখস্য ঈষদ্ধাস্যরূপো যঃ সুধাভিষেকস্তৈঃ সুখয়ন্ কিন্তু তৈরভিষেকৈঃ স্বানন্দং স্বসুখং কথয়িতুং শীলং যেষাং তৈঃ। পুনশ্চ মুখকমলং তাম্বুলরঞ্জিতমলং কলয়ন্ অলং কুর্ব্বন্ গোদুহা উপেত্য কিমুক্তমিত্যাপেক্ষয়া আহ। তে প্রসিদ্ধা গোপা গা-দোগ্ধুং উদ্ধরধিয়োঽপি নিপুণবুদ্ধয়োঽপি বৃথোদ্যমা বভূবুঃ। এবং যৎ যস্মাত্তর্ণকমণ্ডলাশ্চ বৎসসমূহাশ্চ চূষন্ত এব স্থিতাঃ ন আসাং শিশবঃ আপীনতঃ স্তনেভ্যঃ পয়ঃকণমাত্রম্ আপুঃ। অতো হেতোর্গোপাঃ সর্ব্বে বিষেদুঃ বিষণ্ণা বভূবুরিতি ॥ ৪৪ ॥

বাৎসল্যরসের প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি রাজ্ঞী যশোমতী যখন রাম-কৃষ্ণকে এইরূপ ভোজন করাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে একজন গো-দোহনকারী গোপ তাঁহাদের নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"গোষ্ঠ-যুবরাজ! গোষ্ঠের সংবাদ বড়ই আশ্চর্য্যজনক! দোহন-দক্ষ প্রসিদ্ধ গোপগণও গো-দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আজ বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন—বিন্দুমাত্রও দুগ্ধ দোহন করিতে পারেন নাই। এমন কি বৎসসকল স্তন আচুষণ করিয়াও স্বীয় জননীর আপীন (পালান) হইতে কণামাত্রও দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় নাই। এ জন্য গোপগণ বড়ই বিষণ্ণ হইয়াছে ॥৪৪

বন্ধ। ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দীপঙ্ক ॥ কহই বদনে করত কত ভঙ্গ। নাচত সঘনে বাজায়ত অঙ্গ ॥ ভোজন-সরবন্ধ সব অনুবন্ধ। অবিরত প্রাতে লাগায়ত দ্বন্দ্ব ॥ মধুগুড়লোভিত বাউল চিত। বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥ কতিহু না পেখিয়ে ঐছন চালি। করইতে প্রতি দেই দশ গালি ॥ গোবিন্দদাস শুনি অদ্ভু গুণগান। দ্বিজ পায়ে করল লাখ পরণাম ॥ (পঃ কঃ)

গাবস্তবাধ্বনি ধৃতাশ্রুকৃতাক্ষিযুগ্মা
ন প্রসূবস্ত্যপগতাম্ লিহন্তি বৎসান্।
হম্বা-ধ্বনি-ধ্বনিত দিগ্বলয়া বিলম্বং
সোঢ়ুং দরাপি ন হি সম্প্রতি শক্নুবন্তি ॥ ৪৫ ॥
ইত্যেব কেনচিদুপেত্য স গোদুহোক্তো
মাতুর্নিজাস্য-দরহাস্য-সুধাভিষেকৈঃ।
স্বানন্দশংসিভিরসৌ সুখয়ন্ মুখাব্জং
তাম্বূলরঞ্জিতমলং কলয়ন্নুদস্থাৎ ॥ ৪৬ ॥

সন্দানিতকম্।

দোহং সমাপ্য বলভদ্র সহানুজস্ত্বং
মল্লাজিরং ব্রজসি চেৎ কুরু মা বিলম্বম্।

তব অধ্বনি পথি ধৃতানি দিগ্বলয়ানি যাভিরেবম্ভূতাস্তা গাবঃ সম্প্রতি ক্ষণমপি তব বিলম্বম্ সোঢ়ুং ন শক্নুবন্তি ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

হে বলভদ্র! দোহং সমাপ্য সহানুজস্ত্বং যদি মল্লক্রীড়াস্থানং ব্রজসি তদা বিলম্বং মা কুরু ॥ ৪৭ ॥

অহো! ধেনুবৃন্দ, তোমার পথের পানে অশ্রুপূরিত-নয়নে অনিমেষ চাহিয়া আছে। বৎসবতী গাভীগণ স্বস্ব বৎস, নিকটে আসিলেও স্নেহভবে তাহাদের গাত্রলেহন করিতেছে না, তোমার অদর্শনে মুহুর্মুহুঃ হম্বাধ্বনি করিয়া দিগ্বলয় মুখরিত করিতেছে। এক্ষণে তোমার ক্ষণমাত্র বিলম্বও আর তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৫ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে জননীর মুখের দিকে চাহিলেন। সেই মধুর হাস্যামৃত-অভিষেকে যশোদা যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখ-কমল সুগন্ধি-তাম্বূলরাগে সুরঞ্জিত করিয়া গোষ্ঠে গোদোহন করিতে যাইবার নিমিত্ত তখনই গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

নির্ম্মঞ্ছনং তব ভজে ক্ষণমাত্রমেব
সার্দ্ধং বিধত্ত সখিভিঃ ক্রমেহি ভোক্তুম্ ॥ ৪৭ ॥
শ্রুত্বেতি মাতৃগিরমাহ হরির্ন মাতঃ
প্রত্যেষি মাং যদমুমেব বদস্যথেরম্।
শিষ্টোঽগ্রণীঃ পুনরমীষ্বহমেক এব,
নো চেদমুষ্য বশতাং কিমুরীকরিষ্যে ॥ ৪৮ ॥
শিষ্টো যথা ত্বমসি বৎস নিজাতিবাল্য
মারভ্য তৎ খলু বিদন্ত্যখিলাঃ পুরন্ধ্র্যঃ।

বলদেবং প্রত্যুক্তং ন তু স্বং প্রতীত্যবগত্য শ্রীকৃষ্ণো মাতরং প্রত্যাহ। হে মাতঃ! মাং প্রতি ন প্রত্যেষি প্রতীতিং ন করোষি যৎ যস্মাৎ অমুং বলদেবমেব বদসি, অমীষু বালকেষু মধ্যে অহমেক এব শিষ্টোঽগ্রণীশ্চ অহং শিষ্টো ন ইতি বেৎসি জানাসি। অমুষ্য জ্যেষ্ঠস্যাপি কিং বশতাং উরীকরিষ্যে ॥ ৪৮ ॥

হে বৎস! বাল্যমারভ্য যথা ত্বং শিষ্টোঽসি, তৎ খলু অখিলা ব্রজপুরন্ধ্র্যা

যশোদা পুত্রের এই উত্তম দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলরামকে কহিলেন—"বৎস! বলভদ্র! তুমি গোদোহন সমাপন করিয়া যদি তুমি অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লক্রীড়া স্থানে যাও, তাহা হইলে বিলম্ব করিও না, আমি তোমার নির্ম্মঞ্ছন করিতেছি, তোমরা অল্পক্ষণ মাত্র সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া শীঘ্র ভোজন করিতে আসিও ॥ ৪৭ ॥

জননীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—"মা! তুমি আমাকে কিছু বলিলে না যে? তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না বুঝি; তাই আমাকে কিছু না বলিয়া দাদাকে ঐ কথা বলিলে। মা! বালকদের মধ্যে আমিই যে শিষ্টাগ্রগণ্য তুমি বোধ হয় জান না। যদি আমি শিষ্টই না হইব, তাহা হইলে কেন অগ্রজের বশ্যতা স্বীকার করিব? ॥ ৪৮ ॥

শ্রীযশোদা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন—"বৎস! বাল্যকাল

যাঃ স্বালয়াপচয়বেদনয়া পুরাসাং
ফুৎকর্ত্তুমাপুরিহ নো কতিধেতি সোচে ॥ ৪৯ ॥

সৌদামিনী ততিবিভা-জয়ি-দামিনীত্ব্য-
দ্বিভ্রাজি সব্যকর-কোরকিতারবিন্দঃ।
স গ্রাহিতপ্রমিত কানকদোহনীকো
মাত্রা তয়া সখি স্যাদধিকং বিরেজে ॥ ৫০ ॥

বিদন্তি, যাঃ পুরন্ধ্র্যঃ স্বালয়াপচয়বেদনয়া স্বগৃহস্থিতদধ্যাপচয়-জ্ঞাপনায়াপুরা সাং ফুৎকর্ত্তুং কতিবারাৎ ন আপুঃ, অপি তু আপুরিতি সা যশোদা ঊচে ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ পুত্রস্য গোদোহবিষয়ে আনন্দজ্ঞানেন যশোদয়া স্বয়মেব স প্রেষিত ইত্যাহ। হে সখি! রাধে! রয়াৎ বেগাৎ তয়া মাত্রা গ্রাহিতা প্রমিতা অল্পপ্রমাণ-যুক্তা কনকস্য দোহনীয়ম্। এবম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ অধিকং রেজে। কিম্ভূতঃ সৌদামিনী ততিবিদ্যুৎশ্রেণী তস্যা যা বিভা বিশিষ্টা শোভা তাং জেতুং শীলং যস্যা এবম্ভূতা যা দামিনী তস্যা যা দ্যুৎকান্তিস্তয়া বিভ্রাজী বিভ্রাজনশীলো যঃ সব্যকরঃ বামপাণিঃ স এব কোরকিতম্ অরবিন্দং যস্য সঃ। 'পশুরজ্জুস্তু দামনী'ত্যমরঃ ॥৫০॥

হইতেই তুমি যে কেমন শিষ্ট, তাহা ব্রজপুরাঙ্গনাগণ ভালরূপই অবগত আছে। কিছু দিন আগে তুমি তাহাদের ঘরে ঘরে দধি দুগ্ধাদি অপচয় করিয়া বেড়াইতে, তাহারা তোমা কর্ত্তৃক সেই অপচয়ের কথা আমাকে জানাইয়া কলহ করিবার নিমিত্ত কত শতবার আসিয়াছে, কোন কোন বার নাও আসিয়াছে" ॥ ৪৯ ॥

পুত্রের গো-দোহন কার্য্যে বিশেষ আনন্দলাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে প্রেরণ করিতে স্বয়ংই অভিলাষিণী হইলেন। হে সখি! রাধে! তখন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করে নাতিক্ষুদ্র সুবর্ণের দোহন-ভাণ্ড এবং বামকর-কমলে সৌদামিনীপ্রভা-জয়ি দামনী (ছাঁদন দড়ি) সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জননীর প্রদত্ত সেই দোহন-ভাণ্ড ও পশু-বন্ধন-রজ্জু গ্রহণ করিয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

স্তম্বেরমব্রজ-বিড়ম্বি-বিলম্বিপাদ-
বিন্যাস-ঝঞ্ঝণ-ঝণৎকৃত-কিঙ্কিণীকঃ।
লোলালকালি মণিকুণ্ডলকান্তিবেণী
বীচীভরস্নপিত-বক্ত্র-সুধাংশুবিম্বঃ ॥ ৫১ ॥
পীতোত্তরীয়-চপলেলিত-কেলিনৃত্য-
রাজৎ স্বনাঙ্গ-কিরণোচ্ছলনোচ্ছ্রিত-শ্রীঃ।

তদনন্তরং তস্য তাৎকালিক-গমন-শোভামাহ শ্লোকত্রয়েণ। শ্রীকৃষ্ণঃ রম্য-পুরতো নিষ্ক্রম্য পুরঃঅহংগেহভিগচ্ছন্ সন্ গোপুরাগ্রং বহির্দ্বারাগ্রিমস্থানং। কিম্ভূতঃ স্তম্বেরমো মত্তহস্তী তস্য ব্রজঃ সমূহঃ তং বিড়ম্বিতুং শীলং যস্য তথাভূতো যো বিলম্বী মন্দপাদবিন্যাসঃ পাদবিক্ষেপঃ তেন ঝঞ্ঝণ ঝণৎকারবতী কিঙ্কিণী যস্য স, পুনশ্চ লোলা চঞ্চলা যা অলকশ্রেণী তস্যাঃ এবং মণিকুণ্ডলয়োশ্চ যাঃ কান্তয়স্তা এব বেণী তস্যা যা বীচী তরঙ্গস্তস্যা ভরেণাতিশয়েন স্নপিতো বক্ত্র-সুধাংশুবিম্বো যস্য সঃ ॥ ৫১ ॥

পুনঃ কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ পীতোত্তরীয়মেব চপলা বিদ্যুত্তস্যা ঈলিতং প্রশস্তং কেলি নৃত্যং তেন রাজন্মেঘতুল্যো যোঽঙ্গকিরণস্তস্য উচ্ছলনেন উচ্ছ্রিতা ঊর্দ্ধমুখিতা শ্রীঃ

অনন্তর মত্তমাতঙ্গের গমনবিড়ম্বি-মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোদোহনার্থ গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার কটীদেশে কিঙ্কিণী রুণু ঝুনু শব্দে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। চঞ্চল অলকাবলীর কান্তি ও কর্ণশোভি মণিকুণ্ডলের কান্তি একত্রে মিলিত হইয়া যেন ত্রিবেণীর তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুধাংশু বিম্ব অভিষিক্ত হইতে লাগিল ॥৫১॥ (১)

(১) তথাহিপদ।— শ্যাম-সুধাকর ভুবন মনোহর। রঙ্গিণী মোহন ভঙ্গী নটবর ॥ সজল জলদ তনু ঘন রসময় তনু। রূপে জিতল কত কোটী কুসুমধনু ॥ থলকমলদল, অরুণ চরণতল, মণিমঞ্জিরে মধু মঞ্জীর কল ॥ প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর। অধরে মুরলীধ্বনি মনমথ-মন্থর ॥ রসিকের নাগর গুণমণি সাগর। গোবিন্দদাস চিতে রহ নিতি জাগর ॥

প্রেঙ্খোল-হার-পরিধি-শ্রিত-কৌস্তুভোদ্য-
ত্তাম্নুঃ স্বনচ্চরণ-ভূষণ-চুম্বিদামা ॥ ৫২ ॥
নিষ্ক্রম্য রম্যপুরতঃ পুরতোঽভিগচ্ছন্
যচ্ছন্ মুদং স্বজননী-জনলোচনেভ্যঃ।
দাসৈঃ প্রধারিতমবারিত রোচিরশ্নং-
স্তাম্বূলপূলকমবাপ স গোপুরাগ্রম্ ॥ ৫৩ ॥

শোভা যস্য, পক্ষে পীতোত্তরীয়স্য যৎ কেলি-নৃত্যং তেন রাজন্ ঘনো নিবিড়োঽঙ্গ-কিরণং, নৃত্যং সাদৃশং চপলং চঞ্চলং ইলিতঞ্চ। "ইলিতশস্তপনিত পণাস্নিতেতি" বিশেষ্য নিয়ঃ। পুনশ্চ প্রেঙ্খোল চঞ্চলো যো হারঃ স এব পরিধির্মণ্ডলং তেন শ্রিত আবৃতে যঃ কৌস্তুভঃ স এব উদ্যত্তাম্নুর্যস্য সঃ, পুনশ্চ স্বনচ্চরণভূষণং তচ্চু-ম্বিতং শীলং যস্য তথাভূতং দাম বনমালা যস্য সঃ, চরণস্পর্শী মাল্য বনমালো-চ্যতে ॥ ৫২ ॥

পুনশ্চ দাসৈঃ প্রধারিতং তাম্বূলপূলকং তাম্বূলবীটিকাং অশ্নন্ কিম্ভূতং তাম্বূল-পূলকম্ অবারিতরোচিরবারিতকান্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের নবনীরদ নিন্দি নিবিড় শ্রীঅঙ্গকান্তির উচ্ছ্বসিত শোভার উপর সুচঞ্চল পীতবর্ণের উত্তরীয় এরূপ সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিল, দেখিলে মনে হয়, যেন মেঘের উপর চপলার চঞ্চল কেলি-নৃত্য আরম্ভ হইল এবং বক্ষঃস্থলে দোলায়মান মুক্তাহার-পরিবৃত কৌস্তুভমণি যেন পরিধি-মণ্ডল-মণ্ডিত উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, গলদেশস্থ বনমালা, শব্দায়মান পাদভূষণকে স্ব-সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া যেন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল ॥৫২ ॥

এইরূপ মনোহর গমনভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুরম্য পুরপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জননী ও পুরজনবর্গের নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দাসগণ কর্তৃক প্রদত্ত মনোজ্ঞ

তদ্বাহ্যকুট্টিম-তটীমবলম্বমানঃ
কা কুত্র কিং কুরুত ইত্যনুসন্দধানঃ।
ব্যাপারয়ন্নয়ন-মট্টঘটাসু নর্ম্ম-
প্রেষ্ঠৈর্মিলদ্ভিরভিতঃ স ররাজ মিত্রৈঃ ॥৫৪॥
তন্নির্ম্মিতানুপদকর্ণকথা-রসজ্ঞ-
স্যাস্যাম্বুজে কিমপি যৎস্মিতমুদ্বভূব।

তস্য গোপুরস্য বাহ্যে বহিঃপ্রদেশে 'চবুতরা' ইতি খ্যাতং কুট্টিমং অবলম্বমানঃ অর্থাৎ তত্র গতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ দৌত্যার্থং প্রেষিতৈঃ অথচ তত আগতা অভিতো মিলদ্ভিঃ সুবলাদিনর্ম্মপ্রেষ্ঠমিত্রৈঃ সহ ররাজ। কীদৃশঃ কা ব্রজসুন্দরী কুত্র কিং করোতি ইত্যনুসন্দধানঃ, পুনশ্চ 'অটারী' সমূহ ইতি প্রসিদ্ধাসু অট্টঘটাসু তাসাং দর্শনার্থং নয়নং ব্যাপারয়ন্॥ ৫৪॥

তৈ মিত্রৈর্নির্ম্মিতা অনুপদং অনুক্ষণং যা কর্ণকথা তস্যা রসজ্ঞস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আস্য-পঙ্কে কিমপি যৎস্মিতমুদ্বভূব তস্যার্থজাতং বিবরিতং কিমহমীশে সমর্থা ভবামি।

তাম্বূলবীটী চর্ব্বণ করিতে করিতে অবশেষে গোপুরাগ্রে অর্থাৎ পুর-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বারের বহিঃপ্রদেশে 'চবুতরা' নামক কুট্টিমের তটোপরে উপবেশন করিয়া যেন দৌত্যার্থ প্রেরিত সখাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অবাধ্য নয়নযুগল তখন কোন্ ব্রজ-সুন্দরী কোথায় কি করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত অট্টালিকা সমূহের উপর ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পরে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্মসখাগণ একে একে তথায় আসিয়া মিলিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই সখাগণ-পরিবৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করি-লেন ॥ ৫৪ ॥

তখন সখাগণ ক্ষণে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহার রসাস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে এমন

তস্যার্থ জাতমপি কিং বিবরীতুমীশে
চেতোলিরেব তব সরব্য নু সংদধাতু ॥ ৫৫ ॥
উষ্ণীষ-বক্রিম-মহামধুরিম্নি তস্য
তাৎকালিকে কিল ন কস্য মনো ন্যমাঙ্ক্ষীৎ।
তত্রৈব শেখরিত-কানকসূত্রজাল-
রাজন্মণিদ্যুতিভরাঃ কিমু বর্ণনীয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

সখি! অবশ্যমেব বক্তব্যমিত্যাগ্রহে কৃতে সতি তত্রাহ, হে সখি! রাধে! তব চেতোঽলিরেব তস্যার্থজাতং অনুসন্ধায় জানাতু তেন তবৈবাখিলবার্ত্তেতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্য কৃষ্ণস্য তাৎকালিকে কর্ণকথা সময়োৎপন্নে উষ্ণীষস্য বক্রিমমহামধুরিম্নি কস্য মনো ন ন্যমাকাঙ্ক্ষীৎ ন মগ্নমাসীৎ। গচ্ছতস্তস্য তাম্বূলং চর্ব্বয়তস্তত্তৎকথাঃ এবং হর্ষাবেশেন ঈষদ্ধাস্যবিশিষ্টস্য হস্তেন উষ্ণীষস্য কিঞ্চিৎ বক্রিমাণং কুর্ব্বতস্তস্য তদানীন্তন মাধুরীষু মগ্নানাং সর্ব্বাসামেব মোহাদিনেতরেষু বিস্মৃতিরেব জাতেতি ধ্বনিঃ। কিঞ্চিৎ তত্রৈব উষ্ণীষে শেখরীকৃতঃ কানকসূত্রজালঃ 'তোররা' ইতি খ্যাতঃ সুবর্ণনির্ম্মিতসূত্রসমূহঃ তত্র রাজন্তঃ বিরাজমানা যে মণয়স্তেষাং দ্যুতিভরাঃ কিং বর্ণনীয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

চমৎকার মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার মর্ম্ম আমি আর কি বলিব?—তাহার বৃত্তান্ত অবশ্য তোমারই ব্যক্ত করা উচিত। সুতরাং তোমারই চিত্ত-ভ্রমর তাহা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হউক? হে সখি! সে ত আর অন্য কথা নহে?—তোমারই সহিত বিলাসের কথা ॥ ৫৫ ॥

আহা! এই কর্ণ-কথা শুনিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে হর্ষাবেশে হাসি হাসি মুখে হস্তদ্বারা মস্তকের উষ্ণীষ এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে বাঁকাইতে লাগিলেন, আমরি! তাহার সেই মহামাধুর্য্যে কাহার মন না মজিয়াছিল? অর্থাৎ সেই

তৈঃ সৌরভৈঃ প্রসৃমরৈরণু নূপুরাদি-
ধ্বানৈর্ব্বলেন বলভীমধিরোহিতাভিঃ।
গোশাল-বর্ত্মনি চলল্ললনাবলীভি-
র্নেত্রাম্বুজৈঃ স কতিধা নহি পূজ্যতে স্ম ॥ ৫৭ ॥
তত্তদ্বিলাস-বলিতা সুষমা-রসালা
প্রেষ্ঠস্য সা মধুরিকা পরিবেশ্যমানা।

তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ প্রসরণশীলৈঃ সৌরভৈঃ এবমনুপশ্চান্নূপুরাদিধ্বানৈশ্চ বলেন 'অটারী' ইতি প্রসিদ্ধাং বলভীমধিরোহিতাভির্ল্লনাশ্রেণীভিঃ নেত্রাম্বুজৈঃ করণৈঃ গোশালবর্ত্মনি চলন্ স শ্রীকৃষ্ণঃ কতিধা ন পূজ্যতে স্ম ॥ ৫৭ ॥

বয়স্যৈঃ সহ তত্তদ্বিলাসেন বলিতা বলবত্তরা প্রেষ্ঠস্য সুষমা শোভারূপা রসালা মধুরিকা পরিবেশ্যমানা সতী অস্যা রাধায়া বৈশ্লেষিকজ্বরমশীশমৎ শান্তং চকার।

মহামাধুরী-দর্শনে ব্রজসুন্দরী মাত্রেরই চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইল—তাঁহারা সব ভুলিলেন। তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত বস্তু যেন বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবিয়া গেল। মরি! মরি! বলিব কি সখি! তাঁহার সেই উষ্ণীষের উপর "তোররা" নামক শেখরিত স্বর্ণ-সূত্রজালে যে মণিনিচয় বিরাজিত আছে, তাহার প্রভারাশির বিষয় আর কি বর্ণনা করিব? শতমুখেও তাহার বর্ণনা করা যায় না ॥৫৬॥

অনন্তর তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গো-শালার পথে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ ও শ্রীচরণের নূপুরধ্বনি ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া গৃহকর্ম্মরতা কুলবধূকুলকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অট্টালিকার চূড়ার উপর অধিরোহণ করাইল; তখন তাঁহারাও স্ব স্ব নয়নাম্বুজ দ্বারা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বলিতা সুষমারূপা

বৈশ্লেষিক জ্বরমশীশমদপ্যথাস্যা-
স্তেনে চ তং শতগুণং তৃষমেধয়ন্তী ॥ ৫৮ ॥
হর্ষোন্নতিস্তিমিত তাং শ্রবসোব্য'তানীৎ
তর্ষোত্থ-সংজ্বর ভরস্তু দৃশোর্বিবেশ।
আকস্মিকী নিরুপমা প্রতিবেশিসম্প-
ত্তাপং তনোতি সহবাসভৃতাং সদৈব ॥ ৫৯ ॥

অথ তচ্ছান্ত্যনন্তরমস্যৌ তৃষং তৃষ্ণাং দর্শনোৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়ন্তী শতগুণং তং জ্বরং তেনে॥ ৫৮ ॥

তত্র তাপস্য শমনে বর্দ্ধনে চ দৃষ্টান্ত-পরিপাট্যাস্বাদনকৌশল্যমাহ। হর্ষোন্নতিঃ রাধায়াঃ শ্রবসো স্তিমিততাং ব্যতানীৎ। তর্ষোত্থসংজ্বরভরস্তু দৃশোর্নেত্রদ্বয়ে বিবেশ প্রবিষ্টবান্। অহো শ্রবণেন্দ্রিয়স্য স্নিগ্ধত্বে চক্ষুরিন্দ্রিয়স্যাপি স্নিগ্ধত্বং কথং নাভূৎ তত্রাহ। আকস্মিকী সহসোদ্ভূতা এবং নিরুপমা প্রতিবেশিনাং সম্পৎ-সহবাসভৃতামেকত্র সন্নিধাবেব বসতাং তাপং তনোতীত্যুৎপ্রেক্ষা বোধ্যা ॥৫৯॥

রসালা (দধি, মরীচ, শর্করাদি দ্বারা প্রস্তুত পানীয় বিশেষ) পরিবেশন করিয়া মধুরিকা, শ্রীরাধার বিরহ-জ্বর আপাততঃ প্রশমিত করিলেন, কিন্তু ইহার কিছুক্ষণ পরেই আবার তৃষ্ণা বা দর্শনোৎকণ্ঠা সহসা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জ্বর শতগুণ প্রবল করিয়া তুলিল ॥ ৫৮ ॥

অহো! একই বস্তু দ্বারা তাপের প্রশমন ও বর্দ্ধন বিচিত্র বটে? শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস এক দিকে শ্রীরাধার শ্রবণযুগলে স্নিগ্ধতা বিস্তার করিল, আবার অপর দিকে তৃষ্ণা বা দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত প্রবল জ্বর তাঁহার নয়ন কমলে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে সন্তাপিত করিতে লাগিল। যদি বল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতা উপস্থিত হইল না কেন? ইহা না হইবারই কথা। যেহেতু কোন প্রতিবেশীর সহসা অতুল সম্পত্তিলাভ

প্রাহানুরাগপরভাগবতী ততঃ সা
তা এব চারুমুখী ধন্যতমা রমণ্যঃ।
যাঃ খেলয়ন্তি সততং সুদৃশস্তদীয়
লাবণ্য-কেলিজলধৌ কলধৌতগাত্র্যঃ॥ ৬০॥
জন্মৈব হন্ত কিমভূন্মম গোকুলেঽস্মিং
স্তন্মাধুরীং ন যদুরীকুরুতে কদাপি।

অনুরাগস্য পরভাগঃ পরমোৎকর্ষস্তদ্বতী রাধিকা প্রাহ। হে চারুমুখি! মধুরিকে! তা রমণ্যো ধন্যতমাঃ যা সুদৃশঃ তদীয় লাবণ্য কেলি-জলধৌ কলধৌতং সুবর্ণং তদ্বদ্‌গাত্র্যঃ তেন যথা তাসাং রূপং তথৈব ভাগ্যমপি ফলিতমিত্যর্থঃ। চারু সুন্দরং তবৈব মুখং যেন তদ্‌গুণান্‌ কথয়সি। রমণ্য ইতি তা এব রমন্তে বয়ং তু সদৈব দুঃখিন্য ইতি ধ্বনিঃ॥৬০॥

রাধিকা সদৈন্যমাহ। অস্মিন্‌ গোকুলে মজ্জন্মৈব কিং কথমভূৎ। যত্তস্য কৃষ্ণস্য মাধুরী কর্ত্রী যজ্জন্ম কদাপি ন উরীকুরুতে তৎ তস্মাৎ হে শ্যামলে! ইহ

ঘটিলে সেই সম্পত্তি, নিকটবর্ত্তী সহবাসিগণের হর্ষের কারণ না হইয়া বরং নিরন্তরই তাপপ্রদ হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

অনন্তর পরম অনুরাগবতী শ্রীরাধা মধুরিকাকে কহিলেন—"চারুমুখি! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য ও কেলি-জলধি মধ্যে স্ব স্ব নয়নসফরীকে নিরন্তর ক্রীড়া করাইয়া থাকে, সেই হেমাঙ্গিনী রমণীগণই ধন্যতমা। আহা! তাঁহাদের যেমন সোণার রূপ, ভাগ্যের ফলও তেমনই সুন্দর! সখি! তুমি তাঁহাদের সুন্দর গুণের কথা বলিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে "চারুমুখি!" বলিয়া সম্বোধন করিলাম এবং আমরা সর্ব্বদা দুঃখের পাথারে ডুবিয়া আছি, আর তাঁহারা নিরন্তর সুখ-সাগরে সাঁতার দিতেছে, তাই মধুরিকে! তাঁহাদিগকে 'রমণী' বলিয়া অভিহিত করিলাম॥ ৬০॥

বলিতে বলিতে শ্রীরাধার হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল-আবেগে উদ্বে-

তৎ শ্যামলেঽতিচপলে হৃদি লেশমাত্রী
নো সম্ভবেদিহ ভবে ধৃতিরিত্যবেহি ॥ ৬১ ॥
শ্যামাহ যামি ললিতে শৃণু যামি গেহং
সম্প্রত্যমূং প্রতিমমাস্তু গিরাং বিরামঃ।
ত্বং পদ্মিনীং ব্রজপুরন্দরসদ্মনীমাম্
কৃষ্ণেক্ষণালিনি সমর্পয় বদ্ধতৃষ্ণে ॥ ৬২ ॥

ভবে জন্মনি অতিচপলে মম হৃদি লেশমাত্রী ধৃতিরপি ন সম্ভবেদিতি ত্বং অবেহি জানীহি ॥ ৬১ ॥

রাধায়া অনুরাগস্য পরমকাষ্ঠাং দৃষ্ট্বা শ্যামলা আহ। হে যামি! ভগিনি! ললিতে! ত্বং শৃণু, অহং সম্প্রতি গৃহং যামি। "যামী স্বসৃকুলস্ত্রিয়ো"রিত্যমরঃ। অমূং রাধাং প্রতি মম গিরাং বিরামোঽস্তু কিন্তু ত্বং ইমাং পদ্মিনীং রাধাং ব্রজ-পুরন্দর-সদ্মনি শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণরূপে অলিনি ভ্রমরে সমর্পয়। কথম্ভূতে বদ্ধা তৃষ্ণা যেন তথাভূতে তেন এতস্যা দর্শনার্থং কৃষ্ণস্যাপি তৃষ্ণা বৃদ্ধা ইতি ধ্বনিঃ ॥৬২॥

লিত হইয়া উঠিল, নয়ন-কমল হইতে অশ্রুধারা ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল, শ্যামলার কর ধারণ করিয়া শ্রীরাধা অতীব সকাতরে কহিলেন—"শ্যামলে! আমার জন্ম গোকুলে হইল কেন? হায়! হায়! গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও আমি সেই গোকুল-সুন্দরের মাধুরীর লেশমাত্রও কোন দিন আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইলাম না। অতএব হে সখি! এ জন্মে আমার এই চপল-হৃদয়ে সেই মাধুরীর লেশমাত্র ধারণা করিবারও সম্ভাবনা নাই, জানিও ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধার অনুরাগের সীমা যে পরাবধি লাভ করিয়াছে, শ্যামলা তাহা অবগত হইয়া অতীব উৎফুল্লা হইলেন। হাসিহাসিমুখে ললিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভগিনি! আমি এখন ঘরে চলিলাম, শ্রীরাধার সহিত আমার বাক্যালাপ আজ এইখানেই বিরাম লাভ করুক। তুমি এই পদ্মিনীকে ব্রজরাজভবনে তৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষ্ণ-নয়ন

প্রিয়-বিরহবিহস্তা স্রস্তধীঃ সা তদানীং
ক্ষণমপি যুগকল্পং কল্পয়ন্তী বভূব।
যদখিলমপি কৃত্যং কারিতা কিঙ্করীভিঃ
সময়বিহিতমেকোঽভ্যাস এবাত্র হেতুঃ ॥ ৬৩ ॥
অথ নিখিলসখীনাং স্বালিভিঃ স্নাপিতানাং
ধৃতসমুচিতবস্ত্রালঙ্কৃতীনাং ততিঃ সা।

সা রাধিকা তদানীং ক্ষণমপি যুগতুল্যং কল্পয়ন্তী প্রিয়-বিরহেণ বিহস্তা ব্যাকুলা অতএব স্রস্তা ধীর্যস্যা এবম্ভূতা বভূব তর্হি কিং দন্তধাবনস্নানাদি ন চকার ইতি চেত্তত্রাহ তথাপি কিঙ্করীভিঃ সময়োচিতমখিলমেব কৃত্যং কারিতা তত্র অভ্যাস এব একো হেতুর্ন তু দেহানুসন্ধানাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥

ইদানীং সখীনাং পরিচর্য্যাং বর্ণয়িতুং প্রথমতস্তাঃ সখীরেব বর্ণয়তি। স্বালিভিঃ স্নাপিতানাং ললিতাদি নিখিলসখীনাং ততিঃ সঙ্ঘীভূয় শরৎকালীননির্ম্মলচন্দ্রিকায়া

মধুকরে সমর্পণ করিও,—যে হেতু, এই শ্রীরাধা-কমলিনীর দর্শনাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের নয়নভৃঙ্গ অনুক্ষণ উৎকণ্ঠাকুল হইতেছে ॥ ৬২ ॥

এই বলিয়া শ্যামলা নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রিয়-বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণমাত্রকালকেও যুগতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সেবাপরা কিঙ্করীগণ সময়োচিত সকলকৃত্যই সম্পন্ন করাইলেন, শ্রীরাধা তাদৃশ দেহানুসন্ধানরহিত অবস্থায় কেবল অভ্যাস বশতঃই দন্তধাবন, স্নানাদি তাৎকালিক কৃত্য সকল স্বীকার করিলেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধার স্নানের পর ললিতাদি সখীগণও স্ব স্ব পরিচর্য্যাপরা সখীগণ কর্ত্তৃক পরিস্নাতা হইয়া সময়োপযোগী সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইলেন। মরি! মরি! তাহাতে তাঁহাদের এমন শোভন সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়া উঠিল, তাহা যেমন বিচিত্র তেমনই অনুপম! যদি শারদীয় নির্ম্মলচন্দ্রিকার সিন্ধু অর্থাৎ অমৃতময় সমুদ্র-মথনে

মথিত শরদুদঞ্চচ্চন্দ্রিকা-সিন্ধুজাতাং
শ্রিয়মপি নিজপাদাম্ভোজভাসা বিজিগ্যে ॥ ৬৪ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে রসোদ্গারকথাস্বা-
দনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

সিন্ধুঃ অর্থাদমৃতময়সমুদ্রস্তত্রোৎপন্নাং শ্রিয়ং লক্ষ্মীমপি নিজপাদাম্ভোজকান্ত্যা বিজিগ্যে তথা চৈতাদৃশসমুদ্রস্যাসম্ভবাৎ তদুৎপন্নায়া লক্ষ্ম্যা অপ্যসম্ভবাৎ অসম্ভবেতি তাং জিগ্যে ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে নিজপাদাম্বুজ-প্রভা দ্বারা সেই অভিনব লক্ষ্মীকেও জয় করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের শোভামাধুরীতে অসম্ভবও পরাজয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥ *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে রসোদ্গার-লীলাস্বাদন নাম
তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

---

* তথাহি পদ। তবে সব সখীগণে থির করি মন। কত না কহিয়ে শ্যাম বঁধুর বচন। সুবদনী ধনী থেনে থির করি হিয়া। রতন পীঠে পুন বসিল আসিয়া ॥ কি কহব সে না শোভা কহনে না যায়। দাসীগণ আসি অঙ্গ-ভূষণ খসায় ॥ (পঃ কঃ)

চতুর্থঃ সর্গঃ।

পরিজনৈরথধাবয়িতুং মুখম্
পুরটঝর্ঝরিকা-পরিসারিতৈঃ।
সমুচিতৈরুদকৈদ্রুতমাবৃতা
সুবদনা সদনাগ্রত আবভৌ ॥১॥

করতলাদসকৃচ্চলুকীকৃতম্
সলিলমারদতাম্বনুচালিতম্।
চল-কপোলযুগোম্মতি-মঞ্জুল-
ধ্বনিভৃতং নিভৃতং ক্ষিপতিস্ম সা ॥২॥

পরিজনৈরখিলমেব কৃত্যং কারয়ামাসেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। পুরট-ঝর্ঝরিকয়া স্বর্ণনির্ম্মিতজলপাত্রেণ অপসারিতৈরথচ সমুচিতৈঃ শীতোষ্ণাদাবুপযুক্তৈরুদকৈঃ করণৈঃ পরিজনৈর্মুখং ধাবয়িতুং দ্রুতম্ আবৃতা সুবদনা রাধিকা সদনস্যাগ্রে বভৌ শোভিতবতী। দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ ॥১॥

মুখধাবনপ্রকারমাহ। সা রাধিকা করতলাদসকৃৎ চলুকীকৃতং সলিলং নিভৃতং একান্তং যথা স্যাত্তথা ক্ষিপতি স্ম। নিভৃতমিতি জলকণায়াঃ সর্ব্বত্রগমনাভাবার্থ-

---

স্নানাদিলীলা।

অনন্তর পরিচর্য্যা-পরা পরিজনবর্গ শ্রীরাধার স্নানভূষণাদি সেবা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সুমুখী শ্রীরাধা গৃহের সম্মুখভাগে রত্নবেদিকার উপর উপবিষ্টা; সখীগণ তাঁহার শ্রীমুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত শীতে উষ্ণ—গ্রীষ্মে শীতল, এরূপ সময়োচিত জলপূর্ণ সুবর্ণের ঝারি লইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। আহা! সখীগণ-পরিবৃতা শ্রীরাধার শোভামাধুরী তখন অনির্ব্বচনীয়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥১॥

তারপর জনৈকা সখী স্বর্ণঝারি হইতে শ্রীরাধার কর-কমলে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে লাগিলেন, আর শ্রীরাধা সেই জল করপুটে লইয়া

বিস্ময়ানলকান্ কিরতীশির-
স্যুপরিসব্যকরাঙ্গুলি-ঘটনৈঃ।
অলিকগণ্ডদৃগাদ্যথ সামিত,
দ্যুতিমিতং তিমিতং ত্রিরদীধবৎ ॥৩॥
বিটপিকাং দ্যুতরো স্তরোচিষম্
রদহিতাং নিহিতাং স্ব-বয়স্যয়া।

মিতি ভাবঃ। জলং কথম্ভূতং দন্তমারভ্য তালুপর্য্যন্তং চালিতং পুনশ্চ চঞ্চলং যৎ কপোলযুগং গণ্ডদ্বয়ং, তস্য উন্নতিরুচ্ছোভাবো যস্মাৎ। পুনশ্চ মঞ্জুলধ্বনিনা ভৃতং পূর্ণম্ ॥২॥

অধুনা মুখস্য বহির্ধাবনপ্রকারমাহ। সা রাধিকা ললাটগণ্ডচক্ষুরাদিকং বারত্রয়ম্ অদীধবৎ ধাবিতং কৃতবতীত্যর্থঃ। সা কথম্ভূতা সব্যকরস্য বামহস্তস্যাঙ্গুলি-চালনৈঃ করণৈঃ বিস্ময়রান্ ইতস্ততোগতান্ অলকান্ শিরস্যুপরিকিরতী নিঃক্ষিপতী, দৃগাদি কিম্ভূতং তিমিতং স্বতঃস্নিগ্ধং পুনশ্চ অমিতা যা দ্যুতিস্তামিতং প্রাপ্তম্ ॥৩॥

পুনঃ পুনঃ শ্রীমুখমধ্যে দন্ত হইতে তালু পর্য্যন্ত চালিত করিতে লাগিলেন এবং কুল্লী করিবার কালে তাঁহার আরক্ত গণ্ডযুগল ঈষৎ উন্নত ও সুচঞ্চল হইয়া উঠিল এবং মুখমধ্যে মন্দমধুর শব্দ হইতে লাগিল। পরে শ্রীরাধা, সেই কুল্লীজলকণা পাছে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এই উদ্দেশে একান্তে নিক্ষেপ করিলেন ॥২॥

শ্রীরাধা এইরূপে শ্রীমুখাভ্যন্তর ধৌত করিয়া পুনরায় বহির্মুখমণ্ডল ধৌত করিবার অভিলাষে, প্রথমতঃ বামকরাঙ্গুলিনিচয় সঞ্চালনে শ্রীমুখের উপর ইতস্ততঃ বিস্রস্ত অলকাবলী মস্তকের উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বিন্যস্ত করিলেন। অতঃপর অনুপমকান্তিবিশিষ্ট স্বতঃস্নিগ্ধ ললাট গণ্ড-নয়নাদি বারত্রয় ধৌত করিলেন ॥৩॥

মুকুলিতাম্বুজতাং ভজতাঞ্জসা
মৃদুতরেণ করেণ সুদৃগ্ দধে ॥৪॥
প্রতি-সরোদিত-দোলনমস্বন-
দ্বলয়মুচ্চল-কুণ্ডলমেতয়া।
ব্যধিত সা মৃজতী রদনাংশ্ছবিং
কণবদুচ্ছলিতাং ললিতাং শ্রিতান্ ॥৫॥

সুদৃক্ রাধা মৃদুতরেণ করেণ দ্যুতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য দন্তকাষ্ঠরূপং বিটপিকাং দধে। কিন্তুতাং বিটপিকাং? ততং বিস্তৃতং রোচির্যস্যাস্তাং, পুনশ্চ দন্তস্য হিতাং। করেণ কথস্তুতেন মুকুলিতং কোরকরূপং যদম্বুজং তৎস্বরূপতাং ভজত ॥৪॥

দন্তকাষ্ঠেন দন্তমার্জ্জনমাহ। এতয়া বিটপিকয়া রদনান্ দন্তান্ মৃজতী সা রাধা তৎচ্ছবিং শ্রিতান্ কান্তিবিশেষযুক্তান্ ব্যধিত চকার। ছবিং কিন্তুতাং কণবদুচ্ছলিতাং জলাদীনাং কণিকা যথা উচ্ছলন্তি তথেত্যর্থঃ। অতএব ললিতাং মনোহরাং মার্জ্জনসময়েঽন্যশোভাং চাহ। প্রতিসরোহস্তসূত্রং "পহুচীতি" খ্যাতং তস্য উদিতং প্রকটীভূতং দোলনং যত্র তদ্ যথা স্যাৎ এবং ন স্বনন্তি শব্দং ন কুর্ব্বন্তি বলয়ানি যত্র তদ্ যথা স্যাৎ, এবং উচ্চলং চঞ্চলং কুণ্ডলং যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ স্বভাবোক্তিরেব সর্ব্বত্র জ্ঞেয়া ॥৫॥

তদনন্তর অন্য এক সখী দন্ত-হিত-সাধনী অতিসুন্দর কল্পতরুর ক্ষুদ্র শাখা দন্তকাষ্ঠরূপে অর্পণ করিলে সুলোচনা শ্রীরাধা তাহা মুকুলিত কর-কমলে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে দন্তধাবন করিতে লাগিলেন ॥৪॥ *
আমরি! সেই দন্তমার্জ্জন সময়ে শ্রীরাধার ভুজবল্লরী-শোভি

* তথাহি পদ,—"আনন্দমন্দিরে আনলি রাই। মুখ শোধন লেই দাসী যোগাই॥ রতন পীঠোপরি বৈঠল যাই। হাসি হাসি মুখানি পাখালয়ে তাই॥ মাজল দশন সুরঙ্গমি কাঁতি। উজরোল কুন্দ-সুকোরক পাঁতি॥ শোধন রসনা-শোধনি করি হাত। উজলিত জম্বু থল কমলক পাত॥ শীতল সুগন্ধি কবল করে নেল। গণ্ডুষে পুনঃ পুনঃ শোধন কেল॥ মুখানি মুছিয়া পুনঃ তেজলি বাস। সখী সঙ্গে বৈঠল আনন্দে ভাষ॥ কত কত কৌতুক হাস পরিহাস। মাধব আনন্দ সাগরে ভাস॥

অথ দধে সুদতী ধনুরাকৃতিম্
মণিময়ীং রসনা-পরিণেজিনীম্।
মৃদুলপাণিযুগাঙ্গুলিযুগ্মগাম্
সহচরীকরতোঽদরতোষতঃ ॥৬॥

নবদলোপমিতাং রসনাং মৃজ-
ত্যথ তয়া নতকম্পিত-মস্তকম্।
মুখমিয়ং স্খলিতৈরলকৈর্বৃতম্
বিদধতী-দধতী স্মিতমাবভৌ ॥৭॥

দন্তমার্জ্জনং কৃত্বা জিহ্বা-মার্জ্জনং কৃতবতীত্যাহ। সুদতী শ্রীরাধা সহচরীকরতঃ রসনা-পরিণেজিনী জিহ্বা-মার্জনীং দধে। কিন্তু তাং ধনুরাকৃতিং বক্রামিতি যাবৎ। পুনশ্চ কোমলকরদ্বয়স্য অঙ্গুলিদ্বয়গতাং করদ্বয়স্য দ্বাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং ধৃতবতীত্যর্থঃ, অদরতোষতঃ অত্যন্তসন্তোষাৎ ॥৬॥

জিহ্বামার্জ্জনীং গৃহীত্বা তয়া জিহ্বাং মার্জ্জিতবতীত্যাহ। তয়া পরিণেজিন্যা নবপল্লবোপমিতাং রসনাং নতকম্পিতমস্তকং যথা স্যাত্তথা মৃজতী রাধা আবভৌ শোভিতা বভূব। রাধা কথম্ভূতা? স্খলিতৈরলকৈর্মুখং বৃতং বিদধতী, মার্জ্জনসময়ে

প্রতিসর অর্থাৎ 'পঁহুচী'নামক অলঙ্কার-সংলগ্ন সূত্রখণ্ড মন্দ মন্দ দুলিতে লাগিল, অথচ হস্তের চাঞ্চল্য সত্ত্বেও বলয়-নিচয় শব্দিত হইল না। কিন্তু কর্ণের কুণ্ডল সমধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইরূপে মৃদুমন্দ মার্জ্জন করিতে করিতে শ্রীরাধা, উচ্ছলিত জলকণিকার ন্যায় স্বীয় দশনাবলীকে মনোহর কান্তিবিশিষ্ট করিয়া তুলিলেন ॥৫॥

তারপর অত্যন্ত সন্তোষ সহকারে অন্য এক সহচরীর করপুট হইতে মণিময়ী ধনুরাকৃতি জিহ্বা-মার্জ্জনী লইয়া সুদশনা শ্রীরাধা দুই কোমল কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা তাহার দুইটী প্রান্ত ধারণ করিলেন ॥৬॥

পরে তদ্দ্বারা নব রসাল-পল্লব-সন্নিভা রসনা মার্জ্জন করিতে লাগি-

নিরণিজদ্বহিরন্তরমপ্যরম্
মুখবিধোরথধৌতকরদ্বয়া।
পরিজনার্পিতমঞ্জুলবাসসা
জলকণাপনয়ং সনয়ং ব্যধাৎ ॥৮॥
সহচরীবিধৃতে মণিদর্পণে
তদভিনন্দন-সাক্ষিণি বীক্ষ্য সা।
স্মিতসুধাভিরধাবয়দাননম্
প্রিয়তম-ক্ষণ-লক্ষণ-লক্ষকম্ ॥৯॥

অলকাঃ স্খলিতা ভূত্বা মুখমাবৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। পুনশ্চ স্মিতং দধতী ইতস্ততোঽলক-স্খলনমবলোকয়ন্তীনাং সখীনাং স্মিতদর্শনাৎ স্বয়ং স্মিতং চকারেত্যর্থঃ ॥৭॥

জিহ্বাং মার্জ্জয়িত্বা মুখং প্রোঞ্ছিতবতীত্যাহ। রাধিকামুখচন্দ্রস্য বহিরন্তরম্ অরম্ অলম্ অতিশয়েন নিরণিজৎ প্রক্ষালিতবতীত্যর্থঃ। কথন্তূতা ধৌতং ক্ষালিতং করদ্বয়ং যয়া সা ॥৮॥

স্ব মুখং দৃষ্টবতীত্যাহ। সা রাধা সহচরী-বিধৃতে মণিদর্পণে মুখং বীক্ষ্য পুনঃ স্মিতসুধাভিরধাবয়ৎ ধৌতবতীত্যর্থঃ। দর্পণে কথন্তূতে? তাসাং সখানাং অভি-

---

লেন। সেই সময় তাঁহার মস্তক পুনঃ পুনঃ আনত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অলকাবলী ইতস্ততঃ বিগলিত হইয়া শ্রীমুখমণ্ডল আবরিত করিল। মরি! মরি!! রসময়ী শ্রীরাধার সেই মনোহর শোভারাশি দেখিয়া সখীগণ রমণীয় কেলিবিলাসের অবস্থা-বিশেষ স্মরণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সখীগণের সেই মৃদু হাস্য দেখিয়া স্বয়ং শ্রীরাধারও অধরপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল ॥৭॥

এইরূপে শ্রীরাধা বদন-বিধুর বহিরন্তরভাগ বিশেষরূপ প্রক্ষালিত করিয়া করযুগল ধৌত করিলেন। তারপর এক সখী সুচারু সূক্ষ্মবাস প্রদান করিলে তদ্দারা শ্রীমুখ ও শ্রীকরকমলসংলগ্ন জলকণানিচয় যথারীতি অপনয়ন করিলেন ॥৮॥

পরিজনৈঃ প্রমদাদবতারিতৈ

সমুচিতাভরণপ্রকারহপ্যভাৎ।

তদভিলক্ষ্মভিরঙ্গধৃতৈরিয়ম্

বিগতদূষণভূষণতাং গতৈঃ ॥১০॥

নন্দনস্য মুখমার্জ্জন-সময়ে দন্তাদিলগ্নং তাম্বূলরাগাদিকং সম্যক্ তয়া গতমিত্যভিনন্দনস্য সাক্ষিণি, আননং কীদৃশং প্রিয়তমস্য কৃষ্ণস্য যঃ ক্ষণ উৎসবস্তস্য লক্ষণং কারণং মুখসুশোভাদি তস্য লক্ষকং জ্ঞাপকম্ ॥৯॥

ততশ্চ স্নানাগ্যর্থমুদ্যমং কৃতবতী ত্যাহ। পরিজনৈঃ প্রমদাৎ হর্ষাৎ অপাদবতারিতে সমুচিতাভরণসমূহেহপি ইয়ং রাধা অভাৎ শোভিতবতী। সমুচিতং স্নানসময়ে রক্ষিতুমযোগ্যং কৈরভাত্তত্রাহ। তেষাং ভূষণানাং অঙ্গধৃতৈঃ অভিলক্ষ্মভিশ্চিহ্নৈঃ লক্ষ্মভিঃ কীদৃশৈঃ বিগতং দূষণং যত্র তথাভূতং যদ্ভূষণং তস্য ভাবস্তত্তাতামাপ্তৈরিত্যনেন মণিময়-মণ্ডনে মার্জ্জনাভাবেন বৈবর্ণ্যাদিদোষাস্তিষ্ঠতি ॥১০॥

মুখমার্জ্জন সময়ে দন্তাদিসংলগ্ন তাম্বূলাদির রাগ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে-- সখীগণের এই অভিনন্দনের সাক্ষিস্বরূপ মণি-দর্পণ অন্য এক সখী সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার শোভন শ্রীমুখকমল প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধাপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎসব লক্ষণব্যঞ্জক স্বীয় বদনমাধুরী দেখিয়া পুনরায় মৃদু হাস্য-সুধায় বদন বিধৌত করিলেন ॥৯॥

অনন্তর সখীগণ স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্নানকালে যে যে ভূষণ অঙ্গে থাকা একান্ত অনুচিত, সখীগণ পরমানন্দে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ হইতে সেই সকল আভরণ ধীরে ধীরে উন্মোচন করিতে লাগিলেন। আমরি! ভূষণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কমনীয় সৌন্দর্য্যের কোন ব্যত্যয় হওয়া দূরে থাক্, বরং সেই মণিময় ভূষণ, মার্জ্জনাদির অভাবে বৈবর্ণ্যাদি দোষসংযুক্ত থাকায়, সেই ভূষণ ধারণের স্থানে যে চিহ্ন বা দাগ লক্ষিত হইতেছে, তাহাই যেন নির্দ্দোষ ভূষণ স্বরূপ

ধবলমাপ্লবনোচিতমংশুকং
পরিদধত্যুদগাচ্চকিতেক্ষণা।
রুচিরচন্দ্রিকয়া বৃতত্তামগা-
দচপলা চপলা লতিকোন্নতা ॥১১॥
পুনরিয়ং মৃদুলাসন আসিতা
বিরুরুচে বিধুবৎ পরিবেষ্টিতা।
পরিজনৈঃ পরিধিত্বমিতৈঃ সদা
ন পচিতাপচিতাবতি শেপলৈঃ ॥১২॥

স্নানযোগ্যং শ্বেতবস্ত্রং পরিহিতবতীত্যাহ। আপ্লবনোচিতং স্নানযোগ্যং শ্বেত-বস্ত্রং পরিদধতী পরিধানং কর্ত্তুম্ অন্যলোকদর্শনাশঙ্কয়া চকিতেক্ষণা সতী উদগাৎ উত্থিতবতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমিত্যাহ। উন্নতা উর্দ্ধং স্থিতা অচপলা স্থিরা চপলা-লতিকা বিদ্যুদত্র রুচিরচন্দ্রিকয়া আবৃততাং বেষ্টিতত্বং অগাৎ প্রাপ্তা।১১॥

উপবিষ্টায়াস্তস্যাঃ পুনঃ শোভান্তরমাহ। ইয়ং রাধা কোমলাসনে আসিতা উপবিষ্টা সতী বিরুরুচে বিশেষেণ শোভিতবতীত্যর্থঃ। তত্র উপমামাহ। বিধু-

হইয়া শ্রীরাধার ভূষণহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে আরও সুষমাশালী করিল ॥১০॥

তারপর পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় চকিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধা উত্থিত হইয়া স্নানযোগ্য সুচিক্কণ শুভ্র বাস পরিধান করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন উর্দ্ধ-স্থিতা অচপলা দামিনী-লতা সুরুচির শারদচন্দ্রিকা-জালে সুবেষ্টিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১১॥

তথাহি পদ।—পাইয়া অবসরে, রাই সে সত্বরে আইল সখীগণ মাঝ। সব সখীগণ, খসায়ে ভূষণ, পরাণ সিনান-সাজ॥ সখি! দেখনা রাইক রঙ্গ। রতিপতি কতি, বিজিয়া যুবতী, অভরণে দিল ভঙ্গ॥ হাস-পরিহাসে, বসিয়া আবাসে, মুখানি মাজল নীরে। মাজল যতনে, রসনা দশনে শোধক মরিচ চুরে॥ তৈল আমলকী, দিল সব সখী, উবটনে তুলি মালা। সুগন্ধি সলিলে, সিনান করিয়া, শীতল হইল বালা॥ গা খানি মুছিতে, গামছা আনিতে কহয়ে তরা যে বাণী। পারশ হরিষে, মনের উল্লাসে, শেখর যোগায় আনি॥

ক-পটনোদনতো রতি-মঞ্জরী
কৃতচরপ্রতিকর্ম্মজ-বন্ধনাৎ।
সপদি বালততীর্যাদমূমুচ-
দ্বরতনো রতনোত্তদতি ত্বিষম্ ॥১৩॥

শচন্দ্রস্তদ্বৎ স যথা পরিধানমণ্ডলেন বেষ্টিতস্তথা পরিধিত্বং মণ্ডলীভূতত্বম্ ইতৈঃ প্রাপ্তৈঃ পরিজনৈর্বেষ্টিতা রাধা ইত্যর্থঃ। পরিজনৈঃ কীদৃশৈঃ নিরুপাধিত্বাৎ ন বিদ্যতে অপচিতমপচয়ো যস্যাস্তস্যামপচিতৌ পরিচর্য্যায়ামতিচতুরৈঃ ॥১২॥

কিঙ্করীণাং পরিচর্য্যামাহ। রতিমঞ্জরী বরতনোঃ শ্রীরাধায়াঃ কস্য মস্তকস্য পটনোদনতঃ বস্ত্রদূরীকরণাৎ যৎ বালততীঃ কেশান্ অমূমুচৎ কুতঃ তত্রাহ, কৃতচরঃ পূর্ব্বং কৃতং প্রতিকর্ম্মবেশঃ তজ্জন্যং যদ্বন্ধনং তস্মাৎ "আকল্পবেশো নৈপথ্যং প্রতিকর্ম্মপ্রসাধন"মিত্যমরঃ। শ্লেষেণ রতিঃ প্রেমাঙ্কুরং তস্য মঞ্জরী নবীনোৎপত্তিরেব কপটমবিদ্যা তস্যা দূরীকরণাৎ বালততীরজ্ঞানাং শ্রেণীঃ যৎ অমূমুচৎ তদ্বরতনো শ্চিন্ময়শরীরস্য অতিত্বিষম্ অতনোৎ, কুতঃ অমমুচৎ তত্রাহ কৃতচরং পূর্ব্বকৃতং প্রতিকর্ম্ম কর্ম্মানুরূপঃ যদ্বন্ধনং তৎ ॥১৩॥

আহা! শ্রীরাধার উত্থানে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হয়, উপবেশনেও সেইরূপ অনন্ত শোভার উৎস খেলে। শ্রীরাধা সুকোমল আসনোপরে উপবেশন করিলে, অপচয়-বিহীন প্রেমময় পরিচর্য্যা-ব্যাপারে অতি সুচতুরা সখীগণ, পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত মণ্ডলীবদ্ধা হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। মরি! মরি! বোধ হইল, যেন পরিধি-মণ্ডল-মণ্ডিত পূর্ণ শশধর অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন ॥১২॥

রতিমঞ্জরী অর্থাৎ নবজাত-প্রেমাঙ্কুর যেরূপ বালততি অর্থাৎ অজ্ঞ জীবকুলকে কপট বা অবিদ্যাপাশ হইতে পরিমুক্ত করিয়া এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুরূপ বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাদের চিন্ময়শরীরের অতিশয় কান্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীরতিমঞ্জরী নাম্নী শ্রীরাধার অতি

বিরলিতাঙ্গুলিকীর্ণতমা ইমাঃ
সুরভি তৈলরসৈরভিষিঞ্চতী।
করভঘট্টন-ঘর্ষণতোঽন্তর
স্তিমিততা মিততা মকরোদিয়ম্ ॥১৪॥
অধিশিরঃ করকুট্মল-কল্পিতৈ
রথ ঝণদ্বলয়ং মৃদুমর্দ্দনৈঃ।
অকৃতত্তাং দরমেলিতলোচনা-
মতনুকং তনুকম্পনমাশ্রিতাম্ ॥১৫॥

ইয়ং মঞ্জরী করভঘট্টনঘর্ষণতো হেতোঃ অন্তরস্য কেশশ্রেণ্যা অভ্যন্তরস্য যা স্তিমিততা স্নিগ্ধতা তস্যা যা অমিততা অপরিমিতত্বং, তাং অতনোৎ, "করস্য করভো বহি"রিত্যমরঃ। কথম্ভূতা সুরভিতৈলরসৈঃ ইমা কেশশ্রেণীরভিষিঞ্চতী, ইমা কিম্ভূতাঃ গ্রন্থিমোচনার্থং ব্যাকীর্ণাঃ ॥১৪॥

অধিশিরঃ শিরসি করয়োঃ কুট্মলাভ্যাং কমলকলিকাবৎ মুষ্টিকৃতাভ্যাং কল্পিতৈ-র্মৃদুমর্দ্দনৈঃ ঝণদ্বলয়ং যথা স্যাত্তথা ইতি মর্দ্দনক্রিয়াবিশেষণম্, তাং রাধাং দরমীলিত-

প্রিয় কিঙ্করী এই সময়ে শোভনাঙ্গী শ্রীরাধার ক-পট অর্থাৎ মস্তকের বসন অপসারিত করিয়া প্রতিকর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত বেণীবন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক কেশকলাপের অতিশয় শোভা-সংবর্দ্ধন করিলেন ॥১৩।

অনন্তর অঙ্গুলিনিচয় বিরলিত করিয়া কেশপাশের গ্রন্থি-বিমোচনের নিমিত্ত মূলদেশ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত অতি ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে কেশ-কলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তারপর সুরভি তৈল-রসে তাহা অভিষিঞ্চিত করিয়া এবং করভঘট্টন অর্থাৎ মণিবন্ধাবধি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত করের বহির্ভাগ দ্বারা পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিয়া কে-শপাশের অভ্যন্তরভাগের অপরিমিত স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

অতঃপর কমল-কলিকার ন্যায় করদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শ্রীরাধার

মুখবিধুং কচসন্তমসব্রজোঽহ্-
রুণদতো মণিকঙ্কতিকাস্ত্রতঃ।
লঘু বিকৃষ্য নিবধ্য ফলং তদু-
ত্থিতমলং তমলম্ভয়দেব সা ॥১৬॥
কুচভুজাদিষু তৈল-নিষেচনে
বসনমুদ্‌ঘটয়ন্ত্যবিভঃ স্মিতম্।

লোচনাং অকৃত, কথম্ভূতাং অতনু অনল্পং কং সুখং যস্মাদেবম্ভূতং তনুকম্পন-মাশ্রিতাম্ ॥১৫॥

ততশ্চ কঙ্কতিকয়া সংস্কৃত্য কেশানাং বন্ধনং কৃতবতীতি যথা শোভামুৎপ্রেক্ষয়-ন্নাহ। রাধায়া মুখরূপবিধুং কচসন্তমসব্রজঃ কেশস্বরূপান্ধকারসমূহঃ অরুণৎ রুদ্ধং চকার। অতঃ হেতোঃ সা রতিমঞ্জরী মণিনির্ম্মিতকঙ্কতিকারূপাস্ত্রেণ লঘু শীঘ্রং বিকৃষ্য বিশেষেণ কৃষ্ট্বা নিবধ্য চ তং কচসন্তমসব্রজং তদুত্থিতং বিধুরোধন কর্ম্ম-জনিতং ফলং অলং অতিশয়েন অলম্ভয়ৎ প্রাপয়ামাস ॥১৬॥

কিঙ্করিকালিঃ কিঙ্করীশ্রেণী কুচভুজাদিষু তৈলনিষেচনে বসনং উদ্‌বটয়ন্তী সতী

মস্তক মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে করস্থিত রত্ন-বলয় রুণু ঝুনু শব্দিত হইতে লাগিল এবং অতনু অর্থাৎ অনল্প সুখময় তনু-কম্প উপস্থিত হওয়ায় শ্রীরাধার নয়নকমল দুটি আধ-নিমীলিত হইয়া আসিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর রতিমঞ্জরী মণিকঙ্কতিকা দ্বারা কেশ-সংস্কার পূর্ব্বক শ্রীরাধার কেশ-বন্ধন করিলেন, তাহাতে মনে হইল, নিবিড় কেশ-পাশ-রূপ অন্ধকার রাশি শ্রীরাধার বদন-বিধুকে আবরিত করিয়াছিল বলিয়াই যেন রতিমঞ্জরী রোষভরে কঙ্কতিকা-অস্ত্র দ্বারা সেই কেশপাশকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া তাহার বিধু-রোধন-কর্ম্মের প্রতিফল বিশেষরূপে প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

তারপর শ্রীরাধার বক্ষদেশে ও ভুজবল্লী প্রভৃতি স্থানে তৈল-

রহসি কিঙ্করিকালি রথাপ্যধা-
চ্চকিতলোচনতাং চ নতাঙ্গ্যসৌ ॥১৭॥
ঘুস্বণ-সীত-করাম্বুজরেণবঃ
সমুদিতাঃ স্তিমিতাঃ কুসুমাম্বুভিঃ।
মলয়জদ্রব-মিশ্রণমেকয়া
চতুরয়া তু রয়াদুপনিন্যিরে ॥১৮॥

স্মিতং অবিভঃ ধৃতবতী তথা চ কুচাদিষু স্থিতং বস্ত্রং দূরীকৃত্য তত্র তত্র নখক্ষতাদি-দর্শনেন স্মিতযুক্তা বভূবেত্যর্থঃ। অসৌ রাধা তথাচ রহস্স্থানে কোঽপি বা পশ্যতীতি ভয়যুক্তা বভূবেত্যর্থঃ। নতাঙ্গীতি কিঙ্করীণাং স্মিতদর্শনেন লজ্জা জাতেতি ধ্বনিঃ ॥১৭॥

অথ উদ্বর্ত্তন-সামগ্রী সমাধানমাহ। চতুরয়া একয়া কিঙ্কর্য্যা ঘুস্বণ সীতকরাম্বুজরেণবঃ মলয়জদ্রবমিশ্রণম্ উপনিন্যিরে প্রাপুরিত্যর্থঃ। তথাচ কর্পূর-পদ্মরাগ-

নিষেচনের নিমিত্ত কিঙ্করীগণ বক্ষবাস উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন—তখনও তাঁহার স্তন-মণ্ডলাদিতে কান্তকৃত নখাঙ্ক-নিচয় শোভা পাইতেছে; তাহাতে সখীগণের অধর-প্রান্তে মৃদুহাসির তরঙ্গ খেলিল। সখীগণকে হাসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বড়ই উন্মনা হইলেন—ভাবিলেন কেহ নিভৃতে থাকিয়া আমার এই নগ্ন-মাধুরী দেখিতেছে না কি? নতুবা সখীগণ এমন ভাবে অধর টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে কেন?"—এই ভাবিয়া শঙ্কাকুল নয়নে শ্রীরাধা ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জা-বশতঃ ঈষৎ নতাঙ্গী হইলেন ॥ ১৭ ॥

এমন সময়ে এক সুচতুরা কিঙ্করী, কর্পূর-কুঙ্কুম-পদ্মরাগচূর্ণ ও সুগন্ধি চন্দনদ্রবমিশ্র একত্র মিশাইয়া এবং "গোলাবজল"নামক প্রসিদ্ধ কুসুমাম্বু দ্বারা তাহার স্নিগ্ধতা সম্পাদন পূর্ব্বক এক অনুপম উদ্বর্ত্তন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র তথায় উপস্থাপিত করিলেন ॥ ১৮ ॥

দ্যুতিভিরুদ্যত বিদ্যুত এব তৈ
র্বণিমামৃতবর্ষিতয়া ঘনান্।
অপঘনানপরা উদবর্ত্তয়ন্
স্বনয়নৈর্ণয়-নৈপুণ্যতোঽধয়ন্ ॥১৯॥

চূর্ণানি-চন্দনদ্রবযুক্তানি কৃতানীত্যর্থঃ। তুহাদিত্বাৎ কর্ম্মদ্বয়ং রেণবঃ কথম্ভূতাঃ সমুদিতা একত্রমিলিতাঃ পুনশ্চ "গুলাব" ইতি প্রসিদ্ধ কুসুমাম্বুভিঃ স্তিমিতাঃ ॥১৮॥

উদ্বর্ত্তনপ্রক্রিয়ামাহ। অপরাঃ কিঙ্কর্য্যঃ তৈঃ কুসুমাম্বুভিঃ স্তিমিতৈঃ রেণুভিঃ অপঘনান্ শরীরাবয়বান্ উদবর্ত্তয়ন্, কথম্ভূতান্ দ্যুতিভিরুদয়ং প্রাপ্তা যা বিদ্যুতঃ তত্তুল্যান্, পুনশ্চ লাবণ্যরূপামৃতবর্ষিতয়া মেঘতুল্যান্ য এব মেঘাস্ত এব বিদ্যুত ইত্যর্থ বিরোধঃ। এবং ঘনানেব অপঘনানিতি শব্দবিরোধশ্চ। মেঘৈঃ সহসা দৃশ্যান্তরমাহ। স্বনয়নৈরিতি নয়নৈপুণ্যেন স্বনয়নৈরধয়ন্, উদ্বর্ত্তনং কুর্ব্বত্য এব স্বয়ং চক্ষুষা রূপামৃতানি অপঘনতঃ পপুরিত্যর্থঃ। নীতিনৈপুণ্যং চ সর্ব্বা উদ্বর্ত্তন-ক্রিয়া সম্যক্ জাতা ন বেতি, সংশয়নিরাসার্থং সম্যক্ নিভালনরূপং অধয়ন্নিত্যনেন নয়নানাং চাতকত্বং দ্যোতিতম ॥১৯॥

এবং অন্য আর এক কিঙ্করী সেই কুসুমাম্বু-স্তিমিত উদ্বর্ত্তন দ্রব্য দ্বারা, কান্তিমালায় উদ্ভাসিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় এবং লাবণ্যামৃতবর্ষি-মেঘের ন্যায় শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্বর্ত্তন করিতে লাগি-লেন। মেঘের দৃশ্য যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সেইরূপ শ্রীরাধার অঙ্গকান্তির লাবণ্যরাশিও তখন ক্ষণে ক্ষণে সখীগণের দৃষ্টি-বৈচিত্র্য জন্মাইতে লাগিল। সেবাপরা কিঙ্করী উদ্বর্ত্তন করিতেছেন আর তাঁহার পিপাসিত নয়ন-চকোর তন্ময়ভাবে সেই অপঘনের রূপামৃত-ধারা প্রাণ ভরিয়া অনিমেষে পান করিতেছে। তারপর উদ্বর্ত্তনক্রিয়া সম্যক্ সম্পন্ন হইল কিনা এই সংশয়-নিরসনার্থ স্বীয় নয়নের নীতি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

সুরভিতামলকীদ্রব-লেপনৈ-
র্মৃদুলপাণিতলালঘু-ঘর্ষণৈঃ।
ব্যধিতকাচন তচ্চিকুরাং মুদা
রুচির-মার্জ্জন-মার্জ্জনমেদুরান্ ॥২০॥
অথ পুরঃ স্ফটিকাপ্লব-বেদিকাম্
বৃত্তিমতী মভিতঃ পরিবাহিণীম্।
ইভগতির্বিশতী-কুরুতেস্মতাং
স্ব সুষমাঞ্চন কাঞ্চনকান্তিকাম্ ॥২১॥

কেশসম্মার্জ্জনমাহ। কাচিৎ কিঙ্করী তস্যা রাধায়া শিচকুরান্ রুচিরমার্জ্জনেন যা যা শোভা তস্যা অর্জ্জনং যেষু, তথাভূতাশ্চ তে মেদুরাঃ স্নিগ্ধাশ্চ তান্ ব্যধিত চকার। কৈঃ প্রকারৈস্তত্রাহ। সুগন্ধদ্রব্যান্তরেণ আমলকীসুরভয়তীতি, কর্ম্মণি ক্তঃ। সুরভিতা যা আমলকী তস্যা দ্রবলেপনৈঃ এবং কোমলকরতল বহুতর ঘর্ষণৈশ্চ ॥২০॥

স্নানার্থং বেদ্যারোহণমাহ। ইভগতিঃ শ্রীরাধিকা তাং স্ফটিকাপ্লববেদিকাং বিশতীপ্রবিশতী স্বস্যা শোভায়া অঞ্চনেন প্রাপণেন কাঞ্চনস্য সুবর্ণস্যেব কান্তির্যস্যাঃ এবম্ভূতাঙ্কুরুতে স্ম। আসনাদুত্থায় স্নানসময়ে শিরসি জলদানার্থং তস্যাঃ সকা-

অনন্তর আর এক সখী আমলকীদ্রব, অন্য সুগন্ধিদ্রব্য-সংমিশ্রণে সুরভিত করিয়া, কোমল করতল দ্বারা শ্রীরাধার কেশকলাপ ধীরে ধীরে মর্দ্দণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুন্দর মার্জ্জন দ্বারা সেই সুচিক্কণ কেশকলাপ তখন অতীব স্নিগ্ধ ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল ॥২০॥

তারপর শ্রীরাধা গজেন্দ্র-গমনে স্ফটিকমণিনির্ম্মিত স্নান-বেদিকায় গিয়া আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার অনাবৃত শ্রীঅঙ্গের কাঞ্চনকান্তি উচ্ছলিত হওয়ায় সেই স্বচ্ছ স্ফটিক বেদিকা সুরম্য কাঞ্চন বেদীর ন্যায়

উপরিতচ্ছিরসোঽম্ববিরেকয়া
ঘটমুখাল্লঘু-ধারতয়ার্পিতৈঃ।
করতলদ্বয়তো মমৃজে মুহুঃ
কচ্চততিঃ পরয়া পরয়া মুদা ॥২২॥

ঘনরসোক্ষণতো দর-কুঞ্চিত-
স্ফুমর-লম্বিতং নীল-পত্তাকিকঃ।

শাৎ কিঙ্করীণাং কিঞ্চিদুচ্চপ্রদেশোঽপেক্ষিতোঽতস্তদর্থং বেদিকাং বিশিনষ্টি। বৃত্তিমতীং বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু কিঞ্চিদুচ্চভিত্তিস্বরূপাবরণযুক্তাং পুনশ্চ অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু জলনির্গমার্থং প্রণালিকা ইতি প্রসিদ্ধপরিবাহযুক্তাম্।।২১॥

জলেন গাত্রাভিষেকমাহ। একয়া কিঙ্কর্য্যা ঘটমুখাল্লঘুধারয়াতয়া তস্যা রাধায়া শিরসঃ উপরি অর্পিতৈর্জলৈঃ পরয়া কিঙ্কর্য্যা কচততিঃ কেশশ্রেণী করতলদ্বয়তঃ মমৃজে পরয়া মুদা পরমানন্দেন ॥২২॥

জলাভিষেক-সময়ে শোভাবিশেষমুৎপ্রেক্ষতে। তস্যা রাধায়া তনুচ্ছলেন অতনোঃ কন্দর্পস্য সুবর্ণ-নির্ম্মিতো যো ধ্বজঃ স এব নু ভোঃ। কিং দ্যুতিভরং

প্রতীত হইতে লাগিল। স্নান-সময়ে আসন হইতে উত্থিত হইয়া মস্তকে জলধারা অভিষেক করিবার নিমিত্ত কিঙ্করীগণের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে অবস্থান কর্ত্তব্য,—এই উদ্দেশে বেদীর চারিদিক্ কিঞ্চিৎ উচ্চ ভিত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জলনির্গমনের নিমিত্ত তাহার চারিদিকেই পয়ঃ-প্রণালী বিরাজিত আছে ॥ ২১ ॥

বেদীমধ্যে উপবেশন করিলে জনৈকা কিঙ্করী শ্রীরাধার মস্তকের উপর ঘটমুখে লঘু ধারায় সুগন্ধি জল ঢালিতে লাগিলেন, আর এক জন কিঙ্করী পরমানন্দ সহকারে কোমল করতলদ্বয় দ্বারা তাঁহার কেশ-কলাপ মুহুর্মুহুঃ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

জলাভিষেচনে তখন শ্রীরাধার নিবিড়কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ঈষৎ কুঞ্চিত, প্রসারিত ও লম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

দ্যুতিভরং পুরটধ্বজ এব ত-
ত্তনুমিষাদতনোদতনোর্মুহুঃ কিম্ ॥২৩॥
কৃতমৃজেষ্বখিলাবয়বেষু তাং
সমুচিতাম্বুভিরুন্নত সৌরভৈঃ।
স্নপয়িতুং মুহুরেব তদালিভিঃ
প্রববৃতে ববৃতে চ জয়স্বনঃ ॥২৪॥
হারমণিগয়তাং চিকুরোর্দ্ধগম্।
বদনসন্নিহিতং বহুরত্নতাম্।

কান্তিসমূহম্ অতনোঃ, শরীর-স্বরূপ-ধ্বজং কীদৃশং ঘনরসস্য জলস্য উক্ষণতঃ উক্ষ সেচনে, জলসেচনাৎ দর ঈষৎ কুঞ্চিতঃ পুনশ্চ সমরা প্রসরণশীলা লম্বিতা কেশরূপা নীলপতাকিকা যস্য সঃ ॥২৩॥

ততশ্চাঙ্গমার্জ্জনার্থমবান্তর স্নানানন্তর মহাস্নপনসময়ে সখীনাং ব্যবহারমাহ। কৃতা মৃজা মার্জ্জনং যেষাং এবম্ভূতেষু নিখিলাবয়বেষু সৎসু তদা উন্নত সৌরভৈ রম্বুভিঃ স্নপয়িতুং আলিভিঃ প্রববৃতে সখীভিঃ প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ। এবং স্নানসময়ে জয়শব্দশ্য প্রববৃতে প্রবৃত্তোঽভূদিত্যর্থঃ ॥২৪॥

আমরি! বোধ হইল যেন শ্রীরাধার তনু-যষ্টিরূপ অনঙ্গের স্বর্ণধ্বজ-দণ্ডে, কেশ-কলাপরূপ লম্বিত নীলপতাকা ঘনরস* সেচনে বারংবার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

এইরূপে কিঙ্করীগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার নিখিলাঙ্গ মার্জ্জন ও অবান্তর স্নানক্রিয়া সমাধা হইলে ললিতাদি প্রিয়সখিগণ সময়োচিত অতি সুগন্ধ সলিল দ্বারা মহাস্নান করাইতে আরম্ভ করিলে চারিদিকে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

আহা! সেই স্নানকালের শোভা কি অনির্ব্বচনীয়, সখীগণ

* ঘনরস—নিবিড় রস—পক্ষে—মেঘাম্বু ধারা।

করতলোপরি বৈদ্রুমতাং কুচ-
দ্বয়মহো যদহো নবহৈমতাম্ ॥২৫॥
জঘন-বাসসি পুষ্কর-পিণ্ডতাং
ভজদিব স্ফটিকোদক-ভাজনম্।
বিবিধ-রূপকমেকমপি শ্রিয়া
তনু-সভাজন-ভাজনতাং যুকং যযৌ ॥২৬॥
(যুগ্মকং)

স্নান সময়ে শোভাবিশেষমাহ। স্ফটিকনির্ম্মিত জল-ভাজনম্ একমপি বিবিধ রূপকং বিবিধাকারং শ্লেষেণ হরিমণিত্বাদিনা বিবিধা রূপকালঙ্কারা যত্র তথাবিধং সৎ শ্রিয়া অতনোরনঙ্গস্য সভাজনস্য উৎকৃষ্টস্য ভাজনত্বং আস্পদত্বং শ্লেষেণ তনোঃ রাধিকাদেহস্য স্তুতি-ব্যঞ্জকত্বং যযৌ প্রাপ্য। ধন্যোঽয়ংদেহঃ যস্য সান্নিধ্যাৎ অল্পমপীদং হরিমণ্যাদি ময়ত্বেন বহুমূল্যং বভূব ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। স্ফটিক নির্ম্মিত জল-পাত্রস্য নানাবিধাকারত্বমেবাহ, তাদৃশং ভাজনং চিকুরোর্দ্ধগং সৎ হরিমণি-ময়তাং ভজৎ ইন্দ্রনীলমণিকৃত মিবজাতামত্যর্থঃ। যৎ পুনশ্চ কুচদ্বয়মহো সৎ নব-হৈমতাং ভজৎ কুচদ্বয়স্য মহঃকান্তি যাতি প্রাপ্নোতি, তথাভূতং সৎ নবীন-স্বর্ণ-কৃতমিবজাতমিত্যর্থঃ, অহো আশ্চর্য্যম্ ॥২৫॥

পুনশ্চ জঘন নিতম্বাদি নিকটে স্থিতং সৎ পুষ্কর-পিণ্ডতাং জলপিণ্ডমিব জাত মিত্যর্থঃ। স্ফটিক-বস্ত্রয়োঃ শ্বেতত্বেন জলপিণ্ডাকারমিব প্রত্যয়াৎ ॥২৬॥

স্ফটিক নির্ম্মিত জলপাত্র হইতে শ্রীরাধার মস্তকের উপর জলধারা ঢালিতে আরম্ভ করিলে, কেশ-কলাপের কমনীয় কান্তি দ্বারা সেই স্ফটিক-কলস, ইন্দ্রনীলমণিবৎ প্রতীত হইল এবং শ্রীমুখের সন্নিধানে অধর-দন্ত-নাসিকা-নয়নাদির কান্তি দ্বারা বিবিধ রত্নময় রূপে উদ্ভাসিত হইল, জল-সেচন কালে জলধারা পাছে শ্রবণ-নয়নাদি পথে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় করতলদ্বয় উত্তান ভাবে শ্রীমুখের উপর ধারণ করিলে, সেই করতলের কান্তি দ্বারা বিদ্রুমময় বোধ হইল এবং সুপীন পয়োধর যুগলের প্রভাপুঞ্জে স্ফটিক-কলস নবকাঞ্চনময় প্রতিভাত হইল ॥২৫॥

স্থির-তড়িল্লতিকা-ধৃত মৌক্তিকা
ন্যুদচিনোৎ পৃষদম্বুমৃজামিষাৎ।
বরতনোঃ শরদভ্র-নিভাংশুকৈঃ
করধৃতৈঃ প্রমদাৎ প্রমদাবলিঃ ॥২৭॥
নিরুদকীকৃতয়েহংশুক-বেষ্টনম্
কচততির্গমিতাপি কয়াপ্যভাৎ।

স্নানান্তরং গাত্রপ্রোঞ্ছনশোভামাহ। প্রমদাবলিঃ স্ত্রীসমূহ বরতনোঃ শ্রীরাধায়াঃ পৃষদম্বুমৃজা-মিষাৎ বিন্দুজলমার্জ্জনচ্ছলেন স্থিরীভূতা যা বিদ্যুল্লতিকা তয়া ধৃতানি মৌক্তিকানি উদাচনোৎ উত্থাপ্য নীতবতীত্যর্থঃ। প্রমদাদানন্দতঃ কেন প্রকারেণ তত্রাহ। শরৎকালীন শ্বেতাভ্রতুল্যৈরংশুকৈঃ ॥২৭॥

কেশস্য জলদূরীকরণমাহ। নিরুদকীকৃতয়ে জলদূরীকরণায় কয়াপি কিঙ্কর্য্যা কচততিঃ কেশসমূহঃ অংশুকবেষ্টনং গমিতা বস্ত্রেণ বেষ্টিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি অভাৎ শোভিতবতীত্যর্থঃ। তত্র উৎপ্রেক্ষমাহ। রবিজয়া যমুনয়া সুরনদ্যা গঙ্গয়া বৃতয়া

এবং শুভ্র-বসনাবৃত নিতম্ব-সন্নিধানে স্ফটিক ও বস্ত্রের সমান শুভ্রতা হেতু জলপিণ্ডবৎ প্রতীত হইল। এইরূপে স্ফটিক-কলস স্বভাবতঃ একইরূপ শুভ্রবর্ণ হইয়াও শ্রীরাধার তনু-সান্নিধ্য লাভে বিবিধ রত্নময় রূপে শোভা পাইল; অতএব ধন্য শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ! কি আশ্চর্য্য, তুচ্ছ স্ফটিক-কলসও শ্রীরাধার তনুসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া মহামূল্য মণিরত্নের ভাজনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল ॥২৬॥

স্নানের পর সেই কিঙ্করী সকল শারদ-শুভ্র মেঘের ন্যায় বস্ত্রখণ্ড লইয়া পরমানন্দে বরতনু শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ-সংলগ্ন জলবিন্দু-নিচয় মুছাইতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন স্থির-তড়িৎ-লতিকায় ফলিত মুক্তাফল-নিকর শারদীয় শুভ্র মেঘখণ্ড দ্বারা ধীরে ধীরে তুলিয়া লওয়া হইতেছে ॥২৭॥

তার পর অন্য একজন কিঙ্করী কেশপাশের জল মুছাইবার জন্য শুভ্র বসন-খণ্ডের দ্বারা কেশগুচ্ছকে বেষ্টন করিলেন। তখন বস্ত্রের

সুরনদী সুতয়াপি কিমু ত্বিষো
রবিজয়া বিজয়ায় বিতেনিরে ॥২৮॥
অথ তয়া নিরপীড্যত সা লঘু
ভ্রমিবশাদপ উদ্গিরতী মুহুঃ।

আচ্ছাদিতয়া সত্যাঽপি বিজয়ায় গঙ্গাং জেতুং ত্বিষঃ কান্তীঃ কিং বিতেনিরে ॥২৮॥
নিষ্পীড়ন শোভামাহ। তয়া কিঙ্কর্য্যা সা কচততিঃ লঘু অল্পমেব নিরপীড্যত, সা

অভ্যন্তর হইতে এমনই মনোহর আভা স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন সুরধুনী দ্বারা শ্রীযমুনা আচ্ছাদিত হইয়াও রবি-নন্দিনী যমুনা সেই জাহ্নবীকে জয় করিবার অভিলাষেই অভ্যন্তর হইতে এই-রূপ কান্তি-মালা বিস্তার করিতেছেন ॥২৮॥ *

অনন্তর সেই কিঙ্করী কেশপাশকে অল্পে অল্পে নিপীড়িত করায়,

* তথাহি পদ।—

"গামছা আনিয়া, গা'খানি মুছিয়া,
পরাল নীলিম বাস।
বেশের মন্দিরে, পশিল সত্বরে
সখীগণ চারিপাশ॥
সেকালে বিস্তার, ষোড়শ শৃঙ্গার,
করিয়া হেরয়ে মুখ।
কৃষ্ণ-অবশেষ, করিয়া পরশ,
পাওল পরম সুখ॥
কহে রঙ্গলতা, আর এক কথা,
শুনহ রাজার ঝি।
কুন্দলতা ধনী, আসিছে এখনি,
হেনই বাসিতেছি॥
দেখ একজন, বুঝহ কারণ,
জটিলা নিকটে যাই।
বুঝিতে সত্বর, হইলা শেখর
রাইর ইঙ্গিত পাই॥"

গ্রসনতঃ কিমু চন্দ্রিকয়াহরুদদ-
দ্ঘনতমো বিসরো বিষরোচিষা ॥২৯॥
পরিজহৌ রুচিরাংশুক-বেষ্টিতা-
ধরতনুঃ সুদৃগা প্লবনাম্বরম্ ।
মম গুণঃ সুরভি স্তনুমানসা
বিতিরসা তিরসা দিদমাদদে ॥৩০॥

কথম্ভূতা ভ্রমিবশাদপ ইঙ্গিনবতী তত্রোৎপেক্ষমাহ। বিষরোচিষা মৃণালবৎ শ্বেত-কান্তিমত্যা চন্দ্রিকয়া গ্রসনাদ্ধেতোঃ ঘনতমো বিসরঃ নিবিড়ান্ধকারসমূহঃ কিমু অরুদৎ। বিষরোচিষেত্যবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষো যমকানুরোধেন সোঢ়ব্যঃ ॥২৯॥

বস্ত্রান্তরং পরিধায় পূর্ব্বং পরিহিতবস্ত্রং ত্যক্তবতীত্যাহ। সুদৃক্ শ্রীরাধা রুচিরাং-শুকেন বেষ্টিতা অধরতনুঃ অধঃ শরীরং যস্যা এবম্ভূতা সতী অর্থাৎ শোভিত-বস্ত্রম্ অধঃ শরীরে পরিধায় আপ্লবনাম্বরং স্নানীয়বস্ত্রং পরিজহৌ তস্য সৌগন্ধ্যমাহ। রসা পৃথ্বী ইদং আপ্লবনাম্বরং অতিরসাদাদে অনুরাগবিশেষেণ গৃহীতবতীত্যর্থঃ। অতিরস ত্বস্যাঃ কুতো জাত ইত্যাহ। অসৌ সুরভিঃসৌগন্ধ্যরূপো মম গুণস্তনুমান্ ইদানীং মম ভাগ্যেন মূর্ত্তিমান্ জাত ইতি মননাৎ শ্রীরাধাঙ্গ-স্পর্শাৎ এবং নানাবিধ সুগন্ধ-তৈল-স্পর্শাচ্চ বস্ত্রস্য তথা সৌগন্ধ্যং জাতং যথা গন্ধগুণা পৃথ্বী অপি পরমাদরেণ গৃহীতবতী, বস্ত্রতস্ত্ব অতিরসেন অতিজলেন সিক্তং তদ্বস্ত্রং ভূমিমপি সুগন্ধীচকার ॥৩০॥

যেন কেশপাশ ভ্রমি বশতঃ জল উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল, বোধ হইল, নিবিড় অন্ধকাররাশি যেন মৃণাল শুভ্র * চন্দ্রিকা-গ্রস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে ॥২৯॥

সুলোচনা শ্রীরাধা আগুল্‌ফ-প্রসারিত করিয়া সুন্দর শুদ্ধ বসন পরি-ধান করিলেন এবং স্নানীয় আর্দ্র-বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই পতিত আর্দ্র বাস ধরাতলকেও সুরভি করিয়া তুলিল। শ্রীরাধার

* এস্থলে বিষরোচি' অর্থাৎ মৃণালশুভ্র বাক্যে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ দৃষ্ট হইলেও যমকানু-রোধে উহা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। অগ্রে অনুবাদ (জ্ঞাতবিষয়) না বলিয়া অগ্রেই বিধের অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহাকে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ কহে।

অধিবিতর্দ্দিতলং ললনামণি
শ্চকিতদৃক্ দরকুঞ্চিত-বিগ্রহা।
ব্যাকিরদঙ্গুলি-চম্পক-কোরকৈঃ
শিরসিজান্ মুখসম্মুখ-সংনতান্ ॥৩১॥
করযুগা কলিতান্ততটদ্বয়া-
ম্বর বরাহতি-নির্ধুত-কুন্তলা।

অধিবিতর্দ্দিতলং বেদিকায়াং স্থিত্বা ললনামণিঃ শ্রীরাধা অঙ্গুলি-চম্পক-কোরকৈঃ মুখস্য সম্মুখে নতান্ নম্রীকৃতান্ শিরসিজান্ কেশান্। "স্যাদ্বিতর্দ্দিস্তু বেদিকে-ই"ত্যমরঃ। কথম্ভূতা, চকিতদৃক্ সভয়-নয়না কেন কোঽপি বা পশ্যতীতি শঙ্কাকুলে-ত্তি ভাবঃ, অতএব দরকুঞ্চিত বিগ্রহা ॥৩১॥

পুনঃ কেশানাং জলকণামাত্রস্যাপি বাহিত্যমাহ। করেতি সা শ্রীরাধা নভ আকাশস্য বরবসো জলংতস্য ত্রসরেণবোঽত্যন্তসূক্ষ্মকণাঃ তন্ময়ং কৃতবতীত্যর্থঃ।

শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে ও বিবিধ সুবাসিত তৈলাদির সংস্পর্শে সেই বসন এমনই সৌগন্ধময় হইয়াছিল যে, গন্ধগুণ বিশিষ্টা ধরণীও "আমার গন্ধগুণই যেন সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রীরাধাস্বরূপে সম্প্রতি মূর্ত্তিমান হইয়াছে"—এই মনে করিয়া সেই আর্দ্র-বাসকে সাদরে স্বীয়বক্ষে গ্রহণ করিলেন ॥৩০॥

তারপর ললনামণি শ্রীরাধা সেই স্নান-বেদিকার তলদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় চকিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে স্বীয় তনুলতাখানি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া চম্পক-কলিকা-নিন্দি-করাঙ্গুলি-নিচয় দ্বারা শ্রীমুখের সম্মুখভাগে সংনত কেশপাশকে ধীরে ধীরে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

পরে কেশ সম্পৃক্ত সামান্য জল কণাসমূহকেও বিদূরিত করিবার নিমিত্ত রমণীয় গাত্র-মার্জ্জনি-বসনের প্রান্ত তটদ্বয় উভয় করে ধারণ পূর্ব্বক পুনঃপুন আঘাত করিয়া সেই সুচিকন কেশগুচ্ছকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সেই আঘাত জন্য কেশপাশ হইতে যে অতি-

ঘনরস-ত্রসরেণুময়ং নভো
ব্যধিত সাধিত সার-রুচশ্চ তাঃ ॥৩২॥
স্থিরতড়িদ্ব্রততি নিজশাখয়ো
র্বিমল চন্দ্রিকয়া কৃতসখ্যয়োঃ।
যুগমুদস্য মুহুঃ প্রজহার কিং
ঘনতমো ন তমো জসিতুন্নতম্ ॥৩৩॥

সা কিন্তুতা করদ্বয়েন কলিতং অম্ভতটদ্বয়ং যস্য তথাভূতং যদম্বরং বস্ত্রং তস্য যা আহতিঃ আঘাতস্তয়া নির্ধূতাঃ কুন্তলা যয়া সা, কিঞ্চ সা বাধা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ সার-রুচঃ সারভূতাঃ শোভাঃ অধিতবতী, তাদৃশকেশাঘাতসময়ে তস্যাঃ অতিসুন্দর-কান্তয়ঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা ইতি স্বভাবোক্তিঃ ॥৩২॥

শ্রীরাধায়াঃ কেশাঘাতমুৎপ্রেক্ষতে। স্থির-বিদ্যুল্লতিকা কর্ত্রী বিমলচন্দ্রিকয়া সহ কৃতসখ্যয়োঃ নিজশাখয়োর্যুগং উদস্য উত্থাপ্য ঘনীভূতকেশস্বরূপম্ অন্ধকারং কর্ম্ম কিং প্রজহার, কথম্ভুতং নতং নম্রীভূতং কিন্তু ওজসি উন্নতম্ উচ্চীভূতং অনেন প্রহারৈস্তৎ পরিভবাভাবশ্চ সূচিতঃ দৃষ্টং চৈতন্যভগবদ্ভক্তেষু অন্যকৃত তিরস্কারেঽপি সমধিকতেজোবৃদ্ধি র্জায়তে ॥৩৩॥

সূক্ষ্ম জলকণা-নিচয় বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, শ্রীরাধা যেন সম্মুখস্থ আকাশ-মণ্ডলকে মেঘাম্বুর ত্রসরেণুময় করিয়া তুলিলেন। আহা! সেই কেশরাশির উপর আঘাত করিবার সময়ে শ্রীরাধার অনুপম সৌন্দর্য্য-মাধুরী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥৩২॥

মরি! মরি! শ্রীরাধার সেই কেশাঘাত-চাতুর্য্য কি চমৎকার! যেন স্থিরা সৌদামিনী-লতা বিমল চন্দ্রিকার সহিত নিজ শাখাদ্বয়ের সখ্য-বিধান পূর্ব্বক সেই শাখাদ্বয়কে উপরে তুলিয়া নিবিড় অন্ধকার রাশির উপর মুহুর্মুহু প্রহার করিতেছে। তাহাতে সেই নিবিড় কুন্তল-তিমির নম্রীভূত হইলেও শেষে উজ্জ্বল কান্তিতে পরম উৎকর্ষ প্রাপ্তই হইতেছে। ফলতঃ প্রহারের দ্বারা যেন তাহার পরাভবের অভাবই সূচিত হইতেছে। এইরূপ ভাব ভগবদ্ভক্তেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রুচির-কুঞ্চন সংবৃত-মূর্দ্ধত
স্তুতমধঃ প্রপদাবধিলম্বি সা।
পরিদধেঽরুণ-সূত্র-সিতান্তরং
প্রবরমম্বর মঞ্চিত-চিত্রবৎ ॥৩৪॥
কনকবিন্দুমতী নবশাটিকা
ঘনরুচিস্তদুপর্য্যতিদিদ্যুতে।

সা রাধা "লহঙ্গা" ইতি প্রসিদ্ধং প্রবরমম্বরং পরিদধে। কিম্ভূতং উর্দ্ধত উপরি ভাগে রুচির কুঞ্চনেন সংবৃতং, পুনশ্চ প্রপদাবধি পাদাগ্র পর্য্যন্তং লম্বি পুন 'ডোরী' ইতি খ্যাতেন অরুণ সূত্রেণ সিতং বদ্ধম্ অন্তরং যস্য তৎ,তেনান্তঃ প্রবিষ্টেনৈব সূত্রেণ বদ্ধমিতি যাবৎ। পুনশ্চ অঞ্চিতং পূজিতং প্রশস্তং যচ্চিত্রম্ তদ্‌যুক্তম্ ॥৩৪॥

তস্য পরিহিত-বস্ত্রস্য উপরি "ডাণ্ডিয়া" ইতি প্রসিদ্ধা নবশাটিকা দিদ্যুতে শুশুভে। কথন্তূতা সুবর্ণরসময়বস্তুনা নির্ম্মিতা যে বিন্দবঃ বিন্দুময়চিহ্নানি তৈর্যুক্তা, পুনশ্চ মেঘস্যেব রুচির্যস্যাঃ সা। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকদর্শনজন্য লজ্জয়া যস্যাঃ শাটিকায়াঃ সম্যক্তয়া বেষ্টনং। দর্শনমাত্রেণৈব কৃষ্ণস্য নেত্রং রুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥৩৫॥

ভক্তগণকে কেহ তিরস্কার বা প্রহার করিলে তাঁহারা তাহাতে উত্তেজিত বা কুপিত না হইয়া স্বাভাবিক রূপেই অবস্থান করেন, বরং আরও নম্রতা প্রকাশই করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহাদের প্রভাব বা গৌরবের হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ॥৩৩॥

অনন্তর শ্রীরাধা যে শোভন চিত্র-মণ্ডিত আপাদ-বিলম্বি লহঙ্গা (ঘাগরা) নামক বরাম্বর পরিধান করিলেন, তাহার উপরিভাগ সুন্দর কুঞ্চন সংবৃত এবং সেই কুঞ্চনের অভ্যন্তরে 'ডোরী' নামক অরুণ সূত্র নিবদ্ধ ॥৩৪॥

সেই পরিহিত বসনের উপর 'ডাণ্ডিয়া' নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণরস-রচিত বিন্দু-বিশিষ্ট নবঘন-কান্তি নবীন শাটী বেষ্টন করায় এক অপূর্ব্ব সুষমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরি! সেই শাটীর সুচারু বেষ্টন

যদভিবেষ্টনমেব মুকুন্দদৃঙ্
নিরনুরোধন রোধন মুচ্যতে ॥৩৫॥
অগুরুধূমকুলং গুরু-কেশভাক্
তদবশেষরসং লিহদুচ্চযৌ ।
স্বরতি-ঋদ্ধিভবেন্নহি কস্য বা
সমহতা মহতা মনুসেবয়া ॥৩৬॥

পুনঃ কেশস্য বিশেষণমাহ । অগুরু-কৃত-ধূমসমূহঃ তেষাং কেশানাম্ অবশিষ্ট-তয়া স্থিতো যো রসো জলং তৎলিহৎ সৎ স্বঃ স্বর্গপর্য্যন্তং উচ্চযৌ ; কীদৃশং ধূম-কুলং গুরুর্দীর্ঘো যঃ কেশস্তৎ ভজতে । শ্লেষেণ অগুরুং গুরুরহিতং বদ্ধমকুলং মলিনং কুলং গুরুস্বরূপং কেশং ঈশ্বরং ভজৎ সৎ অবশেষরসং লিহৎ আস্বাদিতং কুর্ব্বৎ ; অত্যন্তং ঋদ্ধিঃ সম্পত্তি র্যত্র তাদৃশং স্বঃ বৈকুণ্ঠমপি উচ্চযৌ, তত্রার্থান্তর-ন্যাসমাহ । মহতাং অনুসেবয়া কস্য নীচস্যাপি জনস্য সমহতা সোৎসবত্বং ন হি ভবেৎ ॥৩৬॥

দর্শন করিবামাত্র নাগরেন্দ্রের নয়ন-যুগল সহজেই সংরুদ্ধ হইয়া থাকে, যেন সেই নীলাম্বরের সুষমা-জালে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কুরঙ্গ বিনা অনু-রোধেই জড়িত হইয়া পড়ে ॥৩৭॥

অগুরু অর্থাৎ গুরুরহিত ধূমকুল অর্থাৎ মলিনচিত্ত জীবগণ যেরূপ গুরু স্বরূপ 'কেশ' অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া অশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন, সেই-রূপ তখন অগুরুধূমনিচয় শ্রীরাধার সুদীর্ঘ কেশপাশকে ভজনাপূর্ব্বক সেই আর্দ্র কেশ-কলাপের জলীয়াংশ পরিশোষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত গমন করিল। মহৎ-সেবা দ্বারা কোন্ ব্যক্তি না উৎসব প্রাপ্ত হয় ? অর্থাৎ মহৎ-সেবার ফলে অতি নীচজনও পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৬॥

বিধুমুখীং ভৃশমুচ্ছলিতৈর্ বৃতাম্

দ্যুতিভটৈঃ পুরটাসনমাশ্রিতাম্।

পরিচরত্ত্যুপগম্য সুদেব্যধাৎ

সকলয়া কলয়া মহিতা মুদম্ ॥৩৭॥

অধিশিরোঽধি-সমর্পিত সঙ্কুচ-

দ্বিকসদুন্মুখ সব্য-করোদরে।

কেশসংস্কারার্থং সুদেবী সমাগতেত্যাহ। সুদেবী সুমুখীং শ্রীরাধাং পরিচরন্তী পরিচরিতুম্ উপগম্য নিকটমাগত্য মুদং আনন্দং অধাৎ ধৃতবতী। কথম্ভূতাং ভৃশমুচ্ছলিতা দ্যুতিরূপাভটাঃ সেনাঃ তৈশ্চতুর্দিক্ষু বৃতাং। সুদেবী কথম্ভূতা সকলয়া সর্ব্বয়া কলয়া বৈদগ্ধ্য মহিতা পূজিতা ॥৩৭॥

কেশসংস্কারমাহ। অধিশিরোঽধি কন্ধরায়াং সমর্পিতো যঃ সঙ্কুচন্ অথ চ বিকসন্ এবমুন্মুখ উত্তানতা স্থিতো যো বামকর স্তস্য উদরে মধ্যে দক্ষিণপাণিগতকঙ্ক-

---

বিধুমুখী শ্রীরাধা কনকাসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিধারা তখন ঝলকে ঝলকে চারিদিকে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন সেই উচ্ছলিত প্রভারাশি সুদৃশ্য সৈন্যশ্রেণীরূপে তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিল। এই সময় নিখিল-কলা-কুশলা সুদেবী কেশসংস্কাররূপ পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলেন ॥৩৭॥

সুদেবী * শ্রীরাধার কন্ধরার উপর স্বীয় বামকর উত্তানভাবে বিন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধার সেই অগুরু-ধূপিত কেশগুচ্ছকে দক্ষিণ হস্ত-

---

* শ্রীসুদেবী—সুদেবী রঙ্গদেব্যাস্তু যমজা সুষ্ঠুরষ্টমী। রূপাদিভিঃ স্বসুঃ সাম্যাত্তদ্ভ্রান্তিভরকারিণী॥ ভ্রাত্রা রক্তেক্ষণস্যেয়ং পরিণীতা কনীয়সা। সুদেবী কেশ-সংস্কারংপ্রিয়সখ্যাস্তথাঞ্জনং॥ অঙ্গ সম্বাহনং চাস্যাঃ কুর্ব্বন্তী পার্শ্বদা সদা। শারিকা শুকশিক্ষায়াং লাব-কুক্কুট যোধনে। ভূমি শাকুন শাস্ত্রেচ খগাদিরুত-বোধনে। চন্দ্রোদয়াস্ত্র-পুষ্পাদি বহ্নিবিদ্যাবিধাবপি। উদ্বর্ত্তন-বিশেষেচ সুষ্ঠু-কৌশল-মাগতা॥ গণ্ডুষক্ষেপ-পাত্রেচ সেও কৌ শয়নেঽপি চ। আসনে চাধিকারং যাঃ সখ্যোঽত্রাকৃষ্ণ কুর্ব্বতে॥ প্রতিপক্ষাদি-ভাবানাং যা জানায় চয়ন্তি চ। ধূর্ত্তাঃ প্রণিধিরূপেণ নানা বেশধরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ যাসু পক্ষিসমূহেষু স্বেকেষধিকৃতস্তথা। সখ্যশ্চ বৃন্দাবন্যশ্চ তাস্ত্রবাধ্যক্ষতাং গতা॥ যাঃ

ইতর পাণিগ-কঙ্কতিকাহগ্রতো
দর বিকৃষ্য বিকৃষ্য কচান্যধাৎ ॥৩৮॥

তিকাগ্রেণ করণেন অদরবিকৃষ্য বিকৃষ্য অতিশয়াকর্ষণং কৃত্বা কচান্যধাৎ তথা চ শ্রীরাধায়াঃ কন্ধরায়াং উত্তানতয়া স্থিতে বামহস্তমধ্যে কচাং যদা কঙ্কতিকাগ্রেণ আনয়তি তদা করঃ প্রসারিতঃ স্যাৎ অন্যদাকুঞ্চিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

স্থিত কনক-কঙ্কতিকার অগ্রভাগ দ্বারা যখন ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া সেই হস্তমধ্যে রাখিতে রাখিলেন, তখন তাঁহার হস্ত একবার প্রসারিত ও একবার আকুঞ্চিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥

কাবেরীমুখাঃ সখ্যস্তা অস্যাঃ প্রত্যনন্তরাঃ। "অর্থাৎ সুদেবী, রঙ্গদেবীর যমজ ভগিনী, কেবল ৮দণ্ডের কনিষ্ঠা। বয়স ১৪বৎসর ২মাস ২৩দিন। কোনমতে ১৩বৎসর ১১মাস ২৩দিন। রূপ-গুণ-বয়ো বেশাদি সম বলিয়া ইঁহাকে রঙ্গদেবী বলিয়া ভ্রম হয়। পিতা—রঙ্গসার,—মাতা—করুণা, পতি—বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠভ্রাতা। নিবাস যাবট, স্থিতি—যোগপীঠ সহস্রদল কমলের বায়বাদলে হরিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণ বসন্তসুখদ কুঞ্জে। প্রিয়সখী শ্রীরাধার কেশসংস্কার, অঞ্জন-প্রদান, পার্শ্বে থাকিয়া অঙ্গ-সম্বাহন, ইঁহার সেবা। ইনি শারীশুকের শিক্ষাদানে, লাব-কুক্কুট পক্ষীর ক্রীড়া-যুদ্ধ প্রদর্শনে, বহু প্রকার শাকুনশাস্ত্রে অর্থাৎ কাকচরিত্রাদি পক্ষীদ্বারা শুভাশুভ নিরূপক শাস্ত্রে, ও পক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞানে বিচক্ষণা এবং আকাশে চন্দ্রোদয়, আকাশে পুষ্পাদি প্রদর্শন, বহ্নিবিদ্যা (আতস বাজী) ও বিশেষ বিশেষ উদ্বর্ত্তন প্রস্তুত-বিষয়ে সুন্দর কৌশল অবগত। ইঁহার অধীনা অষ্ট প্রিয়সখী। যথা—কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী, ও মনোহরা। এই অষ্ট সখী শ্রীসুদেবীর যূথ। গণ্ডূষক্ষেপ-পাত্রধারণ, গেণ্ডুক, শয্যা ও আসনাদি সেবা-সংস্কারে ইঁহাদের অধিকার। সকলেরই দাস্যাভিমান। ইঁহারা শ্রীসুদেবীর সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তিনী। যে সকল ধূর্ত্তা অনুচরীরূপে নানাবেশ ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষগণের ভাব জানিবার জন্য বিচরণ করেন, এবং অরণ্য ও গৃহপালিত পক্ষিনিচয় যাঁহাদের অধিকৃত ও ছেক নামক চিত্রকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্তা সেই দাসী, সখী ও বনদেবীগণের মধ্যে সুদেবীই সর্ব্বাধ্যক্ষা। কলহান্তরিতা রসে ইঁহার স্বাভাবিকী রতি।

শ্রীসুদেবীর ধ্যান—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শোণপুষ্পাম্বরাবৃতাম্।
সর্ব্বাসাং সুখদাং রম্যাং সখীমধ্যে সমাস্থিতাম্॥
কৈশোরবয়সীং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
গন্ধচন্দনসংযুক্তাং বচনেন সুপণ্ডিতাম্॥
বিদ্রুমমণিমধ্যস্থাং সুদেবীং তামহং ভজে॥

অথ প্রকারান্তর—

কনকজাল-বিকীর্ণ-যমানুজা-
সলিলপূরবরো বিততোঽপি কিম্।
মুকুলিত-স্ফুটিতাব্জমুখে পতন্
কবলিতো বলিতোদয়বত্যভূৎ ॥৩৯॥
সুভগ কঙ্কতিকা-কলিতালিকা-
দুপরিতঃ প্রভয়ৈধত-বেথিকা।

কেশান্ সংস্কুর্ব্বত্যাঃ সুদেব্যা বামকরে ধৃতং রাধায়াঃ কেশসমূহম্ উৎপ্রেক্ষতে। কনক-রচিতজালরূপয়া কঙ্কতিকয়া বিকীর্ণ আকৃষ্টো যো যমুনাজল-প্রবাহবরঃ বিততঃ বিস্তৃতোঽপি মুকুলিত স্ফুটিতাব্জমুখে পতন্ সন্ কবলিতোগ্রস্তোঽভূৎ। কথম্ভূতে অব্জমুখে বলিতা বলবত্তা তস্যা উদয়যুক্তে অতএব মহাপ্রবাহমপি গ্রাসী-কুরোতীতি ॥৩৯।

কেশেষু রচনাবিশেষমাহ। সুভগয়া কঙ্কতিকয়া কলিতা কৃতা "সীথীতি" খ্যাতা বেথিকা প্রভয়া অলিকাৎ ললাটাদুপরি ঐধত। কিন্তু তা সময়াশিরঃ শিরো-

আহা! তখন কেশসংস্কারকারিণী সুদেবীর বাম-কর-ধৃত শ্রীরাধার সেই কেশকলাপ দেখিয়া বোধ হইল, যেন শ্রীযমুনার জল-প্রবাহ সুবর্ণ-জালে সমাকৃষ্ট হইয়া কখন বিস্তারিত হইতেছে, কখনও বা বলোদ্দীপ্ত, মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত কমলমুখে পতিত হইয়া কবলিত হইতেছে। ফলতঃ সুদেবী বামকরে কেশকলাপ যখন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতেছেন, তখন তাঁহার বামকর-কমল মুকুলিত বোধ হইতেছে, এবং যখন উন্মুক্ত করতলের উপর কেশগুচ্ছ স্থাপন করিয়া তদুপরি কঙ্কতিকা সঞ্চালন করিতেছেন তখন কর কমল যেন প্রস্ফুটিত বোধ হইতেছে। আর শ্রীযমুনার মহাপ্রবাহকেও যেন গ্রাস করিতেছে বলিয়াই সেই কমলকে বলোদ্দীপ্ত বলা হইয়াছে ॥৩৯॥

প্রোত্তপ্ত শুদ্ধকনকচ্ছবিচারুদেহাং
প্রোদ্যৎ-প্রবালনিচয়-প্রভ চারুবেশাম্।
সর্ব্বানুজীবন গুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং;
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং ॥

ললিত পুচ্ছযুগা সময়াশির
স্তনুতমা নুতমার্গনিভা-তনোঃ ॥৪০॥
সপদি মূর্ত্তিমতী কিমু মাধুরী-
সুরনদী হরি-হৃৎ-করি-কেলয়ে।
পরিজনাক্ষি-তরি স্ত্রিপথোদয়া
স্মরদমীব-হৃতির্বহতিস্ম সা ॥৪১॥
ললিতয়াথ পুরঃস্থিতয়া শিবো-
মণি রিহোপরি সাধুতয়ার্হর্পিতঃ।

মধ্যে ললিতং সুন্দরং পুচ্ছদ্বয়ং যস্যাঃ। পুনঃ কথম্ভূতা তনুতমা সূক্ষ্মা, পুনশ্চ নুতঃ স্তববিষয়ীকৃতো যঃ কন্দর্পস্য মার্গ স্তত্তুল্যা নুত ইতি। অর্থাৎ কন্দর্পেণেতি বোধ্যম্ ॥৪০॥

বেণিকায়া উৎপ্রেক্ষামাহ। শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়-হস্তিনঃ কেলয়ে মাধুরী-সুরনদী মূর্ত্তিমতী সপদি শীঘ্রং কিমু বহতি স্ম। প্রবাহরূপেণ চলিতবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা? পরিজনানাং চক্ষুরেব তরি নৌকা, যত্র সা পুনশ্চ ত্রয়াণাং পথাং উদয়ো যস্যাঃ এতেন গঙ্গা সাধর্ম্ম্যমুক্তম্। পুনশ্চ স্মরতাং জনানাং অমাবস্য পাপস্য হৃতি নাশো যতঃ ॥৪১॥

সুদেবী শোভন কঙ্কতিকার সাহায্যে শ্রীরাধার ললাটের উপরি ভাগ হইতে মস্তকের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত কেশগুচ্ছকে সুন্দর পুচ্ছদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া উজ্জ্বল প্রভাময়ী অতিসূক্ষ্ম এক রেখা রচনা করিলেন। মরি! এই রেখা বা সিঁথিই কি কন্দর্পের প্রশস্ত সরণী? ॥৪০॥

না, এই রেখা মূর্ত্তিমতী মাধুরী-সুরধুনী? যাঁহার স্মরণে নিখিলজনের পাপরাশি ধ্বংস হয়, সেই ত্রিপথগামিনী জাহ্নবীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-কুঞ্জরের কেলি-বিলাসের নিমিত্তই কি প্রবাহ-রূপে দ্রুত প্রবাহিত হইতেছেন? আহা! ঐ যে পরিজন সহচরীবৃন্দের নয়ন-তরি যেন উঁহার মাধুরী-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে ॥৪১॥

বিরুরুচে কচসন্তমসাবলা-
বিন ইবোদয়িতো দয়িতো যথা ॥৪২॥
তমভিতঃ স্পৃশতী নব মৌক্তিকা-
বলিরভাদধিরেখমপি স্থিতা।
উড়ুততি রবিমাপ বিহায় কিম্
হিমরুচিং পরিতোঽপরিতোষতঃ ॥৪৩॥

কেশেষু বেশমাহ। পুরঃ স্থিতয়া ললিতয়া শিরস উপরি "শীষফুল" ইতি প্রসিদ্ধঃ শিরোমণিঃ সাধুতয়া অর্পিতঃ সন্ বিরুরুচে। তত্র দৃষ্টান্তঃ কেশরূপান্ধকার-শ্রেণ্যাং ইনঃ উদয়কালীনো বক্তসূর্য্য ইব, ননু সূর্য্যো যথা অন্ধকারং নাশয়তি তথা অয়মপি কেশরূপান্ধকারং কথং ন নাশয়তি? তত্রাহ, দয়িতো যথা তথা অন্ধকার-শ্রেণ্যাঃ প্রিয়ত্বাৎ। অস্য চ প্রিয়ত্বাদদ্ভুত সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥৪২॥

শিরোমণেশ্চতুর্দ্দিক্ষু রচনা বিশেষমাহ। তং শিরোমণিং অভিতঃ স্পৃশতী নবমৌক্তিকশ্রেণী অধিরেখং রেখায়ামপি স্থিতা সতী অভাৎ। তত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। উড়ুততিঃ নক্ষত্রশ্রেণী অপরিতোষাৎ হিমরুচিং চন্দ্রং বিহায় কিং অভিতঃ রবিং সূর্য্যং আপ শীতার্ত্তার্ত্তিদূরীকরণায়েতি ভাবঃ ॥৪৩॥

অনন্তর ললিতা সম্মুখে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধার মস্তকের উপর 'শীষফুল' নামক প্রসিদ্ধ শিরোমণি অতীব প্রীতিসহকারে পরাইয়া দিলেন। আমরি! যেন কুন্তল-তিমির-শিরে অরুণ-প্রভ প্রভাত-রবি প্রিয়তমের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সূর্য্য স্বভাবতঃ তিমির নাশ করেন, কিন্তু এই চূড়ামণি-সূর্য্য কুন্তল-তিমির নাশ করিল না কেন? তাহার কারণ, এই মণি-সূর্য্য, অন্ধকারের প্রিয়তম—প্রিয়তম বলিয়াই যেন কুন্তল-তিমির এই মণি-সূর্য্যকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥৪২॥

আহা! তখন এই শিরোমণির চারিদিকে বেষ্টিত নব-মৌক্তিক-দাম সেই সিঁথি-রেখার উপর বিন্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিকাশ করিল—যেন উজ্জ্বল তারকা-মালা হিমাংশু-সংস্পর্শে শীতার্ত্ত হইয়া সম্প্রতি বিষাদ-ভরে সেই হিমরুচি চন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতার্ত্তি নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে এই তরুণ-তপনের শরণাপন্ন হইয়াছে ॥৪৩॥

বিনিহিতালক-চুম্বিত-মৌক্তিকা-
তনু-ধনুঃ সদৃশী ন ললাটিকা ।
সচল-শৈবল-বুদ্বুদ-পাল্যসৌ
মুখ-সুধা-সরসঃ সরসচ্ছবেঃ ॥৪৪॥
মিলিত তত্তদুপান্তিম সূত্রব-
ত্যথ সুদেব্যুত-পুষ্প-বিচিত্রিতা ।

ললাট-স্থিতাভরণান্তরমাহ । ললাটে বিনিহিতা অথ চালক-চুম্বিতা মৌক্তিকা মুক্তা যত্র তথাভূতা যা ললাটিকা ললাটোর্দ্ধ-স্থিতভূষণং "পত্রপাশ্যাখ্যং" ন, তর্হি কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ, অসৌ ললাটিকা মুখরূপ সুধাসরোবরস্য চঞ্চল শৈবাল সহিতা যা বুদ্বুদপালী জলবিম্বশ্রেণী তদ্রূপাত্রবেতি । নন্থ সরোবরমধ্যোৎপন্নানাং শৈবালাদীনাং কথং ললাটরূপ তটবৃত্তিত্বং সম্ভবতি, তত্র আহ, সরসেতি সরসঃ কথম্ভূতস্য রসসহিতা চ্ছবিঃ তরঙ্গরূপা কান্তির্যস্য । অত্র চ্ছবিপদস্য তরঙ্গে আরোপঃ তথা চ চ্ছবিরূপ তরঙ্গ নৈব তেষাং তটবৃত্তিত্বং বোধ্যম্‌ । অলকস্থানীয়ঃ শৈবালঃ । একারবানপি শৈবলশব্দোঽস্তি । "সকল শেবল শেবলমালিক" ইতি যমকদর্শনাদিতি অমর টীকা ॥৪৪॥

বেণীরচনামাহ । মিলিতানাং তেষাং শিরোমণিলগ্নমুক্তামালা ললাটিকাদীনাং যেঽন্তিমভাগা স্তেষাং নিকটবর্ত্তি-সূত্রাণি তদ্বতি সুদৃশো রাধায়াঃ কচততিঃ বরবেণী

আবার ঐ দেখুন, শোভাময়ীর ললাট-ফলকে অলকা-চুম্বিত এক অভিনব-মৌক্তিক-ভূষণ সুবিন্যস্ত হইয়া কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে! আমরি! উহা কি পত্রপাশ্যা বা 'সিঁথি' নামে প্রসিদ্ধ ললাটিকা? না, মন্মথের ফুলধনু? কিম্বা বদন-সুধাসরোবরের তটপ্রান্তে সরস-কান্তি-লহরী-চালিত সুচঞ্চল শৈবাল-চুম্বি-জলবুদ্‌বুদ-মালা? কি সুন্দর! ॥৪৪॥

তারপর সুদেবী শিরোমণি-সংলগ্ন মুক্তামালার ও ললাটিকার সূত্রের মুক্তারহিত প্রান্তভাগ সুলোচনা শ্রীরাধার কেশগুচ্ছের সহিত মিলিত করিয়া এমন সুকৌশলে সুন্দর বেণী রচনা করিলেন যে, তাহার সকল অংশই বেণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল—বাহির হইতে কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হইল

কচততিঃ সুদৃশো বরবেণ্যভূৎ
মধুরমাপ্রসৃতং প্রসৃতং যয়া ॥৪৫॥
বিধুরগান্মুখতাং তপসা বম-
ন্নিজ-কলঙ্ক-কলাঙ্কি মিহোর্দ্ধতঃ।
ইয়মপীলিত-বেণিরভূদ্‌গতা
চরণলম্বিততাং বিততাংশুভিঃ ॥৪৬॥

অভূৎ। অন্তে ভবোঽন্তিম শ্চরমদেশ স্তস্য নিকটে বর্ত্ততে অনেন মুক্তারহিতানি সূত্রস্য সর্ব্বাবয়বান্যেব বেণীমধ্যে প্রবিষ্টানীতি জ্ঞেয়ং। কথন্তূতা সুদেব্যা গ্রথিতৈঃ পুষ্পৈ র্বিচিত্রিতা। যয়া বেণ্যা আপ্রসৃতি জঙ্ঘা তৎপর্য্যন্তং মধুরং যথা স্যাত্তথা প্রসৃতং ব্যাপ্তম্ ॥৪৫॥

বেণীশোভা মুৎপ্রেক্ষামাহ। বিধুশ্চন্দ্রঃ তপসা করণেন নিজাং কলঙ্ক-কলাং কিং ঊর্দ্ধতো বমন্ সন্ রাধায়া মুখতাং অগাৎ প্রাপ্তবান্? নবকেশরূপা সা কলঙ্ককলা রাধায়াঃ শিরসি কথং স্থাপিতা, তত্রাহ ইয়মপি কলঙ্ককলা চরণালম্বিতত্বং গতা সতী ঈলিতা স্তবযোগ্যা বেণিরভূদিতি। চরণে পতিতা সাত্বেনাঙ্গীকৃতেতিভাবঃ। কলঙ্ক-কলাবেণিঃ কথন্তূতা অংশুভিঃ কিরণৈ বিততা বিস্তৃতা। অতএব কিরণদ্বারা চরণপর্য্যন্তমপি তস্যাগমনং সম্ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

না। অনন্তর সেই বরবেণী, সুদেবীর স্বকর-কল্পিত কুসুম-স্তবকে বিচিত্রিত হইয়া শ্রীরাধার জঙ্ঘা পর্য্যন্ত রমণীয়রূপে বিলম্বিত হইল ॥৪৫॥

মরি! মরি! সেই বর-বিনোদিয়া বেণীর কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন শারদ-শশধর তপ-প্রভাবে স্বীয় কলঙ্ককলা উর্দ্ধে উদ্গীরণ করিয়াই এই বিনোদিনীমণির অকলঙ্ক-বদনস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই কলঙ্ক-কলাই যেন তাঁহার মস্তকে কেশ-কলাপরূপে শোভা পাইতেছে। যদি বল, শ্রীরাধা এই কলঙ্ক-কলা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন কেন? তদুত্তর এই, কলঙ্ক-কলা স্বীয় কিরণ-কর-প্রসারণপূর্ব্বক চরণ-স্পর্শ করিয়া থাকায় শ্রীরাধা তাহাকে শ্রীচরণাশ্রিতা বোধে যেন করুণাবশেই রমণীর বেণীরূপে মস্তকে স্থান দিয়াছেন ॥৪৬॥

বিবিধ-রোচি রযোজি তদগ্রতঃ
কনক-হীরক-মৌক্তিক-চিত্রিতা ।
মৃদুলপট্ট-লসচ্চমরীততি
বিকচ সারস-সার-সভা-সভা ॥ ৪৭ ॥
হরি-মনোরথ-কল্পলতোর্দ্ধতো
য মবরোহ মধত্ত তদগ্রতঃ ।
বিজিত মিন্দ্রপুরান্মদনোঽসিনো-
দ্বররুচামরচামর মেব কিম্ ॥ ৪৮ ॥

পুনর্বেণীভূষামাহ। সুদেব্যা তস্যা বেণ্যা অগ্রে মৃদুলপট্টলসচ্চমরীততিঃ অযোজি; কোমল পট্টসূত্রসম্বন্ধিনী অথ চ লসন্তী শোভায়মানা চমরীশ্রেণী তথা চ "ফোন্দনীতি" খ্যাতং পট্টসূত্রং বেণ্যগ্রে দত্তমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতা বিকচ-সারসস্য প্রফুল্লপদ্মস্য যা সারসভা শ্রেষ্ঠসদস্তস্য সমানাভাঃ কান্তির্যস্যাঃ ॥ ৪৭ ॥

পুনর্বেণীমুৎপ্রেক্ষতে। রাধারূপায়া হরিমনোরথ-কল্পলতা সা, "নামনা" ইতি 'জটা' ইতি চ খ্যাতং যং বেণীরূপং অবরোহং ঊর্দ্ধতোঽধত্ত তস্য অবরোহস্যাগ্রে মদনঃ বররুচামর-চামরং কিং অসিনোৎ? বরা শ্রেষ্ঠা রুচা কান্তি র্যস্য তৎ অমরচামরং। রুচা টাবন্তোঽপি দিশা রুচা ইতি সৎ। বটভিন্ন বৃক্ষস্যাবরোহে শ্রুতে তদ্দর্শনজনিতয়া তত্তলে নিধিস্থিতি শঙ্কয়া যথা অন্যো রাজা তল্লক্ষণায় স্বত্বজ্ঞাপকং চামরং বধ্নাতি তথৈব কন্দর্পরাজোঽপি চকার। ইন্দ্রপুরাদিতি চামরস্য সৌন্দর্য্যমুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সুদেবী সেই বেণীর অগ্রভাগে যে 'ফোন্দনা' নামক সুকোমল পট্টসূত্র-নির্ম্মিত সুন্দর চামরগুচ্ছ সংযোজনা করিলেন, তাহা প্রফুল্ল-কমলফুলের ন্যায় প্রভাশালী এবং স্বর্ণ-হীরা-মুক্তাবলীর দ্বারা বিবিধ বর্ণে সুচিত্রিত ॥৪৭॥

আমরি! তাহাতে সেই অপূর্ব্ব বেণীর শোভা আরও নয়ন-রঞ্জন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীরাধারূপা কৃষ্ণ-মনোরথ-কল্পলতা শিরোপরে বেণীরূপ জটাধারণ করিয়াছেন, আর সেই জটার অগ্রভাগে যেন কন্দর্পরাজ ইন্দ্রপুর জয় করিয়া তথা হইতে

কিমু সুদেব্যয়ি! দেব্যসি বন্ধদা
দৃঢ়মবধ্যত বালততির্যতঃ।
দ্রুতমিমাং হরিরেব বিমোক্ষতি
স্বরতি-লক্ষণতঃ ক্ষণতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥

সুদেবীমপদিশ্য ললিতা সপরিহাসমাহ। অয়ি! সুদেবি! ত্বং বন্ধদা-দেবী মহামায়া অসি। যতঃ বালততিঃ অবুধশ্রেণী, পক্ষে কেশ-শ্রেণী দৃঢ়ং অবধ্যত। স্বস্মিন্ রতিঃ প্রেমা পক্ষে সম্ভোগা তস্য লক্ষণাৎ যক্ষয়তি জ্ঞায়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা অনুভাবাদিত্যর্থঃ। ক্ষণতঃ উৎসবতঃ ক্ষণাৎ ক্ষণমাত্রেণ মোক্ষতি ॥৪৯॥

শোভনকান্তি সুর-চামর আনিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। এরূপভাবে চামর বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, বটবৃক্ষ ভিন্ন অপর তরু-লতায় জটা উৎপন্ন হইলে, তাহার তলদেশে ধনরত্ন নিহিত আছে অনুমান করিয়া রাজা যেরূপ সেই জটাগ্রে তত্তল-নিহিত ধনরত্নের রক্ষা-বিধানার্থ স্বীয় অধি-কার-জ্ঞাপক চামর বন্ধন করিয়া থাকেন, সেইরূপ কন্দর্পরাজও এই হরি-মনোরথ-কল্পলতার জটাগ্রে অর্থাৎ শ্রীরাধার সেই বেণীর অগ্র-ভাগে চামর বন্ধন করিয়া তত্তলে * যে পরমনিধি নিহিত আছে, তাহাতে কেবল আমারই (কন্দর্পেরই) অধিকার, ইহাই জ্ঞাপন করি-তেছেন ॥৪৮॥

বিনোদিনীর বিনোদ-বেণীবন্ধন শেষ হইল দেখিয়া পরিহাস-রসিকা ললিতা তখন সুদেবীর প্রতি সরস বাগ্ভঙ্গী সহকারে কহিলেন—

* তত্তলে—জটাগ্রতলে অর্থাৎ শ্রীরাধার বেণীর তলে। শ্রীরাধার বেণী জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্বিত থাকায় তাহার নিম্নস্থিত শ্রীচরণকেই নিধিস্বরূপ বুঝাইতেছে। এই শ্রীচরণনিধি অতি দুর্লভ—সাধকের বহুসাধনা-সাপেক্ষ। ইহা মঞ্জরীভাব-সিদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণেরই একমাত্র লভ্য। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, শ্রীরাধার চরণনিধিতে সর্ব্বথা তৎসেবিকাগণেরই অধিকার। এস্থলে কন্দর্পের অধিকার বলিবার তাৎপর্য্য কি?—তদুত্তর এই যে, শ্রীরাধিকা নায়িকা-শিরোমণি। তন্ত্রোক্ত কামশাস্ত্র অনুসারে—মন্মথ-মথন-প্রণালীতে নায়িকার পদতলেও মন্মথের অবস্থান সূচিত হয়। যথা স্মর-দীপিকায়—"পদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়াঙ্ক গুল্ফকে॥" বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ "সাক্ষা-ন্মন্মথমন্মথ"। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন লীলায় সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত নবীন মদনেরই অধিকার। বৃন্দাবন-

ইদমভাষত সব্যকরং দধ-
ত্যধিশিরো ললিতাস্য মুদস্য সা।
তিলকয়ন্ত্যলিকং ধৃতবর্ত্তিকে-
তর-করাকরাঞ্জি মৃগীদৃশঃ ॥ ৫০ ॥

ইদং পূর্ব্বোক্তং ললিতা সুদেবীং অভাষত। অধুনা ললাটং চ ললিতয়া তিলকিতমিত্যাহ। সা ললিতা মৃগীদৃশঃ রাধায়া আস্যং মুখং উদস্য উত্থাপ্য অলকং তিলকয়ন্তী সতী অভাষতেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতা তিলকদানার্থং অধিশিরঃ

"সখি! সুদেবি! তুমিও যে বন্ধদাদেবী হইলে দেখিতেছি? বন্ধদা অর্থাৎ মহামায়া যেরূপ বালততি অর্থাৎ অজ্ঞান জীবগণকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি, আপনাতে রতিলক্ষণ অর্থাৎ প্রেম-লক্ষণযুক্ত উৎসবের ক্ষণমাত্র অনুভবেই তাহাদিগকে মায়াবন্ধন হইতে আশু বিমুক্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও এই যে প্রিয়সখীর বালততি অর্থাৎ কেশপাশকে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে, সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ লীলাময় উৎসবারম্ভেই ইহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিবেন। তবেই দেখ, সখি! তোমার এত সাধের বেণী-বন্ধন তখন বিফল হইবে না কি? ॥৪৯॥

সুদেবীকে এই কথা বলিয়া ললিতা তিলক-রচনা নিমিত্ত মৃগ-লোচনা শ্রীরাধার শিরোপরে বামকর অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র

বিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মান-ভঞ্জনের নিমিত্ত "দেহি পদ-পল্লব মুদারম্" বলিয়া শ্রীরাধার চরণ-পল্লব মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে পরমনিধি স্বরূপ বলা হইয়াছে।

অথবা রসিকরাজ একদা স্বয়ং-দৌত্যের নিমিত্ত নাপিতানী বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার চরণ দুটী অলক্তক রাগে সুরঞ্জিত করিয়া পদতলে নিজের নামটী অঙ্কিত করিয়াছিলেন। নাম—চিন্তামণি স্বরূপ। সুতরাং শ্রীরাধার চরণতলে এই নাম-চিন্তামণিতে কন্দর্পেরই প্রভাব সূচিত। তথাহি পদ—

"ধরি নাপিতানি বেশ, মহলেতে পরবেশ
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণি, খোলে নখ-রঞ্জনি,
যোগে বৈস তিঁহ কানাই॥

মদ-যুতা-গুরব দ্রবমণ্ডলা-
ন্তর লসত্তমুনাগজ-পঙ্কজম্।
ব্যলিখদৈন্দব-চন্দন-বিন্দুযুগ্
মধুর চিত্রক-চিত্রকমাশু সা ॥ ৫১ ॥

শিরসি বামকরং দধতী; পুনশ্চ ধৃতা 'তূলীতি' প্রসিদ্ধা বর্ত্তিকা ইতরকরে যয়া, অলিকং কথম্ভূতং অরকেণ অলকেন রাজিতুং শীলং যস্য তৎ ॥ ৫০ ॥

তিলকরচনা বিশেষমাহ। সা ললিতা মধুরং চিত্রং যত্র তথাভূতং তিলকং

ঈষৎ উত্তোলন করিলেন এবং দক্ষিণকরে অঙ্কন-তূলিকা ধারণ করিয়া চূর্ণ-কুন্তলমণ্ডিত ললাটফলকে অপূর্ব্ব তিলক রচনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

আহা! ললিতার সেই তিলকাঙ্কনের কলা-নৈপুণ্য কি চমৎকার!

বসিল সে রসবতী নারী।
খোলিল কনক বাটি, আনিয়া বিমল ঘটি,
ঢালিল সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জনি, চাছয়ে নখের কণি.
শোভিত করল যেন চাঁদে।
নাপিতানি একে শ্যামা, সুনীর পুতলি ঝামা,
বুলাইছে মনের আনন্দে ॥
ঘসিয়া ঘসিয়া পায়, আলতা লাগায় তায়,
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লেখে আপনার নাম ॥
নাপিতানি বলে ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লিখিলা ওহে,
পরিচয় দেও আপনার ॥
নাপিতানি কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।
দ্বিজচণ্ডিদাস কয়, এই নাপিতানি নয়,
কানাইলা যাহ নিজ ঘরে ॥" পঃ কঃ তঃ

অপহৃতাং বিজিতাৎ কিমুমাপতেঃ
শশিকলা মলিকং ব্যধিতাত্মভূঃ।
ইহ পুনঃ কলিতাঙ্গ-বিশেষকং
শুচিরসং চিরসংভৃত মাদধে ॥ ৫২ ॥

ব্যলিখৎ। তিলকং কীদৃশং? মদো মৃগমদ স্তেন যুক্তো য আগুরব-দ্রবঃ অগুরু সম্ভূতো রসঃ 'চোয়া' ইতি প্রসিদ্ধ স্তেন কৃতং যন্মণ্ডলং তস্য অন্তরে মধ্যে লসৎ শোভিতং যত্তনু সূক্ষ্মং নাগজেন সিন্দূরেণ কৃতং পঙ্কজং পদ্মং যত্র, পুনশ্চ ইন্দুঃ কর্পূরঃ ঐন্দবশ্চাসৌ চন্দনবিন্দু শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। কর্পূর-সম্বলিত-চন্দনস্য বিন্দুযুক্ ॥৫১॥

ললাটস্য তিলকস্য চ শোভামেকদা আহ। আত্মভূঃ কন্দর্পঃ শ্লেষেণ ব্রহ্মেব স্রষ্টা বিজিতাৎ উমাপতেঃ মহাদেবাৎ সকাশাদপহৃতাং চন্দ্রকলামেব অলিকং ললাটং ব্যধিত চকার, উমায়াঃ পতিত্বমেব তস্য কামবিজিতত্বং সূচয়তি। পুনরিহ অলিকে

কি অনিন্দ্য-সুন্দর! অগুরুদ্রবের সহিত মৃগমদ মিশাইয়া প্রথমে মণ্ডল রচনা করিলেন, তন্মধ্যে সিন্দূরের রেখাদ্বারা সূক্ষ্ম সুন্দর পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে কর্পূর-সংমিশ্র চন্দনবিন্দু দিয়া সুশোভন চিত্রের ন্যায় অবিলম্বেই তিলকাঙ্কন শেষ করিলেন ॥ ৫১ ॥

দেখ, দেখ! আমরি! উহা কি সৌভাগ্য-তিলক! না, আত্মভূ অর্থাৎ বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্ট নবশশিকলা! অথবা আত্মভূ অর্থাৎ কন্দর্পরাজই বুঝি উমাপতিকে * পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার ললাটস্থিত শশিকলা হরণ করিয়া আনিয়া আমাদের এই বিলাসিনীমণির ললাটদেশে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন! কিম্বা চির-সম্পুষ্ট শুচিরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসই মূর্ত্তিমান্ হইয়া ললাটের স্বাভাবিক শোভা মাধুরীকে আরও উদ্ভাসিত করিয়াছে! ঐ যে উহাতে শ্বেতরক্তাদি নানাবর্ণের

---

* এস্থলে মদন-বিজয়ী মহাদেব উমার পতিত্ব স্বীকার করাতেই তাঁহার মদনের নিকট পরাজয় সূচিত হইয়াছে। শুচিরসকে মূর্ত্তিমান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শৃঙ্গার রসই শুচি ও উজ্জ্বল নামে অভিহিত। নির্ব্বেদ গর্ব্বাদি ও হাস্যাদি ভাব-নিবহ এই শৃঙ্গার রসেরই অঙ্গীভূত। ভাব-প্রকটনের সময় ললাটের বৈচিত্র্য সুন্দররূপে বিকসিত হয়।

পুরট পট্টবরেঽলকমাতৃকা-
ক্ষরবৃতং স্মরযন্ত্রমিদং বভৌ।
কিমুরুবর্ণ মনুশ্রিত সৌভগম্
প্রিয়তমাদরমোদর কার্ম্মণম্ ॥ ৫৩ ॥
সরস মানগথৈন্দব-বর্ত্তিকা-
কলিতয়াঞ্জন-রেখিকয়াক্ষিণী।

চির সংভৃতং চিরকালং ব্যাপ্য ধৃতং শৃঙ্গাররসং আদধে। কীদৃশং ধৃতাঙ্গ-বিশেষকং মূর্ত্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ। গৃহীতা নির্বেদগর্বাত্মাহাসাস্থাশ্চ অঙ্গবিশেষা যেনেতি। শ্বেত-রক্তবিন্দুরেখাদিসঙ্গতঃ কলিতানি রচিতানি বিন্দাদীন্ত-ঙ্গানি যস্য তাদৃশং বিশেষকং তিলকং শুচিশুদ্ধো রসো যত্র তদিতি ত্রয়স্ত্রার্থাঃ প্রস্তুতাঃ ॥৫২॥

তিলকমেব পুনরুৎপ্রেক্ষতে। ললাটরূপসুবর্ণপট্টবরে অলকরূপ মাতৃকাক্ষরেণা-বৃতং কন্দর্পস্য যন্ত্রং কিং বভৌ? কথম্ভূতং উরবো বর্ণা অক্ষরাণি যত্র তেন, মনুনা মন্ত্রেণ আশ্রিতং সৌভগং যস্য, তিলকপক্ষে বহু শ্বেতরক্তাদিবর্ণ মিতিচ্ছেদঃ। পুনশ্চ প্রিয়তমস্য অদরঃ অনল্পং মোদং হর্ষং রাতি দদাতি যৎ, কার্ম্মণং বশীকারক বস্তুবিশেষ স্তৎস্বরূপম্ ॥৫৩॥

রেখা ও বিন্দুনিচয় সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তবে কি উহা বাস্তবিকই শুচি অর্থাৎ পবিত্ররসযুক্ত সৌভাগ্য-তিলকই হইবে ॥ ৫২ ॥

না, উহা প্রিয়তমের উদ্দাম আনন্দপ্রদ কোন বশীকারক বস্তু? সত্যই বটে, ঐ যে ললাটরূপ সুবর্ণপট্টে চূর্ণ-কুন্তলরূপ মাতৃকাক্ষর-পরিবৃত সৌভাগ্যমন্ত্রপুটিত বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ‘কন্দর্পযন্ত্র’ শোভা পাইতেছে! ॥ ৫৩ ॥

---

* তথাহিপদ।—বেশ বনাওত সখীগণ আনন্দ পাই। কোই চিরুণি ধরি. চিকুর চিত্র করি, সিন্দুর তিলক বানাই॥ দেখ ভুবনমনোহর রাই। ও মুখছান্দে চান্দ মলিন, তভু থির হোই নিরখই তাই ॥ধ্রু॥ কোই কছু আভরণ অঙ্গে চড়ায়ত চতুঃসম কোই লাগাত। সকলক শ্যাম-সুখক লিয়ে অন্তর অনুভব বরণি না যাত॥ যা কর রাগ, চরণযুগরঞ্জন নায়ক-রঞ্জনকারী। ভণ রাধামোহন, ছুলহ সো সেবন ভাগি কি ঘটব হামারি॥পঃ সঃ॥ (চতুঃসম—চন্দন-কুঙ্কুম-কর্পূর-মৃগমদ।

সপদিপক্ষ্মনি-কুঞ্চন-মাধুরীং
রসনয়া সনয়া লিহতাং কথম্‌ ॥ ৫৪ ॥
কিরণমালিনি ন প্রভুতেতি তৎ
প্রিয়তমে নলিনে যদিমে তমঃ।
স্বমহসা বৃণুতৈব তদপ্যহো
রুচিরতা চিরতাবলতৈতয়োঃ ॥ ৫৫ ॥

অথ তিলকানন্তরং ললিতা অঞ্জন-রেখিকয়া রাধায়া অক্ষিণী আনক্‌ অঞ্জন-যুক্তে কৃতবতীত্যর্থঃ। অঞ্জ ম্রক্ষণে লঙ্‌। অঞ্জনরেখিকয়া কথম্ভূতয়া ইন্দুঃ কর্পূর স্তত্রভবা যা বর্ত্তিকা 'তুলীতি' খ্যাতা তয়া কৃতয়া। সপদি অঞ্জনদানক্ষণে যা পক্ষ্ম-কুঞ্চনস্য মাধুরী তাং সনয়া নীতিমন্তোঽপি জনা রসনয়া জিহ্বয়া কথং লিহতাং জিহ্বয়া কথং বর্ণয়ন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৫৪॥

অঞ্জনযুক্তয়ো নের্ত্রয়োঃ শোভামুৎপ্রেক্ষতে। কিরণমালিনি সূর্য্যে প্রভুতা নাস্তি ইতি মত্বা তস্য সূর্য্যস্য পরমপ্রিয়ে নলিনে পদ্মদ্বয়ং তমোঽন্ধকারঃ স্বমহসা স্বকান্ত্যা আবৃণুত ইব, অহো আশ্চর্য্যং তদপি তথাপি এতয়োর্নলিনয়ো রুচিরতা কান্তিমত্তা তস্যা শ্চিরতা বহুকালব্যাপিত্বং অবলত বলিষ্ঠা বভূবেত্যর্থঃ ॥৫৫॥

এইরূপ কান্ত-মনোমোহন তিলকাঙ্কনের পর ললিতা কর্পূর-বর্ত্তিকা নির্ম্মিত অঞ্জন-রেখিকা দ্বারা রসিকামণির নয়ন-কমল দু'টী স্নিগ্ধাঞ্জন-রঞ্জিত করিয়া দিলেন। সেই অঞ্জন-প্রদান সময়ে শ্রীরাধার ভ্রু-কুঞ্চন-মাধুরী এমন রমণীয় রূপে প্রকটিত হইল যে, নীতিনিপুণ জনগণও তাহা রসনায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫৪ ॥

তখন সেই অঞ্জন-রঞ্জিত কঞ্জ-নয়নের শোভা-মাধুরী দেখিলে মনে হয়,— কিরণমালী সূর্য্যে তেমন আর প্রভাব নাই বোধ করিয়াই যেন সূর্য্য-বৈরী সান্দ্র-তিমির স্বীয় কৃষ্ণ-কান্তিজালে সূর্য্য-সোহাগিনী নলিনী দু'টীকে আবৃত করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতে নলিনীদ্বয়ের কমনীয় কান্তি বিমলিন না হইয়া বরং চির-উল্লাসিত হইয়াই রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

সতৃষতাবগমাদয় মর্পিতঃ
সপদি কৃষ্ণরুচিদ্রব এব তাম্।
ইতি জগাদ দৃশৌ কুটিল ভ্রুবঃ
স্মিতমুখী ললিতা ললিতাক্ষরম্ ॥ ৫৬ ॥
সফরিকে! রুচিরাঞ্জনরঞ্জিতে
অয়ি ভবিষ্যতি কৃষ্ণঘনোদ্গমে।

নন্থ ভো ললিতে! অঙ্গানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠাভ্যামাবাভ্যাং কথং রত্নাদিকং বিহায় অঞ্জনং দত্তং; তত্রাহ বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরুচিদ্রবে তৃষ্ণাযুক্ততাবগমাৎ কৃষ্ণরুচিদ্রবো ময়া অর্পিতঃ। কৃষ্ণারুচিঃ কান্তির্যস্থ তথাভূতো দ্রবঃ অঞ্জনমিতি যাবৎ। পক্ষে কৃষ্ণসম্বন্ধি শ্যামকান্তিরেব দ্রবঃ ইতি কুটিলভ্রুবো রাধায়া দৃশৌ প্রতি স্মিতমুখী ললিতা ললিতং সুন্দরং অক্ষরং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা জগাদ। কুটিল ভ্রুব ইতি শ্লিষ্টার্থ স্মরণেন তস্যা ঈর্ষা ধ্বন্যতে ॥৫৬॥

ললিতা সে মনোহর নয়ন মাধুরী দেখিয়া বড়ই উল্লসিত হইলেন এবং এই অবসরে শ্রীরাধাকে পরিহাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি শ্রীরাধার সেই নয়ন-যুগলের সহিত কথা-প্রসঙ্গের ছল করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নয়ন! তোমরা আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতেছ না?—যে, আমরা যখন সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমাদিগকে রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিত না করিয়া কেন অঞ্জন-রঞ্জনে কলঙ্কিত করিলে?" অবোধ নয়ন! তোমরা নিশি-দিন যাহা চাও—আমি তোমাদিগকে তাহাইত দিয়াছি—কৃষ্ণ-রুচি-দ্রবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে তোমাদের একান্ত অনুরাগ জানিয়াইত আমি তোমাদিগকে কৃষ্ণরুচিদ্রবে অর্থাৎ স্নিগ্ধ-অঞ্জন-রসে সুরঞ্জিত করিয়াছি।" ললিতার এই ললিতাক্ষরময়ী রহস্যপূর্ণা কথা শুনিয়া শ্রীরাধার হৃদয়ে উল্লাসের শত শত লহরী উথলিয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া-বিনম্র-স্মেরাননে ললিতার মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রু-কুটিল করিলেন ॥ ৫৬ ॥

সপদি নৃত্যগতিং তনুতং মদা-
ন্মধুর ভাবকলা-বক-লাঘবম্ ॥৫৭ ॥
ইতি তয়া হসিতাহসিতাংশু মু-
খ্যজনি যা মম দৃঙ্ ন হি লাসিকা ।
ভবদপাঙ্গ-নট-প্রবরা-দন-
ধ্যয়ন-শালিতয়ালি ! তয়াত্র কিম্ ॥ ৫৮ ॥

পুনর্ললিতৈবাহ । অয়ি ! সফরিকে ! কৃষ্ণঘনোদ্গমে ভবিষ্যতি সতি যুবাং নৃত্যগতিং মদাৎ দর্পাৎ শীঘ্রং তনুতং । কথম্ভূতাং ভাববৈদগ্ধ্যা অবকং রক্ষকং লাঘবং যস্যাং মদাদিতি গুরুজনাদি-ভয়াপেক্ষাপি তদানীং যুবাভ্যাং ন কর্ত্তব্যেতি ধ্বনিঃ ॥৫৭॥

ইতি তয়া ললিতয়া হসিতা সিতাংশুমুখী রাধা তাং প্রতি আহ । যা মমদৃক্ সা লাসিকা নর্ত্তকী ন হি অজনি ন জাতেত্যর্থঃ । ভবদপাঙ্গ-নটপ্রবরাৎ অধ্যয়ন শালিত্বাভাবেন হেতুনা তস্মাৎ হে আলি ! তয়া মূর্খদৃষ্ট্যা অত্র কিম্ অত্র । তস্যাঃ শ্লাঘয়া ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ললিতা মধুর হাসিয়া পুনরায় সেই খঞ্জন-গঞ্জন চটুল নয়নের প্রতি পরিহাস-ভঙ্গিতে কহিলেন,—"অয়ি ! রুচিরাঞ্জন-রঞ্জিতে ! সফরিকে ! যখন কৃষ্ণ-মেঘের উদয় হইবে, তখন গুরুজনাদির আশঙ্কা না করিয়াই সদর্পে এমন আশু নৃত্যকলা বিস্তার করিও, তাহাতে যেন মধুর ভাববৈচিত্র সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; ফলতঃ তাহাতে ভাব বৈদগ্ধীর রক্ষকও যেন লঘু হইয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

ললিতার রহস্যজালপূর্ণ কথা শুনিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধা হাস্য-প্রফুল্লমুখে কহিলেন—ললিতে ! আমার এই নয়ন-সফরীযুগল আজও নৃত্যকলায় পটুতা লাভ করে নাই । তোমার অপাঙ্গরূপ নট-প্রবরের নিকট নৃত্যনৈপুণ্য শিক্ষা না করিয়াই বা কিরূপে নর্ত্তকী হইতে পারিবে ? অতএব সখি ! আমার এই অশিক্ষিত নয়ন-যুগলের অযথা প্রশংসা করিয়া তোমার কি লাভ ? ॥ ৫৮ ॥

বিবিধরত্নযুজার্চ্যত নাসিকা-
শিখর মাশু তয়া বরমুক্তয়া।
উরসি সাভরণোড়ুরিবেন্দুনা
স্বরমণী রমণীয়তয়া দধে ॥ ৫৯ ॥
দ্যুতি-নৃপঃ স তদাভরণ-চ্ছলাৎ
পুরট-পঙ্কজ-পট্ট-বরাসনঃ।
নিখিল-দুর্ব্বশ-দৃঙ্নগরে হরে
রধিচকার সদা রসদাস্পদে ॥৬০॥

ভূষণেন নাসিকা ভূষিতেত্যাহ। তয়া ললিতয়া বিবিধ রত্নযুজা বরমুক্তয়া নাসিকা-শিখরমর্চ্যাত শুভ্রপুষ্পেণ পূজিতবৎ শোভিতং কৃতমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তেন মুখশোভা মাহ। ইন্দুনা চন্দ্রেণ স্ব-রমণী উড়ুরিব বক্ষসি দধে। উড়ুঃ কথম্ভূতা আভরণ সহিতা, অতএব তস্যা রমণীয়তয়া হেতুনা হৃদিধৃতা ইত্যর্থঃ। চন্দ্রবিশেষণত্বে রমণী গাতীতি তস্যা লাম্পট্যেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥৫৯॥

মুক্তাভরণমিষাৎ স দ্যুতীনাং রাজা এব অখিলানাং দুর্ব্বশে বহরের্দৃষ্টিরূপ নগরে অধিচকার অধিকারং কৃতবান্। দ্যুতি-নৃপঃ কথম্ভূতঃ সুখস্বরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত

শ্রীরাধার এই মধুর বাগ্বৈদগ্ধ্যে ললিতা যেন ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। তিনি আর সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া নিবিষ্টচিত্তে শ্রীরাধার নাসাগ্রে বিবিধ-রত্ন-মণ্ডিত একটী উৎকৃষ্ট মুক্তাফল সংলগ্ন করিয়া দিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন একটী অনিন্দ্য-সুন্দর শুভ্র কুসুম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করা হইল। আমরি! তাহাতে শ্রীমুখের মধুরিমা এক অভিনব শোভন-সৌন্দর্য্যে আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিলে মনে হয়, শশিপ্রিয়া তারা-সুন্দরী ভূষণ-মণ্ডিতা হইয়া অতীব রমণীয় ভাব ধারণ করায় যেন অকলঙ্ক তারানাথ সোহাগভরে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

অথবা সুখদ—স্বর্ণ-কমলরূপ রাজপাটে বিরাজমান সৌন্দর্য্যভূপই কি মুক্তাভরণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লোক-দুর্ব্বশ সদা-রসময় নয়ন-

লবণিমব্রততে র্নববীজমিত্য-
বচিচীষু তন্নাক্ষি-বিলাসিনোঃ।
মুহুরিহৈব ভবেৎ কিমঘদ্বিষা
প্রহিতয়ো র্হি তয়ো রতিলোলতা ॥৬১॥
বিচকিলোজ্জ্বল বর্ত্তুল-কোরক-
স্মর-শর-স্তিলপুষ্পং নিষঙ্গতঃ।

কমলরূপং পট্টং রাজপট্টং "রাজপাট" ইতি খ্যাতং তদেবাসনং যস্য সঃ, তাদৃশ-নগরে কথন্তুতে সুখদাস্পদে ॥৬০॥

নাসাভরণস্যাকর্ষকতাবিশেষমাহ। লাবণ্যরূপ লতায়া ইদং নবীনবীজমিতি মত্বা অবচিচীষুতয়া অবচেতুমিচ্ছয়া কৃষ্ণেন প্রহিতয়োঃ তস্যাক্ষিরূপবিলাসিনোঃ ইহৈব নাসাভরণ এব লোলতা সতৃষ্ণতা কিং মুহুর্ভবেৎ ॥৬১॥

পুনর্নাসাভরণমেব মুৎপ্রেক্ষতে। নাসাস্থানীয়ং যত্তিলপুষ্পং তদেব নিষঙ্গঃ 'তূণ' ইতি প্রসিদ্ধ স্তস্মাৎ মুক্তাস্থানীয় বিচকিলোজ্জ্বল বর্ত্তুল কোরকস্বরূপঃ কন্দর্পশরঃ প্রসৃত এব নির্গতঃ সন্নেব কিমৈষ্ট তথা চ তূণান্নির্গতঃ সন্নেব কিং পরমৈশ্বর্য্যং কৃতবানিত্যর্থঃ। কিমৈশ্বর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ যতঃ মুকুন্দধৃতেঃ পরিপ্লবঃ বৈকল্যং চাঞ্চল্যং বা তং করোতীতি। "পরিপ্লবশ্চাকুলে স্যাচ্চঞ্চলে চ পরাভবে"।

নগরদ্বয়কে অধিকার করিয়াছেন ? ॥ ৬০ ॥

আমরি ! ইহাকে লাবণ্য-লতার নবীন বীজ মনে করিয়া অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ যখন সংগ্রহ করিবার অভিলাষে স্বীয় নয়নরূপ বিলাসীযুগলকে প্রেরণ করিবেন, তখন এই নাসাভরণের প্রতিই তাহাদের মুহুর্মুহুঃ সতৃষ্ণতা উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব ধন্য, এই নাসাভরণের আকর্ষকতা ? ॥ ৬১ ॥

এই মনোহর নাসাভরণ যে শ্রীকৃষ্ণের কেবল নয়ন চকোরের লৌল্য-বর্দ্ধন করিয়াই বিরত হয়, তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়ের ধৈর্য্যসেতু পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। অতএব এই নাসালঙ্কারের কি অনুপম রমণীয়তা। দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীরাধিকার নাসিকারূপ তিল-

প্রসৃত এব মুকুন্দ ধৃতেঃ পরি-
প্লবকরোঽবকরোজ্ঝিত ঐষ্ট কিম্ ॥৬২॥
মধুরিমামৃত যুগ্বড়িশং ত্বম-
স্যয়ি ! বিভূষণ ! দৃক্-শফরং হরেঃ।
ঝটিতি কর্ষ মদাদিতি তত্তয়া
নিজগদে জগদেধিত সৌভগম্ ॥৬৩॥
গ্রসতি যস্ত্বনুরাগ-সমুদ্রভূঃ
কুলভুবাং ধৃতিভীমতি সম্পুটান্।

ইতি মেদিনী। বিচকিলো 'রায়বেল' ইতি প্রসিদ্ধ স্তত্রাপি বর্ত্তুল ইতিপদেন 'মোতিয়া রায়বেল' ইতি কোরকঃ কলিকা অবকরো দোষ স্তেন উজ্ঝিতঃ। তথা চ পুষ্পগতম্লানত্বাদি দোষরহিত ইত্যর্থঃ ॥৬২॥

পুনর্নাসাভরণমপাদিশ্য পরিহাসমাহ। অয়িনাসাভরণ! ত্বং মাধুর্য্যামৃতেন যুক্তং বড়িশমসি। অতএব মদাৎ দর্পাৎ হরেদৃষ্টিরূপং সফরং ঝটিতি কর্ষ আকর্ষণং কুরু ইতি তয়া ললিতয়া তদ্ভূষণং প্রতি নিজগাদ। কীদৃশং জগতি এধিতং বর্দ্ধিতং সৌভগং যস্য ॥৬৩॥

ললিতায়াঃ পরিহাসোক্তিং লক্ষ্যীকৃত্য বিশাখাপ্যুপহসিতবতীত্যাহ। যঃ হরেদৃষ্টিরূপ শফরঃ কুলভুবাং কুলবতীনাং ধৃতি-ভয়-বুদ্ধি সম্পুটান গ্রসতি, স খলু

ফুলের তূণ হইতে মতিয়া-রায়বেলের একটী নির্দ্দোষ সুগোল কলিকা নির্গত হইয়াছে। মরি ! মরি ! উহা কি কন্দর্পের শর ? শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্য-বিপ্লব ঘটাইবার নিমিত্ত এমন ভাবে ঐশ্বর্য্য-প্রকর্ষ প্রকাশ করিতেছে ? ॥ ৬২ ॥

অনন্তর ললিতা সেই অপূর্ব্ব নাসাভরণকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় পরিহাসভঙ্গিতে কহিলেন—"অয়ি নাসাভূষণ ! তুমি বাস্তবিকই মাধুর্য্যামৃতমণ্ডিত বড়িশ ; অতএব শ্যামসুন্দরের নয়ন-সফরযুগলকে তুমি সদর্পে আশু আকর্ষণ কর" ॥ ৬৩ ॥

ললিতার এই পরিহাসোক্তি শুনিয়া বিশাখাও অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে রহস্য-ব্যঞ্জক বাক্যে বলিলেন—"ললিতে ! তুমি যাহা

বড়িশমপ্যভিকর্ষতু বা স সা-
স্পদ মদো দমদো ভুবি তস্য কঃ ॥৬৪॥
ইতি সখীযুগ-বাগমৃতং পিব-
ন্ত্যপি নটদ্‌ভ্রুকুটিঃ স্ফুটমাহ সা।
অয়ি! কৃষেঃ স যুবাং চ পরস্পরং
ভবথ কর্ম্মতয়া মতয়া স্থিতাঃ ॥৬৫॥
(বিশেষকম্)

সাস্পদং ভূষণস্যাশ্রয় সহিতং অদঃ তদ্বড়িশমপি অভি সর্ব্বতোভাবেন আকর্ষতু। তথা চ ত্বয়া যদুক্তং তস্য বৈপরীত্যং বা ভবেদিত্যর্থঃ। অহো এবং বৈপরীত্যং কথং সম্ভবেত্তত্রাহ। ভুবি তস্য দমদঃ দমনকর্ত্তা কো ভবেৎ। অনুরাগরূপো যঃ সমুদ্রঃ স এব ভূ রুস্তব স্থানং যস্য ।।৬৪।

সা রাধিকা, অয়ি! হে সখ্যৌ! স কৃষ্ণঃ যুবাং চ, কৃষধাতোঃ কর্ম্মতয়া পরস্পরং স্থিতা যুয়ং ভবথ; কথন্তুতয়া তস্য যুবয়োশ্চ সম্মতয়া ।।৬৫।।

বলিলে, তাহা কদাচ সিদ্ধ হইবে না, বরং তাহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাইবে। অনুরাগ-সাগর-বিলাসী কৃষ্ণাক্ষি-সফর-যুগল যখন কুলবতীগণের ধৈর্য্য-ভয়-বুদ্ধির সম্পুট পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া থাকে, তখন এই ক্ষুদ্র বড়িশ যে তাহাকে আকর্ষণ করিবে, তাহা বোধ হয় না। বরং বড়িশকেই সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিবে—শুধু আকর্ষণ করা নয় গো, হয়ত বড়িশের আশ্রয় পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলিবে। যেহেতু, সে হরি-নয়ন-সফরের দমনকর্ত্তা জগতে আর কে আছে?—কেহই নাই।

বিশাখার উক্ত শ্লেষময় বাক্যের তাৎপর্য্য এই, শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ যত না সম্ভব, বরং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার আকর্ষণই তত স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীরাধা অনুরাগাকৃষ্টা হইয়া অনতিবিলম্বেই নন্দ-নন্দনের নয়ন-গোচরীভূতা হইবেন ।।৬৪।।

প্রিয়সখীযুগলের পরস্পর এইরূপ পরীহাসোক্তি শ্রীরাধার শ্রবণ-

উপরি চক্রিকয়োঃস শলাকয়ো
র্যুগমধোমণি কুণ্ডলয়োর্দ্বয়ম্ ।
শ্রবণয়োরবতংসিত-কুন্দয়ো
র্ন্যধিত শোধিত শোচিরিবাংশুকৈঃ ॥৬৬॥
কিমতনু-দ্রুম-পল্লব-তল্লজা-
ববিভৃতাং বিভৃতান্ দ্যুতি-শীধুভিঃ ।

কর্ণভূষণং বর্ণয়তি। অবতংসিতকুন্দয়োঃ শ্রবণয়োরুপরিদেশে চক্রিকা-শলাকয়োর্যুগম্ এবং তয়োরধোদেশে কুণ্ডলয়োর্দ্বয়ং ন্যধাৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। অংশুকে বস্ত্রৈঃ শোধিতং ছানিতং শোচিঃ কান্তিরিব ॥৬৬॥

অত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। কন্দর্প-দ্রুমস্য শ্রেষ্ঠপল্লবৌ কিং দ্যুতিরূপ শীধুভি বিশেষেণ ভৃতান্ পূর্ণান্ পুষ্টান্ বা মণিময় স্তবকান্ অবিভৃতাং, ভৃতে লঙ্। তান্

পুটে অমৃত বর্ষণ করিল। তাঁহার অন্তরে তখন উল্লাসের শতধারা উৎসারিত হইলেও তিনি বাহিরে প্রণয়-কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক ভ্রূ-কুটিল করিয়া কহিলেন—"অয়ি! ললিতে! বিশাখে! সেই বিদগ্ধ-রাজ কৃষ্ণ এবং তোমরা দুজন, পরস্পর সম্মতিক্রমে কৃষ্ ধাতুর কর্ম্মরূপে অবস্থিতি কর অর্থাৎ সেই বহু-বল্লভ তোমাদের দুইজনকেই আকর্ষণ করুন এবং তোমরাও তাঁহাকে আকর্ষণ কর ॥৬৫॥

রসিকামণি শ্রীরাধার এই সরস শ্লেষময়ী কথা শুনিয়া সখীগণের অধরপ্রান্তে হাসির জ্যোৎস্নারেখা ফুটিয়া উঠিল। এই অবসরে ললিতা শ্রীরাধার কুন্দাবতংসিত কর্ণযুগলের উপরিভাগে চক্র-শলাকা (মাক্ড়ী) এবং নিম্নভাগে মণি-কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন, উহা বস্ত্র বিশোধিত কান্তি-কলাপের ন্যায় চমৎকার শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৬॥

আমরি! কি সুন্দর! কন্দর্প-তরুর প্রশস্ত পল্লবযুগলে যেন দুইটী মণিময় স্তবক ফুটিয়াছে। উহা কান্তি-মধু-পরিপুষ্ট বলিয়াই বুঝি

মণিময় স্তবকান্ স্তবকার্য্যঘ-
দ্বিষদলি-প্রমদ প্রমদ-প্রদান্ ॥৬৭॥
মকরিকে লিখতী মৃদুগণ্ডয়ো
র্মকরকেতন মাহ্বয়দেব সা।
য মধরারুণ-পল্লব মর্পয়ন্
রসময়ে সময়ে হরি রর্চ্চয়েৎ ॥৬৮॥
শ্রবণ-হীরকণে প্রতিবিম্বিতে
নবকপোল সুধা সরসো রিমে।

কথম্ভূতান্ স্তবকান্ স্তবকারী যোঽঘদ্বিষন্ কৃষ্ণঃ স এব ভ্রমর স্তস্য প্রমদ প্রমদ-প্রদান্ প্রমদঃ প্রকৃষ্ট মত্ততা প্রকৃষ্ট হর্ষশ্চ ॥৬৭॥

সা ললিতা গণ্ডয়োঃ কন্দর্পস্থাসনরূপে মকরিকে লিখতী সতী মকরকেতনং কন্দর্পং আহ্বয়ৎ, যং কন্দর্পং। রসময়ে সময়ে রহস্যকালে ॥৬৮॥

ললিতয়া লিখিতয়ো র্মকর্য্যোর্মুহুর্মুহুৎপ্রেক্ষতে। শ্রবণসম্বন্ধি কুণ্ডলস্থ হীর-কণে নবীনকপোল সুধাসরোবরস্থয়ে প্রতিবিম্বিতে সতি প্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা স্বভক্ষাণাং 'খই' ইতি প্রসিদ্ধানাং চঞ্চল লাজানাং ধিয়া ইমে মকরিকে কিং

স্তাবক কৃষ্ণভৃঙ্গের সর্ব্বদা আনন্দ-উন্মাদনা জন্মাইয়া থাকে ॥৬৭॥

অনন্তর ললিতা নিপুণকরে তুলিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার ললিত গণ্ডযুগে কন্দর্পের বরাসন-রূপা 'মকরিকা' অঙ্কন করিতে করিতে মকরকেতন কন্দর্পকে আহ্বানছলে কহিলেন—"কন্দর্পরাজ! তুমি এই বরাসনে আসিয়া বিরাজ কর। তাহা হইলে সেই রসময় সময়ে রসিক-প্রবর নিজ অরুণ অধর-পল্লব অর্পণে নিশ্চয়ই তোমার অর্চ্চনা করিবেন" ॥৬৮॥

* দুই শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে যুগ্মক, তিন শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে বিশেষক, চারি শ্লোকের একত্র অন্বয় হইলে কলাপক, তারপর যত শ্লোকের সহিত অন্বয় হউক তাহা কুলক নামে অভিহিত।

চটুল লাজ-ধিয়া বিবৃতাননে
কিমুদিতে মুদিতে ভবতুর্জড়ে ॥৬৯॥
মকরয়োর্বর-কুণ্ডলতা ভৃতো
রঘহর-শ্রুতি-সেবি যুগং তয়োঃ।

বিবৃতাননে প্রসারিতাননে সত্যৌ বভূবতুঃ। কথম্ভূতে উদিতে জনাদুদ্গতে। নমু স্বভক্ষ্যং দৃষ্ট্বা কথং ন খাদতস্তত্রাহ ? মুদিতে আনন্দযুক্তে অতএব জড়, তস্মাৎ স্বভক্ষ্যং দৃষ্ট্বা আনন্দজাড্যাদেব ভোক্তুং ন সমর্থে ইত্যর্থঃ। কিন্তু জীবন্তৌ এব এতে ইতি ধ্বনিঃ ।৬৯॥

পুনর্মকরিকা-ব্যপদেশেন রাধিকাং পরিহসতি। হে মকরিকে! তয়োর্মকরয়োর্যুগং স্বয়মেব পতিযাত তয়ো দ্বয়ংযুবাং পতিমিচ্ছত কথমিতি চেৎ বাং যুবয়োঃ রসকলা সকলা রস-বৈদগ্ধী সফলা ভবতু। কথম্ভূতয়ো বর কুণ্ডলতা

ললিতা এমন কলা-নৈপুণ্যের সহিত মকরীযুগল অঙ্কিত করিলেন যেন তাহারা ঈষৎ মুখ-ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে।—কর্ণশোভি-কুণ্ডলের হীরক-কণিকাগুলি সেই নব-কপোলরূপ সুধা-সরোবরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন মকরীযুগল তাহাদিগকে চঞ্চল লাজ অর্থাৎ 'খই' মনে করিয়া ভক্ষণ করিবার অভিলাষেই মুখ-ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে অথবা বুঝি স্বভক্ষ্য দর্শনে বিপুল আনন্দোদয় হেতু জড়িমা দশা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছে না ।।৬৯।

ললিতা তখন সেই মকরিকাদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি মধুর রহস্যব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"মকরিকে! তোমরা সেই অঘহর-শ্রুতিসেবী অর্থাৎ পাপনাশক-বেদাশ্রয়ী মকর-কুণ্ডলকে পতিত্বে বরণ করিও, তাহা হইলে তোমাদের সকল রসকলাই সফল হইবে।" ললিতার এই শ্লেষব্যঞ্জকবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নিভৃত কেলি-বিলাসের সময় অঘ-নাশন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ-শোভি-মকর কুণ্ডল

মকরিকে ! স্বয়মেব পতিষ্যতম্
রসকলা সকলা সফলাস্তু:বাম্ ॥৭০॥
ইতি সখী-গদিতাহ সুদৃঙ্ মম
ত্বচপলে সরসে মৃদুলে ইমে ।
নহি তয়োঃ সদৃশৌ সখি মা তনু
ত্বমিহ তৎসহসা সহসা গিরঃ ॥৭১॥

ভূতো বিলক্ষণ-কুণ্ডল-স্বরূপয়োঃ তয়োর্যুগং কিম্ভূতং অথং পাপং হরতি যা শ্রুতি র্বেদ স্তাং সেবিতুং শীলং যস্য তৎ শ্লেষেণ অঘহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য কর্ণসেবি শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণস্থ মকরদ্বয় পতিকরণেন শ্রীরাধাং প্রত্যেব পরমঃপরিহাসো ধ্বনিতঃ ॥৭০॥

মকরিকা ব্যপদেশেন পরিহাসং শ্রুত্বা শ্রীরাধিকা আহ। সুদৃক্ রাধা ইতি এবং প্রকারেণ সখ্যা ললিতয়া গদিতা সতী আহ। হে সখি ! ইমে মকরিকে ! অচপলে সরসে মৃদুলে কোমলং অতএব চপল শুষ্ককঠোরয়োঃ সদৃশৌ নহি। তত্তস্মাৎ হে সখি ! সহসা হঠাৎ হাস্য সহিতা গিরঃ বচনানি ইহ মম মকরিকয়ো র্বিষয়য়োঃ ত্বং মা তনু মা কুরু ॥৭১॥

যখন শ্রীরাধার মকরাঙ্কিত কপোলদেশের সন্নিহিত হইবে, তখন মকরিকাযুগল স্বয়ং তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিলেই তাহাদের রস-বৈদগ্ধ্যের পূর্ণ সার্থকতা হইবে ॥৭০॥

ললিতার পরিহাস-প্রসঙ্গ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল দেখিয়া সুলোচনা শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"ললিতে ! আমার এই মকরিকাযুগল স্বভাবতঃ অচঞ্চল, সরস ও সুকোমল, সুতরাং সেই অঘনাশনের কর্ণ-শোভি-মকর-কুণ্ডলের ন্যায় চঞ্চল, নীরস ও কঠিন নহে। অতএব আমার এই মকরিকা সম্বন্ধে আর বৃথা বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিও না, সেই কঠিন কুণ্ডলের সহিত আমার এই সুকোমল মকরিকার তুলনাই হইতে পারে না—বল দেখি সখি ! কঠিনে কোমলে কি কখন প্রীতির মিলন হয় ? বরং তোমার বাহু-বল্লরীতে যে অঙ্গদ-কুণ্ডলিকা শোভা পাইতেছে, উহারই উরসে সেই

নিজভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকোরসি
প্রণয়ি শায়য় কুণ্ডলয়োর্যুগম্।
কঠিনয়োঃ কঠিনে ননু লোলতা-
প্যুপরমেৎ পরমেভ্যতয়া তয়োঃ ॥৭২॥
(বিশেষকম্)

চিবুক-মধ্যমভূন্মদবিন্দুযুক্
স্ব-কর-সংহৃত-বান্ধমেব কিম্।

রাধিকা ললিতাং পরিহসন্তী পুনরাহ। হে সখি! নিজ ভুজয়োঃ 'বাজুবন্দ' ইতি প্রসিদ্ধাঙ্গদরূপ কুণ্ডলিকয়োঃ সর্পস্ত্রিয়োরুরসি বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণস্য কুণ্ডলরূপ সর্পয়োর্যুগং শায়য়। কথম্ভূতং প্রণয়ি প্রীতিকরণশীলং কুণ্ডলয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ কঠিনয়োঃ কুণ্ডলিকোরসি কথম্ভূতে কঠিনে অতএব তয়োঃ সাম্যাৎ ননু শায়য়িতুং কথং কথয়সীতি চেৎ পরস্পর যোগ্য সঙ্গাৎ দোষবিশেষঃ গুণবিশেষঃ স্যাদিত্যাহ। তয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ পরমেভ্যতয়া স্ত্রীরত্ন প্রাপ্য পরমাঢ্যতয়া লোলতা চঞ্চলতা উপরমেৎ নিবৃত্তা ভবেৎ। "ইভ্য আঢ্যো ধনী স্বামী"ত্যমরঃ ॥৭২॥

ইদানীং চিবুকে রচনাবিশেষমাহ। চিবুকমধ্যং কস্তূরী বিন্দুযুক্ বিন্দুসহিত চিবুক মুৎপ্রেক্ষতে। বিধুশ্চন্দ্রঃ সদয়স্বস্য উদয়স্বস্য হেতোঃ অন্ধকারস্য ডিম্বং

প্রণয়ি-মকর-কুণ্ডলযুগলকে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা কর—সর্পিণীর বক্ষে সর্পের অবস্থান অথবা কঠিনে কঠিনে মিলন মন্দ হইবে না। কারণ যোগ্য যোগ্যে মিলন হইলে, দোষের পরিবর্ত্তে বরং গুণবিশেষই উদিত হইয়া থাকে। অতএব কৃষ্ণের কঠিন কুণ্ডলযুগল তোমার ভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকারূপ রমণীরত্ন লাভে পরমাঢ্য হইলে উহাদের চাঞ্চল্য সহজেই নিবৃত্ত হইবে ॥৭১॥৭২॥

এই সোহাগভরা সরস পরিহাসে ললিতা ঈষৎ লজ্জাকুলিত হাস্য-মুখে শ্রীরাধার চিবুকের মধ্যস্থলে মৃগমদ-বিন্দু বিন্যস্ত করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার বদন-মধুরী এমন সুন্দররূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল,

তিমির-ডিম্ভক মঙ্কতটে স্বয়ং
সদয়তোদয়তো বিধুরগ্রহীৎ ॥৭৩॥
মধুরিমাব্ধিভবাস্য-সুধানিধৌ
যদিহ কৃষ্ণরুচিঃ পৃষতোঽঙ্কিতঃ।
তদবগম্য স কৃষ্ণ ইমং নিজং
সরসয়ন্ রসয়ন্ রময়েন্মুহুঃ ॥৭৪॥

শিশুং স্বয়মেব কিং অঙ্কতটে স্বক্রোড়ান্তে অগ্রহীৎ। নমু বিধোঃ স্বনাশস্য অন্ধকারস্য পুত্রে কথমীদৃশী দয়া উদিতেত্যত আহ। স্বকরেতি ডিম্বকং কীদৃশং স্বকরৈঃ স্বহস্তৈরেব সংহৃতো নাশিতো বান্ধবো যস্য শ্লেষেণ স্বস্য করৈঃ কিরণৈঃ ॥৭৩॥

পুনশ্চিবুকবিন্দুমুপদিশ্য ললিতোক্তিমাহ। ইহ মাধুর্য্যরূপসমুদ্রোৎপন্নে মুখরূপসুধানিধৌ চন্দ্রে যদ্ যস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণা রুচির্যস্য এবম্ভূতঃ পৃষতোবিন্দুরঙ্কিতঃ ততত এব স কৃষ্ণঃ স্বকীয় "ছাপ ইতি মোহর" ইতি চ প্রসিদ্ধং বিন্দুদৃষ্ট্বা ইমং মুখরূপং সুধানিধিং নিজং অবগম্য সরসয়ন্ রসযুক্তং কুর্ব্বন্ এবং রসয়ন্ স্বয়ঞ্চ রসানুভবং কুর্ব্বন্ সন্ মুহুঃ রময়েৎ। চন্দ্রপক্ষে পৃষতো হরিণা তদ্রূপং চিহ্নম্ ॥৭৪॥

আমরি! সুধাকর স্বকরে (শ্লেষার্থে নিজ কিরণরাশি দ্বারা) তিমির বিনাশ করিয়া যেন করুণোদয় হেতু ক্ষুদ্র তিমির-শিশুকে বান্ধবরূপে নিজ অঙ্কতটে গ্রহণ করিলেন ॥৭৩॥

অনন্তর ললিতা চিবুকস্থ কস্তুরীবিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া রহস্যপূর্ণ বাক্যে পুনরায় কহিলেন—"আহা! আমি মাধুর্য্য-সাগর-সম্ভূত বদন-সুধাংশুমণ্ডলে এই যে কৃষ্ণবর্ণ মসীবিন্দু অঙ্কিত করিলাম, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের ছাপ-মোহরাঙ্কিত মনে করিয়া এই শ্রীমুখচন্দ্রকে নিজদ্রব্য জ্ঞানে অবশ্যই সরস করিবেন এবং নিজেও রসানুভব করিয়া উঁহাকে মুহুর্মুহুঃ রমণ করাইবেন ॥৭৪॥

কনক-কেতকপত্র-পুটীকলা-
পিশুন-কোণ-যুগা নববিম্বভৃৎ ।
ব্যরচি যাহত্মভুবাহত্র কিমাভয়া-
তিশয়িতঃ শয়িতস্তনয়োহলিনঃ ॥৭৫॥
সিতকরাগুরু চন্দন কুঙ্কুমৈ
স্তনুতর চ্ছদ-পল্লব-বল্লয়ঃ ।
বরতনোঃ স্তনয়োরথ চিত্রয়া
রুচিরচিত্রতয়াত্র তয়াঙ্কিতাঃ ॥৭৬॥

পুনশ্চিবুকং তত্রস্থবিন্দুং চোৎপ্রেক্ষতে। আত্মভুবা কন্দর্পেণ পক্ষে বিধাত্রা বা স্বর্ণকেতকীপত্রেণ পুটী ব্যরচি বিরচিতা, অত্র পুট্যাং কিং অলিনো ভ্রমরস্য তনয়ঃ শয়িতঃ। পুটী দ্রোণীতি খ্যাতা। সা কথম্ভূতা, কলাবৈদগ্ধী তাং পিশুনয়তি সূচয়তি। কোণযুগং যস্যাঃ তেন দ্রোণী চতুষ্কোণৈব ভবতি, ইয়ং দ্বিকোণেতি বিশেষঃ। পুনঃ কথম্ভূতা অধররূপং নবীন বিম্বফলং বিভর্ত্তীতি। তনয়ঃ কথম্ভূতঃ আভয়া কান্ত্যা অতিশয়িতঃ অত্যন্ত কান্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৭৫॥

বরতনোঃ রাধায়াঃ স্তনয়োরুপরি কর্পূরাগুরুচন্দনকুঙ্কুমৈঃ করণৈঃ অতি-

---

বাস্তবিকই তখন শ্রীরাধার সেই চিবুক ও কস্তূরীবিন্দু দেখিয়া মনে হইল, বুঝি বিধাতা বা কন্দর্প কনক-কেতকী পত্রের দ্বিকোণ-পুটিকা বা পুষ্পাধার (ঠোঙ্গা) নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধার চিবুকরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পুটিকা সাধারণতঃ চতুষ্কোণ হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে অপূর্ব্ব কলা-কৌশলে দ্বিকোণরূপে রচিত হওয়ায় উহার সম্পূর্ণ বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। মরি! মরি! আরও সুন্দর! চিবুকের উপরে অরুণাধর যেন সেই পুটিকার উপর নববিম্বফল! আর তাহারই নিম্নদেশে সেই মৃগমদবিন্দু—যেন বিধাতা বা কন্দর্প একটী উজ্জ্বলকান্তি ভ্রমর-শিশুকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন ॥৭৫॥

মদনচক্রবরৌ বিনিমজ্য কিম্
কলিত-শৈবলকৌ সহসোত্থিতৌ।
রসসরস্যুরু খেলয়িতা যয়ো
র্বকরিপুঃ করিপুষ্কর দোর্ভবেৎ ॥৭৭॥
সপদি চম্পক-বল্লিকয়ৈকতঃ
পরত ঐন্দবলেখিকয়া ভুজৌ।

সূক্ষ্মতর পত্র পল্লবলতাঃ তয়া প্রসিদ্ধয়া চিত্রয়া অঙ্কিতাঃ রুচির চিত্রতয়েতি পরম শোভিতং চিত্রং কৃত মিত্যর্থঃ ॥৭৬॥

চিত্রিতস্তনাবুৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্পরাজস্য চক্রবাকৌ রস-সরসি বিনিমজ্য কিং কলিত শৈবলকৌ শৈবালযুক্তৌ সন্তৌ সহসা উত্থিতৌ যয়োঃ, স্তনরূপ চক্রবাকয়োঃ কর্ম্মভূতয়োঃ বকরিপুঃ কৃষ্ণঃ উরু খেলয়িতা ভবেৎ। অত্র তৃচ্ প্রত্যয়যোগে কর্ম্মণি ষষ্ঠী। কথম্ভূতঃ করে হস্তিনঃ পুষ্করৌ শুণ্ডাবিব দোষৌ হস্তৌ যস্য ॥৭৭॥

চম্পকলতিকয়া একত এক হস্তে ইন্দুলেখয়া অন্যতঃ অন্য হস্তে এবংক্রমেণ রাধায়া ভুজৌ মণিময়াঙ্গদযুক্তৌ রচিতৌ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সিতৌ বদ্ধৌ বিধূতা খণ্ডিতৌ

অনন্তর চিত্রা-সখী বরতনু শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলে কর্পূর-অগুরু-চন্দন-কুঙ্কুম দ্বারা সূক্ষ্মতর পত্র-পল্লব-লতা, রমণীয় চিত্র-বিচিত্ররূপে অঙ্কিত করিলেন ॥৭৬॥

কি সুন্দর! যেন কন্দর্পরাজের সাধের চক্রবাক্ দু'টী রস-সরোবরে ডুবিয়া ডুবিয়া শৈবাল-মণ্ডিত হইয়া সহসা উত্থিত হইয়াছে। বক-রিপু শ্রীকৃষ্ণ-মাতঙ্গই স্বীয় কর-পুষ্কর দ্বারা ঐ চক্রবাক্ মিথুনকে উত্তমরূপে ক্রীড়া করাইবে ॥৭৭॥

তারপর শ্রীরাধার এক বাহুতে চম্পকলতা এবং অন্য বাহুতে ইন্দুলেখা মণিময় অঙ্গদ পরাইয়া দিলেন—যেন পূর্ণচন্দ্রকে দুই খণ্ডে

মণিময়াঙ্গদিনৌ রচিতৌ যথা
সিত বিধুত বিধু বিসতল্লজৌ ॥৭৮॥
অনুমিমে স্বভৃতে সুদৃশে দদা-
স্যতুলমঙ্গমিহাঙ্গদ! কস্যচিৎ।

বিধু চন্দ্রৌ যথা ত থাভূতৌ বিসতল্লজৌ মৃণালশ্রেষ্ঠৌ যথা ॥৭৮।

অঙ্গদদ্বয়ং ব্যপদিশ্য রাধিকাং পরিহসতি। হে অঙ্গদ! স্বভৃতে স্বধারিকায়ৈ সুদৃশে রাধিকায়ৈ কস্যচিৎ অতুলম্ অঙ্গং দদাসি ইতি তবনাম্নোঽবয়ব ব্যুৎপত্তি হেতুনা অহং অনুমিমে। নু ভোঃ ন দদাসি চেৎ অনুসদঃ প্রতিসভায়াং ত্বং সদোষতয়া উচ্যসে। জনৈস্ত্বং দোষযুক্ত উচ্যস ইত্যর্থঃ। দোষমেব ব্রূ। ইতরথেতি

বিভক্ত করিয়া দুইটী উৎকৃষ্ট মৃণাল-লতিকায় বাঁধিয়া রাখিলেন ॥৭৮॥

তখন চম্পকলতা* সেই অঙ্গদকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"অঙ্গদ! তোমার নামের ব্যুৎপত্তিতে আমরা অনুমান করিতেছি, এখন যিনি

* চম্পকলতা,—

"তৃতীয়া চম্পকলতা ফুল্লচম্পক-দীধিতিঃ।
একেনাহ্না কনিষ্ঠেয়ং চাসপক্ষি-নিভাম্বরা ॥
পিতুরারামতো জাতা বাটিকায়াস্তু মাতরি।
ব্যূঢ়া চণ্ডাক্ষনাম্নাসৌ বিশাখা সদৃশীগুণৈঃ ॥
অভিজ্ঞা চম্পকলতা দ্যূততন্ত্র প্রবর্ত্তনে।
নিগূঢ়ায়ন্ত সম্ভারা বাচোযুক্তিবিশারদা ॥
উপায়েন পটিয়া চ প্রতিপক্ষাপকর্ষকৃৎ।
ফল-প্রসূন-কন্দানাং সন্ধান প্রক্রিয়া বিধৌ ॥
হস্তচাতুর্য্য মাত্রেণ নানা মৃন্ময়-নির্ম্মিতৌ।
ষড় রসানাং পরীক্ষায়াং শুদ্ধ শাস্ত্রে চ কোবিদা ॥
চিত্রোৎপলাকৃতি-পট্ট-মিষ্টহস্তেতি বিশ্রুতা।
পৌরগবী চ পঠনে যাঃ সখ্যো দাসিকাশ্চ যাঃ ॥
কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতয়ঃ সখ্যো যা অষ্টসংখ্যকাঃ।
সকলেষু ক্রমে লতাগুণেষধিকৃতাশ্চ যাঃ।
সখী প্রভৃতয়স্তাসু সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষতামসৌ ॥"

ইতরথাহনৃতমস্থথবাদ্যসী-
ত্যনুসদোনু সদোষতয়োচ্যসে ॥৭৯॥

তবাঙ্গদত্বাভাবেন ত্বমনৃতমসি, দোষান্তরমাহ, অথবা অঙ্গ দদাসীতি ব্যুৎপত্তিং বিহায় অঙ্গং দ্যসি খণ্ডয়সীতি দোষবিশিষ্টত্বেন ত্বং উচ্যসে ॥৭৯॥

তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তোমার আশ্রয়-দায়িনী এই সুলোচনাকে তুমি অবশ্যই কাহারও অতুলনীয় অঙ্গ-দান করিবে। যদি না কর, তাহা হইলে প্রতি সভায় লোকে তোমাকে দোষী বলিয়া ঘোষণা করিবে। কারণ, তুমি যদি নিজ আশ্রয়-দায়িনীকে তাঁহার প্রিয়জনের অঙ্গদান করিতে না পারিলে তাহা হইলে তোমার 'অঙ্গদ' নাম ধারণই বৃথা। অতএব 'অঙ্গ যে দান করে তাহার নাম অঙ্গদ' এই ব্যুৎপত্তির পরিবর্তে, 'অঙ্গ যে খণ্ডন করে' তাহার নাম অঙ্গদ' এইরূপ নামার্থ-বাদেই তখন তোমার দোষ বিঘোষিত হইবে ॥৭৯॥

অর্থাৎ চম্পকলতা অষ্ট সখীর মধ্যে তৃতীয়া সখী। ইঁহার অঙ্গ-কান্তি বিকসিত চম্পক কুসুমের ন্যায়। ইনি শ্রীরাধা হইতে একদিনের কনিষ্ঠা। চাসপক্ষী অর্থাৎ স্বর্ণচাতক বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ইঁহার বসন। পিতা—আরাম, মাতা—বাটিকা এবং পতির নাম চণ্ডাক্ষ। ইনি বিশাখার ন্যায় গুণ-বিশিষ্টা। রত্নমালা প্রদান ও চামর ব্যজনই ইঁহার সেবা। স্বভাব বাম-মধ্যা। চম্পকলতা দূতীদিগের কার্য্য-কলাপ এবং তাহাতে যে কিছু বাক্যরচনা, তদ্বিষয়ে সুপটু। যে কার্য্য করিতে হইবে সেই কার্য্যের উদ্দেশ্যকে গোপন করেন এবং বাক্যযুক্তি-বিশারদা, কার্য্য-নিপুণা। ইনি প্রতিপক্ষগণের অপকর্ষ করিয়া স্বপক্ষের উৎকর্ষ সাধন করেন, ফলপুষ্প ও কন্দসমূহের সন্ধান ও প্রক্রিয়া ব্যাপারে বিশেষ সুদক্ষা; হস্ত-চাতুর্য্য দ্বারা বিবিধ মৃণ্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্তা। ষড় রসের পরীক্ষায় ও বিশুদ্ধশাস্ত্রে সুনিপুণা, বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুতে সুপটু এবং মিষ্টহস্তা বলিয়া বিখ্যাতা।

কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা (চন্দ্রলতিকা), পঙ্কজাক্ষী, (কন্দুকাক্ষী) ও সুমন্দিরা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীচম্পকলতার যূথ। দুগ্ধাদি গব্য পদার্থ পাক কার্য্যে ইহাদের অধিকার। ইহাদের মধ্যে কুরঙ্গাক্ষীই প্রধানা। যে সখীগণ বৃক্ষ লতা ও গুল্মের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত ইনি তাঁহাদেরও অধ্যক্ষা।

চম্পকলতার স্থিতি—

"দক্ষিণেঽস্মিন্দলে কামলতা-নামোঽস্তিকুঞ্জকং।
অত্যন্ত সুখদং তপ্ত জাম্বুনদসমপ্রভং॥
শ্রীচম্পকলতা তিষ্ঠত্যস্মিন্ কৃষ্ণবল্লভা॥"

হরিদৃশং গত মেতদনঙ্গদম্
সখি! তদঙ্গদমপ্যচিরাদ্ভবেৎ।
অতিবিচিত্রতয়া পরমার্থধৃক্
ভবতি নোঽবতি নো কিমুদারতাম্ ॥৮০॥

চম্পকলতায়া ব্যপদেশ হসিতং অবলোক্য ইন্দুলেখা আহ। হে সখি! চম্পকলতে! তদঙ্গদং হরিদৃশং গতং সত্তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্গদমপি অনঙ্গদং ভবেৎ। অতিবিচিত্র তয়া হেতুনা তস্মাৎ এতদঙ্গদং নোঽস্মাকং পরমার্থধৃক্ পরমার্থরূপ-বস্তুনো পূরকং ভবতি। অতএব উদারতাং কিং ন অবতি? তেন শ্রীকৃষ্ণ

চম্পকলতার এই পরিহাস-প্রসঙ্গে সখিসমাজে একটী মৃদুহাসির কিরণ-সম্পাত হইল। এই অবসরে ইন্দুলেখা সেই রহস্য-প্রবাহে তরঙ্গ উঠাইয়া কহিলেন—"সখি চম্পকলতে! এই অঙ্গদকে অঙ্গ-খণ্ডনকারী কি বৃথা-অঙ্গদনামধারী বলিয়া দোষারোপ করিও না। এই শোভনাঙ্গদ, শ্যামসুন্দরের নয়নগোচর হইবামাত্র অঙ্গদ হইয়াও অচিরেই অনঙ্গদ হইয়া পড়ে এবং অতি বিচিত্ররূপে আমাদের পরমার্থ পূরণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা পরম উদার। এই অঙ্গদ দর্শনমাত্র

অর্থাৎ দক্ষিণদলে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ অত্যন্ত সুখদ কামলতা-কুঞ্জে স্থিতি। বয়স—শ্রীরাধা অপেক্ষা ১ দিনের কম—১৩ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন। কোন কোন মতে ১৪ বৎসর ২ মাস ১২ দিন।

ধ্যান যথা,—

ফুল্লচম্পকবর্ণাভাং চাসপক্ষ্যাম্বরাবৃতাম্।
সকলগুণগম্ভীরাং সর্ব্বসন্ধানকারিণীম্॥
প্রৌঢ়াং সুযৌবনাবস্থাং নানাভাবসমন্বিতাম্।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং চম্পকলতিকাং ভজে॥"

প্রকারান্তর যথা—

"সত্রভ্রচামরকরাং বরচম্পকাভাং
চাসাখ্যপক্ষিরুচিরচ্ছবিচারুচেলাম্।
সর্ব্বান্ গুণাংস্তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধে চ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে॥"

ইতি সখীদ্বয়-নর্ম্ম-দ রস্মিতা
নতদৃগাহ কিমঙ্গদবার্ত্তয়া।
যদিহ বোঽঙ্গচয়েঽঙ্গদতা হরেঃ
স্ফুটমনঙ্গদতা গদতাপ্যভূৎ ॥৮১॥

দর্শনমাত্রেণ অনঙ্গং কন্দর্পং দদাতি। ততশ্চ তস্য অঙ্গং দদাতি তেন চ সম্ভোগো ভবতি। অনেন অস্মাকং পরমার্থরূপং তদ্দর্শনং দোগ্ধি পূরয়তীতি। ইদমেব মহত্ত্ব মিত্যুচ্যতাং ন চানৃতমিতি নবাখণ্ডকমিতি কথনীয়মিতি ধ্বনিঃ ॥৮০॥

লজ্জয়া নতদৃক্ রাধিকা আহ। অঙ্গদস্য মদেকস্মিন্নঙ্গে স্থিতস্য বার্ত্তয়া অলং যদ্‌যস্মাৎ যুস্মাকং সর্ব্বেষু অঙ্গেষু হরেরেব অঙ্গদত্বম্, অনঙ্গদত্বম্ অগদত্বং চেতি ত্রিরূপত্ব মিতি স্ফুটম্ অভূৎ। অগদং ঔষধং, তেন কন্দর্পরূপগদনিবর্ত্তকঃ সম্ভোগোঽপি জাত ইতি ধ্বনিঃ ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণকে যখন অনঙ্গ অর্থাৎ কন্দর্পের উদ্দীপনা দান করে, এবং অঙ্গদ-ধারিণীকেও দুর্লভ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জলীলা সংঘটিত হয় এবং আমরাও সেই অনির্ব্বচনীয় লীলা-বিলাস দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকি, তখন উহাদের নিন্দা না করিয়া বরং মহত্বের ঘোষণা করাই উচিত ॥৮০॥*

সুরসিকা সখিগণের এইরূপ সরস রহস্যালাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার অধর-কিশলয়ে মৃদুহাসির জ্যোৎস্না রেখা ফুটিয়া উঠিল; লজ্জায় নয়ন-কমল ঈষৎ আনত করিয়া মধুর সম্ভাষে কহিলেন,—"বেশ গো বেশ! তোমরা আমার একটী অঙ্গস্থিত, অঙ্গদের কথা লইয়া রহস্যের মাত্রা যে ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিতেছ দেখিতেছি?—আর কাজ নাই, নিজ নিজ অঙ্গপানে চাহিয়া দেখ।—আহা! ঐ যে

* তথাহি পদ।—সুন্দরি! ন কর পসাহন আন। এতনি নেহারি, মুগধ মধুসূদন, দিনরজনী নাহি জান ॥ধ্রু॥ সিন্দুর তরুণ, অরুণ-রুচি-রঞ্জিত, ভালসুধাকর ভাঁতি। সো ঘন চিকুর, তিমিরচয়-চুম্বিত, এহো অপরূপ পরভাঁতি॥ লোচনযুগল, কমল কিয়ে আকুল, তাঁহি ভ্রমই অলিবোড়। তবহুঁ যো হাসি, অধরে দরশায়সি, অরুণিম কৌমুদী কাঁতি। মোহিত জনকি, বিকল পুন মোহন, গোবিন্দদাস নাহি ভাতি। পদামৃত।

নিদধতু র্বলভিন্মণি-কল্পিতাঃ
সবয়সৌ মণিমঞ্জুলচুলিকাঃ।
কনকচিত্রিত-রেখিকয়াঙ্কিতা
অধিকলাবি কলাবিকলাঃ সমাঃ ॥৮২॥
নখ মরালসুতৈরপসারিতা
প্ন্যপরিগৈরতিলালসয়ৈব কিম্।

মণিবন্ধোপরি স্থিতাঃ 'চূড়ী' ইতি খ্যাতাঃ চূলিকা বর্ণয়তি। সবয়সৌ চম্পকলতেন্দুলেখে! কলাবির্মণিবন্ধঃ তত্র ইন্দ্রনীলমণি-কল্পিতাঃ সূক্ষ্মমনোজ্ঞ চূলিকাঃ নিদধতুঃ। কথম্ভুতাঃ কলেন মধুরাস্ফুটেন স্বনেন অবিকলা উত্তমাঃ সমা একরূপাঃ চূড়া 'চূলা' ইতি ভাষাবৃত্তিঃ ॥৮২॥

চূলিকা উৎপ্রেক্ষতে। হস্তারবিন্দস্য উপরিগতৈর্নখরূপ মরালসুতৈর্হংসপুত্রৈঃ অপসারিতা ভ্রমরাবলিঃ কিং কমলে লালসয়া হস্তরূপ কমলস্য কণ্ঠং নিকটদেশং

তোমাদের নিখিল অঙ্গেই সেই নাগরবরের অঙ্গদ-চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি যে কেবল তোমাদের নিখিল অঙ্গ, অঙ্গদ-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াই নিশ্চিন্ত, তাহা নহে। নাগরেন্দ্র তোমাদের অঙ্গে, অঙ্গ, অনঙ্গ ও অগদ এই তিনই প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ তোমাদের নিখিলাঙ্গে অঙ্গার্পণ করিয়া তোমাদের অনঙ্গোদ্দীপন করিয়াছেন এবং সম্ভোগ-ঔষধ দ্বারা তোমাদের সেই অনঙ্গ-ব্যাধি নিবর্ত্তিত করিয়াছেন ; সুতরাং অঙ্গদের গুণ কেবল সেই শ্যামসুন্দর ও তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতেছি ॥৮১॥

প্রেমময়ীর এই সরস পরিহাসে সখীগণ প্রাণে প্রাণে বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর চম্পকলতা ও ইন্দুলেখা সখীদ্বয় শ্রীরাধার মণিবন্ধদ্বয়ে ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুন্দর চুড়ি পরাইয়া দিলেন। সেই চুড়িগুলি সুবর্ণ-চিত্রিত-রেখান্বিত, মধুরাস্ফুট রুণু রুণু শব্দে অতুলিত এবং সকলগুলিই সমান আকারবিশিষ্ট ॥৮২॥

কমলকণ্ঠ মুপাশ্রয়তা-সিতোৎ-
পলদলভ্রমরা ভ্রমরাবলিঃ ॥৮৩॥
বলয়-কঙ্কণ দম্ভত এব সা
প্রিয়বপুর্বসন-দ্যুতিমালিকাঃ।
স্বমণিবন্ধগতা অকরোদিয়ং
জপকৃতাং প্রকৃতিঃ প্রকৃতিস্তুতা ॥৮৪॥

উপাশ্রয়ত। কথম্ভূতা নীলোৎপলান্যেবৈতানি ইতি ভ্রমং, মরালসুতেভ্যো রাতি দদাতি অন্যথা মরালসুতৈ স্ততোঽপি সা অপসার্য্যেতৈবেতি ভাবঃ ॥৮৩॥

কঙ্কণাদি শোভা মুৎপ্রেক্ষতে। সা রাধিকা বলয়-কঙ্কণচ্ছলাৎ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরবস্ত্রদ্যুতীনাং মালিকাশ্রেণী পক্ষে তাদৃশ দ্যুতিরেব জপমালা চ স্বমণিবন্ধে গতা অকরোৎ। জপকৃতাং জপকরণশীলানামিয়ং প্রকৃতিরয়ং স্বভাবঃ। ইয়ং কিংভূতা? প্রকৃষ্টৈরেব কৃতিভিঃ বিজ্ঞৈঃ স্তুতা। তেন যথা জপশীলৈ র্মালা

আমরি! তখন সেই মণিবন্ধ-শোভিত চুড়িগুলির কি অপূর্ব্ব সুষমা! যেন কর-কমলের উপরস্থিত নখরূপ মরাল-শিশুনিচয় কমল-প্রিয় অলিকুলকে বিতাড়িত করায়, সেই অলিকুলই আকুল লালসা-বশতঃ এই কর-কমলের কণ্ঠাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই মরাল-শিশুগুলির এমন ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে—তাহারা যেন মনে করিতেছে, "না, এগুলি ভ্রমরাবলী নয়—নিশ্চয় নীলোৎপলশ্রেণীই হইবে।"—মরাল-শিশুগুলি এরূপ ভ্রান্তি-জালে পতিত না হইলে নিশ্চয় তাহাদিগকে এস্থান হইতে বিদূরিত করিত ॥৮৩॥

তারপর শ্রীরাধার মণিবন্ধে বলয়-কঙ্কণ পরাইয়া দিলে বোধ হইল, যেন শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ও বসনের কান্তিরূপ জপমালা স্বীয় মণিবন্ধে ধারণ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রশংসা করেন যে, জপকারিদিগের স্বভাব এই, তাঁহারা পরমাসক্তি বশতঃ জপ-মালা স্বীয় মণিবন্ধে ধারণ করেন, আহা! এইজন্যই বুঝি শ্রীরাধা প্রাণ-

হরি-চকোরক-বন্ধন-হেতবে
মদন-শাকুনিকা-সিতপাশতাম্।
অমৃত-বল্লরি-পল্লব-মূলগঃ
প্রতিসরোঽতিসরোচি রসাবগাৎ ॥৮৫॥
করদলেষু ধৃতা বভুরূর্ম্মিকা
স্ত্রয়মৃতে বরমত্র তু দক্ষিণম্।

পরমাসক্ত্যা মণিবন্ধে স্থাষ্যতে তথৈব কৃষ্ণস্য দেহ-বসন-কান্তি রনয়া ধৃতা ন তু বলয়-কঙ্কণাদয় এতা ইত্যপহ্নুতিঃ ॥৮৪॥

ইদানীং "পঁহচি" ইতি খ্যাতং হস্তসূত্রমুৎপ্রেক্ষতে। অসৌ প্রতিসরঃ হস্তসূত্রং শ্রীকৃষ্ণরূপচকোরস্য বন্ধনার্থং মদনঃ কন্দর্পঃ স এব শাকুনিকঃ পক্ষিহিংসক-ব্যাধ-বিশেষ স্তস্য অসিতপাশতাং অগাৎ। শ্যামরজ্জুরভূদিত্যর্থঃ। অসৌ কিম্ভূতঃ অতি সরোচিঃ অতিক্রান্ত-সকান্তিকঃ। অমৃতরূপা কাচিৎ রাধিকা রূপালতা তস্যাঃ পল্লবস্য মূলেস্থিতঃ তেন ব্যাধেন চকোরবন্ধনার্থং যথা পল্লবমূলে জালরজ্জুঃ স্থাষ্যতে তথৈবেত্যর্থঃ ॥৮৫॥

করয়োর্দলেষু অঙ্গুলীষু ধৃতা ঊর্ম্মিকা অঙ্গুলীয়কানি বভুঃ। অত্র করদলেষু মধ্যে দক্ষিণং দক্ষিণহস্তস্থং ত্রয়ং শ্রেষ্ঠং ঋতে দক্ষিণ-হস্তস্থাঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমং বিনেত্যর্থঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। নখরূপৈ বিন্দুভিঃ কিং চন্দ্রদ্বয়রূপাজযুগে

কান্তের শ্রীঅঙ্গ ও বসনের কান্তিমালা বলয়-কঙ্কণছলে স্বীয় কর-কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ॥৮৪॥

অনন্তর প্রতিসর অর্থাৎ 'পহুঁচি' নামক হস্তসূত্র শ্রীরাধার মৃণাল-ভুজ-লতায় বন্ধন করিয়া দিলেন। কি সুন্দর! শাকুনিক অর্থাৎ পক্ষি-হিংস্রক ব্যাধ যেরূপ চকোর-পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত তরুলতার পল্লবমূলে জাল-রজ্জু পাতিয়া থাকে, সেইরূপ মদন-শাকুনিক বুঝি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-চকোরকে বন্ধন করিবার নিমিত্তই এই শ্রীরাধা-কল্পলতিকার কর-পল্লব মূলে শোভনকান্তি শ্যামসূত্র-নির্ম্মিত জালরজ্জু স্থাপন করিয়াছে ॥৮৫॥

দক্ষিণ কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি ব্যতীত শ্রীরাধা উভয় কর-কমলের সকল অঙ্গুলীদলেই রত্নাঙ্গুরীয়ক সমূহ ধারণ করি-

কিমু নখেন্দুভি রব্জযুগে শ্রিতে,
নববলে ববলেপ্যুড়ুমণ্ডলী ॥ ৮৬

আশ্রিতে। নমু চন্দ্র স্তাবৎ কমল বিপক্ষো ভবতি অতো.বিপক্ষরূপং কমলং কথ-আশ্রিতং তত্রাহ। অব্জযুগে কথম্ভূতে নববলে নখপেক্ষয়া শ্রীরাধয়া দত্তং সৌভগরূপং নবং বলং যয়োঃ তথাভূতে এতে তেন কমলানাং বিলক্ষণা প্রবলাভাদ্বল বৈলক্ষণ্যেনৈব চন্দ্রা অপি ভয়েন আশ্রিতা বভূবুঃ। তৎ দৃষ্ট্বা তেষাং স্ত্রীরূপা নক্ষত্র-মণ্ডলী অপি ববলে করদলানি বেষ্টিতবতীত্যর্থঃ। অঙ্গুলীয়কস্থানীয়া উড়ুমণ্ডলী বোধ্যা অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারাৎ ॥ ৮৬ ॥

লেন—আমরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন চাঁদের মালা ছুটী ফুটন্ত কমলদলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। যদি বল, চাঁদে কমলে বিরোধ-ভাব চির-প্রসিদ্ধ। তবে এস্থলে নখ-চন্দ্র কেন কর-কমলের আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন? ইহার কারণ এইযে, সর্ব্বশোভাময়ী শ্রীরাধা, নখ-চন্দ্রাপেক্ষা কর-কমলে অধিক সৌভাগ্যরূপ নব-শক্তি প্রদান করায় কমলযুগল বিলক্ষণ বলশালী হইয়াছে এবং প্রাকৃত কমল-কুল অপেক্ষা বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই কর-কমলের বল-বৈশিষ্ট্যের নিমিত্তই যেন নখ-চন্দ্রমণ্ডলী ভয় বশতঃ কর-কমলের আশ্রয় লইয়াছে, তাই, তাহাদের প্রেয়সী তারামণ্ডলী যেন অঙ্গুরীয়করূপে কর-কমলের অঙ্গুলী-দলকে বেষ্টন করিয়া অতীব রমণীয়রূপে শোভা পাইতেছে ॥৮৬॥*

* বিধাতার সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই প্রাকৃত, কিন্তু শ্রীরাধার বসনভূষণ,প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই অপ্রাকৃত। চিন্ময় বিগ্রহের লীলোপযোগী সকল দ্রব্যই চিন্ময় ও নিত্য। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামি-কৃত প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবটীতে এবিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্ত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই স্তবরাজটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাং।
সখী প্রণয়-সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং॥
কারুণ্যামৃতবীচীভি স্তারুণ্যামৃত ধারয়া।
লাবণ্যামৃত বন্যাভিঃ স্নাপিতং গ্লপিতেন্দিরাং॥

উপরিপর্য্যন্ত মঞ্জুল-মৌক্তিকং
মৃদুতমং কুচয়োরপিধায়কম্ ।

"কাঁচুলীতি" প্রসিদ্ধা কঞ্চুলিকা পরিধানমাহ। বিশাখয়া কুচয়োঃ অপিধায়কং আচ্ছাদকং অরুণকঞ্চুকং নিহিতং অর্পিতং। কীদৃশং উপরি পরি উত্তানি গ্রথি-

---

অতঃপর বিশাখাদেবী মৃগলোচনা শ্রীরাধার বক্ষোজ-কমলদ্বয় আচ্ছাদন-করিয়া যে অরুণ-কঞ্চুলিকা আশু অর্পণ করিলেন, তাহার

শ্রী পট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঙ্কিতাং ।
শ্যামলোজ্জ্বল কস্তুরী বিচিত্রিত-কলেবরাং ॥
কম্পাশ্রু পুলকস্তম্ভ স্বেদ গদ-গদরক্ততা ।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈঃ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥
কি়ৢপ্তাঙ্গকৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালী পুষ্পমালিনীং ।
ধীরাধীরত্ব সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥
প্রচ্ছন্নমান-ধর্ম্মিল্লাং সৌভাগ্যতীলকোজ্জ্বলাং ।
কৃষ্ণনাম যশঃশ্রাব বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাং ॥
রাগতাম্বূল রক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাং ।
নর্ম্মভাষিতং নিঃস্যন্দ স্মিত-কর্পূর-বাসিতাং ॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যাং বিচলত্তরলাঙ্কিতাং ॥
প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং ।
সপত্নী বক্ত্র হৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপী রবাং ॥
মধ্যতাত্ম সখীস্কন্ধ লীলা-ন্যস্তকরাম্বুজাং ।
শ্যামাং শ্যাম স্মরামোদ মধুলী পরিবেশিকাং ॥
ত্বাং নত্বা যাচতেধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বদাস্যামৃত সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥
প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ ।
শ্রীরাধিকা কৃপাহেতুং পঠং স্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥

অরুণ কঞ্চুকমাশু বিশাখয়া
বিনিহিতং নিহিতং হরিণীদৃশে ॥ ৮৭ ॥
হরিবশীকৃতি কৌতুকিনাং বরঃ
কিময়মন্তরতো বহিরুদ্গতঃ।

তানি মঞ্জুল মৌক্তিকানি যত্র, পুনশ্চ মৃদুলতম মতিকোমলং, পুনশ্চ হরিণী দৃশে রাধায়ৈ নিতরা মতিশয়েন হিত. অত্র হিতযোগে চতুর্থী ॥ ৮৭ ॥

উৎপ্রেক্ষয়া অরুণ-কঞ্চুলী শোভামাহ। হরেঃ সিংহস্য পক্ষে কৃষ্ণস্য বশীকরণ রূপকৌতুকং অস্তি যেষাং তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽনুরাগরূপোভটঃ কিং অন্তরতঃ অন্তঃকরণাৎ

উপরিভাগে মনোহর মুক্তাপংক্তি সুগ্রথিত এবং অভ্যন্তরভাগে অতি সুকোমল, সুতরাং শ্রীরাধার পক্ষে অতীব প্রীতিপ্রদ ॥৮০॥

শ্রীকৃষ্ণ-সিংহকে বশীভূত করিবার যতপ্রকার কলা-কৌশল আছে, তন্মধ্যে অনুরাগই শ্রেষ্ঠ। বলপূর্ব্বক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করানই উহার স্বভাব। শ্রীরাধার অরুণ-কঞ্চুলিকার শোভামাধুরী দেখিয়া তখন বোধ হইল, যেন ঐ অনুরাগ-সেনাপতি অন্তররাজ্য হইতে সহসা

অর্থাৎ মহাভাব-চিন্তামণি-বিগ্রহা শ্রীরাধার সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন—সখিপ্রণয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান—১ম, কারুণ্যামৃতে, ২য়, তারুণ্যামৃতে ৩য়, লাবণ্যামৃতে। বসন—পাটের সাড়ী। ওড়না—কৃষ্ণানুরাগ। কাঁচুলী—প্রণয়াভিমান। অঙ্গরাগ-কুঙ্কুম—সৌন্দর্য্য, চন্দন—সখি-প্রণয়, কর্পূর—মৃদুহাস্যপ্রভা। মৃগমদ-চিত্রন—শ্যামরস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উজ্জলরস। আভরণ—সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ও হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব সকল। পুষ্পমালা—কিলকিঞ্চিদাদি বিংশতিভাব ও মাধুর্য্যাদি গুণসমূহ। সুগন্ধ অনুলেপন—ধীরাধীরত্বগুণ। বেণীবিন্যাস—প্রচ্ছন্নমান ও বাম্য। তিলক—সৌভাগ্য। হৃদয়-মণি—প্রেমবৈচিত্ত্য। কর্ণভূষণ (অবতংশ)-শ্রীকৃষ্ণনামগুণাদি শ্রবণ। মধুরবচন—শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন। তাম্বূলরাগ—কৃষ্ণানুরাগ। কজ্জল—প্রেম-কুটিলতা। শয়ন-পর্য্যঙ্ক—নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে—প্রেমগর্ব্ব। বক্ষে হার—প্রেমবৈচিত্ত্য। মধ্যবয়স্কা সখগণের স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ কর-কমল ন্যস্ত। অষ্টসখী—কৃষ্ণলীলানন্দরূপা অষ্ট মনোবৃত্তি। তদনুবৃত্তি—মঞ্জরী। তাঁহার কচ্ছপীবীণা—সপত্নীগণের হৃদয়শোষী যশঃ-শ্রী। ইনি এইরূপ অসংখ্য গুণালঙ্কার মণ্ডিতা হইয়া কৃষ্ণকন্দর্পানন্দী মধু পরিবেশন করেন। ইত্যাদি।

হৃদবনাবনুরাগভটোঽতনো-
ন্নিজবলং জবলঙ্ঘিতধর্ম্মভূঃ ॥ ৮৮ ॥
মণিসরৈঃ সললন্তিক কণ্ঠতঃ
সমুচিত ক্রমলম্বিভিরুচ্চলৈঃ।
অভিমতৈঃ সুদৃশোঽপি তয়াপিতৈঃ
কুচ-বিভা চ বিভাগশ এধিতা ॥ ৮৯ ॥

কঞ্চুলিকাচ্ছলেন বহিরুদ্গতঃ সন্ হৃদবনৌ হৃদয়রূপস্থলে নিজবলং অতনোৎ। কথম্ভূতঃ জবেন বেগেন লঙ্ঘিতা ধর্ম্ম-মর্য্যাদা যেন, অনুরাগস্য অয়মেব স্বভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

তত্তো হারধারণ মাহ! তয়া বিশাখয়াপিতৈর্ম্মণিসরৈঃ হারৈঃ করণৈঃ কুচয়োর্বিশিষ্টাভা শোভা এধিতা বৃদ্ধিং প্রাপ্তা। কথম্ভূতৈঃ ললন্তিকা কণ্ঠভূষণং তৎসহিতাৎ কণ্ঠস্থানাৎ ক্রমশঃ লম্বমানৈঃ। "গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষালম্বনং স্যাল্ললন্তিকা" ইত্যমরঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ সুদৃশো রাধায়াঃ অপিকারাৎ পরিধাপয়িত্র্যাঃ সখ্যাশ্চ অভিমতৈঃ বিভাগশ ইতি যথা যথাহারাঃ ক্রমশো লম্বমানা নানাবর্ণময়াশ্চ তথা তথাকুচয়োঃ শোভেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৮৯॥

বহিরুদ্গত হইয়া কঞ্চুলিকারূপে * শ্রীরাধার হৃদয়-প্রদেশে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥৮৮॥

পুনরায় বিশাখা শ্রীরাধার গলদেশে মণিময় হার অর্পণ করিলেন। সেই হার ললন্তিকা অর্থাৎ 'চিক্' নামক কণ্ঠভূষণ-মণ্ডিত কণ্ঠদেশ হইতে ক্রমশঃ উপযোগীরূপে লম্বিত হইয়া তখন শ্রীরাধার বক্ষের উপর মন্দ-মন্দ আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই রত্নহার, পরিধাপয়িত্রী সখীগণের মনের মত ত বটেই, পরন্তু সুলোচনা শ্রীরাধারও একান্ত অভিমত। এই রত্নহারের রমণীয় শোভায় শ্রীরাধার বক্ষোজ-যুগলের সুষ্ঠ, মাধুরী বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হইল। ফলতঃ এই রত্নহার বক্ষোজ-

---

* শ্রীরাধার-রাগ—মাঞ্জিষ্ঠ্যরাগ। মঞ্জিষ্ঠা রক্তবর্ণ, এইজন্যই শ্রীরাধার অরুণবর্ণ কঞ্চুলিকার সহিত এই মাঞ্জিষ্ঠ্যরাগের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

কনককম্বু-বিনিঃসৃতয়াহতনুঃ
সুরনদী সলিলামলধারয়া ।
অভিষিষেচ শিবপ্রতিমাদ্বয়ং
কিমঘসংহতি সংহতি হেতবে ॥ ৯০ ॥

হৃদয়-বিষ্ণুপদে পদকং ধ্রুবং
মুকুরবদ্ধরি-ধামধুরাধরম্ ।
ন্যধিত সা ভুবি যস্য মহার্ঘ্যতা
সদৃশতোপরমা পরমা ভবেৎ ॥৯১॥

হারৈঃ কুচশোভামুৎপ্রেক্ষতে। অতনুঃ কন্দর্পঃ কণ্ঠস্বরূপ স্বর্ণ-নির্ম্মিত শঙ্খাদ্বিনিঃসৃতয়া হার স্বরূপ গঙ্গাসলিলস্যামল-ধারয়া কিং স্তনস্বরূপ শিবপ্রতিমাদ্বয়ং অভিষিষেচ অভিষেকে কারণমাহ। অঘসংহতিঃ অপরাধসমূহ তস্য নাশ-হেতবে কন্দর্পেণ পূর্ব্ব কৃতস্য মহাদেবস্থানে অপরাধস্য নাশার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ইদানীং পদকধারণমাহ। সা বিশাখা হৃদয়রূপ বিষ্ণুপদে আস্পদে ধ্রুবং নিশ্চিতং পদকং ন্যধিত। কথম্ভূতং মুকুরবদ্দর্পনমিব স্বচ্ছ মত তস্মিন্ প্রতিবিম্বিতস্য হরে শ্রীকৃষ্ণস্য ধামধুরা কান্ত্যতিশয়স্তাং ধ্রিয়ত ইতি ভুবি পৃথিব্যাং যস্য পদকস্য মহার্ঘতা . কথম্ভূতা সদৃশতয়া সাদৃশ্যস্য উপরামো যস্যাং নিরুপমেত্যর্থঃ। শ্লেষেণ

যুগলের যে যে অংশে ক্রমশঃ লম্বমান হইল, সেই সেই অংশেই নানাবর্ণময়ী সুষমা-মাধুরী বিকসিত হইয়া উঠিল ॥৮৯॥

আহা! মহাদেবের স্থানে পূর্ব্বকৃত-অপরাধ-সংক্ষয়ের নিমিত্তই বুঝি মদন, কণ্ঠরূপ কনক-কম্বু-বিনিঃসৃত এই হার-সুরধুনীর বিমলা-ম্বুধারায় পীন-পয়োধর রূপ শিব-প্রতিমা দুটীকে অভিষিক্ত করিতেছেন ? ॥ ৯০ ॥

অনন্তর বিষ্ণুপদে অর্থাৎ আকাশে যেরূপ ধ্রুবপদক অর্থাৎ ধ্রুবস্থান বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে যেরূপ আরাধ্যতম বিষ্ণুস্বরূপ বিরাজিত আছেন, সেইরূপ শ্রীরাধার হৃদয়রূপ বিষ্ণুপদে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

জঘনমূর্দ্ধনি তুঙ্গবিদ্যয়া
ততমনহ্যত সারসনং রসাৎ।

ধ্রুবং নক্ষত্ররূপং কিঞ্চ বিষ্ণুপদে আকাশে যথা ধ্রুবো ধ্রুবস্য স্থানং তত্র বিষ্ণু-স্বরূপমপি যথা অতিশয়েন তিষ্ঠতি, তথা তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং তিষ্ঠতীতি। অত্র পক্ষে মহার্ঘ্যতা মহাপূজ্যতা "মূল্যপূজাবিধাবর্ঘ্যং" ইত্যমরঃ ॥৯১॥

ইদানীং ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ধাবণমাহ। তুঙ্গিমা বিদ্যায়াং যস্যা তয়া তুঙ্গবিদ্যয়া জঘনোপরি রসাৎ রাগাৎ ততং বিস্তৃতং সারসনং ক্ষুদ্রঘণ্টিকাং অনহ্যত ববন্ধ।

বিশাখা যে 'ধ্রুব-পদক' অর্থাৎ নিশ্চল পদকভূষণ বিন্যস্ত করিলেন, তাহা মণি-দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; এইজন্যই তাহাতে 'হরিধাম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নবঘনকান্তি বিশেষরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই মহার্ঘ্য পদকের উপমা জগতে একান্ত দুর্লভ ॥৯১॥

অনন্তর কলা-বিদ্যা-কুশলা তুঙ্গবিদ্যা * শ্রীরাধার নিতম্বপ্রদেশে

---

* শ্রীতুঙ্গ বিদ্যা।—পঞ্চমী তুঙ্গ বিদ্যাস্যা জ্যায়সি পঞ্চভি র্দিনৈঃ। চন্দ্র চন্দন ভূয়িষ্ঠা কুঙ্কুম-দ্যুতি-শালিনী॥ পাণ্ডুমণ্ডলবস্ত্রেয়ং দক্ষিণ-প্রখরোদিতা। মেধায়াং পুষ্করাজ্জাতা পতিরস্যাস্তু বালিশঃ॥ গণোদ্দেশ। অর্থাৎ অষ্টসখীর মধ্যে তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সখী, ইনি শ্রীরাধা অপেক্ষা ৫দিনের জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ ইঁহার বয়স ১৪ বৎসর ৫দিন, মতান্তরে ১৪বৎসর ৩মাস ২দিন। ইনি কর্পূর-চন্দন-বহুল কুঙ্কুমকান্তিশালিনী। ইঁহার বস্ত্র—পাণ্ডুমণ্ডলমণ্ডিত বিচিত্র। স্বভাব—দক্ষিণ-প্রখরা অর্থাৎ নিজ যূথেশ্বরী নায়কের প্রতি মান করিলে অসন্তুষ্ট হন, নায়ককে অযুক্ত কথা বলেন না, মিষ্ট কথায় সহজেই বশীভূত হন, ইহাই দক্ষিণার লক্ষণ এবং যাঁহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারেনা, সেই গৌরবান্বিতাকে প্রখরা কহে। তুঙ্গবিদ্যায় এই উভয় লক্ষণই বিদ্যমান। সেবা—তক্ষ্যপেয়-প্রয়োজন ও গীতবাদ্য। "বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে। দূতকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্মস্থানে।" রস—অভিসারিকা। বাটী—জাবট। স্থিতি—পশ্চিমদলে অরুণবর্ণ কুঞ্জে। মাতা—মেধা,—পিতা—পুষ্কর; পতি-বালিশ। "তুঙ্গবিদ্যাতু বিদ্যানামষ্টাদশতয়াং-শিতা।" অর্থাৎ তুঙ্গবিদ্যা অষ্টাদশ বিদ্যার পার-গামিনী। অষ্টাদশবিদ্যা যথা—১ ঋক, ২ সাম, ৩ যজু, ৪ অথর্ব্ব, ৫ শিক্ষা, ৬ কল্প, ৭ ব্যাকরণ, ৮ নিরুক্ত, ৯ জ্যোতিষ, ১০ ছন্দ, ১১ বেদান্ত, ১২ মীমাংসা, ১৩ ন্যায়, ১৪ বৈশেষিক, ১৫ সাংখ্য, ১৬ পাতঞ্জল, ১৭ পুরাণ, ১৮ ধর্ম্মশাস্ত্র। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত রঙ্গশালায় যাহারা নিযুক্তা, যাঁহারা মৃদঙ্গবাদ্য, চতুঃষষ্টিকলা প্রদর্শন, ও নৃত্যকলাদক্ষা, বৃন্দাবনের

মহস্কৃতা মহতা মদনেন কিং
নিজগৃহে জগৃহে মণিতোরণম্ ॥৯২॥

তত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। মহস্কৃতা উৎসবকৃতা মদনেন কিং নিজগৃহে মণিতোরণং বন্দনমালা জগৃহে স্বীচক্রে ববন্ধেতি ফলিতার্থঃ। কথম্ভূতেন মহতা বিভূতিমতা মহাজনেনৈব নিত্যং মহোৎসবঃ ক্রিয়তে ইতি ধ্বনিঃ ॥৯২॥

অতীব অনুরাগ সহকারে বিচিত্র সারসন অর্থাৎ ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা বন্ধন করিয়া দিলেন। আমরি! দেখিয়া বোধ হইল, কি এক বিপুল উৎসব-সম্পাদনের নিমিত্তই যেন মদন, নিজ-ভবনদ্বারে মণি-তোরণ অর্থাৎ বন্দন-মালা বন্ধন করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী মহদ্ব্যক্তি প্রায়ই নিত্য নিত্য উৎসব করিয়া থাকেন, এই জন্যই মহাধনী মদনও বুঝি নিত্য নবোৎসব সাধনের নিমিত্ত এইরূপ মণি-তোরণ বন্ধন করিয়া থাকেন ॥৯২॥

সমূহ লোকের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যনিযুক্তা সখী, এবং যেসকল জলদেবী আছেন, ইত্যাদি সকলের মধ্যে এই তুঙ্গবিদ্যা অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা মধুস্যন্দা, গুণচূড়া, ও বরাঙ্গদা এই অষ্ট প্রিয়সখী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার যূথ। ইঁহারা সন্ধিবিধায়িনী দূতীকার্য্যে কৌশলবতী। সঙ্গীতশালা ও রঙ্গশালার অধিকারিণী শ্রীতুঙ্গবিদ্যার অরুণ কুঞ্জের নাম---"তুঙ্গবিদ্যানন্দদ।" যথা ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি---"কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমদলেঽরুণবর্ণঃ সুশোভনঃ। তুঙ্গবিদ্যানন্দদো নাম্নেতি বিখ্যাতি মাগতঃ। নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা॥"

তুঙ্গবিদ্যার ধ্যান; যথা---

"চন্দ্রাংশুকুন্দবর্ণাভাং চাসবর্ণনিভাম্বরাম্।
নানারসবিনোদেন কিশোরীং নবযৌবনাম্॥
যয়োঃ সেবানিমগ্নাং তাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
নানাবাদ্যকারিণীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যামহং ভজে॥

প্রকারান্তর।

সচ্চন্দ্র-চন্দন-মনোহর-কুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবি প্রচুরকান্তি-বিলসদ্দুকূলাম্।
সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমস্তাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্

ত্রিবলি-বীচি-সমুচ্ছলন-চ্ছবি-
চ্ছুরিত-নাভি-সরোবর-রোধসি।
স্মর-মদান্মধুর ধ্বনিতৈষ্ট কিং
সরস-সারস-সারতরাবলিঃ ॥৯৩॥
ন্যধিত রঙ্গবতী মণিনূপুরে
রুচির-হংসকলাঙ্ঘ্রি সরোজয়োঃ।

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাধ্বনি মুৎপ্রেক্ষতে। সরসা যে সারসাঃ তন্নামপক্ষিণ স্তেষাং সারতরা পরমশ্রেষ্ঠা যা শ্রেণী সা মধুর ধ্বনিতং যত্র তথাভূতা সতী কন্দর্পমদান্ধেতোঃ কিমৈষ্ট ঐশ্বর্য্যং চকার। কুত ইত্যত আহ। ত্রিবলিরেব বীচিস্তরঙ্গস্তত্র সমুচ্ছলিতা যা চ্ছবিঃ কান্তি স্তয়া চ্ছুরিতং যুক্তং যন্নাভি-সরোবরং তস্য রোধসি তটে ॥৯৩॥

অথ চরণয়ো স্তদঙ্গুলিষু চ ভূষণ-ধারণমাহ। রুচিরং হংসকং পাদকটকং লাতঃ ধত্তায় অঙ্ঘ্রি সরোজং তত্র রঙ্গদেবী মণিময় নূপুরে ন্যধিত অর্পিতবতী তেন পাদকটকদ্বয় দত্ত্বা নূপুরদ্বয় দত্তবতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ হংসানাং কলো মধুরা-

মরি! মরি! ঐ ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাগুলির কি মধুর অস্ফুটধ্বনি! যেন ত্রিবলী-তরঙ্গে সমুচ্ছলিত কান্তিময় নাভি-সরোবর-তটে, সার-সরস সারস-বিহগাবলী মদন-মদাবেশে সুমধুর কল-কাকলী করিতে করিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে ॥৯৩॥

অনন্তর রঙ্গদেবী * মনোহর পাদ-কটকভূষিত শ্রীচরণ-কমল-যুগলে মণিময় নূপুর পরাইয়া দিলেন; আহা! সেই নূপুর ধারণে

* শ্রীরঙ্গদেবী।—"সপ্তমী রঙ্গদেবাসাং পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিভাক্। জবারাশি চ্ছকুলেয়ং কনিষ্ঠা সপ্তভিদিনৈঃ॥ প্রায়েণ চম্পকলতা সদৃশী গুণতো মতা। করুণা রসসারাভ্যাং পিতৃভ্যাং জনি-মীয়ুষী॥ রঙ্গদেবী সদোত্তুঙ্গা হাবেঙ্গিত-তরঙ্গিনী। কৃষ্ণাগ্রেঽপি প্রিয়সখী নর্ম্ম-কৌতুহলোৎ-সুকা॥ সান্দ্রাণ্যত্তগণে তুর্য্যে যুক্তি-বৈশিষ্ট্যমাশ্রিতা। কৃষ্ণস্যাকর্ষণং মন্ত্রং তপসাপুর্ব্বমীয়ুষী॥

অথ তদঙ্গুলিষু প্রবরোর্ম্মিকা
ধ্বনিযুতা নিযুতার্ঘ্য মণীলিতাঃ ॥৯৪॥

স্ফুট ধ্বনিরিব ধ্বনির্যত্র তত্র। ইত্যনেন নূপুরধারণেন পাদদ্বয়ে হংসধ্বনিরিব ধ্বনির্ভবতীতি। অথ নূপুরধারণানন্তরং চরণাঙ্গুলিষু "পাশুলীতি বিছিয়া" ইতি চ খ্যাতা প্রবরোর্ম্মিকা স্থগিত। কথম্ভূতা ধ্বনিযুতা শব্দকুর্ব্বাণা, পুনঃ কিম্ভূতা নিযুতসংখ্যং ধনং অর্ঘ্যোমূল্যং যেষাং তৈর্মণিভি রিলিতাঃ যুতাঃ ॥৯৪॥

শ্রীরাধার চরণ-কমল বাস্তবিকই যেন হংসের ন্যায় কলমধুর শব্দায়মান হইয়া উঠিল। পরে সুঠাম অঙ্গুলিদলসমূহে উর্ম্মিকা অর্থাৎ পাশুলী নামক অত্যুত্তম অঙ্গুলীভূষণ পরাইয়া দিলেন, তাহা দশলক্ষ মুদ্রা-মূল্যের মণি-মণ্ডিত ও মঞ্জু-মধুর-ধ্বনিবিশিষ্ট ॥৯৪॥

বিচিত্রেবঙ্গরাগেষু গন্ধযুক্তা বিধৌ চ যাঃ। কলকণ্ঠী প্রভৃতয়ঃ সখ্যোঽষ্টৌ যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ সখ্যোঃ দাস্তেষধিকৃতা যাশ্চধূপন-কর্ম্মণি। শিশিরেঽঙ্গাধারিণ্যস্তপর্ত্তাবপি বীজনে ॥ আরণ্যকেষু স্বচ্ছেষু কেশরিষু মৃগাদিষু। সখী প্রভৃতয়ো যাশ্চ তত্রৈষাধ্যক্ষতাঃ গতা ॥ (গণোদ্দেশ) অর্থাৎ প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যে রঙ্গদেবী সপ্তমীসখী। ইহার বর্ণ পদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশরের ন্যায়। বস্ত্র---জবা-পুষ্পের ন্যায় অরুণ বর্ণ। ইনি শ্রীরাধা অপেক্ষা ৭ দিনের কনিষ্ঠা। সুতরাং বয়স ১৩ বৎসর ১১ মাস ২৩ দিন। কোন মতে ১৪ বৎসর ২ মাস ২৩ দিন। সুদেবীর যমজা ভগিনী ৮ দণ্ডের জ্যেষ্ঠা। চম্পকলতার ন্যায় গুণশালিনী ও স্বভাবেও বামমধ্যা। পিতা—রঙ্গসার মাতা—করুণা, পতি—বক্রেক্ষেণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ) গৃহ—যাবট। রঙ্গদেবী সর্ব্বদাই যৌবনোন্মত্ত হইয়া ভাব ও ইঙ্গিতের নানারূপ ছলা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেও প্রিয় সখীর প্রতি পরিহাস ও কৌতুক করিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি নিখিল সদ্গুণাবলী ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ স্বরযোগ করিতে সমর্থা এবং তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। কলকণ্ঠী, শশীকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্প-সুন্দরী, কামলতা ও প্রেমমঞ্জরী এই অষ্ট সখী শ্রীরঙ্গদেবীর যূথ। ইঁহারা বিচিত্র অঙ্গরাগ ও গন্ধদ্রব্যের নিয়োগ সম্বন্ধে অধি-কারিণী, দাস্যাভিমানা এবং যাঁহারা ধূপন-কর্ম্মাধিকারিণী. শীতকালে অঙ্গার-ধানিকা ধারণ করিয়া থাকেন এবং গ্রীষ্মকালে চামর-ব্যজনাদি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং নির্ম্মল-স্বভাব বনচর সিংহ মৃগাদির পরিদর্শন কার্য্যে যে সকল সখী নিযুক্তা, সেই সকল সখীর মধ্যে রঙ্গদেবীই সর্ব্বাধ্যক্ষা। স্থিতি—নৈঋতদলে শ্যামবর্ণ শ্রীরঙ্গসুখদ বা রসকেলীকুঞ্জে। যথা—

মধুরিমৈব দধাদ্বিবিধাভিধাঃ
স্ব সফলীকৃতয়ে পদয়োর্লুঠন্ ।
রণ রণেত্যপরানপি তদ্গুণান্
সুকৃতিনঃ কৃতিনঃ কিমতুষ্টুবৎ ॥৯৫॥

অধুনা চরণভূষণধ্বনি মুৎপ্রেক্ষতে। ত্রিজগদ্বর্ত্তি মধুরিমা এব স্ব সফলীকর্ত্তুং পদয়োর্লুঠন্ চরণভূষণমঙ্গুলিভূষণমিত্যাদি বিবিধাভিধা দধৎ সন্ রণরণ কথয় কথয় ইত্যুক্ত্বা পরানপি সুকৃতিনো জনান্ তয়োঃ পদয়োর্গুণান্ অতুষ্টুবৎ স্তাবয়ামাস। জনান্ কিম্ভূতান্ কৃতিনঃ পরম বিবেকিনঃ ॥৯৫॥

মরি! মরি! তাহাতে শ্রীচরণ-সরোজের শোভা-মাধুরী সমধিক উদ্ভাসিত হইল। বোধ হইল যেন, ত্রিজগতের মধুরিমা স্বীয় সার্থকতা সাধনের নিমিত্তই শ্রীরাধার চরণযুগলে লুন্ঠিত হইয়া পাদভূষণ, অঙ্গুলী ভূষণ ইত্যাদি বিবিধ নামধারণ পূর্ব্বক রুণু ঝুনু শব্দ করিতে করিতে অপর সুকৃতি-সম্পন্ন বিবেকীব্যক্তিগণকে শ্রীচরণ-কমলের গুণকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত করিতেছে ॥৯৫॥

"রক্তোদলে শ্যামবর্ণে কুঞ্জে শ্রীরঙ্গদেবিকা।
সুখদাখ্যে নিবসতি নিত্যং শ্রীহরি-বল্লভা॥" ধ্যানচন্দ্র।

শ্রীরঙ্গদেবীর ধ্যান, যথা—

"পদ্মকিঞ্জল্ক-বর্ণাভাং জবারাগি দুকূলকাম্।
নানারস প্রভেদেন সর্ব্বক্রীড়াসু পণ্ডিতাম্॥
মৃদুমধুর বচনাং নানাভরণ ভূষিতাম্।
রসোদ্গারভাবপরাং ভজেঽহং রঙ্গদেবীকাম্॥

প্রকারান্তর।

"সৎপদ্মকেশর মনোহর কান্তি-দেহাং
প্রোদ্যজ্জবা কুসুমদীধিতি চারুচেলাম্।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং
রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্॥"

নখ-সিখাঙ্ঘ্রিতলাদ্ব্যরুশোণিমা-
প্যহহ যাবকরঞ্জিত তামগাৎ ।
ভবতি কিং দর-দীপজ-রোচিষা
দিনকৃতো ন কৃতো মনুজৈর্মহঃ ॥৯৬॥
স্বদয়িতং নলিনং পদতাং নয়ন্
যদরুণোঽপ্যভজত্তদলক্ততাম্ ।

ইদানীং চরণয়োর্যাবকেন রঞ্জনমাহ । উরুঃ শোণিমা যত্র তথাভূতমপি নখাগ্রপদতলাদি অহহ আশ্চর্য্যে যাবকরঞ্জিততাং যযৌ । নমু মহাবিদগ্ধাভিঃ সখীভিঃ কথমেবং কৃতং তত্রাহ । কিঞ্চিন্মাত্র দীপশিখা কান্ত্যা দিনকৃতঃ সূর্য্যস্য মহঃ পূজাং কিং মনুজৈর্ন কৃতঃ ॥৯৬॥

পুনশ্চরণারুণ্যমেব বর্ণয়ন্নাহ । যদ্‌যস্মাদরুণঃ সূর্য্যঃ স্বদয়িতং প্রিয়ং কমলং রাধায়াঃ পদতাং নয়ন্‌পদং কুর্ব্বন্ সন্ স্বয়ং তয়োঃ পদয়োঃ রলক্ততাং অভজৎ। অলক্তমিবাভূদিত্যর্থঃ । "মিহিরারুণ পূষণ" ইত্যমরঃ । তত্তস্মাৎ পরমহংসদ্বয়স্য

অতঃপর অশোকারুণ পদ-নখমণি ও শ্রীচরণ-কমলতল সুবাসিত অলক্তক-দ্রবে সুরঞ্জিত করিলেন । যদি বল, যাহা স্বভাবতঃ সুলো-হিত, বিদগ্ধা সখীগণ অলক্তকরাগে তাহা অনর্থক রঞ্জিত করিলেন কেন ? তদুত্তর এই যে, ইহ জগতে কোন ব্যক্তি সামান্য জ্যোতিবিশিষ্ট দীপ-শিখা দ্বারা মহাজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের কি পূজা করে না ? ॥৯৬॥

আহা ! সেই অলক্তক-রাগরঞ্জিত ভূষণাঙ্কিত চরণ-যুগল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন অরুণদেব স্বীয় প্রিয়তমা নলিনীদ্বয়কে শ্রীরাধার চরণ-যুগলের সহিত সাযুজ্য ঘটাইয়া, আপনি স্বয়ং অলক্তক-রূপে সেই চরণ-কমলের ভজনা করিতেছেন অর্থাৎ আপনি যেন অল-ক্তকরূপে চরণ-কমলে শোভা পাইতেছেন । আমরি ! এই কারণেই বুঝি চঞ্চল পাদ-কটকদ্বয় অবধূত-পরমহংসরূপে নিপুণ-নটের ন্যায় মনোহর নৃত্যচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেছে—তাহারা মনে করিতেছে,

পরম হংসকয়ো রবধূতয়ো
স্তদভবন্নটনং নটনন্দিতম্ ॥৯৭॥
অহমযোগ্য ইতি ত্বয়ি মা শুচ
স্ত্বমনুরাগ্যসি যাবক ! সৌভগম্ ।

নটনং নৃত্যমভবৎ তেন যস্য সূর্য্যস্য মণ্ডলং ভিত্বা আবাং ব্রহ্মসাযুজ্যং প্রাপ্স্যাব স্তেন বিজ্ঞচূড়ামণিনা স্বপ্রিয়-সাহিত্যেনৈবাস্মদাশ্রিত-চরণ-কমলয়োঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তং অতো মোক্ষসুখাদপ্যধিক মেতচ্চরণাশ্রয়ণং ভবিষ্যতীতি, নেদং মোক্ষস্য সাধনরূপং কিন্তু পরমপুরুষার্থরূপমেবেতি মনসি কৃত্বা নৃত্যং কৃতমিতিভাবঃ। নটনং কীদৃশং নটৈরপি অভিনন্দনবিষয়ীকৃতং। পরমহংসয়োঃ জ্ঞানিনোঃ কিম্ভূতয়োঃ অবধূতয়োঃ জ্ঞানিন এব অবধূতা ভবন্তীতি শ্লেষেণ হংসকয়োঃ পাদকটকয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ অবধূতয়োঃ কম্পিতয়োঃ ॥৯৭॥

পুনর্যাবকস্য সৌভাগ্যং বর্ণয়তি। অয়ি যাবক ! অহং চরণয়োঃ সৌন্দর্য্যোৎপাদনে অযোগ্য ইতি মনসি কৃত্বা মা শুচঃ ; কথং নিষেধসীতি চেদাহ। তব

"আমরা যে সূর্য্য-মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে অভিলাষ করি, দেখ সেই বিজ্ঞ চূড়ামণি সূর্য্যদেবই যখন নিজ প্রিয়তমা নলিনীর সহিত আমাদের আশ্রিত এই শ্রীচরণ-কমলের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল, তখন মোক্ষসুখ অপেক্ষাও এই শ্রীচরণাশ্রয়ে যে সমধিক সুখলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? সুতরাং ইহা কেবল মোক্ষের সাধনরূপ নহে, পরন্তু পরম পুরুষার্থস্বরূপ"—এই মনে করিয়াই যেন তাহারা পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে ॥৯৭॥

অনন্তর শ্রীরাধার যাবক-রস-রঞ্জিত শ্রীচরণ-কমলের রমণীয় সুষমারাশি দেখিতে দেখিতে অনুরাগিণী ললিতা সেই যাবকের সৌভাগ্যসূচনা করিয়া শেষে কহিলেন—"যাবক ! তুমি এই প্রবালরুচি চরণকমলের সৌন্দর্য্য-পরিস্ফুটনে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিও না। কেন তোমাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছি, বলি

হরিললাটতলালক-রঞ্জনাৎ
শুভবতো ভবতো ভবিতাধিকম্ ॥৯৮॥
ইতি সখীবয়সা পরুষেব তাং
বিধুর-ধীরপি সা কুটিলেক্ষণা।

সৌভগং সৌভাগ্যং,অধিকং ভবিতা কথমিতি চেদাহ! শ্রীকৃষ্ণস্য ললাটতটং ত্বং অরুণং করিষ্যসীতি হেতোঃ। অতএব ভবতঃ কিন্তু,তস্যশুভবতঃ মঙ্গলযুক্তস্য ॥৯৮॥

ইত্যনেন প্রকারেণ সখী বচসা শ্রীরাধা বিধুরধীঃ স্থায়িভাবোদ্গমেন ব্যাকুল-বুদ্ধিরপি পরুষা কিঞ্চিৎ কর্কশ-বচনা ইব তাং সখীং ভৃশমতর্জ্জেৎ তর্জ্জনং কৃতবতী। কথং তর্জ্জিতবতী তত্রাহ। যদ্‌যস্মাৎ প্রবলোজসা অতিশয়-বলবত্তা উৎকলিকয়া

শুন, ইহার পরে তোমার অধিকতর সৌভাগ্যের উদয় হইবে; কিরূপে হইবে, তাহাও বলিতেছি—এই শ্রীচরণাশ্রয়বলে তুমি নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ললাট-তট-চুম্বি-অলকাবলী পর্য্যন্ত অরুণিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ধন্য তোমার শুভাদৃষ্ট! ॥৯৮॥

ললিতার এই সরস রসালাপে শ্রীরাধার চিত্ত, প্রমোদিত না হইয়া বরং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন অনুরাগের উদ্দাম-উৎকণ্ঠা তাঁহার হৃদয়ের কূলে কূলে উদ্বেলিত—সে সময় রসকথা ভাল লাগে কি? পিপাসায় যাহার প্রাণ আকুল, তখন তাহার কাছে কেবল জলের কথা কহিলে প্রাণের শান্তি আসে কি? বরং আরও দ্বিগুণিত হয়। তাই, প্রেমময়ী শ্রীরাধা সে সময় অতিপ্রবলা উৎকণ্ঠা-সখীর সেবায় এমনই বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, প্রিয় সখীর মধুর রস-

---

তথাহিপদ।—

* * * বেশ বনাওত সখীগণ আনন্দ পাই। কোই চিরুণি ধরি, চিবুক চিত্রকরি, সিন্দুর তিলক বনাই। দেখ ভুবন-মনোহর রাই। ও মুখছান্দে চন্দ মলিন, তভুথির হোই নিরখই তাই।ধ্রু। কোই কনু আভরণ অঙ্গে চড়াওত, চতুঃসম কোই লাগাও। সকলক শ্যামসুখক লিয়ে অন্তর অনুভব রমণি না যাও। যাবকরাগ চরণযু রঞ্জন, নায়ক-রঞ্জনকারী। জন রাধামোহন তুলাই সো সেবন ভাগ কি ঘটব হামারি।" পদামৃত।

ভৃশমতর্জ্জদভূৎ প্রবলোজ্জসোৎ-
কলিকয়াঽলিকয়া যদুপাসিতা ॥৯৯॥
নিজগুণং পরমূর্দ্ধনি যৎক্ষিপ-
স্ত্যপহসস্ত্বয়ি ! তৎ ত্বয়ি যুজ্যতে।

আলিকয়া উৎকণ্ঠয়া সখ্যা উপাসিতা সেবিতা তেন বলবত্যাঃ সেবাপি বলবতী ভবতি। তত এব তয়া সেবয়া বশীভূতা সা অন্যাস্যাঃ সখ্যাঃ রসকথামপি কথং সহতামিতি ধ্বনিঃ ॥৯৯॥

শ্রীরাধিকাহ। অয়ি সখি ! ললিতে ! স্বচরণ-যাবকেন শ্রীকৃষ্ণভালকরঞ্জন-স্বরূপং স্বগুণং পরমূর্দ্ধনি নিক্ষিপন্তী সতি যৎ। ত্বং উপহসসি তৎ উপহসনং ত্বয়ি-যুজ্যতে; হে প্রমদে ! জনুঃ সময়া এতজ্জন্ম মধ্যে ময়া যদি স গুণঃ প্রাপ্যতে

কথাও তখন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তিনি রোষ-কষায়িত-কুটিল-নয়নে ললিতার দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরুষ-ভাষিণীর ন্যায় মৃদুভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥৯৯॥

কহিলেন—"সখি ! ললিতে ! তুমি নিজের গুণ পরের মাথায় নিক্ষেপ করিয়া বেশ উপহাস করিতেছ ত ? তুমি নিজেই চরণ-যাবক দ্বারা গোকুল-সুন্দরের ললাট-তট রঞ্জিত করিয়া যে গুণপনা প্রকাশ করিয়াছিলে, এক্ষণে সে গুণ কি আমার মাথায় চাপাইতে চাও ? ভাল, তুমি এই যে উপহাস করিতেছ, এ উপহাস তোমারই যোগ্য বটে ! হে প্রমদে ! আমি যদি এ জন্মের মধ্যে এই গুণ একদিনের

তথাহিপদ।—নিরুপম কাঞ্চন-রুচির কলেবর, লাবণি-ধরণী বরণি নাহি হোই। নিরমল বদন হাসরস পরিমলে মলিন সুধাকর অম্বর রোই। আজুবনি নবরঙ্গিনী রাইসঙ্গিনী সকল শিঙ্গরিনী সাই ॥ধ্রু॥ লোল অলক তিলকাবলী রঞ্জিত সীঁথহি কাঞ্চন কমল উজোর। লোচন-মধুকরী,চলত ফিরি ফিরি, শ্রুতিকুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর। শ্যামর চিতচোর কচকোরক নীলনিচোল কোলে কর বাস। যাবক-রঞ্জিত অরুণচরণতলে ঐউ নিরমছব গোবিন্দ দাস। পদামৃত।

ত্বমপি কিং প্রমদে! ন হসিষ্যসে
যদি জন্তুঃ সময়া স ময়াপ্যতে ॥১০০॥
যমনুলেপ মদাদ্রসমঞ্জরী
মলয়জেন্দুমদাদিজমাদরাৎ।

তদাত্বমপি ময়া কিং ন হসিষ্যসে যুজ্যতে ইতি যতস্থং প্রমদা প্রকৃষ্টোমদস্তব বর্ত্ততে। তত এব ত্বম্ উপহসসি নতু উপহাসসামগ্রী ময়ি কাপ্যস্তি, যতঃ জন্ম মধ্যে স দৃষ্টোঽপি ন ইতি ধ্বনিঃ। যদি ভাগ্যতঃ স কদাচিৎ দৃশ্যতে তদা ত্বয়া সহ সম্ভোগং কারয়িত্বা ত্বামপ্যেবং উপহসিষ্যামীত্যনুধ্বনিঃ ॥১০০॥

ততশ্চন্দনাত্যনুলেপনমাহ। রসমঞ্জরী যং চন্দনকর্পূরমৃগমদাদিজন্যং আলেপং

জন্যও লাভ করিতাম, তাহা হইলে তোমাকেও কি এইরূপ উপহাস না করিয়া ছাড়িতাম? তুমি এই অদ্ভুত গুণ লাভ করিয়াই ত 'প্রমদা' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গর্ব্বিতা হইয়াছ এবং এইজন্যই আমার ন্যায় অভাগিনীকেও উপহাস করিতেছ. কিন্তু আমাতে উপহাসের সামগ্রী কিছুই নাই। যেহেতু এজন্মে, আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই—সৌভাগ্যক্রমে কোন সময়ে যদি তাঁহার একবার দর্শনলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার সহিত তাঁহার সম্ভোগ সম্পাদন করিয়া আমিও তোমাকে এইরূপ উপহাস করিব ॥১০০॥

রসিকামণির এই সরস-বাগ্বৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া সখীমণ্ডলী বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। এই অবসরে 'রসমঞ্জরী * কর্পূরচন্দন-

* শ্রীরসমঞ্জরী।—শ্রীরাধার রস-মাধুরীরূপা। বর্ণ—প্রফুল্লচম্পককুসুমের ন্যায়। বস্ত্র—হংস-পক্ষধবল, বয়স—১৩ বৎসর। অতুলনীয় রূপরাশি—যেন মূর্ত্তিমতী শরৎ-লক্ষ্মী। স্বভাব—দক্ষিণা-মুখী। সেবা—চিত্রসেবা—শ্রীরাধার নিকটে অবস্থিতিকালে—বারিসেবা। চিত্রাসখীর কুঞ্জের পশ্চিমে রসানন্দপ্রদ কুঞ্জে স্থিতি। পিতা—শ্রীরাধার মাতুল মহাকীর্ত্তি।—মাতা—মৌনা। শ্রীরস-মঞ্জরীর ধ্যান। যথা—

"হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা, সংযুক্তাং বিকচচম্পকদ্যুতিম্।
চারুরূপগুণসম্পদন্বিতাং, সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।"

স তনু সাহজিকাতুল সৌরভা-
বণিভৃতো নিভৃতোহজনি কিঙ্করঃ ॥১০১॥
প্রবরমুক্তমুরোহন্বতিমুক্তক-
স্রজমদাদথ কেলি-সরোরুহম্ ।

অদাৎ। স আলেপঃ রাধিকায়াঃ দেহস্য সাহজিকং যৎ সৌগন্ধ্যং তদেব অবনি-
ভৃৎ রাজা তস্য কিঙ্করো দাসঃ অজনি অভূৎ। স কিন্তুতঃ নিতরাং ভৃতঃ অঙ্গ-
সৌরভেণ স্বীকৃত্য ধৃতঃ ন তু স্বয়ং তত্র স্থাতুং যোগ্য ইত্যর্থঃ ॥১০১॥

মাল্যাদিধারণমাহ। প্রবরা মুক্তা যত্র, এবম্ভূতে উরোহনু উরসি তথা
বিলক্ষণ-মুক্তা-যুক্ত বক্ষঃস্থলে রসাৎ আনন্দাত্ অনসা অতিমুক্তকস্রজং মাধবী-

---

মৃগমদাদি-সংযোগে অনুলেপ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া সাদরে শ্রীরাধার
শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলেন। যদিও শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ স্বভাবতঃ অনুপম
সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট, সুতরাং অনুলেপ দ্বারা সুগন্ধিত করিবার কোন
প্রয়োজন নাই, তথাপি শ্রীরাধার সেই শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ-রাজ যেন সেই
অনুলেপকে স্বীয় কিঙ্কররূপেই অঙ্গীকার করিয়া লইলেন ॥১০১॥

অনন্তর তুলসীমঞ্জরী * আনন্দাবেশে অতিমুক্ত অর্থাৎ মাধবী-
পুষ্পের মালা শ্রীরাধার প্রবর-মুক্তামণ্ডিত বক্ষঃস্থলে পরাইয়া দিলেন
এবং তাঁহার করকমলে লীলা-কমল অর্পণ করিলেন। তাহাতে সেই

প্রকারান্তর।

"ফুল্ল-চম্পকবর্ণাভাং চাসপক্ষনিভাম্বরাং।
নবকিশোরবয়সীং সখীমধ্যে চ নর্ম্মধীম্ ॥
নানারস-বিনোদেন চামরব্যস্তহস্তকাম্।
নিকুঞ্জমণিমধ্যস্থাং রাধাকৃষ্ণ-নিষেবণে।
সর্ব্বসখী প্রেয়সীঞ্চ শ্রীরসমঞ্জরীং ভজে ॥

* শ্রীতুলসীমঞ্জরী।—শ্রীরতিমঞ্জরীর নামান্তর। অপর নাম ভানুমতী। ৩৬ পৃষ্ঠার পাদ-
টীকা দ্রষ্টব্য।

কর-সরোরুহি যত্তুলসী রসা-
দুরুভয়ো রুভয়ো স্তদভূদ্দ্বিতা ॥১০২॥
বিনিহিতো লঘু রঙ্গণমালয়া
মণিময়ো মুকুরঃ সুদৃশোঽগ্রতঃ।

পুষ্পমাল্যং অদাৎ। কর-সরোরুহি কর-কমলে কেলি-সরোরুহং লীলা-কমলং অদাৎ। তত্ত্বতো হেতোঃ উভয়োঃ প্রবরমুক্তা বক্ষঃকরসরোরুহোদ্বিতা অভূৎ দ্বিত্বং বভূব। তয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ উরুমহতী ভাকান্তির্যয়োঃ দ্বিতেতি প্রবর-মুক্তক-বক্ষঃস্থলস্থ মুক্তমুক্তেতি শব্দমাত্রেণ কর-কমলস্থেতি কমল, কমল শব্দেন এবং কর-কমল লীলাকমলেতি অর্থেন চ বোধ্যম্ ॥১০২॥

ততশ্চ দর্পণং দৃষ্টবতীত্যাহ। রঙ্গণমালয়া মণিময়ো দর্পণঃ সুদৃশো রাধায়া

মহাপ্রভাবিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের ও কর-কমলের যেন দ্বিরূপত্ব সম্পাদিত হইল। আমরি! তখন মুক্তামণ্ডিত বক্ষের উপর অতিমুক্তমালা আর কর-কমলে লীলা-কমল—মুক্তায় মুক্তা—কমলে কমল দু'টী দু'টীরূপে সুন্দর শোভা বিকাশ করিল ॥১০২॥

তারপর রঙ্গণমালা * সুলোচনা শ্রীরাধার সম্মুখে মণি-মুকুর আনিয়া অবিলম্বে স্থাপন করিলেন। অমনি তাহাতে শ্রীরাধার ভূষণাঞ্চিতা † শোভনা শ্রীমূর্ত্তিখানি প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি লেহন করিয়া যে ভূষণাবলী উজ্জ্বলদ্যুতি-বিশিষ্টা হইয়াছে, মণি-দর্পণ যেন সেই ভূষণাবলীকে তখন দ্বিস্বরূপা করিলেন; ফলতঃ

† রঙ্গণমালা—শ্রীরূপমঞ্জরীর নামান্তর। অপর নাম—লবঙ্গমালিকা। ৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীরাধার ভূষণ-নিচয়, যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—

"তিলকং স্মর-যন্ত্রাখ্যং হারো হরি-মনোহরঃ।
রোচনৌ রত্নতাড়ঙ্কৌ ঘ্রাণমুক্তা প্রভাকরী।
ছত্র কৃষ্ণ প্রতিচ্ছায়ং পদকং মদনাভিধং।
স্যমন্তকাত্তপর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড়াশিরোমণিঃ।

তনুমহোলিড়িবাগময়দ্দ্বিতাং
দ্যুতিধুরাভরণাভরণাবলীম্ ॥১০৩॥
স্বমধুরাঙ্গততি দ্যুতিবীক্ষণো-
ত্থতচমৎকৃতি-চুম্বিতধীহৃদা।

অগ্রং লঘু দ্রুতমেব বিনিহিতঃ। স দর্পণঃ তনুমহোলিড়িব দেহকান্তিং লেঢ়ি আস্বাদয়তীতি তথাভূত ইব। দ্যুতিধুরাং কান্ত্যতিশয়ং বিভর্ত্তি যা তাম্ আভরণশ্রেণীং দ্বিতাং অগময়ৎ স্বরূপদ্বয়ং চকারেত্যর্থঃ। যদ্বা, অহো আশ্চর্য্যে তনুলিড়িব লিট্ লকারো যথা অভ্যাসস্থোভয়েষামিতি সূত্রেণ বর্ণাবলীং দ্বিস্বরূপাং করোতি তথা সাভরণীং তনুং দ্বিস্বরূপাং চকারেত্যর্থঃ ॥১০৩॥

দর্পণ-দর্শনেন শ্রীরাধায়া অপি চমৎকারোঽজাত ইত্যাহ। বৃষভানুসুতা রাধা

ব্যাকরণোক্ত লিট্লকারের সূত্রে যেরূপ বর্ণাবলী দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই-রূপ সেই দর্পণে তখন সালঙ্কারা শ্রীরাধাতনু দ্বিত্বরূপে অর্থাৎ একটী বিম্বিত, অপরটী প্রকৃত এইরূপ দু'টী রূপে অপরূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥১০৩॥

তখন বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা মণি-মুকুরে প্রতিবিম্বিত আপনার মধুরাঙ্গের অনবদ্য-সুষমারাশি দেখিয়া অতীব চমৎকৃতা হইলেন। এই

পুষ্পবন্তৌ ক্ষিপন্ কান্ত্যা সৌভাগ্য-মণিরুচ্যতে।
কটকাশ্চটকা রাবাঃ কেয়ূরে মণিকর্ব্বুরে ॥
মুদ্রা নাসাঙ্কিতা নাম্না বিপক্ষমদমর্দ্দিনী।
কাঞ্চী কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী নূপুরে রত্নগোপুরে ॥
মধুসূদন মারক্কে যয়োঃ শিঞ্জিত-মঞ্জরী ॥
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দ-নিভং তথা।
আপ্তং স্বপ্রিয়মত্রাভং রক্তমন্যৎ হরেঃ প্রিয়ং ॥
সুধাংশুদর্পহরণো দর্পণো মণি-বান্ধবঃ।
শলকা নর্ম্মদা হৈমী স্বস্তিদা রত্ন-কঙ্কতী ॥
কন্দর্প কুহলী নাম বাটিকা পুষ্পভূষিতা ॥"

অভিদধে বৃষভানুসুতা নিজ-
প্রিয়তমায়ত-মানস-বীচিবিৎ ॥১০৪॥
অননুভূতচরঃ কুত আগতো
মধুরিমোদধিরেষ বপুষ্যভূৎ।

স্বকীয়ায়া মধুরাঙ্গশ্রেণী তস্যা দ্যুতীনাং বীক্ষণেন উন্নতা যা চমৎকৃতি শ্চমৎকারঃ তয়া চুম্বিতা বুদ্ধির্যস্যাঃ এবম্ভূতা সতী হৃদা মনসা অভিদধে স্বগতমেব কথিতবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা, নিজ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আয়তা দীর্ঘা যা মানসবীচির্মনস্তরঙ্গ স্তাং বেত্তি জানাসি, তথা চ নিজরূপ দর্শনেন চমৎকার প্রাপ্য তস্য কৃষ্ণস্য মনস্তরঙ্গ স্মৃত্যা কিমপি কথিতবতীত্যর্থঃ ॥১০৪॥

রাধা স্বগতমেবাহ। অননুভূতচরঃ পূর্ব্বং কদাপি যো ময়া নানুভূতঃ স মধুরিমোদধিঃ মম বপুষি কুতঃ আগতোঽভূৎ। ইমং মধুরিম-সমুদ্ররূপং রসং

নিরুপম রূপমাধুরী দেখিয়া প্রিয়তমের হৃদয়মাঝে না জানি কত সুখের ই তরঙ্গ উঠে, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—॥১০৪॥

"আমরি! আমার এই দেহ-লতিকায় এমন ঢলঢল লাবণ্য-কুসুম—এমন অসামান্য রূপমাধুরা ফুটিয়া রহিয়াছে, আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন ত অনুভব করি নাই, এমন মাধুর্য্য-সিন্ধু কোথা হইতে আসিল? এই অসীম অতুল মাধুর্য্যরস পান করিয়া সেই প্রিয়তম রসিকভৃঙ্গের

অর্থাৎ শ্রীরাধার তিলকের নাম স্মরযন্ত্র। হারের নাম—হরিমনোহর। রত্নতাড়ঙ্ক অর্থাৎ তাড়বালার নাম—রোচন। নাসামুক্তার নাম—প্রভাকরী। বক্ষঃস্থলে পদকের নাম—মদন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। হস্তের শঙ্খচূড় বা শঙ্খবলয়ের নাম—স্যমন্তক-পর্য্যায়। বক্ষঃস্থলে লম্বমান মণির নাম—সৌভাগ্যমণি, ইহা স্বীয় কান্তিতে যুগপৎসমুদিত চন্দ্রসূর্য্যকেও বিমলিন করে। চরণের কটক বা মলের নাম—চটকারাব অর্থাৎ চটকের ন্যায় শব্দায়মান। অঙ্গদের নাম—মণি-কর্ব্বুর অর্থাৎ মণি-

কথমিমং স ধয়ন্মধুসূদনো
রসমহো সমহো ধৃতিমাশ্রয়েৎ ॥১০৫॥
রুচি কণীমমৃজাং মম যঃ কদা-
প্যনুভবন্ প্রবিশেৎ প্রমদাম্বুধৌ।
প্রিয়তমঃ স ইমাং সুষমাং যদানু-
ভবিতা ভবিতা কিমু স ক্ষণঃ ॥১০৬॥

ধয়ন্ পিবন্ স মধুসূদনঃ পক্ষে ভ্রমরঃ কথং ধৃতিম্ আশ্রয়েৎ। স কিম্ভূতঃ সমহঃ মহ উৎসব স্তেন সহ বর্ত্তমানঃ ॥১০৫॥

পুনঃ সৈবাহ। অমৃজাং মম রুচিকণীম্ অমার্জ্জিতাং কিঞ্চিন্মাত্র কান্তিং অনুভবন্ যঃ প্রমদাম্বুধৌ আনন্দ-সমুদ্রে প্রবিশেৎ স প্রিয়তমঃ ইমাং সুষমাং যদা অনুভবিতা তাদৃশঃ ক্ষণঃ কিং মম ভবিতা ইতি দৈন্যম্ ॥১০৬॥

হৃদয়ে বাস্তবিকই বিপুল উৎসবের উদয় হইবে, তাহাতে তিনি কিরূপে ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইবেন ? ॥১০৫॥

আহা ! যে প্রাণ-বল্লভ আমার অমার্জ্জিত অঙ্গ-কান্তির কণিকামাত্র অনুভব করিয়াই বিপুল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন, তিনি এই সুমার্জ্জিত শোভন-সৌন্দর্য্যরাশি প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবেন, হায় ! এমন শুভক্ষণ কি আমার উদিত হইবে ? ॥১০৬॥

সমূহের বিচিত্রবর্ণে দেদীপ্যমান, নামাঙ্কিত মুদ্রা বা অঙ্গুরীয়কের নাম- বিপক্ষমদমর্দ্দিনী। কাঞ্চী বা চন্দ্রহারের নাম- কাঞ্চনচিত্রাঙ্গী। নূপুরের নাম- রত্নগোপুর, অর্থাৎ রত্নরাজির কিরণে পরিপূর্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণকেও অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। বসনের নাম -মেঘাম্বর, ইহার বর্ণ কুরুবিন্দ-পুষ্পের ন্যায়। পরিধেয় বস্ত্র মেঘাভ নীলবর্ণ ও নিজের প্রিয়, উত্তরীয়খানি রক্তবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সুধাংশু দর্পহারী দর্পণের নাম- মণিবান্ধব। কেশবান্ধব শলাকার নাম- নর্ম্মদা। স্বর্ণ কঙ্কতিকা বা চিরুণীর নাম-স্বস্তিদা। পুষ্পোদ্যানের নাম-কন্দর্প কুহলী।

কিমধুনা তদনীক্ষণ দুর্ভগো-
প্যুদয়তে চ্ছবিরাশি রসৌ বহিঃ।
ভবতি যো বিফলোঽর্থবরোঽপিকো-
ধিমহি তং মহিতং ন হি শোচতি ॥১০৭॥
ইতি ধৃতিচ্যুতিনীবৃতি সা সিতো-
রুসহসা সহসা সহসাস্যয়া।

পুন সৈবাহ। অসৌ চ্ছবিরাশিঃ কান্তিসমূহঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনীক্ষণেন দুর্ভগোঽপি বহিঃ কথং উদয়তে। ত্বং কথং শোকং করোষীতি চেদাহ যোঽর্থবরো বিলক্ষণঃ পদার্থো ব্যর্থো ভবতি তং অর্থবরং অধিমহি মহ্যাং কো জনো ন হি শোচতি। তং কিম্ভূতং মহিতং পূজিতম্ ॥১০৭॥

তাদৃশং কথয়ন্তী শ্রীরাধা আকুলৈবাভূদিত্যাহ। ইতি এবং কথয়ন্তী সা রাধা প্রিয় দিদৃক্ষুতয়া আলিকয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপয়া সখ্যা কর্ত্র্যা সা রাধা ধৃতিচ্যুতিরেব নীবৃজ্জনপদ স্তস্মিন্ অর্থাৎ অধৈর্য্যরূপ রাজ্যে আসিতা উপবেশিতা অথবা সিতা বন্ধনং প্রাপ্ত অভূদিত্যর্থঃ। সহসা অতর্কিতং যথা স্যাত্তথা "অতর্কিতে তু সহসে"ত্যমরঃ। তয়া কথম্ভূতয়া হসেন সহ বর্ত্তমানং সহসং আস্যং মুখং যস্যা স্তয়া প্রফুল্লিতয়েৰ্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতয়া উরু মহদেব সহো বলং যস্যা স্তয়া। পুনশ্চ

অহো! আমার এই রমণীয় রূপ-মাধুরী, এই উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য-রাশি যদি প্রিয়তমের পিপাসু নয়ন-চকোরের তৃপ্তিদান না করিল, তবে তা'র কিসের সৌভাগ্য—কিসের গৌরব! এমন দুর্ভাগ্য-সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ এখন কেন বৃথা স্ফুরিত হইল? যদি বল, তুমি এমন ভুবন-দুর্লভ রূপ-সম্পদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিতেছ কেন? তদুত্তর এই যে, জগতে লোক-পূজিত বিলক্ষণ পদার্থ যদি বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহার উদ্দেশে দুঃখপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে?" ॥১০৭॥

প্রিয়-দিদৃক্ষুতয়াহলিকয়াশ্রিত
প্রসভয়া সভয়া সভয়াপ্যভূৎ॥১০৮॥
অত্রান্তরে ব্রজপুরাধিপয়াহনপায়-
বাৎসল্য-কল্পলতয়াতিরয়ান্নিদিষ্টা।

শ্রিতঃ প্রসভো হঠঃ যয়া হঠেনৈব উপবেশিতেতি যোজনীয়ং তেনাহং কুলবতী ততো-ধৈর্য্যমেব করবাণি ইত্যাদি যন্মনসি করোষি তদভিমান-মহমনায়াসেনৈব ত্যাজয়ামীতি হর্ষবত্যা ইতিধ্বনিঃ। অতএব সভয়া ভা দীপ্তিস্তয়া সহ বর্ত্তমানয়া রাধা কথম্ভূতা ভয়সহিতাপি ॥১০৮॥

অত্রান্তরে অত্রাবসরে ব্রজপুরাধিপয়া যশোদয়া অতিরয়াৎ অতিবেগাৎ

অনুরাগবতী শ্রীরাধা গোকুলসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এইরূপ যতই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—উৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় ততই আকুলিত হইতে লাগিল—যেন অতিশয় বলবতী প্রিয়-দর্শনেচ্ছারূপা সখী সহাস্যমুখে শ্রীরাধিকাকে সহসা অধৈর্য্যরাজ্যে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইল। কুলবতীর ধৈর্য্যহরণ করাই কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছার স্বভাব। তাই, সেই কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা-সখী সর্ব্বকান্তিময়ী শ্রীরাধিকাকে হঠাৎ অধৈর্য্যরাজ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া যেন কত উপহাসচ্ছলে বলিতে লাগিল, "রাধে! তুমি যে মনে মনে গর্ব্ব কর, আমি কুলবতী অবশ্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিব, কিন্তু আমি তোমার সে অভিমান অনায়াসে পরিত্যাগ করাইব।"—এই বলিয়াই যেন সেই সখী হর্ষ-প্রফুল্লা হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধা যেন সেই কথা শুনিয়া, পাছে ধৈর্য্যহারা হইলে গুরুজন সে অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ করেন,—এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলেন ॥১০৮॥

এই অবসরে কর্ম্ম-কুশলা কুন্দলতা * নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার

শ্রীকুন্দলতা—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-ভ্রাতৃজায়া। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য—উপানন্দ, তাঁহার পুত্র সুভদ্র, এই সুভদ্রের পত্নীই কুন্দলতা। কুন্দলতার পিতার নাম ধন্তগোপ, মাতার নাম সুশিখা। ইহাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম শিখাবতী। বিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সাহায্য করাই ইহাঁর কার্য্য। যথা, ব্রজবিলাসে—

আগত্য কুন্দলতিকান্তিক মেতদক্ষি-
ভৃঙ্গ প্রমোদকৃতয়ে কৃতিনী ব্যরাজীৎ॥১০৯॥
অন্যোন্যদর্শন-সমুদ্গমনস্মিতাঢ্য
শস্তানুযোগ-রভসোন্নতি-শীধুবৃষ্টিঃ।

স্বপুরমানেতুং নিদিষ্টা কুন্দবল্লী এতস্যা রাধায়া অক্ষিরূপ ভ্রমরস্য প্রমোদকৃতয়ে আনন্দনিমিত্তং তস্যা অন্তিকং নিকটমেব ব্যরাজীৎ ॥১০৯॥

কুন্দবল্ল্যামাগতায়াং পরস্পরদর্শনে সতি কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ। তদা তস্মিন্ সময়ে অন্যোন্যং যদ্দর্শনং তেন যৎসমুদ্গমনং অভ্যুত্থানং চ স্মিতাঢ্য-শস্তানু-

নয়ন-ভৃঙ্গের আনন্দবিধান করিলেন। অবিনশ্বর-বাৎসল্যরসের কল্প-লতা স্বরূপা ব্রজপুরাধিশ্বরী শ্রীযশোদা শ্রীরাধাকে অবিলম্বে নিজপুরে আনয়ন করিবার নিমিত্তই কুন্দলতাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥১০৯॥

তখন কুন্দলতাকে দেখিয়া শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে সহসা যেন একটা অমিয়-রসের প্রস্রবণ খুলিয়া গেল—বুঝিলেন সম্মুখে কৃষ্ণ-

"সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্ঞয়া সময়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্যেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং॥

অর্থাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার আদেশে রন্ধনের নিমিত্ত যিনি শ্রীরাধাকে নন্দালয়ে আনয়ন করেন এবং উভয়ের কৌতুকাবহ সখ্যভাব থাকায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিয়া পুনঃপুনঃ শ্রীরাধাকে পরিতর্পিত করেন এবং অতিশয় প্রীতিহেতু নিজেও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন আমি সেই কুন্দলতাকে ভজনা করি।

তথাহি পদ—

+ নিশি পরভাতে তবে নন্দের ঘরণী।
দাসদাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী॥
আমার জীবন-ধন কানাই বলাই।
সাজিবে পালিবে তারে তোমরা সবাই॥

সদ্যো বভূব যত এব তদা তদালি-
বৃন্দং ননন্দ সমসৌহৃদ-হৃদ্যরোচিঃ ॥১১০॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে অলঙ্কার-
শোভাস্বাদনো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

যোগঃ স্মিতযুক্ত কুশলপ্রশ্নঞ্চ তাভ্যাং যা রভসোন্নতিঃ সুখোৎকর্ষঃ সৈব শীধুরসবৃষ্টিঃ অমৃতবর্ষঃ সদ্যো বভূব। যতঃ শীধুবৃষ্টিতঃ এব তস্যা আলিবৃন্দং কিম্ভূতং? সমানি সৌহৃদানি হৃদ্যানি রোচীংষি কান্তয়শ্চ যস্য তৎ, হৃদ্যানি সর্ব্বেষাং হৃদয়-সুখকরাণি ॥১১০॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতস্য টীকায়াং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪॥

দর্শনের শুভ-সুযোগ! শ্রীরাধা সহর্ষে অভ্যুত্থান পূর্ব্বক মৃদু হাসিতে হাসিতে বিবিধ কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরি! তাহাতে যেন তৎক্ষণাৎ সুখোৎকর্ষের অমৃত-বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন সম-সৌখ্যবিশিষ্ট ও সমান-হৃদয়-সুখপ্রদ সৌন্দর্য্যময়ী সখীমণ্ডলী সেই মধুর অমৃতাভিষেকে অতীব প্রীতি-প্রফুল্লা হইলেন ॥১১০॥
ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে অলঙ্কার-শোভাস্বাদন নামক চতুর্থসর্গ ॥৪॥

যার যেই কাজ বাছা কর মন দিয়া।
আমি আর কি বলিব বুঝ বিচারিয়া॥
রাণীর উদার বোল শুনি দাস দাসী।
আবেশে করয়ে কর্ম্ম প্রেমানন্দে ভাসি॥
কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ বাছা করিয়া সংহতি॥
শুনি পরণাম করি চলে কুন্দলতা।
জটিলারে নমস্করি নিবেদয়ে কথা॥
দেখি আনন্দিত হৈলা জটিলার চিত্ত।
শেখর চলিলা তবে পাইয়া ইঙ্গিত॥ পঃ কঃ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—০—

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী প্রসাদম্
ময়ি সখি বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ ।
ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্ব্বাম্
দিশ মধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ ॥১॥
তদহমনুমিমে নিদেশদম্ভাৎ
কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ ।

অস্মিন্ সর্গে পুষ্পিতাগ্রাচ্ছন্দো জ্ঞেয়ম্। অভ্যুত্থানমিলনোপবেশান্তরং শ্রীকুন্দবল্লীং রাধিকা প্রাহ। হে সখি! কুন্দবল্লি! অকস্মাৎ তবোদয়ঃ ময়ি ব্রজ-পুর-পরমেশ্বরী প্রসাদং বক্তি। কথমিতি চেদাহ অধিরাত্রি রাত্রিমধ্যে শিশির-রুচিনা চন্দ্রেণ বিনা কাপি লক্ষ্মীঃ শোভা পূর্ব্বাং দিশং ন সমেতি ন প্রাপ্নোতি তথাচ রাত্রিসম্বন্ধিন্যা পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি শোভয়া যথা চন্দ্রানুমানং তথৈবেতি ভাবঃ ॥১॥

সাদর অভ্যর্থনার পর শ্রীরাধা, কুন্দলতার সহিত একত্র উপবেশন করিলেন এবং সহাস-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন—“সখি! কুন্দলতে! সহসা তোমার আগমনে আমার প্রতি ব্রজপুর-পরমেশ্বরীর যথেষ্ট অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে। যদি বল, তাহা কিরূপে বুঝিলে? বলি শুন, রজনীতে সুধাংশুদেবের উদয় ব্যতীত পূর্ব্ব-দিগ্বধূর কোন অনির্ব্বচনীয় শোভার বিকাশ হয় কি? ফলতঃ নিশাকালে পূর্ব্বদিকের সুচারু শোভাবিশেষ দেখিয়া যেরূপ চন্দ্রের উদয় অনুমান করা যায়, সেইরূপ এ সময় তোমার শুভোদয় বাস্তবিকই আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রভূত কৃপারই পরিচয় সূচনা করিতেছে ॥১॥

যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা
স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্ ॥২॥
অজনি রসবতী বিধাপনার্থা
রসবতি তে গতিরিত্যবৈমি নূনম্।
অথ কিমিতরথা জবাদয়াসীঃ
প্রথমমিতোঽনুনয়ন্ত্যমূং মদার্য্যাম্ ॥৩॥ *

পুনঃ শ্রীরাধা আহ। তত্তস্মাৎ অহমনুমিমে শ্রীযশোদা নিদেশদম্ভাৎ আজ্ঞাচ্ছলেন কিমপি কৃপামৃতং ব্যতারীৎ মহ্যং দত্তবতীত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ যৎকৃপামৃতং অনুপলভ্য মমাত্মা স্বং আত্মানমপি অনাত্মনীনং ন আত্মনে হিতং অবৈতি আত্মানমপি আত্মন এবাহিতকরং জানাতীত্যর্থঃ। কিন্তু তং সখেদং খেদো দুঃখং তেন সহ বর্ত্তমানং তেন তথা খেদে জাতে যত এতদ্দেহে স্বস্য অনবস্থানমেব হিতমিতি বিচারিতবানাত্মেতি ধ্বনিঃ ॥২॥

হে রসবতি! কুন্দবল্লি! তব গতির্গমনং রসবতী বিধাপনার্থা অজনি ইতি অবৈমি। পাকক্রিয়াকরণায়ৈব তবাত্রাগমনমভূদিতি জানামি, ইতরথা প্রথমং মদার্য্যাং মম শ্বশ্রূম্ অনুনয়ন্তী অনুনেতুং কিং কথং ইতঃ সকাশাৎ তত্র অযাসী

অতএব হে প্রিয়সখি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাছলে অবশ্য কোন কৃপামৃত আমাকে পাঠাইয়াছেন; এক্ষণে এই কৃপামৃতের অলাভে আমার আত্মা অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে আপন-অহিতকারী বোধ করিতেছে—এমন, কি এই দেহমধ্যে অবস্থান না করাই ভাল, এরূপ বিবেচনা করিতেছে ॥২॥

হে রসবতি! তুমি রসবতী-ক্রিয়া অর্থাৎ পাকক্রিয়া-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই যে আমাকে লইতে এখানে আসিয়াছ, তাহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম। কারণ, তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার শাশুড়ীকে অনুনয় করিয়া পরে দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়াছ। অন্য কার্য্যের প্রয়ো-

---

* এই সর্গের শ্লোকনিচয় 'পুষ্পিতাগ্রা' নামক অর্দ্ধসমবৃত্তছন্দে বিরচিত। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ দ্বাদশাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদ ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি-বিশিষ্ট।

ইতি সুদৃগুদিতামৃতং পিবন্তী
স্মিত-সুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী।
তদয়ি সখি বিধেহি তত্র যাত্রা
মকৃতবিলম্বমিতঃ সহালিবৃন্দা ॥৪॥
কিমিহ গুরুজনাবলেরনুজ্ঞা-
গ্রহণ-বিধাবণুমাত্রমস্তি কষ্টম্।

র্গতা, জবাৎ বেগাৎ। যদি কার্য্যান্তরার্থং মম নিকটমাগমিষ্যস্ত্বং তদা বৃদ্ধা নিকটে গমনং বিনৈবাত্রাগতা অভবিষ্য তস্মাৎ মন্নয়নার্থমাগতাসীতি ধ্বনিঃ ॥৩॥

কুন্দবল্লী ইত্যনেন প্রকারেণ সুদৃক্ শ্রীরাধা তস্যা উদিতমেবামৃতং তৎ পিবন্তী সতী স্মিতসুভগং যথাস্যাত্তথা নিজগাদ। অয়ি সখি! রাধে! তৎ তস্মাৎ ইতঃ স্থানাৎ অকৃতবিলম্বং যথাস্যাত্তথা আলিবৃন্দসহিতা সখি ত্বং তত্র যাত্রাং বিধেহি কুরু ॥৪॥

গুরুজনভয়ং করোষি চেদবধীয়তামিতি পুনঃ কুন্দবল্লী আহ। ইহ গুরুজন-শ্রেণীনাং অনুজ্ঞাবিধৌ অণুমাত্রমপি অত্যল্পমপি কিং কষ্টমস্তি অপিতু নৈবেত্যর্থঃ।

জন থাকিলে তুমি প্রথমতঃ আমার নিকটেই আসিতে, কদাচ আমার শাশুড়ীর নিকট যাইতে না। অতএব তুমি যে আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছ, তাহা নিঃসন্দেহ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে" ॥৩॥

সুলোচনা শ্রীরাধার এই যুক্তিপূর্ণ মধুর বচনামৃত পান করিয়া কুন্দলতার হৃদয়খানি যেন উল্লাসভরে নাচিয়া উঠিল। তখন ফুল্লাধরে মৃদুহাসির জ্যোৎস্না-রেখা ফুটাইয়া কুন্দলতা কহিলেন—"তবেত সখি! তুমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছ। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া সখীগণকে সঙ্গে লইয়া এখনই ব্রজেশ্বরী-ভবনে যাত্রা কর ॥৪॥

যদি বল, গুরুজন যাইতে দিবেন কেন? তজ্জন্যও তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এরূপ কার্য্যে গুরুজনবর্গের অনুজ্ঞা গ্রহণে অণুমাত্র কষ্ট আছে কি? অতুল ধন-ধেনু-ধান্য বর্ষণ করিয়া ব্রজেশ্বরী তোমার

যদতুলধন-ধেনু-ধান্য বর্ষৈ-
রকৃতবশাং স্বয়মেব তাং ব্রজেশা ॥৫॥
নিরুপধি পরমপ্রিয়োঽসুকোটে-
রপি নিখিলস্য জনস্য গোষ্ঠভাজঃ।
ব্রজপতি-তনয়ঃ সমীহতে যৎ
পরমিহ বিপ্রতিপত্তিরস্তি কস্য ॥৬॥

যৎ যস্মাৎ অতুলধনাদি-বর্ষৈঃ তাং গুরুজনাবলীং ব্রজেশাবশাং অকৃতবশীভূতাং চকার ॥৫॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সর্ব্বএব ব্রজবাসিজনো স্নিগ্ধ এব কিং পুনস্তব গুরুজন ইত্যাহ। ব্রজপতি-তনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎসমীহতে যদ্বস্তু বাঞ্ছতি তত্র বিষয়ে কস্য বিপ্রতিপত্তি র্বচসাপি নিষেধকারণং অস্তি ন কস্যাপীত্যর্থঃ। কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ নিখিলস্য গোষ্ঠভাজো ব্রজবাসিজনস্য অসুকোটেঃ প্রাণানাং কোটিতোঽপি নিরুপধি পরমপ্রিয়ঃ উপাধিং বিনা স্বভাবত এবাতিপ্রিয়ঃ ॥৬॥

গুরুজনবর্গকে এমনই বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে অনুমতি না দিয়া কদাচ থাকিতে পারিবেন না ॥৫॥

বিশেষতঃ আমার দেবর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যখন ব্রজবাসিজনমাত্রেরই অগাধ প্রীতি-স্নেহ বিদ্যমান, তখন তোমার গুরুজনের ত কথাই নাই। অতএব সেই নিখিল ব্রজবাসিজনের প্রাণ-কোটী অপেক্ষাও নিরুপাধি পরমপ্রিয় অর্থাৎ স্বভাবতঃ অতিপ্রিয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন যে বিষয়ে অভিলাষ করেন; তাহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে কি? অর্থাৎ বাক্যদ্বারাও কাহারও নিষেধ কারণ নাই বা থাকিতেও পারে না ॥৬॥

সখি কিমপি ন বেদ তৎসবিত্রী
তদতুলরোচক বস্তু সংজিঘৃক্ষুঃ।
উচিত মনুচিতং স্বলাভহানী
নিজপর-ভাব-ভিদা যশোঽযশো বা ॥৭॥
পচসি যদপি যশ্চ তস্য ভোক্তা
স চ তিরয়ত্যমৃতং সদৈব দিব্যম্।

পুনঃ কুন্দবল্ল্যোবাহ। হে সখি! রাধে! তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় অতুলং রোচকং যদ্বস্তু তস্য গ্রহণেচ্ছুঃ তৎ সবিত্রী তস্য কৃষ্ণস্য মাতা কিমপি ন বেদ ন জানাতি। কিং ন জানাতীত্যপেক্ষায়ামাহ উচিতমিত্যাদি। তেন অনুচিতমপি কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণায় রোচকং বস্তু গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। তেন নিষিদ্ধাচরণমপি কৃত্বা তব গমনং তত্র কারয়িষ্যত্যেবেতিধ্বনিঃ। নিজপরয়োর্ভাব ভিদা অভিপ্রায় ভেদঃ ॥৭॥

যদপি যৎ কিমপি ত্বং পচসি তৎ দিব্যং স্বর্গসম্ভৃতমমৃতমপি তিরয়তি তুচ্ছীকরোতি। এবং যশ্চ তস্য ত্বৎকৃতপক্কবস্তুনো ভোক্তা সোঽপি অমৃতং তিরয়তি

হে সখি! জননী ব্রজেশ্বরী, পুত্রের অনুপম রুচিপ্রদ বস্তুসম্ভার সংগ্রহ করিবার অভিলাষে সম্প্রতি এমনই উৎকণ্ঠাকুলিতা হইয়াছেন যে, তাহাতে কোন্‌টী উচিত বা অনুচিত, নিজের লাভ বা হানি, আত্ম-পর-অভিপ্রায় ভেদ, যশ বা অযশ কিছুই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। তিনি অসঙ্গতরূপেও পুত্রের রুচিকর বস্তুনিচয় সংগ্রহ করিতেছেন। সুতরাং তুমি যদি তথায় রন্ধনার্থ গমন না কর, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরী নিষিদ্ধাচরণ করিয়াও—নিজের লাভ বা হানি, যশ বা অযশের অপেক্ষা না করিয়াও তোমাকে তথায় লইয়া যাইবেন ॥৭॥

যেহেতু, তুমি যাহা পাক কর, তাহার স্বাদুতায় স্বর্গ-সম্ভৃত সুধাসারও অতি তুচ্ছ। এই জন্য তোমার কৃত-পক্ক বস্তুর যিনি ভোক্তা, তিনি সেই সকল উপাদেয় বস্তুর তুলনায় স্বর্গের অমৃতকেও তুচ্ছবোধ করিয়া থাকেন। হে সখি! তোমার এই রন্ধন-নৈপুণ্যের খ্যাতি

ইতি নিখিলপুরেম্বতিপ্রসিদ্ধি
স্তব সখি কং ন চমৎকরোতি বাঢ়ম্ ॥৮॥
যদবধি কলয়াম্বভুব সা ত্বাম্
মুনিবরদত্তবরাং বরাম্বুজাক্ষি ! ।
তদবধি তব পাণিসংস্কৃতান্না-
শনবিরতিং ক্বচনাহ্নিনাস্য চক্রে ॥৯॥
জয়তি যদতিঘোর-দৈত্যযূথম্
মৃদুলতনুঃ স্বপরাবুভূষুমেষঃ ।

ইতি নিখিল নগরেষ্বতি প্রসিদ্ধঃ । কং জনং বাঢ়মতিশয়েন ন চমৎকরোতি তচ্ছ্রবণেন কস্য চমৎকারো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥৮॥

হে শ্রেষ্ঠাম্বুজাক্ষি ! যদবধি মুনিবরদত্তবরাং মুনিবরো দুর্ব্বাসা তেন দত্তো বরো যস্যৈ তথাভূতাং ত্বাং সা যশোদা কলয়াম্বভুব, শ্রুতবতী তদবধি তব পাণিপকান্নভোজনস্য বিরতিং শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচন কস্মিন্নপি দিনে ন কৃতবতী ॥৯॥

কোমলতনুরেষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যৎ অতিঘোরং দৈত্যং জয়তি তত্র ইয়ং যশোদা ত্বৎকরপকান্নভোজনাৎ ভিন্নং কারণং ন মন্যতে । দৈত্যযূথং কিম্ভূতং স্বং শ্রীকৃষ্ণং

সমগ্র ব্রজপুরমধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি না পরম চমৎকৃত হইয়া থাকে ? ॥৮॥

হে বরাম্বুজ-নয়নে ! মুনিবর দুর্ব্বাসা তোমাকে এই বর দিয়াছেন যে, তুমি যাহা পাক করিবে তাহাই সুধাস্বাদ হইবে এবং সেই পক্বান্ন যে ভোজন করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, বলশালী ও শত্রুবিজয়ী হইবে। তোমার এই বরের কথা যে অবধি ব্রজেশ্বরী শ্রবণ করিয়াছেন, তদবধি তোমার স্বহস্ত-সংস্কৃত অন্নাশনে বিরতি, স্বীয় পুত্রের কোনদিনের জন্যও ঘটান নাই। ফলতঃ প্রতিদিনই তোমার কর-পক্ব অন্ন-ভোজন করাইয়া

ত্বদমল-করপক্ক-ভক্ত-ভুক্তে
রূপরময়ি মনুতে ন হেতুমত্র ॥১০॥
শৃণু-পরময়ি ! তত্ত্বমত্র রাধে
যদবগতং সহসান্তরং ময়াস্যাঃ।
প্রতিদিনমবলোকনং বিনা তে
শশিমুখি খিদ্যতি সা যথা স্বসূনোঃ ॥১১॥

পরাভবিতুমিচ্ছুং ভক্তং অন্নং তস্য ভুক্তি ভোজনম্ ॥১০॥

হে রাধে ! পরমপি তত্ত্বং শ্রুতিনিগূঢ়ার্থং কথয়ামি শৃণু, অস্যা যশোদায়া আন্তরং আন্তরীণং যত্তত্ত্বং ময়া সহসা অবগতং তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ। হে চন্দ্রমুখি ! তে তবেত্যাদি ॥১১॥

পুত্রের প্রীতিসম্পাদন করেন এবং নিজেও তাহাতে অপার আনন্দানুভব করেন ॥৯॥

যে সকল অতিঘোর দুর্নিবার দৈত্য, শ্যামসুন্দরকে পরাভূত করিবার অভিলাষে আগমন করে, গোকুলানন্দ সুকুমার-তনু হইয়াও তাহাদিগকে যে অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন, ব্রজেশ্বরী তাহার কারণ অন্য কিছু মনে করেন না,—তোমার অমল কর-পল্লব-পক্ক অন্নভোজনেরই একমাত্র ফল বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ॥১০॥

শুন শশিমুখি ! আমি তোমাকে অতি নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি শুন, আমি ব্রজেশ্বরীর অন্তরের ভাব ভালরূপেই অবগত আছি। ব্রজেশ্বরী আপন তনয়কে না দেখিতে পাইলে যেরূপ ব্যাকুল হন, সেইরূপ প্রতিদিন তোমায় না দেখিলেও অতীব কাতরা হইয়া থাকেন, সুতরাং তোমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর আন্তরিক স্নেহমমতা তদীয় পুত্রাপেক্ষা যে কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা সহজেই অনুমেয় ॥১১॥

স্ুতনুরভিদধেঽবধেহি বিজ্ঞে!
সখি তদিদং ন বদস্যযুক্তমিত্থম্।
অপিতু কুলবতীতিবাদভাজাং
স্ফুটমপরাঙ্গণগামিতেত্যযুক্তম্ ॥ ১২ ॥
স চ কুলললনা স্বলম্পটত্বং
ক্ষণমপি নৈব দধাতি দেবরস্তে।
ইতি ন হি ন হি তত্র মে যিযাসে-
ত্যথ সুদৃশং পুনরাহ কুন্দবল্লী ॥ ১৩ ॥

• কুন্দবল্ল্যাক্তং শ্রুত্বা অন্তর্মুদিতাপি বহিরমন্যমানেব রাধা আহ। শ্রীরাধা অভিদধে কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ। হে সখি! কুন্দবল্লি! হে বিজ্ঞে! ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ যদিদং বদসি তং অযুক্তং ন, অপিতু কুলবতীতি বাদভাজাং ইয়ং কুলবতী ইয়ং সাধ্বী ইতি খ্যাতিমতীনাং অপরস্যাঙ্গনগামিতা ইত্যযুক্তম্ ॥ ১২ ॥

অলম্পটত্বং নৈব দধাতি প্রতিক্ষণং কুলাঙ্গনাসু লম্পটতাং করোতি ইত্যর্থঃ।

কুন্দলতার এই কর্ণ-রসায়নী কথা শুনিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। স্মিত-প্রফুল্ল বদন-কমল উল্লাস-উন্মাদনার দীপ্ত সুষমায় আরও কমনীয় ভাব ধারণ করিল। অথচ শোভনাঙ্গী সে বিপুল হর্ষাবেগ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া উদাস-তরল-দৃষ্টিতে কুন্দলতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—'সখি! এই যে সকল কথা বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু শুন বিজ্ঞে! যাহাদের কুলবতী বা সাধ্বী বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহাদের পক্ষে পরের অঙ্গনে পদার্পণ করাও স্পষ্টতঃ অযুক্ত কি না তুমিই বিবেচনা কর ॥১২॥

বিশেষতঃ তথায় তোমার যে দেবরটী আছেন, কুল-ললনাগণের

স তু মম সখি দেবরো বরোরু!
স্ফুরতি রুচেব তথা যথাভ্যধাস্ত্বং।
ত্বয়ি তু চিরমলম্পটী ভবিষ্য-
ত্যয়ি! ময়ি বিশ্বসিহি প্রকামমেহি ॥ ১৪ ॥

নহি নহীতি দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতার্থং গময়ত ইত্যুক্তেঃ সতি পুনঃ কুন্দবল্লী সুদৃশং রাধাং আহ ॥ ১৩ ॥

হে বরোরু! সখি! রাধে! স তু মম দেবরঃ যথা ত্বং অভ্যধা কথিতবতী তথা কান্ত্যা এব লম্পটত্বং স্ফুরতি ন তু কার্য্যেণ। ত্বয়ি পুনঃ স তু অলম্পটী ভবিষ্যতি, লম্পটতাং ন করিষ্যতি। অয়ি রাধে! ময়ি বিশ্বসিহি; অতঃ

প্রতি প্রতিক্ষণই লাম্পট্যপ্রকাশ করিয়া থাকেন। না—না আমার তথায় যাইবার একান্ত বাসনা নাই।"—এই বলিয়া সুলোচনা শ্রীরাধা বাস্তবিকই বাহিরে যেন কত অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সুচতুরা কুন্দলতা সেভাব সহজেই বুঝিয়া লইলেন এবং ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন ॥১৩॥

"হে বরোরু! তুমি আমার দেবর সম্বন্ধে যেরূপ বলিলে, তিনি সেরূপ নহেন; তাঁহার রমণীয় নব-নটবর বেশ ও সজল-জলদ-কান্তি দেখিলে রমণীগণের চিত্ত স্বভাবতঃই আকর্ষিত হয় এবং এই জন্যই তাঁহাকে লম্পট বলিয়াও বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি লম্পট নহেন। লম্পট হইলেই বা তোমার ভয় কি সখি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, তিনি যাহাতে তোমার প্রতি অলম্পটীভাব প্রকাশ করেন, আমি সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইব। অতএব হে রাধে! তুমি এক্ষণে আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আগমন কর।" সুরসিকা কুন্দলতা এস্থলে শ্লেষময় বাক্যে শ্রীরাধাকে যে অতি সুন্দর রসিকতা করিলেন,

সমুচিতমিদমেব কৃষ্ণ-সদ্মা-
ন্তিকমপি বেৎস্যপরাঙ্গণং যদেতৎ।
অয়মপি পুরুবেপতেঽবলোক্যা-
প্যয়ি! ভবতীমপরাঙ্গণাং বিজানন্॥ ১৫॥

প্রকামং যথেষ্টং ত্বং এহি আগচ্ছ। শ্লেষেণ রুচা ত্বদ্বিষয়ক-রোচকতয়া আসক্ত্যেতি যাবৎ। অলং অতিশয়েন পটী ভবিষ্যতি ত্বয়ি বস্ত্রবৎলগ্নোভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অয়ি রাধে! যত এতৎ কৃষ্ণস্য সদ্মান্তিকং গৃহনিকটমপি অপরস্যাঙ্গণং বেৎসি জানাসি, ইদমেব সমুচিতং অয়ং কৃষ্ণোঽপি ভবতীমবলোক্য অপরাঙ্গনাং জানন্ পুরু বেপতে বহুলঃ কম্পতে। শ্লেষেণ ন পরাঙ্গণং কিন্তু স্বীয়াঙ্গণমেব বেৎসি

তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—আমার দেবর তোমার প্রতি যাহাতে 'অলম্পটীভাব' প্রকাশ করেন (অলং+পটীভাব) অর্থাৎ অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় যেরূপে তোমার অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করেন, আমি তাহারই চেষ্টা করিব। অতএব আমার সহিত আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না॥১৪॥

কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে পুনরায় কহিলেন—"হে রাধে! তুমি কৃষ্ণভবনের কথা দূরে থাক, কৃষ্ণের গৃহসমীপবর্ত্তী স্থানও যখন অপরাঙ্গণরূপে অবগত আছ, তখন তোমার ন্যায় কুল-বতীর পক্ষে ইহা যেমন সমুচিত, আবার শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে যখন দর্শন করেন তখন তোমাকেও অপরাঙ্গণা অর্থাৎ অপরের অঙ্গনা জানিয়া কম্পিত হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহার পক্ষে তেমনি সমুচিত। কুন্দলতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—অনুরাগের উদ্দাম উচ্ছ্বাসভরে তুমি যেরূপ কৃষ্ণভবনের নিকটবর্ত্তী স্থানকেও অপরাঙ্গণ অর্থাৎ পরে অঙ্গন মনে করনা, পরন্তু নিজের অঙ্গণরূপেই অবগত আছ, সেইরূপ প্রেমময়

অথ পুনরপি সাহসাহসা ত্বং
বিরম ন যামি হঠং ন যাহি বিজ্ঞে।

এবং কৃষ্ণোঽপি ত্বাং ন পরস্যাঙ্গনা, কিন্তু স্বীয়াঙ্গনামেব জানাতি। তব দর্শনাদেব তস্য কম্পপ্রস্বেদাদয়ো ভবন্তীতি ত্বয্যেব মাসক্তিরেব ধ্বনিঃ ॥ ১৫ ॥

কুন্দবল্লীবচনচাতুরী মবগত্য সা রাধা পুনরপি আহ। হে বিজ্ঞে! ত্বং সাহসাৎ বিরম, এবং সাহসং মা কুরু। অহং ন যামি পুনঃ ত্বং হঠং মা কুরু, কথমেবং বদসি চেত্তত্রাহ। কুলবরতনু-ধর্ম্মসঞ্জিহাসা ধ্বনি কিং মদাদ্‌গর্ব্বাদহং দত্তপাদা ভবেয়ং কুলাঙ্গনায়া যো ধর্ম্মস্তস্য সম্যক্‌ ত্যাগেচ্ছাপথে দত্তপদা যথা অহং ন ভবামীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সা প্রসিদ্ধা ত্বং হসাৎ হাস্যাদ্‌ বিরম। কোঽপি শ্রুত্বা কিমপি অনুমাস্যতি অহং তু ন যামীতি ত্বয়া সার্দ্ধং ন গচ্ছাম্যেব ত্বং তু মদ্‌গমনার্থং হঠং কুরু। হে বিজ্ঞে! মদ্বচনবিশেষার্থং জানাস্যেবেতি ধ্বনিঃ।

শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে অ—পরাঙ্গনা অর্থাৎ পরের অঙ্গনা মনে করেন না, পরন্তু তোমাকে নিজাঙ্গনা জানিয়াই তোমাতে একান্ত আসক্ত এবং এই জন্যই তোমার দর্শনে তাঁহার সাত্ত্বিক-বিকারজনিত কম্পস্বেদাদি প্রকটিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

কুন্দলতার এই বচন-চাতুরী অবগত হইয়া শ্রীরাধা হর্ষাবেশে পুলকিত হইলেন। হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রেমের তড়িৎ-প্রবাহ খেলিতে লাগিল। অথচ বাহিরে কপট অসম্মতিভাব প্রকাশ করিয়া পুনরায় কহিলেন—"সখি! তুমি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞা হইলেও এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হও। আমি কোন প্রকারেই তথায় যাইবনা। তুমি এবিষয়ে আর অধিক নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিওনা। তোমাকে কেন একথা বলিতেছি শুন। আমি গর্ব্বভরে প্রমত্তা হইয়া কুলাঙ্গনাগণের ধর্ম্মত্যাগবাসনা-পথে কিছুতেই পাদক্ষেপ করিতে পারিব না, তুমি ফিরে যাও সখি!"—বলিতে

কুলবরতনু-ধর্ম্ম-সংজিহাসা-
ধ্বনি কিমু দত্তপদা মদাস্তুবেয়ং ॥ ১৬ ॥
ন তমু সখি ! তদর্থ মর্থনন্দ্রা-
গভিলষিতং তব সেৎস্যতি প্রকামম্।

যদ্বা অহং ন হঠং নয়ামি প্রাপ্নোমি। নো অপ্রাপণে। হে বিজ্ঞে ! যাহি উহাং গতাবিত্যস্বরূপেণ। শ্লেষাৎ কুলবতী ধর্ম্মসঙ্গেচ্ছাপথে কিং দত্তপদা অহং স্যাম্ নৈবেত্যর্থঃ। সগর্ব্বোমমি নাস্ত্যেবেতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬ ॥

বিদিতাকুতা কুন্দবল্লী আহ। হে সখি ! তদর্থং কুলধর্ম্মরক্ষার্থং প্রার্থনাং ন তনু, কিন্তু তাদৃশ ধর্ম্মরক্ষণে তবাভিলষিতং সেৎস্যতি যতো মুনিবরো দুর্ব্বাসাঃ স এবানুকূলঃ তস্মাৎ তস্য কৃপয়া তবামঙ্গলং ন ভাবীতি বোদ্ধম্। পক্ষে তবাভি-

---

বলিতে মৃদুহাস্য-বিস্তার শ্রীরাধার কুসুম-পেলব-আরক্তগণ্ড ঈষৎ উৎ-ফুল্ল হইল। কুন্দলতা সে মৃদুহাসির মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিতে লাগিলেন—বুঝিলেন শ্রীরাধার সমস্ত কথাই শ্লেষময়ী। শ্রীরাধা শ্লেষে এই ভাব পরিব্যক্ত করিলেন যে,—কুন্দলতে ! তুমি আমার বাক্যের বিশেষার্থ অবগত হইয়াছ বলিয়াই আমি তোমাকে 'বিজ্ঞে !' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। সুতরাং হাস্য করিওনা সখি !—বিরত হও। কেবল লোকাপেক্ষা করিয়াই আমি বাহিরে এইরূপ অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু আমার অন্তরে যে কি উদ্দাম আগ্রহ—কি দারুণ উৎকণ্ঠা তাহা জানাইতে পারিতেছি কই ? সখি ! কেহ শুনিলে পাছে কোনরূপ অনুমান করে, এই জন্যই যাইতে চাহিতেছিনা। ফলতঃ আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া যাইতে কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছ। আমি কুলাঙ্গনাগণের ধর্ম্ম-

ব্রজ কুরু ন বিলম্বমত্র যত্তে
মুনিবর এব বভুব সোঽনুকূলঃ ॥ ১৭ ॥

লষিতং দ্রাক্ শীঘ্রং প্রকামং যথাস্যাত্তথা সেৎস্যতি সিদ্ধং ভবিষ্যতি। তদর্থং কুলধর্ম্মধ্বংসে অভিলাষসিদ্ধ্যর্থং অর্থনং প্রার্থনং ন তনু ন বিস্তারয়। তস্মাৎ ব্রজ চল অত্র বিলম্বং ন কুরু। তব তত্র গমনেনৈব মনোরথঃ সেৎস্যতীতি ত্বং কথয়সি তত্র কো হেতুরিতি চেদাহ। মুনি দুর্ব্বাস। তস্য বর এবানুকূলঃ শ্লেষেণ মুনিশ্রেষ্ঠেনৈব চ্ছলেন তব দ্যূত্যং কৃতমিতি ধ্বনিঃ॥ ১৭ ॥

সঙ্গেচ্ছাপথে, সগর্ব্বে পাদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি কি? কখনই না, সে গর্ব্ব করিবার আমার কিছুই নাই। যার কুলধর্ম্ম আছে—সতীত্বের গর্ব্ব আছে, সেই কুলাঙ্গনাই আপন ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষণে প্রয়াস পায়; কিন্তু সখি। তোমার দেবর আমার সে গর্ব্ব—সে গৌরব ইতঃপূর্ব্বেই বিচূর্ণিত করিয়াছেন" ॥১৬॥

শ্রীরাধার শ্লেষ-গর্ভবাক্যের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া কুন্দলতা মনে মনে বড় প্রীত হইলেন। তিনি হাস্য-প্রফুল্ল বদনে পুনরায় শ্রীরাধিকাকে কহিলেন—"হে রাধে! তদর্থে অর্থাৎ-কুলধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতে হইবেনা, তোমার সে ধর্ম্মরক্ষার অভিলাষ অচিরেই সিদ্ধ হইবে, তোমার প্রতি যখন মুনিবর দুর্ব্বাসা অনুকূল আছেন, তখন তাঁহার কৃপায় তোমার কোন অমঙ্গল ঘটিবেনা। অতএব আর বিলম্ব করিওনা, এক্ষণে চল।"

সরস-বাক্‌চাতুর্য্য-প্রকাশে রসিকামণি শ্রীরাধা যেমন সুপটু, কুন্দলতাও তদপেক্ষা কম নহেন। কুন্দলতা পূর্ব্বোক্ত শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব—তিনি কুলধর্ম্ম-রক্ষার কথা না বলিয়া পক্ষান্তরে কুলধর্ম্মনাশের কথাই বলিলেন—

ইতি বিহসিতভাজি তত্র তস্যা
গবদত সা সহসোপসৃত্য বৃদ্ধা ।
ত্বমসি মম সদা প্রতীত-পাত্রী-
ত্বয়ি সতি ! কুন্দলতেঽর্পিতা ত্বয়ীয়ং ॥১৮॥

তত্র সময়ে ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাং কুন্দবল্যাং বিহসিতভাজি বিশিষ্ট হাস্যং কৃতবত্যাং সত্যাং বৃদ্ধা জটিলা উপসৃত্য অবদন্‌ ইয়ং রাধা ॥১৮॥

হে রাধে ! নন্দালয়ে গমন করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ তোমার কুলধর্ম্ম আর রক্ষা পাইবে না। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? শীঘ্র চল। যদি বল, তথায় গমন করিলেই যে মনোরথ সিদ্ধ হইবে তাহার কারণ কি ? তদুত্তর এই যে, মুনিবর দুর্ব্বাসার বরই তোমার প্রতি অনুকূল হইয়া দূতের কার্য্য করিবে ॥ ১৭ ॥

বৃদ্ধা জটিলা এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া শ্রীরাধা-কুন্দলতার সরস

* তথাহি পদ।—

দেখিয়া কুন্দলতা, জটিলা উনমতা,
পবন আনন্দে নাচই।
ধরিয়া রাধা কোরে ছলছল আঁখির লোরে,
কুশল বারতা পুছই।
মোর বাছনি, সত্য কাহিনী,
কহবি নিকটে মোহেরি।
তো হেন কুলবতী, জগতে নাহিক কতি,
হামারি বিশরাস তোহারি॥
গোপপুরী ভরি, যতহুঁ সুন্দরী,
কাহুকো না রহ লাজ।
তো হেন পতিব্রতা, না দেখি যত্তী সতী,
ঘোষয়ে লখিমী সমাজ।
হরষিত কুন্দলতা, তরজি কহে কথা,
কতুহুঁ বিনয়ে বেআরসি।
চতুর শেখর, জরতি অন্তর,
কত যে যতনে সুধারসি॥”

(পদ কল্প তরু)

অনুচিত মিদমেব যৎ সতীনাং
পদমপি ভর্তৃগৃহাৎ ক্ব চাপি যানং।
কিমুত পুনরতীব লম্পটত্ব-
প্রথনবতো বকবিদ্বিষঃ সমীপে ॥১৯॥
তদপি যদিহ গন্তুমেব রাধে!
নিপুণধিয়াপি ময়া নির্দিশ্যসে ত্বং।
তদপি নিখিলবেদি পৌর্ণমাসী
বচনাততে রবিলঙ্ঘ্যতৈব হেতুঃ॥২০॥

জটিলা পুনবাহ। পদং ব্যাপ্যান্তত্র যানং গমনং অত্যন্ত লম্পটত্বেন প্রথা খ্যাতির্যস্য তস্য কৃষ্ণস্য সমীপে অত্যনুচিতমিত্যর্থঃ ॥১৯॥

জটিলা বধূং প্রত্যাহ। তদপি তথাপি নিপুণধিয়া ময়া যদ্ যস্মাৎ ত্বং নির্দিশ্যসে। তৎ তস্মাৎ অয়ি! রাধে! নিখিলবেদি পৌর্ণমাস্যাঃ ॥২০॥

শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরাধিকার বাক্যের কেবল গমনাসম্মতি সূচক অর্থ-পরিগ্রহ করিয়া সহসা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন—"হে সতি! কুন্দলতে! তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্রী; অতএব আমি তোমার করেই আমার এই বধূ সমর্পণ করিলাম ॥ ১৮ ॥

বৃদ্ধা স্বভাবতঃ দুর্ম্মুখা হইলেও তখন বধূর মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর অথচ শান্ত-মধুর বাক্যে কহিলেন—"বাছা! সতী রমণীর পক্ষে পতি-ভবন হইতে অন্যস্থানে একপদ মাত্র গমন করাও যখন একান্ত অনুচিত, তখন লম্পট-শিরোমণি বলিয়া বিখ্যাত বক-বিনাশী কৃষ্ণের সমীপে তোমার গমন করা কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥ ১৯ ॥

তথাপি হে রাধে! আমি অতি বিচক্ষণা হইয়াও তোমাকে যে তথায় যাইবার নিমিত্ত নিদেশ করিতেছি, অখিলাভিজ্ঞা পৌর্ণমাসী

দেবীর বাক্যসমূহের অলঙ্ঘ্যতাই তাহার কারণ। দেবীর বাক্য ত আর বারেবারে লঙ্ঘন করা যায় না ? ॥ ২০ ॥

তথাহি পদ।—

সে যে ব্রজেশ্বরী, না জানে চাতুরী,
পরম উদার সেহ।
যখন যা বলে, তখনি তা তোলে,
সবারে সমান নেহ॥
হেদেগো আরিয়া মা।
সেজন আমারে, পাঠাইল সত্বরে,
দেখিতে তোমার পা॥ ধ্রু॥
চুল খড় ধরি, দশন উপরি,
যে সব কহিলা রাণী।
সে সব শুনিতে, হেন লয় চিতে,
পাষাণ গলয়ে জানি॥
মাসীর চরণে, কহিয়া বচনে,
গোপেতে আনিবে বধূ।
অলখিতে পথে, আনিবে তুরিতে,
যেমতে না দেখে কেহু॥
শুনিয়া মিনতি, উলসি জরতি,
চলিলা রাইয়ের ঘরে।
কুন্দলতা করে, সঁপিয়া বধূরে,
রাণীরে আশীষ করে॥
রাই কর লৈয়া, নিজ শিরে দিয়া,
কহয়ে কাতর বোল।
কুলের ধরম, পুত্রের সরম,
সকলি রাখিবি মোর॥
যশোদা তনয়, না মানে বিনয়,
তাহারে আমারে ডর।
নিভৃতে কেমনে, আসিবে যতনে
যাহাতে না হাসে পর॥
কুন্দলতা কহে, তুমি দেব মোহে,
চরণ-পরশ তোর।
শেখরের ঠাই, কোন ডর নাই,
সে মনে ভরসা মোর॥

[পঃ কঃ]

ব্রজপতি-গৃহিণী গিরং চিরভ্য-
র্থন-বিনয়ানুনয়ানুবদ্ধ-মূলাং ।
কতি নিরসিতুমত্র শক্নুম স্ত-
ত্তব ভগবান্ হরিরেব রক্ষিতাস্তু ॥২১॥

ব্রজপতি-গৃহিণী-গিরং কতিবারং অন্যথা কর্ত্তুং শক্নুমঃ। গিরং কিন্তুতাং চিরকালং ব্যাপ্য যৎ অভ্যর্থনং যাচ্ঞা এবং বিনয়স্তথৈবানুনয় স্তৈ দৃঢ়ীভূতং মূলং যস্যা স্তাং। তত্তস্মাৎ হরিঃ নারায়ণ স্ত্বাং রক্ষিষ্যতীতি প্রার্থয়ামাসেতি ॥২১॥

আবার তাহার উপর ব্রজপতি-গৃহিণীর সানুনয় চির-প্রার্থনা—তাঁহার সেই অনুনয়-বিনয়-মূলক বাক্যই বা কতবার আর অন্যথা করা যায়? তাই, তাঁহার কথা বারংবার নিরাস করিতে না পারিয়া তোমাকে তথায় যাইতে বলিতেছি। এজন্য চিন্তা করিও না, ভগবান্ হরিই তোমার রক্ষক হইবেন ॥ ২১ ॥

তথাহি পদ।—

জরতি যতন করি, কহে শুন সুন্দরী,
সখী সঙ্গে করহ পয়াণ।
ওড়নী ঘোড়নী মাথে, দেখিয়া চলিবে পথে,
লখিতে না পারে যেন আন ॥
বড়োর ঝিয়ারী বউ, কুলে শীলে নহ ছোট,
সবগুণে হও পরবীন।
থাকিয়া সবার কাছে, বুঝিবা আপন কাজে,
আমি আর জীব কতদিন ॥
সদয়ে বিদায় ক'রে, জটিলা চলিল ঘরে,
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিনী সঙ্গিনী তার সেই সব উপচার,
চলবি পুরগতে সাধে ॥
গজেন্দ্র গমন জিনি, চলে রাই বিনোদিনী,
সুগন্ধ সখীর কেলি অঙ্কে।
এ কবি শেখর রায়, পুছিতে পুছিতে যায়,
রজনী বিলাস রস রঙ্গে ॥ (পঃ কঃ)

অবতি জগদিদং স্বধর্ম্মপালী
কিমিহ সতীঃ স জহাতি লোকনাথঃ।
ইতিকিল ভবতীং তদীয়পাণৌ
সুমুখি সমর্প্য নিরাকুলা ভবেয়ং ॥২২॥

ইতি গুরু জরতী গিরা সমুদ্যৎ
স্মিত-লব সংবৃতি-পেশলাঃ সখী স্বাঃ।
বিকসদসিত নেত্রকোণ-ভঙ্গ্যা
কিমপি নিগদ্য বভূব সাপি তুষ্ণীম্ ॥২৩॥

• স লোকনাথঃ পরমেশ্বরঃ ইদং জগৎ অবতি রক্ষতি; অতএব স্বধর্ম্মান্ পালয়ন্তীতি স্বধর্ম্মপালীঃ সতীঃ স কিং জহাতি পরিত্যজতি নৈবেত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ হে সুমুখি! তস্য পরমেশ্বরস্য পাণৌ ভবন্তীং ত্বাং সমর্প্য অব্যাকুলা-ভবেয়ং ॥২২॥

জটিলায়া বচনস্যার্থান্তর মবগত্য সখ্যঃ সস্মিতা ইত্যাহ। গুরু জরতী জটিলা তস্যা গিরা বাক্যেন সম্যক্ উদগচ্ছন্ যঃ স্মিতলব ইষদ্ধাস্যাল্পমাত্রাংশস্তস্য সম্বরণে পেশলা চতুরাঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ সখীঃ। সা রাধা বিকসদসিত নেত্রভঙ্গ্যা কিমপি নিগদ্য তুষ্ণীং বভূব, বিকসৎ প্রফুল্ল অসিত শ্যামশ্চ যো নয়ন-কোণস্তস্য ভঙ্গ্যা কটাক্ষমাত্রেণ হে সখ্যঃ! যুষ্মাকং মনোরথঃ পূর্ণ ইতি কিঞ্চিৎ কথয়ন্ত্যেত্যর্থঃ। হরিরিত্যাদিনা নারায়ণাভিপ্রায়েণ তয়া উক্তং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ সখ্যো হসিতবত্য ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৩॥

যে লোকনাথ পরমেশ্বর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমার ন্যায় স্বধর্ম্ম-পালিকা সখীগণকে কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? কখনই না। অতএব হে সুমুখি! আমি তাঁহার কর কমলে তোমাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম ॥ ২২ ॥

জটিলা সরল প্রাণে নারায়ণ উদ্দেশেই এস্থলে 'হরি' শব্দাদির উল্লেখ করিলেন, কিন্তু সুরসিকা সখীগণ এই হরি-শব্দাদি শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েই

অনভিমতিমতীব তৎ পুরঃ সা
মুহু রভিনীতবতী তয়ানুনীতা।
হৃদি বিধিমনুকূলমানমন্তী
চলিতবতী ললিতাদিভিঃ সখীভিঃ ॥২৪॥

অথ নিজ ভবনাদ্বিনির্যতী সা
তনুরস-াভরণ-চ্ছবি-চ্ছটাভিঃ।

তস্যা জটিলায়াঃ পুরঃঅগ্রে অত্যন্তানভিমতিং স্বস্য গমনে অসম্মতিং মুহুরভিনীতবতী রাধা পশ্চাত্তয়া জরত্যা চ অনুনীতা বিনয়নীত্যা কথিতা সতী সখীভিঃ সহ চলিতবতী। কথম্ভূতা অনুকূলবিধিং মত্বা নমস্কুর্ব্বতী ॥২৪॥

গৃহান্নির্গমনকালে শ্রীরাধায়াঃ শোভামাহ। নিজভবনাদ্বিনির্গচ্ছন্তী সা রাধা

প্রযুক্ত, জটিলার বাক্যের এইরূপ অর্থান্তর-গ্রহণ করিয়া ঈষৎ-হাস্য করিতে লাগিলেন। যেন তখন জটিলার বাক্যে সখীসমাজে সহসা মৃদুহাস্যের ক্ষীণ জ্যোৎস্না-লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রীরাধা চকিত-নয়নে চাহিবামাত্র চতুরা সখীগণ সে মৃদুহাস্য-লব অতি নিপুণতার সহিত সম্বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীরাধা তখন নীরবে অবস্থান করিলেও বিকসিত শ্যামাপাঙ্গ-বিলাস দ্বারা যেন স্বীয় সখীগণকে প্রকাশ করিলেন—"হে সখীগণ! তোমাদের মনোরথই পূর্ণ হইল" ॥ ২৩ ॥

অথচ জটিলার সম্মুখে শ্রীনন্দালয় গমনে অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ভাব-অভিনয়ের ফলে তখন জটিলার হৃদয়ে বধূকে নন্দালয়ে পাঠাইবার তীব্র-আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। জটিলা স্নেহ-মধুরবাক্যে শ্রীরাধাকে যাইবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাও এই অপ্রত্যাশিত প্রিয়-সম্মিলনের শুভ সুযোগ লাভ করিয়া মনে মনে অনুকূল বিধিকে শত নমস্কার করিলেন। তারপর অনুরাগের উদ্দাম উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া তখনই ললিতাদি সখীগণের সহিত নন্দালয়ে চলিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্যধিত মণিবিচিত্র-শাতকৌম্ভীম্
পুর-বিশিখাং সুরভীকৃতাখিলাশা ॥২৫॥
জন-নিবহ-গতাগতি-প্রবৃত্তৌ
দরবিমুখী সরণেঃ শ্রিতৈকপার্শ্বা।
অবনতদৃগবাচকাস্যপদ্মো-
পরি পরিগুণ্ঠন-মাধুরী প্রপেদে ॥২৬॥

বসনাভরণচ্ছবিভিঃ কবচৈঃ পুরস্য বিশিখ 'গলীতি' প্রসিদ্ধাং মণিবিচিত্র শাত-কৌম্ভীং মণিখচিত সুবর্ণময়ীং ব্যধিত চকার। বসনাভরণানাং নানাবিধ কান্ত্যা নানামণি প্রতীতির্দেহকান্ত্যা স্বর্ণপ্রতীতিরিতি বোধ্যম্। কথম্ভূতা সুরভীকৃতা অখিলাশা সর্ব্বদিক্ যয়া সা ॥২৫॥

* গমনকালে চলন-ক্রমমাহ। জনসমূহস্য গতাগতি প্রবৃত্তৌ সত্যাং অর্থাৎ জনসমূহস্য যদি গমনাগমনে ভবত তদা ঈষদ্বিমুখী এবং সরণেঃ মার্গস্য শ্রিত

আহা! সেই গৃহ-নির্গমনকালে শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ শোভা-মাধুরী শতধারে উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রোজ্জ্বলপীত কনক-কান্তিতে—তনু-লতার লাবণ্য লহরীতে আর বিচিত্র বসন-ভূষণের স্নিগ্ধো-জ্জ্বল ছটায় পুরোবর্ত্তি-বিশিখ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ গলি-পথ বিবিধ মণি-কিরণোদ্ভাসিত সুবর্ণময় প্রতীত হইল এবং তাঁহার মনোমদ শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে নিখিল দিগ্বধূ সুরভিত হইয়া উঠিল ॥ ২৫ ॥ *

আমরি! তাঁহার গমন-ভঙ্গিমা কি চমৎকার! পথিমধ্যে জনসমূহ

* তথাহি পদ।—

সুন্দরী সখী সঙ্গে করল পয়াণ।
রঙ্গপটাম্বরে ঝাঁপল সবতনু, কাজরে উজর নয়ান॥
দশনক জ্যোতিঃ মোতি নহ সমতুল, হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল, বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
কত পদতলে, থল কমল দরারুণ, মঞ্জীর রুনুঝুনু বাজ।
গোবিন্দ দাস কহ, রমণী শিরোমণি, জিতল মনমথরাজ॥

(পরে কক ভঃ)

কচন চ পথি নির্জ্জনে কদাচিৎ
স্ফুটমিতরেতর বাগ্বিলাস-রঙ্গৈঃ।
যদি চলতি তদা কুতঃ ক যামী-
ত্যপি ন হি বেদন-গোচরী করোতি ॥২৭॥
সখি নিজপুরতো বিদূরমাগা
ব্রজপতিসদ্ম-সমীপবর্ত্তি-বৃত্তম্
তদয়ি! নয়ন-চাতকাভিলাষঃ
ফলতি তবাশ্বিতি সংপ্রতি প্রতীহি ॥২৮॥

একপার্শ্বে যয়া এবম্ভূতা রাধা অবনতা নম্রাকৃতা দৃক্ যতস্তাদৃশী এব ন বাচকং কৃতমৌনং চ যদাস্য-পদ্মং তস্য উপরি 'ঘুংঅট' ইতি খ্যাতস্য অবগুণ্ঠনস্য মাধুরী প্রপেদে চকারেত্যর্থঃ ॥২৬॥

ইতরেতর বাগ্বিলাসরঙ্গৈঃ করণৈ যদি চলতি তদা কুতঃ স্থানং কুত্র যামীত্যপি-ন হি বেদন-গোচরী করোতি ন জানাতীত্যর্থঃ ॥২৭॥

পথি সখীনাং কৌতুকোক্তি মাহ। ব্রজপতি-গৃহং সমীপবর্ত্তি জানং অয়ি! সখি-রাধে! তত্তস্মাত্তব নয়নরূপচাতকস্য কোঽপি অভিলাষ আশু ফলতি ইতি সম্প্রতি ত্বং প্রতীহি ॥২৮॥

যাতায়াত করিবার কালে যেমন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে অমনই তিনি পথের এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া ঈষৎ-বিমুখী হইয়া আনত-নয়নে নীরবে অবস্থান করিতেছেন এবং বদন-কমলের উপর সুন্দর অবগুণ্ঠন-মাধুরী টানিয়া দিতেছেন ॥ ২৬ ॥

আর যখন পথিমধ্যে জনগণের গতিবিধি না থাকে, তখন সেই নির্জ্জন পথে হৃদয়ের আনন্দ-আবেগে পরস্পর বাগ্বিলাসরঙ্গে এমনই তন্ময় হইয়া চরণের লঘু-ভঙ্গিম গতিতে যাইতে লাগিলেন যে, "কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি"—এ চিন্তার আভাস মাত্রও তখন তাঁহাদের হৃদয়-কোণে স্থান পাইল না ॥ ২৭ ॥

এইরূপে যাইতে যাইতে যখন স-সঙ্গিনী শ্রীরাধা নন্দালয়ের অদূরে

ইতি নিগদিত মাত্রতঃ স্ব-সখ্যা
সপদি সবেপথুজাড্যবিপ্লুতাঙ্গীম্।
প্রসভমভিদধার চেতয়ন্তী
কিমপি জগাদ চ তাং তদৈব কৌন্দী ॥২৯॥

(যুগ্মকং)

সুমুখি কিমধুনৈব বিক্লবাভূ
নয়নপথা-মিলিতেঽপি কৃষ্ণচন্দ্রে।

সখী বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তে হেতো রাধায়াঃ সাত্ত্বিক ভাবমাহ। তাদৃশ-দশাপন্নাং রাধিকাং চেতয়ন্তী কুন্দবল্লী দধার এবং তদৈব কিমপি জগাদ ॥২৯॥

হে সখি! রাধে! নয়ন-পথস্য অমিলিতে কৃষ্ণচন্দ্রে সতি কিমধুনৈব বিক্লবা অভূঃ। তস্মাত্তবাখিলং সতীত্বং ময়া অবগমং প্রাপ্তং ময়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। নমু

উপস্থিত হইলেন, তখন সখীগণ উল্লাস-দীপ্তকণ্ঠে কৌতুকভঙ্গীতে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"সখি! তুমি নিজালয় হইতে এখন অনেক দূরে আসিয়াছ, ব্রজপতি-ভবন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অতএব হে রাধে! এই বার জানিও, তোমার নয়ন-চাতকের আশা লতা আশু ফলবতী হইবার সম্ভাবনা হইল ॥ ২৮ ॥

সখীগণের এই কৌতুকময়ী কথা শ্রীরাধার কর্ণপুটকে নন্দিত করিয়া মুহূর্ত্তে মরমের স্তরে স্তরে ঝঙ্কৃত হইল—মুহূর্ত্তে হৃদয়-দর্পনে প্রিয়তমের প্রাণমাতান মধুর মূর্ত্তি স্ফুরিত হইল, অমনই দেহ-লতায় কম্প-জড়িমাদি সাত্ত্বিক ভাব-কুসুমাবলী ফুটিয়া উঠিল; সে উদ্দাম ভাব-ভরে শ্রীরাধার তনু-লতাখানি যেন তখন ধরাতলে লুঠিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সুচতুরা কুন্দলতা সেই ভাবাবেশ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধাকে বাহু-পাশে ধারণ করিলেন এবং এইরূপ পরিহাস-প্রসঙ্গে তাঁহার চেতনা-সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

হে সুমুখি! কৃষ্ণচন্দ্র তোমার নয়ন-পথবর্ত্তী না হইতেই তুমি এমন বিহ্বলা হইয়া পড়িলে? না জানি, নয়নগোচর হইলে তোমার কি

অবগমমখিলং সতীত্বমাপ্তং
তব সমবয়ঃসদ এব যৎ প্রমাণম্ ॥৩০॥
ধৃতিমিহ হৃদি ধর্ত্তুমীশিষে নো
যদপি তদপ্যবলে ক্ষণং দধীথাঃ।
গিরিযুগভরধারণায় যস্ত
গিরিধর এব ময়াস্য যোজনীয়ঃ ॥৩১॥

মম কিং বৈজাত্যং ত্বয়া দৃষ্টং তত্রাহ। যদ্ যস্মাত্তব সবয়সাং সখীনাং সদ সভা এব প্রমাণং ॥৩০॥

কুন্দবল্লী পুনঃ পরিহসতি। ইহ হৃদি ধৃতিং ধৈর্য্যং ধর্ত্তুং যদ্যপি ন ঈশিষে ন সমর্থা ভবসি। হে অবলে! রাধে! শ্লেষেণ ধৈর্য্যধারণাসমর্থে! তথাপি দধীথা ক্ষণং ধৈর্য্যং কুরু। নমু বক্ষঃস্থল-পর্ব্বতদ্বয়স্য ভারেণ ব্যাকুলাস্মি, তত্রৈব পুন র্মহাভারাং ধৃতিং ধর্ত্তুং কিমাদিশসীতি তত্রাহ। তে তব গিরিযুগভারস্য ধারণায় গিরিধরঃ কৃষ্ণঃ তস্য গোবর্দ্ধনধারণে অভ্যাস স্তাবদ্বর্ত্তত এব অতঃ ক্লিষ্টায়াস্তবোপকারং করিষ্যত্যেবেতিভাবঃ ॥৩১॥

ভাবের উদয় হইবে। এক্ষণে তোমার বিশ্ব-বিশ্রুত বিপুল সতীত্ব-গৌরব যে কি প্রকার তাহার বেশ পরিচয় পাইলাম। যদি বল, আমাতে এমন কি বিসদৃশ ভাব দেখিলে? এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব। তোমার সহচরীগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ৩০ ॥

কুন্দলতা পুনরায় পরিহাস বাক্যে কহিলেন,—অবলে! যদিও তুমি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। তথাপি ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ কর। যদি বল, একেই ত হৃদয়-স্থিত গিরিযুগের ভার বহনে ব্যাকুল হইয়াছি, তাহাতে আবার তথায় মহাভার-ধৈর্য্যকে ধারণ করিব কেমন করিয়া?”—ইহার উপায় বলি শুন। গোবর্দ্ধনগিরি ধারণে অভ্যাস থাকায়, সেই গিরিধারীকেই আমি তোমার হৃদয়স্থ গিরি-যুগের ভারবহনে নিযুক্ত করিব। যেহেতু তুমি যখন অতিশয় ভার-ক্লিষ্টা হইয়াছ তখন তিনি তোমার ঐ কনকগিরি-যুগলকে করকমলে ধারণ করিয়া অবশ্য তোমার পরম উপকার করিবেন ॥৩১॥

গিরিধর দিশ এব শঙ্কয়া যা-
জনি বিধুরাদ্য সখী মহাসতীয়ং।
পরিবদাস বলাদিমা মবিজ্ঞে
তদপি নিদেক্ষ্যসি হা পুনস্তমস্যাং ॥৩২॥
ত্বয়ি মুহুরিয়মর্পিতার্য্যায়া য-
ত্তদুচিত মেব বিধিৎসসেঽদ্য ভদ্রম্।
স্বমিব সখি! পরং জনং ন বিদ্ধী
তুদিতবতী ললিতা পুন স্তয়োচে ॥৩৩॥

ললিতা উত্তরমাহ। হে অবিজ্ঞে! কুন্দবল্লি! যা মম সখী গিরিধর-দিশঃ সকাশাৎ শঙ্কয়া বিধুরা উদ্বিগ্না অজনি অভূৎ। যত ইয়ং মহাসতী ততোঽপি বলাৎ ইমাং সখীং পরিবদাস পরিবাদং দদাসি অত স্বমতাবাবিজ্ঞাত-তদর্পিতং গিরিধরং অস্যাং বিষয়ে নিদেক্ষ্যসি অস্যাঃ পরিচর্য্যার্থং তং নিযুক্তং করিষ্যসি! হা ইত্যতাব দুঃখং ॥৩২॥

যদ্ যস্মাদার্য্যয়া জটিলয়া। তত্তত এব উচিতমেব বিধিৎসসে। অদ্য কর্ত্তু-

কুন্দলতার এই মনোমদ পরীহাস প্রসঙ্গে সখীগণের হৃদয়, আনন্দে ভরিয়া উঠিল—উদ্দীপ্ত উল্লাসতরঙ্গে সমস্ত মর্ম্মদেশ যেন স্পন্দিত হইতে লাগিল। তথাপি এ রহস্যের একটা সরস উত্তর দেওয়া ত চাই! তাই, রহস্য-প্রিয়া ললিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কুন্দলতে! তুমি অবোধের মত কি বলিতেছ? দেখিতেছ না, গিরিধর এইদিকে অবস্থান করেন, এই আশঙ্কা করিয়াই আমাদের প্রিয়সখী অতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তুমি জোর করিয়া এই সতীকুল-শিরোমণির প্রতি কেন অযথা নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছ? অতএব তুমি বড়ই অবিজ্ঞা। হায়! এই প্রাণসখীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত তুমি সেই গিরিধারীকে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিতেছ—কি দুঃখের বিষয়! ॥৩২॥

আর্য্যা জটিলা বিশ্বাস করিয়া বারংবার কি বলিয়া বধূকে তোমার

অলমলমনয়া গিরা বিদূরে
কলয় পুরঃ পুরতোরণোপকণ্ঠে।
স্ফটিক-ঘটিত-রত্ন-চিত্রিতাস্থা-
ন্যাভিনব-কুট্টিমগং হৃদ্যেককাম্যম্ ॥৩৪॥
সরস মুষসি দুগ্ধ-নৈচিকোকঃ
সহ দবয়াঃ কৃতমল্ল-রঙ্গ-কেলিঃ।

মিচ্ছসি ভদ্রং ললিতা ইতি উদিতবতী; পুনস্তয়া কুন্দবল্যা উচে। ললিতাং প্রতি কথিত মিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

হে ললিতে! কিন্তু অবিদূরে সমীপে পুরোঽগ্রে কলয় পশ্য। কুত্রচিৎ পশ্যামি তত্রাহ পুরস্যতোরণং বহির্দ্বারং তস্য উপকণ্ঠে নিকটে হৃদ্যেককাম্যং কশ্চিৎ পুরুষং পশ্য। কিম্ভূতং স্ফটিক-ঘটিত রত্নেন চিত্রিতায়া আথায়েতি প্রসিদ্ধা আস্থানী তস্যাং যৎ অভিনবং চবুতরা ইতি প্রসিদ্ধং কুট্টিমং তত্রগতং তত্রস্থং ॥৩৪॥

এষঃ শ্রীকৃষ্ণো ভাতি পশ্য। এষ কিম্ভূত উষসি প্রাতঃকাল সরসং সহর্ষং যথাস্যাত্তথা দুগ্ধ-নৈচিকোকঃ দুগ্ধাতিশয়বত্যোগাবো যেন সবয়োভির্বালকৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ সন্ কৃতমল্লক্রীড়ঃ পুনশ্চ অবগতা জ্ঞাতা ভবদাল্যা বাধায়া আগমনবার্ত্তা

করে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে সখি! এক্ষণে তাহার সমুচিত কার্য্য করিতে চাহিতেছ বটে, তবে শুন কুন্দলতে! তুমি আপনি যেমন, সেরূপ অপরজনকে জানিও না ॥৩৩॥

কুন্দলতা ঈষৎ প্রণয়-কোপ-স্ফুরিত কুটিল আপাঙ্গভঙ্গী করিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঔৎসুক্য আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন—"আর কেন সখি! আর বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? ঐ দেখ, তোমাদের অদূরেই চাহিয়া দেখ।"

ললিতা হাসিয়া কহিলেন—"কোথায় কি দেখিব সখি!"

কুন্দলতা কহিলেন—"ঐ দেখ, সম্মুখে পুরতোরণের সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকনির্ম্মিত রত্ন-চিত্রিত আস্থানি অর্থাৎ আথিয়া'র অভিনব কুট্টিম বা

অবগত-ভবদালি-যান-বার্ত্তা
ক্ষুভিত-হৃদাগত এষ ভাতি পশ্য ॥৩৫॥
ব্রজপুর-ললনাকুলোন্মদিষ্ণু-
করণ-পটু-চ্ছবি-মণ্ডলোপগূঢ়ঃ।

তয়া ক্ষুভিতং হৃদযস্ত এষ আগতঃ তস্মাদ্ গোদোহনমল্লক্রীড়ানন্তর মেতদর্থমেবাত্রাগত্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

পুনঃ কুন্দবল্লী শ্রীকৃষ্ণং বিশিনষ্টি। স কিম্ভূতঃ? ব্রজপুর-ললনাসমূহানাং উন্মদিষ্ণুকরণে পটু সমর্থং যচ্ছবিমণ্ডলং কান্তিসমূহ স্তেন উপগূঢ় স্তদযুক্ত ইত্যর্থঃ।

চবুতরার উপর তোমাদের হৃদয়ের একমাত্র কাম্যনিধি কেমন শোভা পাইতেছেন ॥৩৪॥ †

সখি! তোমাদের বাঞ্ছিত প্রাতঃকালেই সানন্দে দুগ্ধবতী গাভী সকল দোহন করিয়া বয়স্যগণের সহিত মল্লক্রীড়ারঙ্গ সমাধা করিয়াছেন এবং তোমরা শ্রীরাধা সহ এই পথেই আসিবে জানিয়া ঐ দেখ ক্ষুভিত-হৃদয়ে তোমাদেরই আসাপথ নিরীক্ষণ উদ্দেশে 'ছত্রির' উপর অবস্থান করিতেছেন ॥৩৫॥

আহা! কি সুন্দর! কি চিত্তোন্মাদিনী মাধুরীমাখা মূর্ত্তি! কুন্দলতা সে মোহনীয় রূপের বর্ণনা করিতে করিতে একবারে ভাবে বিভোর

---

† শ্রীরায়-শেখরের পদাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গোদোহন কার্য্যে ব্যাপৃত সেই সময় শ্রীরাধা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীনন্দরাজপুরে প্রবেশ করেন এবং সেই সময়েই পথে শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। কিন্তু এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, গৃহ-ছাদের উপর অবস্থান করিয়া শ্রীরাধার আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধা রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং বিভিন্নদিনের লীলা বর্ণনার কারণেই এইরূপ অসামঞ্জস্য বুঝিতে হইবে। এই লীলারস-পারিপাট্যের প্রকারান্তর প্রদর্শন উদ্দেশেই এস্থলে শেখরের পদাবলী উদ্ধৃত হইল। যথা—

তথাহি পদ—"যে পথে নাগর শিরোমণি। সে পথে চলিল সুবদনী ॥ নাগর সহচর মেলি। গোঠহি করু কত কেলি ॥ ধেনু চরণে দেই ছন্দ। দোহন করু অনুবন্ধ ॥ গোরসময় নব অঙ্গ। তথিলেই মোতিম রঙ্গ ॥ ঘুটকি ঘুটকি ভারি চারি। সুবল সখা সহকারী ॥ দুর সঙ্গে হেরল রাই। হেরি মাধব বলিহারি যাই ॥ পঃ কঃ।"

মধুরিমধুরয়ৈব কিং ত্রিভঙ্গী-
কৃত তনুরুচ্চলদাম-মাদিতালিঃ ॥৩৬॥
শ্রিত-মৃদুতর-গণ্ড-কুণ্ডলাধ্যা-
পনপর-তাণ্ডব-পণ্ডিতাক্ষি-যুগ্মঃ ।
পবনধুত-পটাঙ্গ-গৌর-নীল-
দ্যুতি-লহরী-স্তিমিতীকৃতাখিলাশঃ ॥৩৭॥

পুনশ্চ মধুরিমধুরয়া মাধুর্য্যাতিশয়েনৈব ত্রিভঙ্গীকৃতা তনুর্যস্য। পুনশ্চ উচ্চলং চঞ্চলং যদ্দাম বনমালা তেন উন্মত্তীকৃতা ভ্রমরা যেন ॥৩৬॥

পুনঃ কথম্ভূতঃ ? শ্রিতৌ মৃদুতরো গণ্ডৌ যাভ্যাং তাদৃশে যে কুণ্ডলে তয়োর্যৎ অধ্যাপনং তৎ পরং । অথচ তাণ্ডবপণ্ডিতং অক্ষিযুগ্মং যস্য, নৃত্যশাস্ত্রে পণ্ডিতং যস্য অক্ষিদ্বয়ং । কুণ্ডলদ্বয়ং পাঠয়তীত্যর্থঃ। পুনশ্চ পবনেন ধুতঃ কম্পিতঃ যঃ পটঃ অঙ্গঞ্চ তয়োর্যা নীলগৌরদ্যুতয়স্তাসাং যা লহরী তয়া স্তিমিতীকৃতা স্নিগ্ধীকৃতা অখিলা আশা দিশো যস্য সঃ গৌরনীল-দ্যুতীত্যনেন প্রয়োগঃ সূচ্যতে। তৎপক্ষে গৌরঃ শ্বেতঃ গৌরোঽরুণে সিতে পীতে" ইত্যমরঃ ॥৩৭॥

হইয়া পড়িলেন। পলকহীন মুগ্ধনয়নে চাহিয়া চাহিয়া স্নিগ্ধ-জড়িতস্বরে কহিলেন—"যে কমনীয় শ্যামকান্তি-দর্শনে ব্রজপুরললনাকুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়—হৃদয় উন্মাদিত হইয়া উঠে। ঐ দেখ সখি! তোমাদের কালিয়া বঁধু সেই কান্ত-কান্তি-মণ্ডল দ্বারা কেমন আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছেন! দেখ, দেখ, উঁহার কৈশোরোল্লাসি-সুকুমার তনুযষ্টিখানি মাধুর্য্যের মহাভাবে কেমন ত্রিভঙ্গিম ভাব ধারণ করিয়াছে এবং মৃদুসমীরান্দোলিত বনমালার মধুর-সৌরভে ভ্রমর সকলও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥৩৬॥

আহা! উঁহার তাণ্ডব-পণ্ডিত নয়ন দু'টী কুল্ল-গণ্ডমণ্ডলশোভি কুণ্ডলযুগলকে কেমন অপূর্ব্ব নৃত্যকলা শিখাইতেছে, দেখ। চপলের নিকট চপলতা শিক্ষা স্বাভাবিক বটে। ঐ দেখ সখি! মন্দ মলয়ানিল-বিধুত বসনের পীতকান্তি ও শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক নীলকান্তি-লহরী একত্র সম্মিলিত হইয়া নিখিল দিগ্বধূগণকে কেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিতেছে—

প্রিয়সখ-ভুজশীর্ষ্ণি রাজদুদ্যৎ
করিকর-নিন্দকধাম-বামবাহুঃ ।
নিজরুচি-বিজিতাব্জ-ঘূর্ণনৈক-
ব্যসন বশেতরপাণি রেষ ইষ্টে ॥৩৮॥
ইতি গিরমথরূপ-মাধুরীং তাং
যদি চষকীকৃত কর্ণনেত্রযুগ্মা ।
অপিবদদরমোহিত স্তদা তৎ
প্রসৃমর-সৌরভ মাশ্ববোধয়ত্তাম্ ॥৩৯॥

পুনশ্চ প্রিয়সখস্য সুবলস্য ভুজশীর্ষ্ণি স্কন্ধে রাজৎ, অথবা উদয়ং প্রাপ্নুবন্তি-শুণ্ডস্য নিন্দকং ধাম কান্তির্যস্য তথাভূতো বামবাহুর্যস্য সঃ । পুনশ্চ নিজরুচিভি নির্জ্জি কান্তিভিঃ বিজিতং যদব্জং লীলাকমলং তস্য ঘূর্ণনরূপং যৎ একং ব্যসনং অধ্যবসায় স্তস্য বশ ইতরপাণি দক্ষিণ করো যস্য স এব শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টে কামিনীজন বশীকরণে ঐশ্বর্য্যং করোতি । তথা চ সুবলস্কন্ধে বামহস্তং দত্বা দক্ষিণ পাণিনা লীলাকমলং ঘূর্ণয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কুন্দবল্ল্যা ইতি গিরং এবং তাং কৃষ্ণস্য রূপমাধুরীং শ্রীরাধিকা অপিবৎ। কথম্ভূতা চষকীকৃতং পাণপাত্রী কৃতং কর্ণযুগ্মং নেত্রযুগ্মঞ্চ যথা সম্ভূতা। তৎ

যেন মনে হইতেছে—বসনের গৌরকান্তি ও শ্রীঅঙ্গের নীলকান্তি জাহ্নবী-যমুনারূপে মিলিত হইয়া পবিত্র প্রয়াগ-সঙ্গম সূচনা করিতেছে, এই অপূর্ব্ব শোভামাধুরীর পুণ্যতীর্থে যে অবগাহন করে, তাহার কোন বাঞ্ছাই আর অপূর্ণ থাকে না ॥৩৭॥

কি সুন্দর ! ঐ যে সখি ! ব্রজেন্দ্র-নন্দন সুঠাম করি-কর নিন্দিত সুশোভন বামবাহু প্রিয়সখা সুবলের স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া এবং দক্ষিণ করে নিজকান্তিমালায় উদ্ভাসিত লীলা-কমল ঘূর্ণনে যত্নপর হইয়া কামিনী-কুলের বশীকরণে কেমন ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ করিতেছেন দেখ ! আমরি ! মোহনীয়ার ঐ নবনটবর বেশ দেখিয়া কোন্ রমণী মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে ? ॥৩৮॥

শ্রীরাধা, ব্রজরাজ-ভবনের যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছেন, তাঁহার

পুলক নিবহ কম্পসম্পদশ্রু-
স্রুতি কলিলাপি ধৃতিং দধত্যবাদীৎ ।
সখি ! কিমপরমস্তি বত্ম´পাদৌ
ন মম পুরশ্চলতোঽস্য কিং করোমি ॥৪০॥
গুরু পরবশতৈব দোষ দূরী-
করণ পটু স্তব কিং ভিয়া হ্রিয়া বা ।

পানাচ্চ অদরমোহো জাত স্তস্মান্মোহাত্তদা তস্য কৃষ্ণস্য প্রসৃমর সৌরভং প্রসরণশীলং সৌগন্ধ্যং তাং শ্রীরাধাং অবোধয়ৎ বহির্বোধয়ামাস ॥ ৩৯ ॥

পুলক নিবহঃ রোমাঞ্চসমূহঃ কম্পসম্পৎ কম্পসমূহঃ অশ্রুস্রবণং তাভিঃ কলিলা ব্যাপ্তাপি রাধা ধৃতিং দধতী সতী অবদৎ—হে সখি ! কিং অপরং বত্ম´ অস্তি’। অস্য কৃষ্ণস্য পুরোঽগ্রে মম পাদৌ ন চলতঃ কিং করোমি তস্মাদ্বত্ম´ান্তরমাস্তি চেন্বদ ॥৪০॥

কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ততই হৃদয়ের-কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে প্রিয়সখী কুন্দলতার বচনামৃত কর্ণচষকে এবং সেই কোটিকাম কমনীয় রূপামৃত নয়ন চষকে পান করিয়া কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীরাধা আকস্মিক চিত্ত-বিকার অতিশয় বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। দুইটী পান-পাত্রে একবারে দুইজাতীয় অমৃত পান করিলে যে চিত্তের এইরূপ প্রবল মত্ততা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রসরণশীল অঙ্গসৌরভ সহসা শ্রীরাধার নাসা পথে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার সে মোহভাব বিদূরিত করিয়া দিল—শ্রীরাধার বাহ্যজ্ঞান আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল ॥৩৯॥

কিন্তু তখনও শ্রীরাধার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রগাঢ় কৃষ্ণানুরাগের প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে—তখনও প্রতি অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবোত্থ পুলক-কম্প বিদ্যমান—তখনও নয়নকমলে প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধধারা ঝরিতেছে শ্রীরাধা অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সে ভাবের প্রভাব অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া অভিমানস্ফুরিত অথচ করুণ-কম্পিতস্বরে কহিলেন—

সপদি সবয়সেতি বোধ্যমানা
লঘু লঘু গন্তুমিয়েস সা তদগ্রে ॥ ৪১
কিমিদমিতি পরস্পরাবলোকো-
চ্ছলিত মহামধুরিম্নি যত্তয়ো স্তাঃ।

ততশ্চ ললিতা আহ। হে সখি! গুরু-পরবশতা এব দোষ দূরীকরণে পটুঃ তব হ্রিয়া ভিয়া বা কিং প্রয়োজনমিতি। সপদি তৎক্ষণং সবয়সা ললিতয়া প্রবোধ্যমানা সা রাধা লঘু লঘু যথা স্যাত্তথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে গন্তুং ইয়েষ ইচ্ছাং কৃতবতী। ইষু ইচ্ছায়াং ধাতুঃ ॥৪১॥

সখি! ব্রজরাজ-ভবনে যাইবার আর কোন পথ নাই কি? উঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে আমার আদৌ পা সরিতেছে না, আমি করি কি? যদি অন্যপথ থাকে তবে সেই পথেই লইয়া চল ॥৪০॥

শ্রীরাধার উদ্বেগ-সমাকুল মুখখানি দেখিয়া চতুরা ললিতা তাঁহার হৃদয়ের সেই গূঢ় ভাব সহজেই বুঝিয়া লইলেন, তথাপি হাসিতে হাসিতে আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! লম্পটের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া ভয়ে তোমার অঙ্গ-লতিকা কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং তোমার কমলায়ত নয়ন-কোণেও অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। ভয় কি সখি! গুরু-পরবশতাই তোমার সকল দোষ বিদূরিত করিয়া দিবে। সুতরাং শঙ্কা-শরমে কেন অনর্থক অভিভূত হইতেছ? গুরুজন যখন তোমাকে যাইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া যাইতেই বা তোমার দোষ কি? বরং না যাইলে গুরুজনের আজ্ঞা-লঙ্ঘন হেতু প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। অতএব চল সখি! এই পথেই চল।" ললিতার রহস্য-গর্ভ আশ্বাস-বাক্যে শ্রীরাধা যেন কতক আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে ললিতার বুদ্ধি-বৃত্তির প্রশংসা করিয়া সানন্দ-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তি-পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন ॥৪১॥

স্ব মতুলতরঙ্গিন্যগজ্জয়ন্মা-
লয় ইতি বর্ণয়িতুং ন গীরপীষ্টে ॥ ৪২ ॥

ততশ্চ পরস্পরাবলোকজন্য হর্ষমবলোক্য সখীনামপি উৎপন্নং হর্ষং বর্ণয়িতুং বাগ্‌দেব্যপি ন সমর্থেত্যাহ। ইদং কিমিতি। স চমৎকারো যঃ পরস্পরাবলোকস্তেন উচ্ছলিতো য স্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্মহামধুরিমা তস্মিন্ আল্যঃ সখ্যঃ স্বং অমজ্জয়ন্ আত্মানং নিমগ্নং কৃতবত্যঃ ইতি গীঃ সরস্বত্যপি বর্ণয়িতুং ন ইষ্টে ন সমর্থা ভবতি। মধুরিম্নি কথম্ভূতে ? অতুলতরো বেগো যস্য তস্মিন্ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম উভয়েই উভয়ের নয়নপথের পথিক হইলেন—উভয়েরই ধ্যানের ধন উভয়েরই প্রত্যক্ষ! আহা! এই যে প্রাণাধিকা প্রেম-প্রতিমা সম্মুখেই শোভা পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অতৃপ্ত-নয়নে শ্রীরাধার প্রাণামোদী রূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন। যতই দেখিতেছেন ততই হর্ষে—বিস্ময়ে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছেন —"মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব বস্তুরে! কি মাধুর্য্য-মথিত অতুল রূপরাশি!"—শ্রীরাধাও মদন-মদ-খণ্ডন প্রাণকান্তের ভুবন-মোহন রূপমাধুরী অপলক-নয়নে দেখিয়া দেখিয়া বিভোর হইতেছেন। এইরূপ পরস্পরের দর্শনানন্দে যখন পরস্পর চমৎকৃত হইলেন—তখন তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ হইতে মহামাধুর্য্যধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া এক অনুপম তরঙ্গিণী রূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল—সখীগণ সেই মাধুর্য্য-প্রবাহে আপনাদিগকে এমনই ভাবে নিমগ্ন করিলেন অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর দর্শনজনিত হর্ষাতিশয্য অবলোকন করিয়া সখীগণের এমনই অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল যে, স্বয়ং বাগ্‌দেবীও তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না ॥৪২॥ *

* তথাহি পদ।—পথ-গতি নয়নে মিলল রাধাকান। দুহুঁ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥ দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। সময় না বুঝত অচতুর চোর॥ বিদগধ সঙ্গিনী সব রস জান। কুটিল নয়নে কয়ল সাবধান॥ চলিলা রাজপথে দুহুঁ উরঝাই। কহ কবি শেখর দুহুঁ চতুরাই॥ পঃ কঃ।

অঘদগন-চকোর-চন্দ্রিকা স্তাঃ
শশিবদনাপি পপৌ মুহুঃ পিপাসুঃ ।
গিরিধর-মুদিরোপরীহ চাত-
ক্যতনু-রসং প্রববর্ষসেতি চিত্রম্ ॥ ৪৩ ॥

অঘদমনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব চকোরঃ অদ্ভুতচকোরস্তাতস্ত যা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নাস্তাশ্চন্দ্রবদনা রাধা পিপাসুঃ সতী পপৌ এবং গিরিধর এব মুদিরো মেঘস্তস্য উপরি সা রাধিকা রূপা চাতকী অতনুরসং পক্ষে কন্দর্পরসং বর্ষতি। অতীব চিত্রং চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাং চকোরঃ পিবতীতি প্রসিদ্ধঃ মেঘশ্চাতক্যা উপরি রসং জলং বর্ষতীতি প্রসিদ্ধিশ্চ । অত্র তদ্বৈপরীত্যাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

আমরি! স্বভাবের কি অদ্ভুত ব্যতিক্রম! আজ চকোরের চন্দ্রিকা চাঁদে পান করিতেছে! স্বভাবতঃ চাঁদের চন্দ্রিকা চকোরেই পান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ দেখ, আমাদের অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ চকো-রের মাধুর্য্য-কৌমুদী আজ পূর্ণেন্দুমুখী শ্রীরাধার পিপাসু-নয়ন অনিমেষে পান করিতেছে—আহা! সে মাধুরী যে নিত্যাভিনব—তাই, নয়ন ভরিয়া পান করিয়াও বুঝি প্রাণের সাধ মিটিতেছেনা!—আবার ঐ দেখ, বর্ষণোন্মুখ নবজলধরের উপর চাতকী যেন অপূর্ব্ব রসধারা বর্ষণ করি-তেছে—বিচিত্র বটে! কোথায় নবজলধর বারি-বর্ষণে চাতকীর পিপাসা দূর করিবে, সেস্থলে কি না শ্রীরাধা-চাতকীই শ্যাম-জলদের উপর কন্দর্পরস বর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অনুরাগের উন্মাদনা জাগাইতেছে। কি অপরূপ দৃশ্য! ॥৪৩॥ *

তথাহি পদ।—রাধা মুখ-শশী হেরইতে আকুল ভৈগেল নন্দকিশোর। নিজ কুল ধরম করম সব বিছুরল ছান্দন ডোর॥ হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহিঁ রঙ্গ। বিছুরল শৃঙ্গ বেত্রবর পাঁচনি বিছুরল অগ্রজ সঙ্গ॥ বিছুরল শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল বিছুরল যুদ্ধক খণ্ড। মনমাহা মদন মহোদধি উছলল বিছুরল দোহন-ভাণ্ড॥ হেরইতে ভাবিনী, সো রূপ-লাবণী, তনু মন কন্ধ অনুবন্ধে। থড়িক সমীপ সুধামুখী মিলল রায়শেখর পদছন্দে॥ পঃ কঃ

তথাহি পদ।—রাধা বদনচাঁদ হেরি ভুলল শ্যামক নয়ন-চকোর। ছন্দবন্ধবিনু ধবলি ধাওত বাছুরী কোরে আগোর॥ শূন্যহি দোহত মুগধ মুরারি। ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি হেরি হসত ব্রজনারী॥ লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত পুন লেই ছন্দন-ডোর। ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছাঁদল গোবিন্দদাস পহুঁ হেরি ভোর॥ পঃ কঃ

অথ নিজ নিজ মূর্দ্ধ্নি সব্যহস্তো-
ন্নমন-কলা-কলিতাবগুণ্ঠনা স্তাঃ ।
অবনতনয়নাঞ্চলী-বিলীঢ়-
প্রিয়-চরণাব্জ-সুধা যযু স্তদগ্রাৎ ॥ ৪৪ ॥
হরিরপি পরিবৃত্য তন্নিতম্ব-
দ্যুতিনিহিতে ক্ষণ-পঙ্কজোঽবতস্থে ।
বরতনুততিরপ্যতীত্য তদ্‌গো-
পুরমবগুণ্ঠনমীষদস্যতি স্ম ॥ ৪৫ ॥

সাবধানাঃ সত্যঃ সর্ব্বা এব যযুরিত্যাহ । নিজ নিজ মূর্দ্ধনি বামহস্তস্য উন্নমন বৈদগ্ধ্যা কলিতং 'ঘুঙ্গট' ইতি প্রসিদ্ধং অবগুণ্ঠনং যাভি স্তারাধাদয়ঃ অবনতা নম্রীকৃতা যা নয়নাঞ্চলী নয়নকোণস্তয়া বিলীঢ়া আস্বাদনবিষয়ীকৃতা প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণসুধা যাভি এবম্ভূতাঃ সত্যস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রাৎ যযুঃ ॥ ৪৪ ॥

বরতনুততিঃ সুন্দরী সমূহোঽপি তদ্‌গোপুরং বহির্দ্বারং অতীত্য অবগুণ্ঠনং ঈষৎ অস্যতিস্ম দূরীচকার ইত্যর্থঃ স্বভাবোক্তিরিয়ং ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা ও সখীগণ যতই শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন ততই তাঁহারা যেন কত শঙ্কা সঙ্কোচে সাবধানতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবই এইরূপ কুটীল—অন্তরে উদ্দাম উল্লাস-তরঙ্গ, অথচ বাহিরে বামতার নবরঙ্গ! তাই শ্রীরাধাদি ব্রজ-ললনাগণ তখন বৈদগ্ধী সহকারে বামহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া নিজ নিজ মস্তকে তৎক্ষণাৎ 'ঘুঙুট' নামক বিচিত্র অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং লজ্জাবশতঃ নয়নাঞ্চল দ্বারা প্রিয়তমের চরণ-কমল-সুধা পান করিতে করিতে তাঁহারই সম্মুখ দিয়া পুর-পথে চলিয়া গেলেন ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন মুগ্ধ-বিহ্বল নয়নে শ্রীরাধার কোটীচাঁদ-নিঙড়ান মাধুর্য্যরাশি দেখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার সেই ধ্যান প্রতিমা প্রেম-কৌটিল্যপূর্ণ নয়ন-কোণে তাঁহার দিকে চাহিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে

সখি ভবদবলোকজাতহর্ষং
সপদি স চম্পকমালয়া বটুস্তং।
সুখিনমকৃত যত্তদিঙ্গিতজ্ঞা
ভবসি ন বেত্ত্যদিত্যাহ সা স্বসখ্যা॥ ৪৬॥

অধুনা তুঙ্গবিদ্যা রাধিকাং পরিহসতি। হে সখি! ভবদালোকনেন জাতহর্ষং তং শ্রীকৃষ্ণং বটু মধুমঙ্গল শ্চম্পকপুষ্পস্য মালয়া যৎ সুখীনং অকৃত তস্য ইঙ্গিতজ্ঞা ত্বং ভবসি ন বা তেন যৎসূচিতং তদ্বুদ্ধং নবেত্যর্থঃ ইতি স্বসখ্যা তুঙ্গবিদ্যয়া উদিতা সা রাধা আহ॥ ৪৬॥

যেন কত অনুরাগের করুণ-কাহিনী জানাইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রেমাবেশে স্তব্ধ হইলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—প্রাণ-প্রিয়তমা সঙ্গিনীগণের সহিত তখন পুরদ্বারের নিকটে চলিয়া গিয়াছেন। আমরি! যতক্ষণ তাঁহাদের নিতম্ব-দ্যুতি নয়নগোচর হইতে লাগিল, হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ততক্ষণ স্বীয় পিপাসু-নয়নদুটীকে সেই অনুপম দ্যুতি প্রবাহে নিমজ্জিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বরতনু ব্রজসুন্দরীগণ দ্বার অতিক্রম করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিয়াই মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিলেন॥৪৫॥

তুঙ্গবিদ্যা হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে শ্রীরাধাকে কহিলেন—"প্রিয়সখি! আসিবার কালে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে, তোমার অপূর্ব্ব লাবণ্য-মাখান রূপ-মাধুর্য্য দেখিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ যখন হর্ষাবেশে বিহ্বল হন, তখন বটু মধুমঙ্গল প্রফুল্ল চম্পকপুষ্পের মালা তাঁহার প্রিয়সখার বক্ষস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। তুমি বটুর সে ইঙ্গিত বুঝিয়াছ কি? বটু যেন তাহাতে প্রকাশ করিলেন—"সখে! আশ্বস্ত হও।" এই চম্পকমালার ন্যায় কনকলতা শ্রীরাধা অচিরেই তোমার তমাল-তনুর শোভা বর্দ্ধন করিবে।"॥৪৬॥

ত্বমসি খলু যথাতথানুমাসী-
নিজসদৃশীর্যতসে পরা বিধিৎসুঃ।
ইতি দরবিকসৎ স্মিতা ভ্রমদ্ ভ্রূ-
স্ত্বরিতমবাপ মহাপুরান্তরং সা॥ ৪৭॥
স্ফটিকঘটিত কুড্যমীড্য ভর্ম্মো-
জ্জ্বলপটলং পরিকীলকং কবাটম্।
মণিময়-ললনা-ধৃত প্রদীপ
ব্রততি নগদ্বিজরাজি রাজিতদ্বাঃ॥ ৪৮॥

হে সখি! তুঙ্গবিদ্যে! যথা ত্বং অসি তথৈব অনুমাসাঃ অনুমানং কৃতবতী। পরা অপি নিজসদৃশীবিধিৎসুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুস্ত্বং যতসে যত্নং করোষীতি কথয়ন্তী সা রাধা মহাপুরান্তরং অবাপ প্রাপ্তবতী। মুখ্য পুরান্তরং প্রবিষ্টবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতা বহিঃ প্রকটীভবৎ। ঈষদ্ধাস্যং যস্যাঃ পুনশ্চ ভ্রমন্তী ভ্রূর্যস্যাঃ তেন সখীং প্রতি বহিরসূয়া প্রকটীকৃতা॥ ৪৭॥

মহাপুরান্তরং বর্ণয়তি শ্লোকদ্বয়েন। যত পুরে মন্দিরবৃন্দং বিলসতীতি-দ্বিতীয়েন সহান্বয়ঃ। কথম্ভূতং স্ফটিকমণিভির্ঘটিতং রচিতং কুড্যং ভিত্তির্যাস্ত ভর্ম্মঃ সুবর্ণে ইড্য সুবর্ণেন উজ্জ্বলানি 'ছাত' ইতি প্রসিদ্ধান পটলানি যত্র। পুনশ্চ পবিবর্জ্রং তেন রচিতং যৎ কীলকং তদ্যুক্তং কবাটং যত্র তৎ। পুনশ্চ মণিময্যো রত্নৈ রচিতা যা ললনা তাভি ধৃতা যে প্রদীপশ্চ। ব্রততয়ো লতাশ্চ, নগা বৃক্ষাশ্চ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ। রত্নরচিতা স্তেষাং যা রাজয়ঃ শ্রেণয় স্তাভিঃ রাজিতং দ্বা দ্বারং যত্রতৎ॥ ৪৮॥

এই সরস শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীরাধার বিম্বাধর হর্ষাবেশে ঈষৎ স্পন্দিত হইল অথচ কপট অসূয়া দৃপ্ত কুটিল অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তুঙ্গবিদ্যার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি নিজে যেমন সেইরূপ অপরকেও অনুমান কর? তাই, আপনি যেমন সেই নাগরবরের গলায় চম্পকমালারূপে শোভা পাও, সেইরূপ অপরকেও শোভিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ—কেমন নয় কি? এইরূপ রহস্য-প্রসঙ্গে শ্রীরাধা প্রভৃতি সত্বরেই চত্বর পার হইয়া পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন॥৪৭॥

দ্যুমণি-কিরণ-দীপ্ত রত্নকুম্ভ-
ধ্বজ নটকোক কৃতাগ্র পৌরটাট্টং।
সুরবরপুরনিন্দি যত্র শন্দং
বিলসতি মন্দিরবৃন্দমিন্দিরাঢ্যং ॥ ৪৯ ॥
(যুগ্মকম্)

পুন কথম্ভূতং। সূর্য্যকিরণেন প্রদীপ্তোয়ো রত্নময়ঃ কুম্ভ স্তদুপরি ধ্বজস্তদুপরি নটন্ যঃ কৃত্রিমময়ূর স্তেন বৃতোঽগ্রভাগো যস্যাস্তথাভূতা 'বাঙ্গলা ঘর' ইতি প্রসিদ্ধা স্বর্ণনির্ম্মিতা অট্টালিকা যত্র। পুনশ্চ সুরবরপুরনিন্দি। পুনশ্চ শং সুখং দদাতীতি। পুনশ্চ ইন্দিরা শোভা সম্পত্তি স্তয়া আঢ্যং ॥ ৪৯ ॥

দেখিলেন—কি সুন্দর! শত অমরাবতীর শোভা সম্পদ্ এই যে একস্থানে উদ্ভাসিত রহিয়াছে! শ্রীরাধা বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে যে দিকে চাহিয়া দেখেন, সেইদিকেই অলোকসামান্য অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য, সেই দিকেই সুরবর-পুর নিন্দি-ঐশ্বর্য্য-জড়িত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পূর্ণ সমাবেশ! বাস্তবিকই জগতের নিখিল সুখদ শোভামাধুরীর অফুরন্ত উৎসে পুরপ্রদেশের সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পুরমধ্যস্থ বিচিত্র মন্দিরসমূহের ভিত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত—পটল বা ছাদ-সমাবৃত স্বুবর্ণ-স্তবকে সমুজ্জ্বল এবং বজ্র-কীলকযুক্ত তাহার স্বুবর্ণ কবাট। দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটী রত্নময়ী সুন্দরী ললনা-মূর্ত্তি—করে মণি-প্রদীপ ধারণ করিয়া আছে, তাহারই পার্শ্বে রত্ন-লতিকা-জড়িত রত্নময় তরু—আর সেই তরুর শাখায় শাখায় নানা বর্ণের মণিনির্ম্মিত বিহগশ্রেণী, কি চমৎকার দৃশ্য! ॥ ৪৮ ॥

আমরি! সেই মন্দিরের উপরস্থিত সুবর্ণময় বাঙ্গালা ঘরের চূড়া-শোভি রত্নকুম্ভ, রবিকর-সম্পাতে ঝলমল করিতেছে, আর সেই কুম্ভের উপর মণিময় ধ্বজদণ্ড—আর সেই ধ্বজদণ্ডের উপর একটী নৃত্যশীল রত্নময় কৃত্রিম ময়ূর অপূর্ব্বরূপে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

ধনদ-ককুভি রাম বাসধাম
ব্রজপতিকোষগৃহং দিশি প্রতীচ্যাং।
হরি হরিতি হরিস্তদিষ্টদেবো
মণিভবনে পরিপূজ্যতে দ্বিজেন্দ্রৈঃ ॥ ৫০ ॥
শয়ন-সদনমস্তি দক্ষিণাশা-
মনু হরিনীল-বলম্বলভ্যদ্যারেঃ।
অপি নিখিল-বিদিক্ষু তত্তদন্তঃ
পুর-সরসীতট নিষ্কুটাঃ স্ফুরন্তি ॥ ৫১ ॥

অভ্যন্তরপুরেষু গৃহবিশেষাণাহ। ধনদেত্যাদি। ধনদককুভি উত্তরস্যাং দিশি রামস্য শ্রীবলদেবস্য নিবাসগৃহং। প্রতীচ্যাং দিশি পশ্চিমায়াং দিশি হরি হরিতি পূর্ব্বস্যাং দিশি। মণিভবনে রত্নমন্দিরে। তস্য শ্রীনন্দস্য ইষ্টদেবো হরি-র্নারায়ণো দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ পরিপূজ্যতে ॥ ৫০ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মন্দিরমাহ। দক্ষিণাং দক্ষিণদিশমনুলক্ষীকৃত্য অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শয়নমন্দিরমস্তি। কিম্ভূতং হরিনীলৈঃ ইন্দ্রনীলমণিভি র্বলন্তী বলভী সর্ব্বোর্দ্ধস্থং গৃহং যত্র তৎ। নিখিল বিদিক্ষু চতুর্ষু কোণেষ্বপি তস্য তস্য শ্রীবলদেব প্রভৃতেঃ যানি অন্তঃপুরাণি তেষু যাঃ সরস্যঃ সরোবরাণি তেষাং তটেষু নিষ্কুটা গৃহারামা উপবনানি শোভন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

এই মনোরম পুরপ্রদেশের উত্তরদিকে শ্রীবলদেবের বাসভবন, পশ্চিমদিকে শ্রীব্রজরাজের কোষগৃহ অবস্থিত এবং পূর্ব্বদিকে রত্ন-মন্দিরে শ্রীনন্দরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

দক্ষিণদিকে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সুদৃশ্য শয়নমন্দির—ইহার সর্ব্বোর্দ্ধ্বপ্রদেশে ইন্দ্রনীলমণিময় চূড়াগৃহ অবস্থিত এবং ঈশাণ কোণে শ্রীবলদেবের অন্তঃপুর ও নৈঋত কোণে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বিরাজিত। কৃষ্ণ-বলরামের বিবাহ হইলে বধূ বাস করিবেন, এই উদ্দেশে শ্রীনন্দ-

অথ সমুপসেদুষীং সখীভি
হরি-জননী নিজবেশ্ম ভাসয়ন্তীম্।
অমনুত ভুবনত্রয়ৈকলক্ষ্মী-
মুদিতবতীং মুদিতার্ক-মিত্রপুত্রীম্ ॥ ৫২ ॥

অথানন্তরং হরিজননী যশোদা মুদিতা সতী সখীভিঃ সমুপসেদুষীং নিকট-মাগতাং অর্কমিত্রস্য বৃষভানোঃ পুত্রীং রাধাং উদিতবতীং ভুবনত্রয়ৈকলক্ষ্মীং ত্রিভুবনস্যাধারণ-শোভাং অমনুত ॥ ৫২ ॥

রাজ পূর্ব্ব হইতেই এই অন্তঃপুরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অগ্নিকোণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অন্তঃপুর বা শয়ন-মন্দির এবং বায়ুকোণে স্বয়ং শ্রীনন্দমহারাজের অন্তঃপুর বিরাজিত। এই অন্তঃপুর-চতুষ্টয়-সংলগ্ন চারিটী স্বচ্ছসলিলা সরসী-তটে আবার চারিটী সুন্দর উপবন সুশোভিত ॥ ৫১ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা যেমন সখীগণের সহিত সেই ব্রজরাজ-অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন—অমনি শ্রীকৃষ্ণ জননী শ্রীযশোদা হর্ষোৎফুল্লা হইয়া দেখিলেন—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার শোভন-সৌন্দর্য্যে সমগ্র রাজ-ভবন যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে অসামান্য রূপমাধুরী দেখিয়া তখন মনে করিতে লাগিলেন—"মরি! মরি। ভুবনত্রয়-বর্ত্তী নিখিল শোভা-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বুঝি আজ আমার ভবনে আসিয়া উদিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ *

---

* তথাহি পদ।—রাইরে দেখিয়া উমতি হইয়া, যশোদা করল কোরে। মুখানি ধরিয়া চুম্বন করিতে ভিগল নয়ান লোরে॥ সে যে রসবতী করল প্রণতি যশোদা-রোহিণী-পায়। প্রিয়সখীগণ গোপত বসন ধবল ধনিষ্ঠা ঠায়॥ পাইয়া বসন করল গোপন ধনিষ্ঠা যতন করি। করিয়া আদর লই উপহার রাণীর নিকটে ধরি॥ বিবিধ বিধান দেখিয়া পক্কান্ন; হরিষ তাহার চিত। যশোদা রোহিণী বুঝল কাহিনী, দেখি রাইর রীত॥ আসি দাসীগণ রাধার চরণ, ধোয়াইল শীতল নীরে। অতি সুকোমল ওখল কমল, মোছল পাতলচীরে॥ রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে বসিল রাজার ঝি। সব সখীগণ যোগায় যোগান শেখর যোগায় ঘি॥ পঃ। কঃ।

তথাহি পদ।—নিশি অবসানে দাস দাসীগণে তুরায় করয়ে কাজে। যার যেই কাজ, করে অনুপাম সবাই সবারে তাজে॥ দেন পুরন্দর জিনি তাঁর ঘর রন্ধন-মন্দির সাজে। ধনিষ্ঠা সুন্দরী রন্ধন-সামগ্রী ধরল তাহার মাঝে॥ জ্বালিতে ইন্ধন আনিল চন্দন যেমন যতন করি। বসিতে আসন জলের ভাজন তাহার নিকটে ধরি॥ পঃ। কঃ।

সবিনয়মথ সা পদো র্নমন্তীং
দ্রুতমুপগুহ্য শিরস্যজিঘ্রদেতাম্।
নয়নপৃশতবৃষ্টিমাত্র পূর্ণ-
প্রমদসুধা-সরিদাপ্লুতাং চ চক্রে ॥৫৩॥
শশিমুখি শরদাং শতং জয়ৈবং
সুখয় মনো নয়নে মমেত্যুদিত্বা।
অনয়ত সুমনোহরাস্তদালীঃ
শমতুলবৎসলতা-লতানতাঃ সা ॥ ৫৪ ॥

সা যশোদা এতাং রাধাং শিরসি অজিঘ্রৎ। এবং যশোদায়া নয়নয়ো যে পৃষতা বিন্দবস্তেষাং বৃষ্টিমাত্রেণ পূর্ণায়াঃ প্রমোদসুধাসরিতঃ যশোদাকর্তৃক লালনে-নোৎপন্নস্য রাধিকাহৃদয়স্থ পূর্ণানন্দামৃতস্য নদ্যস্তাভিরাপ্লুতাং চ চক্রে। অত্র মস্তকস্থ নেত্রজলবৃষ্টৈর্হৃদয়-গতানন্দ-নদী পূরকত্বেনাসঙ্গত্যালঙ্কারো বোধ্যঃ ॥৫৩॥

হে শশিমুখি! রাধে! শরদাং শতং বর্ষশতং ব্যাপ্য জয়যুক্তা ভব। এবম্প্রকারেণ মম মনোনয়নে সুখয় ইতি উদিত্বা সা যশোদা তস্যা আলীঃ আলিঙ্গ-নাশীর্বাদাদিনা শং সুখং অনয়ত প্রাপয়ামাস। সা কথম্ভূতা অতুল বাৎসল্যস্য লতাস্বরূপা অতএব তস্যাঃ সখীরপি সুমনোহরাঃ তাদৃশলতায়া বাৎসল্যরূপং পুষ্পং হরন্তি গৃহ্লন্তীত্যর্থঃ। পক্ষে শোভন মনোহরাঃ! পুনঃ কথম্ভূতাঃ নতাঃ পদয়োঃ প্রণতাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যবসরে শ্রীরাধিকা অতি বিনীতভাবে ব্রজেশ্বরীর চরণপ্রান্তে গিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ পরম সমাদরে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং পুনঃপুন মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযশোদার নয়ন-কমল হইতে শ্রীরাধার মস্তকের উপর স্নেহাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। আহা! সেই অশ্রু-বর্ষণে—সেই পূর্ণ-প্রমোদের সুধাসরিতে ব্রজেশ্বরী শ্রীরা-ধাকে একবারে পরিপ্লুতা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! শ্রীযশোদার লালনোদ্ভূতা শ্রীরাধার হৃদয়স্থ আনন্দ-নদী যেন মস্তকে অশ্রুবর্ষণমাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

মধুরমৃদুলমোদকাদি কিঞ্চিৎ
সমমুপবেশ্য সখীজনৈর্বলবত্তাং।
দ্রুতহৃদয়ধনিষ্ঠয়া শয়িত্বা
ভৃশমুপলাল্য নিনায় পাকশালাং : ৫৫॥
সরসিজমুখি ! কীর্ত্তিদৈককীর্ত্তে !
পচনকলাচতুরা কৃতাসি ধাত্রা।

বাৎসল্যেন দ্রুত-হৃৎ যশোদা সখীজনৈঃ সহিত তাং রাধাং বলাদুপবেশ্য ধনিষ্ঠয়া দ্বারা আশায়িত্বা ভোজয়িত্বা। ৫৫॥

তার পর শ্রীযশোদা স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে এই বলিয়া শ্রীরাধিকাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—"শশিমুখি! তুমি শতবর্ষ জয়যুক্তা হও এবং এইরূপ নিত্য নিত্য আমার নয়ন-মনের সুখ-বিধান করিও।" পরে শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ চরণে প্রণাম করিলে ব্রজেশ্বরী তাঁহা-দিগকেও আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা যথোচিত সুখিনী করিলেন। তখন সখীগণ অনুপম বাৎসল্য-ব্রততিরূপা ব্রজেশ্বরীর সেই বাৎসল্য-পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়া বাস্তবিকই অতীব মনোহরা হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর স্নেহ-বিগলিত-হৃদয়া শ্রীযশোদা বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে ও তদীয় সহচরীগণকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং কিঞ্চিৎ কোমল মধুর মোদকাদি আনাইয়া ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীরাধা যেন তাহাতে কিছু ব্রীড়াবনতা হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীযশোদা ধনিষ্ঠার * প্রতি তাঁহাদের ভোজনের ভারার্পণ করিয়া ক্ষণকাল কার্য্যা-ন্তরে গমন করিলেন এবং সকলের ভোজনাবশেষে পুনরায় আগমন করিয়া অতীব আদর সহকারে শ্রীরাধাকে পাকশালায় লইয়া গেলেন। ॥ ৫৫ ॥

তদয়ি রসবতীং প্রবিশ্য পাকং
কুরু ললিতাদি সখীকৃতেতি কৃত্যং ॥৫৬॥
ত্বমিহ কিল রমৈব ভাসসে যৎ
কিরাস পুরে মম দৃষ্টিমেতয়ৈব।
ভবতি বিবিধসম্পদাতিপূর্ণা-
ন্যখিলগৃহাণি সদাশ্বিতি প্রতীহি ॥ ৫৭ ॥

পাকং কীদৃশং? ললিতেত্যাদি। ললিতাদিসখিভিঃ কৃতং ইতি কৃত্যং তাদাত্বিকোচিত ব্যাপারো যত্র তং ॥ ৫৬ ॥

রমেব লক্ষ্মীরেব ত্বং ভাসসে অতএব যদ্দৃষ্টিং কিরসি এতয়া দৃষ্ট্যৈব! হে ভবতি! রাধে! তথা চ রন্ধনার্থং তব যদ্বস্তু অপেক্ষিতং তৎসর্ব্বং মম গেহে বর্ত্ততে। বিচার্য্য নীয়তামিতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

তখন ব্রজেশ্বরী সোহাগভরা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"কমলমুখি! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে! বিধাতা তোমাকে রন্ধন-কার্য্যে বড় বিচক্ষণা করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার এই পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আজ সযত্নে রন্ধন কর; ললিতাদি সখীগণ, রন্ধনোপযোগী সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহায়তা করিবে ॥ ৫৬ ॥

ইহা নিশ্চয় জানিও, রন্ধনের নিমিত্ত তোমার যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার কিছুরই অভাব নাই। সকলই আমার ভাণ্ডারে বিদ্যমান আছে। কেবল বিবেচনা মত চাহিয়া লইও। হে রাধে! তুমি সাক্ষাৎ কমলারূপিণী, সুতরাং আমার ভবনে এই যে কৃপা দৃষ্টিপাত করিতেছ, ইহাতেই আমার সমস্ত গৃহ বিবিধ সম্পদে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥ *

* ধনিষ্ঠা।—শ্রীললিতা সখীর যূথ। ইনি পরমশ্রেষ্ঠ সখীগণের ন্যায় সমস্নেহা সখী। প্রিয় সখী যূথে পরিগণিতা হইলেও দাসী অভিমান। ধনিষ্ঠা, গুণমালা প্রভৃতি শ্রীনন্দালয়-স্থিতা, এবং দূতীকার্য্যে নিযুক্তা। "সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" উজ্জ্বলে এই ধনিষ্ঠা সখী সমস্নেহা মধ্যে গণ্যা হইলেও কৃষ্ণ-স্নেহাধিকা বলিয়া বিখ্যাতা। "যা পূর্ব্বং "ইত্যুক্তা তাস্ত স্নেহাধিকা হরৌ।" উজ্জ্বলে। তদ্বিশেষঃ। যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশে—"কাননাঃ

তদিহ বিবিধ তেমনোপযোগি-
শ্রুতমথ দৃষ্টগবৈবি যদ্যদগ্র্যং।
তদাখিলমবলোক্য বস্তুজাতং
সপদি গৃহাণ ধনিষ্ঠয়ৈব তেভ্যঃ॥ ৫৮॥
সরসমিতি নিদিশ্য যাতবত্যাং
তনয়সমানয়নাপ্লবাদি হেতোঃ।
প্রীতনিয়তকৃতৌ সখীষু লগ্নাঃ
স্বনুচরিকাস্বপি সেবনোদ্যতাসু॥ ৫৯॥

তেভ্যো গৃহেভ্যঃ সকাশাৎ ধনিষ্ঠয়া সহ॥ ৫৮॥

সরসং যথাস্যাত্তথা ইতি নিদিশ্য প্রতিনিয়ত কৃতৌ স্ব স্ব কার্য্যে ললিতাদি সখীষু লগ্নাসু এবং কিঙ্করীষু বীজনাদিব্যাপারে উদ্যতাসু সতীষু সা আবভৌ ইত্যন্বয়ঃ॥ ৫৯॥

অতএব বিবিধ ব্যঞ্জনের উপযোগী যে যে উত্তম উপাদানের কথা তুমি শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, সে সমুদয় দ্রব্যই যখন আমার গৃহে আছে তখন তোমার যে যে দ্রব্য প্রয়োজন ধনিষ্ঠার সহিত দেখিয়া গৃহ হইতে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে॥ ৫৮॥

এইরূপ স্নেহ মধুর বাক্যে শ্রীরাধার প্রতি রন্ধন কার্য্যে ভারার্পণ করিয়া ব্রজেশ্বরী পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে স্নানাদির নিমিত্ত আনয়ন করিতে

দিগতাঃ সখ্যো বৃন্দাকুন্দলতাদয়ঃ। ধনিষ্ঠা গুণমালাদ্যা বল্লবেশ্বর গেহগাঃ।" আবার "ব্রজবিলাসে" বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্রজেশ্বর্য্যানীতাং বত রসবতী কৃত্য বিষয়ে
মুদা কামং নন্দীশ্বর গিরি-নিকুঞ্জে প্রণয়িনী।
ছলৈঃ কৃষ্ণঃ রাধাং দয়িত মভিতাং সারয়তি যা
ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণ প্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে॥"

অর্থাৎ—পাককার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রজেশ্বরী যাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন এবং যিনি প্রফুল্ল চিত্তে নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে গমন পূর্ব্বক কৌশলক্রমে তথায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধাকে রাসক্রীড়া নির্ব্বাহের নিমিত্ত অভিসার করান, সেই শ্রীরাধিকার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠাকে ভজনা করি। প্রণাম, যথা—পদ্ধতিপ্রদীপে—

"নমামি গুণমালাং শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরূপিণীং।
শ্রীকৃষ্ণদত্তিকাং কৃষ্ণ-প্রেমানন্দবিবর্দ্ধিনীং॥"

করপদ মবনিজ্য পাককৃত্যা
তনু গুণ-মণ্ডন-মুক্ত কণ্ঠ পাণিঃ।
হলধর-জননীং প্রণম্য রাধা
সুরভি মহানস মাবভৌ বিশন্তী ॥ ৬০ ॥
(যুগ্মকম্)
পচন-চতুরতা রতাসি জাতে !
পচ মনসা তব ভাতি যদ্ যথা তৎ।
অপচ মহামিয়ন্ত মেব কালং
তব গুরুভার মপাচিকীর্ষুরেব ॥ ৬১ ॥
অবনত মুখপঙ্কজা তয়া সা
দ্রুতমুপগুহ্য সুতেব লাল্যমানা।

অবনিজ্য প্রক্ষাল্য। পাককৃত্যাস্থা তনুগুণমণ্ডনেন হারোর্ম্মিকাদিনা মুক্তাঃ কণ্ঠপাণ্যাদয়ো যস্যাঃ ॥ ৬০ ॥

গমন করিলেন। এদিকে শ্রীললিতাদি সখীগণ স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরিচারিকাগণ ব্যজনাদি দ্বারা শ্রীরাধাকে সেবা করিতে সমুৎসুক হইলেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরাধা করপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাককৃত্যের প্রতিবন্ধক বোধে কণ্ঠের হার ও করপদ্মশোভি ঊর্ম্মিকা প্রভৃতি ভূষণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং শ্রীবলরাম জননী রোহিণীদেবীকে প্রণাম করিয়া সুরভি রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৬০ ॥

রোহিণীদেবী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—“বৎস ! তুমি রন্ধন কার্য্যে বড় সুচতুরা ; সুতরাং তোমার মনে যেমন উদিত হইবে, তুমি সেই সেই মত পাক কর। তুমি আসিবে জানিয়াও আমি তোমার গুরুভার লঘু করিবার উদ্দেশেই এতক্ষণ পাক করিলাম জানিবে ॥ ৬১ ॥

সিতবসনসমাস্তৃতাং চতুষ্কী-
মনুতনুহ্যুপবেশিতা বলেন ॥ ৬২ ॥
অগুরু-সরল-দেবদারু দারু
জ্বলনপরিশ্রিত-চুল্লিকাচয়াগ্রে।
নিহিত-বহুবিধ-পাত্ররাজিরাজদ্
বহুবিধ তেমন-সাধু-সাধনার্থম্ ॥ ৬৩ ॥
জ্বলন-কলন-পাত্রধারণোন্ন-
ত্যবনতি-মূর্চ্ছন-দর্ব্বিচালনাদ্যৈঃ।
ত্রিবলি কুচ-ভুজাং স-কম্পচেলো-
চ্চলনবশাদুদপাদি য স্তদাস্যাঃ ॥ ৬৪ ॥

রোহিণী আহ। হে জাতে! পুত্রি! রাধে! তব গুরুভার মপাচিকীর্ষে রহং এতাবন্তং কালং অপচং ইতঃপরং তব মনসি যদ্ যদ্ ভাতি তৎ পচ ॥ ৬১।

চতুষ্কীমনু চতুষ্ক্যাং মুহুঃ রাধা বলাৎকারেণ উপবেশিতা ॥ ৬২।

এতেষাং দারুণাং কাষ্ঠানাং জ্বলনৈঃ পরিশ্রিতস্য চুল্লিকা সমূহস্য অগ্রে নিহিত পাত্র শ্রেণ্যাং রাজৎ তৎ তেমনস্য ব্যঞ্জনস্য সাধু সাধনার্থং নিষ্পাদনার্থং। জ্বলন-দর্শনং পাত্রধারণং এবং পাত্রস্য উন্নতিঃ অবনতিশ্চ। মূর্চ্ছনং '[illegible]' ইতি

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা ঈষৎ লজ্জাবশতঃ বদন-কমল অবনত করিলেন। রোহিণীদেবী তৎক্ষণাৎ কোলে লইয়া শ্রীরাধাকে কন্যার ন্যায় আদর করিতে লাগিলেন; তারপর চুল্লীর নিকটস্থিত শুভ্রবসনা-বৃত চৌকীর উপর বরতনু শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিলেন ॥ ৬২ ॥

অগুরু-সরল-দেবদারু প্রভৃতি সুগন্ধি কাষ্ঠ সংযোগে চুল্লীনিচয় প্রজ্বলিত হইতেছে, আর তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ পাত্ররাজীর উপর বহু প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের নিমিত্ত বিবিধ সামগ্রী সুন্দররূপে সাজান রহিয়াছে ॥ ৬৩ ॥

মধুরিমভরমচ্যুতঃ স্বসৌধ-

স্ফুরিতগবাক্ষধৃতেক্ষণঃ পিবং স্তং ।

মদনমদমুদঞ্চিতং বিবৃণ্বন্

কিমপি জগাদ পটুর্বটুমিষেণ ॥ ৬৫ ॥

-(সন্দানিতকং)

প্রসিদ্ধং । এতৈঃ করণৈঃ ত্রিবল্যাদীনাং উচ্চলনবশাৎ যো মধুরিমভর উদপাদি । তং মধুরিমভরং অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সেবন্ সন এবং উদঞ্চিতং কন্দর্পমদং বিবৃণ্বন্ বিবরিতুং বটুং মধুমঙ্গলং প্রতি কিমপি জগাদ, ইতি তৃতীয় শ্লোকেন সহান্বয়ঃ । কথম্ভূত স্বসৌধে স্বগৃহে যঃ স্ফুরিতো গবাক্ষসমূহ স্তত্র ধৃতং ঈক্ষণং যেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ।

শ্রীরাধা রন্ধনার্থ উপবেশন করিয়া কখন চুল্লীনিচয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে কি না দেখিতেছেন, কখন পাকপাত্র ধারণ করিতেছেন, কখন তাহা উত্তোলন করিতেছেন কখন বা পাকশেষ হইয়াছে জানিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া ফেলিতেছেন কখন বা দর্ব্বীসঞ্চালন করিতেছেন ইত্যাদি কার্য্যে শ্রীরাধার ত্রিবলী, পয়োধর, ভুজ ও স্কন্ধ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং বস্ত্রের উচ্চলন বশতঃ তাঁহার অনিন্দ্য অঙ্গ-মাধুরী মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

পাকশালার পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণের বাসভবন। বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ এই সময় রন্ধনশালার সন্নিহিত গবাক্ষপথে স্বীয় অবাধ্য নয়ন ন্যস্ত করিয়া শ্রীরাধার সেই অতুলনীয় মাধুর্য্য-সুধা অনিমেষে পান করিতে লাগিলেন । আমরি ! সে প্রাণামোদী মাধুরী-সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে করিতে উদ্দীপ্ত মদন-মদে শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । এই কন্দর্পাবেশের কারণই শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া পরীহাসপটু মধুমঙ্গল-কে বলিতে লাগিলেন, ॥ ৬৫ ॥

সুমধুরতর-কণ্ঠধ্বনিমাত্মপ্রিয়ায়াঃ
শ্রুতি-চষকযুগান্তরে শয়িত্বৈকতানম্‌।
পচনবিধিষু চেতস্তচ্চকর্ষৈব তেভ্য
স্তদপি ন কিমপাক্ষীৎ সাধু সাভ্যস্তবিদ্যা ॥৬৬॥
সরভসমিতি কৃত্য ব্যাপৃতিং ব্যঞ্জয়ন্তী
স্তত ইত উপযান্তীঃ স্বাঃ গিরঃ শ্রোতুকামাঃ।

পচনবিধিষু একতানং একান্তাসক্তং যচ্চেতঃ তৎ তেভ্যঃ পচনবিধিভ্যঃ সকাশাৎ চকর্ষ আকর্ষং কৃতবান্‌। তথাপি সাধু কিং ন অপাক্ষীৎ। যতঃ সা রাধা পাকবিষয়ে অভ্যস্ত-বিদ্যা ॥ ৬৬ ॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বকীয়া গিরঃ শ্রোতুকামা ললিতাদ্যা স্তৎসখী। ভাবি-রাধিকাসঙ্গরূপ স্বাভিলষিতং অবেদয়ৎ বিজ্ঞাপয়ামাস। কথম্ভূতাঃ সরভসং সহর্ষং যথাস্যাত্তথা

প্রিয়তমাকে কৌশলে আপনার উপস্থিতি জ্ঞাপন করাই বটুর সহিত বাক্যালাপের উদ্দেশ্য। তাই, আপনার বংশী-বিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রীরধার-শ্রবণ-চষকযুগে পরিবেশন করিলেন। প্রাণকান্তের সেই কমনীয় কণ্ঠধ্বনি মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার মরম-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। অমনই মুহূর্ত্তে শ্রীরাধার রন্ধনবিষয়ে একান্তাসক্ত চিত্ত রন্ধনব্যাপার ভুলিয়া বাঞ্ছিতের দিকে আকৃষ্ট হইল। আমরি! রসিকরাজ যদিও এইরূপে চিত্তাকর্ষণ করিলেন, তথাপি ঐকান্তিকতার অভাবে তাঁহার রন্ধন গৌরবের কোন ব্যাঘাতই উপস্থিত হইল না। যেহেতু শ্রীরাধা রন্ধন বিষয়ে সুন্দররূপেই অভ্যস্ত-বিদ্যা। অভ্যস্ত কর্ম্ম ঐকান্তিকতার অভাবেও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর ললিতাদি সখাগণ সহর্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে যেন কত ব্যাপৃত আছেন, এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বাক্য শ্রবণাভিলাষে কোন ব্যাপার ছলে তাঁহারই কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকেও ঈষৎ ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গিতে

লঘু লঘু নিজদিশ্যপাঙ্গকোণং ক্ষিপন্তীঃ
স্বমভিলষিতমন্বাবেদয়ত্তং সখীঃ সঃ ॥ ৬৭ ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
প্রেয়োগেহগমনানুমোদনো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ইতি কৃত্যব্যাপারং ব্যঞ্জয়ন্তীঃ কিঞ্চিদ্ ব্যাপারমিষেণৈব শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধৌ ভ্রমন্তী-রিত্যর্থঃ। নিজদিশি শ্রীকৃষ্ণদিশি ॥ ৬৭ ।

ইতি টীকায়াং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ !

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নাগরবর শ্রীকৃষ্ণও সুযোগ বুঝিয়া ভাবি-প্রিয়া-সঙ্গরূপ নিজ অভিলাষ তাঁহাদের নিকট ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে পঞ্চম সর্গ ॥৫॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ধারাধরবপুর্নারায়ণোঽস্মান্ স প্রসীদতু।
ইত্যেবাধ্যাপয়ৎ কিঞ্চিৎ স নব্যং শুকশাবকম্ ॥ ১ ॥

স্বপ্রেয়সী-দর্শনেন জাতস্য চিত্তক্ষোভস্য শান্ত্যর্থমুপায়ান্তরাভাবাত্তস্যা নাম কীর্ত্তনমেব কিঞ্চিন্মিষেণ কর্ত্তুমারভতে। ধারেতি। ধারাধরো মেঘঃ ॥ ১ ॥

রন্ধনশালা সন্নিহিত গবাক্ষপথে শ্রীকৃষ্ণ, পাকক্রিয়ারতা শ্রীরাধিকার প্রীতিময়ী সৌন্দর্য্য-মাধুরী দেখিতে দেখিতে প্রেমের আকুল আবেগে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন সেই প্রেম-প্রতিমাকে হৃদয়-রত্নপীঠে স্থাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শতবাহু প্রসারিত হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া পাক ক্রিয়া-পরিশ্রান্তা প্রাণ প্রিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া শিশির-সম্পৃক্ত প্রভাত-কমলের ন্যায় তাঁহার স্বেদাম্বু-কণা-মণ্ডিত বদন-কমলে শত-চুম্বন রেখা অঙ্কিত করেন, কিন্তু গুরুজনের অবস্থান জনিত শঙ্কা ও সঙ্কোচ আসিয়া সে সুখের কল্পনায় মুহুর্মুহু বাধা প্রদান করিতে লাগিল। এমন সুধাস্বাদু সুশীতল বারিপূর্ণ সরসী সম্মুখে—পিপাসার্ত্ত তাঁহার শুষ্ককণ্ঠ লইয়া কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ বড় ব্যথিত হইলেন। তখন প্রিয়তমা শ্রীরাধার নামকীর্ত্তন ভিন্ন সেই চিত্তক্ষোভ প্রশমনের অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু গুরুজন-সঙ্কুল স্থানে প্রকাশ্যভাবে শ্রীরাধা নামগ্রহণও ত সম্ভবপর নহে? তাই, চতুর-চূড়ামণি একটী নবীন শুক-শাবককে অধ্যয়ন করাইবার ছলে কৌশলে শ্রীরাধা নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন—কহিলেন—"পড় শুক!—

তত্রাপি ধারাধারেতি ধারয়ন্ পঠন্মুহুঃ।
লালয়ন্ দাড়িমীবীজান্যাশয়ন্নন্তরান্তরা ॥ ২ ॥
বটুমাহ ভবান্ কাগাৎ প্রাতঃ সম্প্রতি লক্ষিতঃ।
সখেন খেলামদ্রাক্ষীর্মল্লরঙ্গাজিরেহদ্য নঃ ॥ ৩ ॥

একদা সমস্তাক্ষর-শ্রাবণে অসমর্থং নবীন-শুকবালকং পুনঃ খণ্ডশঃ পাঠয়তি। তত্রাপীতি। ধারাধরেত্যব্যবহিতোচ্চারণে কৃতে রাধারাধেতি নামকীর্ত্তনং স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

সম্প্রতি লক্ষিতো ভবান্ প্রাতঃকালে কুত্রাগাৎ ॥ ৩ ॥

"ধারাধর সম যাঁর অঙ্গের বরণ।
প্রসন্ন হউন মোরে সেই নারায়ণ ॥"

কিন্তু নবীন শুক-শাবক সমস্ত অক্ষর-মণ্ডিত এই কবিতাটী একবারে পাঠ করিতে অসমর্থ হইল দেখিয়া, কবিতাটীর পদ-বিশ্লেষণ করিয়া পুনরায় পড়াইতে লাগিলেন, তাহাতেও অসমর্থ হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোমল করপল্লবে শুক-শাবকের অঙ্গ-মার্জ্জনা করিতে করিতে এবং মধ্যে মধ্যে দাড়িম্ববীজ ভক্ষণ করাইতে করাইতে পুনরায় শুক-শাবককে পড়াইতে লাগিলেন— "পড় শুক! ধারা-ধা-রাধা-রা-ধা—"এই ধারাধারা শব্দের অব্যবহিত উচ্চারণে 'রাধা রাধা' নাম সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপেই তখন বিদগ্ধ চূড়ামণি শুকের অধ্যাপন ছলে স্বয়ং শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

এমন সময়ে পরীহাস-পটু বটু মধুমঙ্গল আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বটুকে কহিলেন—"সখে! তুমি আজ এত বিলম্বে আসিয়া দেখা দিলে কেন? প্রাতঃকালে কোথায় গিয়াছিলে? তুমি আজ মল্ল-রণাঙ্গণে আমাদের মল্ল ক্রীড়া ত দেখিতে পাইলে না? ॥ ৩ ॥

প্রসর্পসর্পোৎসর্পাদি কৌশলং কৌ শলন্তু কে
যদকারি ময়াধারি দারুপর্য্যঙ্গরিঙ্গণম্ ॥ ৪ ॥
চিত্রব্যায়ামবৈবিধ্যং মিত্রবৃন্দাভিনন্দিতম্।
তেন প্রত্যেকমাতেনে একেনাজির্ব্বিরাজিনী ॥ ৫ ॥
উত্থাপনাবপাতাদ্যৈর্জঙ্ঘাজানূরুবেষ্টনৈঃ।
প্রগণ্ডচণ্ডাস্ফোটৈস্তদ্বাহুবাহবাহুযোধয়ম্ ॥ ৬ ॥

মল্লস্থলীয়খেলামেব বিবৃণোতি। প্রসর্পাদীনাং খেলা-প্রভেদানাং যৎ কৌশলং অকারি তৎ। কৌ পৃথিব্যাং কে শলন্তু জানন্তু। শলস্থলপম্লগতৌ শলের্গত্যর্থস্য জ্ঞানার্থত্বাৎ। দারুপর্য্যঙ্গরিঙ্গণং মল্লকাষ্ঠস্যাগ্রদেশ পর্য্যন্তং দেহস্য গমনং ময়া অধারি। তথা চ ময়া কৃতাং মালকাষ্ঠ-ধারণমিতি তাং প্রসিদ্ধাং খেলাং কে জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দণ্ডবৎ-পতিতস্য দেহস্য ক্রিয়া-বিশেষরূপশ্চিত্রব্যায়াম স্তস্য বৈবিধ্যং। এবং মিত্রবৃন্দাভিনন্দিতং চ যথাস্যাস্তথা। তেন মিত্রবৃন্দেন সহ প্রত্যেকং একেন ময়া আজির্যুদ্ধং আতেনে ॥ ৫ ॥

অদ্যকার খেলার ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত। সর্প প্রসর্প-উৎসর্পাদি ক্রীড়ায় আমি যে আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই ধরাতলে কেহই জানেনা এবং দারুপর্য্যঙ্করিঙ্গণ অর্থাৎ দেহের সাহায্যে মল্লকাষ্ঠের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া বা মল্ল কাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক যে প্রসিদ্ধ ক্রীড়া-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছি, সে খেলাও কেহ জ্ঞাত নহে ॥ ৪ ॥

তারপর দণ্ডের ন্যায় একজন ভূতলে পতিত হইলে তাহার সেই লম্বমান দেহ-দণ্ড লইয়া এরূপ আশ্চর্য্য বিবিধ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছি যে, তদ্দর্শনে মিত্রবৃন্দ আমাকে শতমুখে অভিনন্দন করিয়াছে এবং আমি একা তাহাদের প্রত্যেকের সহিত সুন্দর মল্লযুদ্ধ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

বটুরাহ পটুর্যাতি মাদৃশো ন দৃশোঃ পদং।
অদ্রাক্ষো যদধীতিশ্চেত্ত্বাং সা বিস্মাপয়িষ্যতে ॥৭॥
কিমধ্যাগীষ্ঠা ভো জ্যোতিঃ কুতস্তত্তাণ্ডুরেগুরোঃ।
ফলং কিং তস্য সার্ব্বজ্ঞং ব্রূহি তন্মে মনোগতম্ ॥ ৮ ॥

কূর্ম্মাকারতয়া পৃথিব্যাং স্থিতস্য উত্থাপনং। এবং উত্থিতস্যাবপাতনাদ্যৈঃ কবলৈঃ প্রগণ্ডবাহুস্তত্র যে চণ্ডস্ফোটা স্তৈশ্চ তৎ মিত্রবৃন্দং বাহুবাহবি যথাস্যাত্তথা অহং অযোধয়ং যুদ্ধং কারয়ামাস। বাহুভ্যাং বাহুভ্যামিদং যুদ্ধং বৃত্তমিতি বাহুবাহবি ॥ ৬ ॥

মাদৃশঃ পটুঃ দৃশোঃ পদং ন যাতি। মম যৎ অধীতিং চেৎ যদি ত্বং অদ্রাক্ষ্যঃ তদা সা অধীতিরধ্যয়নং ত্বাং বিস্ময়ং অকারয়িষ্যত ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ।—জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতং চেৎ মম মনোগতং ব্রূহি ॥ ৮ ॥

পরন্তু জঙ্ঘা, জানু ও উরু বেষ্টন-পূর্ব্বক কূর্ম্মাকারে তাহাদের প্রত্যেককে ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপন ও অবপাতনাদি বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছি এবং প্রচণ্ড বাহুস্ফোটপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বাহুতে বাহুতে যুদ্ধ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

এই অপূর্ব্ব ক্রীড়ারঙ্গের কথা শুনিয়া বটু স্বীয় স্বভাবসুলভ পরিহাসভঙ্গীতে কহিলেন,—"আহা! আমার স্থায় রণপটু যদিও তোমার নয়নপথগামী হয় নাই, তথাপি আমার যে শিক্ষা, তাহা অবগত হইলে নিশ্চয়ই তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥

তখন সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখে! কি শিক্ষা করিয়াছ?" তদুত্তরে মধুমঙ্গল কহিলেন—"জ্যোতিঃশাস্ত্র!" শ্রীকৃষ্ণ—"কাহার নিকট?" মধু—"গুরু ভাণ্ডরীর নিকট।" শ্রীকৃষ্ণ—"এ শিক্ষার ফল কি?" মধু—"সর্ব্বজ্ঞতা।" শ্রীকৃষ্ণ—"তবে আমার মনোগত অভিপ্রায় কি, বল দেখি?" ॥৮॥

ব্রবীমি সর্ব্বগেতত্তে ক্ষণাদেবাত্র কো বিধিঃ।
অধুনা তেন লগ্নানুসারেণ গণনৈব হি ॥ ৯ ॥
ইত্যুক্ত্বাঙ্গুলি-পর্ব্বতো গণনোঽথাঙ্কিতাবনিঃ।
মুহুর্বিভাব্য স্বং পশ্যন্ কম্পয়ন্ শীর্ষমাহ তং ॥ ১০ ॥
একোঽদ্রিরস্তি তস্যাগ্রে রম্যা কাচিদুপত্যকা।
তস্যাং সরোদ্বয়ং লগ্নং তত্র হংসীমুপাগতাম্ ॥ ১১॥
দিধীর্ধাসি ত্বং খেলার্থং সা স্বযূথেন পালিতা।
নাদত্তে ত্বৎকরগ্রাহং ত্বঞ্চ তত্রাতি সাগ্রহঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। কোঽত্রবিধিঃ প্রকারো বদ। প্রকারমেবাহ অধুনেতি ॥৯॥
অঙ্গুলিপর্ব্বণি আত্তা গৃহীতা গণনা যেন। তথা গণনার্থং অঙ্কিতা অবনির্যেন সঃ। তং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ১০ ॥
অদ্রিরত্র গোবর্দ্ধনঃ। তস্য উপত্যকা নিকটবর্ত্তিনী ভূমিঃ তস্যাং সরোবরদ্বয়ং রাধাকুণ্ডং শ্যামকুণ্ডঞ্চ। হংসী রাধিকাস্থানীয়াং ॥ ১১ ॥
সা হংসী ॥ ১২ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন —'আমি ক্ষণকালমধ্যে তোমার মনোগত সকল কথা বলিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ—"কি প্রকারে বলিবে?" মধু—"এই সময়ের লগ্নানুসারে গণনা করিয়া" ॥ ৯ ॥

এই বলিয়া মধুমঙ্গল স্বীয় অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনা করিয়া ভূতলে বিবিধ অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু গম্ভীর চিন্তামগ্ন হইয়া আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন—ভাবে বোধ হইল যেন, গণনার ফল সঠিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। তারপর দর-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥১০॥

"সখে! আমি গণনায় দেখিলাম, তোমার পুরোভাগে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার উপত্যকা পরম রমণীয়, তথায় দুইটী সরোবর বিরাজিত, তাহাতে একটী রাজহংসী বিচরণ করিতেছে ॥ ১১ ॥

ক্রীড়ার নিমিত্ত তুমি তাহাকে নানাপ্রকারে ধরিবার প্রয়াস

বিবিধং প্রিয়মাদৎসে তত্র সা ন প্রমাদ্যতি।
ইত্যেবমুজ্জ্বলজ্যোতির্বিদাজ্ঞাপি ময়া সখে ॥১৩॥

(সন্দানিতকম্‌।)

কৃষ্ণঃ প্রাহ মহাবিজ্ঞ! জ্ঞাতমেব মনোগতম্‌।
লভ্যেত বা ন বা হংসী সাধ্যৈতদপি গণ্যতাম্‌ ॥১৪॥
ক্ষণং স তূষ্ণীং ভূয়াখ্যদীক্ষিতং তত্র কারণম্‌।
শাখাং কাঞ্চিদ্বিবর্ণাগ্রামাশ্রিত্যৈকত্র তিষ্ঠতা ॥ ১৫ ॥

ন প্রমাদ্যতি তত্র সাবধানা ভবতীত্যর্থঃ। উজ্জ্বলজ্যোতির্ব্বিদা ময়া ইত্যেবং অজ্ঞাপি। পক্ষে উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গারঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

তত্র প্রাপ্তৌ কারণং ময়া ঈক্ষিতং ইতি আখ্যাৎকারণমেবাহ। বৈবর্ণ্যং যুক্তাং বৃক্ষস্য কাঞ্চিৎ শাখাং আশ্রিত্য অর্থাত্তস্য তলে একত্র তিষ্ঠতা অথচ তস্যা

করিতেছ, কিন্তু ধরিতে পারিতেছ না। সে হংসী নিজযূথকর্ত্তৃক পরিপালিতা বলিয়া সহজে তোমার করায়ত্তা হইতেছে না। অথচ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তুমি অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছ ॥ ১২ ॥ *

সত্য বটে, তুমি তাহাকে ধরিবার বিবিধ কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছ, কিন্তু সে তোমার জালে পড়িয়া প্রমাদগ্রস্তা হইবার পাত্রী নহে—বড়ই সাবধানী, কোনপ্রকারেই তাহার ধরা পাইবে না। হে সখে! আমি উজ্জ্বল-জ্যোতির্ব্বিদ্‌ † গণনা দ্বারা ইহাই অবগত হইয়া তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম ॥ ১৩ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"ওহে মহাবিজ্ঞ! তুমি প্রকৃতই আমার মনের ভাব অবগত হইয়াছ। কিন্তু অদ্য আমার সে হংসীলাভ হইবে কি না? গণনা করিয়া দেখ" ॥ ১৪ ॥

মধুমঙ্গল গণনার ভানে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া কহিলেন—

---

* এস্থলে পর্ব্বত—গিরি গোবর্দ্ধন, তাহার সন্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডই সরোবরদ্বয় এবং হংসীই শ্রীরাধাস্থানীয়া।

† উজ্জ্বল-জ্যোতির্ব্বিদ্‌—শৃঙ্গার জ্যোতির্ব্বেত্তা অর্থাৎ শৃঙ্গার-রস সম্বন্ধীয় বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ।

তৎ পক্ষপাতবৈচিত্রীং পশ্যতা লক্ষিতং ত্বয়া।
সা স্যাল্লভ্যা সুখেনৈবং হংসী বংশীহৃতান্তরা ॥১৬॥
(যুগ্মকম্)

নির্দ্ধারিতমিদং দেহি শীঘ্রং মে পারিতোষিকম্।
যাবান্ শ্রমস্তং বেৎস্যেব গগনে গ্রহচালনে ॥১৭॥

হংসাঃ 'পাখ' ইতি প্রসিদ্ধস্য পক্ষস্য পাতবৈচিত্রীং পশ্যতা ত্বয়া আলক্ষিতং যথা-স্যাত্তথা সা হংসী লভ্যা, কিন্তু বংশ্যাহৃতং অন্তঃকরণং যস্যা। এবম্ভূতা সতী। মুরলীশ্রবণাৎ পশুপক্ষিণামপি মনোহরণপ্রসিদ্ধেঃ। পক্ষে বি ইতিবর্ণোঽগ্রে যস্যা এবম্ভূতাং শাখাং অর্থাৎ বিশাখাং আশ্রিত্য একস্মিন্ স্থলে তিষ্ঠতা অথচ তস্যা বিশাখায়াঃ পক্ষপাতস্য সাহায্যস্য বৈচিত্রীং পশ্যতা ত্বয়া। যদ্যপি বংশ্যা-হৃতান্তরা তথাপি বিশাখায়াঃ সাহায্যং যৎকিঞ্চিৎ বাম্যদূরীকরণার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১৫।১৬।১৭ ॥

"ওহে সখে! তোমার হংসী-প্রাপ্তির কারণ গণনা করিয়া দেখিলাম, বিবর্ণাগ্রা কোন তরুশাখা অবলম্বন করিয়া সেই হংসীর পক্ষপাত-বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তুমি বংশীধ্বনি দ্বারা তাহার মনোহরণ করিলেই সেই হংসী অলক্ষিতভাবে তোমার সুখলভ্যা হইবে। জান ত, তোমার মোহন বংশীধ্বনি পশুপক্ষী-স্থাবর জঙ্গম নিখিল জগতের মন, হরণ করিয়া থাকে।

মধুমঙ্গল শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, 'বি' এই বর্ণ যাহার অগ্রে বিদ্যমান, তাদৃশী 'শাখা' অর্থাৎ বিশাখানাম্নী শ্রীরাধাসখীকে আশ্রয় পূর্ব্বক একস্থানে অবস্থান করিয়া, সেই বিশাখার পক্ষপাত (স্বপক্ষে সহায়তা) বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে বংশীরবে চিত্তহরণ করিলেই তুমি শ্রীরাধা-হংসীকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কেবল বংশী-ধ্বনি-শ্রবণেই শ্রীরাধার চিত্তহরণ হইলেও তাঁহার বাম্যভাব দূর করিবার নিমিত্ত বিশাখার কিঞ্চিৎ সাহায্য একান্ত আবশ্যক জানিবে ॥১৫।১৬॥

এইত সখে! আমার গণনায় ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। এক্ষণে

ততঃ করকবীজৈস্তৎ করৌ স সমপূরয়ৎ।
তান্যশ্নন্নব্রবীৎ কৃষ্ণং বটুঃ পীনাবটুঃ পটুঃ॥ ১৮॥
ভো বয়স্য বয়স্যত্র সবয়স্যপি মষ্যহো।
সমকারি সমঃ সংপ্রত্যাদরো ভবতা কুতঃ॥ ১৯॥
এষ যন্নাম পঠতি ত্বং তৎ প্রাপকবেদভাক্।
যুবয়োর্দ্বিজয়ো স্তস্মাদাদরোঽর্হতি তুল্যতাম্॥ ২০॥

তস্য মধুমঙ্গলস্য করৌ দাড়িম্ববীজৈঃ করণৈঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ। বটুঃ কীদৃশঃ পীনোঽবটুঃ স্কন্ধদেশো যস্য॥ ১৮॥

ভো বয়স্য! কৃষ্ণ! অত্র বয়সি পক্ষিণি এবং স-বয়সি ময্যপি দাড়িম্ববীজ-দানেন সম্প্রতি সমঃ আদরঃ কথং ত্বয়া অকারি॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ।—এষ শুকঃ যস্য নারায়ণস্য নাম পঠতি, ত্বম্ তৎপ্রাপক-বেদশাস্ত্রভাক্। পক্ষে যস্যা নাম রাধা রাধা ইতি পঠতি ত্বং-তৎপ্রাপকজ্ঞানং ভজসে॥ ২০॥

আমাকে শীঘ্র পুরস্কার প্রদান কর। গণনায় ও গ্রহচালনে যে কিরূপ পরিশ্রম তাহা ত তুমি সকলই অবগত আছ॥ ১৭॥

এই বলিয়া মধুমঙ্গল পারিতোষিক লাভাশায় যেমন অঞ্জলি প্রসারণ করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণ দাড়িম্ব বীজ দ্বারা তাঁহার অঞ্জলি পূর্ণ করি-লেন। স্থূলস্কন্ধ সুপটু বটু অবিলম্বে সেই দাড়িম্ব-বীজগুলি ভক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'ওহে বয়স্য! তোমার বেশ ত বিবেচনা! কি আশ্চর্য্য, তুমি এই বয়স অর্থাৎ পক্ষীকে এবং আমি যে তোমার সবয়স অর্থাৎ বয়স্য, আমাকে সম্প্রতি দাড়িম্ব-বীজদানে সমান আদর করিলে কেন? একটা বন্য পাখীর সহিত এই পরমবন্ধু ব্রাহ্মণ কুমারের তুল্য সমাদর করা তোমার উচিত হইল কি!॥ ১৯॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে কহিলেন—'ওহে গণকরাজ! আমার এই দ্বিজ (শুকপক্ষী) যাহার নাম অর্থাৎ যে 'নারায়ণ' নাম পাঠ করিতেছে,

কিঞ্চ বিদ্বাংস্ত্বমেকং তৎ করকং চ গৃহাণ মে।
ইতি তদ্দত্তমাদায় হৃষ্যৎ স প্রাহ চাশিষঃ ॥ ২১ ॥
সুহৃং বিপ্রায় যদদাস্তমেকং করকং-ততঃ।
ভাবিতেহ্য করপ্রাপ্তমভীষ্টং করকদ্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
প্রিয়া দ্বিজালীঃ সন্তর্প্য সখে ! স্বলপনামৃতৈঃ।
ভোজয় স্বস্তি তেহদ্যাহ্নি ভাবিনী সুখ-সঙ্গতিঃ ॥ ২৩ ॥

তত্তস্মাৎ অধিকং একং করকং গৃহাণ। আশিষঃ আশীর্ব্বাদম্ ॥২১ ২২॥

হে সখে! প্রিয়া দ্বিজালীঃ পক্ষি-ব্রাহ্মণশ্রেণী স্বস্য লপনামৃতৈর্বচনামৃতৈঃ করণৈঃ সন্তর্প্য ভোজয়। তে তব স্বস্তি মঙ্গলং অস্তু, কিন্তু অদ্য অহ্নি এব সুখ-

---

তুমিও দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) তৎপ্রাপক অর্থাৎ সেই নারায়ণ-প্রাপ্তি-বিষয়ক বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ; সুতরাং তোমরা দুই দ্বিজই ত তুল্য সমাদর পাইবার যোগ্য।”

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—এই শুকপক্ষী যাহার নাম পাঠ করিতেছে, সেই রাধা প্রাপ্তির উপায় তুমি যখন অবগত আছ, তখন তোমরা উভয়েই আমার তুল্য আদর পাইবার উপযুক্ত ॥ ২০ ॥

“তবে তুমি বিদ্বান বলিয়া তোমাকে অধিক একটী দাড়িম্ব ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।” মধুমঙ্গল সেই দাড়িম্ব ফল সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া হর্ষ-প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—“সখে! ব্রাহ্মণকে একগুণ দান করিলে, দুইগুণ ফললাভ হয়। অতএব তুমি আমার ন্যায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অদ্য যেমন একটী অখণ্ড দাড়িম্ব দান করিলে, সেইরূপ ভবিষ্যতে তোমারও অভিষ্ট দুইটী দাড়িম্বফল অবশ্য করতলগত হইবে ॥ ২২ ॥

তাইবলি সখে! অদ্য প্রিয়া-দ্বিজালি অর্থাৎ তোমার প্রিয়বন্ধু দ্বিজশ্রেণীকে (পক্ষী ও ব্রাহ্মণশ্রেণীকে) স্বলপনামৃত অর্থাৎ স্বীয় বচনামৃত দ্বারা অতীব তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাও;—তোমার মঙ্গল হউক। অদ্য দিবাভাগেই তোমার সুখ-সঙ্গতি লাভ ঘটিবে।

বৎস ! কিং কুরুষে কৃষ্ণ ! মাবিলম্বস্ব সাম্প্রতম্ ।
স্নাহি নির্ব্যূঢ়মন্নাদি ভুঙ্‌ক্ষ মা শীতলী কুরু ॥ ২৪ ॥
ইতি প্রোচ্য ব্রজেশ্বর্য্যা নিযুক্তৈস্তত্র কিঙ্করৈঃ ।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন-স্নান-মার্জ্জনাদ্যৈ রসেবি সঃ ॥ ২৫ ॥

(যুগ্মকম্)

সঙ্গতির্ভাবিনী ভবিষ্যতি। পক্ষে প্রিয়ায়ার্ব্বিজালীঃ দন্তশ্রেণীঃ স্বকীয়লপনস্য মুখস্যামৃতৈঃ সন্তর্প্য ভো সখে ! ত্বং জয়। অদ্য অহ্নি ভাবিন্যা প্রিয়য়া সহ সুখেন সঙ্গতিঃ সুষ্ঠু অস্তি। আননং লপনং মুখমিত্যমরঃ ॥ ২৩॥২৪ ॥

মধুমঙ্গলের এই বাক্-চাতুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের আকুল হৃদয়ে প্রকৃতই আশার অমৃত-সেচন করিল। তিনি শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—সখে ! স্বীয় লপনামৃত অর্থাৎ বদনামৃত দ্বারা তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধার দ্বিজালি অর্থাৎ দন্তশ্রেণী সন্তর্পিত করিয়া জয়যুক্ত হও। অদ্য দিবা ভাগেই তোমার প্রেমময়ী শ্রীরাধার সহিত সুখ-সঙ্গতি সুন্দররূপেই সংঘটিত হইবে ॥ ২৩ ॥

এমন সময় তথায় ব্রজরাজ মহিষী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ-পূরিত বাক্যে কহিলেন—বাপ ! কৃষ্ণ ! তুমি এখনও কি করিতেছ ! সম্প্রতি আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র স্নান কর, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ভোজন করিবে চল। আর কালবিলম্ব করিয়া তাহা শীতল করিওনা ॥ ২৪ ॥ *

* তথাহি পদ।—সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, রাধিকা রন্ধন করি। শাক পায়সাদি, পিষ্টক অবধি বেদির উপরে ধরি॥ সহস্র প্রকার, ব্যঞ্জন আচার, রাই সমাপন করি। গোঠেতে হইতে, সখার সহিতে ঘরেতে আইলা হরি॥ নন্দরাণী কহে, যাহ বাছা সবে, সিনান করিয়া আসি। কানুর সহিতে, পরম পিরিতে, ভোজন করিবে বসি॥ কমল-নয়ন করিতে সিনান, বসিলা বেদির 'পরি। সারঙ্গ যতনে, সিনান-বসনে যোগায় তুরিত করি॥ রক্তকপত্রক, যতেক সেবক, কানুর সিনান তরে। সুগন্ধি শীতল, নির্ম্মল সলিল, ধরল বেদির পরে॥ আনি মধুকণ্ঠ', উদ্বর্তন-বাটি, মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে। মদনমোহন, করেন সিনান, সব দাসগণ সঙ্গে॥ সিনান করিয়া, গা খানি মুছিয়া, পরাল পীতম ধড়া। কানুর ভোজন, গোপাল কারণ, শেখর পাড়ল সাড়া॥ পঃ কঃ॥

তত্র তত্রাতিদক্ষাণামপি প্রেম্নৈব সাকুলা।
অবিচক্ষণতামাবিশ্চক্রে তেষাং কদাচন ॥ ২৬ ॥
ততশ্চ তত্তৎ সর্ব্বং সা শিক্ষয়ন্ত্যেব তান্ স্বয়ম্।
নিষিদ্ধ্যতোঽপি পুত্রস্য চক্রে স্নেহদ্রুতান্তরা ॥ ২৭ ॥
পৌগণ্ডস্পৃগিবাদ্যাপি স্তন্যং বিস্মর্ত্তুমক্ষমঃ।
সুতোঽয়মেতাস্ত্বদৃষ্ট জনুর্যোঽত্যন্ত বালিকা ॥ ২৮ ॥
ইতি শুদ্ধাশয়া তত্র তত্র তাঃ কিঙ্করীরপি।
নিদিশ্য কর্হিচিদ্ যাতি ব্যগ্রা সা বহুকর্ম্মসু ॥ ২৯ ॥

(যুগ্মকম্)

স শ্রীকৃষ্ণ অসেবি ॥ ২৫ ॥
কিঙ্করীণামবিচক্ষণতাং সা যশোদা আবিশ্চক্রে কথিতবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
তান্ কিঙ্করান্ শিক্ষয়ন্তী সা নিষিধ্যতোঽপি পুত্রস্য তত্তৎ সর্ব্বং চক্রে ॥ ২৭ ॥
ইতি ভাবনয়া শুদ্ধাশয়া সা কর্হিচিৎ দিবসে তত্র তৈলাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণি তাঃ কিঙ্করীঃ নিদিশ্য। ভাবনামেবাহ। পৌগণ্ডস্পৃগপি অয়ং সুতঃ বালক এব।

অনন্তর ব্রজেশ্বরী কিঙ্করদিগকে অনুমতি করিলে তাঁহারা সময়োচিত অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন-স্নান ও মার্জ্জনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

নিয়োজিত কিঙ্করগণ এই সকল সেবাকার্য্যে সুনিপুণ হইলেও বাৎসল্য প্রেম-ভরাকুলা ব্রজেশ্বরী কখন কখন তাহাদের সেই সকল কার্য্যে অবিচক্ষণতা বা ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

তারপর তাহাদিগকে শিক্ষাদিবার ছলে,—নিষেধ করা সত্ত্বেও স্নেহবিগলিত চিত্তে স্বয়ং পুত্রের সেই সকল অভ্যঙ্গাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আবার কোন কোন দিন শুদ্ধাশয়া ব্রজেশ্বরী তরুণ-বয়স্ক পুত্রের তৈলাভ্যঙ্গাদি পরিচর্য্যা কার্য্যে শ্রীরাধার নবতরুণী কিঙ্করীগণকে নিয়োজিত করিতেও সঙ্কোচবোধ করেন না ॥ ২৮ ॥

পচ্যমানেঽথ পক্তব্যে পক্কেঽন্নব্যঞ্জনাদীকম্ ।
শৃতে পয়সি দধ্যাদি-বিকারে মোদকাদিকে ॥ ৩০ ॥
অনুসংহিতপুত্রাপ্তি রোচকদ্রব্য-সংগ্রহে ।
একং মনোঽস্যাঃ সর্ব্বত্র চরন্নশ্রান্তিমভ্যগাৎ ॥৩১॥
(যুগ্মকম্)

যতঃ অদ্যাপি 'স্তন্যং বিস্মর্ত্তুমক্ষমঃ। এবং এতাং কিঙ্কর্য্যঃ অত্যন্তবালিকাঃ যতোঽদ্যোদৃষ্টা উৎপত্তির্যাসাং তথাভূতাঃ ॥ ২৮॥২৯ ॥

আবর্ত্তিতে দুগ্ধে। দধ্যাদিবিকারে শিখরিণ্যাদৌ। পূর্ব্বপূর্ব্বদিনে অনু-সংহিতা নির্দ্ধারিতা যত্র পুত্রস্যাতিরোচকতা তদ্দ্রব্যসংগ্রহে। এবঞ্চ দুগ্ধপ্রভৃতি তত্তদ্দ্রব্যসংগ্রহে অস্যা যশোদায়া একং মনশ্চরন্নপি শ্রান্তিং ন অভাগাৎ ॥৩০॥৩১॥

তাঁহার মনের ধারণা—"আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই সবে মাত্র পৌগণ্ডদশায় পদার্পণ করিয়াছেন—এখনও স্তন্যপান বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আর এই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করীগণ অতি-বালিকা উহাদিগকে ত কাল জন্মিতে দেখিয়াছি, সুতরাং বালকের পরিচর্য্যা বালিকা করিলে কোন দোষই হইতে পারে না।" এইরূপ শুদ্ধ-বাৎসল্যের বশবর্ত্তিনী হইয়াই তিনি সেই কিশোরী কিঙ্করীগণকে শ্যামসুন্দরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া বহুকার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কার্য্যান্তর-পর্য্যবেক্ষণে গমন করেন ॥ ২৯ ॥

যে সকল অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করা হইতেছে, যাহা পাক করা হইবে, ও যাহার পাক শেষ হইয়াছে, সেই সকল ভোজ্যদ্রব্যে—কি আবর্ত্তিত দুগ্ধে, কি শিখরিণী প্রভৃতি দধি-বিকারে, কি লড্ডুকাদিতে, কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে যে যে দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় রুচিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, সেই সেই দ্রব্যের সংগ্রহে শ্রীযশোদার একমাত্র মন সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও পরিশ্রান্ত হয় না। ফলতঃ এইরূপ সকল বিষয়ে তাঁহার মন অশ্রান্ত রূপে সন্নিবিষ্ট ॥ ৩০॥৩১ ॥

স্নাতঃ পরিহিতানর্ঘ্য তড়িৎপীতাম্বরদ্বয়ঃ।
মুহুর্ম্মার্জ্জিতধূপোত্থ-ধূম শোভিত কুণ্ডলঃ ॥ ৩২ ॥
কঙ্কতীশোধিত প্রোতজাতীক চকুরাবলিঃ।
বেল্লিতালকবল্ল্যালবাল জুটাগশম্ভুকঃ ॥ ৩৩ ॥
মুখেন্দু রাজতা খ্যাপি কাশ্মীর-তিলকালিকঃ।
গণ্ডেন্দু-সখ্যতরল কুণ্ডলদ্যুমণিদ্বয়ঃ। ৩৪ ॥

বস্ত্রাদিনা মুহুর্ম্মার্জ্জিতঃ পশ্চাৎ অগুরুধূপোত্থ-ধূমেন শোভিতঃ কুন্তলো যস্য ॥ ৩২ ॥

আদৌ কঙ্কত্যা শোধিতঃ পশ্চাৎ প্রোতং গ্রথিতং জাতীপুষ্পং যত্র তথাভূতা চিকুরশ্রেণী যস্য সঃ। বেল্লিতা কম্পিতা যা অলকলতা সা এব 'থামরা' ইতি প্রসিদ্ধ আলবালো যস্য এবম্ভূতো জুটা রূপোঽগশম্ভুর্নিশ্চলমহাদেবো যস্য। মহাদেবস্য চতুর্দ্দিক্ষু আলবালস্য প্রাসঙ্গেঃ ॥ ৩৩ ॥

মুখচন্দ্রস্য রাজত্যাখ্যাপি রাজত্বকথনশীলং কেশরতিলকং অলিকে যস্য। গণ্ডেন্দুনা সহ সখ্যার্থং তরলশ্চঞ্চলঃ দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ ॥ ৩৪ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্নান কৃত্য সমাপন করিয়া মহামূল্য তড়িৎবর্ণোদ্ভাসি পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক উত্তরীয় ধারণ করিলেন। তারপর পরিচারকগণ সূক্ষ্ম বসন দ্বারা তাঁহার শোভন কুন্তলপাশকে পুনঃ পুন মার্জ্জিত করিয়া অগুরু ধূপোত্থ ধূম দ্বারা সেই সিক্ত-[illegible]পাশকে পরিশুদ্ধ ও সুবাসিত করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর কনক কঙ্কতিকা দ্বারা সেই সুকুঞ্চিত কেশকলাপকে পুনঃ পুন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া এবং জাতিপুষ্পের মালা গাঁথিয়া তাহাতে এমন সুন্দরভাবে বেষ্টন করিয়া দিলেন,—আ মরি! তাহা দেখিয়া মনে হয়, যেরূপ অচল শম্ভুর চারিদিকে আলবাল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই জুট বা কেশগুচ্ছরূপ শম্ভুরও চারিদিকে কম্পিত অলকতলতারূপ আলবাল পুষ্পমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

চলদোঃ স্থিরকেয়ূরত্যুতি-চাকচিক্যচাপলঃ ।
স্থিরোরশ্চলহারালি-স্থৈর্য্যযুঙ্‌ মাধুরীধুরঃ ॥ ৩৫ ॥
কোটীন্দুসূর্য্যবিজয়ি-কৌস্তুভার্চ্চিভকণ্ঠভূঃ ।
কুন্দদামাতিসৌভাগ্য বাঞ্ছার্ত্তীকৃত-যৌবতঃ ॥ ৩৬ ॥

চঞ্চলহস্তস্থিত স্থিরকেয়ূরসম্বন্ধি দ্যুতিঃ চাকৃচিক্যস্ত চাপলং যত্র। স্থির বক্ষসি চঞ্চলহারশ্রেণ্যাঃ স্থৈর্য্যযুক্তং মাধুর্য্যাতিশয়ো যত্র ॥ ৩৫ ॥

কুন্দদাম্নোঽতিসৌভাগ্যস্ত বাঞ্ছয়া আর্ত্তীকৃতো যুবতিসমূহা যেন ॥ ৩৬ ॥

একজন কিঙ্কর তাঁহার ললাটদেশে কাশ্মীর তিলক রচনা করিয়া দিলেন, আহা! তখন সেই তিলকোল্লাসি-ললাটদেশ যেন শ্রীমুখচন্দ্রের রাজত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং তাঁহার কর্ণযুগলশোভি কুণ্ডলরূপ দ্যুমণিদ্বয় যেন গণ্ডে দুযুগলের সহিত সখ্যবন্ধন করিবার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥

চঞ্চল বাহুযুগলের উপর মণিময় কেয়ূরদ্বয় যখন অবিচলিতরূপে শোভিত ছিল, তখন তাহার উজ্জ্বল কান্তির চাকৃচিক্য যেন সেই চপল বাহু-বল্লরীর সহিত মৈত্রীবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং স্থির বক্ষঃ-শোভি চঞ্চল হারাবলি যেন স্থৈর্য্য-মাধুর্য্যরাশি বিকাশ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

অন্য একজন কিঙ্কর কণ্ঠদেশে কোটীন্দু-সূর্য্যবিজয়ি-কৌস্তুভমণি অর্পণ করিলেন এবং আর একজন কুন্দ-কুসুমমালা আনিয়া অতি সন্তর্পণে পরাইয়া দিলেন। আহা! এই কুন্দ-কুসুমদামের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া ব্রজযুবতীগণ সেই সৌভাগ্যলাভের বাঞ্ছা করিয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

ভূষার্চ্চিরর্চ্চিতাশ্চর্য্যবর্য্যজাগূঢ়চার্চ্চিকঃ।
বিচিত্রকিঙ্কিণীনাদ-বাসিত-প্রেয়সীশ্রুতিঃ ॥ ৩৭ ॥
রত্নোর্ম্মিকা-কঙ্কণাদি-ভাস্বৎ ফুল্ল-করাম্বুজঃ।
মঞ্জুশিঞ্জানমঞ্জীর মদিরেড্য পদাম্বুজঃ ॥ ৩৮ ॥
[illegible]স্রাস্তু তং রত্নপীঠমধ্যাস্থ মণিকুট্টিমে।
নারায়ণং স্মরামীতি কৃষ্ণো নেত্রে ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
(অষ্টভিঃ কুলকম্)

ভূষণানাং অর্চ্চিষা কান্ত্যা অর্চ্চিতস্য আশ্চর্য্যবর্য্যজগূঢ়স্য আশ্চর্য্যশ্রেষ্ঠ-কুঙ্কুমস্য 'খোর' ইতি প্রসিদ্ধশ্চার্চ্চিকো যস্য। কিঙ্কিণীনাদস্য বাসিতা বাসস্থানী-কৃতা প্রেয়সীনাং শ্রুতির্যেন। অথবা কিঙ্কিণীনাদেন বাসিতা প্রেয়স্যো শ্রুতির্যেন ॥ ৩৭ ॥

উর্ম্মিকা কঙ্কণাদীনাং ভাঃ কান্তী তদ্যুক্ত ফুল্লকরাম্বুজং যস্য। মনোজ্ঞং শিঞ্জানং যস্য এবম্ভূতো যো নূপুরস্বরূপো মদিরঃ খঞ্জনস্তেন ঈড্যং পদাম্বুজং যস্য সঃ ॥ ৩৮ ॥

পিত্রা কৃত নারায়ণ-স্মরণস্যানুকরণং করোমীতি বালকরীতিমাহ। নারায়ণ-মিতি ॥ ৩৯ ॥

অপর একজন কিঙ্কর অতীব আশ্চর্য্যজনক কুঙ্কুমরাগে [illegible]শ্রীকৃষ্ণকে চর্চ্চিত করিলে, মণিময় ভূষণের শোভন-কান্তিতে সেই কুঙ্কুম-চর্য্যা আরও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং কটিতট শোভী মনোহর কিঙ্কিণীর কলশব্দ প্রেয়সীবর্গের শ্রবণ-রঞ্জন করিয়া যেন সেই শ্রুতিদেশকেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিল ॥ ৩৭ ॥

তারপর রত্নাঙ্গুরীয় ও কঙ্কণাদি অর্পিত হইলে তাহাদের অপূর্ব্ব কান্তিতে প্রফুল্ল-কর-কমল এক অনুপম শোভা-সম্পদে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং চরণ-কমলে মঞ্জীররূপ খঞ্জনযুগল যেন সুমধুর শিঞ্জন সহ-কারে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

ধ্যানপ্রাপ্ত প্রিয়া-বিম্বাধরপানমুদেরিতঃ।
রোমাঞ্চিতাঙ্গস্তন্নামাঙ্কিতং মন্ত্রং জজাপ সঃ ॥ ৪০ ॥
অথৈত্য কমলঃ প্রাহ যুবরাজ! ব্রজেশয়া।
আহূয়সে ভোজনার্থং মুহুস্তত্রাবধীয়তাং ॥ ৪১ ॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধিকায়া নামাঙ্কিতং মন্ত্রং জজাপ ॥ ৪০ ॥
কমলো দাসঃ ব্রজেশয়া যশোদয়া মুহুরাহূয়সে ॥ ৪১ ॥

এইরূপ মনোহর ভূষণে বিভূষিত হইয়া ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, মণিময় প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে বহুমূল্য বস্ত্রাস্তৃত রত্ন-বেদিকার উপর উপবেশন করিয়া 'আমি নারায়ণ স্মরণ করি' বলিয়া নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন। আমরি! শ্রীভগবানের কি লীলা বৈচিত্র্য? শ্রীনন্দ-মহারাজ প্রতিদিন ভোজনের পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীনারায়ণ ধ্যান করেন, শ্রীকৃষ্ণও বালকরীতি অবলম্বন করিয়া সেইরূপ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনন্দরাজের ধ্যেয় তদীয় অভীষ্ট শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্ম, কিন্তু বিদগ্ধ-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের বস্তু অন্যরূপ! তাঁহার প্রাণের আরাধ্যা দেবী প্রিয়তমা শ্রীরাধা-মূর্ত্তি! শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানযোগে শ্রীরাধার বিম্বাধর-পানানন্দের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া প্রেম-পুলকিত দেহে তন্ময় চিত্তে তখন কেবল শ্রীরাধানামাঙ্কিত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

এমন সময় কমল * নামক শ্রীকৃষ্ণের জনৈক পরিচারক আসিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"যুবরাজ! ব্রজেশ্বরী আপনাকে ভোজনের নিমিত্ত বারংবার আহ্বান করিতেছেন, সে বিষয়ে অবধান করুন ॥ ৪১ ॥

* কমল, বিমল প্রভৃতি ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থালী ও পীঠ (পীঁড়ি) প্রভৃতি বহন করেন। যথা—"বিমলঃ কমলাস্থালী পীঠাদিধারকাঃ।" কৃষ্ণগণোদ্দেশ।

উত্থায় বটুনা কৃষ্ণঃ প্রবিষ্টোদনবেদিকাং ।
নির্নিক্তাঙ্ঘ্রিযুগঃ পীঠমধ্যাস্ত বসনাবৃতং ॥ ৪২ ॥
শ্রীদামবলদেবাখ্যা সব্যদক্ষিণতোঽবসন্ ।
প্রেষ্ঠান্ সখীনৃতে যস্মান্ন-ভোজনসুখং সুখম্ ॥ ৪৩ ॥
যশোদাহূতয়ান্নাদি রোহিণ্যা পরিবেশিতং ।
আদং স্তে রাধয়া তত্তৎ পাণৌ গ্রাহিতয়া ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥

বটুনা সহ । ক্ষালিতাঙ্ঘ্রিযুগঃ ॥ ৪২ ॥
যস্মাৎ প্রেষ্ঠান্ সখীন্ বিনা ভোজনসুখং ন সুখং ভবতি ॥ ৪৩ ॥
তে কৃষ্ণাদয়ঃ আদন্ ভোজনং চক্রুঃ ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বটুর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন-বেদিকার নিকট গমন করিলেন এবং পদপ্রক্ষালন করিয়া বসনাবৃত ভোজন পীঠে উপবেশন করিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শ্রীদাম, সুবলাদি, দক্ষিণে বলদেব, সম্মুখে মধুমঙ্গল, এইভাবে চারিদিকে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া সখাবৃন্দও ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন ; যেহেতু প্রিয়সখাগণ ব্যতীত ভোজন প্রকৃতই সুখাবহ হয় না ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর শ্রীযশোদার আহ্বানে শ্রীরোহিণী দেবী অন্নাদি পরিবেশন জন্য প্রস্তুত হইলেন—শ্রীরাধিকা ক্রমে ক্রমে ভোজন সামগ্রী সকল শ্রীরোহিণীদেবীর হস্তে যোগাইয়া দিতে লাগিলেন—আর শ্রীরোহিণী দেবী স্নেহ-পরিপ্লুতাঙ্গে অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদিকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই তখন প্রীতিপ্রফুল্লান্তরে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ *

* তথাহি ভোজন লীলা।—ভোজন মন্দির, ভিতর বাহির, শোধিলা শীতল করি। পিঁড়ি সারি সারি, সুবর্ণের ঝারি, সুগন্ধি সলিলে ভরি ॥ রাই সখীগণ, যতেক মিষ্টান্ন, ক্রম সে করিয়া রাখি। সে সব বিনানী, নন্দের ঘরণী, দেখিয়া হইলা সুখী ॥ কানাই বলাই, মিলি দু'টী ভাই, সখাগণ করি সঙ্গে। ভোজনে বসিয়া, পকান্ন দেখিয়া বটুর বাড়য়ে রঙ্গে ॥ রোহিণী-নন্দন করয়ে ভোজন, কানুর ডাহিনে বসি। বামেতে সুবল, সমুখে মঙ্গল, সঘনে উঠয়ে হাসি ॥ রামের জননী, দিছেন আপনি, রাধিকা রান্ধিলা যত। সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, তাহা বা

কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো নৈবাত্র বলঃ কবলমাত্রভুক্ ।
শ্রীদামা নাম মন্দাশী সুবলোঽসুবলোঞ্ঝিতঃ ॥ ৪৫ ॥
কৈষাং ভক্ষ্যৈকতানত্বাং রাহিত্যমবিদগ্ধতা ।
কৈতদন্নং সুধা-নিন্দি স্বয়ং লক্ষ্ম্যৈব সাধিতং ॥ ৪৬ ॥

কেবলমহমেক এব অস্যান্নব্যঞ্জনস্য পাত্রমিতি বটুঃ অবদন্নিতি চতুর্থ... নান্বয়ঃ। অন্যেষাং অন্নব্যঞ্জনস্য ভোজনপাত্রত্বং নিরাকরোতি। কৃষ্ণ ইতি। অত্র ন সতৃষ্ণঃ অপি তৃষ্ণত্রেবেতি পরিহাসো ব্যঙ্গ্যঃ। প্রাণবলেন উজ্ঝিতঃ দুর্ব্বলঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

এষাং ভক্ষ্যৈকতানস্য রাহিত্যমেবাবিদগ্ধতা সা বা ক। লক্ষ্ম্যা সাধিতং এতদন্নং বা ক। অত্যন্তাসম্ভাবনায়াং ক দ্বয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

ভোজন করিতে করিতে উদর-সর্ব্বস্ব মধুমঙ্গলের প্রাণমন যেন উল্লাস-তরঙ্গে নাচিয়া উঠিল। সুধাস্বাদু অন্নব্যঞ্জনের সরস স্পর্শে পরিহাস-রসিকা রসনা আর স্থির থাকিতে পারিল না, রহস্য-সূচক বাক্যে কহিলেন—"ওহে বয়স্য! কেবল আমিই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনের যোগ্য পাত্র। নতুবা আর কাহাকে ত উপযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না! কৃষ্ণ—এই অন্নাদিতে সতৃষ্ণ নহে অর্থাৎ উহার অন্নাদি ভোজনে তাদৃশ স্পৃহা নাই। বলদেব—কেবল কতকগুলি গলাধঃক... করিতেই সমর্থ—উহার ত রসবোধ নাই? শ্রীদাম—স্বভাবতঃ মন্দভোজী, আর ভোজন শক্তির অভাবে সুবলেরও প্রাণের বল অতি কম ॥ ৪৫ ॥

পরন্তু এই উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি ইহাদের আদৌ একাগ্রতা নাই এবং ভোজন বিষয়ে রসজ্ঞতাও নাই। অতএব হায়রে! কোথায়

কহিব কত ॥ বিধি অগোচর, যত উপহার দিছেন যশোদা মায়। রাধার বদন, দেখি অচেতন, হইলা নাগর রায় ॥ অরুচি দেখিয়া, আকুল হইয়া, কহয়ে নন্দের রাণী। রাধা রসবতী, কর্পূর মালতী, তোমার লাগিয়া আনি ॥ তুমি না খাইলে, রাই না আসিবে, স্বরূপে কহিলাম তোরে। বিশাখা ললিতা, আর কুন্দলতা; ঠারিয়া কহিছে মোরে ॥ মায়ের বচনে, পাওল চেতনে, নাগর-শেখর কান। রাই মুখ দিয়া, আকণ্ঠ পুরিয়া, করল ভোজন পান ॥ সব সখাগণ, করিয়া ভোজন, উঠল আপন সুখে। আচমন করি, যায় ঘরাঘরি কর্পূর তাম্বুল মুখে ॥ নন্দের নন্দন, করি আচমন, পালঙ্কে ঢালেন গা। চরণ সেবন, করে দাসগণ, শেখর কঁরয়ে বা ॥

কাব্যং বিফলতাং কিং ন যাতি সৎকবিনির্ম্মিতং।
যত্র গোষ্ঠ্যাং তদাস্বাদলোলুপত্বং ন বর্ত্ততে॥ ৪৭॥
[illegible]র্বর্গফলং মূর্ত্তমেতদন্নং চতুর্ব্বিধং।
[illegible] কেবলমেকোঽস্য পাত্রমিত্যবদদ্বটুঃ॥ ৪৮॥
(কলাপকম্)
শ্রীদামোবাচ পিণ্ডোক্তিঃ পিচিণ্ডং পূরয় দ্রুতং।
যদেব তব সর্ব্বস্বং যদর্থং বটুতামধাঃ॥ ৪৯॥

অত্র দৃষ্টান্তমাহ। সৎকবিনির্ম্মিতং কাব্যং কিং বিফলতাং ন যাতি? ॥৪৭॥
এতচ্চতুর্ব্বিধমন্নং চতুর্ব্বর্গস্য মূর্ত্তং ফলম্॥ ৪৮॥
পিণ্ডোক্তিগ্রাসৈঃ। পিচিণ্ডং উদরং। তথা চ বাক্প্রয়োগে সতি উদর-পূরণে বিলম্বো ভাবীতি ভাবঃ॥ ৪৯॥

ইহাদের ভোজ্যসম্বন্ধে আগ্রহশূন্যতারূপ অনভিজ্ঞতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মীর স্বহস্ত-প্রস্তুত সুধানিন্দি অন্ন ব্যঞ্জন! বড়ই অসম্ভব ব্যাপার॥ ৪৬॥

যে সভায় কাব্যরসামোদী রসজ্ঞজনের অভাব, তথায় সৎ-কবি-রচিত সরস কাব্যও কি বিফলতা প্রাপ্ত হয় না? অব[illegible] হইয়া থাকে। এই দেখ, ভোজ্যরসামোদী রসজ্ঞজনের অভাবে [illegible] এমন উপাদেয় সরস অন্নব্যঞ্জনও কি বিফল হইতেছে না?॥ ৪৭॥

মরি! মরি! এই চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়—চতুর্ব্বিধ অন্ন, যেন ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মূর্ত্তিমান ফল। অতএব কেবল আমিই একমাত্র ইহার আস্বাদনের পাত্র। যেহেতু আমার মত রসজ্ঞ ত আর কাহাকেও দেখিতেছি না"॥ ৪৮॥

ঔদরিক মধুমঙ্গলের এই রহস্যব্যঞ্জক কথা শুনিয়া শ্রীদামা*

---

* শ্রীদামা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের সাহায্যকারী ও 'সম' পর্য্যায়ভুক্ত এবং পীঠমর্দ্দ নামক নায়ক-সহায়ের গুণ-বিশিষ্ট। পীঠমর্দ্দের লক্ষণ, যথা—

বটুরাখ্যদরে মূর্খ! গোপস্ত্বং কিং নু বেৎস্যসি।
রসাস্বাদং স্বধর্ম্মার্থং গা রোদ্ধুমটবী মট ॥ ৫০ ॥

ভোঃ! ত্বং কিং রসাস্বাদং বেৎস্যসি প্রাপ্স্যসি অপি তু স্বধর্ম্মে[illegible]

হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ওহে বটু! এখন রহস্য রাখ, অন্নপি[illegible] দ্বারা তোমার ঐ পিচিণ্ড (উদর) গহ্বর শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করিয়া ফেল। যেহেতু, তোমার ঐ উদরই ত সর্ব্বস্ব এবং উহার জন্যই তুমি বটুতা প্রাপ্ত হইয়াছ। এ সময় এরূপ রসিকতা প্রকাশ করিলে তোমার উদর-পূরণে যে অযথা বিলম্ব হইয়া পড়িবে" ॥ ৪৯ ॥

শ্রীদামের এই পরীহাস-বাক্য শুনিয়া তখন মধুমঙ্গল অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে রোষরঞ্জিত স্বরে কহিলেন—"অরে মূর্খ! তুই ত গোপ-জাতি? গোচারণই তোর স্বধর্ম্ম—তুই রসাস্বাদের কি বুঝবি? এখন তোর স্বধর্ম্ম—গোধনরক্ষার্থ শীঘ্র বনমধ্যে গমন কর্" ॥ ৫০ ॥

"দূরানুবর্ত্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকেতি বৃত্তে তু।
কিঞ্চিত্তদ্গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ॥
দর্পণে।

অর্থ[illegible]নায়কের বহুব্যাপী প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মবিষয়ে যিনি সহায় অথচ নায়কের [illegible] গুণে কিঞ্চিৎ হীন এরূপ সহায়কে পীঠমর্দ্দ কহে, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীব তেমনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামা।

বয়ঃ ষোড়শবর্ষশ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলি রসাকরঃ॥
বৃষভানু পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ॥
গণোদ্দেশ।

বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ, সুতরাং পরম উজ্জ্বল কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ও বহুবিধ লীলারসের আকর স্বরূপ। ইঁহার পিতা বৃষভানু রাজা, মাতা পতিব্রতা কীর্ত্তিদা। শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী কনিষ্ঠা ভগিনী। বর্ণবেশাদি—

"শ্রীদামা শ্যামলরুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরঃ।
পীতবস্ত্রপরিধানো রত্নমালা বিভূষিতঃ॥ গণোদ্দেশে।

পশ্যৈষোঽহমনূচানো বিপ্রো যৈর্ম্মন্মুখে হুতং।
তৈরিষ্টং সর্ব্বযজ্ঞেন ভগবানেব কেবলম্ ॥ ৫১ ॥
[illegible]দামোচে শ্রুতিস্মৃত্যোবর্ত্মাপি শতজন্মসু।
[illegible] পরিচিতং নৈব বিপ্রত্বে সূত্রমেব তে ॥ ৫২ ॥
[illegible] প্রাহ বটোরস্তি রসশাস্ত্রেষ্বনুশীলনম্।
ব্যঞ্জনানেকতাৎপর্য্য-লক্ষণাভিজ্ঞতা যতঃ ॥ ৫৩ ॥

অনূচানো বিপ্রোঽহং যৈর্জনৈর্ম্মন্মুখে হুতং তৈঃ সর্ব্বযজ্ঞেন ভগবান্ কেবলং ইষ্টঃ। গুরোঃ সকাশাৎ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী অনূচানঃ ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বশতজন্মসু শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ত্ম অপি ত্বয়া নৈব পরিচিতং ॥ ৫২ ॥

যতঃ ব্যঞ্জনাবৃত্তি-তাৎপর্য্যলক্ষণানাং অভিজ্ঞতা অস্ত্যস্তি। ব্যঞ্জনাবৃত্তি ব্যঞ্জনবৃত্তিশ্চ ভবতি। পক্ষে সুপাদিব্যঞ্জনানাং তাৎপর্য্যং তৎপরতা তস্য লক্ষণস্য চাভিজ্ঞতা যতঃ ॥ ৫৩ ॥

এই দেখ্ বর্ব্বর! আমি কি সামান্য ব্যক্তি? আমি অনূচান বিপ্র—গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়াছি; অতএব যাহারা আমার মুখে হোম করে, অর্থাৎ যাহারা তৃপ্তিসহকারে আমাকে ভোজন করায়, তাহারা সর্ব্ববিধ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্‌কেই কেবল ইষ্টস্বরূপে লাভ করিয়া থাকে” ॥ ৫১ ॥

শ্রীদাম পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“শুন বটু! পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতজন্মের মধ্যেও তোমার শ্রুতি-স্মৃতিপথের সঙ্গে পরিচয় নাই—কেবল সূত্র কয়গাছিই ত তোমার ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন! তুমি আবার কবে অনূচান * বিপ্র হইলে? ॥ ৫২ ॥

শ্রীদামের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ও মনোহর। পরিধান পীতবসন ও রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত। তৎ প্রণাম, যথা—ব্রজবিলাসে—

“কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়-বসতিঃ সংপ্রবীণ সখীনাং
শ্যামাঙ্গস্তৎসমগুণ বয়োবেশ-সৌন্দর্য্যদর্পঃ!
স্নেহাব্দ্যোঃ কণমকলমস্যায়তে যোঽবধূতঃ
শ্রীদামানং হরি-সহচরং সর্ব্বদা তং প্রপদ্যে ॥

* অনূচানঃ।—সাঙ্গ-বেদবিচক্ষণঃ। শিক্ষাদিষড়ঙ্গসহিত বেদবেত্তা। ইত্যমরঃ।

বটুরাহ ষড়েবাত্র রসা ন ত্বষ্ট মন্মতে।
ষোঢ়ৈব ন্যায্য আস্বাদো যৎ ষড়েবেন্দ্রিয়াণি নঃ ॥ ৫৪॥

অধুনা শৃঙ্গারাদীনাং রসত্বং নিরাকৃত্য মধুরাম্লাদি ষণ্ণাং রসত্বং [illegible] ব্যবস্থাপয়তি। তস্মাৎ ষড়্‌বিধরসানাং ষোঢ়া এবাস্বাদো ন্যায্যঃ [illegible] নোঽস্মাকং রসাস্বাদকাঃ ষড়েবেন্দ্রিয়াণি। মধুমঙ্গলস্য মতে বহিরি[illegible] রসানাং আস্বাদঃ অতএব রসাস্বাদস্যাষ্টবিধত্বাভাবাৎ রসোপি নাষ্টবিধঃ ॥ ৫৪॥

শ্রীদামের সহিত বটুর এই রস-কোন্দল তখন বয়স্যগণের প্রাণে উল্লাসের উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিল। মধুমঙ্গলের আরও নব নব রঙ্গ-কৌতুক শ্রবণের অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিতে হাসিতে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"আমি বেশ বুঝিতেছি, যে শাস্ত্র হইতে ব্যঞ্জনানেক-তাৎপর্য্য-লক্ষণের অভিজ্ঞতা জন্মে, তাদৃশ রসশাস্ত্রে বটুর যথেষ্ট অনুশীলন আছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যে শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা ব্যঞ্জনা * অর্থাৎ কাব্যরসোক্ত ব্যঞ্জনা বৃত্তির বিবিধ তাৎপর্য্য ও লক্ষণের অভিজ্ঞতা জন্মে অথবা সূপাদি নানাবিধ ব্যঞ্জনের তৎপরতা লক্ষণের জ্ঞান হয়, সেই সেই শাস্ত্রেই বটুর অভিজ্ঞতা আছে। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যঞ্জন-বিষয়ক শাস্ত্রেই বটুর অভিজ্ঞতা যেন বেশী বলিয়াই বোধ হয় ॥ ৫৫ ॥

---

* ব্যঞ্জনাবৃত্তি।—কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে অর্থবোধের জন্য অপর যে শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয় তাহাকে ব্যঞ্জনা কহে। যথা—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ।
সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥"

সাহিত্যদর্পণে।

অলঙ্কার-কৌস্তুভে ব্যঞ্জনার লক্ষণ এরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—

"অভিধা লক্ষণাক্ষেপ তাৎপর্য্যাণাং সমাপ্তিতঃ।
ব্যাপারো ধ্বননাদিঃ শব্দস্য ব্যঞ্জনা তু সা॥"

অর্থাৎ অভিধা লক্ষণাদিজন্য বোধসমাপ্তির পর ধ্বনির অর্থবোধের কারণস্বরূপ যে ব্যাপার প্রতীয়মান হয় শব্দের তাদৃশ বৃত্তিকে ব্যঞ্জনা কহে।

পশ্য সৌরূপ্য-সৌরভ্যমাধুর্য্যমৃদুতাদিভিঃ।
ভুক্তৌ সৌস্বর্য্যহর্ষাদ্যৈঃ ষট্‌স্বাদান্ ষড়্‌ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫৫॥
রসাস্ত্বষ্টাবিতি প্রাহুর্যে তেঽপি ব্যঞ্জনাশ্রিতাঃ।
ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতালেশোঽপ্যেষাং কিন্তু ন বর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥

অথ ...ষড়্‌স্বাদান্ বিশিষ্য বর্ণয়তি। ভুক্তৌ ভোজনসময়ে ষড়্‌ভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ...দান্ পশ্য। অতএব দীর্ঘশরকুলীভোজনসময়ে একদৈব ষড়িন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান-...তি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৫৫ ॥

তে পণ্ডিতা অপি ব্যঞ্জনাশ্রিতাঃ ব্যঞ্জনাকৃত্যাশ্রয়ণং বিনা রসত্বাসিদ্ধেঃ। সূপাদীনামেব ব্যঞ্জনত্বমভিপ্রেত্যাহ। ব্যঞ্জনেতি। এষাং পণ্ডিতানাং ॥৫৬॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া বটু বিজ্ঞতা ভাব-প্রকাশক মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন—"নিশ্চয়ই! রসশাস্ত্রে আমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। ওহে বয়স্য! শাস্ত্রে শৃঙ্গারকরুণাদি আট দশটী রস নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার মতে রস কেবল ছয়টী—কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও মধুর। এই ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদনই ন্যায্য। যেহেতু, আমাদেরও রসের আস্বাদক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় রহিয়াছে। আমার মতে এই ছয়টি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারাই কটু তিক্তাদি ছয় প্রকার রসের আস্বাদন হয়। অতএব রসাস্বাদ যখন অষ্টবিধ নয়, তখন রসই বা কিরূপে অষ্টবিধ হইতে পারে? ॥ ॥

আরও দেখ, ষড়্‌বিধ রসের আস্বাদ ভোজন সময়ে এককালে ষড়িন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভূত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ না—এই যে আমরা দীর্ঘ শরকুলী-পিষ্টক [সরু চুকলী) ভোজন করিতেছি, ইহার সুরূপতা নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা, সৌগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা, মধুরতা রসনেন্দ্রিয় দ্বারা, কোমলতা করস্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা এবং ভোজন-জনিত তৃপ্তি ও হর্ষাদি অন্তরেন্দ্রিয় মনের দ্বারা কেমন সুন্দররূপে আস্বাদিত হইতেছে। এইরূপ ষড়্‌বিধ রস সম্বন্ধেই জানিবে ॥ ৫৫ ॥

বিহায় শাকসূপাদীন্ বিহায়স্তে ধয়ন্তি যৎ।
তন্নীরং প্রকটং হিত্বা ধাবন্ত্যেব মরীচিকাং ॥৫৭॥
কারণং রসনিষ্পত্তৌ চর্ব্বণেনেতি তজ্জগুঃ।
চর্ব্ব্যস্তু পরিচোষ্যন্তি ন পিতু র্জন্মকোটিভিঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্ যস্মাৎ তে পণ্ডিতাঃ সূপাদীন্ বিহায় বিহায়ঃ আকাশং তথা চামূর্ত্তাকার-স্বরূপং অমূর্ত্তং শৃঙ্গারাদিরসং ধয়ন্তি আস্বাদয়ন্তি ॥ ৫৭ ॥
তৎ তস্মাৎ চর্ব্বণাৎ রসনিষ্পত্তিরিতি তেষাং সিদ্ধান্তাৎ। ব্যঞ্জনস্যৈব চর্ব্ব্যত্বং ন তু রসস্য অমূর্ত্তত্বাদিত্যভিপ্রায়েণাহ কারণমিতি ॥ ৫৮ ॥

ওহে কৃষ্ণ! যে সকল বেদজ্ঞ পণ্ডিত রস অষ্টপ্রকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যঞ্জনাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন—যেহেতু ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত রসের সিদ্ধিই হয় না, কিন্তু সেই পণ্ডিতগণেরও এই সূপাদি ব্যঞ্জন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার লেশমাত্রও নাই ॥ ৫৬ ॥

তাঁহারা এমন শাক-সূপাদির মূর্ত্তিমান রস পরিত্যাগ করিয়া আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত শৃঙ্গারাদি রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন। যেমন পিপাসিত ব্যক্তি প্রকট সরসী সলিল পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকা পানে তৃষ্ণা দূর করিতে বৃথা প্রয়াস পায়, সেইরূপ তাহাদেরও এই প্রকট রসাস্বাদ লাভ হয় না, পরন্তু পণ্ডশ্রম হয় মাত্র ॥ ৫৭ ॥

আবার চর্ব্বণই রসনিষ্পত্তির কারণ, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত; কিন্তু বাপের কোটী জন্মেও চর্ব্ব্য কখনই চোষ্য হইতে পারে না; সুতরাং চর্ব্ব্য কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। মূর্ত্তিমান রস-স্বরূপ ব্যঞ্জনের চর্ব্বনই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অমূর্ত্ত রসের চর্ব্ব্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? রস কখন চর্ব্বণ করা যায় কি?—আচূষণ দ্বারাই রসাস্বাদ লাভ হয় ॥ ৫৮ ॥

রামঃ প্রাহ রসাস্বাদে কেঽনুভাবা ভবন্মতে ।
কে বা সঞ্চারিণঃ কো বা স্থায়ী স স্বাদ্যতে কথম্ ॥৫৯॥

[illegible] ত-সিদ্ধরসাস্বাদে । স রসঃ কথং কেন প্রকারেণাস্বাদ্যতে ॥ ৫৯ ॥

[illegible] ঙ্গলের এই অপূর্ব্ব রস-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই অতীব অ[illegible] করিলেন ; তখন কৌতুহলবশতঃ শ্রীবলরাম স্মিতমুখে [illegible]হিলেন—"ওহে রসিকপ্রবর ! রসশাস্ত্রে রসের অনুভাব, সঞ্চারী ও স্থায়ী ভাব বিচার আছে ; এক্ষণে তোমার মতসিদ্ধ রসাস্বাদে কি কি অনুভাব ? সঞ্চারী ভাবই বা কি ? স্থায়ীভাবই বা কি ? এবং কি প্রকারে সেই রসাস্বাদন করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে বর্ণনা কর ॥ ৫৯ ॥ †

† অনুভাব ।—যথা—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥ ভঃ রঃ সিঃ ।

অর্থাৎ যাহারা উদ্ভাস্বর-প্রযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক এবং বাহ্যে বিকারের ন্যায় দেখায় তাহাদিগকে অনুভাব বলে । নৃত্য-ভূলুণ্ঠন-গান-উচ্চধ্বনি-ঘূর্ণাদি বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভাব হয় । অনুভাব তিন প্রকার ; যথা—

"অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর (নীবী ও উত্তরীয় ভ্রংশনাদি সপ্ত) এবং বাচিক (আলাপাদি দ্বাদশ) এই ভেদে পণ্ডিতগণ অনুভাব তিনপ্রকার কীর্ত্তন করেন ।

সঞ্চারী । যথা—

"বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥

বাক্য ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহারাই ব্যভিচারী । এই ব্যভিচারী সকলভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা যায় । নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্যাদি ৩৩টী ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলে ।

স্থায়ীভাব । যথা—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভবান্ যো বশতাং নয়ন্ ।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥
স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ ।

অর্থাৎ হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে । এস্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ীভাব বলা যায় । তাই উজ্জ্বলেও উক্ত হইয়াছে—"স্থায়ীভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ ।" অর্থাৎ শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়ীভাব বলে ।

বটুরুচে যদপ্রাপ্ত্যা পূর্ব্বমেবাশ্রু মে ভবেৎ।
প্রাপ্ত্যা তু ব্যঞ্জনস্যাস্য পুলকাস্য প্রসন্নতে ॥৬০॥
বর্ণস্য স্নিগ্ধতা তৃপ্ত্যা বৈবর্ণ্যং তচ্চ পশ্য মে।
ভুঞ্জান এব যদ্বচ্মি স্বরো মে তেন ভিদ্যতে ॥৬১॥

তত্র প্রথমতোঽষ্টসাত্ত্বিকান্তেবাহ। যেষাং ব্যঞ্জনাদীনাং অপ্রাপ্ত্যা রসাস্বাদাৎ পূর্ব্বমেব মে মম অশ্রু ভবেৎ। মন্মতে অশ্রুরূপানুভাবো রসাস্বাদপূর্ব্বমেব জায়তে। অস্য ব্যঞ্জনস্য প্রাপ্ত্যা তু পুলক-মুখপ্রফুল্লতা ভবতঃ ॥ ৬০ ॥

তৃপ্ত্যা হেতুনা বর্ণস্য স্নিগ্ধতা জাতা অতো বৈবর্ণ্যং তচ্চ মে শরীরে পশ্য। স্বরভঙ্গমাহ ভুঞ্জানেতি। ভোজনসময়ে যদ্ যস্মাদহং বচ্মি, তেন হেতুনা মে স্বরো ভিদ্যতে ॥ ৬১ ॥

বলরামের এই রস-প্রশ্ন শুনিয়া মধুমঙ্গল উচ্চ হাস্য করিলেন। কহিলেন—“এই কথা? আরে শুন শুন, প্রথমতঃ অষ্টসাত্ত্বিক * ভাবের কথাই বলিতেছি। ওহে রাম! অশ্রুপ্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকই এই রসের অনুভাব। রসশাস্ত্র মতে রসাস্বাদের পর অশ্রু প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যথাসময়ে পাইতে বিলম্ব ঘটিলেই দুঃখবশতঃ রসাস্বাদের পূর্ব্বেই আমার অশ্রু উদ্গম হয়। অতএব আমার মতে অশ্রুরূপ অনুভাব রসাস্বাদের পূর্ব্বেই সমুদিত হয় এবং এইরূপ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনের প্রাপ্তিতেই হর্ষাবেগে অঙ্গ পুলকিত ও বদন প্রফুল্ল হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

* সাত্ত্বিক। যথা—

“কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধাদিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥”
ভঃ রঃ সিঃ।

অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব সকলের নাম সাত্ত্বিক। ইহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ।

স্তব্ধো মে ভূরি মিষ্টান্ন ভোজনাশক্তিদুঃখজঃ।
প্রস্বেদঃ প্রকটোঽন্তে তু প্রলয়ো বহুভক্ষণাৎ ॥ ৬২ ॥
সমালস্য-চিন্তা-স্বাপাদ্যাঃ স্পষ্টাঃ সঞ্চারিণোঽত্র নঃ।
[illegible]স্বাদ্যত্বেঽনৈক এবাপি স্থায়ী তু বিবিধাভিধঃ ॥৬৩॥

[illegible]

বহুভক্ষণাদ্ ভোজনান্তে প্রলয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥

চিন্তাত্র সমগ্র ভোজনে। স্বাদ্যত্বেন একোঽপি স্থায়ী বিবিধ সঞ্জ্ঞকো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

আর এই ভোজনজনিত তৃপ্তি হেতুই আমার বর্ণের স্নিগ্ধতা উপজাত হইয়াছে, অতএব দেখ, ইহাই আমার দেহের বৈবর্ণ্য এবং এই যে আমি ভোজনসময়ে উচ্চকণ্ঠে বাক্যব্যয় করিতেছি, ইহাতেই আমার স্বরভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজনে অসমর্থ হইয়াই দুঃখে আমার অঙ্গস্তম্ভ হইয়াছে—আর প্রস্বেদ ত স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ। পরে ভূরি-ভোজনের শেষে আমার প্রলয়ও * দেখিতে পাইবে ॥ ৬২ ॥

এই দেখ, আমাদের আলস্য, চিন্তা, নিদ্রাদি সঞ্চারী ভাব সকল স্পষ্টই উদিত হইয়াছে। চিন্তা—এস্থলে সমগ্র ভোজন বিষয়ে বুঝিতে হইবে এবং স্থায়ীভাব একপ্রকার হইলেও আস্বাদনীয়তা[illegible] বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

---

* প্রলয়-সমাধিবৎ নিশ্চেষ্টতা। যথা, উজ্জ্বলে—সাত্ত্বিকভাব প্রকরণে সুখনিমিত্ত প্রলয়ের উদাহরণ। যথা—

"জঙ্ঘে স্থাবরতাং গতে পরিহৃত স্পন্দা দৃশৌ নেত্রয়োঃ
কণ্ঠঃ কুণ্ঠিতনিস্বনো বিঘটিত শ্বাসা চ নাসাপুটী।
রাধায়াঃ পরমপ্রমোদসুধয়া ধৌতং পুরো মাধবে
সাক্ষাৎকারমিতে মনোঽপি মুনিবদ্যস্তে সমাধিং দধে।"

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন জনিত আনন্দ বিশাখাকে আস্বাদন করাইয়া ললিতা কহিলেন—'সখি। অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাযুগলের স্থাবরতা, নেত্রযুগের নিস্পন্দতা, কণ্ঠের কুণ্ঠিত রব, নাসাপুটের নিশ্বাস বিঘটিত তথা মুনিজনের ন্যায় মন সমাধি ধারণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইল।

শাকাঃ সুকৃতপাকাপ্তাঃ সূপো ভূপোপলব্ধিদঃ।
ভৃষ্টা দৃষ্টাঃ ক্ব বা কেন কেনাপ্যেতেঽতি দুর্লভাঃ ॥৬৪॥
পর্পটী কিমমী শ্বেতকর্পটা ইতি বেদ কঃ।
ভাজী রাজীববৎফুল্লনেত্রয়ো হর্ষবর্ষিণী ॥ ৬৫ ॥
বটকা নটকান্ কর্ত্তুমস্মান্ শক্তিং দধত্যমী।
অম্লানি ম্লানিদায়িনী সুধায়া অপি সর্ব্বথা ॥ ৬৬ ॥

বিবিধ সংজ্ঞামেবাহ। সুকৃতস্য পুণ্যস্য পাকেন প্রাপ্তাঃ অহং রাজেত্যুপলব্ধিদো ভবতি। ভৃষ্টাঃ পদার্থাঃ কেন ক্ব বা দৃষ্টাঃ। এতে ব্যঞ্জনাদয়ঃ। কেনাপি বিধাত্রাপি অতিদুর্লভাঃ ॥ ৬৪ ॥

'পাঁপড়' ইতি প্রসিদ্ধাঃ পর্পটাঃ বস্ত্রাণি কো বেদ! পদ্মবৎ-ফুল্লনেত্রয়োহর্ষবর্ষিণী ভাজী। তরকারীতি প্রসিদ্ধস্য ব্যঞ্জনোপযোগি বস্তুনঃ পক্কদশায়াং ভাজাদী প্রত্যয়েন ভাজীতি রূপমিতি ॥ ৬৫॥৬৬ ॥

সেই স্থায়ীভাব বা মধুরা রতি কিরূপ বিবিধ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে, বলিতেছি শুন,—যাহা পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকে লাভ হয়, তাহাই এই শাক এবং যাহার আস্বাদনে আপনাকে ভূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়,—সেই এই সূপ। আর এই যে ভৃষ্টদ্রব্য, ইহা কেহ কোথায় দেখে নাই; সুতরাং এই সকল ব্যঞ্জনাদি অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং বিধাতারও দুর্লভ। ৬৪ ॥

আর এই পর্পট কি শ্বেত-কর্পট তাহা কেই বা সহসা বুঝিতে সমর্থ হয়? বস্তুতঃ এই সুদৃশ্য পাঁপর-খণ্ডগুলি দেখিলে সহসা শুভ্র বস্ত্রখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয় কিনা, তোমরাই বিবেচনা কর এবং এই যে ভাজী (ভৃষ্ট ব্যঞ্জন) ইহা রাজীববৎ প্রফুল্ল নয়নযুগলের হর্ষ-বর্ষিণী ॥ ৬৫ ॥

এই যে বটক সকল দেখিতেছ, ইহারা দর্শনমাত্র আমাদিগকে নটের ন্যায় নাচাইতে শক্তি ধরে এবং এই অম্ল সকল সর্ব্বপ্রকারে সুধারও ম্লানদায়ক হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

পায়সোঽপায়সোদ্বিগ্নচেতসশ্চিন্ত্য এব মে।
মনসা পনসাম্রাদিষ্বিষ্যতে স্বলয়ো মুহুঃ ॥ ৬৭ ॥
[illegible]সালা কিং রসালামো রসালানমথাপি বা।
[illegible]ালাভেন যস্যা মজ্জনুর্মজ্জতি ধিক্ কৃতৌ ॥ ৬৮ ॥
[illegible]ানমনুসন্ধানং স্বস্মিন্ মচ্চেতসোঽতনোৎ।
দুর্লভাশ্চন্দ্রবিম্বাভা রোটিকাঃ কোটিকাঞ্চনৈঃ ॥ ৬৯ ॥

পায়সস্য অপায়েন বিঘ্নসন্দেহেন সোদ্বিগ্নচেতসো মে মম পায়সশ্চিন্ত্যঃ। পনসাম্রাদিষু মনঃ স্বস্য লয়মিচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

রসালা পানকভেদঃ। সারসস্য আরামঃ রলয়োরৈক্যাৎ। অথবা রসরূপ-হস্তিনঃ আলানং বন্ধনস্তম্ভঃ। যস্যা রসালায়াঃ রসস্যালাভে মজ্জন্ম ধিক্কৃতি-সমুদ্রে মজ্জতি ॥ ৬৮ ॥

'সোধনা' ইতি প্রসিদ্ধং সন্ধানং কর্তৃ স্বস্মিন মচ্চেতসোঽনুসন্ধানমতনোৎ। কোটিকাঞ্চনৈরপি দুর্লভাঃ ॥ ৬৯ ॥

পাছে প্রচুর পায়স ভোজনে কোন বিঘ্ন ঘটে, এইরূপ সন্দেহবশতঃ উৎকণ্ঠিতচিত্তে আমার চিন্তনীয় কেবল এই পায়স এবং আমার মন, এই সুপক্ক পনস আম্রাদি ফলে মুহুর্ম্মুহু নিজের লয় বাসনা করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

আমরি! এই রসালা—ইহা কি রসের আরাম? অ[illegible] উপবন অথবা রসের আলান? অর্থাৎ রস-রূপ হস্তীর বন্ধন-স্তম্ভ? এই রসালার রস-সুধাস্বাদে বঞ্চিত হইলেই আমার জন্মটা ধিক্কৃতি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় ॥ ৬৮ ॥

আমার মন নিত্য যাহার অনুসন্ধান করে, সেই এই সন্ধান—অর্থাৎ 'সোধনা' নামক আচার এবং এই যে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলাকৃতি রোটিকা দেখিতেছ, ইহা কোটী-কাঞ্চন মুদ্রার বিনিময়েও সুদুর্লভ জানিবে ॥ ৬৯ ॥

আজ্যাভ্যক্তানি ভক্তানি মন্যে কাঞ্চনবারিণা ।
স্নাপিতানীব সৌরভ্যং যেষাং সৌলভ্যমভ্যগাৎ ॥৭০॥
গোদন্তকৃত্তঘাসাদি ঘ্রায়িণ্যাং গোপসংসদি ।
কৃতপুণ্যস্য মে ভূরিভোগভাজঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ ৭১ ॥

(যুগ্মকম্)

বনে বিপ্রা স্তপস্যন্তি পত্রমূলফলাশনাঃ ।
বটোস্তে নাধিকারোঽস্তি ভোগে যাহি তপশ্চর ॥৭২॥

ভক্তানি অন্নানি। যেষাং সৌরভ্যং গোপসংসদি সৌলভ্যং। অভ্যগাদিতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। সংসদি কথম্ভূতায়াং গোদন্তচ্ছিন্নঘাসাদি ঘ্রায়িণ্যাং। অনেন পরীহাসঃ কৃতঃ। এবম্ভূতানাং গোপানাং এতাদৃশান্নস্য সৌরভ্যপ্রাপ্তৌ কারণমাহ। ভূরিভোগভাজঃ কৃতপুণ্যস্য চ মম প্রসঙ্গতঃ সঙ্গাৎ ॥ ৭০॥৭১ ॥

আবার এই সুসিদ্ধ শোভন অন্নগুলি ঘৃতাভিষিক্ত হইয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে দেখ, যেন কাঞ্চনবারি দ্বারা পরিসিক্ত হইয়াছে। হায়রে! যাহাদের গোচারণকালে গোদন্তচ্ছিন্ন ঘাষাদির গন্ধই সহজ-লভ্য, সেই গোপদিগের ভাগ্যে এই যে দুর্লভ অন্নাদির অনুপম সৌরভ লাভ ঘটিয়াছে, ইহা তাহাদের নিজের পুণ্যবলে নহে, কেবল আমার ন্যায় ভূরি[illegible]গশালী কৃতপুণ্যের সঙ্গগুণেই বুঝিতে হইবে ॥ ৭০॥৭১ ॥

শ্রীদাম, বটুর এই পরিহাস-প্রসঙ্গের প্রত্যুত্তর না দিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহাস্যে কহিলেন—"ওহে বটু! বনজ পত্র ফলমূলাদি ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ বনমধ্যে তপস্যা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম, এবং কেবল ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই ভোগে অধিকার। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার ভোগে অধিকার কি আছে? অতএব তুমি এই রাজসিক ভোগ্যবস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া এই দণ্ডে বনমধ্যে গিয়া তপশ্চরণ কর ॥ ৭২ ॥

সত্যং ভো যৈঃ পুরাতপ্তং পত্রমূল-ফলাদিভিঃ।
পরিণম্য জনুষ্যত্র ব্যঞ্জনত্বেন তৈ র্মম ॥ ৭৩ ॥
[illegible]ভৌমস্বর্গজুষঃ সাধু প্রত্যক্ষীভূয়তেহন্বহং।
[illegible]তি জানীত ভোগোহয়মতপ্ততপসঃ কুতঃ ॥ ৭৪ ॥
(যুগ্মকম্)

অ[illegible]

[illegible] মত্তপঃ পবনস্পৃষ্টা অচীচরত গা বনে।
তদাপীত্যধুনাভূত যূয়ং মদ্‌ভোগভাগিনঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীদামা প্রাহ। বনে ইতি ॥ ৭২ ॥

তৈঃ পত্রমূলফলাদিভিঃ অত্রজন্মনি ব্যঞ্জনত্বেন পরিণম্য ভৌমস্বর্গজুষো মম প্রত্যহং প্রত্যক্ষীভূয়তে ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৭৩॥৭৪ ॥

তদা পূর্ব্বজন্মনি মদীয়তপসঃ পবনস্পৃষ্টাঃ সন্তঃ যূয়ং বনে গা অচীচরৎ। অধুনাপি মদ্ভাগ্যেনৈব যূয়ং মদ্‌ভোগভাগিনোঽভূৎ ॥ ৭৫॥

রঙ্গ-রসিক বটু নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি পূর্ব্ববৎ পরীহাস-ভঙ্গীতে কহিলেন—"ওহে শ্রীদাম! আমি সত্যই ত পূর্ব্বজন্মে পত্রফলমূলাদি ভোজন করিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে সেই পত্রফলমূলাদি এ জন্মে ব্যঞ্জনে পরিণত হইয়া, আমি ভৌম-স্বর্গবাসী—ভূদেব—আমার প্রতিদিন প্রকৃষ্টরূপেই প্রত্যক্ষীভূত [illegible]তেছে। ইহা নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করে নাই, তাহার আবার ভোগ কোথায়?. সুতরাং পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ব্যতীত কাহারও ভোগ লাভ হয় না ॥ ৭৩॥৭৪ ॥

অতএব আমি পূর্ব্বজন্মে যখন তপস্যানিরত ছিলাম, সেই সময় তোমরা গোচারণ করিতে থাকিলে, আমার তপস্যার বাতাস তোমাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল, সেই ফলেই তোমরা সম্প্রতি আমার এই দুর্লভ ভোগের ভাগী হইয়াছ ॥ ৭৫ ॥

ইতি জাতিস্মরোঽহবোচ মেষাং পূর্ব্বজনোঃ কথাম্।
তস্মাত্তদ্দক্ষিণাত্বেন মহ্যং দাপয় পায়সং ॥ ৭৬ ॥
সত্যং জাতিস্মরায়াস্মৈ বাগ্ব্যয়শ্রমকারিণে।
তপস্বিনেঽতি বিজ্ঞায় প্রচুরং দেহি পায়সং ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্তা সা ব্রজেশ্বর্য্যা রোহিণী স্ময়মানয়া।
যাবদ্দদাতি তাবত্তাং নিষিধ্যন্ সুবলোঽব্রবীৎ ॥ ৭৮ ॥
(যুগ্মকম্)

এষাং পূর্ব্বজন্মকথামহমবোচমিতি হেতোঃ অহং জাতিস্মরঃ ॥ ৭৬ ॥
মধুমঙ্গলস্য বচো নিশম্য যশোদাপি সকৌতুকমাহ। সত্যমিতি ॥ ৭৭ ॥
ইতি স্ময়মানয়া ব্রজেশ্বর্য্যা উক্তা সা রোহিণী পায়সং যাবদ্দদাতি ॥ ৭৮ ॥

আমি জাতিস্মর বলিয়াই এই সকল পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত তোমাদের নিকট কহিলাম। এক্ষণে তাহার দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে প্রচুর পায়স দানের ব্যবস্থা কর ॥ ৭৬ ॥

মধুমঙ্গলের কথা শুনিয়া স্নেহমূর্ত্তি ব্রজেশ্বরী আনন্দকৌতুকভরে মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আহা! সত্যই ত বহুক্ষণ বাক্যব্যয় করিয়া মধুমঙ্গল শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এই অতিবিজ্ঞ জাতিস্মর তপস্বীকে প্রচুর পরিমাণে পায়স প্রদান কর ॥ ৭৭ ॥

হর্ষ বিমুগ্ধা ব্রজেশ্বরীর কথা শুনিয়া রোহিণীদেবী যেমন পায়স লইয়া বটুকে দিতে আসিলেন, অমনই সুবল * তাঁহাকে নিষেধ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—

"থাম মা! যদি বহুভাষী ও তপস্বী বলিয়া বটুকে প্রচুর পায়স প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই বানরগণই পায়স পাইবার

* সুবল।—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্ম সখা। এমন কোন রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় নাই, যাহা এই প্রিয়-নর্ম্ম-সখাদিগের অগোচর। সুবল,—

এবং চেৎ প্রথমং প্রাপ্তু মর্হস্ত্যেতে বলীমুখাঃ।
বাগ্ব্যয়শ্রমিণোঽত্রাপি জন্তুষ্যেতে তপস্বিনঃ । ৭৯ ॥
[illegible]তোষ্ণবাতসহনাঃ পত্রপুষ্পফলাশনাঃ ।
[illegible]তিস্মরাঃ কথং ন স্যুঃ কেঽমীষাং বেত্তি বিজ্ঞতাং ॥ ৮০ ॥

অথ[illegible]চেদ্ বলীমুখাঃ বানরা এব প্রথমং প্রাপ্তু মর্হন্তি । প্রথমপ্রাপ্তৌ কারণ-[illegible]হ । বাগ্ব্যয়েতি ॥ ৭৯ ॥

তপস্বিত্বমেবাহ শীতোষ্ণেতি । এতে জাতিস্মরাঃ কথং ন স্যুঃ, যতঃ অমীষাং বিজ্ঞতাং কো বেত্তি । এষাং শব্দজন্যবোধানুদয়াৎ যাতি স্মরণাভাবঃ নিশ্চয়ো নাস্তি ॥ ৮০ ॥

যোগ্য পাত্র । যেহেতু উহারাও বহু বাক্যব্যয়-শ্রম করিয়া থাকে এবং আজন্ম শীত গ্রীষ্ম-বর্ষা-বাত সহ্য করিয়া ও পত্র-পুষ্প-ফল মাত্র ভোজন

"সার্দ্ধ দ্বাদশবর্ষীয় কৈশোরবয়সোজ্জলঃ ।
সখীভাবং সমাশ্রিত্য নানাসেবাপরিপ্লুতঃ ॥
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যো মধুরো ভাবভাবিতঃ ।
নানাগুণসুখোপেতঃ কৃষ্ণ প্রিয়তমো ভবেৎ ॥"

সার্দ্ধ দ্বাদশ বর্ষ-বয়স্ক, সুতরাং কৈশোর বয়ঃক্রমে উজ্জ্বল । ইনি সখীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নানা সেবায় ব্যাপৃত এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন বিষয়ে সুনিপুণ এবং কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া অসীম সুখ অনুভব করেন । এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে বিশেষ প্রীতির পাত্র ।"

সুবলের বর্ণবেশাদি—

"সুবলস্তু গৌরকান্তির্নীলবস্ত্র মনোহরঃ ।
নানারত্নভূষিতাঙ্গো নানাপুষ্পবিভূষিতঃ ॥"

গৌরবর্ণ, নীলবসনে মনোহর, নানারত্নে ভূষিতাঙ্গ ও বিবিধ পুষ্পমালায় বিভূষিত ।

তৎপ্রণাম, যথা—

"বন্দে সুবলচন্দ্রং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসোৎসুকং ।
সদ্গুণাবলি-রত্নাঢ্যং সুকৌশল-বিচক্ষণম্ ॥"

পদ্ধতি-প্রদীপে ।

তথাহি ব্রজবিলাসে—

"গাঢ়ানুরাগ ভবতো বিরহস্য ভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তং ।
যো রাধিকাপ্রণয়-নির্ঝর-সিক্ত-চেতা
স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥"

কৃষ্ণঃ প্রাহ সখে! বিপ্রা ব্রহ্মোপাসনতৎপরাঃ।
কীশাঃ কুক্ষিম্ভরা এষাং দ্বয়োরেষাং মহদন্তরং ॥ ৮১ ॥
অস্য কীশস্য চাবৈমি ন কিমপ্যন্তরং হরে।
নরত্বং বানরত্বং বা২নয়োর্ভেদেন কারণম্ ॥ ৮২ ॥

হে সখে! সুবল! কীশা বানরাঃ ॥ ৮১ ॥

সুবল আহ। অস্য মধুমঙ্গলস্য বানরস্য চ কিমপি অন্তরং ন জানামি। কিন্তু স্বভাবতো২ভিন্নয়োরনয়ো নরত্বং বানরত্বং বা ভেদে কারণং ন ভবতি। বস্তুতস্তু বা বিকল্পে নরত্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বানরস্যাপি নরত্বং বর্ত্ততে ॥৮২॥

করিয়া বনে বনে বাস করে। ইহাদের বিজ্ঞতাও কে না জানে? সুতরাং ইহারা জাতিস্মরই বা না হইবে কেন? ॥ ৭৯॥৮০ ॥

সুবলের কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহাতে মধুমঙ্গল যেন ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-প্রফুল্ল মুখে সুবলকে মৃদু অনুযোগ করিয়া কহিলেন—"সখে! সুবল! ব্রাহ্মণকে বানরের তুল্য বলা তোমার সঙ্গত হইল না। ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-উপাসনা-তৎপর আর বানর—কেবল উদরম্ভর অর্থাৎ কেবল উদর-ভরণেই তৎপর; সুতরাং ইহাদের উভয়ের মধ্যে মহাপ্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮১ ॥

এই কথা শুনিয়া সুবল পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কৃষ্ণ! আমি এই ব্রাহ্মণ ও বানরের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ দেখিতে পাইতেছি না। ইহারা স্বভাবতঃ অভিন্ন ত বটেই; কিন্তু ইহাদের নরত্ব ও বানরত্বও ভেদের কারণ হইতে পারে না। বস্তুতঃ বটুর যেমন নরত্ব আছে সেইরূপ 'বা—বিকল্পে নরত্ব'—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা বানরেরও নরত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ খ্যাপয়তা তেন লোকেঽপূর্ব্বাং স্ববিজ্ঞতাং।
বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহনত্বাচ্চ স্বকুক্ষির্ব্রহ্ম মন্যতে ॥ ৮৩ ॥
অতস্ত্রিষবণং তস্য ধ্যায়তা পূর্ত্তিসাধনং।
এবোপাস্যতেঽনেন নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিণা ॥ ৮৪ ॥
(যুগ্মকং)
কদাচিদ্ভূরি পক্বান্ন গ্রসনাবেশসম্ভ্রমৈঃ।
কীশায়িতং স্যাৎ পাণিভ্যাং ভুঞ্জানস্যাস্য লাঘবৈঃ। ৮৫ ॥

লোকে অপূর্ব্বাং স্ববিজ্ঞতাং খ্যাপয়তানেন মধুমঙ্গলেন ব্রহ্মপদস্য ব্যুৎপত্তি-লভ্যাৎ বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ স্বকুক্ষিরেব ব্রহ্মমন্যতে। তস্য কুক্ষৌ এতাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়স্য সত্ত্বাৎ ॥ ৮৩ ॥

ত্রিষবণং ত্রিকালং তস্য উদরস্য পূর্ত্তিসাধনং। স এব উদর এব ॥ ৮৪ ॥

কদাচিৎ সময়ে ভূরিপক্বান্নগ্রসনাবেশসম্ভ্রমৈঃ করণৈর্যানি লাঘবানি তৈঃ পাণি-দ্বাভ্যাং ভুঞ্জানস্যাস্য কীশায়িতং কীশবদাচরিতং স্যাৎ। বানরস্যাপি উৎকণ্ঠা-সময়ে হস্তদ্বয়েনৈব ভোজনস্য প্রসিদ্ধেঃ॥ ৮৫ ॥

পরন্তু কুক্ষিস্তর বানরের সহিত ব্রহ্ম-তৎপর বটুর কিরূপে সাদৃশ্য সূচনা করিতেছি, তাহাও বলি শুন। এই বটু ইহলোকে নিজের অপূর্ব্ব বিজ্ঞতা প্রখ্যাপন করিবার নিমিত্ত নিজের উদরকে বৃহত্ব ও বৃংহণত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বোধ করিতেছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের এই ধর্ম্ম-দ্বয়ই বটুর উদরে বিদ্যমান রহিয়াছে—ঐ দেখ, বটুর উদর যেমন বৃহৎ, তেমনই ব্যাপক ও পরিপুষ্ট। অতএব কুক্ষিস্তর বানর ও কুক্ষি-ব্রহ্মপর বটু উভয়ই তুল্য ॥ ৮৩ ॥

এইজন্যই বটু প্রত্যহ তিনবেলা এই উদরব্রহ্মের পূর্ত্তিসাধন ধ্যান করিতে করিতে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী রূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

আবার বানরের যেমন বিকল্পে নরত্ব আছে, সেইরূপ এই বটুরও

ইত্যুক্ত্বা জীহসৎ সর্ব্বান্ সুবল স্তান্ বটুঃ স তু।
হসন্ ভুঞ্জান এবোচ্চৈঃ কাশৈঃ শোণমুখোঽভবৎ ॥ ৮৬ ॥
(পঞ্চভিঃ কুলকম্)

গোষ্ঠেশাহ বটো তিষ্ঠ ক্ষণং মা ভুঙ্‌ক্ষ্ব মা হস।
স্থৈর্য্যমাপ্নুহি মা জল্প মৈনং হাসয়তার্ভকাঃ ॥ ৮৭ ॥

তান্ বলদেবাদীন্ সর্ব্বান্ স তু বটুঃ ভুঞ্জান এব উচ্চৈর্হসন্ অতএব হাস-সময়েপি ভোজনং ত্যক্তুমসমর্থস্য তস্য কাশৈঃ করণৈঃ শোণমুখোঽভবৎ। ভোজনসময়ে হাসস্য কাশপ্রদত্বাৎ ॥ ৮৬ ॥

হে অর্ভকাঃ মধুমঙ্গলং মা হাসয়ত ॥ ৮৭ ॥

বানরত্ব বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন প্রচুর পক্কান্ন ভোজনাবেশের আবেগে ভোজন-শৈথিল্য ঘটে অথবা কোন কারণে উৎকণ্ঠাজনিত ত্বরা উপস্থিত হয়, তখনই বটুরাজ দুইহস্তে শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিয়া বানরত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখিয়াছ ত সখে! ভয়াদিজনিত উৎকণ্ঠার সময়ে বানর সকল দুই হস্তে ভোজন করিয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

সুবল সহাস্যে বটুর এই অপূর্ব্ব গুণকীর্ত্তন করিয়া বলদেবাদি সকলকেই হাসাইলেন—সে হাসির তরঙ্গে মধুমঙ্গলও স্থির থাকিতে পারিলেন না, হাস্য করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুন কাশিতে লাগিলেন। ভোজন সময়ে হাস্য করিলে কাশির উদ্রেক হয়, তথাপি ঔদরিক বটু হাস্য-সময়েও ভোজন-লালসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন এবং কাশিতে কাশিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অরুণিম হইয়া উঠিল ॥ ৮৬ ॥

তদ্দর্শনে গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা স্নেহ-সিক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন—"বটু! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ভোজন করিও না এবং হাসিও না, স্থির হও, আর কথা কহিও না।" তথাপি বালকগণ বটুকে হাসাইতে

কৃষ্ণঃ প্রাহ সখে ! কুক্ষিরস্য দুর্ভরতামগাৎ ।
প্রত্যূহো হাস কাশাভ্যামদনে হন্ত তে কৃতঃ ॥ ৮৮ ॥
[illegible]াতঃ শিখরিণীং দেহীত্যুক্ত্বা তাং স ভৃশং পিবন্ ।
[illegible]রামপাতয়চ্চারু চিবুকাজ্জঠরান্তগাং ॥ ৮৯ ॥
[illegible]দামাহ বটোরস্য মুখশ্রীঃ কৃষ্ণ বর্ণ্যতাং ।
পূর্য্যতে নাভিসরসী পতন্ত্যা ধারয়া যতঃ ॥ ৯০ ॥

অদনে হাসকাশাভ্যাং প্রত্যূহো বিঘ্নঃ কৃতঃ ॥ ৮৮ ॥

মধুমঙ্গল আহ । তাং শিখরিণীং স মধুমঙ্গলঃ পিবন্ সন্ অত্যুৎকণ্ঠ্যা পানাদ্ধেতোশ্চিবুকাজ্জঠরান্তগাং ধারাং অপাতয়ৎ ॥ ৮৯॥৯০ ॥

থাকায় ব্রজেশ্বরী মৃদু অনুযোগ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন—“থাম বাপু ! তোমরা আর এই মধুমঙ্গলকে হাসাইও না” ॥ ৮৭ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“সখে ! তোমার আজ পেট ভরিল না, আহা ! হাসি আর কাশি তোমার ভোজনে বড়ই বিঘ্ন ঘটাইয়া দিল ॥ ৮৮ ॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—“মা ! শিখরিণী দাও”—শ্রীব্রজেশ্বরী [illegible]ক্ষণাৎ শিখরিণী * প্রদান করিলেন। মধুমঙ্গল প্রবল উৎকণ্ঠা সহকারে পান করিতে থাকায় সেই শিখরিণীধারা তাঁহার চারু চিবুক হইতে জঠরান্ত পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িল ॥ ৮৯ ॥

তদ্দর্শনে শ্রীদাম হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“কৃষ্ণ ! তুমি বটুর বদন-শোভা বর্ণন কর। ঐ দেখ, উহার মুখ হইতে পতিত শিখরিণীধারা নাভি-সরোবর পর্য্যন্ত পূর্ণ করিল ॥ ৯০ ॥

---

* শিখরিণী।—রসালা বিশেষ।

কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ যতঃ কুক্ষেঃ ক্ষীরাম্বোধে র্হসেন্দুনা ।
মুহুরুচ্ছলনাদ্বক্ত্রা শিখরাদ্বীচিরুদ্গতা ॥ ৯১ ॥
অভূৎ শিখরিণীধারা পুনস্ত্যস্যাঙ্গ-মণ্ডলীং ।
দুষ্পূরমপি দুষ্পারং তমেব প্রাবিশৎ পুনঃ ॥ ৯২ ॥
এবং হাস-প্রহাসাপ্তমোদাঃ কৃষ্ণবলাদয়ঃ ।
সুতৃপ্তা অপি মাতৃভ্যামভূবন্ ভূরিভোজিতাঃ ॥ ৯৩ ॥

মধুমঙ্গলস্য ক্ষীরসমুদ্রস্বরূপস্য কুক্ষের্হসেন্দুনা হাস্যরূপচন্দ্রেণ হেতুনা মুহুরুচ্ছলনাৎ তত এব বক্ত্রাগ্রাদুদ্গতা বীচিস্তরঙ্গঃ শিখরিণী ধারা অভূৎ। সা এবাঙ্গমণ্ডলীং পুনস্তী দুষ্পূরং অথচ দুষ্পারং তং কুক্ষিসমুদ্রমেব নাভি দ্বারা পুনঃ প্রাবিশৎ ॥ ৯১॥৯২ ॥

সুতৃপ্তা অপি মাতৃভ্যাং পুনর্ভূরিভোজিতাঃ অভূবন্ ॥ ৯৩ ॥

প্রিয় বয়স্য বটুর সেই কৌতুকাবহ ভোজন-ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন—"তবে শুন সখে! বটুর হাস্য-সুধাকরের উদয়ে উহার উদররূপ ক্ষীর-সমুদ্র মুহুর্ম্মুহু উচ্ছ্বলিত হওয়ায় বদন-শিখর হইতে তাহার তরঙ্গ উদ্গত হইয়া শিখরিণীধারা রূপে শোভা পাইতেছে এবং ঐ ধারা বটুর অঙ্গ-মণ্ডলী পবিত্র করিয়া নাভি-সরোবর মধ্য দিয়া সেই দুষ্পার ও দুষ্পুর উদর-সমুদ্রে পুনঃ প্রবেশ করিতেছে ॥ ৯১॥৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব বর্ণনায় সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এইরূপ হাস্য-পরিহাসের সহিত পরমানন্দে ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি সকলে পরিতৃপ্ত হইলেও শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী জননীদ্বয় পুনরায় সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

অশান সাধু । কৃষ্ণ ! মাত মে ক্ষুন্ন্যবর্ত্তত ।
শিরসঃ শপথো ভুঙ্‌ক্ষ্ব পঞ্চষান্‌ কবলানপি ॥ ৯৪ ॥
অথ তান্‌ ভুক্তবত্যস্মিন্‌ প্রাহ বৎস কথং ভবান্‌।
এতৈর্ন্যূনতয়া স্থাস্যদয়াস্তৎ ক্ষামতাং ভৃশম্‌ ॥ ৯৫ ॥
ইদং তে রোচকং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মাতঃ শক্তির্ন মেঽস্ত্যতঃ ।
রোহিণি স্বয়মেবৈহি মদ্বাচং নৈষ মন্যতে ॥৯৬॥

মাতুরুপরোধজন্যং পুনর্ভোজনপ্রকারমাহ। যশোদা আহ। হে কৃষ্ণ ! সাধুনা সম্যক্‌তয়া অশান ভুঙ্‌ক্ষ্ব। কৃষ্ণ আহ। মে ক্ষুৎ ন্যবর্ত্তত ॥ ৯৪ ॥

স্বভাবোক্তিমাহ। উপরোধবশাৎ অস্মিন্‌ শ্রীকৃষ্ণে ভুক্তবতি সতি তং প্রতি যশোদা আহ। হে বৎস! কথং ভবান্‌ এতৈঃ কবলৈর্ন্যূনতয়া অস্থাস্যৎ। অতএব ক্ষামতাং ভৃশং অয়াস্যৎ ॥ ৯৫ ॥

হে রোহিণি ! স্বয়মেব এহি আগচ্ছ ॥ ৯৬—১০০ ॥

শ্রীযশোদা অনুরোধ করিয়া কহিলেন—"বাপ কৃষ্ণ ! ভাল করিয়া আহার কর।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"মা ! আমার আর ক্ষুধা নাই।" শ্রীযশোদা ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"সে কি বাছা ! আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্ততঃ আর পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন কর" ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জননীর উপরোধে পুনরায় কিছু ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীযশোদা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"হাঁরে ! বাছা ! তুমি কি রকম বল দেখি ? আমি না বলিলে এই কয় গ্রাস ভোজন ত তোমার কম থাকিত ? আহা ! তুমি দিন দিন এইরূপ অল্পাহার করিয়াই ত ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যাইতেছ ? ॥ ৯৫ ॥

বৎস ! এই দ্রব্য তোমার বড় রোচক, ইহা খাইতে কত ভাল বাস; অতএব ইহার কিঞ্চিৎ ভোজন কর।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"না মা ! আমার আর ভোজন করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই।" এই কথা শুনিয়া স্নেহময়ী শ্রীযশোদা তখন শ্রীরোহিণীকে আহ্বান করিয়া

বৎস! নাশ্নাসি চেদেতান্যপচং তেমনানি কিং।
বৃষভানুসুতা কিং বাহূতা পাকে বিচক্ষণা ॥৯৭॥
অনশ্নন্ মাতরং মাং চ তাং চাপি ত্বং দুনোষি তৎ।
ইত্যুক্তোঽন্নব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদভুক্ত সঃ॥ ৯৮॥
(যুগ্মকং)

কৃষ্ণ কস্তে স্বভাবো যৎ ক্ষুধাবস্থাতুমীহসে।
হা কদা বা কথং বা তে বলপুষ্টী ভবিষ্যতঃ ॥৯৯॥
এবং মাত্রাথ রোহিণ্যা সর্ব্বে রামাদয়োঽপি তে।
স্নেহেন ভোজিতাঃ প্রাপুরপূর্ব্বামতুলাং মুদং ॥১০০॥

কহিলেন—"রোহিণি! ভগিনি! তুমি নিজে এস, কৃষ্ণকে ভোজন করিতে বল, কৃষ্ণ আমার কথা মানিতেছে না" ॥ ৯৬ ॥

এই কথা শুনিয়া বলদেব-জননী শ্রীরোহিণী আসিয়া কহিলেন—"বৎস! কৃষ্ণ! তুমি যদি ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি এই ব্যঞ্জনাদি কেন অনর্থক রন্ধন করিলাম? এবং রন্ধন-নিপুণা বৃষভানু-নন্দিনীকেই বা কেন আনান হইল? তিনিই বা কেন এত কষ্টস্বীকার করিয়া তোমার প্রীতির জন্য রন্ধন করিলেন? ॥ ৯৭ ॥

অতএব এক্ষণে ভোজন না করিয়া তোমার জননীকে, আমাকে এবং সেই সুকুমারী শ্রীরাধিকাকে কেন অনর্থক দুঃখিতা করিতেছ?" এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি পুনরায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

তদ্দর্শনে শ্রীব্রজেশ্বরী ও শ্রীরোহিণী বলিলেন—"কৃষ্ণ! তোমার এ কি স্বভাব? তুমি ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিতেছ? এরূপ ক্ষুধা রাখিয়া ভোজন করিলে কিরূপে তোমার বলপুষ্টি বর্দ্ধিত হইবে? ॥৯৯॥

এইরূপে শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী স্নেহ-সহকারে ভোজন করাইলে রামকৃষ্ণাদি সকলেই তখন অপূর্ব্ব ও অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০০ ॥

ভোজনাবাপ্ত সৌহিত্য-জনিতং শ্রীভরাঙ্কিতং।
জালন্যস্তেক্ষণা রাধা প্রেয়সো রূপমাপপৌ ॥ ১০১ ॥
[illegible]তেঽথ দাস-করোপাত্ত ঝর্ঝরীনালনোদিতৈঃ।
[illegible]রৈঃ ক্ষালিত হস্তাস্যা উত্তস্থুঃ স্বস্বপীঠতঃ ॥১০২॥
[illegible]ন্তা শতপদং স্বস্ব তল্পমধ্যাস্য বীজিতাঃ।
[illegible]দাসৈঃ সুষুপুরব্যগ্রং তাম্বূলমুপভোজিতাঃ ॥১০৩॥
রসবত্যা বিনিষ্ক্রান্তাং নির্ণিক্ত-করপঙ্কজাং।
রাধাং পর্য্যচরন্ দাস্যো বিবিক্তে ব্যঞ্জনা দণ্ডিঃ ॥১০৪॥

জালরন্ধ্রে ন্যস্তেক্ষণা রাধা প্রেয়সঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপমাপপৌ। রূপং কীদৃশং ভোজনেন প্রাপ্তং সৌহিত্যং তৃপ্তিস্তেন জনিতো যঃ শ্রীভরঃ শোভাতিশয়স্তেন অঙ্কিতং ॥ ১০১ ॥

নীরৈঃ ক্ষালিতানি হস্তমুখানি যেষাং তে উত্তস্থুঃ ॥ ১০২ ॥

দাসৈর্বীজিতাঃ অথ চ তাম্বূলমুপভোজিতাশ্চ তে ॥ ১০৩ ॥

ক্ষালিত কর-পঙ্কজাং ॥ ১০৪ ॥

এই সময়ে অলক্ষ্যে গবাক্ষ-জালরন্ধ্রে নয়ন-ন্যস্ত করিয়া প্রেম-সৌন্দর্য্যের অমল-প্রতিমা শ্রীরাধিকা প্রিয়জনের ভোজন-ত[illegible]-জনিত যে নিরুপম শোভার উদয় হইয়াছে, আমরি! সেই ঢল[illegible]লাবণ্য-সুধা অনিমেষে প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

অনন্তর ভোজনান্ত জানিয়া দাসগণ কর-গৃহীত কনক-ঝর্ঝরীর নাল-পথে সুবাসিত বারি ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে থাকিলে তাঁহারা সকলে তাহাতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া স্ব স্ব ভোজনপীঠ হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১০২ ॥

এবং শতপদ ভ্রমণ করিয়া তাম্বূলভোজন করিতে করিতে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। দাসগণ ব্যজন করিতে থাকিলে তাঁহারা ধীরে ধীরে নিদ্রার অলস-অঙ্কে আশ্রয় লাভ করিলেন ॥ ১০৩ ॥

কবোষ্ণ ব্যঞ্জনান্নাদি রোহিণ্যা পরিবেশিতং।
ধনিষ্ঠাং গ্রাহয়িত্বাহ রাধামেত্য ব্রজেশ্বরী ॥ ১০৫ ॥
বৎসে গান্ধর্ব্বি ললিতে বিশাখে চম্পবল্লিকে।
নিঃসঙ্কোচমিহাশ্নীত ধিনুতাদ্যগমাক্ষিণী ॥ ১০৬ ॥
পুত্রি! কিং লজ্জসে ভক্তুং কীর্ত্তিদেবাস্মি তে প্রসূঃ।
হস খেলাহস্য শেষাত্র নিলয়ে সবয়োবৃতা ॥ ১০৭ ॥

রোহিণ্যা পরিবেশিতং ঈষদুষ্ণ ব্যঞ্জনান্নাদি ধনিষ্ঠাং গ্রাহয়িত্বা ব্রজেশ্বরী এত্য নিকটে গত্বা রাধামাহ ॥ ১০৫ ॥

ধিনুত সুখয়ত ॥ ১০৬ ॥

আস্য উপবেশং কুরুধ্ব। শেষ শয়নং কুরুধ্ব। পক্ষে স্ববয়সা কৃষ্ণেনেতি সরস্বতীকৃতোঽর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

এদিকে শ্রীরাধিকা রন্ধনশালা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় কর-কমল প্রক্ষালন পূর্ব্বক একান্তে অবস্থান করিলে কিঙ্করীগণ ব্যজনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরোহিণী ঈষদুষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীরাধিকা ও তদীয় সখীগণের নিমিত্ত পরিবেশন করিলে ধনিষ্ঠা সখী তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে সজ্জিত করিতে লাগিলেন এবং ব্রজেশ্বরী, শ্রীরাধিকাদির নিকটে গিয়া স্নেহ-মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—॥ ১০৫ ॥

"বৎসে! গান্ধর্ব্বিকে! হে ললিতে! বিশাখে! চম্পকলতে! তোমরা সকলে মিলিয়া এখানে নিঃসঙ্কোচে ভোজন করিয়া আজ আমার নয়নযুগলের সুখবিধান কর ॥ ১০৬ ॥ †

† তথাহি শ্রীরাধার ভোজন।—রন্ধনে রমণী, হইয়া মলিনী, বাহিরে আসিয়া বসি। ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, যেমন দিবসে শশী॥ আসি দাসীগণ ধোয়ায় চরণ, সুগন্ধি শীতল নীরে। প্রিয় সখীগণ, পরায় বসন, ছরম করয়ে দূরে॥ রাধা-দাসীগণ, পরম নিপুণ, মাজিয়া বিরল ঘরে। বসিতে আসন, জলের ভাজন, সারি সারি করি ধরে॥ যশোদা আকুলি, হইয়া বিকলি, রাইয়ে করল কোলে। আমার বাছনি, মো যাও নিছনি, ভোজন করহ বোলে॥ রাণীর বচনে, চলল ভোজনে বসিলা আসন' পরি। রোহিণী আসিয়া, দেন যোগাইয়া, থালিতে থালিতে ভরি॥ রাধার যে পণ, জানিয়া তখন, কুন্দলতা প্রিয়তমা। পিয়া শেষ লৈয়া, দিলেন আনিয়া, করিয়া চাতুরী সীমা॥ সখীগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, ভোজন করল সুখে। ভক্ষ সমাপন, করি আচমন, তাম্বুল দেয়ল মুখে॥ পালঙ্ক উপরি, বসিলা সুন্দরী, বালিশে হেলিয়া গায়। রাইর ইঙ্গিতে, যে ছিল থালিতে, ভুঞ্জিল শেখর রায়॥ প, কঃ,

তদ্বাগমৃত-সংসিক্তমনস্কার সখীস্মিতৈঃ।
ঈষন্মন্দাক্ষ মন্দাক্ষমন্তর্মোদাদ্‌ রাধিকা ॥ ১০৮ ॥

প্রেষ্ঠ-ফেলামৃতং স্বাদৈঃ পরিচিত্য মুদাহপ্লুতা।
নিষ্ঠায়াং কিরন্ত্যক্ষি-কোণং তাগধিনোদিয়ং ॥ ১০৯ ॥

তস্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ। স্ববয়োবৃতা ইতি বাক্যরূপামৃতৈঃ সংসিক্তো-মনস্কারো মনস্কামনা যাসাং তাসাং সখীনাং স্মিতৈঃ ঈষন্মন্দাক্ষিণ ঈষল্লজ্জয়া মন্দাক্ষং কিঞ্চিন্মূদ্রিতাক্ষং যথাস্যাত্তথা অন্তর্মোদা রাধা আদ বুভুজে। চিন্তাভোগো মনস্কার ইত্যমরঃ। মন্দাক্ষং হ্রীস্ত্রপা ব্রীড়া লজ্জেত্যমরঃ। ১০৮ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা লজ্জায় ঈষৎ অবনতমুখী হইলেন। তখন ব্রজেশ্বরী তাঁহার সেই ব্রীড়া-বিনম্র ভাব বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় সোহাগমাখা স্বরে কহিলেন—"পুত্রি! তুমি ভোজন করিতে লজ্জা করিতেছ কেন? তোমার জননী কীর্ত্তিদা যেমন, আমিও সেইরূপ জানিবে। আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিও না। নিজালয়ের ন্যায় আমার এই নিলয়েও 'স্ববয়স্যাবৃতা' হইয়া যদিচ্ছা হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন ও উপবেশন কর ॥ ১০৭ ॥ ‡

শ্রীব্রজেশ্বরীর 'স্ববয়স্যাবৃতা' বাক্যের নিজ বয়স্যা অর্থাৎ সখীগণে পরিবৃতা—এরূপ অর্থ-পরিগ্রহ না করিয়া "স্ববয়স্য অর্থাৎ নিজ প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বরিত বা আবৃত হইয়া যথেচ্ছা হাস্য-ক্রীড়া কর"—এইরূপ অর্থ অনুভব করিয়া সখীগণের চিত্ত যেন অমৃতসিক্ত হইল—তাঁহারা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বাহিরে ঈষৎ লজ্জাবশতঃ শ্রীরাধিকার নয়ন-কমল কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইল বটে, কিন্তু তিনি আন্তরিক আনন্দ-প্রফুল্লা হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥

‡ তথাহি পদ।—ও মোর বাছুনি ধনী, সতীকুল-শিরোমণি, ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে। না হয়ে উছর বেলা, সখীসঙ্গে কর খেলা, কর্পূর তাম্বুল দাও মুখে ॥ রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ নিছনি মোর, শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা। তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিল বিধি হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা ॥ ধাতার মাথায়ে বাজ, যে হেন করয়ে কাজ, আমারে ভাণ্ডিলা কিবা দোষে। বাছার বিবাহ তরে, হেন নারী নাহি পুরে, চাহিয়া না পাই কোন দেশে ॥ যশোদা বিষাদ কথা, শুনি বৃষভানু সুতা, বদনে বসন দিয়া হাসে। পুলকে পুরল গা, মুখে নাহি সরে রা. ভাসিল রাণীর নেহ রসে ॥ শেখর সরস করি, কহে শুন ব্রজেশ্বরি, রাধিকা তোমার সঙ্গে জানি। সখা সব পুরে বেণু, খড়িকে ডাকিছে ধেনু, সাজাহ রাখাল শিরোমণি ॥ পং, কঃ—

ভোজয়িত্বাথ তাং রত্নভূষা-বস্ত্রানুলেপনৈঃ ।
লালয়িত্বা ব্রজেশ্বর্য্যাং গতায়াং তুঙ্গবিদ্যয়া ॥ ১১০ ॥
কিঞ্চিদূচে বিশাখায়াঃ কর্ণে তৎ সাম্বমন্যত ।
রাধাপ্যনুমিমীতে স্ম তদ্ দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া ॥ ১১১
(যুগ্মকং)

সখ্যৌ যদ্‌যুবয়োঃ কর্ণাকর্ণি সস্মিতমীক্ষ্যতে ।
মুগ্ধায়াঃ কুলবধ্বা মে তন্মাত্র শ্রেয়সী স্থিতিঃ ॥ ১১২ ॥

প্রেষ্ঠস্য ফেলামৃতং ভুক্তাবশিষ্টং স্বাদৈঃ পরিচিত্য মুদাপ্লুতা রাধা ধনিষ্ঠায়াং অক্ষিকোণং ক্ষিপন্তী সতী তাং ধনিষ্ঠাং অধিনোৎ। ময়া কৃতং রহস্যং কর্ম্ম রাধয়া জ্ঞাতমিতি বুদ্ধ্যৈব ধনিষ্ঠায়াঃ সুখোৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ১০৯ ॥

গতায়াং সত্যাং তুঙ্গবিদ্যয়া যৎ উচে তৎ বিশাখা অন্বমন্যত। দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া রাধাপি তৎ অনুমিমীতে ॥ ১১০॥১১১ ॥

হে সখ্যৌ যুবয়োঃ কর্ণাকর্ণি সস্মিতং ময়া ঈক্ষ্যতে। অতঃ মুগ্ধায়া ইত্যাদি ॥ ১১২ ॥

চতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ শ্রীরাধার ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় শ্রীরাধা ভোজন করিতে করিতে প্রিয়তমের উচ্ছিষ্টামৃতের আস্বাদ পাইয়া হর্ষপরিপ্লুতা হইলেন এবং ধনিষ্ঠার প্রতি সকরুণ অপাঙ্গনিক্ষেপ করিয়া ধনিষ্ঠাকে সুখের তরঙ্গে ভাসাইলেন। "আমার এই রহস্যকর্ম্ম শ্রীরাধা কিরূপে জানিতে পারিলেন"—এই মনে করিয়াই তখন ধনিষ্ঠার সুখোৎপত্তি হইল ॥ ১০৯ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরী এইরূপে শ্রীরাধাকে অতীব যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং বিবিধ রত্নালঙ্কার ও বস্ত্রানুলেপন দ্বারা তাঁহার যথোচিত লালন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। এই অবসরে তুঙ্গবিদ্যা, বিশাখার কানে কানে কি কথা বলিলেন, বিশাখাও মৃদু হাস্য করিতে করিতে অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। শ্রীরাধা উভয়ের সেই মৃদু হাস্যমাধুরী দেখিয়া তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন, এবং কহিলেন—"ওগো সখি! আমি যখন তোমাদের দুইজনকেই অধর টিপিয়া হাসিয়া হাসিয়া কানাকানি করিতে দেখিতেছি, তখন তোমাদের অভিসন্ধি ভাল বোধ হইতেছে না। আমি একে মুগ্ধা,

ইত্যুত্থায় স্বগেহায় যান্ত্যা বব্রে বিশাখয়া।
প্রোচে শঙ্কামিষেণেষ্ট স্পৃহা কিং সখি সূচ্যতে ॥ ১১৩ ॥
হস খেলাহসস্ব স্ববয়োবৃতেত্যাহ ব্রজেশ্বরী।
ভুক্ত্বা ক্ষণমবিশ্রম্য যান্তী তাং খেদয়িষ্যসি ॥ ১১৪ ॥
নিক্রম্যতাং সখি ময়া সহ সাধু পঙ্ক-
দ্বারেণ সত্বরমিমাঃ খলু কূটচর্য্যাঃ।
ত্বদ্বন্ধু জীব সুমনো নয়নস্পৃহাপি
পূর্ণা ভবিষ্যতিতরাং নিরপায়মেব ॥ ১১৫ ॥

বব্রে আবরণং চক্রে। হে সখি। ইষ্টবিষয়ে কিং স্পৃহা সূচ্যতে। অন্যথা আবয়োঃ কর্ণাকর্ণিদর্শনাৎ অনুপস্থিতশঙ্কায়াঃ কথমুৎপত্তিরিতার্থঃ ॥ ১১৩ ॥ ব্রজেশ্বরী ইতি আহ। অতঃ ভুক্ত্বা ক্ষণং অবিশ্রম্য যান্তী ত্বং তাং ব্রজেশ্বরীং খেদয়িষ্যসি। তস্মাৎ সবয়ঃ শব্দস্য গূঢ়ার্থাচরণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ১১৪ ॥

ইতি চতুরা ধনিষ্ঠা গিরিঃ ব্রজরাজস্য বাট্যাঃ পশ্চাদ্বর্ত্তি নন্দীশ্বরপর্ব্বতঃ তস্য গুহায়াং সুখময়গৃহং তাং রাধাং নিন্যে ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ।

তাহাতে কুলবধূ; সুতরাং আর আমার এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে॥” ১১০—১১২ ॥

এই বলিয়া শ্রীরাধা যেমন গাত্রোত্থান করিয়া স্বভবনে গমনোদ্যতা হইলেন, অমনই বিশাখা তাঁহার গমনে বাধা দিয়া ঘিরিয়া [illegible]ইলেন এবং স্মিত-মধুর বাক্যে কহিলেন—“প্রিয়সখি! তুমি শঙ্কার ছলে কি ইষ্ট-স্পৃহা সূচনা করিতেছ? তা’ নয়! আমাদের কর্ণাকর্ণি দর্শনে এরূপ অনাগত আশঙ্কার কেন উদয় হইবে? ॥ ১১৩ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরী এইমাত্র তোমাকে বলিলেন—“রাধে! স্ববয়স্যাবৃতা হইয়া হাসিখেলা কর, বিশ্রাম কর”—তুমি তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়াই গৃহে যাইতে উদ্যত হইতেছ, ইহাতে ব্রজেশ্বরী মহাদুঃখিতা হইবেন। অতএব সখি! এক্ষণে তাঁহার বাক্যের গূঢ়ার্থাচরণ সিদ্ধ করিয়া আমাদেরও আনন্দ-বিধান কর ॥ ১১৪ ॥

এই সময়ে চতুরা ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—“সখি! ইহারা বড়ই কুটিলা—ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পঙ্কদ্বার

ন জ্ঞাস্যতে ব্রজপুরাধিপয়া বৃথা ত্বং
কিং শঙ্কসে স্বগৃহতোঽয়নয়ৈব বীথ্যা।
ইত্যাদরাদ্গিরিগুহাসুখসদ্ম নিন্যে
তাং কৃষ্ণকান্তি-রুচিরং চতুরা ধনিষ্ঠা ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে ভোজন-কৌতুক-
মুমোদনো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সদ্ম কীদৃশং কৃষ্ণকান্ত্যা রুচিরং। পক্ষে কৃষ্ণস্য কান্ত্যা। ধনিষ্ঠায়া বাক্যমেবাহ। নিষ্ক্রম্যতামিতি। 'খিড়্কী' ইতি প্রসিদ্ধেন পক্ষদ্বারেণ। ইমাঃ সখ্যঃ খলু কূটচর্য্যা ভবন্তি। অত এতা বিহায় ময়া সহ নিষ্ক্রম্যতাং ত্বদীয় সূর্য্যপ্রিয়স্য বন্ধুজীবস্য 'বাঁধলী' ইতি প্রসিদ্ধস্য সুমনসঃ পুষ্পস্য আনয়নস্পৃহা। পক্ষে ত্বদ্বন্ধোঃ কৃষ্ণস্য জীবাত্মা শোভনং মনশ্চ এতেষাং স্পৃহাপি ॥ ১১৫॥১১৬ ॥

ইতি টীকায়াং ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ খিড়কীর দ্বার দিয়া অবিলম্বে আমার সহিত চলিয়া এস। তোমার 'বন্ধুজীব-সুমন-নয়ন-স্পৃহা' অর্থাৎ সূর্য্যপূজার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ বাঁধুলীপুষ্প আনয়ন স্পৃহা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হইবে।" পক্ষান্তরে ধনিষ্ঠা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—"সখি রাধে! আমার সঙ্গে এস, তোমার সঙ্গলাভে ত্বদীয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জীবাত্মা, শোভন মন ও নয়নের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হইবে ॥ ১১৫ ॥

হে সখি! ব্রজেশ্বরী এ কথা আদৌ জানিতে পারিবেন না, সুতরাং কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? গৃহ হইতে আমার সঙ্গে এই পথে আগমন কর। এই বলিয়া ধনিষ্ঠা ব্রজরাজের বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী নন্দীশ্বর গিরি গুহাস্থিত কৃষ্ণ-কান্তি-রুচির সুখময় ভবনে কৃষ্ণভাবিনী শ্রীরাধাকে এইরূপে কৌশলে লইয়া গিয়া বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইলেন। আমরি! তখন বিরহের উত্তপ্ত ঊষর ভূমিতে অনাবিল সম্ভোগানন্দরসের সুধা-ধারা তরঙ্গে তরঙ্গে উৎসারিত হইল ॥ ১১৬ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

তি[illegible]াভরণাদিধারণৈঃ প্রতিবধ্নস্যথ কিং সবিত্রি মে।
অ[illegible]প্যশকং যতো গৃহান্নহি নির্গন্তু মহং করোমি কিং ॥১॥
নিখিলা মম মিত্রমণ্ডলী মিলিতৈবাভবদত্র সঙ্গবে।
প্রণয়াম্বুনিধিঃ সখা স মে বনমেষ্যন্ পথি মাং প্রতীক্ষতে ॥২॥

অধুনা স্ব স্ব গৃহস্থিতানাং সখীনাং শ্রীকৃষ্ণস্য নিকট গমনার্থমুৎকণ্ঠামাহ।
হে সবিত্রি! মাতঃ! মে মম তিলকাদিধাবণৈঃ কিং প্রতিবধ্নাসি? শ্রীকৃষ্ণস্য নিকট গমনে প্রতিবন্ধং করোষি। ষতঃ অধুনাপীতি ॥১॥

সঙ্গবে প্রাতঃকালানন্তরং সপ্তমঘটিকায়াং। স শ্রীকৃষ্ণঃ বনং এষ্যন্ বনং গন্তুং পথি মাং প্রতীক্ষতে। যতঃ প্রণয়াম্বুধিঃ ॥২॥

দিবা ৬ দণ্ডের পর ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সময় সঙ্গবকাল। এই সময়েই ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোচারনার্থ বন গমন করিয়া থাকেন। তাই, গোষ্ঠগমনের সময় হইয়াছে দেখিয়া সুদাম সুবলাদি সখাগণ নিজ নিজ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—সময় বুঝিয়া স্ব স্ব জননী তাঁহাদের বন-গমনোপযোগী বেশভূষায় ভূষিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজবালকগণের হৃদয়ে সে ভূষণ পরিধানের বিলম্বও যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কতক্ষণে গিয়া সম্মিলিত হইবেন—এই উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণ মন পলে পলে আকুলিত। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া আপন আপন জননীকে বলিতে লাগিলেন—"মা! তিলকভূষণাদি পরাইবার ছলে প্রাণ কানাইয়ের কাছে যাইতে কেন বৃথা আমার প্রতিবন্ধ জন্মাইতেছ—এই দেখ, এখনও গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলাম না, আমি করি কি? ॥১॥

এই সঙ্গব-সময়ে আমার সকল মিত্রমণ্ডলী প্রাণ-সখা শ্রীকৃষ্ণের

কথমুদ্বিজসে ত্বমপ্যরং ব্রজারক্ষামণিমেব তেঽধুনা।
মণিবন্ধমনু প্রশান্তিকং তনয়ৈষাস্মিন্নিবধ্নতী করে ॥৩॥
ন গবাং ধ্বনিরধ্বনি শ্রুতো ন চ সম্প্রত্যপি সঙ্গবোদ্গমঃ।
নিরগুঃ সুহৃদো ন ধামত স্তব তারল্য মধাস্ত্বমেব কিং ॥৪॥
মণিকাঞ্চনভূষণাঞ্চিতা জননীমার্জ্জিত চর্চ্চিতাদৃতা।
অন্তিরঙ্কমিবানলঙ্কৃতং হসিতা ত্বাং সখি পালিরেব তে ॥৫॥

তস্য মাতা আহ। হে তনয়! কথমুদ্বিজসে? ত্বমপি অরং শীঘ্রং ব্রজ। কিন্তু তব অস্মিন্ করে মণিবন্ধমনু মণিবন্ধে প্রশান্তিকং রক্ষামণিং অধুনৈবাহং নিবধ্নতী অস্মিন্নাত্র বিলম্বলেশোঽপি ॥৩॥

পুনরাহ। তব সুহৃদঃ অন্যে সখায়ঃ স্বধামতো ন নিরগুঃ ন নির্গমনং চক্রুঃ। কিন্তু ত্বমেব তারল্যং অধাঃ? ॥৪॥

সহিত মিলিত হইল এবং আমার সখা কৃষ্ণচন্দ্রও বনগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আহা! সখা যে আমার প্রণয়-সাগর, আমার প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা! তাই, তাঁহার চাঁদ মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়া উঠে মা! ॥২॥

তখন স্নেহ-বিবশা জননী পুত্রের সেই উদ্বেগ-সমাকুল মুখ-কমল চুম্বন করিয়া কহিলেন—"বাছা! কেন এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? তুমিও শীঘ্র তোমার সখার সহিত মিলিত হইতে পারিবে। অলঙ্কার পরিধান করান ত প্রায় শেষ হইয়াছে; কেবল তোমার এই হাতের মণিবন্ধে প্রশান্তিক রক্ষামণি বাঁধিয়া দিলেই হয়,—ইহাতে আর কত বিলম্ব হইবে? —ক্ষণমাত্র বিলম্বও হইবে না" ॥৩॥

কই বৎস! এখনও গোষ্ঠপথে কোন গোধনধ্বনি ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না; অতএব সঙ্গব-সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তোমার অন্যান্য সখাগণও স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হয় নাই। তবে তুমি কেন এত চঞ্চল হইতেছ? ॥৪॥

ইতি মাতৃ কৃতোপলালনাদ্যপি তে বন্ধন মিত্যমংসত।
বিশিখারুত-মাত্র শঙ্কিত স্ব সখান্ত্যাগম-বিক্লবেক্ষণাঃ ॥৬॥
বসুদাম-সুদাম-কিঙ্কিনী-সুবলাদ্যাঃ সমিতা ইতস্ততঃ।
পুরমানশিরে হরেরিমে সুখসিন্ধোঃ পুলিনং যথোর্ম্ময়ঃ ॥৭॥

তে সখিপালিবেব ত্বাং হসিতা। সখিপালিঃ কথম্ভূতা মণিকাঞ্চনেত্যাদি ॥৫॥

ইতি মাতৃকৃতোপলালনাদি তে বালকাঃ বন্ধনমেবামংসত। কথম্ভূতাঃ বিশিখা গলীতি প্রসিদ্ধা। তত্র রুত-মাত্রেণ আশঙ্কিতো যঃ স্ব সখান্ত্যাগম স্তেন বিক্লবেক্ষণাঃ ॥৬॥

ইমে বসুদামাদয়ঃ ইতস্ততঃ সমিতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ হরেঃ পুরং আনাশিরে ব্যাপ্তং চক্রুঃ। তত্র নন্দপুরস্য সুখসিন্ধুত্বেন হরেঃ পুরস্য পুলিনত্বেন চ উৎপ্রেক্ষমাহ। সুখেতি ॥৭॥

বিশেষতঃ তুমি অলঙ্কারমণ্ডিত না হইয়া অতি দরিদ্রের মত গমন করিলে তোমার সখাগণই স্ব স্ব জননী কর্ত্তৃক মণি-কাঞ্চন-ভূষণে অলঙ্কৃত ও সাদরে অঙ্গ মার্জ্জনার পর কুঙ্কুম-চন্দনে চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া অবশ্য তোমাকে উপহাস করিবে" ॥৫॥

তখন ব্রজবালকগণ জননীর এই প্রকার বাৎসল্য-প্রেম-ব্যঞ্জক উপলালনাদিগকে দারুণ বন্ধনতুল্য মনে করিতে লাগিলেন। 'ঐ বুঝি, সখাগণ গোষ্ঠপথে বাহির হইয়াছে'— এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আঘাতে আঘাতে হৃদয় কম্পিত করিতেছে—যেমন কোন সঙ্কীর্ণ গলিপথে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, অমনই শঙ্কাকুলিত চিত্তে—"ঐ আমার সখাগণ আসিতেছেন" বলিয়া সেই দিকে বিক্লব-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সখ্যের ভাব কি মধুর —কি প্রাণস্পর্শী! ॥৬॥

অনন্তর বসুদাম, সুদাম, কিঙ্কিনী * ও সুবলাদি কৃষ্ণসখাবৃন্দ

* সুদাম।—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। সুদামার দেহকান্তি ঈষৎ গৌর ও মনোহর, পরিধান নীল বসন ও নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। ইঁহার পিতার নাম মটুক গোপ, মাতার নাম রোচনা, বয়স নবকৈশোর। যথা গণোদ্দেশে—

অথ কশ্চন গোপ আগতোঽবদদুচ্চৈঃ শৃণুতেদমর্ভকাঃ।
স গবাং ভবনেঽবস্থিতো ব্রজরাজো যদিহাদিদেশ বঃ ॥৮॥

কশ্চন গোপঃ নন্দনিকটাদাগত্য বালকান্ প্রতি অবদৎ। গবাং ভবনে স্থিতঃ সব্রজরাজঃ বো যুষ্মান্ প্রতি যৎ আদিদেশ তৎ শৃণু ॥৮॥

ইতস্ততঃ হইতে আগমন করিয়া নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণপুর সন্নিধানে সম্মিলিত হইলেন—আমরি! যেন সখ্যরসের সুধা-লহরীনিচয় উচ্ছ্বসিত হইয়া নন্দালয়রূপ সুখ-সিন্ধুর শ্রীকৃষ্ণপুর-পুলিনে আসিয়া মিলিত হইল। সকলেরই এক বেশ, এক ভাব, এক ভঙ্গী—যেন একইরূপের বিম্বানুবিম্ব মণি-মুকুরে প্রতিবিম্বিত ॥৭॥

অনন্তর একজন গোপ, ত্বরিতপদে শ্রীনন্দরাজের নিকট হইতে আগমন করিয়া সেই ব্রজবালকগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ওহে বালকবৃন্দ! ব্রজরাজ গোষ্ঠালয়ে অবস্থান করিয়া তোমাদের প্রতি যে আদেশ করিয়াছেন তাহা তোমরা শ্রবণ কর ॥৮॥

"ঈষদ্গৌরঃ সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরঃ।
নীলবস্ত্র পরিধানো রত্নাভরণভূষিতঃ ॥
পিতা চ মটুকোনাম রোচনা জননী ভবেৎ।
সুকিশোর বয়ো বেশ নানাকেলী রসোৎকরঃ ॥"

বসুদাম ও কিঙ্কিনী।—ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। যথা গণোদ্দেশে—

শ্রীদামা দামা সুদামা বসুদামা তথৈব চ।
কিঙ্কিনী ভদ্রসেনাংশু স্তোককৃষ্ণা বিলাসিনঃ ॥
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাক্ষ কলবিঙ্ক প্রিয়করাঃ।
শ্রীদামাদ্যাঃ সমাস্তত্র শ্রীদামা পীঠমর্দ্দকঃ ॥
সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ।
স্তোক কৃষ্ণো যথার্থার্থঃ কৃষ্ণ প্রত্যান্তরীভূতঃ ॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈরমুং।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং ॥
এতে প্রিয় সখাঃ শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণ সমা মতাঃ ॥"

ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসে সাহায্যকারী। প্রিয় সখা সকল বিবিধ কেলি, নিযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই সকল প্রিয়সখা শান্ত স্বভাবাপন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য। "বয়স্তুল্যাঃ প্রিয় সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। (ভঃ রঃ সিঃ) যাঁহারা কৃষ্ণের সমবয়স্ক এবং শুদ্ধ সখ্য মাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে প্রিয় সখা বলা হয়।

স্বপিতু ক্ষণমচ্যুতঃ সুখং ন ভবদ্ভিঃ প্রসভং প্রাবাধ্যতাং।
অধুনাত্মময়ৈব মোচিতা ধবলাবলী চ বিলম্ব্যকাল্যতাং ॥৯॥
ইতি তে শ্রুতবন্ত এব গো-সদনান্যেব মুদা প্রতস্থিরে।
কতিচিৎ সুবলাদয়োঽভবন্ নিভৃতং প্রেষ্ঠসখাবরোধগাঃ ॥১০॥
দধতেঽপচিতিং হরের্ন চাপচিতিং প্রেমণি যেঽনুযায়িনঃ।
উপসেদুরিমে ব্রজেশ্বরীং প্রথমং রক্তকপত্রকাদয়ঃ ॥১১॥

অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণং সুখং স্বপিতু ভবদ্ভিঃ প্রসভং হঠাৎ ন প্রবোধ্যতাং। যুষ্মাভির্বিলম্বং কৃত্বা ধবলাবলী কাল্যতাং চাল্যতাং ॥৯॥

কতিচিৎ রহস্য-বৃত্তান্তজ্ঞাঃ সুবলাদয়ঃ নিভৃতং যথাস্যাত্তথা প্রেষ্ঠ সখস্য শ্রীকৃষ্ণস্যান্তঃপুরগা অভবন্ ॥১০॥

অধুনা দাসানাং তৎকালীন চেষ্টামাহ। যেঽনুযায়িনো রক্তকাদয়ঃ হরেরপচিতিং পরিচর্য্যাং দধতে, অথচ প্রেমণি অপচিতিং অপচয়ং ন দধতে ইমে দাসাঃ প্রথমং ব্রজেশ্বরী মুপসেদুঃ ॥১১॥

কশ্চিদ্দাসঃ। তয়া ব্রজেশ্বর্য্যা। তনয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আমোদ-জনক-মোদক শ্রেণীং অধাৎ। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। যশোদাস্বরূপ-বাৎসল্য-লতায়াঃ কাঞ্চিৎ

"কৃষ্ণ আরও কিছুক্ষণ সুখে নিদ্রা যাউক। তোমরা সহসা তাহাকে জাগরিত করিও না। আজ আমি নিজে এখনই ধেনুসমূহের বন্ধন মোচন করিতেছি—তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া বনপথে ধেনুযূথ ধীরে ধীরে চালিত করিও" ॥৯॥

এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজবালকগণ সহর্ষে সেই গোষ্ঠালয়ে শ্রীব্রজরাজের নিকট গমন করিলেন এবং সুবলাদি কতিপয় রহস্য-বৃত্তান্তজ্ঞ প্রিয়সখা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে নিভৃতে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আহা! এই সময়ে কৃষ্ণপরিবারগণের চেষ্টা কি সুন্দর! তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় নিত্য নিরত অথচ তাঁহাদের কখন বিন্দুমাত্রও প্রেম-শৈথিল্য উপস্থিত হয় না। এইরূপ প্রেম-সেবা-নিপুণ রক্তক

অথকশ্চিদধাত্ত্বয়ার্পিতাং তনয়ামোদক মোদকাবলীং।
অতিবৎসলতা-লতাবলৎ ফলপালীমিব কাঞ্চিদঞ্চিতাং ॥১২॥

অঞ্চিতাং পূজিতাং প্রেষ্ঠামিতি পর্য্যবসিতাং বলবৎ ফলশ্রেণীমিব। অত্র মোদকস্থানীয়ং ফলম্ ॥১২॥

পত্রকাদি * অনুগামী দাসগণ প্রথমেই শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকট আগমন করিলেন ॥১১॥

অনন্তর ব্রজেশ্বরী পুত্র শ্রীকৃষ্ণের আমোদকজনক মোদক সকল যখন জনৈক কিঙ্করের করে সমর্পণ করিলেন, তখন মনে হইল যেন, সেই কিঙ্কর বাৎসল্যবল্লরীর উপাদেয় ফলগুলি সাদরে গ্রহণ করিলেন। এস্থলে শ্রীব্রজেশ্বরীই বাৎসল্য-বল্লরী এবং মোদকনিচয়ই তাহার উপাদেয় ফলস্বরূপ ॥১২॥

---

* রক্তকপত্রক প্রভৃতি ব্রজস্থ দাস্যভাবের পরিকর। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পশ্চিম বিভাগে—

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥

রক্তক পত্রকাদি শুদ্ধ দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চেট সহায় নামে অভিহিত। চেটের লক্ষণ—"সন্ধান-চতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভধীঃ।" (উজ্জ্বলে) অর্থাৎ যাঁহারা সন্ধান বিষয়ে চতুর, যাঁহাদের কর্ম্ম কেহ জানিতে পারে না, গূঢ়রূপে সম্পন্ন করেন, এবং যাঁহাদের বুদ্ধি অতিশয় প্রগল্‌ভা পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে চেট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সকল চেটের মধ্যে কতকগুলি সখা কিন্তু দাস অভিমানী; যথা ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদি।

আর কতকগুলি শুদ্ধ দাস্যাভিমানী; যথা রক্তক পত্রকাদি, ইহাঁরা গুণের সাগর, অথচ রূপেও অতি মনোহর। শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, পাশাদি রক্ষা করাই ইহাঁদের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁরা সর্ব্বদা বিচরণ করেন। আজ্ঞাক্রমে সখাগণের নিকট গৈরিক, কুসুম, গুঞ্জাদি আহরণ করিয়া যোগাইয়া থাকেন। যথা গণোদ্দেশে—

"তদ্বেণু শৃঙ্গ মুরলী যষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীবাং চেটকাশ্চামী ধাতুনাং চোপহারকাঃ॥"

ইহাঁদের প্রণাম যথা—পদ্ধতি-প্রদীপে—

প্রেম্না যে পরিবর্ত্তনেন কলিতাঃ সেবা সদৈবোৎসুকাঃ
কুর্ব্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাসা বয়স্যোপমাঃ।
বংশী দর্পণ দ্যূতবারিবিলসৎ তাম্বূলবীণাদিভিঃ
প্রাণেশং পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্রীমুখ্যান্ ভজে॥

মণি-চিত্রিত দারু-পেটিকান্তরগামংসতটে বহন্নসৌ।
শতকোট্যসুতোপ্যথাদরাদবধানীয়তমা ममং স্তুতাং ॥১৩॥
স্তিমিতারুণ-চেল-কঞ্চুকা বৃতচন্দ্রোপল-চিত্রঝর্ঝরীং।
শশি-বাসিত নীর-পূরিতা মপরোবিভ্রদদভ্রমাবভৌ ॥১৪॥
সিতমানস বৃত্তিমেব তামনুরাগ-পিহিতাং দ্রবত্তরাং।
বহিরেষ জনান্ কিমীক্ষয়ন্নতুলং সৌভগরত্নমাদদে ॥১৫॥

অসৌ দাসঃ তাদৃশঃ পেটিকামধ্যাগতাং তাং মোদকাবলীং স্কন্ধতটে বহন্ সন্ শতকোটি প্রাণতোঽপি আদরাৎ অবধানীয়তমাং অমংস্ত ॥১৩॥

অপরো দাসঃ কর্পূরবাসিতজলপূরিতাং অথচ তাদৃশ চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত চিত্র ঝর্ঝরীং বিভ্রৎ সন্ অদভ্রং অনল্পং যথাস্যাত্তথা আবভৌ ॥১৪॥

সিতঝর্ঝরীং সিতমানসবৃত্তিত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। এষ দাসঃ রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শ্বেতঝর্ঝরীচ্ছলেন অন্তঃস্থিতানুরাগেণ পিহিতাং তাং শুদ্ধমানসবৃত্তিমেব বহির্জনান্ কিং ঈক্ষয়ন্ সন অতুলং সৌভাগ্যবত্ন মাদদে। দ্রবত্তরাং অনুরাগ-বশাৎ দ্রবীভূতাং। দার্ষ্টান্তিকেঽপি তিমিত বস্ত্রস্য জলক্ষরণাদ্দ্রবত্তরাম্ ॥১৫॥

তারপর সেই কিঙ্কর মণিমণ্ডিত দারু-পেটিকার মধ্যে সেই মোদক-গুলি সযত্নে রক্ষা করিলেন এবং সেই পেটিকাটী স্কন্ধদেশে তুলিয়া লইয়া শত কোটী প্রাণাপেক্ষাও আদরনীয় ও সাবধানে রক্ষনীয় মনে করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

অতঃপর ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের পানার্থ কর্পূর-বাসিত সুপেয় সলিল চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত স্বচ্ছ ঝর্ঝরীতে ঢালিয়া—পাছে তাহা উত্তপ্ত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় আর্দ্র অরুণ বসনের কঞ্চুক দ্বারা সেই ঝর্ঝরীর গাত্র আবৃত করিলেন। অপর একজন কিঙ্কর সেই বিচিত্র ঝর্ঝরী গ্রহণ করিয়া অতিশয় শোভাধারণ করিলেন ॥১৪॥

আমরি! সেই অরুণ বসনাবৃত শ্বেত-ঝর্ঝরী ধারণে বোধ হইল, যেন অন্তরের অনুরাগাবৃত প্রীতি-তরল শুদ্ধ মানসবৃত্তিকে বাহিরে জনসমাজে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যরত্ন গ্রহণ করিলেন ॥১৫॥

স্ফটিকোত্তমসম্পুটং পরোঽবহদন্তঃ ফণিবল্লিবীটিকং ।
অধিকক্ষময়ং দধার কিং শশিবিম্বং স্বমনোঽধিদৈবতং ॥১৬॥
বসনাভরণাদ্যনেকধা দধএকঃ পরিধেয়মীশিতুঃ ।
দ্যুমতামপি মোহনায় যৎ সুদৃশাং কার্ম্মণতাং প্রপৎস্যতে ॥১৭॥
ক্ষণতঃ ক্ষণধুক্‌ ক্ষণপ্রভানিভকান্তা নিবিড়োপগূহনাৎ ।
সহসা নিরগাদ্বহির্হরিঃ কলয়ন্‌ মিত্রকলাপ-জল্পিতম্‌ ॥১৮॥

পরো দাসঃ অন্তঃ ফণিবল্লিবীটিকং তাদৃশং সম্পুটং অধিকক্ষং কক্ষতলে অবহৎ। স্বমনসঃ অধিষ্ঠাতৃদৈবতং চন্দ্রবিম্বং কিং দধার? সম্পুটে মনসঃ সর্ব্বদাবধানত্বদ্যোতনায় অধিষ্ঠাতৃদৈবতত্বেন চন্দ্র উৎপ্রেক্ষিতঃ ॥১৬॥

একো দাসঃ ইশিতুং শ্রীকৃষ্ণস্য পরিধেয়ং অনেকধা বসনাভরণাদি দধার। যৎ বসনাদি দ্যুমতাং সুদৃশাং মোহনায় টোনা ইতি প্রসিদ্ধা কার্ম্মণতাং প্রপৎস্যতে ॥১৭॥

হরিঃ মিত্রসমূহস্য জল্পিতং শৃণ্বন্‌ ক্ষণধুক্‌ ক্ষণপ্রভায়াঃ উৎসবপূরক বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ্যাঃ কান্তায়া নিবিড়োপগূহনাৎ ক্ষণতঃ ক্ষণমাত্রেণ নিরগাৎ সহসা অতর্কিতং যথাস্যাত্তথা ॥১৮॥

অন্য একজন কিঙ্কর তাম্বূলবীটিকাপূর্ণ স্ফটিক-মণি-নির্ম্মিত মনোহর সুম্পূট কক্ষতলে গ্রহণ করায় বোধ হইল যেন ঐ কিঙ্কর স্বীয় মনের অধিষ্ঠাতৃদেব চন্দ্রবিম্বকে স্বীয় কক্ষ মধ্যে ধারণ করিলেন। ফলতঃ কক্ষস্থ মণি-সম্পুটে সেই কিঙ্করের মন সর্ব্বদা অবস্থিত হইয়া রহিল ॥১৬॥

আবার অন্য এক কিঙ্কর নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বহুবিধ বসনভূষণাদি গ্রহণ করিলেন। সেই বসনভূষণাদি অন্য রমণী ত দূরের কথা, সুর-সুলোচনাগণেরও সম্মোহনে বিশেষ কৃতকার্য্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ উহা যেন প্রসিদ্ধ বশীকরণ ঔষধ বিশেষ ॥১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ তখনও সেই নন্দীশ্বরের নিভৃত কক্ষে প্রিয়তমার বাহু-বল্লরীপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখ-শয্যায় নিদ্রিত। প্রিয় সখাগণের

পিদধন্নবকুঙ্কুমাংশুকং সহচর্য্যা স তয়ৈব ধারিতং।
কিমু চঞ্চলয়া চলন্ বলান্মুদিরোঽবেষ্ট্যত হাতুমক্ষমঃ ॥১৯॥
সখিভির্হসিতঃ সিতদ্যুতি দ্যুতিনিন্দিস্মিতপুষ্পবর্ষিভিঃ।
রচিতাঙ্গ-বিভূষণ-ক্রিয়ঃ সমিয়ায়াথ মহাপুরান্তরম্ ॥২০॥

তয়া সহচর্য্যা রাধয়া ধারিতং পীতাম্বরং স শ্রীকৃষ্ণঃ পিদধৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। চঞ্চলয়া বিদ্যুতা কর্ত্র্যা ত্যক্তুমক্ষমশ্চলন্ মুদিরঃ কিং বলাৎ অবেষ্ট্যত ? অর্থাত্তয়ৈব অত্র পীতাম্বরচ্ছলেন রাধয়ৈবাবেষ্ট্যত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ। সম্ভোগাদিচিহ্নং দৃষ্ট্বা প্রিয়নর্ম্মসখিভিঃ হসিতঃ সন্ যশোদা-প্রভৃতীনাং মহাপুরান্তরং সমিয়ায়। কথম্ভূতৈঃ চন্দ্রদ্যুতিনিন্দিস্মিত পুষ্পবর্ষিভিঃ। কৃষ্ণঃ কথম্ভূতঃ সখিভিঃ সম্ভোগাদিচিহ্নং দূরীকৃত্য রচিতাঙ্গবিভূষণ ক্রিয়া যস্য ২০॥

পরস্পর মধুরালাপ যেমন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, অমনই সেই পলকে পলকে উৎসবদায়িনী তড়িৎপ্রভাময়ী প্রাণকান্তা শ্রীরাধার নিবিড় আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।।১৮।।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন এমনই ব্যস্ত ও বিহ্বল যে, নিজ পীতাম্বরের পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে শ্রীরাধার নবকুঙ্কুমারুণ ওড়না খানিই যে পরিধান করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই। মরি! মরি! সেই কুঙ্কুমারুণ বসন ধারণে বোধ হইল—পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই বুঝি চঞ্চলা চপলাবালা চলিষ্ণু শ্যাম জলধরকে বলপূর্ব্বক বেষ্টন করিয়াছে ? অথবা প্রিয়-সুখসঙ্গ-ত্যাগ একান্ত অসহনীয় বলিয়াই বুঝি চঞ্চলা অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী স্বয়ং শ্রীরাধা পীতাম্বরছলে প্রাণকান্তকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯।।

প্রিয় নর্ম্মসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জ্যোৎস্না-উদ্ভাসি-মৃদুমধুর হাস্য-কুসুম বর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং তখন গোষ্ঠ

দ্যুমণি-দ্রুতদণ্ডনোদ্যত প্রসরৎশস্তগভস্তি কৌস্তুভঃ।
শিখিচন্দ্রকমণ্ডলস্ফুরৎ সুরচাপোজ্জ্বলমৌলি-মণ্ডিতঃ ॥২১॥
চলমৌক্তিকদাম-ধামভি স্তিরয়ন্ বালবলাকিকাবলীঃ।
অলিপালি-সমীলিতোল্লসদ্বনমালাদয়দিদ্ধ সৌরভঃ ॥২২॥

বেষপ্রকারমাহ। কৃষ্ণঃ কীদৃশঃ দ্যুমণেঃ সূর্য্যস্য শীঘ্রদণ্ডনে উদ্যতাঃ প্রসরন্তঃ প্রশস্তগভস্তয়ঃ কিরণা যস্য এবম্ভূতঃ কৌস্তভো যস্য সঃ। পুনশ্চ ময়ূর-চন্দ্রিকামণ্ডলেন স্ফুরতা অথচ ইন্দ্রধনুষঃ সকাশাদপি উজ্জ্বলেন মৌলিনা মুকুটেন মণ্ডিতঃ ॥২১॥

পুনশ্চ চঞ্চল মুক্তামালায়াস্তেজোভিঃ করৈঃ মেঘসন্নিহিত বালকবকশ্রেণীঃ তিরয়ন্ তিরস্কারং কুর্ব্বন্। পুনশ্চ ভ্রমরশ্রেণ্যা সমীলিতা সংস্তুতায়া লসদ্বনমালা তস্যা উদয়েন ইদ্ধঃ প্রবৃদ্ধঃ সৌরভো যত্র। পক্ষে তাদৃশ বনশ্রেণ্যা উদয়েন ইদ্ধঃ সৌরভ গোসমূহো যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-মেঘাৎ ॥২২॥

সম্ভোগচিহ্ন সকল বিদূরিত করিয়া প্রিয় সখার ললিত শ্যামাঙ্গ সুন্দর-রূপে বিভূষিত করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ-জননী শ্রীযশোদার অন্তঃপুরে গমন করিলেন ॥২০॥

অমনই নর্ম্মসখাগণ তাঁহাদের প্রাণ-কানাইকে গোষ্ঠগমনোপযোগী বেশভূষায় সুশোভিত করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে কৌস্তুভমণি বিন্যস্ত করিলেন, তাহার প্রশান্ত কিরণ–নিচয় দিনমণিকেও দ্রুত দণ্ডিত করিবার জন্য ইতস্ততঃ প্রসারিত হইতে লাগিল এবং শিরে শিখি-শিখণ্ডকমণ্ডল-শোভিত মঞ্জু-মুকুট, আখণ্ডল-ধনু অপেক্ষাও সমুজ্জ্বলরূপে স্ফুরিত হইল ॥২১॥

তাহাতে চঞ্চল মুক্তামালার শোভা নবজলধর-সন্নিহিত বাল-বলাকাপাঁতিকেও তিরস্কৃত করিতে লাগিল এবং গলদেশে অলিকুল-সংস্তুত ফুল্ল-বনমালার প্রবৃদ্ধ সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। অথবা যে শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ হইতে অলিকুল-ঝঙ্কৃত প্রফুল্ল বনরাজি

জননী জন-নীবৃতং দ্রুতং রচয়ন্ হর্ষপয়ঃ পরিপ্লুতং।
ব্রজতাপশতাপনোদনঃ পুরতো যন্ পুরতোরণাদভূৎ ॥২৩॥
অথ সাম্বিকয়া কিলিম্বয়া স্বস্হভির্যাতৃভিরপ্যুদশ্রুভিঃ।
সহ সা সহসা ব্রজেশ্বরী নিরগাত্তামনু রাধিকালিভিঃ ॥২৪॥

জননীজন এব নীবৃৎ জনপদঃ তথা চ নেত্রস্তনয়োর্হর্ষপয়সা পরিপ্লুতঃ তং জননীস্বরূপদেশং দ্রুতং বিক্লিন্নং। পক্ষে শীঘ্রং রচয়ন্ ব্রজস্থানাং তাপশতাপনোদনঃ কৃষ্ণমেঘঃ পুরতোরণাৎ সিংহদ্বারাৎ পুরতোঽগ্রে যন্ গচ্ছন্ অভূৎ ॥২৩॥

অথ সা যশোদা অম্বিকাসহিত কিলিম্বাদিভিঃ সহ নিরগাৎ। তাং যশোদাং ॥২৪॥

মুঞ্জরিত হওয়ায় সুরভীনিচয় অর্থাৎ গো-সমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে, সেই ব্রজজন-তাপহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-জলধর, জননীরূপ-জনপদকে আশু আনন্দ-নীরে প্লাবিত করিলেন। ফলতঃ তখন অপার আনন্দোদয়হেতু নয়নের অশ্রুধারা ও স্তনদ্বয়ের দুগ্ধধারা-সম্পাতে জননী শ্রীযশোদার দেহ-লতা অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে জননীকে হর্ষ পরিপ্লুতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে পুর-তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥২২॥২৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠগমন-শোভা দর্শনের নিমিত্ত অম্বিকা-কিলিম্বাদি ভগিনীগণ এবং যাতৃগণের * অর্থাৎ উপানন্দাদির পত্নীগণের সহিত অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর-প্রদেশ হইতে বহির্বাটীতে আগমন করিলেন। তৎকালে ললিতাদি সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন ॥২৪॥

* যাতৃগণের।—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পত্নী 'তুঙ্গী' অভিনন্দের পত্নী 'পীবরী' এবং শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত সন্নন্দের পত্নী 'কুবলা' ও নন্দনের পত্নী 'অতুলা' প্রভৃতির সহিত।

বনমেতি মুকুন্দ ইত্যয়ং ধ্বনিরেকঃ স্ফুটমুচ্চচার যঃ।
বিবিধ ধ্বনিসূর্ভবন্নভাৎ শ্রুতিপালীঃ স পুরৌকসাং বিশন্ ॥২৫॥

মুকুন্দো বনমেতি যঃ একো ধ্বনিঃ স্ফুটং উচ্চচার স এব ব্রজবাসিনাং শ্রুতি-পালীঃ প্রবিশন্ তদনন্তরং বিবিধ ধ্বনি প্রসূর্ভবন্ সন্ ভাতি। ধ্বনিরত্র পুরুষোচ্চারিতাৎ মুকুন্দোবনং এতি শব্দাৎ স্ত্রীণাং মুকুন্দো বনমেতীত্যাকারক শব্দ উৎপন্নস্তজ্জন্যঃ শুকাদীনাং শব্দঃ এবং ক্রমেণ নানাবিধ শব্দং। পক্ষে ব্যঙ্গঞ্চ সূতে ॥২৫॥

এ দিকে যেমন একব্যক্তি "মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ গমনের ঘোষণা করিলেন, অমনই সেই একই ধ্বনি ব্রজপুরজনের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তখন বিবিধ ধ্বনির প্রসূতিরূপে শোভা পাইতে লাগিল। "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই শব্দ প্রথমতঃ ঘোষণাকারী পুরুষগণের মুখে শুনিয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ "মুকুন্দ বনে যাইতেছেন" বলিয়া কৃষ্ণ-দর্শনার্থিনী অন্য রমণীকে বলিলেন। গৃহপালিত শুকাদি বিহঙ্গনিচয়ও সেই স্বরে স্বর মিশাইয়া "মুকুন্দ বনে যাইতেছেন" বলিয়া মধুর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই শব্দের প্রতিধ্বনিচ্ছলে গিরিদরী তরুলতাবলী পর্য্যন্ত যেন সেই একই ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমেই "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই একই স্বর-লহরী তখন সমস্ত ব্রজধাম ব্যাপিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে বিবিধ ধ্বনির উৎপাদকরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার সেই একই ধ্বনি তখন বিবিধ ব্যঙ্গ্য * প্রসূ হইল ॥২৫॥

* ব্যঙ্গ্য,—যথা—সাহিত্যদর্পণে—

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই ত্রিবিধ শব্দশক্তির মধ্যে অভিধা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম বাচ্য, লক্ষণা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম লক্ষ্য এবং ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ্য অর্থের নাম ব্যঙ্গ্য।

অবিলম্বমতঃ সখে ব্রজন্ বিপিনাধ্বাভিমুখীর্বিধেহি গাঃ।
তনবাম নিযুদ্ধ কৌতুকং হরিণাদ্য ক্ষিতিভৃত্তটাজিরে ॥২৬॥
বটবঃ পটলৈঃ শুভাশিষাং পৃষতৈঃ শান্তি-ঋচাভিমন্ত্রিতৈঃ।
অভিষিঞ্চত দর্ভপাণয়ো হরিমগ্রেঽভজতাশু নির্বৃতং ॥২৭॥

মুকুন্দোবনমেতীতি শব্দস্য কাব্যপ্রকাশগ্রতগতোঽস্তমর্ক ইতি শব্দস্যেবাধিকারিভেদেন বিবিধ ধ্বন্যর্থমাহ। তত্রাদৌ সখীনামভিপ্রেতং তাদৃশ শব্দস্য ধ্বন্যর্থ মাহ। অবিলম্বমিতি। হে সখে! অবিলম্বং ব্রজন্ সন্ ত্বং বিপিনাভিমুখী র্গা বিধেহি কুরু। হে সখে! অদ্য হরিণা সহ গোবর্দ্ধনতটাজিরে নিযুদ্ধকৌতুকং বয়ং তনবাম ॥২৬॥

অধুনা ব্রাহ্মণানামভিপ্রেতং তাদৃশ শব্দস্য ধ্বন্যর্থমাহ। বটবঃ যূয়ং শুভা-

"সূর্য্য অস্তগত" এই একই শব্দ যেরূপ অধিকারী ভেদে বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ গোপালগণ "সূর্য্য অস্তগত" বলিলে যেরূপ তাহাদের সজাতীয়গণ, 'গো- সঙ্কলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে'— এইরূপ অর্থবোধ করে, ব্রাহ্মণগণ বলিলে, তাঁহাদের সজাতীয়গণ "সন্ধ্যাবন্দনার সময় হইল" এইরূপ অর্থগ্রহণ করেন, সেইরূপ "মুকুন্দ বনগমন করিতেছেন" এই একই শব্দ তখন অধিকারীভেদে বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিল।

প্রথমতঃ নন্দগোষ্ঠস্থিত কৃষ্ণসখাগণ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া যেমন তাঁহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন—'মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" অমনই অন্যান্য সখাগণ বুঝিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গোচারণার্থ বহির্গত হইয়াছেন, তখন আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অতএব হে সখে! তুমি অবিলম্বে যাইয়া ধেনুপালকে বনপথের অভিমুখী কর। আমরা অদ্য গোবর্দ্ধনের সানুদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মল্লক্রীড়া-রঙ্গ করিব ॥২৬॥

তারপর পুরবাসী ব্রাহ্মণগণ "মুকুন্দ বন গমন করিতেছেন" এই শব্দ শুনিয়া এইরূপ অর্থবোধ করিলেন যে,—হে বটুগণ! তোমরা দর্ভপাণি হইয়া বহু শুভাশীর্ব্বচন দ্বারা এবং শান্তিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত

নয় বল্লব ! মাং বলাদিতো নিজনপ্তৃর্মুখপঙ্কজামৃতৈঃ।
শিশিরী করবাণি লোচনে যদৃতে জীবিতুমেব নোৎসহে ॥২৮॥
রচয়া নিমিষং বিশারদে ! জরতী-বঞ্চকমঞ্চকং মুদাং।
নিভৃতেন পথা ভজে বনে প্রিয় সঙ্কেতিত কুঞ্জমন্দিরং ॥২৯॥

শিষাং পটলৈরেবং শান্তিরূচাভি মন্ত্রিতৈঃ পৃষতৈঃ বিন্দুভিশ্চ করণৈঃ হরিং অভিষিঞ্চত ॥২৭॥

পিতামহস্য পর্য্যন্যস্যাভিপ্রেতমাহ। হে বল্লব ! গোপ ! যৎ নেত্র-শিশিরী-করণং বিনা জীবিতুমেব নোৎসহে ॥২৮॥

প্রেয়াগণানামভিপ্রেতমাহ। হে বিশারদে ! আলি ! জরতীবঞ্চকং অথচ মুদামঞ্চকং প্রাপকং মিষাচ্ছলং রচয়। অহং নিভৃতেন পথা বন মধ্যে প্রিয়-সঙ্কেতিত কুঞ্জমন্দিরং ভজে ॥২৯॥

বারিবিন্দু-নিচয় দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ব্রজপুর-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সম্পাদন করিয়া আশু শান্তি-সুখ লাভ কর ॥২৭॥

আবার "শ্রীকৃষ্ণ বন গমন করিতেছেন" এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ বৃদ্ধ পর্জ্জন্যগোপের পরিচারক স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় এইরূপ বুঝিলেন—"ওহে বল্লব ! আমাকে এখান হইতে শীঘ্র ধরিয়া লইয়া চল, আমার নাতি কৃষ্ণচন্দ্রের মুখকমলামৃতে আমি নয়নযুগল সুশীতল করিব। যেহেতু কৃষ্ণ-মুখ দর্শনে নয়ন শীতল না করিলে আমি কদাচ জীবিত থাকিতে পারিব না ॥২৮॥

পুনশ্চ উক্ত বনগমন শব্দে তখন পুরবাসিনী প্রেয়সীবৃন্দের সখাগণ এইরূপ অর্থবোধ করিলেন—"হে বিশারদে ! হে সখি ! প্রিয়-সম্মিলনের কণ্টকস্বরূপা জরতীকে অনায়াসে বঞ্চনা করা যাইতে পারে—অথচ অপার আনন্দপ্রদ এমন এক অপূর্ব্ব ছলনা-জাল বিস্তার কর, যাহাতে আমি নিভৃতপথে বৃন্দাবনে গিয়া প্রিয়-সঙ্কেতিত কুঞ্জ-মন্দির প্রাপ্ত হইতে পারি" ॥২৯॥

সখি ! কিং করবৈ রবৈ রবৈধিততর্ষা হরিগোপুরোদিতৈঃ।
বলভীমধিরোঢ়ুমপ্যহং ন দধেহস্পন্দবপুঃ সমর্থতাং ॥৩০॥
অলকৈরলমত্র সংস্কৃতৈর্মুরোহপ্যস্তুতমামনাবৃতং।
সকৃদপ্যবলোক্য মাধবং সখি ! জীবেয়মিতো বিমুঞ্চ মাং ॥৩১॥

হরের্গোপুরাদুদিতৈরবৈঃ শব্দৈঃ করণৈরবৈধিতা বর্দ্ধিতা তৃষ্ণা যস্যাঃ এবম্ভূতাহং হে সখি! কিং করবৈ কিন্তু কৃষ্ণং দ্রষ্টুং 'আঢ়ালী' ইতি প্রসিদ্ধাং বলভী অধিরোঢ়ুং সমর্থতাং ন দধে। যতোহহং অস্পন্দবপুঃ জাড্যোদয়াৎ ॥৩০॥
হে সখি! সংস্কৃতৈ রলকৈ রলং ব্যর্থং এবমনাবৃতমেব মম বক্ষঃস্থলমস্তু তস্মান্মাং মুঞ্চ ॥৩১॥

আহা! কৃষ্ণপ্রেমের কি মহীয়সী শক্তি! শ্রীকৃষ্ণের বনগমন শব্দ শ্রবণমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উথলিয়া উঠিল। তখন অন্য একজন গোপী উক্ত বনগমন শব্দে এইরূপ উৎকণ্ঠাসূচক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—"আহা! ঐ শুন, শ্রীকৃষ্ণের পুর-তোরণ সন্নিধানে কি অপূর্ব্ব বনগমন শব্দ উত্থিত হইতেছে। ঐ উল্লাসকর শব্দে আমার কৃষ্ণদর্শনের আকুল-পিপাসা অনির্ব্বচনীয়রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে—বল বল সখি! এখন আমি করি কি? জড়তার উদয়ে আমার দেহ-লতা এমনই নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নয়ন চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতেও সমর্থ হইতেছি না ॥৩০॥

আবার কোন ব্রজসুন্দরীর বেশ-বিন্যাসকালে তদীয় সখী উক্ত বনগমন শব্দে বিহ্বল হইয়া এইরূপ অর্থবোধ করিলেন—"থাক থাক সখি! আর আমার কেশ-সংস্কার করিতে হইবে না; আমার বক্ষঃস্থলও অনাবৃত থাকুক—আর কঞ্চুলিকা পরাইবার প্রয়োজন নাই; অতএব শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দাও সখি! আমি একবারমাত্র মাধবকে দর্শন করিয়া এই জীবন রক্ষা করি ॥৩১॥

অয়ি ভাবি যদস্তু তৎপতিঃ কুরুতাং দণ্ডমসহ্যমদ্য মে।
স্বগুরোরপি পশ্যতো ব্রজাম্যধুনায়ং সময়োঽনয়ৎ স্থিরঃ ॥৩২॥
অয়ি দুর্ম্মুখি! রাররঠাষি কিং কিমিহৈকৈব নিরেমি তে গৃহাৎ।
কলয়াত্র রুণদ্ধি কা বধূরধুনা স্ব স্ব পুরাদ্বিনির্যতীঃ ॥৩৩॥

অন্যা আহ। অয়ি সখি! মম অদৃষ্টে ভাবি যদস্তু তৎ অসহ্যং দণ্ডং মম পতিঃ অদ্য কুরুতাং তস্মাৎ পশ্যতঃ স্বগুরোঃ পশ্যন্তং স্বগুরুং অনাদৃত্য অধুনা অহং ব্রজামি। যৎ যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যায়ং গমনসময়ো ন স্থিরঃ ॥৩২॥

অন্যা শ্বশ্রূং প্রত্যাহ। তে তব গৃহাৎ কিং একৈবাহং নিরেমি নির্গচ্ছামি। কা শ্বশ্রূঃ স্ব স্ব পুরান্নির্গচ্ছন্তীঃ বধূ রধুনা রুণদ্ধি অপিতু ন কাপি ইতি স্বনেত্রেণ কলয় পশ্য ॥৩৩॥

আবার কোন কৃষ্ণভাবিনী অনুরাগ-বিগলিত বিবশ হৃদয়ে যেমন গুরুজন-সঙ্কুল প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণদর্শন করিতে ছুটিলেন, অমনই তাঁহার অনুসঙ্গিনী সখী শঙ্কাকুলচিত্তে তাঁহাকে নিষেধ করায় তিনি কহিলেন—"ও সখি! আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক, পতি আমাকে আজ অসহ্য দণ্ডদান করেন, তাহাও অকাতরে সহ্য করিব, গুরুজনগণ দেখিলেও ক্ষতি নাই, এখন আমি তাহাদের মর্য্যাদার অনাদর করিয়াই এই চলিলাম; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের এই গোচারণ গমন সময় ত চিরস্থায়ী নয়? আহা কৃষ্ণদর্শনের এমন শুভ-অবসর কি বিফলে যাইবে সখি!।।৩২॥

অপরা কোন ব্রজবধূ সেই কমনীয় কৃষ্ণরূপ-মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত উন্মাদিনীর ন্যায় সোপান-পথ বাহিয়া সৌধশিরে ধাবিত হইলেন। শাশুড়ী যেমন রোষভরে লাঞ্ছনা করিলেন, অমনি তখন সেই বধূ, শাশুড়ীর প্রতি অনুযোগ করিয়া কহিলেন—"দুর্ম্মুখে! কেন বৃথা চীৎকার করিতেছ? আমি কি একাই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি? চোখ দিয়া দেখদেখি, কাহার বধূ না এ সময় আপন আপন গৃহ হইতে

অথ গো-ভবনাদ্বনায় গা বনজাক্ষঃ সখিভিঃ স চারয়ন্ ।
প্রসসারমসারসারভাঃ পরিতোঽগ্রে হরিতো বিলক্ষয়ন্ ॥৩৪॥
ভবিতা বিরহেণ তাবতা পিতরৌ তাপিতরৌ তদাত্মজৈঃ ।
পৃষতৈ র্নয়নাম্ভসাং রসা মনুযান্তৌ ভৃশমভ্যষিঞ্চতাং ॥৩৫॥

অথানন্তরং বনজাক্ষঃ জলজাক্ষঃ কৃষ্ণঃ সখিভিঃ সহ গো-সদনাৎ বনায় গা শ্চারন্ প্রসসার জগাম। মসারঃ ইন্দ্রনীলমণিঃ কৃষ্ণস্য বিশেষণং দিশো বা বিশেষণম্। তৎপক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গকান্ত্যেব শ্যামবর্ণাঃ। কিং কুর্ব্বন্ অগ্রে পরিত-শ্চতুর্দ্দিক্ষু হরিতো দিশ বিলক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ পক্ষে দিশঃ দিগ্বাসি-জনান্ বিস্মাপয়ন্ বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতে ॥৩৪॥

তাবতা অল্পকালমাত্র স্থায়িনা অথচ ভবতা বর্ত্তমানকালীনেন বিরহেণ হেতুনা তাপিতরৌ অতিশয় তাপিনৌ পিতরৌ অনু কৃষ্ণস্য পশ্চাৎ যান্তৌ তদাত্মজৈঃ স্বৎকালোৎপন্নৈর্নয়নাম্ভসাং পৃষতৈর্বিন্দুভিঃ রসাং পৃথ্বীং ভৃশং অভ্যষিঞ্চতাং ॥৩৫॥

বাহির হইয়াছে ? তোমার মত কোন্ শাশুড়ী আপন বধূকে এখন কক্ষমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে ।৩৩।

অনন্তর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, সখাগণ-পরিবৃত হইয়া গোষ্ঠালয় হইতে গোচারণার্থ বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেন। আমরি ! কি সুন্দর ! কি নয়ন-মনোমোহন গোষ্ঠবেশ ! গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের শোভনাঙ্গের শ্যামকান্তিতে চারিদিক্ এমন এক অপূর্ব্ব শোভা-ধারণ করিল, যেন নীলকান্তমণির কমনীয় কান্তিতে উদ্ভাসিত বোধ হইল। আহা ! শ্যামসুন্দরের সেই শ্যামরূপ-দর্শনে তখন নিখিল দিগ্বাসিজন বিপুল বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ।৩৪।

ভুবনমোহন মোহনীয় বেশে গোচারণে যাইতেছেন, প্রাণপ্রিয় পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিয়া এতক্ষণ কিরূপে থাকিবেন, এই ভাবনা-তরঙ্গে শ্রীনন্দ-যশোদার হৃদয় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে, তাই, এই অল্পকালমাত্র স্থায়ী পুত্র-বিরহেই স্নেহ-মুগ্ধ পিতামাতা অতিমাত্র

তনয়া নবলোকভাবিতা স্মৃতি বিস্মারিত দৈহিক ক্রিয়ে।
প্রতিমে ইব মাতরৌ তদা ক্ষণমস্পন্দতনু অতিষ্ঠতাং ॥৩৬॥
নিদধে পরিরম্ভ দম্ভতঃ স্বসুতে কিং স্বহৃদেব গোপরাট্।
দ্রুতমেব তদা যদাততং স্বমচৈতন্য মতন্যতামুনা ॥৩৭॥

তনয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যানবলোকো ভবিতা ভবিষ্যতি ইতি স্মৃত্যা বিস্মারিতা দৈহিকক্রিয়া যাভ্যাং এবস্তূতে মাতরৌ রোহিণী যশোদে প্রতিমে ইব ॥৩৬॥

গোপরাট্ ব্রজরাজঃ পরিরম্ভদম্ভতঃ আলিঙ্গনচ্ছলাৎ কিং স্বসুতে কৃষ্ণে স্বহৃৎ মনঃ নিদধে। যৎ যস্মাৎ অমুনা ব্রজরাজেন তদা পরিরম্ভণানন্তর ক্ষণ এব স্বং স্বীয়ং আততং বিস্তৃতং অচৈতন্যং অতন্যত বিস্তারয়ামাস। তথা চ ভাবি বিরহ-জন্যাত্যন্ত চৈতন্যশূন্যাদেব উৎপ্রেক্ষেয়মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩৭॥

সন্তপ্তচিত্তে তখন নয়নাম্বুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে করিতে স্রোতচালিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পুত্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তারপর পুত্রকে অনেকক্ষণ দেখিতে পাইব না এই ভাবিয়াই জননী শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী সমস্ত দৈহিক ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া নিথর নিস্পন্দভাবে—জড়বৎ কনকপ্রতিমার ন্যায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৬॥*

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই গোপরাজ স্নেহের কোমল আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গনছলে যেন শ্রীকৃষ্ণে নিজ চিত্ত নিহিত করিলেন। নতুবা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার পরেই গোপরাজ এমনভাবে সহসা অচৈতন্য হইয়া বহুক্ষণ অবস্থান

---

* তথাহি পদ।—দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী লেহ। গোধন সঙ্গে বিজয় করু, নিজ সুত কি কহব মাহিক থেহ ॥ধ্রু॥

মুখ ধরি চুম্বন, করতহি, পুনঃপুনঃ, নয়নে গলয়ে জলধার। স্তনযুগ বসন, তিতি গড়য়ে ঘন, ক্ষীরধারা অনিবার। বিনিহিত নয়ন বদন কমলোপর যৈছন চাঁদ চকোর। দিন অবসানে পুনহি ফিরে হেরব, অনুমানি হোত বিভোর। কো বিহি অদভুত প্রেম, ঘটাওল, তাহে পুন ইহ পরমাদ। কহ রাধামোহন অতুলিত ঐছন, হোয়ত রস মরিযাদ ॥ পঃ কঃ

সুকুমার কুমার চারয়ন্ সুরভীর্যাহি বনায় যাসি চেৎ।
অনুযাম বয়ঞ্চ বঞ্চয়ন দৃশ ত্বং স্ফুটমঞ্চ কিঞ্চনঃ ॥৩৮॥
তনয় প্রণয়ন্নয়ং নয় স্ব সমীপাৎ কচনান্যতোন নঃ।
ন সহস্ব সুহৃদ্ব্যথাং হৃদি স্ব বিয়োগানল ইতি হেতুকাং ॥৩৯॥

হে সুকুমার পুত্র! চেৎ যদি হঠং কৃত্বা সুরভীশ্চারয়ন্ বনায় যাসি তদায়াহি। কিন্তু বয়ঞ্চ অনু তব পশ্চাৎ যাম। কিঞ্চ নোঽস্মাকং দৃশো বঞ্চয়ন্ ত্বং স্ফুটং ন অঞ্চ ন গচ্ছ ॥৩৮॥

হে তনয়! নয়ং নীতিং প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ স্বসমীপাদন্য যত্র কুত্রাপি নোঽস্মান্ ন নয়। এবং তব বিয়োগানল জ্বালা হেতুকাং অস্মদাদি সুহৃদ্ব্যথাং স্ব হৃদি ন সহস্ব। তথাচাস্মদাদি দুঃখস্মরণাত্তব পশ্চাত্তাপো ভবিষ্যত্যতোঽস্মান্ স্বসঙ্গে নয় ইতি ভাবঃ ॥৩৯॥

করিবেন কেন? ফলতঃ ভাবী পুত্র বিরহ জন্যই গোপরাজ এরূপ চেতনাশূন্য হইলেন ॥৩৭॥ †

অনন্তর স্নেহবিমুগ্ধা ব্রজেশ্বরী সংজ্ঞা লাভ করিয়া শত শতবার পুত্রমুখ-কমল চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—" হে সুকুমার-কুমার! তুমি যদি একান্তই গোচারণার্থ বনগমন কর, তবে যাও, কিন্তু বৎস! আমরাও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। সুতরাং আমাদের নয়ন-চকোরকে তোমার দর্শনামৃতে বঞ্চিত করিয়া এমন প্রকাশ্যভাবে গমন করিও না ॥৩৮॥

হে পুত্র! তুমি এমন কঠিন নীতির অনুসরণ করিও না, যাহাতে

† তথাহি পদ।—গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী। স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥ নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে। মুখচুম্বন দিতে ভাসওল আঁখিনীরে॥ মাথায় লইতে ঘ্রাণ স্থগিত হইয়া। চিত্রপুত্তলি যেন রহে কোলে লৈয়া॥ তবে স্থির হইয়া পুনঃ হাতে মুখ মাজে। কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহপরিপূর্ণ কাজে॥ ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া। নৃসিংহ বীজবদ্ধ মণি গলে বান্ধে লৈয়া। পৃথিবী আকাশ আর দশ দিশ পথে। নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করুন তাহামতে॥ সর্ব্বাঙ্গ রক্ষণ হৈল পুন আইল গৃহে। নন্দের ভিতরি কথা এ মাধব কহে॥ পঃ কঃ

পুরভূষণ দূষণং স্বিদং নগরো সেয়মিমে গৃহাশ্চ তে ।
ত্বয়ি নির্গত এব নোবলান্নিগিলন্তীব বৃথা স্থিতায়ুষঃ ॥৪০॥
প্রহরা অপি ভাবিনস্ত্রয়ঃ প্রহরিষ্যন্ত্যপ যাতুমক্ষমাঃ ।
ন চ শীঘ্রমিহৈষ্যসি ত্বমিত্যত ইত্থং করবাম কিং বয়ং ॥৪১॥

হে পুরভূষণ! কৃষ্ণ! ইদং দূষণন্তু ভবিষ্যতি। কিং তৎ তত্রাহ। তে তব সেয়ং নগরো ইমে গৃহাশ্চ ত্বয়ি নির্গতে সতি নোঽস্মান্ বলাৎ গিলন্তীব। নন্বু নিগিলনে কৃতে সতি যুষ্মাকং জীবনং কথং স্থাস্যতি তত্রাহ। অস্মান্ বৃথায়ুষঃ। বৃথায়ুরেব জীবনস্থিতে কারণমিতি ভাবঃ ।।৪০।।

অপযাতুমক্ষমা স্ত্রয়ঃ প্রহরা অপি অস্মান্ প্রহরিষ্যন্তি ত্বং চ শীঘ্রং ন এষ্যসি অতঃ কিং করবাম ॥৪১।।

আমরা তোমার সুখ-সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করি। ফলতঃ কদাচ তুমি আমাদিগকে নিজের সঙ্গ-ছাড়া করিও না এবং তোমার বিচ্ছেদ-বহ্নি জ্বালায় দগ্ধচিত্ত সুহৃদ্‌গণের হৃদয়-ব্যথাও তুমি আপন হৃদয়ে সহ্য করিও না। যেহেতু তোমার অদর্শনে আমাদের হৃদয়ে যে অবিসহ্য দুঃখ তাপ উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ করিয়া অতঃপর তোমার হৃদয়েও অনুতাপ জন্মিবে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও ॥ ৩৯ ॥

হে পুরভূষণ কৃষ্ণ! আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাইলে বড়ই দোষের বিষয় হইবে। তুমি গোচারণে যাইলেই তোমার এই সুখের নগর এবং গৃহসকল আমাদিগকে যেন সবলে গিলিয়া ফেলিবে। যদি বল, গিলিয়া ফেলিলে তোমাদের জীবন কিরূপে থাকিবে?—থাকিবে বই কি? -তোমার অদর্শনজন্য বৃথা-আয়ুই তখন আমাদের জীবনরক্ষার কারণ হইবে ॥ ৪০ ॥

আর তুমি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর না; তিনপ্রহরকাল অতীত হইলে তবে তুমি বন হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হও;

অরুণাব্জদলশ্রেণী ক্ব তে সুকুমারে বিমলে পদোস্তলে।
তৃণকণ্টকশর্করাঙ্কিতা ক নু সা কাননভূমিরেষি যাং ॥৪২॥
মৃগনাভিরসোক্ষিতা ক তে, নবনীত-প্রতিমেব হা তনুঃ।
ক নু সূর্যকরা ইমে প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুতমা বিষোল্বণাঃ ॥৪৩॥
অসবো যদমী স্ফুটন্তি নো, জনয়িত্র্যাস্তব সৌভগোজ্ঝিতা।
অতি নিষ্ঠুরতা পদে পরাং বত সাম্রাজ্যধুরামতো দধুঃ ॥৪৪॥

অরুণকমলদলতুল্যা শ্রীঃ শোভা যয়োরেতন্ভূতে সুকুমারে তবপদোস্তলে বা ক বং যাং ভূমিং ত্বং এষি গচ্ছসি। সা তৃণকণ্টকাদ্যঙ্কিতা ভূমি র্বা ক। ৪২॥

হা খেদে কস্তুরীরসেন যুক্ত নবনীত প্রতিমাতুল্যা তব তনুর্ব্বা ক এবং প্রতি-ক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুতমা অথচ বিষ-তুল্যোল্বণাঃ সূর্য্যকিরণাঃ বা ক ॥ ৪৩ ॥

মম প্রাণাধিক জীবন্তি ইতি প্রতিক্ষণ ন্যকারাদ্ধেতোঃ সৌভগোনাজ্ঝিতাঃ তব জনন্যা অসবঃ প্রাণা যদ্যস্মাৎ ন স্ফুটন্তি অতো হেতোঽতিনিষ্ঠুরতা পদে স্থানে সাম্রাজ্যাতিশয়ং তে প্রাণা দধুঃ। অত্যন্ত নিষ্ঠুরা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিন্তু আমাদের পক্ষে এই তিন প্রহর কাল, অপগত হইতে একান্ত অক্ষম হইয়া যেন আমাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। বল দেখি, এরূপ অবস্থায় আমরা এখন করি কি? ॥ ৪১ ॥

কোথায় তোমার রক্তাম্বুজদলশ্রেণীতুল্য শোভাময় সুকুমার বিমল পদতল, আর কোথায় সেই তৃণ-কণ্টক-কঙ্করাঙ্কিত কানন-ভূমি? বৎস! তুমি কোন্ সাহসে তথায় যাইতে চাহিতেছ? ॥ ৪২ ॥

হায়! কোথায় মৃগমদ-ভাবিত নবনীত-প্রতিমা-তুল্য তোমার এই সুকোমল তনু, আর কোথায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল বিষবৎ তীব্র তপন-কিরণ-মালা! বুঝিয়া দেখ বৎস! ইহা তোমার পক্ষে কিরূপ অসহনীয় হইবে। ॥ ৪৩ ॥

হে প্রাণাধিক! প্রতিক্ষণই ধিক্কার প্রদানহেতু তোমার জননীর এই সৌভাগ্যশূন্য প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে না। অধিকন্তু যেন নিষ্ঠুর-

ধবলাঃ পরিপান্তুবল্লবাঃ স্বয়মেব ব্রজরাজ এতু বা ।
স্ব হঠংন জহাসি হা শিশোঃ কথমত্র শ্বসিতু স্ববন্ধুতা ॥৪৫॥
স্তিমিতাঙ্গ ! শুমঙ্গলামৃতৈরজনিষ্ঠাঃ কিমু বল্লবান্বয়ে ।
তৃণচারিগণানুগামিতা পরিভূতিং মুহুলো যদন্বভূঃ ॥৪৬॥

মম বনগমনং বিনা গোচারণ কথং ভবিষ্যতি তত্রাহ । বল্লবা গোপা এব ধবলাঃ পরিপান্তু। যদি গৃহস্বামিনাং গমনং বিনা অধর্ম্মো ভাবীত্যুচ্যতে । তদা ব্রজরাজ এব গচ্ছতু । বন্ধুতা বন্ধুসমূহঃ কথং শ্বসিতু প্রাণধারণং করোতু ।।৪৫।।

বাৎসল্যস্ত পরমকাষ্ঠামাহ । শোভন মঙ্গলরূপামৃতৈঃ করণৈঃ হে স্তিমিতাঙ্গ ! কৃষ্ণ ! ত্বং কিং কথং বল্লবান্বয়ে গোপগৃহে অজনিষ্ঠাঃ যদ্যস্মাৎ তৃণচারিগণানাং

তার সাম্রাজ্যভার বহন করিতেছে। ফলতঃ প্রাণ এই দেহ হইতে সহজে বাহির না হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছে ।। ৪৪ ।।

বৎস ! তুমি যে আমার দুধের বালক, তোমার কি বনগমন সাজে ? যদি বল, আমি বনগমন না করিলে কিরূপে গোচারণ হইবে ? —তাই, বা হবে না কেন ? গোপগণই ধবলীনিচয়কে বনমধ্যে রক্ষা করিবে। যদি গৃহস্বামী গমন না করিলে প্রত্যবায় হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে স্বয়ং ব্রজরাজই গোচারণে গমন করুন। বালক ! ইহাতেও যদি তোমার হঠকারিতা পরিত্যাগ না কর অর্থাৎ একান্তই বনগমন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাহইলে তোমার বন্ধুবর্গ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ? ।।৪৫।।

(†) তথাহি পদ ।—হিয়ার আগুনি ভরা, আঁখি বহে বসুধরা দুখেবুক বিদারিতে চায় । ঘর পর নাহি জানে, সে জনা চলিলা বনে এতাপ কেমনে সহে মায় । ও মোর জীবন গোপালিয়া । কিবা ঘরে নাহি ধন, কেন বা যাইবে বন রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ।। ধ্রু ।। আগে পাছে নাহি মোরা হা পুতির পুত তোরা, এনা বুদ্ধি কেন দিল তোরে । দুধের ছাওয়াল হৈয়া, বনে যাবে ধেনু লইয়া কি দেখি রহিব আমি ঘরে ।। ননী জিনি তনুখানি, আতপে মিলায় জানি, সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাঁপে । বাড়ব-অনল পারা, বিষম রবির খরা, কেমনে সহিবে হেন তাপে ।। কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড় শুনিতে সিকিত্যা পড়ে গায় । শিরীষ কুসুম দল, জিনিয়া চরণ তল

ইতি গদ্‌গদবর্ণ-মর্ণবো বিনয়ানাং জননী জনোদিতং।
অবগম্য বিরম্য যানতঃ স ন তস্থৌ ন তদা তদগ্রতঃ ॥৪৭॥

(কুলকম্)

অথ নির্য্যদপি স্ব জীবিতং স্থিরতাং প্রাপ্তুমিব প্রবুদ্ধ্য সা।
তনয়ং স্নপিতং নিজাশ্রুভিশ্চিরমাশ্লিক্ষদিমং ব্রজেশ্বরী ॥৪৮॥

গবাং অনুগামি-রূপ পরাভবং এতাদৃশ মৃদুলেপি ত্বং অনুভূঃ। তস্মাত্তব রাজগৃহ এব জন্ম উচিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি অনেন প্রকারেণ জননীজনানাং উদিতং গদ্‌গদবর্ণং বিনয়ানামর্ণবঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ অবগম্য বনযানতো বিরম্য চ তাসাং অগ্রে ন তস্থৌ ন অপিতু তস্থাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্গচ্ছদপি স্বজীবনং যথাস্থিরতাং প্রাপ্তুং তথৈব কৃষ্ণং প্রবুদ্ধ্য সা ব্রজেশ্বরী নিজাশ্রুভিঃ স্নপিতং তনয়ং চিরকালং ব্যাপ্য আশ্লিক্ষৎ আলিঙ্গনং চকার ॥৪৮॥

শ্রীযশোদার বাৎসল্য-প্রবাহ ক্রমশঃই উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, কহিলেন—'বৎস! তোমার সুকুমার অঙ্গখানি সুমঙ্গল সুধা-ধারায় পরিষিক্ত; সুতরাং গোপ-গৃহে কেন তোমার জন্ম হইয়াছে? যেহেতু এতাদৃশ কোমলাঙ্গ হইয়া তোমাকে তৃণচর ধেনুকুলের অনুগমন জন্য এতাদৃশ কষ্টানুভব করিতে হইতেছে! অতএব তোমার রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাই উচিত ছিল ॥ ৪৬ ॥

বিনয়ের সাগর শ্রীকৃষ্ণ জননীজন-কথিত এইরূপ স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বনগমনে বিরত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তাহাতে জননীর জীবন-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে আর বহির্গত

কেমনে ধাইয়া যাবে তায়॥ মায়ের করুণাবাণী, শুনিয়া গোকুলমণি কতমতে মায়েরে বুঝায়। বিষাদ না কর মনে, কিছু ভয় নাহি বনে,। ইথে সাখি এ শেখর রায়॥ পঃ কঃ,

দ্রুতমাত্মজ-শর্ম্মকর্ম্মঠা মুদিতা বৎসলতৈব সম্বিদং ।
স্ফুট মাপিপদেব তাং বলাদ্বিনিরস্যৈব ততাং বিচিত্ততাং ॥৪৯॥
অভিরক্ষ্য নৃসিংহনামভিঃ সুতগাত্রাণ্যতিমাত্র বিক্লবা ।
বলভদ্র সুভদ্রবর্দ্ধন-প্রমুখান্ সাভিদধে পুরঃস্থিতান্ ॥৫০॥

আলিঙ্গনানন্দ জন্য বিচিত্ততায়া নিবৃত্তিকারণমাহ । আত্মজস্য শর্ম্ম কর্ম্মঠাং রক্ষাবন্ধনাদি মঙ্গলকর্ম্মণি কুশলাং ব্রজেশ্বরীং তৎকালে উদিত বাৎসল্যমেব সম্বিদং জ্ঞানং দ্রুতমাপিপৎ প্রাপয়ামাস । কিং কৃত্বা ততাং বিস্তৃতাং বিচিত্ততাং বলাৎ বিনিরস্য ॥ ৪৯ ॥

অত্যন্তবিক্লবা সা যশোদা সুভদ্রাদীন্ অভিদধে ॥ ৫০ ॥

হইলনা—যেন বহির্গত হইতে হইতেই স্থির হইয়া রহিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরী স্বীয় স্নেহাশ্রুধারায় পুত্রকে স্নান করাইলেন এবং বহুক্ষণ ব্যাপিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রহিলেন॥৪৮॥

এই স্নেহালিঙ্গনের আনন্দ-পাথারে ব্রজেশ্বরীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি ডুবিয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল সেই আনন্দের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া রহিলেন। তৎকালে পুত্রের মঙ্গলকর্ম্ম-কুশলা ব্রজেশ্বরীর হৃদয়ে সহসা বাৎসল্যভাব তরঙ্গায়িত হইয়া সেই প্রবল বৈচিত্ত্য সবলে বিদূরিত করিয়া দিল,ব্রজেশ্বরী শীঘ্রই সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ করিলেন। ৪৯

অনন্তর সেই অতিমাত্র ব্যাকুলা শ্রীযশোদা শ্রীনৃসিংহ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ অভিরক্ষিত করিয়া সম্মুখস্থিত বলভদ্র-সুভদ্র-বর্দ্ধন * প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন—॥৫০॥

* সুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্—জ্যেষ্ঠকল্প এবং দেহরক্ষায় নিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পুত্র। নিত্য বনগমনের সঙ্গী। "কংসভয়ে মাতাপিতা ইঁহাদের হস্তে। অর্পণ করেন কৃষ্ণ রক্ষার নিমিত্তে। "ভক্তমাল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সুহৃদ্ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"বাৎসল্য গন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিৎ তে বয়সাধিকাঃ ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়ণাঃ ॥

ভবতা মনুজঃ সখাসবোঽপ্যয়মেবেতি সদান বেদ্মি কিং।
তদপি প্রতিবাসরং প্রসূঃকিমৃতে জীবতি পিষ্টপেষণং ॥৫১॥
মৃদুলোঽপি চলাগ্রণীঃ সুধীরপি নাগাৎ পরিণামদর্শিতাং।
অবলোঽপ্যতিসাহসী হরি স্তদিমং সাধ্ববতাভিতঃ স্থিতাঃ ॥৫২॥

ভবতাং যুষ্মাকং অয়ং কৃষ্ণঃ অনুজঃ সখা আসবঃ প্রাণাশ্চ ইতি কিং অহং ন বেদ্মি। তথাপি প্রাতিবাসরং প্রতিদিনং বনগমনসময়ে প্রসূর্মাতা পিষ্টপেষণং বিনা কিং জীবতি ॥ ৫১ ॥

অয়ং হরি মৃদুলোঽপি চঞ্চলাগ্রণীঃ সুধীরপি পরিণাম-দর্শিতাং ন অগাৎ। অতএব যূয়ং অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতাঃ সন্তঃ ইমং সাধু অবত রক্ষত ॥ ৫২ ॥

বৎসগণ! এই কৃষ্ণ যে তোমাদের অনুজ, সখা ও প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, ইহা কি আমি জানি না? অবশ্যই জানি। তথাপি প্রতিদিন বনগমন সময়ে এই জননী পিষ্টপেষণ ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে কি?—কখনই না ॥৫১॥

দেখ, আমার এই কৃষ্ণ মৃদুস্বভাব হইয়াও চঞ্চলের অগ্রগণ্য, সুবুদ্ধি হইলেও অপরিণামদর্শী এবং অবল হইয়াও অতি সাহসী। অতএব তোমারা উহার চারিদিকে অবস্থান করিয়া উহাকে সাবধানে রক্ষা করিও ॥৫২॥

সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্র ভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতঃ।
পঃ বিঃ ৩৯ঃ।

ইহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক এবং বাৎসল্যগন্ধি সখা। ইহারা অস্ত্র ধারণ করিয়া দুষ্ট কংসাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষায় সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। সুভদ্রের দেহপ্রভা চিকণ নীলবর্ণ, ও দীপ্তিময়, পরিধানে পীতবসন এবং নানা আভরণে বিভূষিত। ইহার পিতার নাম—উপনন্দ, মাতা—পতিব্রতা 'তুলা,। বয়স—শরদোজ্জ্বল কৈশোর। ইহার পত্নীর নাম—কুন্দলতা। বর্দ্ধন। ‥পর নাম ভদ্রবর্দ্ধন। ইনিও সুভদ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সখ্য—সুহৃৎ।

ন পিতুর্ন পিতৃব্য সংহতের্ন চ মাতুর্বশতাং তথৈত্যসৌ।
ভবতাং তু যথেত্যতোঽর্থনা মম নানর্থকতাং প্রপৎস্যতে ॥৫৩॥
যদি কংসনৃশংসকিঙ্করাসুর-বিস্ফূর্জ্জিত মীক্ষিতং ভবেৎ।
দ্রুতমেব তদা পলায্য গা অপি হিত্বা নিখিলাঃ সমেত নঃ ॥৫৪॥
সুবলোজ্জ্বল কোকিলাদয়ো ন নিযুদ্ধং প্রসভং শুভং যবঃ।
তনুতাত্ম সখেন খেলনৈর্ন কিমন্যৈর্ভুবি ভূয়তে নৃণাম্ ॥৫৫॥

অসৌ কৃষ্ণঃ পিত্রাদীনাং তথা বসতাং ন এতি যথা ভবতাং অতো মম প্রার্থনা ন অনর্থকতাং প্রপৎস্যতে ॥ ৫৩ ॥

যদি কংসস্য ক্রূরকিঙ্করাসুরাণাং বিস্ফূর্জ্জিতং আটোপং ঈক্ষিতং ভবেৎ তদা দ্রুতমেব পলায্য গা অপি হিত্বা নিখিলা যূয়ং গ্রামমধ্যে আগত্য নোঽস্মান্ সমেত প্রাপ্নুত ॥ ৫৪ ॥

হে সুবলাদয়ঃ শুভংযবঃ যূয়ং আত্মসখেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং ন

এই চঞ্চল কৃষ্ণ পিতা, পিতৃব্যগণ কি জননীর তাদৃশ বশীভূত নহে—কিন্তু তোমাদের একান্ত বশীভূত; অতএব তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা অনর্থক—হইবে না, প্রত্যুত সার্থকই হইবে ॥৫৩॥

যদি তোমরা কংসরাজের নৃশংস কিঙ্কর অসুরগণের কোনরূপ উপদ্রব অবলোকন কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া—এমন কি ধেনু সমূহকেও পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সকলে গ্রামমধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে ॥৫৪॥

হে সুবল-উজ্জ্বল-† কোকিলাদি * কল্যাণাস্পদগণ! তোমরা

---

† উজ্জ্বল ও কোকিল।—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখা। গণোদ্দেশে কথিত হইয়াছে—

"সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব্বা বসন্তোজ্জ্বল কোকিলাঃ।
সনন্দন বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ॥
এষ্বহম্মন্ত্র মাত্মেন বদমীষাং ন গোচরং॥"

তদ্যুত। অহং শুভয়োর্ম্মধ্যে। ননু বালকা বয়ং খেলাং বিনা স্থাতুং ন প্রভবাম তত্রাহ। নৃণাং কিং অন্যৈঃ খেলনৈঃ ন ভূয়তে। কিং বাহুযুদ্ধং বিনা অন্য খেলনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নিজ সখা কৃষ্ণের সহিত সহসা বাহুযুদ্ধ করিও না। যদি বল, আমরা বালক খেলা ছাড়া ত থাকিতে পারিব না? —তদুত্তর এই যে, জগতে বাহুযুদ্ধ ব্যতিরেকে কি মানুষের অন্য খেলা নাই? তোমাদের সখার সুকুমার অঙ্গে যেন কোন ব্যথা না লাগে এমন খেলা করিবে ॥৫৫॥

এমন কোন রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয় নাই যাহা এই প্রিয় নর্ম্মসখাগণের অগোচর। ইহারা সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখাগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পশ্চিম বিভাগে—

"প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিক রহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ॥" ৩য়। লহরী

প্রিয়নর্ম্মসখাগণের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই সর্ব্বপ্রধান।

"রক্তবর্ণপ্রভা কান্তিরুজ্জ্বলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
তারাবলী সমং বস্ত্রং মুক্তাপুষ্পবিরাজিতঃ॥
সাগরাখ্যঃ পিতা তস্য মাতা বেণী পতিব্রতা।
ত্রয়োদশবর্ষবয়াঃ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।"

উজ্জ্বলের দেহ কান্তি রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। বস্ত্র নক্ষত্রমালার ন্যায় মুক্তা ও পুষ্প দ্বারা বিরাজিত পিতার নাম সাগর গোপ, মাতা-পতিপরায়ণা বেণী। বয়স ১৩ ত্রয়োদশ বর্ষ এবং কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমোজ্জ্বল হইয়াছেন।

ধ্যান যথা---

"অরুণাম্বরমুজ্জ্বলেক্ষণং
মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতং।
হরি নীলরুচিং হরিপ্রিয়ং
মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে।"

উজ্জ্বলের সখ্য বড় চমৎকার! ---যথা---

"শক্তাস্মি মান মবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যমুষে

শৃণুতাপচিতৌ বিচক্ষণা অপি ভো রক্তকপত্রকাদয়ঃ।
কথয়ামি নিসর্গমেতয়োঃ স্বতমোমে তমবৈতু মর্হথ ॥৫৬॥

অপচিতৌ পরিচর্য্যায়াং বিচক্ষণা রক্তকাদয়ো দাসাঃ যূয়ং এতয়োর্নিসর্গং স্বভাবং কথয়ামি শৃণুত। তং স্বভাবং যূয়ং অবেতুং জ্ঞাতুং অর্হথ ॥ ৫৬ ॥

আ মরি! বাৎসল্যের ভাব কি হৃদয়স্পর্শী—কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিব্যঞ্জক! স্নেহময়ী জননী পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সতত কত যত্নশীল।—যাহাতে পুত্রের কেশাগ্রেও কোন অনিষ্টের শঙ্কাপাত না হয়—এই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় অহর্নিশ পূর্ণ। তাই ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের পরিচারকগণকেও সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"শুন, রক্তকপত্রকাদি দাসগণ! তোমারা পরিচর্য্যা কার্য্যে বিশেষ বিচক্ষণ হইলেও তোমাদের নিকট এই রামকৃষ্ণের স্বভাবের কথা বলিতেছি শুন এবং তোমরা ইহাদের সেই স্বভাবের কথা বেশ করিয়া জানিয়া রাখ ॥৫৬॥

সাপত্রপাপি কুলজাপি প্রতিব্রতাপি
কা বা বৃণক্তি ন গোপবৃষং কিশোরী ॥ উঃ নঃ সিঃ

সখি! আমি কিরূপে মানরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? ঐ দেখ, উজ্জ্বল দূত আগমন করিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসে, সেখানে এমন কোন লজ্জাশীলা পতিব্রতা কুলকামিনী আছে যে সে গোপকিশোরকে কামনা না করে?

এই উজ্জ্বল সর্ব্বদা বিশেষরূপে পরিহাস বিষয়ে লালসান্বিত।

* কোকিল।—ইনিও প্রিয় নর্ম্মসখা। গণোদ্দেশে ইঁহার পরিচয় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"শুভ্রকান্তিঃ সুলাবণ্যঃ কোকিলঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
নীলবস্ত্রপরিধানো নানারত্ন-বিভূষিতঃ ॥
বর্ষৈকাদশকং মাসাশ্চত্বারো বয়সঃ ক্রমঃ।
জনকঃ পুষ্করো নাম মেধা মাতা যশস্বিনী ॥"

কোকিল পরমোজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ ও লাবণ্যবিশিষ্ট, পরিধানে নীলবসন এবং নানারত্নালঙ্কারে অঙ্গ বিভূষিত। বয়স ১১ বৎসর ৪ মাস। পিতার নাম পুষ্কর ও মাতা যশস্বিনী মেধা।

বিধুরাবপি হা ক্ষুধা ন তাং ন পিপাসামপি কণ্ঠশোষিণীং।
স্বতনুমপি নাবগচ্ছতঃ খলু খেলার্পিত মানসাবিমৌ ॥ ৫৭ ॥
সরণি স্তরণি-প্রভোজ্জ্বলৎ-সিকতা সূনু রটাট্যতেঽস্য যাং।
জনকে কনকেষ্টকালয়ে বসতীত্যেতদবেক্ষতে প্রসূঃ ॥৫৮॥
অনয়াপ্যবিপদ্যমানয়া গৃহকৃত্যং বিদধানয়া ময়া।
জননীত্যভিধা ধৃতা গতপত্রয়া তাং স্তবতেঽপ্যমী জনাঃ ॥৫৯॥

স্বভাবমেবাহ। ক্ষুধা ক্ষুধয়া বিধুরৌ দুঃখিতাবপি ইমৌ তাং ক্ষুধাং নাবগচ্ছতঃ যতঃ খেলার্পিত মানসৌ ॥৫৭॥

অধুনা যশোদা ব্রজরাজমাক্ষিপতি। যাং সরণিং পন্থানং সূনু রটাট্যতে পুনঃপুনর্গচ্ছতি সা সরণিরস্য সূর্য্যপ্রভয়া উজ্জ্বলৎসিকতা বালুকা যত্র তথাভূতা। অথ জনকে পিতরি স্বর্ণেষ্টকানির্ম্মিত শীতলগৃহে বসতি সতি। এতদেব প্রসূর্মাতা অবেক্ষতে ॥৫৮॥

স্বমাক্ষিপতি। অবিপদ্যমানয়া নন্দস্য দুর্নীতি দর্শনেঽপি অম্রিয়মানয়া অথচ গৃহকৃত্যং বিধানয়া কুর্ব্বত্যা ময়া কথং জননী ইতি সংজ্ঞা ধৃতা। অন্যজনানপি আক্ষিপতি। এতাদৃশীং জননীমপি অমী জনাঃ স্তবতে ॥৫৯।

ইহাদের স্বভাব এই—যখন ইহারা খেলায় একান্ত নিবিষ্ট থাকে, তখন ক্ষুধায় কাতর হইলেও কি পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইলেও সে ক্ষুধা বা পিপাসা আদৌ বুঝিতে পারে না। এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত জানিতে পারেনা ॥৫৭॥"

অনন্তর ব্রজেশ্বরী ব্রজরাজের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"যে পথের ধূলা, সম্প্রতি রবি-কর-সন্তাপে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য হইয়াছে সেই পথে পুত্র গোচারণে গমন করিতেছে আর তাহার জনক কিনা স্বর্ণ অট্টালিকার সুশীতল কক্ষে সুখে অবস্থান করিতেছেন। হায়! সেই পুত্রের জননীকে এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যও দেখিতে হইল! ॥৫৮॥

কুলিশায়িততা ততা ততো ভবতো বন্ধুতয়া নিজার্জিতা।
কুসুমায়িত হৃত্ত্বমাশ্রয়ং স্তদপীমাং স্বগুণে রমুমুদঃ ॥৬০॥
ইতি মাতৃবচঃ স চ শ্রুতি-প্রথিতোত্তংসমিবারচয্যতাং।
স্মিতচন্দ্রমসো রসোক্ষণৈ রনুতপ্তাং সমধুক্ষয়ন্মনাক্ ॥৬১॥

শ্রীকৃষ্ণমাহ। ততো ভবদ্বনগমন দর্শনাদ্ধেতোঃ তব বন্ধুতয়া বন্ধুসমূহেন ততা বিস্তৃতা কুলিশায়িততা বজ্রায়িততা স্বস্য অর্জ্জিতা তদপি ত্বং তু কুসুমায়িত-হৃদয়ত্বং আশ্রয়ন্ সন্ ইমাং বন্ধুতাং স্বগুণৈরমুমুদঃ ॥৬০॥

স চ কৃষ্ণঃ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুতৌ প্রথিতোত্তংসমিব উৎকৃষ্টত্বেন খ্যাত কর্ণভূষণমিব আরচয্য তাং অনুতপ্তাং মাতরং স্মিতচন্দ্রস্য রসসেচনৈঃ মনাক্ সমধুক্ষয়ৎ প্রাপ্তজীবনাং চকার ॥৬১॥

অহো! শুধু তাঁরই বা দোষ দিই কেন! তাহার এই জননীরই বা কি বিবেচনা! পুত্র বনে বনে গোচারণে কষ্ট পাইতেছে তাহা জানিয়াও এবং শ্রীনন্দমহারাজের তাদৃশী—দুর্নীতি দর্শন করিয়াও ম্রিয়মানা হওয়া দূরে থাক্ নির্লজ্জ-ভাবে গৃহ কর্ম্মের পারিপাট্য-বিধানে যত্নশীলা হইয়া জননী নাম ধারণ করিয়াছে, আর লোক তাদৃশ জননীরও প্রশংসা করিতেছে ! কি আক্ষেপের বিষয়! ॥৫৯॥

তারপর ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"তোমার বনগমন দর্শনের নিমিত্ত তোমার বন্ধুগণ যদিও বিশাল বজ্রের ন্যায় কঠোরতা অর্জ্জন করিয়াছে অর্থাৎ তোমার বনগমনরূপ অসহনীয় দৃশ্য স্বভাবতঃ দেখিতে পারে না বলিয়াই বজ্রের ন্যায় কঠিন-হৃদয় লাভ করিয়াছে, তথাপি তুমি কুসুম-কোমল হৃদয়ত্ব আশ্রয় করিয়া এই বন্ধুগণকে নিজগুণে প্রমোদিত করিতেছ ॥৬০॥

শ্রীকৃষ্ণ জননীর এইরূপ অনুতাপব্যঞ্জক বাক্য সকল উৎকৃষ্ট কর্ণভূষণের ন্যায় ধারণ করিয়া অর্থাৎ কর্ণগোচর করিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। আমরি! সেই স্মিত-সুধাংশু-রস-সেচনেই অনুতপ্তা জননী যেন একবারে জীবন প্রাপ্ত হইলেন ॥৬১॥

যমুনোপবনোপকণ্ঠগাঃ কলয়ন্তঃ সুখমেব হন্ত গাঃ।
বিলসাম সুগন্ধ শীতলে নিবিড়চ্ছায়াতরুব্রজান্তরে ॥৬২॥
ন চ কালনহেতুকঃ শ্রমঃ সমমৈস্যত্যাপি সম্ভবিষ্ণুতাং।
ঘটনাদিষু যদ্‌গবাং নবাং মুরলীমেব বিশারদা মধাং ॥৬৩॥

অধুনা কৃষ্ণঃ স্বস্য গোচারণে শ্রমাভাবং সাধয়িতুং প্রত্যুত তস্য সুখময়ত্বং প্রতিপাদয়িতুং চ মাতরং প্রত্যাহ। যমুনোপবনোপকণ্ঠগতাঃ গাঃ সুখং কলয়ন্তঃ পশ্যন্তঃ। তরুসমূহান্তরে বিলসাম ॥৬২।

ন চ গবাং কালনহেতুকঃ শ্রমঃ সম্ভবিষ্ণুতাং এষ্যতি ন চ তাদৃশ শ্রমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ গবাং ঘটনাদিষু বিশারদাং নবীনাঃ মুরলী মেবাহং অধাং ॥৬৩॥

অনন্তর চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ জননীকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন —"মা! আমারা যমুনাতীরে উপবনোপকণ্ঠবর্ত্তি ধেনুসমূহ পরমসুখে দেখিতে দেখিতে সুগন্ধ, শীতল ও নিবিড় ছায়াযুক্ত তরুনিচয়ের মধ্যে বিচরন করিয়া থাকি। সুতরাং গোচারণে কোনও কষ্ট নাই, বরং তাহাতে অতীব আনন্দ ও সুখোদ্রেকই হইয়া থাকে ॥৬২॥ †

এবং গোধন সমূহকে একত্র করিবার নিমিত্তও আমার তাদৃশ কোন পরিশ্রমের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু আমি যে সম্প্রতি নবীন মুরলী ধারণ করিয়াছি, উহা ধেনুদলকে একত্র মিলিত করিতে অতি সুনিপুণা। মা! তুমি যে হঠাৎ সেই বনপথের নিন্দা করিলে, সম্ভবতঃ

---

† তথাহি পদ।— ধরিয়া মায়ের কর, কহে রামদামোদর, শুভ কাজে না ভাবিহ দুঃখ। আমার কুলের ধর্ম্ম, গোচারণ নিজ কর্ম্ম, করিতে পাই যে বড় সুখ॥ স্বরূপে কহিনু কথা, নিশ্চয় জানিহ মাতা, অসুর নাহিক আর বনে। ঘরের সমান বন, চরাই যে ধেনুগণ, কি ভয় বলাই দাদা সনে॥ গোবর্দ্ধনে ফিরে মেলা, সবাই করিব খেলা, ধনিষ্ঠা যাইবে সেই খানে। তোমার ভোজন কথা, আমারে কহিবে তথা, তবে সে করিব জলপানে॥ শেখরের শুন বোল, কেহ না করিহ গোল, মায়েরে লইয়া যাহ ঘরে। যেজন চতুর হয়, তারে বুঝাইয়া লয়, বুঝিয়া আপন কাজ করে ॥পঃ কঃ

চমরীচয়লূম-মার্জ্জিতা পরিষিক্তা মকরন্দবিন্দুভিঃ।
তরুষণ্ড নিরাতপাঞ্চিতঃ প্রচরন্নাভিমৃগাতিবাসিতা ॥৬৪॥
মৃদুলামল-তূলিকেব যাঽনুপদং সাধু পদানুভূয়তে।
ন তু মাতরবেক্ষিতা ত্বয়া প্রসভং বা সরণি র্বিনিন্দ্যতে ॥৬৫॥
(যুগ্মকং)
বিবিধদ্যুতি পুষ্পবল্লিভি র্বলিতৈ র্মন্দ সমীর-বেল্লিতৈঃ।
পরিতঃ প্রসরজ্‌ঝরৈরলং শিশিরৈঃ সৌরভ-সৌভগোদয়ৈঃ ॥৬৬॥

হে মাতঃ! প্রসভং হঠাৎ যা সরণির্বিনিন্দ্যতে সা ত্বয়া ন অবেক্ষিতা ইতি পরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা সরণিঃ চমরীসমূহস্য পুচ্ছেন মার্জ্জিতা। পুনশ্চ মকরন্দবিন্দুভিঃ পরিসিক্তা। নাভিমৃগঃ কস্তুরী ॥৬৪॥

যা সরণিঃ মৃদুলনির্ম্মল তূলিকা ইব মম পদা অনুপদং প্রতিক্ষণং অনুভূয়তে ॥৬৫॥

গোবর্দ্ধন-তট কুঞ্জকন্দরে মম চেতোঽনুপদং প্রতিক্ষণং বিকৃষ্যতে। ইতি পরশ্লোকেন ন্বয়ঃ। কথম্ভূতৈঃ বিবিধকান্তিবিশিষ্ট পুষ্পবল্লিভির্বলিতৈঃ। পুনশ্চ মন্দপবনেন বেল্লিতৈঃ কম্পিতৈঃ। তত্র স্থলতায়া কম্পনাদেব কন্দরস্য কম্পনত্বং।

তুমি সে পথ কখন দেখ নাই—দেখিলে অবশ্য তাহার প্রশংসা করিতে। আহা! বলিব কি মা! সে পথ চমরীমৃগচয়ের পুচ্ছ দ্বারা সর্ব্বদা পরিমার্জ্জিত, বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বর্ষণে সর্ব্বদা পরিসিক্ত এবং সেই পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষ বিরাজিত থাকায় সর্ব্বক্ষণই ছায়াযুক্ত, সুতরাং তথায় রবিকরের একরূপ প্রবেশাধিকারই নাই। আবার কস্তূরিকা মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করায় সে পথ সর্ব্বদাই সুবাসিত। আমি যখনই সেই পথে গমন করি, তখন প্রতিপদ বিক্ষেপে আমার পদে সেই বনপথ সুকোমল অমল-তূলিকার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে ।৬৩।। ।।৬৪।।৬৫।।

আবার গোবর্দ্ধন তট-কুঞ্জ-কন্দর যে কিরূপ রমণীয় তাহা

পিকগায়ক কেকিনর্ত্তকে ভ্রমদিন্দিন্দিরবৃন্দবন্দিভিঃ।
ক্ষিতিভৃত্তট-কুঞ্জকন্দরে মমচেতোঽনুপদং বিকৃষ্যতে ॥৬৭॥
(যুগ্মকং)

মণিমন্দির বৃন্দশন্দতা মনয়ত্যচ্ছবিরেব মন্দতাং।
সবয়শ্চয় ভূষিতঃ শয়ে সুখমত্রাপ্যতি খিদ্যসে কুতঃ ॥৬৮॥

পুনশ্চ পরিত ইতি। অতএব অরং অতিশয়েন শিশিরৈঃ। সৌরভেন সৌভাগ্যস্য উদয়ো যত্র। পিক এব গায়কঃ ময়ূর এব নর্ত্তকো যত্র। ভ্রমদ্ ভ্রমরএব বন্দী যত্র। ॥৬৬॥৬৭॥

যস্য তাদৃশ কন্দরস্যচ্ছবিঃ তব মণি মন্দিরসমূহস্য শন্দতা সুখদত্বং মন্দতা মনয়ৎ। সবয়সাং সমূহেন পুষ্পাদিনা ভূষিতোঽহং অত্র কন্দরায়াং সুখশয়ে ইতি মাতরং প্রত্যুক্তং। রাধা প্রভৃতিং প্রতি তু তাদৃশ কন্দরে প্রেয়সীনাং সমূহেন ভূষিত সন্ শয়ে। ইতি হেতোঃ হে জননি! কথং খিদ্যসে ॥৬৮॥

বর্ণনা করা যায় না। তৎপ্রতি আমার চিত্ত প্রতিক্ষণই আকৃষ্ট হইতেছে। মরি! মরি! তথায় নানা বর্ণের পুষ্পবল্লী মৃদুসমীরে নিরন্তর আন্দোলিত—সে আন্দোলনে কুঞ্জকন্দরও মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া থাকে; চারিদিকে নির্ঝরের কল-কল্লোল; সুতরাং সেস্থান অতি সুশীতল এবং মনোহর কুসুম-সুবাসে সদা সৌভাগ্যান্বিত। তথায় কোকিলকুল গায়ক, ময়ূরনিচয় নর্ত্তক, গুঞ্জনশীল ভ্রমরবৃন্দ বন্দী অর্থাৎ স্তুতিকারক ॥৬৬।৬৭॥

মা! সেই কুঞ্জকন্দরের চমৎকার শোভা, তোমার মণি-মন্দিরের সুখময়ী শোভাকেও মন্দীভূত করিয়া থাকে। সবয়ঃসমূহ কর্ত্তৃক পুষ্পাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া আমি সেই কুঞ্জকন্দরে সুখে শয়ন করিয়া থাকি। সুতরাং তুমি কেন অকারণ খেদ করিতেছ?

এস্থলে "সবয়ঃ" বাক্যে জননী 'বয়স্যগণ' বুঝিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা প্রভৃতি উক্ত বাক্যে 'প্রেয়সীগণ'—এইরূপ অর্থবোধ করিয়া প্রমুদিত হইলেন ॥৬৮॥

ইতি কিঞ্চ নটদ্দৃগঞ্চলং চলিতং সংসদলক্ষিতং রহঃ ।
রমণীমণি-দৃক্তটী নটীং দ্রুত মাশ্লিষ্যদতি দ্রুতাং দ্রুতং ॥৬৯॥
ইতরেতর বৃত্ত বেদনা চতুরে চারু যদাহতুঃ স্ম তে ।
তত এব যুবদ্বয়াসবঃ স্থিরতা মেতুমধুঃ সুসাহসং ॥৭০॥

সবয়শ্চয় ভূষিত ইত্যুক্তবতঃ কৃষ্ণস্য সংসদাং সভাস্থজনানাং অলক্ষিতং চলিতং দৃগঞ্চলং কর্তৃ । রহঃ একান্তে । রমণীমণিঃ রাধিকা তস্যা দৃশোস্তটী এব নটী তাং দ্রুতং শীঘ্রং আশ্লিষ্যৎ । তাদৃশ নটীং কথম্ভূতাং আলিঙ্গনাদেব অতিশয়েন দ্রুতাং দ্রবীভূতাং । কৃষ্ণস্য দৃগঞ্চলং দ্রুতং দ্রবীভূতং ॥৬৯॥

ইতরেতর বৃত্তস্য পরস্পরং নেত্র দ্বারা অভিসার প্রার্থনা । এবং তত্র সম্মতি-রূপ বৃত্তান্তস্য যা বেদনা জ্ঞাপনা তত্র চতুরে তে রাধাকৃষ্ণয়ো দৃগঞ্চলে যত্তাদৃশ

"আমি সবয়ঃগণ কর্তৃক ভূষিত হইয়া কুঞ্জ-কন্দরে শয়ন করি"—এই বলিয়া বিদগ্ধচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ঈষদপাঙ্গে শ্রীরাধার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি নয়নে নয়নে মিলিত হইয়া আনন্দের লহরী খেলিল। আমরি! যেন শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গরঙ্গ সভাস্থ জন-গণের অলক্ষিতে ছুটিয়া গিয়া একান্তে রমণীমণি শ্রীরাধার নয়নতটী রূপা নটীকে আলিঙ্গন করিল, তাহাতে যেন সেই নটী অতিশয় দ্রবীভূতা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গও স্বয়ং দ্রবীভূত হইয়া পড়িল। ফলতঃ অন্যের অলক্ষ্যে যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর নয়ন-সঙ্গতি ঘটিল, অমনি উভয়ের হৃদয়ে এক অনাবিল প্রেমানন্দের উদ্দাম-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ॥৬৯॥ +

আহা! নয়নে নয়নে মিলন—নয়নে নয়নে আলাপন, সে দৃশ্য

+ তথাহি পদ।— সখীগণ সঙ্গে, রঙ্গে সব যাওত, আর কত কুলবতী নারী। নয়ন-রঙ্গে, করত নববধূগণ, কনক কুম্ভ ভরি বারি॥ আনন্দ কো কহু ওর। রসবতী রাধে, অঙ্গনিক, উপরি, হেরইতে দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর॥ ধ্রু॥ নয়নে নয়নে কত, প্রেমরস উপজত, দুহুঁ মন ভৈগেল ভোর। প্রেমরতন ধন, দোহে দুহুঁ পিয়াওল, দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর॥ চলইতে চরণ অথির মন্থু নন্দন শিথিল পীতপটবাস। নিজ নিজ মন্দিরে, আওত দুইজন, কহতহি গোবিন্দ দাস॥ (প্রকাশ্য পদ)

বটুরাহ কিমম্ব দূনতাং তনুষে স্বাং শৃণু তত্ত্বমত্র যৎ।
অধিকানন মস্তি যৎসুখং ন চ তস্যাণুরপীহ বঃ পুরে ॥৭১॥
কদলী পনসাম্র দাড়িম প্রভৃতীন্যাশু নিপাত্য বৃক্ষতঃ।
পরিপক্বতরা সুসৌরভাণ্যশনীয়ানি তদেব নঃ সুখম্ ॥৭২॥

বৃত্তান্তং আহতুঃ স্ম। অতএব যুবদ্বয়স্য রাধাকৃষ্ণয়োঃ অসবঃ প্রাণাঃ স্থিরতাং প্রাপ্তুং অধুনা তু সাহসমাত্রং অধুঃ পশ্চাৎ স্থাস্যতি ন বেত্তি কো বেদ ॥৭০॥

মধুমঙ্গল আহ। হে অম্ব! স্বাং দূনতাং কথং তনুষে? অত্র তত্ত্বং শৃণু। অধিকাননং কাননে যৎ সুখং অস্তি তস্য সুখস্য অণুরপি বো যুষ্মাকং পুরে ন চ ॥৭১॥

বনস্থ সুখমেবাহ। কদল্যাদি ফলানি বৃক্ষতো নিপাত্যাস্মাভি রশনীয়ানি। বৃক্ষতঃ পাতনাদেব নোঽস্মাকং সুখং ন তু গৃহে স্থিতা পক্বস্য। তস্য বিস্বাদাৎ ॥৭২॥

বড় মধুর—বড় সুন্দর! প্রেমিকপ্রবর স্বীয় বৃত্তান্ত-জ্ঞাপন-চতুর অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে শ্রীরাধার নিকট অভিসার প্রার্থনা করিলেন, রসিকামণি শ্রীরাধাও অপূর্ব্ব অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অমনই যুব-যুগলের প্রাণ ভাবী মিলনোৎসবের আশায় স্থিরতা লাভের সাহস ধারণ করিল; কিন্তু পরে সে স্থিরতা থাকিবে কি না কে জানে? ॥৭০॥

ইত্যবসরে রহস্যপটু মধুমঙ্গল শ্রীযশোদাকে কহিলেন—"মা! কেন তুমি এত কাতরা হইতেছ? আমি তোমাকে প্রকৃত কথা বলিতেছি শুন,—বনমধ্যে যে সুখ আছে তাহার কণামাত্রও তোমাদের এই পুরে নাই ॥৭১॥

কাননে যে কত সুখ মা! তাহা আর কত বলিব! প্রথমে ভোজনের সুখখাই এই শুন না—কদলী,-কণ্টকী, আম্র, দাড়িম্ব প্রভৃতি সুপক্ব ফল সকল বৃক্ষ হইতে অবিলম্বে পাড়িয়া আনিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ ভোজন করিয়া থাকি। সদ্যঃ সদ্যঃ বৃক্ষ হইতে সুপক্ব ফল

ফলপল্লব পুষ্পসংগ্রহ স্পৃহয়া কল্পলতাততেরয়ং।
বনমেতি সখা ন সা ভবদ্ভবনে সাধ্বিতয়াস্য পূর্য্যতে ॥৭৩॥
ইত্থং বন্ধুকুলাতুলাধিদলনো হম্বানিনাদৈর্গবা
মাহূতোঽতি বুভুক্ষয়াপি তমৃতে নৈকং পদং গচ্ছতাং।
তেষাং তাদৃশতা প্রদর্শ্য পিতরৌ যত্নান্নিবর্ত্যাচ্যুত
শ্চক্রাব্জাদি পদাঙ্কতো বনভুবং কান্তাং মুদামন্তয়ৎ ॥৭৪॥

অয়ং সখা কল্পলতাততেঃ ফলাদীনাং সংগ্রহেচ্ছয়া বনং এতি। অস্য কৃষ্ণস্য সা স্পৃহা ভবদ্ভবনে ন পূর্য্যতে। অতিশয়োক্ত্যা কল্পলতা রাধাদ্যা। ফলপল্লব পুষ্পানি স্তনাধরহাস্যানীতি বোধ্যম্ ॥৭৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ বনগমনসুখ-কথনেন বন্ধুবর্গাণাং অতুল মনোব্যথাং দলনঃ অচ্যুতঃ অতি বুভুক্ষয়াপি তং শ্রীকৃষ্ণং বিনা একপদমপি ন গচ্ছতাং গবাং হম্বানিনাদৈরাহূতঃ সন্ তেষাং গবাং তাদৃশতাং মাং বিনা একপদমপি ন, গমনাভিমুখতাং প্রদর্শ্য পিতরৌ যত্নান্নিবর্ত্য চক্রাব্জাদি পদচিহ্নৈঃ বনভূমিস্বরূপাং কান্তাং মুদা অমণ্ডয়ৎ ॥৭৪॥

পাড়িয়া ভোজন করিলে যেমন তাহার সুগন্ধ ও মধুরাস্বাদ উপলব্ধি হয়, গৃহ-পক্ব ফলের তেমন সুরস আস্বাদ পাওয়া যায় কি, মা? তাই, বনফল ভোজনে আমাদের বড় সুখ হয় ॥৭২॥

বিশেষতঃ আমাদের সখা কৃষ্ণ কল্পলতাবলী হইতে ফলপল্লব পুষ্প সংগ্রহ করিবার অভিলাষেই বনগমন করিয়া থাকেন। সখার সে স্পৃহা আপনাদের ভবনে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে অতিশয়োক্তি দ্বারা কল্পলতা শব্দে শ্রীরাধা প্রভৃতি এবং ফলপল্লবপুষ্প শব্দে তাঁহাদের স্তন, অধর ও হাস্য অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥৭৩॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বনগমনের সুখ জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুবর্গের অতুল মনোব্যথা বিদূরিত করিলেন। যাহারা অতিশয় ক্ষুধাতুর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে একপদও গমন করে না, সেই গোধননিচয় তখন মুহুর্মুহুঃ

মদ্বিচ্ছেদরুজোঽনুভাবকমহো চেতঃ প্রিয়াণামত
স্তন্নীত্বা নিজসঙ্গএব বিপিনং যামীতি যাতে হরৌ।
কো নঃ স্যাদ্বিষয়োঽন্য ইত্যনুযযুস্তেষাং দৃশোবেশ্মতু
স্ব স্ব বর্ষ্মভিরেব সংস্কৃতি বশান্মুক্তোপমা স্তেঽবিশন্ ॥৭৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
কাননপ্রয়াণানুমোদনো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭॥

অধুনা বনং গচ্ছতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গিনাং পিত্রাদীনাং মন উৎপ্রেক্ষতে। প্রিয়াণাং সমস্ত প্রিয়বর্গাণাঞ্চেত এব মদ্বিচ্ছেদজন্য পীড়ায়া অনুভাবকং। অত স্তন্মনঃ নিজ সঙ্গে এব নীত্বা বনং যামীতি। বিচার্য্য মনসঃ গ্রহণং কৃত্বা হরৌ জাতে সতি তেষাং প্রিয়বর্গাণাং দৃশোপি শ্রীকৃষ্ণাদন্যঃ কো নোঽস্মাকং বিষয় স্যাদিতি বিচার্য্য অনু শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাৎ যযুঃ। নন্ তেষাং মন আদান্দ্রিয়ে

হম্বা ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সেই অবস্থা দেখাইয়া পিতামাতাকে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন এবং চক্র-কমলাদি-শোভি-পদাঙ্ক দ্বারা বনভূমি-রূপা কান্তাকে হর্ষভরে বিমণ্ডিত করিলেন ॥৭৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিবারকালে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা! আমার সমস্ত প্রিয়বর্গের মনই যখন আমার বিচ্ছেদ-পীড়ার অনুভাবক, তখন তাঁহাদের সেই মনকে নিজে সঙ্গে লইয়া বনগমন করাই ভাল, এইরূপ বিচার করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বর্গের মন আপনাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। অমনি প্রিয়বর্গের নয়নও "কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের আর কি দর্শনীয় বিষয় আছে"?—এই মনে করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না দৃষ্টির অন্তরালে গমন করিলেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রিয়বর্গ তদ্গতচিত্তে বিবশ বিহ্বল-নয়নে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব গোষ্ঠগমন-মাধুরী দেখিতে

শ্রীকৃষ্ণেন হৃতে সতি কথং গৃহগমনাদিব্যাপারনির্ব্বাহস্তত্রাহ। স্ব স্ব বেশ্মগৃহং তু বর্ষ্মভিঃ শরীরৈঃ সংস্কারবশাদবিশন্। মুক্তোপমা ইতি জীবন্মুক্তা। যথা সংস্কারবশাৎ দেহব্যাপারং কুর্ব্বন্তি তথেত্যর্থঃ ॥৭৫॥

ইতি টীকায়াং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭॥

লাগিলেন। তারপর তাঁহারা ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিলেন। যদি বল, তাঁহাদের মন-নয়নাদি ইন্দ্রিয় যখন শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে গৃহগমনাদি-ব্যাপার কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? তদুত্তর এই—জীবন্মুক্তগণ যেরূপ সংস্কারবশে দেহ-ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ তাঁহারাও সংস্কারবশে কেবল দেহ-মাত্র লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন ।৭৫।।

—:*:—

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে কাননপ্রয়াণানুমোদন

নাম সপ্তম সর্গ ॥৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

রামন য়কনিধৌ বিধৌ বনং
হা প্রবিষ্টবতি সঙ্কলয্য গাঃ।
গোষ্ঠ কৈরব গতাতিবেদনা
যা ন সা ভবতি গোচরো গিরঃ ॥ ॥
নৈব চারয়িতু মীশতেস্ম গা
স্তং বিনা নিজ নিজা ব্রজাবলাঃ।
স্থাপয়ন্ত্য ইব তা বিচিত্ততাং
স্বাং সখীমিব চিরায় শিশ্রয়ুঃ ॥২॥

রামনীয়কনিধৌ বিধৌ শ্রীকৃষ্ণে গাঃ সঙ্কলয্য বনং প্রবিষ্টবতি সতি গোষ্ঠস্থৈ কৈঃ প্রাণিভির্যা অতিবেদনা অবগতা সা গিরো গোচরো ন ভবতি। পক্ষে —তাদৃশ বিধৌ চন্দ্রে গাং কিরণান্ প্রাতঃকালে সঙ্কলয্য বনং জলং প্রবিষ্টবতি সতি গোষ্ঠ-কৈরবৈঃ গিরিজলেষু স্থিতৈঃ কুমুদাদিভি র্যা অতিবেদনা অবগতা ॥১॥

ব্রজাবলা নিজনিজাঃ গাঃ ইন্দ্রিয়াণি তং কৃষ্ণং বিনা চারয়িতুং নৈব ইশতেস্ম। অতএব সকা ব্রজাবলাঃ তাঃ গাঃ স্থাপয়ন্ত্য ইব বিচিত্ততাং মূর্চ্ছাং স্বাং সখীমিব চিরকালং ব্যাপ্য শিশ্রয়ুঃ আশ্রয়ং কৃতবত্যঃ ॥২॥

প্রভাত সমাগমে রমণীয় সুধানিধি স্বীয় সমস্ত কিরণমালা সঙ্কলিত করিয়া সাগর-নীরে প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ শৈল-সলিলস্থিত কুমুদাদি, প্রিয়জন-বিরহে অতিমাত্র বেদনা প্রাপ্ত হয়, হায়! সেইরূপ নিখিল রমণীয়তার নিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজজনের ইন্দ্রিয়চয় ও গোধননিচয় সঙ্কলনপূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গোষ্ঠস্থিত সকলেরই হৃদয়ে যে কি দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল, তাহা একবারেই অনির্ব্বচনীয় ॥১॥

তখন কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দাম তরঙ্গ, হৃদয় তট আঘাতে আঘাতে কম্পিত করিতে লাগিল, ব্রজাঙ্গনাগণ সে আঘাত সহ্য করিতে

সৈব কাপ্যখিল গোপসুভ্রুবা
মেকিকৈব বিপদালিতাং যতো।
সংজ্বরং শময়িতুং গৃহে গৃহে
ব্যানশে সপদি যোগিনীব তাঃ ॥৩॥
শ্লিষ্যসি প্রিয়সখী মমঙ্গলে!
কিং ত্বমিত্য সকৃদালি-তর্জনাৎ।

অতি অনির্ব্বচনীয়া সা বিচিন্তিতা একিকা ইব নিখিল গোপ সুভ্রুবাং বিপদালিতাং বিপৎকালীন সখিতাং যতো প্রাপ্নুবতী সতী, তাসাং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জন্য স্বংজ্বরং শময়িতুং তাং গোপীঃ গৃহে গৃহে ব্যানেশে। তদানীং সর্ব্বাসাং মূর্চ্ছা বভূবেতি পর্য্যবসিতার্থঃ। যথা যোগিনা কামচারিত্বাৎ একদৈব সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতি ॥৩॥

না পারিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ বিনা তাঁহাদের স্বস্ব ইন্দ্রিয়নিচয়কে চালনা করিতে ইচ্ছা না করিয়া সুষুপ্তির শান্তি-অঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখিলেন এবং মূর্চ্ছাকে স্বীয় সখীর ন্যায় দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥২॥

অহো! মূর্চ্ছার কি অনির্বচনীয় প্রভাব! নিখিল গোপসুন্দরী গণের এই বিপৎকালে সেই একাকিনী মূর্চ্ছাই সখীস্বরূপা হইয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত তীব্র জ্বরকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কামচারিণী যোগিনী যেরূপ একই সময়ে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গৃহে গৃহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ফলতঃ সেই সময় সকলেরই মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল ॥৩॥

* তাথাহি পদ।—যবহুঁ বিজয় করকান। বায়াই বেণু নিশান॥ ঐছন ভেল ব্রজমাহ। ধন জীবন বন যাহ॥ কহব ব্রজজন লেহ। কোই বা বান্ধই থেহ॥ বালবৃদ্ধ নরনারী। চিতপুতলী জনু থারি॥ সবহুঁ নয়ানে বহে লোর। গমন বিরহে সব ভোর॥ সখীসহ হেরইতে রাই। আকুল কুল না পাই॥ পুলকে পূরল সব গায়। থর থর কম্পন পায়॥ চন্দ্রাবলী সখীমেলি। শ্যাম লইয়া তঁহি গেলি॥ যূথে যূথে ব্রজনারী। দূরেহি দূরে রহু থারি॥ যব বন চলল মুরারি। তবহিঁ পড়ল তনু ঢারি॥ নিজ নিজ সহচরী মেলি। মন্দিরে সেই চলি গেলি॥ বিরহ পয়োনিধি মাহ। ডবল মাধব তাহ। পঃ কঃ

কিং ভিয়েব পরিতত্যজে তয়া
মূর্চ্ছয়াশু বৃষভানু-নন্দিনী ॥৪॥
চেতনা হি গুরুকষ্ট-কেতনা-
ভ্যন্তরং যদপি তামবীবিশৎ।
আলয় স্তদপি তাং দ্বিষন্তি ন
প্রেমবস্তু বদ কৈ র্নিরুচ্যতাং ॥৫॥

তাসাং মধ্যে ললিতাদি সখীভিঃ প্রবোধিতা বৃষভানু-নন্দিনী তয়া মূর্চ্ছয়া তত্যজে। তদানীং ললিতাদিকর্তৃক প্রবোধনং মূর্চ্ছাদূরকারক তর্জ্জনত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। হে অমঙ্গলে! মূর্চ্ছে! মম প্রিয়সখীং রাধাং ত্বং কিং আশ্লিষ্যসি? স্বস্য ভদ্রমিচ্ছসি চেৎ দূরে গচ্ছ—ইতি অসকৃৎ সখী তর্জ্জনাৎ ভিয়া কিং তত্যজে ॥৪॥

নন্থ বিরহজ্বর-শমনকারিকাং মূর্চ্ছাং কথং প্রেমবত্যো ললিতাদয়ো দূরীচক্রুরিতি পূর্ব্বপক্ষে প্রেম্নোঽবিচিন্ত্যত্বমেব সমাধানং। তদেবাহ। চেতনা যত্তপি অতিশয় কষ্টরূপ গৃহস্যাভ্যন্তরং তাং রাধাং অবীবিশৎ তদাপি আলয় স্তাং চেতনাং ন দ্বিষন্তি কিন্তু উপকারিণীং মূর্চ্ছাং দ্বিষন্তি; অতঃ প্রেমবস্তু কৈর্জনৈ নিরুচ্যতামিতি বদ ॥৫॥

অনন্তর সেই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে ললিতাদি সখীগণ বিবিধ প্রবোধ বাক্যে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। ললিতাদির প্রবোধবাক্য তখন মূর্চ্ছাদূরীভূতকারী তর্জ্জনরূপে পরিণত হইল—যেন মূর্চ্ছাকে কহিলেন—"রে অমঙ্গলে! মূর্চ্ছে! তুই কেন আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আছিস্, যদি নিজের ভাল চাহিস্ ত, এখনই দূরে পলায়ন কর্" এইরূপ পুনঃ পুন সখীগণের তর্জ্জনের ভয়েই কি মূর্চ্ছা শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিল? ॥৪॥

না—না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি! পরম-প্রেমবতী ললিতাদি, বিরহ-জ্বর-প্রশমনকারিনী মূর্চ্ছাকে এমন ভাবে তাড়না করিয়া

প্রেষিতা ললিতয়া তদালয়ঃ
পেশলা জনতয়াপ্যলক্ষিতা।
ভূভৃদন্তিক মুপেত্য সৌরভং
ভেজু রুন্নতমুদো বনস্রজঃ ॥৬॥

তদা ললিতয়া প্রেষিতাঃ পেশলা শ্চতুরা আলয়ঃ জনসমূহেনাপ্যলক্ষিতাঃ সত্যঃ ভূভৃদন্তিকং গোবর্দ্ধনস্য নিকটং উপেত্য কৃষ্ণস্য বনমালায়াঃ সৌরভং ভেজুঃ, অতএব তা উন্নতমুদঃ বভূবুঃ ॥৬॥

দূরীভূত করিবেন কেন? অহো! প্রেমের স্বভাবে সবই হয়—অসম্ভবও সম্ভব হয়,—প্রেম যেমন অবিচিন্ত্য—তেমনই অদ্ভুত, প্রেমের ভাব-বৈচিত্র্য বোধগম্য করা কাহারও সহজসাধ্য নহে। এই দেখ না! চেতনা শ্রীরাধাকে বিপুল বিড়ম্বনা-ভবনে নিবেশিত করিল, অথচ সখীগণ সে চেতনার প্রতি কোন দ্বেষ প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু উপকারিণী মূর্চ্ছাকে বিদ্বেষভাবে দূরীভূত করিলেন,—অতএব বল দেখি, প্রেমবস্তুর অচিন্ত্য প্রভাব কি কেহ সহজে নির্ণয় করিতে পারে? ॥৫॥

শ্রীরাধার বিরহ-ক্লিষ্ট হৃদয় সখীদের শত শত প্রবোধ বাক্যেও আশ্বস্ত হইতেছে না—দূরপনেয়া মূর্চ্ছা যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছে না।—ধন্য প্রেমের মহীয়সী শক্তি! প্রতি মুহূর্ত্তে প্রিয়তমের বনগমন-ক্লেশ অনুভব করিয়া প্রেমিকা প্রাণের পরতে পরতে আঘাত পাইতেছেন—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন! ললিতা তখন প্রিয়সখীর এই শঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থা প্রেমিক-প্রবর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ কতিপয় সুচতুরা সখীকে প্রেরণ করিলেন। কেহ না দেখিতে পায় এইরূপ অলক্ষিতভাবে তাহারা গোবর্দ্ধন-গিরিতট-সন্নিধানে উপনীত হইলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার মধুর সৌরভ পাইয়া তাহারা অপার আনন্দলাভ করিলেন ॥৬॥ *

* তথাহি পদ। —বিন্না বৃন্দা তথি, বোধি রসবতী গিরি কন্দরে যায়। মাধব মাধবী—লতায়ে বসিয়া, দূরেতে দেখিতে পায়।। হেরি বিন্না বৃন্দা, সুবল সুনন্দা, নওল বিলাস হাসে।

শাদ্বলেঽতিশিশিরে সরস্তটে
গাঃ প্রবেশ্য সখিভির্বিহৃত্য সঃ।
প্রাশ্য চান্নমপি তৈর্ধনিষ্ঠয়া
নীতমাপ সবটু রহো হরিঃ ॥৭॥
তত্র বীক্ষ্য মুদিতাসু তাসু তং
প্রাহ কাচন ধনিগুর্ণশ্রিয়াং।
রূপমঞ্জরি রপার সৌভগা
পৃষ্ট যৌবতমণি-প্রবৃত্তিকম্ ॥৮॥

স কৃষ্ণঃ শাদ্বলে কোমলতৃণে স হরিদ্বর্ণে অথচ শীতলে মানসসরস্তটে গাঃ প্রবেশ্য এবং বিহৃত্য বিহারং কৃত্বা অন্নং প্রাশ্য চ মধুমঙ্গলেন সহ রহঃ একান্তং আপ ॥৭॥

তত্র একান্তে তং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য মুদিতাসু তাসু সখীষু সতীষু তাসাং মধ্যে গুণশ্রিয়াং খনিরথচ অপার সৌভগা কাচন রূপমঞ্জরী কৃষ্ণমাহ। কৃষ্ণং কীদৃশং পৃষ্টা যৌবতমণেঃ রাধায়াঃ প্রবৃত্তি বৃত্তান্তং যেন তং ॥৮॥

যে সময় নাগরেন্দ্রমণি শ্রীকৃষ্ণ সুশীতল মানস-সরোবরে সুকোমল নবতৃণরাজি-মণ্ডিত হরিদ্বর্ণ তট ভূমিতে ধেনুদলকে চারণার্থ প্রবেশ করাইয়া সখাগণের সহিত বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে ধনিষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রেরিত সুস্বাদু অন্নাদি আনিয়া উপস্থিত করিলে— শ্রীকৃষ্ণ তাহা সানন্দে ভোজনপূর্ব্বক মধুমঙ্গলের সহিত নিভৃতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তখন সেই নির্জ্জন প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া

মদন মোহন, পাইয়া চেতন সুখের শায়রে ভাসে॥ তাহারে লইয়া, আদর করিয়া বসায় আপন কাছে। রাইর কুশল, কহত সকল সজল নয়ন পুছে॥ বিরা কহে কান, কর অবধান, কি পুছ তাহার তরে। রাইর স্বজন, করিয়া ভৎর্সন, রুধিয়া রাখিল ঘরে॥ শুনিতে কাহিনী, কি হইল না জানি, বিষাদে নাগর ভোর। বিরার বদন, নিরখি শঘন, নয়নে ভরলো লোর॥ সে বজি শেখর, আসিয়া সত্বর, কহয়ে, নাগর রাজে। রমণী মোহন, না তুলে বদন, বাঢ়ল অধিক লাজে॥”
রায় শেখর

নাগরেন্দ্র ভবতা যদা পদা-
লিঙ্গিতা বিপিনভূর্দধে শ্রিয়ং ।
স্পর্দ্ধয়েব তব গোষ্ঠভূস্তয়া-
লিঙ্গ্যত স্বসুষমাং দদানয়া ॥৯॥
ত্বং হরে ! হরিমণীময়ীং ব্যধাঃ
ক্ষ্মামিমাং নিজ সবর্ণতার্পণৈঃ ।

শ্রীকৃষ্ণেন পৃষ্টং রাধিকায়া বৃত্তান্তং রূপমঞ্জরী অন্যাপদেশেনাহ। হে নাগরেন্দ্র! ভবতা চরণেনালিঙ্গিতা সতী বিপিনভূঃ শ্রিয়ং শোভাং দধে। তৎশ্রুত্বা তয়া রাধয়া তব স্পর্দ্ধয়া ইব ত্বচ্চরণচিহ্নেন প্রাপ্ত শোভায়া বনভুবঃ সকাশাৎ গোষ্ঠভুবোঽধিকাং স্বকীয় সুষমাং দদানয়া তয়া সা গোষ্ঠভূঃ সর্ব্বাঙ্গেন আলিঙ্গ্যত ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টএব ॥৯॥

সখীগণ হর্ষ-প্রফুল্ল চিত্তে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা সখীগণকে দেখিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়-উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি ব্যস্তভাবে সর্ব্বাগ্রে, তরুণী-মণি শ্রীরাধার কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই সখীগণের মধ্যে গুণমণির খনি, অথচ অপার সৌভাগ্য-শালিনী শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার দুর্ব্বার বিরহ-কাহিনী অন্যকে অপদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৮॥

"নাগরেন্দ্র! এই বন-ভূমি একমাত্র তোমার শ্রীচরণ দ্বারা আলিঙ্গিতা হইয়া যে শোভা ধারণ করিয়াছে, তৎশ্রবণে তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াই যেন আমাদের নাগরিণী-মণি শ্রীরাধা তোমার এই পদাঙ্ক-শোভা-সৌভগা বনভূমি অপেক্ষাও গোষ্ঠভূমিকে স্বকীয় সুষমা দানে অধিকতর গৌরবিণী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ (এই শ্লোকে ধ্বন্যর্থ স্পষ্ট)।

সাপ্যধাস্যত বিবর্ণতাং ন চে-
ত্তাঞ্চ কাঞ্চনময়ীং ব্যধাস্যত ॥১০॥
গোরজশ্ছুরিত মাস্য মীক্ষয়ং-
স্ত্বং বনৌকস ইমানরোদয়ঃ।
হন্ত গোরজসি চেষ্টমানয়া
স্বালয়ঃ কিল তয়াপি রোদিতাঃ ॥১১॥

হে হরে! ত্বং নিজ স্বর্ণতার্পণৈঃ ইমাং ক্ষ্মাং হরিমণীময়ীং বাধাঃ। স্পর্দ্ধয়া সা রাধাপি তব পরাজয়েঽসহিষ্ণুনা অনুকূলেন বিধাত্রা কৃতাং বিবর্ণতাং চেৎ যদি ন অধাস্যত তদা তাং ক্ষ্মাঞ্চ কাঞ্চনময়ীং ব্যধাস্যৎ ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টঃ ॥১০॥

ত্বং গোরজশ্ছুরিতং মুখং ঈক্ষয়ন্ সন্ ইমান্ বনৌকসঃ অরোদয়ঃ। স্পর্দ্ধয়া তয়া রাধয়াপি গোরজসি চেষ্টমানয়া সত্যা স্বালয়ঃ রোদিতাঃ। রাধাপক্ষে গো পৃথিব্যাঃ রজসি। ত্বং তু প্রাণিমাত্রং অরোদয়ঃ সা তু স্বসখীরেবারোদয়ৎ। অতএব তব সাম্যং ন প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। ধ্বন্যর্থঃ স্পষ্টঃ ॥১১॥

হে হরে! তুমি নিজ নয়নাভিরাম শ্যামরূপ অর্পণ করিয়া এই বনভূমিকে হরিমণিময়ী করিয়াছ, বিধাতা তোমার প্রতি বড় অনুকূল; শ্রীরাধার নিকট তোমার পরাজয়, বিধাতার যেন একান্তই অসহ্য—তাই, তিনি পূর্ব্ব হইতেই তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাকে বিবর্ণা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই রূপে বিধাতা যদি তাঁহাকে বিবর্ণা না করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরাধিকাও স্পর্দ্ধা সহকারে গোষ্ঠভূমিতে নিজ কান্তিরাশি ঢালিয়া নিশ্চয়ই কাঞ্চনময়ী করিতেন ॥ ১০॥ (ধ্বন্যর্থ স্পষ্ট)।

ওহে রাখালরাজ! তুমি গোরজমণ্ডিত মুখ-কমল দেখাইয়া এই বনবাসী প্রাণীমাত্রকেই কাঁদাইতেছ, হায়! তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া শ্রীরাধিকাও গো-রজে অর্থাৎ ধরার ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা হইয়া কেবল নিজসখীকুলকেই কাঁদাইয়া আকুল করিতে-

কিন্ত্বনীতিরিয়মীক্ষণাম্বুজে
সন্ততাম্বুজনকে তয়া কৃতে।
তে তু পৌত্রমুচিতং প্রচক্রতুঃ
কর্দ্দমোম্বুজভবোদ্ভবো যতঃ ॥১২॥

কিন্তু রাধয়া ইয়ং অনীতিঃ কৃতা। অনীতিমেবাহ। তয়া রাধয়া ঈক্ষণাম্বুজে নিরন্তরাম্বুজনকে কৃতে। অম্বুজন্যস্য অম্বুজনকত্বমেবানীতিঃ। তে তু ঈক্ষণাম্বুজে তু কর্দ্দমরূপং উচিতং পৌত্রং প্রচক্রতুঃ। ন তু কর্দ্দমস্যাম্বুজ পৌত্রত্বে সত্যেব ঔচিত্যং তদেবক্কতস্তত্র শাস্ত্ররীত্যা পৌত্রত্বং ঘটয়তি কর্দ্দম ইতি। যতঃ অম্বুজভবো ব্রহ্মা তদুদ্ভবঃ কর্দ্দমঃ। লোকরীত্যা তু নেত্রস্বরূপাম্বুজাজ্জাতানি জলানি তেভ্যঃ পৃথিব্যাং কর্দ্দমোহজায়ত এবেত্যর্থঃ ॥১২॥

ছেন। তুমি প্রাণীমাত্রকেই কাঁদাইতেছ, আর শ্রীরাধা কেবল নিজ সখীগণকেই কাঁদাইতেছেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীরাধা তোমার সমতুল্যা হইতে পারেন নাই ॥ ১১॥

কিন্তু শ্রীরাধা বড় একটা অনীতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নয়নকমল দুটীকে নিরন্তর জলের জনক করিয়াছেন—জল হইতে কমল জন্মে, কমল হইতে কখন জলের জন্ম হয় না; সুতরাং এইরূপে জন্যের জনকত্ব অনীতি নয় কি? তবে সে নয়ন-কমলযুগল কর্দ্দমরূপ যে পৌত্র লাভ করিয়াছে—তাহা তাহাদের পক্ষে সমুচিতই হইয়াছে? যদিও স্বভাবতঃ কর্দ্দমের পক্ষে কমলের পৌত্রত্ব সমুচিত বোধ হয় না, বরং কর্দ্দম হইতে কমলের উদ্ভব বলিয়া পুত্ররূপই বোধ হয়, তথাপি শাস্ত্র-রীতি ও লোক-রীতি অনুসারে এস্থলে কর্দ্দমকমলের পৌত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কর্দ্দম ঋষি কমলভব ব্রহ্মার পুত্র। সুতরাং কর্দ্দমের, কমলের পৌত্র হওয়াই উচিত। আবার লোকে নয়নকে কমলস্বরূপ বলে, সেই নয়ন-কমল হইতে নিঃসৃত অশ্রু-জল-ধারা-সম্পাতেই ধরা-পৃষ্ঠে কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীরাধার

মাল্য কেশ বসনাদয়ঃ সমু-
চ্ছৃঙ্খলত্ব মতিসাধবোঽপ্যধুঃ।
ভূভুজা বিরহিতেঽপি নাবৃতি
স্যাৎ ক কস্যচন বা নিয়ম্যতা ॥১৩॥
যত্তবাঙ্ঘ্রি বনজদ্বয়ং বনোৎ-
সঙ্গ এব বিহরৎ প্রমোদতে।
তত্র বিশ্বসিতি সা ন নিঃশ্বসি-
ত্যুষ্ণমেব বহুধাপি বোধিতা ॥১৪॥

রাধায়া মাল্যাদয়ঃ অতিসাধবোপি উচ্ছৃঙ্খলত্বং অধুঃ। তত্র কারণমাহ। ভূভুজা রাজ্ঞা বিরহিতেঽপি ক নাবৃতি কুত্র দেশে কস্য বা নিয়ম্যতা স্যাৎ। প্রকৃতে রাজা কৃষ্ণঃ দেশঃ রাধায়া অঙ্গং ॥১৩॥

রাধিকা তব বিরহেণ ন পীড়িতা, কিন্তু অত্যন্ত কোমল-চরণস্য তব বনভ্রমণজন্য দুঃখেনৈব পীড়্যতেতি প্রেম্ণঃ পরম কাষ্ঠাং ভঙ্গ্যা আহ। যদ্

নয়ন-কমল এইরূপেই কর্দ্দম নামে পৌত্রলাভ করিয়াছে জানিবে ॥১২॥

শ্রীরাধার মাল্য-কেশ-বসনাদি অতিশয় সাধু হইয়াও এক্ষণে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বল দেখি বিদগ্ধরাজ! রাজা না থাকিলে কোন্ দেশে কাহার নিয়ম্যতা থাকে?—এমন কি তখন সাধুজনও এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, সহজে কেহ তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। তোমার বিরহে শ্রীরাধার অঙ্গ-রাজ্যও সেইরূপ অসংযত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা পুনরায় সংযত করিবার সামর্থ্য তাহার আদৌ নাই ॥১৩॥

অনন্তর সুচতুরা শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধার প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বাগ্‌ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"নাগরেন্দ্র! আমাদের প্রিয়-সখী শ্রীরাধিকা যে তোমার বিরহে

নৈব তত্র কতুশর্করাঙ্কুরে-
ত্যর্দ্ধবাগপি সখী-মুখোদ্গতা।
শ্রোত্র সীমপতিতৈব তাং পরি
ক্রোশয়ন্ত্যথ জবাদমূর্চ্ছয়ৎ ॥১৫॥

যস্মাৎ তবাঙ্ঘ্রিরূপবনজদ্বয়ং বনোৎসঙ্গ এব বিহরৎ সৎ প্রমোদতে। ন হি বনজন্যস্য দুঃখং পিতুর্বনস্য উৎসঙ্গে কদাপি জায়তে; প্রত্যুত প্রমোদ এব ইতি বহুধা বোধিতাপি সা রাধা তত্র অস্মদ্বাক্যে ন বিশ্বসিতি; কিন্তু মনোগত দুঃখাদত্যুষ্ণমেব নিঃশ্বসিতি। প্রকৃতে বনং জলং তস্মাজ্জাতমঙ্ঘ্রিকমলদ্বয়মিত্যর্থঃ। অত্র শব্দশ্লেষমাশ্রিত্যৈবোক্তং ॥১৪॥

তস্যাঃ পীড়া শান্ত্যর্থং কয়া সখ্যা উক্তা। তত্র নৈব কতু শর্করাঙ্কুরেত্যর্দ্ধবাগপি রাধায়াঃ শ্রোত্র-সীমনি পতিতা এব তাং রাধাং পরিক্রোশয়ন্তী সতী জবাৎ বেগাৎ অমূর্চ্ছয়ৎ। তাদৃশ শব্দ শ্রবণাদেব তব চরণং শর্করাদিনা বিদ্ধমিতি বুদ্ধৈব সা মূর্চ্ছাং প্রাপ্তা। অত্যনুরাগবশতঃ শর্করাদিনা ন বিদ্ধমিতি, তস্যা মনসি নায়াত মিতি ভাবঃ ॥১৫॥

কাতরা হইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু এই বন-বিহরণ জন্য তোমার সুকোমল চরণ-কমলে না জানি কত ব্যথা জন্মিতেছে, এই ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যদিও তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকি যে, তোমার প্রিয়তমের চরণরূপ বনজ * দ্বয় বনোৎসঙ্গে বিহার করিয়া প্রমোদিত হইতেছে; পিতার কোলে পুত্রের কি কোন কষ্ট হয়? সুতরাং কেন বৃথা খেদ করিতেছ? বন-জন্য বনজের দুঃখ, তদীয় জনক বনের উৎসঙ্গে কদাচ উপন্ন হয় না, প্রত্যুত প্রমোদই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভাবে বহু প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেও শ্রীরাধা আমাদের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করেন না। অধিকন্তু মনের দুঃখে অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১৪॥

আহা! বলিব কি, শ্যামসুন্দর! তোমার ক্লেশানুভাবিনী

* বনজ—জলজ-পদ্ম। এস্থলে শব্দ-শ্লেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে।

হন্ত তে প্রিয়তমঃ সমগতো
বীক্ষ্যতামিতি সখীমুখোক্তিভিঃ।
ত্বদ্বনস্রগতি সৌরভৈশ্চ সা
প্রাপ্য বোধমতি সম্ভ্রমং দধৌ ॥ ১৬॥

মূর্চ্ছায়া অনন্তরং। হে রাধে! তে তব প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সমাগতঃ উত্থাপ্য বীক্ষ্যতাং ইতি সখীমুখোক্তিভিরেবং মূর্চ্ছাভঙ্গার্থ মেবাস্মাভিঃ রক্ষিতায়া ত্বব বনমালায়াঃ নাসিকা সংলগ্নায়াঃ সৌরভৈ শ্চ সা রাধা বোধং প্রাপ্য তবাগমন-জন্যলজ্জয়া অতি সম্ভ্রমং দধৌ ॥১৬॥

শ্রীরাধার মনঃপীড়া প্রশমনের নিমিত্ত কোন সখী যেমন "সেই বনে শিলাকণা ও তৃণাঙ্কুর নাই" এই বাক্য বলিতে গেলেন, সখীর মুখ হইতে ইহার অর্দ্ধেক বাহির হইয়া শ্রীরাধার শ্রবণ-সীমায় পতিত হইবা মাত্র অমনি উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন, বাক্যের অপরার্দ্ধ শ্রবণের আর অপেক্ষা রহিল না—"বনে শিলা-কণা ও তৃণাঙ্কুর" কেবল এই কথা শুনিয়াই তোমার চরণ-কমল নিশ্চয়ই তাহাতে বিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুভব করিয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন; পরন্তু "শিলা-কণাদি দ্বারা যে বিদ্ধ হয় নাই," এ কথা অতিশয় অনুরাগ বশতঃ আদৌ শ্রীরাধার মনোমধ্যে উদিত হইল না ॥১৫॥

শ্রীরাধা সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন দেখিয়া শশব্যস্তে ললিতাদি সখীগণ নিকটে গিয়া স্নিগ্ধ-মধুর বাক্যে কহি-লেন—"প্রিয়সখি রাধে! উঠ, উঠ, ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত!" সখীগণের এই মিথ্যা বাক্য শুনিয়া এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের নিমিত্ত আমাদের সযত্ন-রক্ষিত তোমার অঙ্গোত্তীর্ণ বনমালা নাসাগ্রে ধারণ করাতে, তাহার মধুর সৌরভ পাইয়া শ্রীরাধা যেমন চৈতন্যলাভ করিলেন, অমনই প্রকৃত তোমার আগমন সত্য মনে করিয়া লজ্জায় সংভ্রমে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ॥১৬॥

আলি ! নেত্রমদিরৈক নর্ত্তকঃ
স ক্ক তে সখি ! গৃহেঽস্তি নিহ্নুতঃ ।
কিং প্রতারয়সি নৈব সাক্ষি য-
দ্বক্তি তং কিল তদঙ্গসৌরভং ॥১৭॥
ইত্যলম্ভি সুখমেতয়া মনাক্
তত্র সোঢ়ুমশকন্মনোভবঃ ।

মূর্চ্ছাভঙ্গানন্তরং রাধিকা আহ। হে আলি ! তে তব নেত্ররূপ খঞ্জনস্য নর্ত্তকঃ স কৃষ্ণঃ ক। হে সখি রাধে ! গৃহমধ্যে নিহ্নুতোঽস্তি। রাধা আহ। কিং মাং প্রতারয়সি ? রাধে নৈব প্রতারয়ামি যদ্ যস্মাৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষি-বর্ত্তনং অঙ্গসৌরভমেব তং কৃষ্ণং বক্তি। তস্যা মূর্চ্ছাভঙ্গ সময়ে সখীভিঃ সঙ্গোপ্য স্থাপিতায়া বনমালায়া মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গসৌরভং বর্ত্তত এব রাধায়া অপি কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ প্রাপ্যা তস্যাগমন প্রত্যয়ো জাতঃ ॥১৭॥

এইরূপে শ্রীরাধা সংজ্ঞালাভ করিয়া হর্ষ-চকিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তোমাকে না দেখিতে পাইয়া ললিতাকে কহিলেন,—"কই সখি ! তোমার সেই নয়ন-খঞ্জন-নর্ত্তক নটবর কোথায় ?" ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সখি ! রাধে ! তোমার সেই মনোচোর এই গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছেন।" শ্রীরাধা সংশয়-সমাকুলচিত্তে কহিলেন—"ললিতে ! সত্য বল, তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ ?" ললিতা কহিলেন—"না না রাধে ! আমি তোমাকে প্রতারণা করিব কেন ? কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভই ত তাঁহার বিদ্যমানতার সাক্ষী। তুমি কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভরাশির ঘ্রাণানন্দে বিভোর হইয়াও তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় করিতেছ ! কি আশ্চর্য্য !" ললিতার এই কথা শুনিয়া এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের নিমিত্ত সখীগণ-কর্ত্তৃক সঙ্গোপনে রক্ষিত বনমালা-মধ্যে তোমার অঙ্গ-সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া শ্রীরাধা তথায় তোমার আগমন সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন ॥১৭॥

একৈব শরপঞ্চকস্য য-
ল্লক্ষতা মনয়দেব তাং বলাৎ ॥১৮॥
খিদ্যতিস্ম পততিস্ম বেপতে
স্মাশ্রুভিঃ স্নমভিষিঞ্চতো গৃহং।
সা প্রবিশ্য ন ভবন্মুখেন্দুনা
প্রাপ শীতলয়িতুং স্বলোচনে ॥১৯॥

ইতি গন্ধহেতুনা গৃহমধ্যে নিভৃত্য স্থিতত্বেন জ্ঞানাৎ এতয়া রাধয়া মনাক্ সুখং অলম্ভি। তৎসুখং কন্দর্পঃ ন সোঢ়ুং শশকৎ যদ্‌যস্মাৎ এতাং রাধাং পঞ্চশরস্য লক্ষতাং বলাৎ অনয়ৎ। পক্ষে লক্ষ সংখ্যা শিষ্টতাং নির্দকাব লক্ষশব্দোঽপি ব্যঙ্গ্যবাচকঃ ॥১৮॥

ত্বদাগমন জ্ঞানেন উৎপন্ন কন্দর্প ভাবায়া তস্যা দশা মাহ। খিদ্যতীতি ॥১৯॥

পরন্তু তুমি যে প্রকৃতই গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছ, ইহা মনে করিয়া তখন শ্রীরাধা কিছুক্ষণ হর্ষ-সুখের সুধা তরঙ্গে ভাসমানা হইলেন; কিন্তু শ্রীরাধার সে সুখলাভ কন্দর্পের পক্ষে বড়ই অসহ্য বোধ হইল; নির্দ্দয় মদন শ্রীরাধার প্রতি এককালে পঞ্চশর বলপূর্ব্বক সন্ধান করিলেন; বোধ হইল, যেন পঞ্চশর লক্ষ লক্ষ শরে পরিণত হইয়া প্রাণসখীর হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে ॥১৮॥

ফলতঃ তোমার আগমন-জ্ঞানে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে কন্দর্প-ভাবের উদয় হইল, তাহাতে দুর্ব্বার প্রেমের উন্মত্ত উত্তেজনা যেন তাঁহার হৃদয়-তটকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিতে লাগিল। তখন তাঁহার কিরূপ দশা হইল, শুন মাধব! উন্মাদিনীর মত শ্রীরাধা কখন খেদ করেন—কখন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, কখন বা বাত্যা-বিতাড়িত বেতসী পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকেন, কখন বা নয়ন-জলে নিজাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; তারপর তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াও দেখিলেন, গৃহ শূন্যময়,—তখন তোমার বদনচন্দ্রের সুধাবারি দ্বারা

হা সখীজনবচোঽনৃতং মন
স্তং মুদামৃত সমং বৃথা কৃথাঃ।
সংজ্বরো দ্বিগুণিতো যতো দ্যতি
ত্বামিতোয়মপতৎ পুনঃ ক্ষিতৌ ॥২০॥
ত্বাং ধিগস্তু রহিতং স্ববন্ধুনা
জীবিতেত্যলঘু গর্হয়াপ্যহো।
নো মনাগপি তদাপ লাঘবং
প্রত্যুতাতিগুরুভারতামগাৎ ॥২১॥

গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা রাধিকা আহ। হা খেদে হে মন ত্বমনৃতং সখীজনবচঃ মুদা আনন্দেন অমৃতসমং বৃথা কৃথাঃ যতঃ দ্বিগুণিতঃ সংজ্বরঃ ত্বাং দ্যতি খণ্ডতীত্যুক্ত্বা ইয়ং রাধা পুনঃ ক্ষিতৌ অপতৎ ॥২০॥

অধুনা নিন্দতি হে জীবিত! স্ববন্ধুনা কৃষ্ণেন রহিতং ত্বাং ধিগস্তু ইতি অলঘুগর্হয়া অধিক-নিন্দয়াপি অহো অত্যাশ্চর্য্যং মনাগপি তৎজীবিতং ন লাঘবং আপ। প্রত্যুত অতি গুরুভারতামগাৎ। তেন রাধায়া ত্বাং বিনা জীবনধারণ-মেবাতি ভারোঽভূদিতি ব্যঙ্গ্যার্থ বোধ্যঃ ॥২১॥

স্বীয় পিপাসু লোচন-চকোর-যুগলকে শীতল করিতে পারিলেন না ॥১৯॥

গৃহমধ্যে তোমার সাক্ষাৎ না পাইয়া নিরাশার নিঠুর নিপীড়নে শ্রীরাধার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বাষ্প-বিজড়িত কাতর কণ্ঠে কহিলেন—"হায় রে মন! তুমি সখীদের মিথ্যা বাক্যকেই আনন্দে অমৃত সমান মনে করিয়াছিলে? তাই, এখন দ্বিগুণ সন্তাপ উত্থিত হইয়া তোমাকে খণ্ডিত করিয়া দগ্ধ করিতেছে" এই বলিয়া শ্রীরাধা পুনরায় ক্ষিতিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ॥২০॥

শ্রীরাধার দুর্ব্বার হৃদয়-যাতনা—তোমার বিরহে তাঁহার জীবন যেন কত জ্বালাময়—কত ভারভূত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয়

হন্ত কান্ত বিরহেঽপি কিং মহৎ
সৌকুমার্য্য মুদিয়ায় সুভ্রুবঃ।
অঙ্গকানি যদসু-প্রভঞ্জন
স্পন্দনং চ ন হি সোঢ়ুমীশতে ॥২২॥
ইত্যবেত্য মধুসূদনঃ প্রিয়ো-
দন্ত মন্তরুদ ঘূর্ণতাতুরঃ।

হন্ত খেদে সুভ্রুবো রাধায়াঃ কান্তবিরহেঽপি কিং মহৎ সৌকুমার্য্যং উদিয়ায় উদিতমভূৎ। যৎ যস্মাৎ তস্যা অঙ্গকানি অসুপ্রভঞ্জনস্য প্রাণবায়োরপি স্পন্দনং সোঢ়ুং ন ঈশতে কিং পুনর্ব্যজনাদিবায়োঃ। অঙ্গকেতি ক্ষীণতাব্যঞ্জকঃ কঃ। অতএব সৌকুমার্য্যস্যাবধিরুক্তঃ ভঙ্গ্যা তু ত্বদ্বিরহেণ তস্যাঃ প্রাণবায়ুরপি গত ইত্যর্থো ধ্বনিতঃ ॥২২॥

প্রিয়ায়া বৃত্তান্তমবেত্য অন্তরুদঘূর্ণতঃ আতুরঃ কৃষ্ণঃ শোকেন রুদ্ধবাক্ সন্

জীবনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"আরে ছার জীবন! তুমি প্রিয়বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত, তোমায় ধিক! শত ধিক!" এইরূপে স্বীয় জীবনের ভূরি ভূরি নিন্দা করিলেও বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কৃষ্ণ-বিরহ-দিগ্ধ জীবন অত্যল্প মাত্র লঘু না হইয়া বরং অতিশয় গুরুভারবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। ফলতঃ হে ব্রজকিশোর! তোমার বিরহে আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার জীবনধারণ অতিশয় ভারভূত হইয়াছে জানিবে ॥২১॥

হায়! বলিব কি নিঠুর! তোমার বিরহেই ত সেই সুলোচনা শ্রীরাধার এক অতি অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যের উদয় হইয়াছে; তাঁহার ক্ষীণা তনু-লতা সামান্য পাখার বাতাস স্পর্শ ত দূরের কথা, প্রাণ-বায়ুর স্পন্দনও সহিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব ইহা সৌকুমার্য্যের অবধি নহে কি? ফলতঃ তোমার বিরহে তাঁহার প্রাণ বায়ুরও অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না ॥২২॥

প্রিয়তমার বিরহের এই করুণ কাহিনী শ্রীরূপমঞ্জরীর মুখে

বাষ্পপূর্ণ-নয়নে নিরুদ্ধ বা-
গক্ষিপৎ প্রিয়সখাস্য মণ্ডলে ॥২৩॥
তামুবাচ বটুরানয় দ্রুতং
রাধিকাং কনকপদ্মিনীং বনং।
অন্যথা কিমবনং ভবেদ্‌গতিঃ
সৈব হন্ত মধুসূদনস্য যৎ ॥২৪॥

বাষ্পপূর্ণ-নয়নে মধুমঙ্গলস্য মুখে অক্ষিপৎ। মম বচনাসামর্থ্যাৎ প্রত্যুত্তরং ত্বয়ৈবোচ্যতামিতি ভাবঃ ॥২৩॥

শ্লেষেণ বনং জলং পদ্মিনীং আনয়। তথা চ শ্রীকৃষ্ণরূপ জলং বিনা অন্যত্র স্থাপিতায়াঃ পদ্মিন্যাঃ দুঃখে ভবতীনামনবধানমেব কারণমিতি ভাবঃ। ধ্বনিনা তাদৃশার্থমুক্ত্বা অভিধয়া শ্রীকৃষ্ণস্যাসক্তি মাহ। অন্যথেতি। অন্যথা পদ্মিনীং বিনা মধুসূদনস্য কিং অবনং রক্ষণং ভবেৎ? যত স্তস্য সৈবগতিঃ ॥২৪॥

অবগত হইয়া মধুসূদন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন—হৃদয়ের স্তরে স্তরে অন্তর্দ্দাহের ঝটিকাবর্ত্ত প্রবাহিত হইল—শোকে তাপে উদ্‌ঘূর্ণা বশতঃ তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি তখন বাষ্পপূরিত ছল ছল নেত্রে প্রিয়-সখা মধুমঙ্গলের মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন—নিরাশাব্যঞ্জক উদাস-দৃষ্টি যেন প্রিয়সখাকে জানাইল "—সখে! আমার ত কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, তুমিই ইহার প্রত্যুত্তর দাও" ॥২৩॥

পরিহাস-রসিক মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরীকে মধুর শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন "তোমাদের বেশ বিদ্যা দেখ্‌ছি? কনক কমলিনীকে বনমধ্যে অর্থাৎ (জলমধ্যে) স্থাপিত না করিয়া, অন্যত্র রাখিয়া অনর্থক কষ্ট দিতেছ? তোমারাই ত তাহার দুঃখের কারণ। অতএব তোমাদের সেই শ্রীরাধা-নলিনীকে শীঘ্র আনিয়া এই বৃন্দাবনে আমাদের শ্যাম-সরোবরের প্রেমনীরে নিমগ্ন কর। শ্যাম-সলিল ভিন্ন রাধা-পদ্মের দুঃখ ত অবশ্যম্ভাবী

মাধবোঽথ নিজ মাল্যমর্পয়ং
স্তাং ব্যজিজ্ঞপদিদং চ কিঞ্চন।
প্রেয়সী-হৃদি গতাস্তু চম্পক-
স্রজ্ মমাস্য সখি সেয়মুদ্গতা ॥২৫॥
বৃত্তমাখ্যদখিলং সমেত্য সা
রাধিকামথ তয়া বরস্রজঃ।

মাল্যং অর্পয়ন্ সন্ তাং রূপমঞ্জরীং ইদং কিঞ্চন ব্যজিজ্ঞপৎ জ্ঞাপয়ামাস; জ্ঞাপন মেবাহ। মম এষা উদ্গতা স্বকণ্ঠাদুত্তীর্ণা চম্পকমালা প্রেয়স্যা হৃদি-গতাস্তু। পক্ষে প্রেয়সী রাধিকৈব চম্পকস্রক্‌রূপা মম হৃদিগতা অস্তু। উদ্গতা উৎকর্ষেণাব প্রাপ্তা সতী। তথাচ মম এতাং চম্পকমালাং তস্যা হৃদিনিধায় রাধিকা স্বরূপাং চম্পকমালাং আনীয় মম হৃদি দেহীতি ভাবঃ ॥২৫॥

তদনন্তরং সা রূপমঞ্জরী রাধিকাং সমেত্য সমাগম্য নিখিলং বৃত্তান্তং আখ্যাৎ।

হায়! আর যদি পদ্মিনাকে শীঘ্র আনয়ন না কর—তাহা হইলে মধুসূদনের অর্থাৎ ভ্রমরেরই প্রাণরক্ষার আর উপায় কি আছে? যেহেতু, মধুসূদনের (শ্রীকৃষ্ণের) সেই পদ্মিনীই (রাধাই) এক-মাত্র গতি” ॥২৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, নিজের কণ্ঠশোভি চম্পকমালা, শ্রীরূপমঞ্জরীর করে অর্পণ করিয়া এই কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া দিলেন—“এই লও সখি! আমার এই উৎকৃষ্ট চম্পকমালা প্রিয়তমার হৃদয়ে সংলগ্ন কর”। পক্ষান্তরে প্রেম প্রকাশ করিলেন যে, চম্পকমালাস্বরূপা প্রেয়সী শ্রীরাধাই আমার হৃদয়-শোভা বর্দ্ধন করুক। ফলতঃ তুমি আমার প্রদত্ত চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে বিন্যস্ত করিয়া তদ্বিনিময়ে রাধারূপ চম্পকমালা আনিয়া আমার হৃদয়ে অর্পণ কর ॥২৫॥

অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। আহা! বস্তু-শক্তির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সেই

স্রেষেণাপ্ত রমণাঙ্গ সৌরভৈঃ
স্বীয় জীবিত মকারি জীবিতং ॥২৬॥
প্রেয়সি স্ববিরহোগ্র বৃশ্চিক
ব্রাতদংশ বিধুরে শ্রুতে পুনঃ ।
তদ্বিষ জ্বলন জর্জরং তদৈ-
বাস্বভাবি নিজমর্ম্ম শর্ম্মভিৎ ॥২৭॥
সূর্য্যপূজন মিষেণ বঞ্চনং
বাঞ্ছতি প্রিয়সখীগণে গুরোঃ ।

অথ তয়া রাধয়া বরস্রজঃ স্রেষেণ ন প্রাপ্ত রমণাঙ্গ সৌরভৈঃ করণৈঃ মৃতপ্রায়ং স্বীয় জীবিতং জীবিতং জীবনবিশিষ্টং অকারি ॥২৬॥

রাধয়া স্ববিরহরূপোগ্র বৃশ্চিকসমূহ দংশনেন বিধুরে দুঃখিতে প্রেয়সি শ্রীকৃষ্ণে শ্রুতে সতি তস্য কৃষ্ণস্য স্ববিরহরূপ বৃশ্চিকদংশনজন্য বিষজ্বলনেন জর্জ্জরং নিজ মর্ম্ম তদৈব স্বভাবি। অতএব নিজ মর্ম্ম কর্ত্তৃভূতং শর্ম্মভিৎ বনমালা-গন্ধজন্য সুখং ভিনত্তীতি ॥২৭॥

মালা স্পর্শ মাত্র তাহাতে প্রিয়তমের অঙ্গসৌরভ পাইয়া—শ্রীরাধা নিজ মৃতপ্রায় জীবনকে যেন জীবন-বিশিষ্ট করিলেন ॥২৬॥

তারপর যখন শুনিলেন—স্বীয় বিরহরূপ বহুতর বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র দাহে প্রাণবল্লভ অতিমাত্র বিধুর হইয়া পড়িয়াছেন,—হায়! সে মর্ম্মদাহী বিষের জ্বালায় অনুক্ষণ জর জর হইতেছেন—তখন শ্রীরাধাও তাঁহার সেই বিষের জ্বালা নিজ মরমে মরমে অনুভব করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রকৃত প্রাণের মিলন—দুইটী প্রাণ একটী প্রেমের তারে বাঁধা পড়ে, সেখানে একটী প্রাণের আঘাত অপর প্রাণে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাই, শ্রীরাধাও হৃদয়ের প্রতি স্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথা অনুভব করিয়া অতিমাত্র ব্যথিতা হইলেন। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে তখন বনমালার গন্ধজন্য যে সুখের উদয় হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া গেল ॥২৭॥

সৈব গর্গতনয়া গিরাচিরা-
দেত্য তত্র জটিলাদিদেশ তাঃ ॥২৮॥
অর্চ্চনায় বিপিনে সহস্রগো-
রর্ব্বুদাযুত-গবাপ্তি হেতবে।
যাত শাতমিদমদ্য তন্যতাং
ভাস্বতা নয়ন দৈবতেন বঃ ॥২৯॥

সূর্য্যপূজনমিষেণ গুরোবর্ঞ্চনং সখীজনে বাঞ্ছতি সতি ভাগ্যবশাৎ সৈবগুরু-এবগর্গতনয়া গার্গী তস্যা গিরা অচিরাদেব তত্র সখীনামগ্রে এত্য তাঃ সখীঃ সূর্য্যপূজায়ৈঃ আদিদেশ ॥২৮॥

অযুতগবাপ্তিহেতবে সহস্রগোঃ সূর্য্যস্যার্চ্চনায় যুয়ং বিপিনে যাত সরস্বত্যা তু সহস্রসংখ্যকা গাবো বিদ্যন্তে যস্য তস্য কৃষ্ণস্যার্চ্চনায়। অযুতসংখ্যকানাং

শ্রীরাধার উদ্দাম উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্ষার বারিপূর্ণ স্রোতস্বিনীর ন্যায় হৃদয়ের কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধার সেই অবস্থা দর্শনে সূর্য্য-পূজার ছলে জটিলাদি গুরুজনকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করাইবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন; এমন সময় সৌভাগ্য ক্রমে গার্গীর বাক্যানুসারে সহসা জটিলা সখীগণের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে সূর্য্য-পূজায় গমন করিতে আদেশ দিলেন ॥২৮॥ *

বলিলেন—"শুন ললিতাদি! তোমাদিগকে বলি শুন, অযুত-অর্ব্বুদ গোধন-লাভের নিমিত্ত তোমরা সেই সহস্র-গোর অর্থাৎ সহস্র কিরণশালী সূর্য্য দেবের পূজার নিমিত্ত বন গমন কর।

* তথাহি পদ।—বুঝাঞা বধূরে, কহয়ে সত্বরে দেব পূজিবার তরে। ক্ষণেক শয়ন, কর সবজন, অলস করহ দূরে॥ পূজন সাজন, কর সব জন, তাহাতে স্থরয পূজি। কর্পূর চন্দন, বিবিধ পকান্ন, পাঁচফুলে ভর সাজি॥ দেবতা ভবনে, থাকিবে যতনে, লইয়া আপন সখী। পূজন লাগিয়া যতন করিয়া বটুয়ে আনিবে ডাকি॥ জটিলা বচনে, সব সখীগণে, শয়ন করিল আসি। বাহিরে বাথানে, সব সখীগণে, শেখর বাথানে হাসি॥ পঃ কঃ।

সানুকূল বিধিনাধিনাশিনা
সাধিতাভিমত সিদ্ধিরালিভিঃ।
প্রেষ্ঠরোচিত মনেকধোচিত
দ্রব্যজাতমচিরাৎ সমগ্রহীৎ ॥৩০।

গবাং সুখানাং শ্রীকৃষ্ণ-কান্তীনাং বা প্রাপ্তি হেতবে ইত্যর্থঃ কৃতঃ। নয়নাধি-দৈবতেন ভাস্বতা সূর্য্যেণ বো যুষ্মাকং শাতং সুখং অন্ত তন্যতাং। পক্ষে—ভাস্বতা কান্তিমতা কৃষ্ণেন স তু তাসাং নয়নাধিদৈবশ্চ ভবত্যেব ॥২৯॥

আধিনাশিনা অনুকূলবিধিনা সাধিতাভিমতসিদ্ধিঃ সা রাধা আলিভিঃ সহ প্রেষ্ঠস্য রোচিতং অথচানেকধা উচিতং দ্রব্যসমূহং সমগ্রহীৎ ॥৩০॥

অন্ত সেই ভাস্কর-নয়নাধিদেবের দ্বারা তোমাদের এই সুখ বৰ্দ্ধিত হউক।” অনুকূল বাণী জটিলার রসনায় ললিতাদি-ব্রজসুন্দরীদের অন্তরের ভাব পরিব্যক্ত করিলেন। ললিতাদি কৃষ্ণাভিসারের যে উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, জটিলার বাক্যে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। অযুতার্ব্বুদ অর্থাৎ অপরিমেয় সুখ বা কৃষ্ণকান্তিলাভের নিমিত্ত যাঁহার সহস্র গো বিদ্যমান, সেই গোচরণ-নিরত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় তোমারা গমন কর, তাহা হইলে সেই উজ্জ্বল ইন্দীবর-কান্তি শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের নয়নাধিদেব হইবেন।” জটিলা সূর্য্যদেবের-উদ্দেশে বলিলেন, কিন্তু সরস্বতী দেবী উক্ত বাক্য যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাহা গোপীদের মনে উন্মেষিত করিয়া দিলেন, গোপীরা সূর্য্যার্চ্চনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণার্চ্চনাই বুঝিলেন ॥২৯॥

এইরূপে দুঃখতাপহারী অনুকূল বিধি যাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটাইলেন, সেই প্রেমময়ী শ্রীরাধা সখীগণের সহকারিতায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বহুবিধ দ্রব্যজাত সূর্য্যপূজার উপযোগীরূপে অচিরাৎ সংগ্রহ করিলেন ॥৩০॥ *

* তথাহি পদ।—তুলসী বচনে, সব সখীগণে, দেব পূজিবার তরে। বিধি অগোচর, নানা উপহার, পূজন ভাজন ভরে। চিনি ফেনিকলা, মাখন রসালা, রেউড়ী কদমা তিলা। পুরি

মোদকান্যমৃতগর্ব্ব সন্ততে
মোদকান্যকৃত রাধিকা স্বয়ং।
বল্লভানি রমণস্য নো ভবে-
দ্দুল্লভা নিধিপতি প্রভোরপি ॥৩১॥
ধূপদীপবরবস্ত্রভূষণা-
দ্যংশুমালি যজনেহস্ত্যপেক্ষিতং।
তৎ সমাহৃতি নিবন্ধনস্তয়া
স্বঃ কৃতঃ কতিপয় ক্ষণাশ্রয়ঃ ॥৩২

অমৃতস্য গর্ব্বসন্ততে মোদকানি খণ্ডকানি মোদকানি শ্রীকৃষ্ণার্থং রাধিকা স্বয়মকৃত। কথম্ভূতানি রমণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বল্লভানি প্রিয়াণি। যেষাং মোদকানাং লভা প্রাপ্তিঃ নিধিপতিঃ কুবের স্তস্য প্রভোঃ মহাদেবস্যাপি নো ভবেৎ ॥৩১॥

অংশুমালিনঃ সূর্য্যস্য যজনে যৎ ধূপাদি অপেক্ষিতং তস্য সমাহৃতি নিবন্ধনস্তয়া রাধয়া কতিপয় ক্ষণাশ্রয়ঃ কৃতঃ তং বিলম্বং অবলম্বনেন উজ্ঝিতঃ অর্থাৎ নিরবলম্বঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতিতীব্রয়া উৎকণ্ঠয়া সোঢ়ুং ন অশকদিতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ ॥৩২॥

শ্রীরাধিকা স্বয়ং প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে সকল মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অমৃতের গর্ব্ব বিস্তার করে এবং এই জন্যই ব্রজসুন্দরের অতি প্রিয়। এই সকল উপাদেয় মোদক এমনই দুর্ল্লভ যে, নিধিপতি কুবেরের প্রভু মহাদেবেরও প্রাপ্তি অসম্ভব। সূর্য্য-পূজা-ছলে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত এই সকল মোদকও সংগ্রহ করিয়া লইলেন ॥৩১॥

অনন্তর সূর্য্যপূজার নিমিত্ত ধূপ-দীপ উত্তম বসন ভূষণাদি

পুরা খাজা, পেড়া সরভাজা, রাধিকা করিয়াছিলা। অমৃত কেলিকা, আদি সে লড্ডুকা, সঘৃত মুরুগ্ন ঝুরি। দেবতা পূজনে করিয়া যতনে, শাকরা মিছিরি খেরি॥ অগৌর চন্দন, তরিল ভাঙ্গন, সুগন্ধি ফুলের মালা। অতুল, অমূল, কর্পূর তাম্বূল, সাজল সকল ডালা। সঙ্গিনী রঙ্গিণী রূপতরঙ্গিণী, বসিয়া মন্দির মাঝে। মদনমোহন, মোহিতে যতন, করিলা রাইক সাজে। সবারে সত্বর, করিলা শেখর, দেখিয়া উঁছর বেলা। জটিলা চরণ, করিয়া বন্দন, চলিলা সকল বালা। পঃ কঃ

তং বিলম্ব মবলম্বনোজ্ঝিতঃ
সোঢ়ু মুৎকলিকয়াতি তীব্রয়া।
কেশবো ন চুলুকীকৃতাতুল
স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যজলধি স্তদাশকৎ ॥৩৩॥
প্রাহিণোন্মুরলিকাং স্বদূতিকা-
মচ্যুতঃ শ্রুতিযুগে বিধৃত্য যা।
প্রেয়সীং নিজকলেন লম্ভয়েৎ
কণ্ঠমস্য কনকস্রজং যথা ॥৩৪॥

যতঃ স কৃষ্ণঃ উৎকণ্ঠয়া চুলুকীকৃতোঽতুল স্থৈর্য্যধৈর্য্যরূপ সমুদ্রো যস্ম তথাভূতঃ ॥৩৩॥

অচ্যুতঃ স্বদূতিকাং মুরলীং প্রাহিণোৎ। যা মুরলী নিজকরেণ। পক্ষে নিজ কল এব কর স্তেন শ্রুতিযুগে বিধৃত্য কনকস্রজরূপাং প্রেয়সীং অস্য কৃষ্ণস্য কণ্ঠে লম্ভয়েৎ। কনকস্রক্ যথা জড়তয়া পরবশা তথা ইয়মপীতি ভাবঃ ॥৩৪॥

যাহা যাহা প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহের নিবন্ধন শ্রীরাধার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইয়া পড়িল ॥৩২॥

এই সামান্য মাত্র বিলম্বও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি উৎকণ্ঠার আকুল আবেগে অতিমাত্র অধীর হইলেন, তীব্র উৎকণ্ঠা যেন তাঁহার স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যের সাগরকে গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিল। তিনি অবলম্বনশূন্য হইয়া সেই বিলম্বকে আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥৩৩॥ *

তখন শ্রীকৃষ্ণ, সেই কল-নাদিনী মুরলীকে স্বীয় দূতীস্বরূপে প্রেরণ

* তথাহি পদ।—কুসুমিত কাননে কাতর কান। কামিনী লাগি করত অনুমান। কি কহব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি। কলাবতী কাহে অবধি করু অতি॥ দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা। কিয়ে লাগি মানিনী ভৈগেলি রাধা॥ তপনক তাপে কিয়ে চলইনা পার। গুরুয়া নিতম্বিনী উচ কুচভার॥ স্বজন সহিতে কিয়ে বাঢ়ল নেহ। ইথে জানি সো ধনী না তেজেলি গেহ॥ বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি। কৈছন বঞ্চয়ে সো সুকুমারী॥ বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত। শেখর সহ ধনী মিলব একান্ত॥ রায় শেখর।

যৈষ সম্ভ্রমতরঙ্গিণী মহা-
বর্ত্তমম্বকিরদেব তাং তদা।
দেবতাং কিমু জবাদবীবিশৎ
কাঞ্চনাপনুদতীং ভিয়ো হ্রিয়ঃ ॥৩৫॥
কুত্র বা স্ম পততোঽঙ্ঘ্রি পঙ্কজে
পাণিপল্লবযুগং কিমাদদে।
কিঞ্চনাপি ন বিবেদ সা যতঃ
স্নাপিতাশ্রু-সলিলৈরকম্পত ॥৩৬॥

মুরলী দূতী সম্ভ্রমরূপতরঙ্গিণ্যা নদ্যা মহাবর্ত্তমনু মহাবর্ত্তে তদা তাং রাধাং অকিরদেব। উৎপ্রেক্ষামাহ। মুরলী দূতী হ্রিয়োভিয়শ্চ লজ্জা ভয়াংশ্চ অপনুদতীং দূরীকুর্ব্বতীং কাঞ্চন দেবতাং কিং তস্যা মনোমধ্যে জবাৎ অবীবিশৎ ॥৩৫॥

মুরলী শ্রবণাত্তস্যা দশামাহ। কুত্র বাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে পততঃস্ম এবং পাণিযুগলং কিং আদদে। যতো মুরলী শ্রবণাৎ সা রাধা কিঞ্চন ন বিবেদ। অশ্রুসলিলৈঃ স্নাপিতা সতী অকম্পত ॥৩৬॥

করিলেন। কল শব্দ দ্বারা বা কর দ্বারা প্রিয়তমাকে নিজ শ্রুতি-যুগে ধারণ করিয়া আনিয়া সুবর্ণ-মালার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন করিয়া দেওয়াই মুরলী দূতীর স্বভাব বা কার্য্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র মুরলিকার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কনকমালা জড় বস্তু বলিয়া যেরূপ পরবশা, সেইরূপ এই প্রিয়তমাও পর-বশবর্ত্তিনী ॥৩৪॥

মুরলী দূতী প্রথমেই শ্রীরাধাকেই সম্ভ্রম-তরঙ্গিণীর মহাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মুরলীর মধুরাস্ফুট কল-ধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার লজ্জা-ভয় সমস্তই তিরোহিত হইয়া গেল, বোধ হইল যেন মুরলী দূতী, লজ্জাভয়-দূরকারিণী কোন দেবতাকে শ্রীরাধার মনোমধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইল—আর অমনই তাহার প্রভাবে যেন তিনি তন্মুহূর্ত্তে শঙ্কা-সম্ভ্রম-লজ্জাশূন্যা হইয়া পড়িলেন ॥৩৫॥

সেই কুল-নাশা মুরলীর কল-মধুর শব্দ-তরঙ্গ আঘাতে আঘাতে

কাননাভিসরণোচিতাংশুকা
কল্পবেষপরিধাপনোন্মুখীঃ
সা সখীরপি বিলম্বশঙ্কয়া-
ক্ষিপ্য বেষমকৃত স্বয়ং তনোঃ ॥৩৭॥
গোস্তনাখ্য মণিহার বেষ্টনৈ
দ্রাঙ্ নিতম্ব মকরোদলঙ্কৃতং ।

কাননাভিসরণোচিত বস্ত্রাদি পরিধাপনোন্মুখীঃ সখীরপি সা রাধা বিলম্ব শঙ্কয়া আক্ষিপ্য স্বয়মেব তনোর্বেষমকৃত ॥৩৭॥

কিঙ্কিনী বুদ্ধ্যা গোস্তনাখ্য মণিহারবেষ্টনৈ দ্রাক্ নিতম্বং অলঙ্কৃত মকোরৎ।

শ্রীরাধার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীরাধা এমনই অধীরা, উন্মনা হইলেন যে, তাঁহার চরণ-কমল কোথায় পতিত হইতেছে এবং কর-পল্লবই বা কি গ্রহণ করিতেছে, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কেবল নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিলেন ॥৩৬॥*

তখন সখীগণ কাননাভিসারের উপযোগী বেশ-ভূষায় শ্রীরাধাকে বিভূষিতা করিবার নিমিত্ত উন্মুখী হইলেন বটে, কিন্তু বংশীনাদে আত্মহারা শ্রীরাধার পক্ষে সে বিলম্ব একবারেই অসহনীয় বোধ হইল, তিনি বিলম্ব-আশঙ্কায় সখীগণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া স্বয়ংই নিজাঙ্গের বেশ-রচনা করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

কিন্তু চিত্তের বিভ্রমবশতঃ তাঁহার বেশ ভূষার পারিপাট্যের পরিবর্ত্তে পদে পদে বেশ-বিপর্য্যয়ই ঘটিতে লাগিল। শ্রীরাধা, কটি-ভূষণ কিঙ্কিণী মনে করিয়া গোস্তনাখ্য মণিহার বেষ্টনেই নিজের

* তথাহি পদ।—অরুণ অধরে পূরত বেণু, ঘনাইয়া ঘেরত সবহুঁ ধেনু, সহজে সুন্দরী-বিরহে ভোর, দূরে বরজ-অঙ্গনা। শুনি শুনি গোপী হরল বোল, ভাবে অবশ চিত্ত বিভোল, রহি রহি চমকি উঠত থরহি থরই কম্পনা। অনেক যতনে চেতন পাই, চললি যাঁহা সুন্দরী রাই, ফেরি হেরত বেরি বেরি ঐছন মনোরঞ্জনা। দাস প্রসাদ করত আশ, অমিয়া অধিক মধুর ভাষ, শুনি তিরপিত নয়ন সুখ তাপ নিকর অঞ্জনা ॥ পঃ কঃ

কণ্ঠ মন্বধিত কিঙ্কিণীং স্রজং
মূর্দ্ধ্নি বেণিশিখরে ললাটিকাং ॥৩৮॥
লোচনে মৃগমদ-দ্রবাঞ্জিতে
ভালমঞ্জন বিশেষকার্চ্চিতং।
হন্ত যাবকরসেন নির্ম্মমে
স্থাসকং তনুমনূদিতত্বরা ॥৩৯
নীল মঞ্জুল নিচোল সংবৃতা
মাধুরীব নিরগাৎ পুরাদ্বহিঃ।

গুচ্ছ গুচ্ছার্দ্ধ গোস্তনা ইত্যমরঃ। কণ্ঠ মনুকণ্ঠে হার বুদ্ধ্যা কিঙ্কিনীমধিত। মূর্দ্ধ্নি স্রজমধিত। বেণ্যগ্রে ললাটিকা মধিত ॥৩৮॥

অঞ্জন বুদ্ধ্যা মৃগমদদ্রবেণ লোচনে। ভালং মৃগমদবুদ্ধ্যা অঞ্জন বিশেষকেণ অঞ্জন-নির্ম্মিত তিলকেন অর্চ্চিতং। তনু মনু তনৌ। উদিতত্বরা সা রাধা স্থাসকং * খোর ইতি প্রসিদ্ধং নির্ম্মমে ॥৩৯॥

নীলবস্ত্রেণাবৃতাং রাধাং উৎপ্রেক্ষতে। কৌমুদী জ্যোৎস্না কিং ক্ষিতৌ ঘনতাং নিবিড়তাং পক্ষে মেঘভাং গতা। মেঘবাচকোঽপি ঘনশব্দঃ অতঃ

নিতম্বদেশ শীঘ্র অলঙ্কৃত করিলেন, হার মনে করিয়া কণ্ঠে কিঙ্কিণী ধারণ করিলেন, মস্তকে মাল্য এবং বেণীশিখরে ললাটিকা ধারণ করিলেন ॥৩৮॥

অঞ্জন-বুদ্ধিতে মৃগমদ-দ্রব লইয়া নয়ন-কমল অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মৃগমদ মনে করিয়া অঞ্জন দ্বারা ললাটে তিলক রচনা করিলেন। হায়! হায়! সেই প্রবলা ত্বরা উদিত হইয়া শ্রীরাধাকে এমনই ভ্রান্তিতে পাতিত করিল যে, তিনি চন্দনাদির পরিবর্ত্তে অলক্তক-রসের দ্বারাই আপনার বর-তনুর স্থাসক অর্থাৎ অঙ্গরাগ-সম্পাদন করিলেন ॥৩৯॥

---

* স্থাসকং—চন্দনাদিনা দেহ-বিলেপবিশেষঃ

কৌমুদীব ঘনতাং গতা ক্ষিতৌ
কিং ঘনেন নিহিতাত্মনোঽন্তরে ॥৪০॥
প্রান্তবর্ত্ম নিহিতাঙ্ঘ্রি পল্লবা।
হ্রীক্ষপা-ক্ষয়বশাদবগুণ্ঠনো-
ন্মুক্তমাস্যকমলং দধে স্ফুটং ॥৪১॥

শব্দশ্লেষমাশ্রিত্য উৎপ্রেক্ষান্তর মাহ। সা ঘনেনৈব বস্ত্ররূপ মেঘেনৈব কর্ত্রা কিং আত্মনোঽন্তরে মধ্যে নিহিতা ॥৪০॥

সখিভিঃ সহ পুরস্থ উপকানন-প্রান্তবর্ত্ম নিহিতাঙ্ঘ্রি পল্লবা রাধিকা হ্রীক্ষপাক্ষয়বশাৎ লজ্জারূপরাত্রি ক্ষয়বশাৎ ঘোঁঘট ইতি প্রসিদ্ধেন অবগুণ্ঠনেন মুক্তং আস্য-কমলং স্ফুটং ব্যক্তং দধে। অবশ্যাকার লোপঃ। কমলপক্ষে রাত্রিক্ষয়াৎ অবগুণ্ঠনং কমল-কলিকায়া মুদ্রিতত্বং তেন মুক্তং অতএব প্রস্ফুটিতং কমলং ॥৪১॥

অনন্তর মনোহর নীল বসন পরিধান করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী মাধুরীর ন্যায় নিজ ভবন হইতে বাহির হইলেন। আমরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! তখন বোধ হইল যেন নীলাম্বর-রূপ নব-জলধর, নিবিড়তা-প্রাপ্তা—মূর্ত্তিময়ী শারদ-কৌমুদীকে স্বীয় অন্তরের মধ্যে নিহিত করিয়া ধরাতলে বিচরণ করিতেছে ॥৪০॥

এই রূপে সখীগণের সহিত শ্রীরাধা যেমন পুর-সংলগ্ন উপবনের প্রান্তবর্ত্তি-পথে পদ-পল্লব অর্পণ করিলেন, অমনই নিশাবসানে মুদ্রিতা কমল-কলিকা যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ তাঁহার লজ্জারূপা রাত্রির অবসানে অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত বদন-কমল ব্যক্ত হইয়া পড়িল; ফলতঃ নিশাবসানে কমল-কলিকা যেরূপ প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ লজ্জা তিরোহিত হওয়ায় শ্রীরাধা স্বীয় বদন-কমলকে অবগুণ্ঠনোন্মুক্ত করিলেন ॥৪১॥ †

† দণ্ডদণ্ডে দিবাভিসার।—

তথাহিপদ।—তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল, তাতল বালুক দহন সমান। চঞ্চল মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে, তাপ তাপন নাহি জান॥ প্রেমক গতি অনিবার। নবীন যৌবন ধনী,

গীর্ব্বিনোদমপি বেণুরীহতে
সাম্প্রতং সকল শাস্ত্রবিৎ স্বয়ং।
মূকতাং পটুতরাপি যৎ পিক-
শ্রেণিরেতি তদিয়ং সুসভ্যতা ॥৪২॥
বেণুনাহ্বয়তি গা হরৌ তৃণোহ-
স্তেদতোক্রম মরন্দ বৃষ্টিতঃ।

পুবাদ বহির্নিঃসরণেন লজ্জাপগমাৎ। তাসাং পরস্পর বাগ্বিলাসমাহ। অয়ি সখি বেণুঃ পণ্ডিতজনবৎ সাম্প্রতং গীর্বিনোদ মীহতে। পণ্ডিত সাধর্ম্ম্যমাহ। যতঃ সকল শাস্ত্রবিৎ। বেণুপক্ষে স বেণুঃ কলস্য শাস্ত্রং বেত্তি। এবং পটুতরাপি পিকশ্রেণী যৎ মূকতাং এতি তৎ ইয়ং সুসভ্যতা স্বতোঽধিকস্য নিকটে মূকত্বমেব সভ্যত্বং ॥৪২॥

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াই নাগরিণী-মণি শ্রীরাধা সেই নির্জ্জন বনপথে যাইতে যাইতে বিলজ্জভাবে সখীগণের সহিত পরস্পর বাগ্বিলাস করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কলপদায়ত বেণুধ্বনি শ্রবণে তন্ময় হইয়া কহিলেন—"সখি! পণ্ডিতগণ যেরূপ সকল শাস্ত্রবিৎ, সেইরূপ বেণুও স্বয়ং কলশাস্ত্রবেত্তা, সম্প্রতি ঐ যে কল-মধুর বাগ্বিলাস দ্বারা নিখিলজনের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, উহা পণ্ডিত জনের উপযুক্তই বটে। আর ঐ দেখ, কলকণ্ঠ কোকিল-কুল সুমধুর স্বরালাপে সুপটু হইয়াও বেণুনাদ শ্রবণে নীরব থাকিয়া, কেমন সুন্দর সুসভ্যতা প্রকাশ করিতেছে? যেহেতু আপন অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞজনের বাক্যালাপের সময়, নীরবে অবস্থান করাইত সভ্যতা ॥৪২॥

চরণ-কমল জিনি, তবহি করল অভিসার ॥ ধ্রু ॥ কুলগুণ গৌরব, সতীযশ সৌরভ, তৃণ করি না মানয়ে রাধে। মনমাহা মদন, মহোদধি উছলল, ছোড়ল কুল মরিযাদে। কতহুঁ বিঘিনী, জিতল অনুরাগিনী, সাধল মনমথ তন্ত্র। গুরুজন নয়ন, নিবারিতে সুবদনী, পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র ॥ কেলী কলাবতি কুসুম সরসি—কূলে, কৌশলে কয়ল পয়ান। যতছিল মনোরথ, পূরল মনোরথ, ইহ কবি শেখর গান ॥৮॥ পঃ কঃ।

ভূরপি প্রবর রোমহর্ষভাক্
স্বেদিনী চ সহসা রসাদভূৎ ॥৪৩॥
কীর কেকিপিক সংহতেরপি
স্তম্ভমাপ রভসাৎ সরস্বতী।
আপ আপুরপি নিম্নগাশ্রিতা
যজ্জড়ত্বমিহ কা বিচিত্রতা ॥৪৪॥

হে গাবঃ সমাগচ্ছত ইতি বেণুনা গা হরৌ আহ্বয়তি সতি পৃথিবী প্রভৃতি নানাপদার্থবোধকস্য গোশব্দস্য স্বস্মিন্ তাৎপর্য্য-ভ্রমেণ জাতং যৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকাহ্বানং তেন পৃথিব্যাদীনামানন্দোত্থভাবং বর্ণয়তি বাহুভিশ্লোকৈঃ। তৃণোদ্ভেদতো, ভূরপি রোমহর্ষভাক্ এবং দ্রুমমরন্দ-বৃষ্টিতঃ স্বেদিনী চ অভূৎ। রসাৎ আনন্দাৎ ॥৪৩॥

গোশব্দস্য বাক্যপরত্বং জলপরত্বঞ্চাশঙ্ক্যাহ। কীরাদি সংহতেরপি সরস্বতী বাণী রভসাৎ হর্ষাৎ স্তম্ভং আপ। নিম্নগাশ্রিতা আপো জলানি যজ্জড়ত্বমাপুঃ তত্র কা বিচিত্রতা। যতঃ সরস্বত্যা অপি তাৎপর্য্য ভ্রমেণ এতাদৃশী দশাচেৎ নিম্নগায়া স্তস্যা জাড্যে কিমাশ্চর্য্যং ॥৪৪॥

ঐ দেখ সখি! বংশীধারী, মোহন-মুরলী-নিনাদে "এস গো-গণ! "বলিয়া গোযুথকে আহ্বান করিতেছেন; কিন্তু গো-শব্দের তাৎপর্য্য-বোধক তাবৎ পদার্থই "আমাকে আহ্বান করিতেছেন," এই মনে করিয়া কেমন আনন্দোৎফুল্ল হইতেছে দেখ? আহা! পৃথিবী তৃণোদ্ভেদ ছলে আনন্দে কত পুলকিতা ও তরুগণের মকরন্দ-বৃষ্টি দ্বারা কেমন স্বেদাভিষিক্তা হইতেছে ॥৪৩॥

আবার গো শব্দে বাণী ও জলও বুঝায়। সুতরাং ঐ দেখ কলকণ্ঠ শুক, শিখী, পিক, পাপিয়ার মধুর বাণীও 'আমাকেই আহ্বান করিতেছে' এই ভ্রমে আনন্দাবেগে স্তম্ভিতা হইয়া গিয়াছে। দেখ, দেখ, সখি! ঐ বুঝি নির্ম্মল-সলিলা বেগবতী যমুনার জলরাশিও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইল? আশ্চর্য্য নয়? গো শব্দের তাৎপর্য্য-ভ্রমে সরস্বতীরই যখন

উন্মিষদ্‌ঘন মুদশ্রুধারিণী
দ্যৌরপি স্বমতি সৌভগাস্পদং।
সাধ্বমংস্ত হিমমন্দমারুতৈ
র্বীজয়ত্যাপি দিগালি রোলিতা ॥৪৫॥
শব্দ এষ ন হি কণ্ঠবৃত্তিকঃ
স্ব প্রযোক্তুরপি যো বিনেচ্ছয়া।

স্বর্গদিক্‌ পরত্বাভিপ্রায়েণাহ। উন্মিষদ্‌ ঘনাৎ উদয়ং প্রাপ্নুবন্মেঘাৎ মন্দবর্ষারূপ হর্ষাশ্রুধারিণী দ্যৌঃ স্বমতি সৌভগ্যাস্পদং সাধু অমংস্ত। পক্ষে উদয়ন্মেঘমিতি স্বস্য বিশেষণঃ। উদশ্রুধারিণীতি স্বতন্ত্রং। মন্দমারুতৈঃ শ্রীকৃষ্ণং বীজয়তীতি দিক্‌শ্রেণী ঈলিতা বেণুনা স্তুতা অর্থাৎ আহূতা সতী স্বং তাদৃশং অমংস্ত। স্বর্গেষু পশু বাগ্বজ্র দিঙ্‌নেত্র ঘৃণিভূজল ইতি নানার্থঃ ॥৪৫॥

এষঃ শব্দঃ বেণুধ্বনিঃ ন হি কণ্ঠবৃত্তিকঃ। যঃ শব্দঃ প্রযোক্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইচ্ছয়া বিনাপি স্বার্থমাত্রপর এব যতঃ অখিলা গাঃ পৃথিব্যাদীঃ সম্ভ্রমং নয়েৎ। পক্ষে এস গোশব্দঃ ন বিদ্যতে ব্যঞ্জনাদিরূপা কণ্ঠবৃত্তির্যস্য তথাভূতঃ

এতাদৃশী দশা ঘটিল, তখন নিম্নগা স্রোতস্বিনীর এরূপ জড়তা প্রাপ্তিতে আর বিচিত্রতা কি? ॥৪৪॥

'গো' শব্দে স্বর্গ ও দিক্‌ বুঝায়। ঐ দেখ, স্বর্গ,—"আমাকেই আহ্বান করিতেছে" এই মনে করিয়া উদিত মেঘমালা হইতে মৃদু-বর্ষণরূপ আনন্দাশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতে করিতে আপনাকে কত সৌভাগ্যাস্পদ বোধ করিতেছে। আমরি! সখি! ঐ দিগঙ্গনাগণও মুরলীরবে আকৃষ্টা হইয়া আনন্দ-পুলক ভরে স্নিগ্ধশীতল মন্দ সমীর দ্বারা বংশীধারীকে কেমন ব্যজন করিতেছে, দেখ! ॥৪৫॥

সখি! ইহা মুরলীধরের গুণ না স্বয়ং মুরলীরই এক আশ্চর্য্য শক্তি? আমার বোধ হয়, ইহাতে মুরলীধারীর কোন কৃতিত্ব নাই; কারণ, "এস গো-গণ", এই যে মুরলীতে ধ্বনিত হইতেছে—এই

স্বার্থমাত্রপর এব সম্ভ্রমং
গা নয়েদতিতরাং যতোঽখিলাঃ ॥৪৬॥
যাত্বভূদভিধয়া প্রতি স্বম-
প্যুদ্‌গত শ্রুতিরবাপ্ত সংমদা।
হন্ত হম্ব ইতি সাপভাষয়ে-
বোত্তরং প্রতিদদৌ গবাং ততিঃ ॥৪৭॥

স্বপ্রয়োক্তুরিচ্ছয়া বিনাপি তাৎপর্য্যভ্রমাৎ পৃথিব্যাদি স্বার্থসামান্তপর এব যতোঽখিল গাঃ পৃথিব্যাদী সম্যক্ ভ্রমং মামেবাহ্বয়তি মামেবাহ্বয়তীত্যাদি লক্ষণং নয়েৎ। আলঙ্কারিকমতে নানার্থ শব্দস্য একত্র শক্তিঃ অন্যার্থস্য ব্যঞ্জনয়ৈব বোধ্যতে ॥৪৬॥

যা তু গবাং ততিঃ অভিধয়া নাম্না পক্ষে শক্ত্যা প্রোক্তুরভিপ্রেতয়া হেতুনা

শব্দ কণ্ঠবৃত্তিক নহে; উহা নিজ প্রয়োগ-কর্ত্তা মুরলীধরের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থমাত্রপর রূপে স্বীয় উন্মাদিয়া শক্তিতে গোশব্দের অর্থবাচ্য পৃথিবী প্রভৃতি সকলকে কিরূপ প্রবল ভাবে সম্ভ্রমান্বিত করিতেছে দেখ। অথবা এই গো-শব্দ ব্যঞ্জনাদিরূপ কণ্ঠবৃত্তিরহিত অর্থাৎ গো-শব্দের অর্থবোধ করিতে ব্যঞ্জনাদি শব্দ-শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, উহা নিজ প্রয়োগকর্ত্তার ইচ্ছা ব্যতীত তাৎপর্য্য ভ্রমবশতঃ নিজার্থবাচ্য পৃথিবী প্রভৃতিকে সামান্য ভাবেই বোধ করাইয়া তাহাদের সকলকেই "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আহ্বান করিতেছেন, আমাকে আহ্বান করিতেছেন" এইরূপ সম্যক্ ভ্রমযুক্ত করিতেছে। আলঙ্কারিকদিগের মতে শব্দের একই স্থানে নানার্থ প্রকাশের নাম শক্তি, কিন্তু শব্দের অন্যার্থ ব্যঞ্জনা দ্বারাই বোধ্য হয়। অতএব দেখ সখি! এস্থলে বংশীধারীর গুণ নহে —শব্দেরই আশ্চর্য্য শক্তি! ॥৪৬॥

আবার দেখ দেখ, ঐ গোধনশ্রেণী অভিধা অর্থাৎ নাম দ্বারা

বেণুনা স্বরগণাঃ কৃতাঃ সহ
গ্রামজাতিভিরণেন মূর্চ্ছিতাঃ।
মূর্চ্ছিতা যদভবন্ স্বরঙ্গনা
এনমত্র তদুপালভেত কঃ ॥৪৮॥
পর্ব্বতোপলবরা অপি দ্রবং
পর্ব্বতোঽতিশয়তঃ প্রপেদিরে।

প্রতি স্বং উদ্গতকর্ণা অভূৎ। সা হৃম্ব ইতি অপভাষয়ৈব প্রত্যুত্তরং দদৌ। অতএব ভিন্নোপক্রমার্থ স্তকারঃ ॥৪৭॥

অনেন বেণুনা গান প্রভেদ রূপাভিঃ গ্রামজাতিভিঃ সহ স্বরগণা মূর্চ্ছিতাঃ কৃতাঃ। অত্র যদ্যস্মাৎ বিন্দ্বাগমভ্রমাৎ স্বরঙ্গনা মূর্চ্ছিতা অভবন্ তত্তস্মাৎ এনং শ্রীকৃষ্ণং অত্র বিষয়ে ক উপালভেত অনুযোগং দাতুং শক্নোতি। শকিলিঙ চেতি লিঙ ॥৪৮॥

বা মুখ্যার্থ-বোধিকা অভিধা-নাম্নী শব্দশক্তি দ্বারা বক্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে এই মনে করিয়া অতিশয় হর্ষভরে তৎপ্রতি উৎকর্ণ হইতেছে এবং হম্বা এই অপভাষায় কেমন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে ॥৪৭॥

শ্রীরাধা বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইয়া আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় কহিলেন —"আমরি! কি বিচিত্র ব্যাপার! ঐ দেখ সখি! কুলবতীর কুলগর্ব্ব-নাশক বাঁশী দ্বারা সঙ্গীতের ভেদরূপ গ্রাম-জাতির সহিত স্বরগণ কেমন মূর্চ্ছিত হইতেছে অর্থাৎ মূর্চ্ছার সহিত সঙ্গতি লাভ করিতেছে। আবার "স্বরগণা" এই বাক্যে বিন্দু অর্থাৎ (ং) অনুস্বর আগম হইলে "স্বরঙ্গনা" হয়। এই বিন্দু আগম ভ্রমেই ঐ দেখ স্বরঙ্গনা অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেবাঙ্গনাগণও কলপদায়ত্ত বেণুগান শ্রবণে মুগ্ধ ও বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছে।—সখি! এজন্য মুরলীধরকে কে অনুযোগ করিতে পারে? ইহাতে ত তাঁহার কোন দোষ দেখিতেছি না—এ সে মুরলীরবেরই আশ্চর্য্য বৈভব। ॥৪৮॥

সর্ব্বতোপ্যধিক ককৃখটাঃ কথং
সর্ব্বতোঽপি দধিরেঽধিকাং রতিং ॥৪৯॥
স্বং স্বমাস্পদমুপাশ্রিতা যতঃ
সাম্প্রতং খগমৃগাঃ পিপাসবঃ।
প্রাপ্য বারি পরিসারি হারি তে
সম্ভ্রমাৎ পপুর পূর্ব্ব কৌতুকা ॥৫০॥

পর্ব্বতস্য উপলবরাঃ প্রস্তরশ্রেষ্ঠাঃ অতিশয়তঃ পর্ব্বতঃ অতিশয়োৎসবাৎ দ্রবং প্রপেদে। সর্ব্ব বস্তুতোঽপি অধিক ককৃখটাঃ কঠোরা উপলবরাঃ কথং সর্ব্বতো মহাদেবাদপি অধিকাং রতিং দধিরে। সর্ব্ববস্তুতোপি এতেষাং দ্রবাতিশয়াৎ। গৌরীব সর্ব্বান্তঃপ্রধানভূতেতি বাসবদত্তায়াং দত্ত্যোপি সর্ব্ব শব্দঃ মহাদেববাচকঃ ॥৪৯॥

স্বং স্বং আস্পদং বাসস্থানং আশ্রিতা এব পিপাসবঃ তে খগমৃগাঃ যতো

মুরলীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার হৃদয়ে আনন্দ—অনুরাগের মধুর উচ্ছ্বাস তরঙ্গে তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতেছে। তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই দিকেই মুরলীরবের বিপুল বৈভব অবলোকন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মোহিত, স্তম্ভিত, বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। তিনি বিস্ময়ের আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন—"ঐ দেখ, সখি! পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তর-খণ্ড সকলও বেণুরবে অতিশয় উৎসব-ভরে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে—কি আশ্চর্য্য! সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক কঠোর উপলখণ্ড-নিচয়, সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক দ্রবীভূত হইয়াছে; সুতরাং উহারা সর্ব্বাপেক্ষা অর্থাৎ মহাদেব অপেক্ষা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের এত অধিক অনুরাগ ধারণ করিল? ॥৪৯॥

কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব কৌতুকের বিষয়! দেখ, দেখ; মুরলী-

তথাহি পদ।—মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে, যমুনা বহই উজান। না চলে রবির রথ, বাজী না দেখয়ে পথ, দরবয়ে দারুণ পাষাণ। শুনিয়া মুরলীধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি, জপ তপ কিছু নাহি ভায়। তৃণমুখে ধেনু যত, ঊর্দ্ধ মুখে হেরত, বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায় পঃ কঃ।

কৃষ্ণসার ইতি নাম সার্থকং
স্বং দধাবয়মহো দয়োদধিঃ।
দ্বেষ্টি নো গিরিধরানুরাগিণীঃ
প্রত্যুতৈতি সুখয়ন্নিজাঙ্গনাঃ ॥৫১॥
তাস্তু তং সখি! বিধায় পৃষ্ঠতঃ
কৃষ্ণ-সংজিগমিষাতি তৃষ্ণয়া।
যান্ত্য এব জড়তাং শ্রিতাঃ শ্রুতে
বেণুনাদ ইহ চিত্রিতা বভুঃ ॥৫২॥

মুরলীশব্দাৎ সাম্প্রতং প্রস্তরদ্রবরূপং বারি জলং প্রাপ্য সম্ভ্রমাৎ পপুঃ। কীদৃশং জলং পরি সর্ব্বতঃ প্রসরণশীলং এবং হারি মনোহারি ॥৫০॥

অয়ং কৃষ্ণসারঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সারো যস্যেতি সার্থকং স্বয়ং নাম দধৌ। যতো গিরিধরানুরাগিণীঃ নিজাঙ্গনাঃ নো দ্বেষ্টি প্রত্যুত তাঃ সুখয়ন্ এতি গচ্ছতি ॥৫১॥

তা মৃগাঙ্গনাঃ তং মৃগং পৃষ্ঠতো বিধায় শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্গেচ্ছায়াং অতি তৃষ্ণয়া যান্ত্যঃ পথি বেণুনাদে শ্রুতে সতি জড়তাং শ্রিতাঃ সত্যঃ চিত্রিতা বভুঃ।

রবে কঠিন উপলখণ্ড সকল গলিয়া গলিয়া স্রোতধারারূপে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে আর পিপাসু মৃগপক্ষী সকল স্ব স্ব বাসস্থানে থাকিয়াই ঐ পাষাণ-দ্রবরূপ মনোহর সলিল পাইয়া হর্ষাদি-জনিত ত্বরা সহকারে কেমন পান করিতেছে ॥৫০॥

অহো! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঐ দেখ সখি! মুরলীর রবে আকৃষ্ট হইয়া কুরঙ্গিনীকুল কেমন পতি কৃষ্ণসারের সহিত কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইতেছে! শ্রীকৃষ্ণকেই সার ভাবিয়া কৃষ্ণসার নিজের নাম যথার্থই সার্থক করিয়াছে। যেহেতু নিজাঙ্গনা কুরঙ্গীকুল দয়ার সাগর গিরিধরের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী জানিয়াও তাহাদের প্রতি কোন-রূপ দ্বেষ করিতেছে না। প্রত্যুত তাহাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত তাহাদের অনুগমন করিতেছে ॥৫১॥

আবার ঐ দেখ! মৃগাঙ্গনা সকল কৃষ্ণ-সঙ্গ-বাসনায় আকুল

পানকাল উদিতে ধ্বনৌ জলে
চাশ্মধর্ম্মণি সিতার্দ্ধচঞ্চবঃ।
আলবালগত পক্ষিণঃ সমুৎ-
কীর্য্যমাণ গরুতো বিচুক্ষুভুঃ॥৫৩॥

তথা চাস্মাকং স্বামী এব কৃষ্ণ নিকটগমনে প্রতিবধ্নাতি আসাং তু মুরলী ইতি অস্মাকং তাসাঞ্চ ফলতঃ সাম্যমিতিধ্বনিঃ॥৫২॥

জলপানার্থং আলবালগত-পক্ষিণঃ পানকালে বেণুধ্বনৌ উদিতে সতি এবং জলে প্রস্তর-ধর্ম্মং প্রাপ্তে সতি চ সিতা বদ্ধাঃ অর্দ্ধ চঞ্চবো যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ বিচুক্ষুভুঃ ক্ষোভং প্রাপুঃ। কথম্ভূতাঃ সম্যক উৎকীর্য্যমাণা উর্দ্ধে নিক্ষিপ্যমানা গরুতঃ পক্ষা যেষাং। আপৎকালে পক্ষিগণানাময়ং স্বভাবঃ॥৫৩॥

আকাঙ্ক্ষা ভরে উন্মাদিনীর প্রায় কৃষ্ণসারকে পশ্চাতে রাখিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মুরলীরব শুনিয়া নিথর নিস্পন্দভাবে একবারে পটাঙ্কিত চিত্রের মত শোভা পাইতেছে। আমাদের পতি যেমন কৃষ্ণসঙ্গ-সুখে প্রতিবন্ধকারী—উহাদের সেরূপ না হইলেও মুরলীই প্রতিকূল হইয়া উহাদের কৃষ্ণসঙ্গ-সুখে বাধা প্রদান করিতেছে। ফলতঃ গোপাঙ্গনার আর মৃগঙ্গনার এখন সমানদশা দেখিতেছি॥৫২।

অপূর্ব্ব মুরলীরব—বৈভব দেখিতে দেখিতে সঙ্গিনী সখীগণেরও হৃদয় হর্ষ-বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ললিতা তখন আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"কি অপরূপ দৃশ্য! এদিকে চাহিয়া দেখ সখি! পিপাসার্ত্ত বিহগনিচয় আলবালে জলপান করিবার সময় সহসা মুরলীর কল-কাকলী উত্থিত হইলে আলবালস্থিত জল, পাষাণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাদের চঞ্চুর অর্দ্ধভাগ তাহাতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাই, উহারা না জানি কি বিপদে পতিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধে পক্ষক্ষেপপূর্ব্বক কিরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে দেখ॥৫৩।

ইত্থমেব মুরলী স্বনামৃতং
বর্ণনেন সুরভীকৃতং মুহুঃ।
কর্ণ চারুচষকান্তরাহিতং
তা মিথোঽপি পরিবেষিতং পপুঃ ॥৫৪॥
স্তম্ভ-কম্প-পুলকাদয়ো গতা-
বন্তরায় নিবহান্ন কিং ব্যধুঃ।
কিন্তু শীঘ্র মনুরাগ এব তাঃ
প্রাপয়ন্মদরণাখ্য বাটিকাং ॥৫৫॥

তা রাধাদ্যাঃ কর্ণরূপপাত্রে নিহিতং অথচ পরস্পরং বর্ণনদ্বারা পরিবেষিতঞ্চ মুরলী-স্বনামৃতং পপুঃ ॥৫৪॥

তাসাং গতৌ গমনে স্তম্ভাদয়ঃ অন্তরায়ং সমূহান্ কিং ন ব্যধুঃ অপি তু চক্রুরেব। কিন্তু অনুরাগ এবেতি। তথা চাচিন্ত্য যোগমায়য়া কৃতাৎ স্থান সঙ্কোচাদেব তত্র জগ্মুরিত্যর্থঃ ॥৫৫॥

শ্রীরাধা ও সখীগণ এইরূপে পরস্পর মুরলীরব-প্রভাব সকল বর্ণন করিতে করিতে পরস্পরের কর্ণ-বিনোদন করিতে লাগিলেন। আহা! যেন সেই মুরলীর মধুর স্বরামৃতকে অপূর্ব্ব বর্ণন-মাধুরী দ্বারা সুরভিত করিয়া এবং শ্রবণচষকে নিহিত করিয়া শ্রীরাধা ও ললিতাদি সখীগণ পরস্পর পরিবেষণপূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

সে বংশী-গানামৃত পান করিতে করিতে সেই বরাঙ্গী গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গ-লতিকায় স্তম্ভ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব-কুসুম বিকসিত হইয়া যদিও তাঁহাদের গমনে নানা প্রকারে বাধা জন্মাইতে লাগিল, তথাপি হৃদয়-নিহিত উদ্দাম অনুরাগ তখন তাঁহাদিগকে মদন-রণ নামক কুঞ্জবাটিকায় শীঘ্র উপস্থিত করিল। ফলতঃ অচিন্ত্যপ্রভাবশালিনী যোগমায়া দেবীই তখন স্থানের দূরত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া বেণুরব-

তত্র সূর্য্যসদনে প্রবিশ্যতা
স্তং প্রণম্য নুতিভিঃ প্রসাদিতং।
প্রার্থয়ন্ত হৃদয়ৈকবল্লভং
দেব! দর্শয় দয়োদধে! দ্রুতং ॥৫৬॥
পূজনোপকরণস্য রক্ষণে
তস্য তদ্বিপিন-দেবতাং তদা।
সা নিরূপ্য চলিতালিভিঃ সুখং
স্বং সরঃ সরস রম্যকাননং ॥৫৭॥

তা স্তং সূর্য্যং প্রার্থয়ন্ত ॥৫৬॥

তস্য সূর্য্যস্য পূজনেতি। সরঃ কথম্ভূতং সরস-রম্য কুঞ্জস্বরূপ কাননং যত্র ॥৫৭॥

বিহ্বলা ব্রজবালাগণকে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে অবিলম্বে পহুঁছাইয়া দিলেন ॥৫৫॥

তাঁহারা অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্য-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সূর্য দেবকে প্রণাম করিলেন এবং স্তুতি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দেব! হে দয়ানিধে। আমাদের হৃদয়-বল্লভকে শীঘ্র দর্শন করাও ॥৫৬। *

অনন্তর সূর্য্য-পূজার উপকরণ-সম্ভার রক্ষার নিমিত্ত সেই বনদেবীকে নিযুক্ত করিয়া অনুরাগবতী শ্রীরাধা তখন সঙ্গিনী সখীগণের

* তথাহি পদ।—কাননে কাতর কুলবতী রাই। চকিত নয়ানে ঘন দশ দিক্ চাই। কোকিল কলরবে বিকল পরাণ। শুনি শুনি ভাবিনী ভেলি নিদান॥ উষসি উষসি খসি খসি পড় লোর। গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর॥ ঐ ছন আয়লি তপনক গেহ। পূজা উপহার তঁহি রাখলি কেহ॥ তঁহি পরণাম বৈঠলি ধন্দ। সখীগণ কৌতুকে করু কত ছন্দ॥ উত্তপত তেজই দীর্ঘ নিশ্বাস। ক্ষণে রোদন করু খেনে করু হাস॥ কহে কবি শেখর শুন সুকুমারী। কাহে লাগি কাতর, আনব মুরারি॥ রায় শেখর।

ব্যাততান বৃষভানুজা রুচি-
ভূ ভৃদন্তিকভুবঃ পরিক্রিয়াং।
শ্রীহরে স্তদতি দূরবর্ত্তিনো
প্যুল্ললাস সহসা হৃদম্বুজং ॥৫৮॥
ভ্রাজতে প্রিয়তমালিভি র্বৃতা
পদ্মিনী স্ব সরসীবনেঽধুনা।
ইত্যবোধি মধুসূদনস্তদৈ-
বাত্র হেত্বনুপপত্তি-লিঙ্গতঃ ॥৫৯॥

বৃষভানুজায়া রাধায়াঃ রুচিঃ কান্তিঃ। পক্ষে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যাদুৎপন্না কান্তিঃ ভূভৃতো গোবর্দ্ধনস্য নিকটবর্ত্তিভুবঃ পরিক্রিয়াং ভূষণং ব্যাততান বিস্তারঞ্চকার। এবং তস্মাৎ অতিদূরবর্ত্তিনো হরেরপি হৃদয়কমলং সহসা উল্ললাস ॥৫৮॥

পদ্মিনীস্বরূপা প্রিয়তমা রাধিকা আলিভির্বৃতা সতী স্ব সরস্যা বনে কুঞ্জে অধুনা ভ্রাজতে ইতি তদৈব মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অবোধি। অত্র হেত্বনুপপত্তি লিঙ্গতঃ স্বহৃদয়োল্লাসান্যথানুপপত্তি প্রমাণতঃ অবোধি। কমলিনী পক্ষে অলিভির্বৃতা বনে জলে। মধুসূদনঃ ভ্রমরঃ ॥৫৯॥

সহিত সরসরম্য কুঞ্জকানন-শোভী নিজ সরোবরে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন ॥৫৭॥

আমরি! তখন বৃষভানুজা শ্রীরাধার উজ্জ্বল কনককান্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের তপন কিরণের ন্যায় গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তি সমগ্র ভূভাগকে অলঙ্কৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইল। আর সেই জন্যই যেন অলক্ষ্যে অতি দূরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-কমল সহসা উল্লাসভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ॥৫৮॥

সহসা স্বীয় হৃদয়ের এই উল্লাস লক্ষণ দেখিয়া মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণও তখন তাহার কারণ এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। "পদ্মিনী স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া স্বীয় সরসী-কুঞ্জে সম্প্রতি নিশ্চয়ই শোভা পাইতেছে; নতুবা আমার হৃদয়োল্লাসের অন্য কোন কারণ ত দেখিতেছিনা? ॥৫৯॥

তদ্দিশোঽথ পবনস্তদঙ্গজা
মোদমেত মনুভাবয়ন্নভাৎ।
সোঽপি চৈন মচিরাত্তদঙ্গজা
মোদ লালস মচুক্ষুভদ্বলাৎ ॥৬০॥
বেণুবাদনবিধে র্বিরম্য নৈ-
বৈষ্ট রোদ্ধুমনবস্থিতং মনঃ।
মালতী-মধুর-সৌরভাকুল-
স্যালিনঃ ক নু ধৃতি স্তয়া বিনা ॥৬১॥

তস্যা রাধিকায়া দিক্ সম্বন্ধী পবনঃ তস্যা অঙ্গ সম্বন্ধ্যা মোদং এতং শ্রীকৃষ্ণং অনুভায়ন্ সন্ অভাৎ। সোঽপি তদঙ্গজামোদোঽপি তস্যা রাধায়া অঙ্গজামোদে। পক্ষে তদ্বিষয়ক কন্দর্পসুখে লালসং এনং শ্রীকৃষ্ণং বলাৎ অচুক্ষুভৎ ॥৬০॥

কৃষ্ণঃ বেণুবাদনবিধেঃ সকাশাৎ বিরম্য উৎকণ্ঠয়া অনবস্থিতং মনঃ রোদ্ধুং ন ঐষ্ট ন সমর্থো বভূবেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ মালতীত্যাদি ॥৬১॥

অরুণের বিকাশ দেখিয়া মধুসূদন (ভ্রমর) যেমন অনুমান করে প্রিয়তমা কমলিনী নিশ্চয়ই এখন সরসী-নীরে অলিকুল-পরিবৃতা হইয়া শোভা পাইতেছে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও মনে মনে উল্লাসের কারণ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় শ্রীরাধিকা যেদিকে অবস্থিত সেই দিক্ সম্বন্ধি-মৃদুসমীরণ শ্রীরাধা-কমলের অঙ্গ-পরিমল বহন করিয়া আনিয়া সহসা তাঁহাকে অনুভব করাইল—অমনই সেই রাধাঙ্গ-সৌরভ হৃদয়ে অনঙ্গ-সুখ-লালসা উদ্দীপিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণমনকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিল ॥৬০॥—

তখন শ্যামসুন্দর উদ্দীপ্ত মদন-উন্মাদনার আকুল আবেগে এমনই বিবশ হইয়া পড়িলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বেণুবাদনে বিরত হইলেন, এবং প্রবল উৎকণ্ঠা জন্য অনবস্থিত চিত্তকে আর সংযত করিতে সমর্থ হইলেন না। না, হইবারই কথা?—মালতীকুসুমের মধুর

তং তদৈব মধুমঙ্গলোঽব্রবী-
ত্তন্মনোগত বিদেব দেববৎ।
কিঞ্চিদস্তি মম পিঞ্ছভূষণ
স্বীয় কৃত্যমিতি যামি তৎকৃতে ॥৬২॥
সূর্য্যতীর্থমনু গর্গ এষ্যতি
স্নাতুমদ্য মুনিবর্গ-বন্দিতঃ।
জ্যোতিষাং গতিবিধৌ বুভুৎসিতে
সংশয়ং মম স এব ভেৎস্যতি ॥৬৩॥

দেববৎ দেবতা যথা মনোগতং জানাতি তথা কৃষ্ণ মনোগতবিৎ মধুমঙ্গলঃ তং শ্রীকৃষ্ণং অব্রবীৎ। হে পিঞ্ছচূড়! মম কিঞ্চিৎ স্বীয়ং কৃত্যমস্তি অতএব তৎকৃতে তদর্থং যামি ॥৬২॥

কৃত্যমেবাহ। অদ্য ময়া ভাগুরি স্থানে জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠার্থে গতং তত্র তু একো মহাসংশয়ঃ জাতঃ সতু ভাগুরেরপ্যসাধ্য সমাধেয়ঃ অতোঽহং গর্গস্থানে যাস্যামীত্যাহ। মদন-রণ-বাটিকায়াং সূর্য্যকুণ্ডে গর্গঃ স্নাতুং এষ্যতি, অতো মম ভুৎসিতে জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গতিবিধৌ সংশয়ং স গর্গ এব ভেৎস্যতি ॥৬৩॥

সৌরভে আকুলিত অলিকুল কি কখন সেই মালতী ব্যতীত ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? ॥৬১॥

অতঃপর দেবগণ যেরূপ জীবের মনোভাব অবগত হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন, "ওহে পিঞ্ছভূষণ! সম্প্রতি আমার নিজের কিছু কার্য্য আছে; অতএব তৎসম্পাদনে আমি চলিলাম"। ৬২॥

যদি বল, এমন কি গুরুতর কার্য্য, যাহার জন্য এখনই যাইতে হইবে?—বলি শুন, আজ আমি ভাগুরীর নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে একটী মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে; তাহার সমাধান করা ভাগুরীরও অসাধ্য; এইজন্য আমি গর্গস্থানে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই মুনিগণ-বন্দ্য

প্রাহ কেশিদমনো মনো মমা-
প্যুচ্চচাল তদবেক্ষণোৎসুকং ।
কিন্ত্ববৈমি বহুমিত্র-সঙ্গিতা
প্রাভব-প্রথনয়া নয়াত্যয়ং ॥৬৪॥
চেদিয়ং ভবতি নীতিরত্র তে
কা ক্ষতি স্ত্বমনুমিত্যুভাবিবঃ ।
স্বস্তড়াগবর মধ্যমীহতে
গন্তুমেষ তরণিশ্চ সত্বরঃ ॥৬৫॥

কৃষ্ণ আহ। তস্য গর্গস্য। কিন্তু বহুমিত্রসঙ্গিতারূপ প্রাভব-প্রথনয়া বিভববিস্তারেণ হেতুনা নয়স্য নীতে বৃত্যয়ং অবৈমি জানামি। তথাচ মহদ্দর্শনে দীনো ভূত্বা একাকী এব যাস্যতীতি নীতিঃ ॥৬৪॥

মধুমঙ্গল আহ। ত্বং অহং উভৌ ইবঃ গচ্ছাবঃ। এষ তরণিঃ সূর্য্য সত্বরঃ সন্ স্বর্গরূপতড়াগবরস্য মধ্যং গন্তুং ইহতে। তথাচ মধ্যাহ্ন সময়ঃ প্রায়ো জাতঃ গর্গোঽপি মধ্যাহ্ন কৃত্যার্থং তত্র আগতপ্রায় স্তস্মাৎ শীঘ্রং গচ্ছাব ইতি ভাবঃ ॥৬৫॥

গর্গ অদ্য মদন-রণ-বাটিকাস্থ সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিবার জন্য আগমন করিবেন। অতএব সূর্য্যাদির গতি-বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তিনি অবশ্য সে সংশয়-ভঞ্জন করিয়া দিবেন ॥৬৩।

বটুর এই আড়ম্বরপূর্ণ কথা শুনিয়া কেশীদমন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "সখে! তাঁহার দর্শনার্থ আমারও মন বড় উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের সমভিব্যাহারে বৈভব-বিস্তার করিয়া মহদ্ ব্যক্তির সমীপে গমন করা ন্যায়সঙ্গত নয় বলিয়াই জানি; সুতরাং মহদ্দর্শনে দীনভাবে একাকী গমন করাই কর্ত্তব্য ॥৬৪॥

মধুমঙ্গল কহিলেন—"প্রিয়-সখে! ইহাই যদি নীতি হয়, তাহা হইলে ইহাতে আর ক্ষতি কি? তুমি আর আমি এস দুজনে গমন করি"। ঐ দেখ, তরণি (সূর্য্য) গগন-দীর্ঘিকার মধ্যদেশে গমন

শেরতেস্ম ধবলা ইমাঃ সখে!
নীপখণ্ডমনু মেদুরং পুরঃ।
সাম্প্রতং শিশয়িশূন্ সখীনিমান্
মা কদর্থয় মুধৈব খেলয়ন্ ॥৬৬॥
ইত্যকুণ্ঠ বটু পাটবাদৃতৈ
স্তৈঃ প্রযাতমিতি দত্তসম্মতী।
জগ্মতুঃ প্রমদলাদ্ধনাদ্ দ্রুতং
তৌ মুদা প্রমদয়াশ্রিতং সরঃ ॥৬৭॥

হে সখে! মেদুরং স্নিগ্ধং কদম্বখণ্ডং অনুলক্ষীকৃত্য ইমা গাবঃ শেরতে সাম্প্রতং ভোজনানন্তরং শয়নেচ্ছুন্ সখীনপি খেলয়ন্ মুধা ব্যর্থং মা কদর্থয় ॥৬৬॥

বটোর্মধুমঙ্গলস্য ইত্যকুণ্ঠ পাটবেন আদৃতৈ স্তৈঃ সখিভিঃ হে কৃষ্ণঃ! হে মধুমঙ্গল! যুবাং প্রযাতং ইতি দত্তসম্মতী তৌ পরমোদনা ইতি খ্যাতাদ্বনাৎ দ্রুতং প্রমদয়া রাধয়া আশ্রিতং সরঃ কুণ্ডং জগ্মতুঃ ॥৬৭॥

করিতে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং মধ্যাহ্ন সময় আগতপ্রায়; মুনিরাজ গর্গও মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনের নিমিত্ত এতক্ষণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আমরা শীঘ্র যাই এস ॥৬৫॥

ঐ দেখ সখে! তোমার ধবলী সকল স্নিগ্ধ কদম্ব কানন মধ্যে শয়ন করিয়াছে, সখাগণও সম্প্রতি ভোজন করিয়া শয়ন করিবার অভিলাষ করিতেছে, এমন সময় খেলায় প্রোৎসাহিত করিয়া উহাদিগকে অনর্থক ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই; উহারা সুখে নিদ্রা যাউক, এস আমরা গর্গ দর্শনে যাই। ॥৬৬।

তখন সখাগণ কেহই পরিহাসপটু বটুর এই অকুণ্ঠ কৌশলকলাপূর্ণ বাক্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত সেই বাক্যের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিয়া "হে কৃষ্ণ, হে মধুমঙ্গল! তোমরা দু'জনেই যাও," বলিয়া সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ক্বাগমাব পুরতঃ সখে ! ন গো-
বর্দ্ধনঃ খলু নগোঽয়মীক্ষ্যতে।
ভূরিয়ং চ ন হি গোষ্ঠবর্ত্তিনী
সাতকুম্ভময়তা যদেতয়োঃ ॥৬৮॥
মেরুরেব কিমিলাবৃতাবৃতঃ
স্পষ্ট মাবিরভবৎ ব্রজেঽংশতঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত সচমৎকারদর্শনার্থং তদানীং যোগমায়য়া অনাবৃতয়া রাধাকান্ত্যা কনকময়ীকৃতং গোবর্দ্ধনং তন্নিকটবর্ত্তিস্থলং চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে সখে! মধুমঙ্গল! আবাং কুত্র আগমাব পুরতোঽয়ং নগঃ পর্ব্বতঃ ন গোবর্দ্ধনঃ এবং ইয়ং চ ভূবি ন গোষ্ঠবর্ত্তিনী কিন্তু এতয়োঃ সুবর্ণময়তা ঈক্ষ্যতে ॥৬৮॥

স্বর্ণময় ইলাবৃতবর্ষেণাবৃতঃ সুমেরুরেব কিং অংশেন ব্রজে স্পষ্ট

অমনি শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল হর্ষপ্লুতান্তরে সেই প্রসিদ্ধ পরমোদনবন হইতে যথায় শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন, সেই রাধাকুণ্ডতীরে সত্বর গমন করিলেন ॥৬৭॥

তৎকালে লীলাসহায়িনী সর্ব্বজ্ঞা যোগমায়া দেবী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে চমৎকৃত করিবার নিমিত্ত কনক-প্রতিমা শ্রীরাধার নগ্নরূপ-মাধুরীর সমুজ্জ্বল-কান্তিতে শ্রীগোবর্দ্ধন ও তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগকে উদ্ভাসিত করিয়া একবারে কাঞ্চনময় করিয়াছেন। দূর হইতেই সে রূপের মাধুরী শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মুকুরে ঝলকিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়-বিহ্বলভাবে মধুমঙ্গলকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখে! সখে! আমরা কোথায় আসিলাম! অগ্রে ঐ যে গিরিবর দেখা যাইতেছে, উহা ত গোবর্দ্ধন নহে এবং ঐ ভূমিও ত গোষ্ঠবর্ত্তিনী ভূমি নহে। ভূমি-ভূধর উভয়ই যে কাঞ্চন-কান্তিতে উদ্ভাসিত—উভয়ই কাঞ্চনময়, তবে উহা কি কাঞ্চন গিরি হইবে? ॥৬৮॥

সখে! বল, বল, ইহা অন্য কোন দেশ ত নয়? তাই বা কিরূপে সম্ভব? আমি ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও ত একপদও গমন

কিন্তু কান্তিলহরী বিগাহিনং
মাং শরৈ কিমিতি বিধ্যতি স্মরঃ ॥৬৯॥
ইতি নিগদতি কৃষ্ণে রাধিকা-লোকতৃষ্ণে
মধুরিম ভরপূর্ণা সাপি তত্রাপঘূর্ণাঃ।

মাবিরভবৎ ॥৬৯॥

মধুরিমভর এব জলং তেন পূর্ণা সা সরসীরূপা রাধাপি তস্য কৃষ্ণস্য অপঘন-ঘনানাং শরীরস্বরূপমেঘানাং কান্তিরূপ পীযুষবর্ষৈঃ সরসীপক্ষে কান্ত্যা ইচ্ছয়া পীযূষতুল্য বৃষ্টিভিঃ করণৈঃ ঘূর্ণা আপ। বর্ষৈঃ কীদৃশৈঃ কলিতঃ কৃতঃ বিপুল-

---

করিনা। তবে কি ইহা স্বর্ণময় ইলাবৃতবর্ষাবৃত সুমেরু গিরির অংশবিশেষ হইবে?—

সম্প্রতি ব্রজভূমিতে প্রকাশ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে? কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! সখে! ঐ কমনীয় কনক-কান্তির লহরী-মালায় অবগাহন মাত্র কন্দর্প, আমাকে সুতীক্ষ্ণ শর-বিদ্ধ করিল কেন? ॥৬৯॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধা-প্রতিমা দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ যখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবে প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গলকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থিতা শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রাণাকর্ষী ঢল ঢল নবজলধর শ্যামরূপ দেখিয়া হর্ষবিস্ময়ের তরঙ্গাভিঘাতে একবারে আত্মহারা হইলেন। বনভূমির সুচারু শোভাসম্পাদনকারী সেই শ্যামাঙ্গ-জলদমালার কান্তি-পীযূষ বর্ষণে শ্রীরাধা-সরসী যেন মাধুর্য্য-সলিলে পরিপূর্ণা হইয়া ঘূর্ণা প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ জলভারাবনত সুন্দর জলদের পীযূষতুল্য যথেচ্ছ বৃষ্টি-ধারা-সম্পাতে সরসী যেরূপ জলপূর্ণা হইয়া ঘূর্ণা অর্থাৎ আবর্ত্ত বিশিষ্টা হয় এবং বনরাজিও সুন্দর শোভাসম্ভারে উল্লসিত হয়, সেই পীযূষ-বর্ষণ যেরূপ বিপুল পিপাসাবর্দ্ধক অর্থাৎ পুনঃপুন পান করিয়াও পিপাসার শান্তি হয় না, অথবা যে পীযূষ-ধারা পানে বিপুল তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের সজল জলদ-কান্তি

তদপঘন ঘনানাং চারুরাজদ্বনানাং
কলিতবিপুলতর্ষৈঃ কান্তি পীযূষবর্ষৈঃ ॥৭০॥

বিদ্যুচ্চম্পকবল্লিকেতি জলদস্তাপিঞ্ছ শাখীত্যত-
দ্ভানানি ব্যতিদর্শিনো র্যদভবন্‌ দূরস্থয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ।
সোঽয়ং মে রমণঃ কিমত্র রমণী সৈবেয়মিত্যাত্মকং
তদ্ভানঞ্চ তদাপতুঃ পুনরহো তৈরেব তাদাত্ম্যতঃ ॥৭১॥

ইতি শ্রীভাবনামৃতে মহাকাব্যে সঙ্গবলীলা-
স্বাদনো নামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮॥

তর্ষো যৈঃ। পক্ষে কলিতঃ খণ্ডিতঃ। ঘনানাং কথম্ভূতানাং চারুরাজন্তি বনানি যতঃ। পক্ষে বনানি জলানি যত্র ॥৭০॥

পরস্পর দর্শিনোর্দূরস্থয়োস্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাক্‌ প্রথমতঃ বিদ্যুচ্চম্পকলতা মেঘতমালবৃক্ষেত্যাত্মতদ্ভানানি ভ্রমাত্মকভানানি অভবন্‌ অহো আশ্চর্য্যং পুনস্তৈর্লতা-বৃক্ষাতিজ্ঞানৈরেব সোঽয়ং মে রমণঃ কৃষ্ণঃ সেয়ং মে রমণী রাধিকা ইত্যাত্মকং তদ্ভানঞ্চ যথার্থভানঞ্চ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আপতুঃ। নন্থ লতাবৃক্ষাদি-জ্ঞানাৎ কথং তয়োর্ভানং তত্রাহ। তাদাত্ম্যত ইতি। লতা বৃক্ষাদিভিঃ সহিতয়োঃ সমানাকারাদিত্যর্থঃ ॥৭১॥

ইতি টীকায়ামষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮॥

দর্শনে শ্রীরাধাও মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণা হইয়া বিহ্বলা হইলেন এবং সে রূপ-মাধুর্য্য-সুধা যতই পান করিতে লাগিলেন, তাঁহার দর্শন-পিপাসা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥৭০॥

দূর হইতেই শ্রীরাধা-শ্যামের পরস্পর দর্শন, প্রেম-উদ্বেলিত হৃদয়ে উভয়েরই দৃষ্টিভ্রম—শ্রীকৃষ্ণ, গোরচনা-কান্তি শ্রীরাধার রূপ-মাধুরী দেখিয়া কখন অচলা চপলা কখন বা পুষ্পিতা চম্পকলতা মনে করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন,— শ্রীরাধাও শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ-মাধুর্য্য দেখিয়া কখন নবঘন, কখন বা তমালতরু মনে করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রথমতঃ উহাঁদের পরস্পর

দর্শনে চম্পকলতা ও তমালতরু ভ্রম হইলেও এই লতা বৃক্ষাদির সহিত উভয়ের সমানাকার বা সাদৃশ্য বশতঃ তখন "ইনি আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধা" আর 'ইনি আমার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণ,"—এই রূপ যথার্থ জ্ঞানব্যঞ্জক ধারণা উভয়েরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল ॥৭১॥ *

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে তাৎপর্য্যানুবাদে

সম্ভব-লীলাস্বাদন নাম

অষ্টম সর্গ ॥৮॥

* তথাহিপদ।—দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্ধ। রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ্র ॥ চিত্র পুতলী জনু রহু দুহু দেহ। না জানিয়ে প্রেমকি কেমন অছু নেহ ॥ এ সখি! দেখ দেখ দুহুঁক বিচার। ঠাঁমই কোই কাহু লক্ষই না পার ॥ ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম। সো কিয়ে গুণের কথু পরিণাম ॥ চমকি চমকি উঠি নাগর কান। প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান ॥

(রায় শেখর)

নবমঃ সর্গঃ ।

আয়তঃ সখি ! মাধবো যদুদয়াদ্বল্লীমতল্লী ততিঃ
ফুল্লীভূয় সমন্ততঃ সুরভয়ন্ত্যুচ্চৈঃ শ্রিয়ং শিশ্রিয়ে ।
তেন ত্বৎকুসুমেষু বাঞ্ছিতধুরা সম্পৎস্যতে সেৎস্যতি
স্বাচ্ছন্দ্যাদিহ পদ্মিনীগণপতেঃ সেবাপি তেঽবাধিতা ॥১॥

আয়াতং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা অন্যাপদেশেন রাধিকাং প্রতি সখী আহ। সখি ! রাধে ! মাধোবো বসন্তঃ পক্ষে কৃষ্ণঃ আযাতঃ। যস্য বসন্তস্য উদয়াৎ শ্রেষ্ঠ বল্লীততিঃ ফুল্লীভূয় সমন্ততঃ সুরভয়ন্তী সতী শ্রিয়ং শোভাং শিশ্রিয়ে দধারেত্যর্থঃ। কৃষ্ণপক্ষে বল্লী স্বরূপা ত্বং ফুল্লীভূয়েত্যাদি। তস্মাৎ তে তব কুসুমেষু পুষ্পেষু বাঞ্ছিতধুরা সম্পৎস্যতে। পক্ষে কুসুমেষুঃ কন্দর্প স্তত্র। এবং পদ্মিনীগণপতেঃ সূর্য্যস্য। পক্ষে কৃষ্ণস্য অবাধিতা সেবা অপি স্বাচ্ছন্দ্যাৎ সেৎস্যতি ॥১॥

মাধব অর্থাৎ নববসন্ত সমাগমে বৃন্দাবনের বনমাধুরী ষোলকলায় হাস্যময়ী। এদিকে মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রজসুন্দরীগণও হর্ষ-পুলকে হাস্য-প্রফুল্লা। বিশাখা বসন্ত-সুষমা বর্ণনছলে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সূচনা করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন— "ঐ দেখ সখি ! মাধব আসিয়াছেন, আমরি ! তাঁহার উদয়ে নবীনা মল্লীলতাবলি প্রফুল্লিতা হইয়া সৌরভে চারিদিক্ প্রমুদিত করিয়া কেমন অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে দেখ ; আর ঐ পুষ্পবল্লরীর ন্যায় তুমিও হর্ষ-ফুল্লা হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছ। ইহাতে তোমার কুসুম-চয়ন বাসনা ত সিদ্ধ হইবেই, পরন্তু কুসুমেষু বাসনা অর্থাৎ তোমার কন্দর্প-বাসনাও স্বচ্ছন্দে সংসিদ্ধ হইবে এবং সেই সঙ্গে পদ্মিনীগণপতির অর্থাৎ সূর্য্যের ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই অর্চ্চনা যে আজ অবাধে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥১॥

মুগ্ধে ! পশ্য দিধীর্ষুরেষ রভসান্মামাজিহীতে হরি
র্নেশে হন্ত পলায়িতুং বলতুরুস্তম্ভাদধে বেপথুং।
ত্বং বাচাপি ন রক্ষণে মম পটুঃ কিম্বা হসস্যুন্মদে
লোলাক্ষী চপলাসি লাসি কুতুকং হংহো ভিয়াহং ম্রিয়ে ॥২॥
অস্যাগ্রেহপি বিভেষি হন্ত ললিতাশৌর্য্য-সূর্য্যপ্রভা-
প্রধ্বস্তাখিল দন্ত সৌর্য্যতিমির ব্রাতস্য মুগ্ধেক্ষণে !

রাধিকা আহ ! হে সখি মুগ্ধে। পশ্য মাং দিধীর্ষুরেষ হরিঃ রভসাৎ বেগাৎ আজিহীতে আগচ্ছতি। ওহাঙ্ গতৌ। পলায়িতুমপি নাহমীশে। অত্র আনন্দাজ্জাতং জাড্যাদিকং ভয়জন্যত্বেন খ্যাপয়তি বলদিতি। বলবানুরুস্তম্ভো যস্যা এবম্ভূতা ত্বং বেপথুং দধে। ত্বং কুতুকং লাসি গৃহ্লাসি অহং ভিয়া ম্রিয়ে ॥২॥

সখী আহ। হে মুগ্ধেক্ষণে! হস্তাস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে ত্বং বিভেষি। কৃষ্ণস্য কথম্ভূতস্য ললিতায়াঃ পরাক্রম এব সূর্য্য স্তস্য প্রভয়া ধ্বস্তোহখিল দন্তাদিরূপ-

---

শ্রীরাধা আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"মুগ্ধে ! দেখিতেছ না, হরি আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সবেগে আসিতেছে। হায়! আমি ইচ্ছা করিয়াও ত পলাইতে পারিতেছি না। ভয়ে বলবান্ উরু যুগলও স্তম্ভিত হইয়াছে—তমু-লতাও ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।" শ্রীরাধার এই জড়িমা বাস্তবিক ভয় জন্য নহে—কান্তের আগমন জন্য বিপুল আনন্দোদয় হেতু। শ্রীরাধা পূর্ববৎ স্পন্দিত অথচ মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"উন্মদে ! তুমি আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী কথাও কহিলে না—পরন্তু হাসিয়াই আকুল হইতেছ। তোমার নয়ন-কুরঙ্গ যেরূপ চঞ্চল, সেইরূপ তোমাকেও চঞ্চল দেখিতেছি। চপলে ! তুমি রঙ্গ দেখিতেছ— ! আমি কিন্তু ভয়ে মরিতেছি ॥২॥

বিশাখা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"হায় ! মুগ্ধ-নয়নে ! কেন তুমি উহাঁকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ ? উহার যে কিরূপ পরাক্রম, আমরা তা' বেশ জানি। ললিতার শৌর্য্য-সূর্য্যপ্রভার নিকট শ্রীকৃষ্ণের

কিঞ্চ ত্বাং ভুবনত্রয়াখিল সতীচূড়ামণিং লম্পটঃ
স্প্রষ্টুং সাহসমেষ ধাস্যতি বলাত্তচ্চাপি ন শ্রদ্দধে ॥৩॥
রুষে সত্যময়ন্তু হন্ত সরুষেবাস্মাসু সাধ্বী ব্রত-
ধ্বান্তধ্বংসনভাস্করঃ প্রকটিতো ধাত্রৈব ভূমণ্ডলে।
যঃ সর্ব্বামুখমুদ্রণাদ্বিরহিতাঃ কৃত্বা বলাৎ পদ্মিনীঃ
স্বাসক্তা ইতি তাঃ প্রবাদমধিকং লোকে নয়ন্নন্দতি ॥৪॥

তিমির সমূহো যস্য। কিঞ্চ এষ লম্পটঃ এবম্ভূতাং ত্বাং বলাৎ স্প্রষ্টুং সাহসং ধাস্যতি তচ্চাপি অহং ন শ্রদ্দধে ন প্রত্যেমি ॥৩॥

শ্রীরাধা আহ। সত্যং রুষে মম সাধ্বীত্বং এতাদৃশমেব কিন্তু প্রাচীনাপরাধবশাৎ অস্মাসু সরুষা ইব বিধাত্রা অয়ং লম্পটঃ সাধ্বী ব্রতরূপান্ধকারস্য ধ্বংসন সূর্য্যস্বরূপ এব প্রকটিতঃ এতেন সাধ্বীত্বস্য দুঃখদায়কত্বেনান্ধকার সাম্যং ধ্বনিতং। যঃ সূর্য্যরূপ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঃ পদ্মিনীঃ পক্ষে ব্রজসুন্দরীঃ মুখমুদ্রণাদ্বিরহিতাঃ অর্থাৎ প্রফুল্লাঃ কৃত্বা তাঃ পদ্মিনীঃ স্বস্মিন্ আসক্তা ইতি প্রবাদমাত্রং লোকে নয়ন্ নন্দতি সুখং প্রাপ্নোতি। তেন পদ্মিনীনাং যথা দূরস্থিতেনৈব সূর্য্যেণ প্রবাদ মাত্রং ন তু সঙ্গ ইতি দৃষ্টান্তসূচিতেনানুরাগেণ স্বামিনাতৃষ্ণাতিরেকো-ধ্বনিতঃ ॥৪॥

যাবতীয় দৈন্য-তিমিররাশি অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যায়। বিশেষত; তুমি যখন ত্রিভুবনস্থিত নিখিল সতীকুলের শিরোমণি তখন এই লম্পট যে সহসা তোমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে সাহস করিবে, তাহাও ত আমার বিশ্বাস হয় না ।।৩।।

শ্রীরাধা হর্ষাপ্লুতচিত্তে অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"সখি! আমার সাধ্বীত্ব সম্বন্ধে তুমি সত্যই বলিয়াছ; কিন্তু প্রাক্তন অপরাধ বশতঃই আমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বিধাতা এই লম্পটকে সাধ্বীগণের ব্রতান্ধকারবিনাশী ভাস্কররূপে ভূমণ্ডলে প্রকটিত করিয়াছেন। এইরূপ সাধ্বীত্ব দুঃখদায়ক বলিয়াই অন্ধকার সদৃশ বলিলাম। সখি! লোকমুখে শুনিয়াছি,—ভাস্কর পদ্মিনীগণকে

এবং চেৎ পুরতঃ প্রবিশ্য গহনে কুঞ্জে-নিলীয় দ্রুতং
দুর্ব্বোধাধ্বনি মাধবেন সহসাদ্বিত্রা বা ঘটীর্যাপয়।
তাবিন্নস্ত্বদিনাচ্চনেঽস্য মঞ্জুষাং পুষ্পাবচায়ঃ ক্ষণং
গান্ধর্ব্বেঽস্তু নিরাকুলো হত্র কিমিতো যুক্তিঃ পরাদৃশ্যতে ॥৫

সখী আহ। এবং চেৎ পুরতোঽগ্রে গহনে কুঞ্জে প্রবিশ্য দ্রুতং নিলীয় দ্বিত্রা ঘটীর্যাপয়। কথম্ভূতে কুঞ্জে সহসা মাধবেন দুর্ব্বোধোধ্বা যস্য তস্মিন্। পক্ষে প্রসিদ্ধা ত্বং মাধবেন সহ অন্যে দুর্ব্বোধোঽধ্বনি কুঞ্জে দ্বিত্রা ঘটীর্যাপয়। হে গান্ধর্ব্বে? তাবৎ পর্য্যন্তং ত্বদীয়স্য ইনস্য পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনজুষাং নোঽস্মাকং পুষ্পাবচায় তদবচয়নং ক্ষণং নিরাকুলোঽস্তু। কিং ইতঃ পরাযুক্তি দৃশ্যতে অপিতু ন কিমপি ॥৫॥

মুখ-মুদ্রণ-বিরহিতা অর্থাৎ প্রফুল্লিতা করিয়া সবলে আপনার প্রতি আসক্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৃষ্ণ-ভাস্করও ব্রজসুন্দরীগণকে উৎফুল্লা করিয়া এক অপূর্ব্ব শক্তিতে আপনার প্রতি আসক্তা করিয়াছে—একথা যথার্থ নহে, প্রবাদ বাক্যমাত্র। লোকে এই প্রবাদবাক্য লইয়াই আনন্দলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, কোথায় কোন্ সুদূর গগনে সূর্য্য অবস্থিত—মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই—পদ্মিনীকুল কদাচিৎ কেবল দেখিয়াই প্রফুল্ল হইয়া থাকে—জীবনে কখনও প্রিয়-সঙ্গ সুখলাভ ঘটে কি? সেইরূপ আমরাও ঐ শ্রীকৃষ্ণ-ভাস্করকে দূর হইতে দেখিয়াই কেবল উৎফুল্ল হইয়া থাকি—সঙ্গলাভ করিতে পারি কি?”—এই দৃষ্টান্তে অনুরাগস্থায়ী ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার তৃষ্ণাধিক্যই সূচিত হইল।।৪।।

কান্ত সন্দর্শনে শ্রীরাধার কৃত্রিম শঙ্কাকুলভাব দেখিয়া ললিতা হাসিতে হাসিতে রঙ্গভরে কহিলেন—“প্রিয়সখি! তুমি যদি যথার্থই ভয় পাইয়া থাক, তবে পুরোবর্ত্তি গহন-কুঞ্জে শীঘ্র প্রবেশপূর্ব্বক

এবং তত্র মিথো বিচারয়তি স স্বপ্রেয়সীনাং গণে
মধ্যে প্রাদুরভূদ্ যথা কুমুদিনী-বৃন্দে বিধুঃ পর্ব্বণি ।
সংরম্ভৈরবহিত্থয়ৈব জনিতৈস্তাঃ সৈকতৈঃ সেতুভি
র্হর্ষাব্ধেরতনূর্ম্মি-মালিমবলা রোদ্ধুং তদা রেভিরে ॥৬॥

এবং প্রকারেণ প্রেয়সীনাং গণে পরস্পরং বিচারয়তি সতি স শ্রীকৃষ্ণঃ তাসাং মধ্যে প্রাদুরভূৎ। যথা পর্ব্বণি পূর্ণিমায়াং তাঃ অবলাঃ অবহিত্থয়ৈব জনিতৈ সংরম্ভৈঃ ক্রোধৈঃ করণৈঃ হর্ষ সমুদ্রস্য বৃহদূর্ম্মিশ্রেণীং তদারোদ্ধুমারেভিরে আরম্ভং চক্রুঃ। পক্ষে অতনূর্ম্মিঃ সেতুভিঃ কন্দর্পোর্ম্মিঃ। তাদৃশসংরম্ভৈঃ কীদৃশৈঃ সৈকতৈঃ। সমুদ্রস্যোর্ম্মিশ্রেণী বালুকানির্ম্মিতসেতুভির্যথা রোদ্ধুমারভতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৬॥

আত্ম-গোপন করিয়া দুই তিন ঘটিকা যাপন কর। ঐ নিভৃত কুঞ্জের পথ মাধব সহসা জানিতে পারিবেন না।" পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যে কুঞ্জের পথ অন্যের দুর্ব্বোধ, সেই নিভৃত কুঞ্জ-ভবনে ভুবন প্রসিদ্ধা তুমি মাধবের সহিত রহঃলীলা-বিলাসে দুই তিন ঘণ্টা যাপন কর। হে গান্ধর্ব্বিকে! আমরা ততক্ষণ তোমার মিত্র-পূজার (সূর্য্যার্চ্চনার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার) নিমিত্ত যত্নপরা হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে কুসুম-চয়ন করিতে থাকি। ইহা অপেক্ষা উত্তম যুক্তি আর কি আছে সখি? ॥৫॥

কৃষ্ণ-বল্লভা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর প্রেম-কৌতুকভরে এইরূপ বিচার-বিতর্ক করিতেছেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আমরি! যেন শারদ-পূর্ণিমায় প্রফুল্লা কুমুদিনী-কুলের মধ্যে কমনীয় রাকা-বিধু সমুদিত হইলেন। তখন ব্রজসুন্দরী-গণের হৃদয়ে আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেও সেই ভাব গোপন করিয়া অবহিত্থা-জনিত ক্রোধরূপ সৈকত-সেতু দ্বারা সেই আনন্দ-সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ-মালা রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একৈকাবয়ব-স্ফুরন্মধুরিমাবর্ত্তে পতন্তস্তদা
তাসামক্ষি-তরিব্রজাঃ দ্রুতমধুর্ঘূর্ণাঃ ক্ষণাত্তে পুনঃ।
মগ্নীভূয় রসাপ্লুতান্তরতয়া বিন্দন্ত নীচীনতাং
যে তু প্রাহুরিদং হ্রিয়ো বিলসিতং তত্ত্বং ন তে জানতে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তাভির্লজ্জয়া কৃতং অধোমুখং প্রকারান্তরেণ বর্ণয়তি। শ্রীকৃষ্ণস্য একৈকাবয়বে স্ফুরন্মধুরিমরূপজলস্যাবর্ত্তে তাসাং অক্ষিতরিব্রজাঃ নৌকাসমূহাঃ পতন্তঃ সন্তঃ দ্রুতং ঘূর্ণাঃ অধুঃ। তে নেত্ররূপতরিব্রজাঃ তদানীমেব পুনঃ ক্ষণমধ্যে রসেন জলেন পক্ষে শৃঙ্গার রসেনাপ্লুতান্তরতয়া নীচীনতাং অবিন্দন্ত প্রাপ্নুবন্ত। যে তু ইদং লজ্জাবিলসিতং প্রাহুস্তে তত্ত্বং ন জানন্তীত্যপহ্নুত্যলঙ্কারোবোধ্যঃ ॥৭॥

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহাদের প্রেমোদয় হেতু যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহা প্রতিরোধের নিমিত্ত বাহিরে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেও সাগর-তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত-সেতুর ন্যায় শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া গেল ॥৬॥

তখন ব্রজাঙ্গনাগণ মদনাবেশে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্যামাসুন্দর রূপ অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন —মরি! মরি! শ্রীকৃষ্ণের এক একটী অঙ্গ অনন্ত মাধুর্য্যের মহাসমুদ্র—ব্রজরামাগণের নয়ন-তরি-সমূহ সেই এক একটী মাধুর্য্যাবর্ত্তে পতিত হইয়া দ্রুত বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং ক্ষণমধ্যে সেই নয়ন-তরিসমূহ রসের ভারে নিমগ্ন হইয়া ক্রমশঃই নিম্নগামী হইল। ফলতঃ বাঞ্ছিতের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ-মাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবাবেশে সজল নয়নে অবনতমুখী হইলেন। যাঁহারা বলেন, ইহা লজ্জা-বিলসিত, তাঁহারা ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না, বুঝিতে হইবে ॥৭॥

তৎসৌরভ্য মহাভটৈঃ পটিমভিনাসাধ্বনান্তঃপুরং
প্রাপ্তৈর্ধৈর্য্যকপাট পাটনপরৈস্তাসাং যদাভূয়ত।
কা যূয়ং বনলুণ্ঠিকা ইতি তদা সাটোপবর্ণ স্ফুরৎ
সৌস্বর্য্যামৃতবীচয়ঃ শ্রুতিগতা স্তৎসর্ব্বমাপ্লাবয়ন্ ॥৮॥
অপ্রাপ্য প্রতিবাচমাত্তরুড়িব প্রাহোদ্ভ্রমল্লোচনঃ
কিং ন ব্রূথ মদাম্মদালয়স মোষ্যানাপহারোদ্যতাঃ।

তাসাং সখীনাং নাসাধ্বনা অন্তপুরং প্রাপ্তৈঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৌরভ্যরূপমহাভটৈঃ স্বপাটবৈঃ করণৈঃ সখীনাং ধৈর্য্যরূপকপাটস্য ত্রোটনপরৈর্যদা অভূয়ত তদৈব কা যূয়ং বনলুণ্ঠিকা ইতি। কৃষ্ণস্য সাটোপবর্ণস্য স্ফুরৎ সৌস্বর্য্যামৃত তরঙ্গাঃ শ্রুতিগতাঃ মস্তঃপুরস্থং যদ্ ধৈর্য্যাদি তৎসর্ব্বং আপ্লাপয়ন্। তথাচ মোহং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥৮॥

আনন্দজাড্যেন তাসাং প্রতিবাচং অপ্রাপ্য আত্তরুড়িব প্রাপ্তক্রোধ ইব উদ্ভ্রমল্লোচনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আহ। হে বনচারিণ্যঃ! সাধ্বো যূয়ং মদীয়ালয়সমানস্য

তার পর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ যখন মহাবীরের ন্যায় নৈপুণ্যের সহিত সখীগণের নাসাপথ দিয়া হৃদয়-অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের ধৈর্য্য-কবাট ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ গর্ব্বি-পূরিত অথচ মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—"ওগো বন-লুণ্ঠিকাগণ! তোমরা কে?—পরিচয় দাও।" আহা! কি মধুর কণ্ঠ! এ কি বীণার ঝঙ্কার? না অমরার অমৃত বর্ষণ! শ্রীকৃষ্ণের এই কণ্ঠস্বরামৃত তরঙ্গায়িত হইয়া যেমন তাঁহাদের শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত হৃদয়-তট আপ্লাবিত করিল, অমনই সেই সুধা-তরঙ্গে হৃদয়-পুরস্থ ধৈর্য্যাদি তাবৎ চিত্তবৃত্তি তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আত্মহারা হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইলেন ॥৮॥

আনন্দ-বাষ্পে তাহাদের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া

অদ্যাসাদ্য মমোপকণ্ঠ মুচিতাং সংসদ্যবস্থাং পরা-
মপ্যাপ্তুং কিমু বাঞ্ছথ স্ফুটমতোব্রূতাশু যূয়ংস্থ কাঃ ॥৯॥
তাসামেব তদাপ যৎ প্রতিবচো নো কা অপীত্যন্তরু
দ্ধৃত স্মারবিকার-বোধি মধুরং হ্রীলৌল্য-শঙ্কার্চ্চিতম্।
তদয়ো বর্ণয়িতুং ক্ষিতাবুপমিতিং মৃগ্যেদয়ং নেতিনে
ত্যস্মিন্ বস্তু সমস্ত মত্র লভতে ব্রহ্মাণ্ড-সাম্যং কবিঃ ॥১০॥

উদ্যানস্য অপহারে উদ্যতাঃ কিং মদাৎ ন ব্রূথ? তস্মাৎ অদ্য মম উপকণ্ঠং নিকটং আসাদ্য সংসদি সমুচিতাং পরাং উক্ত কটূক্তি ব্যতিরিক্তাং অবস্থাঃ প্রাপ্তুং কিং বাঞ্ছথ? পক্ষে উপকণ্ঠং কণ্ঠসমীপং আসাদ্য রহস্যক্রীড়ারূপাবস্থাং ॥৯॥

এব শ্রীকৃষ্ণঃ তদা তাসাং নো কাপীতি যৎ প্রতিবচঃ প্রাপ। কথম্ভূতং প্রতিবচঃ তাসাং অন্তরুৎপন্ন স্মরবিকার-বোধন-শীলং অথচ মধুরং। পুনশ্চ হ্রীলৌল্য শঙ্কাভিরর্চ্চিতং লজ্জাদীনাং বোধকমিত্যর্থঃ। তৎ প্রতিবচঃ বর্ণয়িতুং যঃ কবিঃ ক্ষিতৌ উপমিতং মৃগ্যেৎ অসৌ কবিঃ উপমানত্বেন সম্ভাবিতং মত্তকোকি-

---

ক্রুদ্ধের ন্যায় নয়ন-ঘূর্ণন করিতে করিতে কহিলেন—"ওগো গর্ব্বিতে! বনচারিণীগণ! তোমরা আমার আলয়সদৃশ উদ্যান-হরণে উদ্যত হইয়াছ কি?—তাই, উৎকট মদভরে কথা কহিতেছ না? অতএব তোমরা আজ আমার উপকণ্ঠে (নিকটে শ্লেষে কণ্ঠ-সমীপে) আসিয়া সভ্যজনোচিত পরাবস্থা অর্থাৎ রহঃকেলিরূপ অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কি? অতএব তোমরা কে, শীঘ্র বল? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণের ঔদ্ধত্য-ব্যঞ্জক অথচ সরস বাক্চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ রঙ্গভরে কহিলেন—"আমরা কেহ নহি।" আহা! এই প্রত্যুত্তর বাক্য তাঁহাদের অন্তরুৎপন্ন স্মর-বিকারের বোধনশীল হইয়াও মধুর, অথচ লজ্জা, চপলতা ও শঙ্কাভাব-ব্যঞ্জক। সুতরাং এই অপূর্ব্ব প্রতিবাক্যের বর্ণনা করিতে কোন কবি যদি ধরাধামে তাহার উপমা অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উপমানরূপে সম্ভাবিত

যৎ কৃষ্ণস্য মনোপি কর্ণময়তামাপয্য তচ্চাধিকং
বিদ্ধং হন্ত মনোভুবৈব সহসা চক্রে পুনঃ সায়কৈঃ।
যত্তস্মাদ্দবথোঃ সবেপথুমপি স্বং নিহ্নুবানোঽব্রবীৎ
সাটোপং তদিমা ব্যজিহ্মপদিব স্বাতুর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতং ॥১১॥

লাদি বস্তু সমস্তং নেতি নেতীত্যুক্ত্বা অস্যন্ নিরস্যন্ ব্রহ্মজ্ঞসাম্যং লভতে। ব্রহ্মজ্ঞো যথা অধ্যস্তাপবাদার্থং সর্ব্বদা নেতি নেতীতি করোতি তথেত্যর্থঃ ॥১০॥

যৎ নো কাপীতি বর্ণত্রয়রূপবচঃ কৃষ্ণস্য মনঃ কর্ণময়তাং প্রাপয্য পশ্চাত্তচ্চ প্রতিবচনং কর্ত্তৃ মনঃ মনোভুবা দ্বারা অস্য পঞ্চসায়কৈঃ করণৈঃ পুনরধিকং বিদ্ধং চক্রে। পুনঃ পুনস্তাদৃশাক্ষরত্রয়স্য শ্রবণেচ্ছয়া মনসঃ কর্ণে পুনঃ পুনঃ সংযোগাতিশয়াৎ কর্ণময়ত্বং বোধ্যম্। তস্মাৎ দবথো স্তাপাৎ জাতং স্বকীয়ং বেপথুং কম্পং নিহ্নুবানঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ সাটোপং যথাস্যাত্তথা যৎ অব্রবীৎ তৎবচঃ কর্ত্তৃস্বাতুর্য্যস্য স্বকীয়াতুরত্বস্য বিস্ফূর্জ্জিতং পরাক্রমং ইমাঃ ব্রজসুন্দরীঃ ব্যজিহ্মপয়দিব ॥১১॥

পিক-পাপিয়াদির কল-গানকেও, "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ অধ্যাসের অপবাদার্থ সর্ব্বদা নেতি নেতি অর্থাৎ আকাশাদি ব্রহ্ম বস্তু নহে বলিয়া নিরস্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সকল বস্তুকেও নিরস্ত করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করিবেন ॥১০॥

"আমরা কেহ নহি"—আহা! ব্রজসুন্দরীদের এই কয়টী বর্ণময় বাক্য তখন শ্রীকৃষ্ণের মনকে কর্ণময় করিয়া তুলিল।—পুনঃপুন তাদৃশ অক্ষরময় বাক্যের শ্রবণেচ্ছাবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে মনের সংযোগের কারণই যেন মন কর্ণস্বরূপ হইল। অনন্তর ঐ বাক্য মনোভব কন্দর্পের পঞ্চশর দ্বারা সহসা শ্রীকৃষ্ণের মন অধিকতর বিদ্ধ করিল—সে দারুণ যন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কম্পিত হইলেও তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া তখন যাহা

যূয়ং কা অপি নেতিচেদ্বদথ কিং নো কা অপীতি স্ফুটং
প্রত্যক্ষাবগতেঽপি বস্তুনি কথং দৃষ্টোঽপলাপঃ ক্বকৈঃ।
পুষ্পানাং ন হি যূথ কেবলমহো তাস্কর্য্যচর্য্যাং যতো
দৃষ্টং চৌর যথেহ চন্দ্রবদনা আত্মানমপ্যগ্রতঃ ॥১২॥
নিত্যং মৎসুমনোপহারনিরতা যাস্তাময়াকুত্র বা
প্রাপ্তাঃ স্যুঃ কথমিত্য নিদ্রিতদৃশা রাত্রিন্দিবং ভাব্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। নো কাপীতি শব্দেন মদগ্রে কা অপি যূয়ং ন ইতি চেদ্বদর্থ কিং? প্রত্যক্ষাবগতেঽপি বস্তুনি কথং কৈর্জনৈঃ কুত্র বা অপলাপো দৃষ্টঃ। স্বং স্বং আত্মানং। চন্দ্রবদনা ইতি। রাত্রাবপি আত্মানং চোরয়িতুং ন শক্নুথ কিমপি দিবসে ইতি ধ্বনিঃ ॥১২॥

সুমনঃ পুষ্পং। পক্ষে শোভনমনং। আত্মভুবং স্বীয় ভূমিং কন্দর্পঞ্চ শ্রিতাস্তা

বলিলেন তাহাতে তাঁহার নিজের কাতরতার পরাক্রমই ব্রজসুন্দরীদের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িল ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—'কেহ নয়' এই বাক্যে তোমরা কি আমার অগ্রে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছ—"আমরা কেহই নই?" যদি তাই বল, তাহা হইলে ত বড় রহস্যের কথা? প্রত্যক্ষাবগত বস্তুর কোন প্রকার অপলাপ কে কোথায় বা দেখিয়াছে? কিন্তু আমি আজ দেখিলাম। হা! তোমরা বলিতেছ "আমরা কেহ নহি," কিন্তু হে বিধুমুখীগণ! আমি দেখিতেছি, তোমরা যে কেবল পুষ্পচৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ তাহা নহে—স্ব স্ব আত্মাকেও চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! কিন্তু দিবসের কথা দূরে থাক্ তোমরা চন্দ্রবদনা বলিয়া রাত্রিতেও আমার অগ্রে আত্মাকে চুরি করিতে সমর্থ হইবে না,—মুখচন্দ্রের কৌমুদী প্রভায় তোমরা অন্ধকারেও স্বতঃই প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া পড়িবে ॥১২॥

আমি নিশিদিন বিনিদ্র নয়নে ভাবিতাম—যাহারা নিত্য আমার সুমনঃ অর্থাৎ পুষ্প চুরি করিয়া লইয়া যায়, কোথায় কিরূপে তাহাদের

দিষ্ট্যৈবাত্মভুবং শ্রিতা যুবতয়ো দৃষ্টাশ্চিরাদস্য তা-
স্তন্মস্তোঃ ফলমেব সম্প্রতি তদা ত্ব্যঙ্গীকুরুধ্বং দ্রুতং ॥১৩॥
উদ্যন্ বিশ্বজনেক্ষণক্ষণভরং ধত্তে নিরস্যংস্তমো
যঃ ফুল্লীকুরুতেতমাং করপরিম্বঙ্গৈর্বলাৎ পদ্মিনীঃ।
তং ভাস্বন্তমভীষ্টদং প্রতিদিনং সেবেমহীমা বয়ং
পুষ্পোঘাগ্রহ এব নঃ সমুচিত স্তৎ কিংভবান্ কুপ্যতি ॥১৪॥

যুবতয়ো দৃষ্টাঃ। তত্তস্মাৎ মন্তোঃ পুষ্পচৌর্য্যমন শ্চৌর্য্যরূপাপরাধস্য ॥১৩॥

শ্রীরাধা আহ। যঃ সূর্য্য পক্ষে কৃষ্ণ স্বং উদ্যন্ তমোঽন্ধকারঃ। পক্ষে দুঃখং নিরস্যন্ সন্ বিশ্বস্থজনানাং ইক্ষণস্য ক্ষণভরং উৎসবাদিশয়ং ধত্তে। এবং করস্য কিরণস্য পক্ষে হস্তস্য পরিম্বঙ্গৈং করনৈঃ পদ্মিনীঃ পক্ষে ব্রজসুন্দরীঃ ফুল্লীকুরুতে। ইমা বয়ং তং ভাস্বন্তং সূর্য্যং। পক্ষে কান্তিমন্তং ত্বাং প্রতিদিনং

ধরা পাইব। বহুদিন পরে আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই চৌরী-যুবতীগণ 'আত্মভূ' অর্থাৎ আমারই নিজভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে দেখিতেছি।"

পক্ষান্তরে বিদগ্ধরাজ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যাহারা নিত্য আমার শোভন মনঃহরণ করিয়া লইয়া যায় সেই চৌরী ব্রজযুবতীগণকে আজ আত্মভূ অর্থাৎ কন্দর্প-সংশ্রিতা দেখিতেছি। সুতরাং চৌরীগণ! আজ তোমরা ভাল ধরা পড়িয়াছ? তোমরা নিত্য নিত্য আমার চিত্ত-কুসুম হরণ করিয়া লইয়া যাও, এক্ষণে সেই চৌর্য্যাপরাধের প্রতিফল শীঘ্র প্রদান করিতেছি, অঙ্গীকার কর ॥১৩॥

সুচতুরা নাগরিণীমণি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যের অর্থবোধ করিয়া প্রাণে প্রাণে অপার প্রীতিলাভ করিলেন, কহিলেন—

"যিনি প্রকট হইয়া তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার নিরসন পূর্ব্বক বিশ্বজনের বিপুল নয়নোৎসব বিধান করেন এবং যিনি বলপূর্ব্বক কর-সংস্পর্শে পদ্মিনীকুলকে প্রফুল্ল করিয়া থাকেন, আমরা সেই অভীষ্টপ্রদ ভাস্কর,

নো কুপ্যামি যথোদিতং কুরুথচেৎ কিন্ত্বঙ্গনাঃ সর্ব্বথা
ভাষন্তেঽনৃতমেব তেন ভবতীঃ প্রত্যেমি বামাঃ কৃতং।
দেবার্থং কুসুমানি মে চিনুথ চেৎ সত্যং কুরুধ্বং সহে
মন্তুং পশ্যতে সাধুতাং মম পরাং যুষ্মাসু চোরীষপি ॥১৫॥

সেবেমহি। তস্মাৎ পুষ্পেষুঃ আগ্রহঃ নোঽস্মাকং সমুচিত এব। পক্ষে পুষ্পেষুঃ কন্দর্পঃ তস্মিন্ আগ্রহঃ ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বপক্ষ সূর্য্যেপক্ষয়োবোধকং সামান্যশব্দেনোত্তরমাহ। যথোদিতং সূর্য্যপূজার্থং মৎপূজার্থং বা কুরুথ চেৎ নো কুপ্যামি কিন্তু অনৃতং মিথ্যামেব সর্ব্বথা ভাষন্তে তেন হেতুনা ভবতীঃ বামাঃ কৃতোঽহং প্রত্যেমি। দেবার্থং মে কুসুমানি। পক্ষে মে দেবার্থং ক্রীড়ার্থং চিনুথ চেৎ সত্যং শপথং

দেবের প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকি; অতএব আমাদের পুষ্পেষু অর্থাৎ পুষ্পান্বেষণে আগ্রহ হওয়াই ত উচিত? সুতরাং তুমি অনর্থক রাগ করিতেছ কেন?”

শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসিকশেখর, শ্রীরাধাও তেমনি রসিকামণি। তিনি শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—“যিনি নিখিল তাপতমঃ দুঃখহারী রূপে বিশ্ববাসীর নয়নানন্দ বিধান করেন এবং বলপূর্ব্বক কর-কমল স্পর্শ দ্বারা ব্রজ-কুল পদ্মিনীগণকে প্রফুল্ল করেন, আমরা যখন সেই অভীষ্টপ্রদ উজ্জ্বলকান্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন সেবা করি, আমাদের পুষ্পেষু অর্থাৎ কন্দর্পের প্রতি আগ্রহ হওয়াই সমুচিত। সুতরাং এজন্য আর বৃথা রোষপ্রকাশ কেন? ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সরস-বাক্-চাতুর্য্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বপক্ষ ও সূর্য্যপক্ষবোধক শব্দ-সাহায্যে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন ‘—সুন্দরি! তুমি মুখে যাহা বলিলে, কাজে যদি তাহাই কর, অর্থাৎ মিত্র-পূজার নিমিত্তই পুষ্পচয়ন কর, তাহা হইলে আমি রাগ করিব না, কিন্তু জানি, অঙ্গনাগণ সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং হে

চৌর্য্যঃ সত্যমহো বয়ং ব্রজভুবিখ্যাতাস্ত্বমেব ধ্রুবং
সাধুঃ কেন ন কীর্ত্ত্যসে স্ববদনেনোক্তিশ্রমৈঃ কিং ততঃ ।
আবাল্যানৃতভাষিতা সরলতা শুদ্ধিঃ পরস্বাস্পৃহা
যা যাস্তি ত্বয়ি সা কদা ক নু জনে কেনেক্ষিতা বা ক্ষিতৌ॥১৬॥
যুষ্মাভিবিপরীত লক্ষণযুষা বাচাহ মেবাত্র য-
চ্চৌরোহকারিষি সাধুমণ্ডলনুতো বৃন্দাবনাখণ্ডলঃ ।

কুরুধ্বং। বামা ইত্যনেন ক্রীড়া সময়ে বাম্যং ন কর্ত্তব্য মত্রাপি শপথং কুরুতেতি ভাবঃ তদা অহং মন্তুং অপরাধং সহে ॥১৫॥

রাধাহ। আবাল্যাৎ সত্যভাষিতেত্যাদি যা যা ত্বয়ি অস্তি সা কদা কুত্র জনে কেন ক্ষিতৌ ঈক্ষিতা ॥১৬॥

রামাগণ! তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, যদি দেবতার্থ (পক্ষে আমার ক্রীড়ার্থ) পুষ্পচয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে শপথ কর, এবং আরও শপথ কর ক্রীড়া সময়ে বাম্য প্রকাশ করিবে না। আমি তোমাদের সকল অপরাধই মার্জ্জনা করিব। তোমাদের ন্যায় চৌরীগণের প্রতিও আমার কেমন অপূর্ব্ব সাধুতা দেখ ॥১৫॥

শ্রীরাধা ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গীর সহিত হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওহে ধূর্ত্তরাজ! আশ্চর্য্যের কথা বটে? এই ব্রজভূমিতে আমরাই বিখ্যাত চৌরী, আর তুমি নিশ্চয় মহা সাধু এ কথা কে না বলে? সুতরাং নিজমুখে বলিয়া আর বৃথা কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? বাল্যাবধি তোমার সত্যভাষিতা, সরলতা, পবিত্রতা ও পরস্বে অস্পৃহা প্রভৃতি যে যে গুণ আছে, তাহা অন্যজনে ধরাতলে কে কোথায় কবে দেখিয়াছে? ১৬।

তদ্গার্ব্বং হৃদি ধত্থ কঞ্চন বিনা যে নেদৃশীনাং গিরা
মীশিধ্বে কিমু ডম্বরং রচয়িতুং গোপাঙ্গনা মেহগ্রতঃ ॥১৭॥
সোঽয়ং যৌবনহেতুকঃ কিমথবা সৌন্দর্য্যসম্পজ্জনিঃ
পাতিব্রত্যনিবন্ধনঃ কিমু কলা-শাস্ত্রজ্ঞতা সম্ভবঃ।
তং পশ্যাম্যধুনা নিকুঞ্জমভিতঃ স্বস্যাপি বাহ্বোঃ পরাং
বৈদগ্ধীমনুভাবয়ানি ভবতীঃ প্রেক্ষধ্ব মেতামপি ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। বিপরীতলক্ষণযুষা বাচা যুষ্মাভিঃ সাধুমণ্ডলস্তুতোঽহং যদ্ যস্মাচ্চৌরোঽকারিষি ততস্মাৎ হৃদিকঞ্চন গর্ব্বং ধৎথ। যেন গর্ব্বেণ বিনা গোপাঙ্গনা অপি যূয়ং মদগ্রে ঈদৃশীনাং গিরাং ডম্বরং আড়ম্বরং রচয়িতুং কিং ঈশিধ্বে ॥১৭॥

তং পাতিব্রত্যাদিকং নিকুঞ্জ মধ্যে অহং পশ্যামি। এবং স্বস্যাপি বাহ্বো-বৈদগ্ধ্যং ভবতীঃ অনুভাবয়ানি এতামপি যূয়ং প্রেক্ষধ্বং ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারদৃপ্ত তীব্রস্বরে কহিলেন—"তোমারা ত বেশ কথার কৌশল শিখিয়াছ? আমি বৃন্দাবনেন্দ্র,—সাধু মণ্ডলী আমাকে কত স্তুতি করে, তোমরা বিপরীত লক্ষণাযুক্ত বাক্যদ্বারা প্রকারান্তরে আমাকেই কি না চোর প্রতিপন্ন করিলে? অতএব তোমরা হৃদয় মধ্যে যে কোন গর্ব্বধারণ করিয়াছ, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গর্ব্বোদয় না হইলে তোমরা সামান্য গোপের ললনা হইয়া আমার অগ্রে এমনভাবে বাক্যাড়ম্বর রচনা করিতে পারিতে কি? ॥১৭॥

বলি, ওগো! গর্ব্বিতে! নবযৌবনমদভরেই কি তোমাদের এত গরব? কিম্বা সৌন্দর্য্য-সম্পদের আধিক্যহেতু? না—পাতিব্রত্য নিবন্ধন? অথবা তোমরা কলাশাস্ত্র-কুশলা বলিয়াই এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ? আমি নিকুঞ্জ মধ্যে সম্প্রতি তোমাদের সেই পাতিব্রত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখি এবং আমার অপূর্ব্ব বাহু-বৈদগ্ধীও তোমাদিগকে অনুভব করাইতে পারি কি না, এই দেখ" ॥১৮॥

ইত্যাগত্য দিধীর্ষুণা গিরিভৃতা রাধাং তদানুদ্রুতাং
পৃষ্ঠীকৃত্য জগাদ তৎ প্রিয়সখী সাটোপসন্তর্জনং।
কঃ স্যাস্ত্বং ললিতাগ্রতোঽপি কুলজাং স্পৃষ্টুং বলাদীহসে
দূরীভূয় পরত্র লম্পট! বিশ ত্বং চেৎ শমত্রেচ্ছসি ॥১৯॥
সত্যং ত্বং ললিতে প্রকামসমরাকাঙ্ক্ষাং ময়া ধিৎসসি
ক্রষে মাং যদিহৈবমেব বিগতাশঙ্কং বলাদুন্মদা।
ত্বাং দোর্ভ্যামধুনা পিনহ্মি তদিমাঃ পশ্যন্তু সখ্যোপি তে
যেন ত্বং মুহুরেব দুর্ম্মুখি! ন মামেবং ব্রুবাণা ভবেঃ ॥২০॥

দিধীর্ষুণা কৃষ্ণেন অনুদ্রুতাং পশ্চাদ্ধাবনেন প্রাপ্তাং রাধাং ললিতা পৃষ্ঠীকৃত্য জগাদ। ত্বং কঃ স্যাঃ কুলজাং স্পৃষ্টুমীহসে। তস্মাৎ হে লম্পট! ইতঃ পরত্র দূরীভূয় প্রবিশ। শং কল্যাণং যদি ইচ্ছসি ॥১৯॥

কৃষ্ণ আহ। যথেষ্ট সমরাকাঙ্ক্ষাং ময়া সহ ধিৎসসি। পক্ষে কন্দর্প সমরাকাঙ্ক্ষাং। যদ্ যস্মাৎ ইহৈব বলাৎ উন্মদা সতী ত্বং বিগতাশঙ্কং যথাস্যাত্তথা মাং ক্রষে। তস্মাৎ অহং ত্বাং দোর্ভ্যাং অধুনা পিনহ্মি ইমা স্তে সখ্যোঽপি পশ্যন্তু। হে দুর্ম্মুখি! যেন ত্বং মাং এবং ব্রুবাণা ন ভবেঃ ॥২০॥

এই বলিয়া গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ বাহুলতা-বেষ্টনে যেমন শ্রীরাধাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শ্রীরাধা শঙ্কা-সম্ভ্রমে চকিতে ললিতার কাছে ছুটিয়া গেলেন। প্রিয়সখী ললিতা প্রেমময়ীকে স্বীয় পৃষ্ঠান্তরালে রাখিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে সদর্পে কহিলেন—"কে হে তুমি? ললিতার অগ্রে বলপূর্ব্বক কুলাঙ্গনা-স্পর্শ করিবার উদ্যম করিতেছ? শুন, লম্পট! যদি এ স্থলে নিজের মঙ্গলকামনা কর, তবে অবিলম্বে এখান হইতে দূরীভূত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাও" ॥১৯॥

ললিতার এই তেজোব্যঞ্জক দম্ভপূর্ণ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আদৌ বিচলিত হইলেন না, বরং সরস কৌতুকভরে আরও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—"ললিতে! তোমার বিক্রমের মাত্রা

অন্যাস্তা রতহিণ্ড ! ধর্ষয়সি যা মুগ্ধা মুহুর্বিভ্যতী
রেবাহং ললিতা পরাঃ সহচরীঃ স্বং চাস্তশঙ্কৌজসা।
•রক্ষন্তী পুরতোঽপি তে প্রতিবনং পুষ্পাণি নেষ্যে বলাৎ
কর্ত্তুং কিঞ্চিদিহেশিষে যদি তদা কিং ধৃষ্ট ! নঃ ক্ষাম্যসি॥২১

ললিতাহ। হে রতহিণ্ড ! স্ত্রীচৌর ! যা মুহুর্বিভ্যতীর্ভয়যুক্তা স্বং ধর্ষয়সি তা অন্যাঃ এবাহং ললিতা অস্তাশঙ্কা সতা অন্যাঃ সহচরীঃ স্বং চ ওজসা বলেন রক্ষন্তী সতী চ তবাগ্রে বলাৎ প্রতিবনং পুষ্পাণি নেষ্যে। হে ধৃষ্ট ! ত্বং যদি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থোঽসি তদা কিং নোঽস্মান্ ক্ষাম্যসি ॥২১॥

তরতরবেগে ক্রমশঃই যখন বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তুমি আমার সহিত ‘প্রকাম’ অর্থাৎ যথেষ্ট সমরাকাঙ্ক্ষা করিতেছ ?— না প্রকৃষ্টরূপে কাম-সমরে প্রবৃত্ত হইবে ? তাই, বলগর্ব্বে উন্মাদিনী হইয়া নির্ভয়ে আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছ। অতএব এখন ইহার প্রতিফল দিতেছি, এই বিপুল বাহুদণ্ড দ্বারা তোমাকে পেষণ করিয়া ফেলি ; তোমার সখীগণ সচক্ষে দেখুক। দুর্ম্মুখি ! তাহা হইলে এমন কর্কশ কথা আমাকে বারংবার বলিতে সাহস করিবে না ॥২০॥

ললিতা দলিতা ফণিনীর ন্যায় ক্রোধ-দৃপ্ত-কণ্ঠে কহিলেন—“ওহে লম্পট ! রমণী-তস্কর ! যাহারা মুগ্ধা—মুহুর্মুহু শঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের উপরই তোমার বল-প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে ? আমি ত তা’দের মত অবলা নই,—আমি ললিতা। তোমাকে কিছু মাত্র ভয় করি না। আমি আপন প্রভাবে অপরা সহচরীগণকে এবং নিজেকেও রক্ষা করিয়া কেমন নির্ভয়ে তোমারই অগ্রে বলপূর্ব্বক প্রত্যেক বনভূমি হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছি দেখ ? ওহে ধৃষ্ট ! যদি ইহার কিছু প্রতিবিধান করিতে তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছ কেন ? ॥২১॥

রাধে ! পশ্য সখী যমাস্যকুহরাদায়াতি যদ্বক্তি তৎ
সম্মত্যা তব চেত্ত্বমপ্যহহ মে পাণেঃ ক্ব বা মোক্ষ্যসে ।
অস্যাস্ত্বন্নধরং রদৈরপনুদং স্তুণ্ডস্য কণ্ডূয়না
ন্যায়াতোঽস্মি সমক্ষমেব তব য ত্বং মৌনিনী বর্ত্তসে ॥২২॥
রাধা প্রাহ শঠেন্দ্র ! কিং বদসি নো জানাসি মাং যাস্ম্যহং
গোষ্ঠেঽস্তি প্রথিতাত্র যৌবতকুলে সাধ্বী ন মত্তোঽধিকা ।

হে রাধে ! তব ইয়ং সখী-মুখগর্ত্তাৎ যৎ আয়াতি তদেব বক্তি, তত্র তব সম্মত্যা চেদ্বক্তি তদা মম পাণেঃ সকাশাৎ ত্বং কুত্র মোক্ষ্যসে। তস্মাৎ অস্যা স্তব সখ্যা ললিতায়া অধরং রদৈর্দন্তৈস্ত্বন্ খণ্ডয়ন্ মুখস্যাতিকণ্ডূয়নানি অপনুদন্ দূরীকুর্ব্বন্ তব সমক্ষমেব আয়াতোঽস্মি। যদ্ যস্মাত্ত্বং মৌনিনী বর্ত্তসে। মৌনং সম্মতিলক্ষণ মিতি প্রসিদ্ধেঃ ॥২২॥

অহং যা অস্মি এবম্ভূতাং মাং ত্বং নো জানাসি। তস্যা মে মম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-বর্ত্মনি রতাঃ সদা নিকটে স্থিরা ইমাঃ সখ্যঃ। পক্ষে অতনোঃ কন্দর্পস্য ধর্ম্ম-

ললিতার এই কৌতুক-কলাপূর্ণ সগর্ব্ব-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ না হইয়া বরং আরও উত্তেজিত-স্বরে শ্রীরাধার প্রতি কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য ! দেখ দেখ রাধিকে ! তোমার ঐ দুর্ম্মুখী সখীর কাণ্ড দেখ ! উহার মুখ-বিবর হইতে যাহা বাহির হইতেছে—তাহাই বলিতেছে। ইহাতে তোমারও যদি সম্মতি থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কোথায় পলাইবে ? অতএব প্রথমেই দশনাস্ত্রে তোমার প্রিয়সখী ললিতার অধর-খণ্ডনপূর্ব্বক মুখের অতি-কণ্ডুতি নিবৃত্তি করিয়া এখনই তোমার নিকট যাইতেছি। তুমি যখন মৌনিনী হইয়া রহিয়াছ, তখন ইহাতে যে তোমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে তাহা বেশ বুঝিতেছি। কারণ, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" ॥২২॥

রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক কথায় শ্রীরাধার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রেমোল্লাসের উৎস ছুটিল—অথচ বাহিরে প্রণয়-কোপ প্রকাশ করিয়া

তস্যা মেঽতনুধর্ম্ম-বর্ত্মনিরতাঃ সখ্য সদেমাঃ স্থিরা
স্তাস্বেষা ললিতা পরাপ্রখরতা যস্যা জয়েত্ত্বামপি ॥২৩॥
সূর্য্যোপাসনধর্ম্মবত্যতিতরাং সাধ্ব্যস্মি চেতিস্ফুটং
মূর্ত্তং তে হৃদি গর্ব্বপর্ব্বতযুগং বর্ব্বর্ত্তিরাধেঽধিকম্‌।
তচ্ছ্রীঘ্রং নখরৈর্বিখণ্ড্য ভবতীং জেষ্যামি তেনৈব চে-
ন্মদ্বক্ষঃ প্রহরিষ্যসি ত্বমধিকং তচ্চাপি সোঢ়ুং ক্ষমে ॥২৪॥

বর্ত্মনিরতাঃ। তাসু মধ্যে ললিতা পরা শ্রেষ্ঠা যস্যা ললিতায়াঃ প্রখরতা ত্বামপি জয়েৎ ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে রাধে! অহং সূর্য্যারাধনবতী এবং সাধ্বী অস্মি ইতি মূর্ত্তং তে তব হৃদি গর্ব্বরূপ পর্ব্বতযুগং অধিকং বর্ব্বর্ত্তি। তথা চ অন্তঃকরণস্থগর্ব্ব এব বহিঃ পর্ব্বতদ্বয়রূপেণ বিরাজত ইত্যর্থঃ। তৎ পর্ব্বতযুগং। তেন পর্ব্বত-দ্বয়েন চেৎ মদ্বক্ষঃ স্থলং ত্বং প্রহরিষ্যসি; তদা তচ্চ প্রহরণমপি অহং সোঢ়ুং ক্ষমে ॥২৪॥

কহিলেন—"ওহে শঠেন্দ্র! তুমি কি অন্যায় কথা বলিতেছ? আমি কে, তুমি কি তাহা জান না? এই গোকুলে যুবতীকুলের মধ্যে, আমার অপেক্ষা সাধ্বীশিরোমণি আর কেহ নাই, ইহাই ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ! আমার সেই অতনু-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-(পক্ষে কন্দর্পধর্ম্ম-) পথ-নিরতা সখীগণই সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকে। তাহাদের মধ্যে এই ললিতাই শ্রেষ্ঠা, ইহার প্রখরতা তোমাকেও জয় করিয়া থাকে ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ উপহাসব্যঞ্জক উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"ঠিক বলেছ রাধে! সত্যই ত ঐ যে তোমার হৃদয়ে "আমি সূর্য্যোপাসিকা ও আমি মহাসাধ্বী" এই দুইটী গর্ব্ব-গিরি যেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বক্ষোজদ্বয়রূপে সমধিক শোভা পাইতেছে? আমি এখনই নখরাস্ত্রে তোমার ঐ গর্ব্ব-গিরিদ্বয়কে আশু বিখণ্ডিত করিয়া তোমাকে জয়

ইত্যুক্ত্বা স্মিত-চন্দ্রিকার্চ্চিতমুখীরালীর্বিলঙ্ঘ্য ব্রজ-
ন্ রাধায়া নিদধাবুরস্যরুমদাৎপাণিং যদা মাধবঃ।
কন্দর্পঃ স হি কং ন দর্পমতনোদা পাদশীর্ষং শরৈ
শ্চক্রে জর্জ্জরমেব-তত্তনুযুগং রোমোদ্গম-ব্যাজতঃ ॥২৫॥
কিং কর্ত্তুং কিতব! ত্বয়াত্র রভসাদারব্ধমিত্যুচ্চগা
স্তাং প্রাবোধয়দালিভি বিরচিতা স্পর্শোত্থমোহাদ্ যদা।

মাধবঃ ইত্যুক্ত্বা স্মিতচন্দ্রিকয়া অর্চ্চিতমুখীঃ আলীর্বিলঙ্ঘ্য ব্রজন্ সন্ রাধাবক্ষঃস্থলে যদা পাণিং নিদধৌ তদা স কন্দর্পঃ কং দর্পং ন অতনোৎ। দর্পমেব বিবৃণোতি তয়োস্তনুযুগং রোমোদ্গমচ্ছলেন আপাদ-শীর্ষং শরৈ র্জর্জরিতং চক্রে ॥২৫॥

হে কিতব! ত্বয়া কিং কর্ত্তুং আরব্ধং ইতি আলিভিবিরচিতা উচ্চগীঃ তাং রাধাং স্পর্শোত্থমোহাদ্ যদা প্রাবোধয়ন্ তদৈব সা রাধা কান্তস্য করং চুড়িকাশব্দেন রণদ্ভ্যাং শব্দং কুর্ব্বদ্ভ্যাং পাণ্যম্বুজাভ্যাং রোদ্ধুং স সীৎকৃতি

করিতেছি। সে সময় ঐ গিরি-যুগ দ্বারা তুমি যদি আমার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে থাক, তাহা হইলে আমি সে আঘাত সানন্দে সহ্য করিতে সক্ষম হইব ॥২৪॥

মাধবের এই সরস বাক্‌বৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া সখী-মণ্ডলী বিপুল আনন্দভরে পুলকিতা হইলেন, ফুল্লাধরে মৃদুহাস্য-চন্দ্রিকা বিভাসিত হইয়া উঠিল। বিদগ্ধরাজ অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইয়া যেমন উদ্দাম গর্ব্বভরে শ্রীরাধার উরজোপরি হস্তার্পণ করিলেন, অমনি কন্দর্প, যুব-যুগলের তনুযুগলকে রোমোদ্গমছলে আপাদ মস্তক শরজালে জর্জ্জরিত করিয়া তখন কোন্ দর্প না প্রকাশ করিল? ফলতঃ তখন কন্দর্প আপনার সমস্ত প্রভাবই বিস্তার করিল ॥২৫॥

কান্ত-কর-স্পর্শানন্দে শ্রীরাধা একেবারে বিভোর হইলেন। সখীগণ সচকিতে "কি কর, কি কর ধূর্ত্তরাজ! একি করিতে আরম্ভ

সা কান্তস্য করং সসীৎকৃতিরণৎ পাণ্যম্বুজাভ্যাং তদা
রোদ্ধুং সম্ভ্রমমাপ শুষ্কমরুদৎ বামাভ্য নৈষীদ্রুজং ॥২৬॥
তাবদ্বামকরেণ হন্ত সুদৃশঃ শীর্ষাংশুকে পটে স্রংসিতে
মাধুর্য্যামৃত-বীচয়ঃ সমুদগুর্যা ব্যাপ্নুবানা দিশঃ।
আশ্লেষাধরপানচুম্বন-বিধিং প্রারিপ্সিতং মাধবো
বিস্মৃত্যারভতৈব কেবল মহোস্নাতুং মুহুস্তাসু সঃ ॥২৭॥

যথাস্যাত্তথা সম্ভ্রমমাপ; এবং শুষ্কং অরুদৎ। বামা শ্রীরাধা মিথ্যারুজং পীড়াং অভ্যনৈষীৎ অভিনয়মকার্ষীৎ ॥২৬॥

তাবৎকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য বামকরেণ রাধায়া মস্তকস্থপটে স্রংসিতে সতি মুখমস্তকাদীনাং মাধুর্য্যামৃতবীচয়ঃ সমুদগুঃ যা বীচয়ঃ দিশো ব্যাপ্নুবানাঃ। স মাধবঃ ইপ্সিতং চুম্বনাদিকং বিস্মৃত্য তাসু মাধুর্য্যবীচিষু কেবলং স্নাতুং আরভত ॥২৭॥

করিলে ?"—বলিয়া যেমন উচ্চস্বরে চাৎকার করিয়া উঠিলেন, অমনই শ্রীরাধার সেই প্রিয়-স্পর্শজনিত আনন্দ-মোহ কাটিয়া গেল। তিনি তখনই ভূষণ-শিঞ্জিত কর-কমল দ্বারা স্বীয় হৃদয়-নিহিত কান্তের কর-পল্লবকে সীৎকার সহকারে সরাইয়া দিবার নিমিত্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং শুষ্ক রোদন করিতে করিতে মিথ্যা ব্যথানুভবের অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

বামা শ্রীরাধা কর-কমলদ্বয় দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হায়! অমনই ধূর্ত্তবর বামহস্ত দ্বারা সুলোচনা শ্রীরাধার মস্তকের অবগুণ্ঠন-বাস সংস্রস্ত করিলেন। আমরি! তখন শ্রীরাধার সেই অনাবৃত মুখেন্দুমণ্ডলের যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যামৃত-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাতে দশদিক্ প্লাবিত হইয়া গেল। অহো! শ্রীকৃষ্ণও অভীপ্সিত আশ্লেষ, অধর-সুধাপান ও চুম্বনাদি ভুলিয়া কেবল সেই অনুপম মাধুর্য্য-তরঙ্গে মুহুর্ম্মুহুঃ অবগাহন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

চন্দ্রস্যোপরি সান্দ্রতাং কথমগাদ্ ধ্বান্তং সমন্তাদ্বল-
ত্তং কিং হন্ত মৃধে জিগায় ন হি যৎ সোঽনল্পমুদ্ভ্রাজতে।
মৈত্রী যদ্যনয়োরভূৎ সমুচিতা নোপর্য্যধঃ স্থায়িতা
দাস্যং চেদ্দ্বিজরাজ আপ তমসো লোকেন কিং লজ্জতে ॥২৮॥

স্নানসময়ে শ্রীকৃষ্ণস্য বিতর্কমাহ। মুখস্থানীয় চন্দ্রস্য উপরি বলৎ ধ্বান্তং কেশস্থানীয়ান্ধকারং কথং সান্দ্রতাং নিবিড়তাং অগাৎ। চন্দ্র নিকটে তস্য নাশ এব উচিতঃ। কিং অন্ধকার স্তং যুদ্ধে জিগায়? নহি নহি যদ্ যস্মাৎ স চন্দ্রঃ অনল্পমুদ্ভ্রাজতে অতিশয়েন দীপ্তিং করোতি। নহি পরাজিতস্য শোভা জায়তে। যদি অনয়োর্মৈত্রী অভূৎ তদা উপর্য্যধঃ স্থায়িতা ন সমুচিতা কিন্তু সমতয়া তমসোঽন্ধকারস্য দাস্যং দ্বিজরাজ চন্দ্রং চেৎ আপ তদা লোকে কিং ন লজ্জতে? শ্লেষেণ সত্ত্বগুণময় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠোঽপি ভূত্বা যত্তমোগুণময়স্য দাস্যং আপ তত্র কিং ন লজ্জতে? ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

তৎকালে শ্রীরাধার শ্রীমুখচন্দ্রোপরি অযত্ন-বিন্যস্ত অলকাবলির অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমরি! কি মাধুরীরে! ঐ যে অকলঙ্ক রাকা-শশীর উপর তিমির-জাল বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া কেমন ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে! চন্দ্রের বিমল প্রভায় উহার ধ্বংস হওয়াই ত উচিত?—তবে কি অন্ধকার চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? না না, তাহাও ত সম্ভব বোধ হয় না? ঐ যে সুধাংশু অন্ধকারের নিম্নভাগে থাকিয়াও সাতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। পরাজিতের কি কখন এমন অপূর্ব্ব শোভা বিভাসিত হয়? তবে কি চাঁদ, তিমিরের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়াছে? তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? তাহা হইলে মিত্রযুগলের নীচে উপরে অবস্থিতি সম্পূর্ণ অনুচিত—সমানভাবে বিরাজ করাই উচিত ছিল।

চন্দ্রেঽস্মিন্নপি কে ইমে শফরিকে সিন্ধোঃ সহৈবোদ্গতে
চেদেতে কিমু নিশ্চলে যদি পুনর্নীলোৎপলে তে কুতঃ।
বন্ধোরঙ্কমুপেত্য মুদ্রিতমুখে মন্যে ততঃ খঞ্জনা
বেত্তৌ স্তা ন হি কেন বাত্র গমিতৌ নো নৃত্যতো বা কুতঃ ॥২৯॥

বিতর্কান্তর মাহ। অস্মিন্ চন্দ্র ইমে শফরিকে কুত আগতে। একত্র সহবাসত্বেন সিন্ধোঃ সকাশাৎ চন্দ্রেণ সহৈব উদ্গতে চেৎ চঞ্চলস্বভাবে এতে শফরিকে কিং নিশ্চলে। ইদানীং লজ্জাদীনা নেত্রয়োর্মুদ্রিত প্রায়ত্বেন নিশ্চলত্বাৎ যদি পুনস্তে নীলোৎপলে তদা বন্ধোশ্চন্দ্রস্য অঙ্কং উপেত্য কুতো মুদ্রিতমুখে তিষ্ঠতঃ তস্মাৎ এতৌ খঞ্জনৌ স্ত ইতি মন্যে নহি নহি অত্র চন্দ্রমধ্যে কেন গমিতৌ আনীতৌ কুতো বা ন নৃত্যতঃ ॥২৯॥

তবে কি দ্বিজরাজ (চন্দ্র) তমোদাস্য লাভ করিয়াছে? তাহা হইলেও ত লোকের কাছে বড় লজ্জার কথা? দ্বিজরাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হইয়া যদি তমোগুণময় ব্যক্তির দাস্য লাভ করে, তবে তাহা লজ্জার বিষয় নয় কি? ॥২৮॥

আবার শ্রীরাধার লজ্জা-জনিত আধ-নিমীলিত অচঞ্চল নয়ন-মাধুরী অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বিতর্ক করিতে লাগিলেন— "আমরি! মরি! ঐ যে চাঁদের কোলে দুইটী শফরিকা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে—উহা কিরূপে কোথা হইতে আসিল? তবে কি ক্ষীরোদ সাগরে একত্র বাস হেতু তথা হইতে চন্দ্রের সহিত সমুদ্‌গত হইয়াছে? না না, তাহাও ত সম্ভব নয়? শফরিকার সর্ব্বদা চঞ্চল স্বভাব—এ যে নিথর—নিশ্চল। তবে কি নীলোৎপলযুগল হইবে? তাহাই বা কিরূপে বলি? নীলোৎপল হইলে নিজ বন্ধুর অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াও মুদ্রিত মুখে রহিয়াছে কেন? তবে কি চটুল খঞ্জন-যুগল হইবে? তবে চন্দ্রের উপর কে আনিল? যদি বা কেহ আনিয়া থাকে, তবে নাচিতেছে না কেন? ॥২৯॥

ইত্যেবাত্মগতং বদন্ নিজদৃশোর্দিষ্টং মহন্মানয়ন্
স্বাঙ্গং তৎসুষমা সমামৃতরসাসারৈর্মুহুঃ প্লাবয়ন্।
তন্নেত্রান্তভটানুরাগ-মধুভিঃ পীতৈর্দৃশা স্বং মনঃ
ক্ষীবত্বং গময়ন্ ভজন্ বিবশতামালীঃ স ধিন্বন্ বভৌ ॥৩০॥

ইতি আত্মগতং বদন্ স শ্রীকৃষ্ণঃ নিজদৃশোর্মহদ্দিষ্টং ভাগ্যং মানয়ন্ স্বাঙ্গং তস্যা রাধায়াঃ শোভারূপা সমানামৃত-রসস্য নিরুপমামৃতরসস্য আসারৈ-র্ধারাসম্পাতৈঃ মুহুঃ প্লাবয়ন্ কিঞ্চ তদানীং চুম্বনাদিবিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বিলম্বং দৃষ্ট্বা হন্ত মামাবৃত্য চিরং কিং স্বং বা করোতীত্যৌৎসুক্যেন-নেত্রান্তস্য কিঞ্চিদুদ্ঘাটনং কৃতবত্যা তস্যা রাধায়া নেত্রান্তভটস্য স্বদৃশা পীতৈঃ অনুরাগস্বরূপ মধুভিঃ স্বং মনঃ ক্ষীবত্বং মত্ততাং গময়ন্ এবং দেহনিষ্ঠ বিবশতাং ভজন্ শ্রীকৃষ্ণঃ আলীঃ

শ্রীকৃষ্ণ স্বগতঃ এইরূপ বিতর্ক করিয়া নিজ নয়ন-যুগলের মহা-সৌভাগ্য মানিতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধার অনুপম সুষমা সুধারসের অবাধ ধারা-সম্পাতে আপনার নবজলদ-সন্নিভ শ্যামাঙ্গ মুহুর্মুহুঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। মরি! মরি! শ্রীরাধার কমনীয় কনক-কান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামাঙ্গ বাস্তবিকই পুরট-সুন্দর গৌরাঙ্গরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন চুম্বনাদি সম্ভোগ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া—"হায়! আমাকে এতক্ষণ আবৃত করিয়া না জানি প্রিয়তম কি বা করেন?"—এইরূপ ঔৎসুক্যসহকারে শ্রীরাধা যেমন ঈষৎ নেত্রান্ত উদ্ঘাটন করিলেন, অমনই নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নয়নান্ত-নিঃসৃত অনুরাগ-মধু স্বীয় নয়ন-পুটে পান করিয়া মনের মত্ততা ও অঙ্গের বিবশতা ঘটাইলেন এবং সখীগণকেও সুখের পাথারে নিমগ্ন করিলেন। একে মধুপান করিল, আর অপরে কেহ মত্ত হইল, কেহ বিবর্ণ হইল, কেহ বা সুখী হইল, কি অদ্ভুত ব্যাপার! ॥৩০॥ *

* এস্থলে অসঙ্গতি অলঙ্কার সূচিত হইয়াছে।

তাবত্তদ্ভুজপাশতঃ শিথিলিতাৎ স্বং মোচয়িত্বা ব্রজন্
মাধুর্য্যাস্ত্রমিব প্রযুজ্য মিমিয়ং তং জৃম্ভয়িত্বাজয়ৎ।
পাণিভ্যাং প্রতিমুচ্য কঞ্চুকমথো কাঞ্চতীং কৃষন্তী বভৌ
বধ্নাতিস্ম কিমস্তভীঃ পরিকরং কামাজিরাজী চিকীঃ ॥৩১॥

ধিন্বন্ সুখয়ন্ বভৌ। অত্র একস্য পানকর্তৃত্বং অন্যস্য মত্ততা, অপরস্য বিবশতা। অন্যস্য সুখিতা ইত্যেতৈ রসঙ্গত্যালঙ্কাবঃ সূচিতঃ।৩০॥

ইয়ং রাধিকা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দবৈবশ্যেন শিথিলাৎ ভুজপাশাৎ স্বং মোচয়িত্বা অব্রজৎ। উৎপেক্ষামাহ। রাধিকা মাধুর্য্যাস্ত্রমিব প্রযুজ্য তং শ্রীকৃষ্ণং জৃম্ভয়িত্বা কিং অজয়ৎ। তদনন্তরং সা শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শেন শিথিলিতং কঞ্চুকং পাণিভ্যাং প্রতিমুচ্য বদ্ধা। আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চাপি নদ্ধশ্চাপি নদ্ধশ্চাপিনদ্ধবদিত্যমরঃ। এবং শিথিলিতাং কাঞ্চীং কৃষন্তী সতী বভৌ। অত্র উৎপেক্ষামাহ। কন্দর্পস্য আজিরাজী যুদ্ধশ্রেণী তাং চিকীঃ। চিকির্ষুঃ রাধা অস্তভীঃ সতী কিং পরিকরং বধ্নাতিস্ম। কিকীর্ষ স্বরূপাৎ কিব্ ততঃ সি বিভক্তৌ চিকীঃ ॥৩১॥

প্রিয়াঙ্গ-পরশ জন্য উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ ও বিহ্বল হইলেন—আনন্দ-বৈবশ্যে তাঁহার বাহুপাশ শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীরাধা তখন প্রিয়তমের সেই শিথিলিত বাহুবল্লরীর বন্ধন-পাশ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া একটু দূরে সরিয়া গেলেন। আমরি! শ্রীরাধিকা যেন মাধুর্য্য—অস্ত্র-প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে বিজৃম্ভিত করিয়া জয় করিলেন! অনন্তর কান্ত-করস্পর্শে শ্লথ-কঞ্চুলিকা উভয় কর-সাহায্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া শিথিলিত কাঞ্চী-কলাপকে কটীতটে বাঁধিতে বাঁধিতে অপূর্ব্ব শোভায় বিভাসিতা হইলেন। তাহাতে বোধ হইল, শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্প-রণ-বাসনায় নির্ভয়ে পরিকরগণকে বন্ধন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বেণীমর্দ্ধবিমর্দ্দিতাং করয়ন্ত্যুদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিঃ সখী
স্তর্জ্জন্যৈব ততর্জ তিষ্ঠত শঠা! ভোস্তিষ্ঠতেত্যাত্তগীঃ।
তীক্ষ্ণাপাঙ্গশর-প্রহারবিবশোঽপ্যস্যাস্তথাবস্থিতাং
তাং পশ্যন্নতনুব্যথোঽপ্যমনুত স্বীয়ং স ধন্যং জনুঃ ॥৩২॥
ভো বৃন্দাবনভূমিদেব! সুকৃতিন্! বিখ্যাতকীর্ত্তে! ভবান্
যৎ কর্ম্ম ব্যধিতাস্য সম্প্রতি গৃহং গত্বা তয়ৈবার্য্যয়া।

অর্দ্ধমুক্তাং বেণীং কবরয়ন্তী অর্থাৎ একহস্তেন গ্রীবোপরিবেণ্যা বেষ্টনং কুর্ব্বতী রাধিকা ভোঃ শঠা! মৎসখ্যঃ যুষ্মাভিরেব মহ্যমেতাবদ্দুঃখং দত্তং তস্মাৎ য়ূয়ং তিষ্ঠত তৎপ্রতিফলং দাস্যামীতি গৃহীতগীঃ সা তর্জ্জন্যা সখীঃ ততর্জ। তদনন্তরং তস্যা রাধায়া তীক্ষ্ণাপাঙ্গ-শরপ্রহারেণ বিবশোপি স শ্রীকৃষ্ণঃ তথাবস্থিতাং ভূষণকেশাদি সম্বরণে ব্যগ্রাং তাং রাধাং পশ্যন্ অতনুব্যথোঽপি মহাপীড়াযুক্তোঽপি স্বং জনুরেব ধন্যং অমনুত। পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পস্তৎ পীড়াযুক্তঃ ॥৩২॥

রাধা আহ। ভো বৃন্দাবনস্য ভূমিদেব! ব্রাহ্মণ, পক্ষে বৃন্দাবনভূমৌ দিব্যতি ক্রীড়তীতি। যৎ কর্ম্ম ত্বয়া কৃতং অস্য কর্ম্মণঃ অনুপমাং দক্ষিণাং

পরে বামহস্ত দ্বারা গ্রীবার উপর বিমর্দ্দিতা অর্দ্ধবিগলিতা বেণীকে কবরী বন্ধন করিতে করিতে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি সখীগণকে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—'থাক—থাক ধূর্ত্তা-গণ! আমার সখী হইয়া তোমরা আমাকে এত দুঃখ দিলে? অতএব যথাসময়ে আমি ইহার প্রতিফল দিব।"—এই বলিয়া শ্রীরাধা সুতীক্ষ্ণ অপাঙ্গ-শর-প্রহারে রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে বিবশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অপাঙ্গবাণ-খিন্ন ও বিবশ হইয়াও সেই ভূষণ-কেশাদি-সম্বরণে আগ্রহবতী শ্রীরাধাকে তথায় দেখিতে দেখিতে অতনু-ব্যথা অর্থাৎ অনঙ্গ-পীড়া বা কন্দর্প-পীড়া প্রাপ্ত হইয়াও আপনার জীবনকে ধন্য মানিতে লাগিলেন ॥৩২॥

শ্রীরাধা বাহ্যিক রোষ-কষায়িত নয়নাপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে

দাস্যে তে খলু দক্ষিণামনুপমামপ্রাপ্তপূর্ব্বাং যয়া
পূর্ণো যাস্যসি মাদৃশীষু ন পুনঃ কাপি প্রকামার্থিতাং ॥৩৩॥
রাধে ! দক্ষিণয়া ত্বয়ানুপমায়া সন্তোষ্য মেবাগ্রতঃ
কিন্ত্বাশু স্মরযাগকর্ম্মশুভদং মাং শিক্ষিতং কারয়।

সম্প্রত্যহং গৃহে গত্বা তয়া জটিলাখ্যয়া আর্য্যায়া দ্বারা দাস্যে। ব্রাহ্মণৈঃ কর্ম্মণি সতি দক্ষিণা দানস্যাবশ্যকত্বাৎ। যয়া দক্ষিণয়া পূর্ণঃ সন্ মাদৃশীষু কদাপি প্রকামং যথাস্যাত্তথা ন-পুবরর্থিতাং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। পক্ষে জটিলাদত্ত গালি প্রদানাদ্ধেতোঃ কদাপি মাদৃশীষু প্রকৃষ্ট কন্দর্পস্যার্থিতাং ন যাস্যসি ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে রাধে! ত্বয়া অনুপময়া দক্ষিণয়া সন্তোষবিশিষ্টং করিষ্যন্তং মা কিন্তু দক্ষিণা দানাগ্রতঃ শুভদং স্মরযাগকর্ম্ম কারয়। মাং কীদৃশং শিক্ষিতং নিপুণং। বিজ্ঞনিষ্ণাত শিক্ষিতা ইত্যমরঃ। পক্ষে মাং শিক্ষিতং কারয়, স্মরযাগকর্ম্ম শিক্ষয় ইত্যর্থঃ। দক্ষিণয়েতি করণপদং কর্ত্তৃবিশেষণঞ্চ।

চাহিয়া অনুযোগব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "ওহে বৃন্দাবন-ভূদেব! ওহে বিখ্যাতকীর্ত্তে! সুকৃতিন্! সম্প্রতি তোমার দ্বারা এই যে কর্ম্ম-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল, ইহার সমুচিত দক্ষিণা আমি গৃহে গিয়া আর্য্যা জটিলার দ্বারা তোমায় নিশ্চয় প্রদান করিব। কারণ, কর্ম্মান্তে ভূদেবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে দক্ষিণাদান অবশ্য কর্ত্তব্য—নতুবা কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। তুমি সেই অপ্রাপ্ত-পূর্ব্বা অনুপমা দক্ষিণালাভ করিয়া যখন পূর্ণ-মনোরথ হইবে, তখন আমাদের নিকট আর কখনও প্রকামার্থী অর্থাৎ বহুযাচক হইবে না। ফলতঃ জটিলা গালি প্রদান করিলে আর কদাচ আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট কন্দর্প-ক্রীড়ার প্রার্থনা করিতে সাহসী হইবে না ॥৩৩॥

নাগরবর হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! তুমি অনুপমা দক্ষিণা দ্বারা আমার ন্যায় বিজ্ঞজনকে পরিতুষ্ট করিতে চাহিতেছ, কিন্তু দক্ষিণা দ্বারা সন্তোষবিধান করিবার পূর্ব্বে আশু শুভদ স্মর যাগকর্ম্মের

তত্তৎ কর্ম্মঠতামিহাকলয় মে সাফল্য মায়াতু সা
পাণ্ডিত্যং বিকলত্বমেতি কৃতিভির্যন্নানুমোদ্য স্তুতং ॥৩৪॥
প্রোচে কুন্দলতাপি দেবর ! ভবদ্বৈদুষ্যদৃষ্যা ভবে-
দস্যাঃ সম্মতিরত্র চেদিয়মপি প্রাজ্ঞী তদা জ্ঞায়তে।
তাবৎ কিং নিকষাশ্মহেমমহিমজ্ঞানং ভবেৎ কস্যচিৎ
যাবত্তম্মিথুনং ন বিন্দতি মিথঃ সঙ্ঘর্ষ কৌতূহলম্ ॥৩৫॥

তত্তদ্‌যজ্ঞে মম কর্ম্মঠতাং পশ্য ; এবং সা কর্ম্মঠতাপি সাফল্যং আয়াতু। অতএব কৃতিভি র্যৎপাণ্ডিত্যং অনুমোদ্য ন স্তুতং তৎপাণ্ডিত্যং বিকলত্বমেতি ॥৩৪॥

কুন্দলতা উচে। হে দেবর ! কৃষ্ণ ! তব বৈদুষী পাণ্ডিত্যং তদা অদৃষ্যাভবেৎ চেৎ যদি অস্যা রাধায়া অত্র তব পাণ্ডিত্যে সম্মতিঃ স্যাৎ। এবং তব পাণ্ডিত্যং বুদ্ধা অনয়া সম্মতির্দত্তা চেৎ তদা ইয়মপি প্রাজ্ঞা অস্মাভির্জ্ঞায়তে। তত্র সদৃষ্টান্তমাহ। নিকষ প্রস্তর সুবর্ণয়োর্ম হিমজ্ঞানং তাবৎ কস্য জনস্য কিং ভবেৎ যাবৎ মিথঃ সঙ্ঘর্ষ-কৌতূহলং নিকষাশ্মহেমরূপং তন্মিথুনং ন বিন্দতি। মিথুন-পদেন অনয়োঃ স্ত্রীপুংস্ত্বমারোপিতং। তদ্বিতথ মিতি বা পাঠঃ। দৃষ্টান্তেন রহস্য পরীহাসো ব্যঙ্গঃ ॥৩৫॥

অনুষ্ঠান কর এবং আমাকেও আশু সুশিক্ষিত কর। পরে সেই কন্দর্প-যজ্ঞে আমার কর্ম্মকুশলতার পরীক্ষা করিয়াও দেখ। আমার কর্ম্ম-কুশলতা সফলতা প্রাপ্ত হউক। যেহেতু কৃতি-ব্যক্তিগণ যে পাণ্ডিত্যের অনুমোদন ও প্রশংসা না করেন, সে পাণ্ডিত্য অবশ্য বিফল হইয়া থাকে ॥৩৪॥

দেবরের এই সরস কৌতুকালাপে কুন্দলতার বিম্বাধর-প্রান্তে বিমল হাস্য-বিভা উথলিয়া উঠিল। কহিলেন—"দেবর ! প্রিয়সখী শ্রীরাধা যদি তোমার পাণ্ডিত্যে সম্মতি দান করেন, তবেই আমরা বুঝিব, তুমি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ পণ্ডিত এবং তোমার ঐ অগাধ পাণ্ডিত্য বোধগম্য করায় শ্রীরাধাকেও মহাবিদুষী বলিয়া জানিব। কারণ

গান্ধর্ব্বাবদদাত্মনঃ প্রিয়তমাত্তদ্রে ! সুভদ্রাদপি
প্রেমাস্মিং স্তব দেবরে নিরুপমং প্রত্যায়িতাহং ত্বয়া।
অধ্যাপ্যাতনু শাস্ত্রমেতদথ তদ্বিজ্ঞং ত্বমেবান্বভূঃ
স্বখ্যাত্যৈ প্রকটীচিকীর্ষসি যতঃ পাণ্ডিত্যমস্য স্বয়ং ॥৩৬॥
প্রোক্তং তত্র বিশাখয়া প্রথমতোঽস্যামেব রাধেঽস্য
চেত্তত্তৎ কর্ম্মঠতাং নিজাক্ষিবিষয়ীকৃত্য প্রতীতিং ভজেঃ।

রাধা অবদৎ। হে ভদ্রে ! কুন্দবল্লি ! আত্মনঃ প্রিয়তমাৎ সুভদ্রাৎ পত্যুঃসকাশাৎ অস্মিন্ দেবরে নিরুপমং প্রেম ত্বয়া অহং প্রত্যায়িতা। পক্ষে সুভদ্রাৎ সুমঙ্গলদাত্মনঃ সকাশাদপি দেবরে প্রেম। অথ অতনুশাস্ত্রং এতং দেবরং অধ্যাপ্য পশ্চাত্তচ্ছাস্ত্রবিজ্ঞং তং ত্বমেবান্বভূঃ। যতঃ স্বখ্যাত্যৈ অস্য দেবরস্য পাণ্ডিত্যং স্বয়মেব প্রকটীচিকীর্ষসি ॥৩৬॥

বিশাখা আহ। হে রাধে ! অস্য কৃষ্ণস্য তত্তৎ কন্দর্পযাগকর্ম্মণি কর্ম্মঠতাং

যাবৎ নিকষ-প্রস্তর (কোষ্ঠী পাথর) ও সুবর্ণ এই মিথুনের (স্ত্রী-পুরুষের) পরস্পর সংঘর্ষণজনিত কৌতূহল জানিতে না পারা যায়, তাবৎ ইহাদের মহিমা কে বুঝিতে পারে ? ॥৩৫॥

কুন্দলতার এই অতিগূঢ় পরীহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা প্রীতি-প্রফুল্লা হইলেন। কহিলেন—"ভদ্রে ! কুন্দলতে ! তুমি আপনার প্রিয়তমপতি সুভদ্র অপেক্ষাও যে এই দেবরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাস—দেবরই যে তোমার নিরুপম প্রেমের পাত্র, তাহা আজ আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাই, তুমি সর্ব্বাগ্রে তোমার দেবরকে বিপুল অনঙ্গ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছ, পরে তুমি স্বয়ং তাহার বিজ্ঞতা অনুভব করিয়া নিজের খ্যাতি প্রকটনের নিমিত্ত আপন প্রিয়শিষ্য দেবরের পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ এইরূপে স্বয়ং ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছ ?" ॥৩৬।

সখীদের হৃদয়ে প্রেমানন্দের লহরী-লীলা খেলিল। বিশাখা

তর্হ্যেবৈনমিহেষ্ট কর্ম্মণি বৃণু ত্বং কামসম্পত্তয়ে
নো চেৎস্যাৎ কিমনঙ্গসাধনবতঃ কৃত্যস্য তে সাঙ্গতা ॥৩৭॥
কৃষ্ণ প্রাহ পরীক্ষয়া কিমনয়া রাধে ! বিশাখা ভুবি
খ্যাতৈবাতনু ধর্ম্মকর্ম্মণি যতঃ সাক্ষাদ্ভবত্যাঃ সখী ।
যে বাৎস্যায়নপদ্ধতি ক্রমগতাস্তেষাং মননাং মদ-
ভ্যস্তানামপি শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিমৃশত্যেষা রহস্যঞ্জসা ॥৩৮॥

অস্যাং কুন্দলতায়াং যদি নিজাক্ষিবিষয়ীকৃত্য প্রতীতিং ত্বং ভজেঃ তদৈব এনং শ্রীকৃষ্ণং ইহ ইষ্টকর্ম্মণি ত্বং বৃণু। নো চেৎ কুন্দলতায়াং প্রতীতিং বিনৈব স্বস্মিন্‌ তৎকর্ম্ম আরব্ধং চেৎ তদা অবিজ্ঞজনদ্বারা কর্ম্মকৃতে সতি তে তব অনঙ্গসাধনবতঃ অঙ্গসাধনরহিতস্য অর্থাৎ অঙ্গহীনস্য কৃত্যস্য কিং সাঙ্গতা পূর্ত্তিঃ স্যাৎ। পক্ষে স্পষ্টং। তৎ কর্ম্মণ উত্তরোত্তরবৃদ্ধিরেব ন তু পূর্ত্তিঃ ॥৩৭॥

কৃষ্ণ আহ। হে রাধে! অনয়া পরীক্ষয়া কিং ইয়ং বিশাখা বৃহদ্ধর্ম্মকর্ম্মণি ভুবিখ্যাতা এব। পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পঃ যতঃ সাক্ষাদ্ভবত্যাঃ সখী। তস্মাদ্বাৎ-স্যায়নমুনেঃ কামশাস্ত্রাত্মক পদ্ধতেঃ ক্রমপ্রাপ্তা যে মনবস্তেষাং মনূনাং মন্ত্রাণাং মদভ্যস্তানাং শুদ্ধ্যশুদ্ধি এষা বিশাখা রহসি বিমৃশতু। শুদ্ধিশ্চ অশুদ্ধিশ্চ দ্বন্দ্বৈবং ॥৩৮॥

উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন—“প্রিয়সখি ! রাধে ! শঠ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প-যাগ কর্ম্মে কিরূপ নিপুণতা আছে, প্রথমতঃ এই কুন্দলতা দ্বারাই পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। উহার কর্ম্ম-কুশলতা স্বচক্ষে দেখিয়া যদি প্রীতি জন্মে, তবেই তুমি উহাকে তোমার অভীষ্ট কর্ম্মে বরণ করিও। কুন্দলতায় উহার কর্ম্ম-কুশলতা পরীক্ষা না করিয়া অগ্রেই সখি! তোমার কন্দর্পযজ্ঞে উহাকে ব্রতী করিলে—যদি অবিজ্ঞজন দ্বারাই কর্ম্মারম্ভ করা হয়, তাহা হইলে ত তোমার সেই অনঙ্গসাধন কর্ম্মের অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্ম্মের কি কখন পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন হইতে পারে? কখনই না, বরং উত্তরোত্তর কর্ম্মের বৃদ্ধিই হইবে।

সাধুক্তং হরিণেতি কুন্দলতয়া রাধা তদাভ্যর্থিতা
তত্রাদেষ্টুমিমামথ স্মিতসুধাস্নাতাধরা সাহ তাং।
কৌন্দীয়ং সুদুরাগ্রহা সখি! ততো গত্বা বিশাখে রহো
বিদ্ধীত্যঞ্চলসংবৃতাধরতটাঃ সখ্যোঽহসন্ সস্মরাঃ ॥৩৯॥

হরিণা সাধুক্তং ইত্যুক্ত্বা কুন্দলতয়া তদা তত্র একান্তে মন্ত্র পরীক্ষার্থং ইমাং বিশাখাং আদেষ্টুং রাধা অভ্যর্থিতা, তদনন্তরং সা রাধা তাং বিশাখামাহ। রহ একান্তে পরীক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণং বিদ্ধি জানীহি। ইতি রাধিকাবাক্যং শ্রুত্বা অঞ্চলেন সংবৃতাধরতটাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যঃ স্মিত্বা অহসন্। যেন কর্ত্তব্যস্য কর্ম্মণঃ পরীক্ষার্থং স সখীঃ প্রার্থয়তি অতঃ স্বমুখেনৈব সম্ভোগপ্রার্থনা কৃতেতি তাসাং হাস্যে কারণম্ ॥৩৯॥

অগ্রেই সখি! তোমার কন্দর্প যজ্ঞে উহাকে ব্রতী করিলে,— যদি অবিজ্ঞ জন দ্বারাই কর্ম্মারম্ভ করা হয়, তাহা হইলে ত তোমার সেই অনঙ্গ-সাধন কর্ম্মের অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্ম্মের কি কখন পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন হইতে পারে? কখনই না, বরং উত্তরোত্তর কর্ম্মের বৃদ্ধিই হইবে, পূর্ত্তি হইবে না। ফলতঃ অগ্রে কুন্দলতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি না করাইলে তোমাতে উত্তরোত্তর তৃষ্ণাধিক্য বৃদ্ধি পাইবে— সে অনঙ্গ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইবে না ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ অধর টিপিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! পরীক্ষায় আর বৃথা প্রয়োজন কি? সাক্ষাতে তোমার এই বিশাখা সখী অতনু-ধর্ম্ম কর্ম্মে অর্থাৎ কন্দর্প-যাগ কর্ম্মে নিরতা বলিয়া ভূমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাতা। অতএব বাৎসায়ন মুনি কৃত কামশাস্ত্রাত্মক পদ্ধতি অনুসারে আমার যে সকল মন্ত্র অভ্যস্ত আছে, সেই সকল মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার এই বিশাখাই নিভৃতে গিয়া করুক। কারণ, অতিরহস্য মন্ত্র সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিতে নাই ॥৩৮॥

কুন্দলতা মৃদু হাসিয়া দেবরের বাক্যের পোষকতা করিয়া কহি-

রাধে! ত্বা মবহিত্থয়া প্রতিপদং ক্ষীণায়ুষা দুঃশকাং
গোপ্তুং সম্প্রতি বীক্ষ্য দূনহৃদয়া নোপায়মন্যং লভে।
কিন্ত্বাগ্রে সহকার এব ভবিতা ধন্যোঽবিতা তে মহান্
তৎকুঞ্জং শরণং রহো ব্রজ যদি স্বীয়ং সমাশংসসি ॥৪০॥

বিশাখা আহ। হে রাধে! প্রতিপদং ক্ষীণায়ুষা অবহিত্থয়া গোপ্তুং দুঃশকাং ত্বাং সম্প্রতি বীক্ষ্য দূন হৃদয়া অহং ত্বাং গোপ্তুং অন্যমুপায়ং ন লভে। কিন্তু সাহায্যং করোতীতি ব্যুৎপত্ত্যাসিদ্ধঃ অগ্রে এব সহকারঃ আম্র বৃক্ষ এব অবিতা রক্ষিতা ভবিতা অত একান্তে সহকারকুঞ্জং শরণং ব্রজ, যদি স্বীয়ং শং কল্যাণং আশংসসি শ্লেষেণ শং সম্ভোগজন্যং সুখং সাহিত্যং কারয়িষ্যতীতি শ্লেষশ্চ। তথা চ একা অবহিত্থা মাত্রং ত্বাং রক্ষতি সাপি স্বমুখেনৈব দূরীকৃতা চেৎ তদা প্রকৃত কার্য্যে বিলম্বো মাস্ত ইতি ধ্বনিঃ ॥৪০॥

লেন—"রাধে! বংশীধারী ভাল কথা বলিলেন। নিভৃতে মন্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত বিশাখাকে অগোণে অনুমতি কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার অধর-পল্লব মৃদু হাস্যের জ্যোৎস্না-সুধায় পরিষিক্ত হইল। বীণা-বিনিন্দ্য মধুর স্বরে কহিলেন—"শুন সখি! বিশাখে! কুন্দলতা যখন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে,—কোন মতেই ছাড়িতেছে না,—তখন তুমি নির্জ্জনে গিয়া উহার মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জান।"

মনের নিগূঢ় ভাব শ্রীরাধার কথায় পরিস্ফুট হইয়া পড়িল—নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরীক্ষার নিমিত্ত নিজের সখীকে আদেশ করায় প্রকারান্তরে নিজ মুখেই সম্ভোগ প্রার্থনা করা হইল। শ্রীরাধার এই কথা শ্রবণে তখন সখীগণ সকলেই বসনাঞ্চলে বিম্বাধর-প্রান্ত সংবৃত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

অনন্তর হাস্য-ফুল্লাধরা বিশাখা কহিলেন—"রাধে! আমি মন্ত্র পরীক্ষা করিতে গেলে তোমাকে রক্ষা করে কে? একমাত্র অবহিত্থাই

অস্মাভিস্তব যদ্বিধিৎসিতমহো সাহায্যমেতত্ত্বয়া
দাক্ষ্যাত্তন্নিরপেক্ষয়া ন রচিতং কিং পিষ্টপেষায়িতং।
পুন্নাগং সুমনঃপ্রদং ঘনরসৈঃ স্ববাহৃতৈঃ সিঞ্চতী
যত্ত্বং ফুল্লয়সীতি সস্মিতমুখী প্রোচে বিশাখাপি তাং ॥৪১॥

পুনর্বিশাখা আহ। তব সখীত্বাং অস্মাভিঃ কৃষ্ণেণ সহাঙ্গসঙ্গার্থং তব যৎ সাহায্যং মনসি বিধিৎসিতং ত্বয়া তু দাক্ষিণ্যাৎ তৎসাহায্যং সাহায্য নিরপেক্ষয়া হেতুনা কিং পিষ্ট পেষায়িতং ন রচিতং অপিতু রচিতমেব। তথা চাধুনা তব সখী সাহায্যেনালম্বিতি ভাবঃ। যদ্যস্মাৎ শোভন মনঃ প্রদং পুন্নাগং পুরুষশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণং স্ববাহৃতৈঃ স্বৈনেবোক্তৈঃ ঘনরসৈঃ সিঞ্চতী ত্বং তং পুন্নাগং ফুল্লয়সি। সম্মুখার্থস্তু পুষ্পপ্রদং পুন্নাগবৃক্ষং স্বেনৈব বিশেষেণ আহৃতৈঃ আনিতৈঃ ঘনরসৈ র্জলৈঃ সিঞ্চতী ত্বং ফুল্লয়সি ॥৪১॥

তোমার রক্ষিকা ছিল বটে, কিন্তু হায়! পদে পদে তাহারও ত আয়ুক্ষয় হইতেছে। সুতরাং সম্প্রতি সেই ক্ষীণায়ু অবহিত্থা দ্বারা আর তোমার রক্ষার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে; সখি! আমি তোমার রক্ষার অন্য উপায়ও ত দেখিতে পাইতেছি না? তবে "সাহায্য করে যে" তাহার নাম সহকার, এই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ সহকার-কুঞ্জ (আম্রবন) ঐ যে সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করিবে। অতএব তুমি যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর—যদি সম্ভোগানন্দের সুধা-সাগরে নিমগ্ন হইতে চাও, তবে ঐ মহাধন্য সহকার-কুঞ্জের নিভৃত প্রদেশে অবিলম্বে প্রবেশ কর। ফলতঃ হে রাধে! একমাত্র অবহিত্থা এতক্ষণ তোমাকে রক্ষা করিতেছিল, যদি নিজমুখেই তাহাকে দূর করিয়া দিলে, তবে প্রকৃত কর্ম্মে আর বিলম্ব কেন? ॥৪০॥

কি আশ্চর্য্য! তোমার সখী বলিয়াই আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গার্থ তোমার যে সাহায্য মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম, তুমি দাক্ষিণ্যস্বভাব বশতঃ সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদের সেই

অত্রৈবাবসরে সমাগতবতী নান্দীমুখী বৃন্দয়া
সার্দ্ধং কাঞ্চন পত্রিকাং হরিকরে দত্ত্বা শশংসাস্যশং।
তামুদ্‌ঘাট্য বৃন্দা পঠন্ প্রমুদিতস্তাভিঃ স সংলক্ষিতোহ-
নুক্ত্বা কিঞ্চন কামপীক্ষিতরহা প্রাগাদুদীচীমুখঃ ॥৪২॥

কাঞ্চিৎ পত্রিকাং হরিকরে দত্ত্বা তস্য কৃষ্ণস্য শং কল্যাণং শশংস, হে কৃষ্ণ! ত্বং কুশলী ভবেতি জগাদ। তাং পত্রীং। পত্রপাঠাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দস্তাভিঃ রাধাদিভিঃ সংলক্ষিত ইত্যর্থঃ। তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ কাঞ্চিৎ ব্রজসুন্দরীং প্রতি কিমপি অনুক্ত্বা ইক্ষিতং রহঃস্থলং যেন এবম্ভূতঃ উত্তরাভিমুখঃ সন্ একান্তস্থলে অগাৎ ॥৪২॥

কল্পিত সাহায্যেরই পিষ্ট পোষণ করিতেছ না কি? সুতরাং সম্প্রতি তোমাদের সখীগণের সাহায্যের আর প্রয়োজন কি? যেরূপ স্বব্যাহৃত অর্থাৎ স্বয়ং বিশেষ করিয়া আনীত ঘনরস অর্থাৎ সলিল সেচন করিয়া পুষ্পপ্রদ পুন্নাগ তরুকে প্রফুল্ল করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বব্যাহৃত-ঘনরস অর্থাৎ স্বীয় বচনরূপ মধুর-রস সেচন করিয়া ঐ 'সুমনঃপ্রদ' অর্থাৎ শোভন মনঃপ্রদ পুন্নাগ অর্থাৎ পুরুষ-প্রবর শ্রীকৃষ্ণকে নিজেই প্রফুল্ল করিয়াছ ॥৪১॥

এই অবসরে নান্দীমুখী বৃন্দার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক খানি পত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া—"ওহে কৃষ্ণ! তুমি কুশলী হও" বলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রিকা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক পাঠ করিতে করিতে যেন বড়ই প্রমুদিত হইলেন। তাহা শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলেই বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নির্জ্জন নিকুঞ্জ স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিমুখে এক নিভৃত স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪২॥

যাতে তত্র তদীক্ষণ ক্ষণ বিনাভাবেন দূনাননা-
প্যাত্মনং বহিরাপ্তনির্বৃতিমিব স্বা জ্ঞাপয়ন্তী সখীঃ।
সার্দ্ধং তাভিরুপেত্য সম্ভ্রমভরান্নান্দীমুখীং রাধিকা
সা নানাবিধ তর্ক সঙ্কুলিতধীঃ পপ্রচ্ছ সপ্রশ্রয়ং ॥৪৩॥
পত্রীং কা প্রজিঘায় সা ভগবতী কস্মৈ ন হি জ্ঞায়তে
ভদ্রে মৎ শপথো বদৈষ রময়ন্ কাঙ্ক্ষিতত্রুক্তাং গতঃ।

তত্র একান্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণে যাতে সতি ক্ষণমপি ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণস্থ বিনা ভাবেন অভাবেন দূনাননা অপি রাধা বহিরাত্মানং প্রাপ্ত নির্বৃতিমিব স্বীয়াঃ সখীঃ জ্ঞাপয়ন্তী সতী তাভিঃ সখীভিঃ সহ উপেত্য সমীপে গত্বা নান্দীমুখীং প্রতি সপ্রশ্রয়ং সবিনয়ং যথাস্যাত্তথা পপ্রচ্ছ ॥৪৩॥

প্রশ্নমেবাহ। হে নান্দীমুখি! ইমাং পত্রিকাং প্রজিঘায় প্রহিতবতী। নান্দী আহ সা প্রসিদ্ধা ভগবতী রাধা আহ কস্মৈ কিমর্থং। নান্দী-ন হি জ্ঞায়তে। রাধা মৎ শপথো বদ। নান্দী এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তয়া পৌর্ণমাস্যা উক্তাং কাঙ্ক্ষিৎ

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গঃস্থলে প্রস্থান করিলে তাঁহার ক্ষণমাত্র দর্শনোৎসবের অভাবে অন্তর্ব্যথায় বিষণ্ণ-বদনা হইয়াও বাহিরে সখীগণকে প্রফুল্লতার ভান দেখাইলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, ভালই হইল—আমরা তাঁহার হঠকারিতার হাত এড়াইলাম, এই ভাবই পরিব্যক্ত করিলেন। অনন্তর সখীগণের সহিত সম্ভ্রম সহকারে নান্দীমুখীর নিকটে গিয়া নানাবিধ সংশয়-সমাকুল চিত্তে তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

"বল, নান্দি! এই পত্র কে পাঠাইয়াছে?"

নান্দি।— "ভগবতী পৌর্ণমাসী।"

শ্রীরাধা।— কি জন্য জান কি?

নান্দী।— না সখি! তাহা জানি না।

শ্রীরাধা!— আমার দিব্য, বল সখি!

হাস্যং মুঞ্চ করোমি দিব্যমপি চেদেবং ভবেন্নো ব্রজে-
ন্মৎ সাক্ষাদয়মেষ তচ্চতুরিমা দুর্লক্ষতায়ৈ তব ॥৪৪॥
প্রাবেচেল্ললিতা তদীক্ষিতমুখীমাসংশয়িন্টা হরে
রন্যস্যাং ভবদন্তিকস্থিতিমতঃ কিং সম্ভবেল্লালসা ।
ফুল্লাং মালতিকাং ধয়ন্নলিযুবা বল্লীং কিমন্যাং স্মরে-
দগ্রে প্রাপ্য সুধাম্বুধঃ কথমহো ধত্তে পরত্র স্পৃহাং ॥৪৫॥

ব্রজসুন্দরীং রময়ন্ গতঃ রময়িতুং গত ইত্যর্থঃ। রাধা—হাস্যং মুঞ্চ। নান্দী, অয়ি রাধে! দিব্যং করোমি। রাধা এবং চেৎ অয়ং কৃষ্ণঃ অন্যত্র রমণার্থং মৎসাক্ষাৎ ন ব্রজেৎ। নান্দী, হে রাধে! তব দুর্লক্ষতার্থমেব তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এষ ত্বৎ সাক্ষাৎ গমনরূপ চতুরিমা। অতএব এতচ্চাতুর্য্যাদেব তব মনসি নায়াতম্ ॥৪৪॥

নান্দী বাক্যে সন্দিগ্ধয়া তয়া রাধয়া ঈক্ষিতং মুখং যস্যাঃ এবম্ভূতা প্রাবোচৎ।

নান্দী।— ভদ্রে। ভগবতী কোন ব্রজসুন্দরীর সহিত বিহারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে এই পত্র লিখিয়াছেন; তাই, শ্রীকৃষ্ণ পত্র পাঠ করিয়াই সেই প্রেম-নিমন্ত্রণে প্রস্থান করিলেন!

শ্রীরাধা।— পরিহাস রাখ সখি। সত্য কথা বল।

নান্দী।— অয়ি রাধে! আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি উহা পরীহাস নয়।

শ্রীরাধা।— যদি তাহাই হইত সখি! তাহা হইলে বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে অন্যত্র বিলাসের নিমিত্ত কখনই যাইতে পারিতেন না।

নান্দী।— রাধে! তোমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই চতুর-চূড়ামণির তোমার সাক্ষাতে এই চাতুর্য্য-জাল বিস্তার জানিবে। এই চাতুর্য্য প্রভাবেই তোমার মনে অন্য কোন সন্দেহ আসিতে পারে নাই ॥৪৪॥

নান্দীমুখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধার মন সন্দেহ-দোলায় সবেগে

এষাত্মাত্মজন্মঃ প্রভৃত্যনুপদং নর্ত্তেহনৃতং ভাষতে
যজ্জিহ্বা গুরুরেব তস্য ন কলেঃ কিং ভাবিনো ভাবিনী।
তন্মিথ্যৈব স নো গতঃ পরিহাসান্মিথ্যৈব পত্রী চ সা
কিং মিথ্যৈব বিশঙ্কসে সখি ! যতো মিথ্যৈব নান্দীমুখী ॥৪৬॥

হে রাধে ! ভবান্নকটে স্থিতিমতো হরেঃ কিং অন্যস্যাং লালসা ভবেৎ ? তত্র দৃষ্টান্তঃ ফুল্লামিতি। দৃষ্টান্তান্তরমাহ। বুধঃ সুধামিতি ॥৪৫॥

পুনর্ললিতাহ। এষা নান্দী আত্মজন্ম প্রভৃতি অনুপদং প্রতিক্ষণং অনৃতং ঋতে মিথ্যাং বিনা ন ভাষতে। যস্যা নান্দ্যা জিহ্বা ভাবিনঃ কলে কিং গুরুরেব ন ভাবিনী ? অপি তু ভবিষ্যত্যেব। তথা চ কলিযুগঃ অস্যাঃ শিষ্যো ভূত্বা অধর্ম্মং প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ স কৃষ্ণঃ নোহস্মান্ পরিহসন্ মিথ্যৈব গতঃ ॥৪৬॥

আন্দোলিত হইতে লাগিল। শিরায় শিরায় দুঃখের অনল-প্রবাহ ছুটিল—ফুল্লেন্দু-বদনখানি মুহূর্ত্তে বিষাদের আবিলতা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শ্রীরাধা সজল ছল ছল কাতর নয়নে উদাস দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন। অভিমানে অধরপুট স্ফীত ও স্পন্দিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ললিতা প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে অতিমাত্র কাতরা দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন—"সখি ! রাধে ! কেন বৃথা সন্দেহ করিতেছ ? তোমার নিকটে থাকিয়া কি শ্রীকৃষ্ণের অন্য রমণীর প্রতি লালসা জন্মিতে পারে ? হায় ! মধুপ-যুবক প্রফুল্লা মল্লিকা-বধূকে প্রমোদিত করিতে করিতে অন্য লতিকাকে স্মরণ করে কি ? না, সুধীব্যক্তি সম্মুখে সুধা-সায়র পাইলে অন্য বস্তুতে স্পৃহা ধারণ করে ? কখনই না ॥৪৫॥

বিশেষতঃ এই নান্দীমুখী পদে পদে মিথ্যা ভিন্ন কদাচ সত্য কথা বলে না—এমন কি আপনার জন্ম প্রভৃতিও মিথ্যা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহার রসনা ভাবী কলিযুগের গুরু হইবে না কি ? অবশ্য

যা সাক্ষাদিব সম্বিদত্র মহিতা যা সর্ব্বধর্ম্মৈকভু-
র্বেদার্থং খলুমূর্ত্তমেব নিখিলং যাহসূত সান্দীপনিং।
তস্যা পারিষদী ভবানি ললিতে! শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃ সদা
মিথ্যাবাদিতয়া পরাভবধুরা পাত্রীকৃতাহং ত্বয়া ॥৪৭॥
তস্যা এব দদানি হন্ত শপথংতত্ত্বং যদেতদ্বদে-
ত্যুক্ত্বাসাহ বদাম্যহং কথমহমেব ন্যষেধ্যৎসীদ্ যতঃ।

নান্দী আহ। যা পৌর্ণমাসী সাক্ষাদিব সম্বিৎ জ্ঞানস্বরূপা অত্র ব্রজে মহিতা সর্ব্বৈঃ পূজিতা। যা অখিল বেদার্থং মূর্ত্তমেব সান্দীপনিং সুতমসূত তস্যাঃ পৌর্ণমাস্যাং সদৈবাহং পারিষদী-ভবানি ॥৪৭॥

ললিতা আহ। তস্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ শপথং দদানি। যত্তত্ত্বং তদ্বদ ইতি উক্ত্বা সা নান্দী আহ। অহো কথং বদামি যতঃ সা পৌর্ণমাসী এবন্যষেধ্যসীৎ নিষেধং কৃতবতী। কিন্তু অকথনমপি নোচিতং যত তস্যা এব শপথো দত্তঃ

হইবে। কলিযুগ ইহার শিষ্য হইয়া নিশ্চয়ই অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিহাস করিবার নিমিত্তই মিথ্যা গমন করিয়াছেন। সুতরাং সেই পত্রিকাও মিথ্যা এবং এই নান্দীমুখীও মূর্ত্তিমতী মিথ্যা স্বরূপা জানিবে। তুমি কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ সখি! ॥৪৬॥

ললিতার কথা শুনিয়া নান্দীমুখী ঈষৎ রোষ-কষায়িত ভ্রু-কুটিল করিয়া কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! যে পৌর্ণমাসী দেবী সাক্ষাৎ জ্ঞান-স্বরূপা, যিনি এই ব্রজধামে সকলেরই বরেণ্যা, সকল ধর্ম্মে খনি এবং মূর্ত্তিমান্ নিখিল বেদার্থ-স্বরূপ সান্দীপনি মুনির জননী, আমি সেই দেবী পৌর্ণমাসীর সদা সঙ্গিনী—পারিষদী। ললিতে! আমাকে অনায়াসে তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া অবজ্ঞার পাত্রী করিতে উদ্যত হইলে? ॥৪৭।

ললিতা একটু আগ্রহ-ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন— নান্দি! আমি তোমাকে পৌর্ণমাসীর শপথ দিতেছি—ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি বল।"

কিন্তু ত্রাকথনং চ নোচিতমতো বচ্যা প্রতীতিং কৃথা
মৈবাস্মিন্নিতি রাধিকাপি শপথং সা কারিতৈবানয়া ॥৪৮॥
পূর্ব্বেদ্যুর্মধুসূদনেন ভগবত্যভ্যর্থিতা সাদরা-
দার্য্যে ! মন্ত্রমণিমহৌষধবিদাং মুখ্যে ! মহাতাপসি !
রাধাং বাম্যমহীধরোপরি সদাসীনা মুপায়াৎ কুত
স্তস্মাদ্রাগবরোহ্য সাধু রময়াম্যালীততী মোহয়ন্ ॥৪৯॥

অতোঽহং বচমি কিন্তু অস্মিন্ আজ্ঞামপাল্লজ্য বক্তুং প্রবৃত্তায়া মম বাক্যে অপ্রতীতিং মা কৃথা ইতি সা রাধাপি অনয়া নান্দ্যা শপথং কারিতা ॥৪৮॥

নান্দী আহ। পূর্ব্বদিবসে মধুসূদনেন আদরাৎ সা ভগবতী অভ্যর্থিতা। শ্রীকৃষ্ণস্তাভ্যর্থনমেবাহ। হে মন্ত্রাদীনাং বিদাং মধ্যে মুখ্যে! বাম্যরূপ পর্ব্বতস্যো-পরি সদা আসীনাং রাধাং কুতঃ উপায়াৎ তস্মাৎ পর্ব্বতাৎ দ্রাক্ অবরোহ্য সাধু রময়ামি এবং তস্যা আলী শ্রেণ্যোঽপি তথৈব অতএব আলীশ্রেণীরপি মোহয়ন্ সন্ ॥৪৯॥

নান্দীমুখী কহিলেন— "হায়! আমি তাহা কিরূপে বলিব? যেহেতু দেবী আমাকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যখন তাঁহার শপথ প্রদান করিলে, তখন না বলাও ত অনুচিত? অতএব সখি রাধে! তুমিও শপথ করিয়া বল— আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবে না?"- এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা নান্দীর নিকট শপথ করিলেন ॥৪৮॥

তখন নান্দীমুখী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"শুন প্রিয়সখি! গতকল্য মধুসূদন ভগবতীর নিকট গিয়া সাদরে প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে আর্য্যে! হে মণি-মন্ত্র-মহৌষধ-তত্ত্ববিদ্-প্রধানা-মহাতাপসি! প্রিয়তমা শ্রীরাধা সর্ব্বদাই বাম্য-গিরিবরোপরি সমাসীনা, আমি কি উপায়ে সেই গিরিবর হইতে অবরোহণ করাইয়া তাঁহার

গোপ্যোঽন্যাঃ কিল মন্মনোভব সুখাদ্গুচ্চমৎকারিতা
সম্পত্তৌ শতকটয়োপি নতরাং পর্য্যাপ্নুবন্তি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বেকৈব মদীয়হৃদ্‌ভুবমলঙ্কর্ত্তুং ক্ষমা রাধিকা
কিং সা কল্পলতা নু সম্বিদথ কিং কিং বৈজয়ন্তী নু সা॥ ৫০ ॥

মদীয় কন্দর্পসুখস্য উদ্‌গত চমৎকারিতা সম্পত্তৌ অন্যাঃ শতকোটয়ো গোপ্যোঽপি ন পর্য্যাপ্নুবন্তি কিন্তু একা রাধিকৈব। কতন্তুতা মদীয় হৃদয়স্বরূপং ভুবং পক্ষে হৃদয়োৎপন্নং কন্দর্পং অলং ভূষিতং কর্ত্তুং ক্ষমা। অতএব সা রাধিকা কিং কল্পলতা স্বরূপা? শ্লেষেণ আকল্পো ভূষা তৎস্বরূপা লতা তথা চ মম ভূষণ-রূপা সৈবেত্যর্থঃ। কিন্তু অচেতনস্য ভূষণমপি নাত্যন্ত শোভাধায়ক মিত্যত আহ। সম্বিৎ মচ্চেতনস্বরূপা তথা চ তাং বিনা মম হৃদি চেতনৈব ন তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। কিম্বা বৈজয়ন্তীমালা বিশেষঃ। শ্লেষেণ বৈ নিশ্চিতং জয়ন্তী সর্ব্বোৎকর্ষবতী ততশ্চ বৈজয়ন্তী মম সর্ব্বোৎকর্ষরূপা পতাকা ইতি বিশেষশ্চ ॥৫০॥

সহিত অনিন্দ্য বিলাসানন্দে মগ্ন হইতে পারি তাহা আপনাকে করিতে হইবে। আবার তাহার সখীগণও তাহারই মত বামাস্বভাবা, যাহাতে তাহাদিগকেও বিমোহিত করিতে পারি, তাহারও উপায় বিধান করিতে হইবে ॥৪৯॥

হে দেবি! আমার কন্দর্পসুখের উদ্দীপ্ত-চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে শ্রীরাধা ব্যতীত অপর শত কোটী গোপিকাও কখন সমর্থা নহে এবং একমাত্র শ্রীরাধাই আমার মনোভূ অর্থাৎ মনরূপ ভূমিকে বা হৃদয়োৎপন্ন কন্দর্পকে ভূষিত করিতে সমর্থা। আমরি! শ্রীরাধা কি তবে কল্পলতা স্বরূপা? না, আমার হৃদয়-তরুর ভূষণ বল্লরী? কিন্তু হে দেবি! অচেতনের ভূষণ নিরুপম শোভাশালী হয় না, তবে কি শ্রীরাধা আমার সাক্ষাৎ চেতন-স্বরূপা? কারণ, শ্রীরাধা ব্যতীত আমার হৃদয় একবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে। অথবা শ্রীরাধাই আমার বৈজয়ন্তীমালা—সর্ব্বোৎকর্ষের বিজয়-পতাকারূপে আমার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত মণ্ডিত করিতেছে ॥৫০॥

শ্রুত্বৈতন্মধুরং ধুরংপুনরিমা মঙ্গীচিকীর্ষুশ্চিরাৎ
প্রত্যাখ্যানপরেব সাহসহসাশক্যং কথং স্যাদিদং।
সাধ্বীনাং প্রবরাত্রপাজলনিধির্জাতা কুলীনান্বয়ে
কিং সান্ধ্যা চপলেব তে ঘনরুচেরঙ্কং সমারোক্ষ্যতি ॥ ৫১ ॥
এবং সত্যঘভিন্নিবৃত্য সততো গেহং স্বমাগাত্তদা
সা সর্ব্বাগমতন্ত্রমন্ত্রপটলীং পর্য্যালুলোকে নিশি।

এতন্মধুরং বাক্যং শ্রুত্বা ইমাং ধুরং ভারং অঙ্গীচিকীর্ষুঃ সা পৌর্ণমাসী বহিঃ প্রত্যাখ্যানপরা ইবাহ। অন্যা চপলা চঞ্চলা ইব ঘনরুচে নিবিড় স্পৃহস্য তে অঙ্কং রাধিকা কিং সমারোক্ষ্যতি। পক্ষে ঘনরুচের্মেঘসদৃশস্য চপলা বিদ্যুদিবেতি ভঙ্গ্যা আশ্বাস এব কৃতঃ ॥ ৫১।

এবং সতি অঘভিৎ শ্রীকৃষ্ণঃ ততঃ স্থানাৎ নিবৃত্য স্বং গেহমগাৎ। তদনন্তরং সা পৌর্ণমাসী নিশিরাত্রৌ সর্ব্বাগম-তন্ত্রমন্ত্রপটলাং পর্য্যালুলোকে। প্রাতঃকালে মন্নিকটে আগত্য হে নান্দি! ইমাং পদ্ধতিং অধুনা শ্রীকৃষ্ণং প্রাপয় ইতি তয়া

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমরস-সিক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী-মনে মনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং আন্তরিক এই গুরুভার গ্রহণের অভিলাষিণী হইয়াও বাহিরে প্রত্যাখ্যানের ভান দেখাইয়া কহিলেন—'ব্রজরঞ্জন। এ গুরুতর কার্য্য কিরূপে সহসা সম্পন্ন করিতে পারিব? শ্রীরাধা সাধ্বী-শিরোমণি, লজ্জার সাগর, এবং কুলীন-কুল-সম্ভাবা; সুতরাং তোমার মত ঘন-রুচির (নিবিড়-স্পৃহ) অঙ্কে অপরা চপলার ন্যায় শ্রীরাধা কি কখন সমারোহণ করে?" পক্ষান্তরে পৌর্ণমাসী কথার ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন—নিবিড় মেঘের কোলেই চপলার অর্থাৎ বিদ্যুতের লীলা-স্ফুরণ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। সুতরাং তোমার ন্যায় ঘনরুচি অর্থাৎ মেঘশ্যামলের অঙ্কে শ্রীরাধা-চপলা অবশ্য শোভা পাইবে ॥৫১॥

এই কথা শুনিয়া তখন অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে আপ্লুত হইয়া তথা হইতে গৃহে আগমন

পত্রীং প্রাপয় নান্দি ! কৃষ্ণমধুনেত্যাদিশ্যমানাতয়া
দায়ৈতো মহমাগমং দ্রুতমতো জানামি নো কিঞ্চন ॥ ৫২ ॥
মন্ত্রং কঞ্চন পত্রিকা-বিলিখিতং প্রেষ্যোপদিষ্টস্তয়া
কৃষ্ণস্তং জপিতুং রহঃস্থলমগাদস্মন্মনো মোহনং।
হন্তাল্যো ! ব্রজত স্ববেশ্মতদিতস্তত্রৈব সূর্য্যার্চ্চনং
কার্য্যং যত হরিঃ কুরুধ্বমচিরাদ্দেশায়তস্মৈ নমঃ ॥ ৫৩ ॥

পৌর্ণমাস্যা আদিশ্যমানাহং এনাং পত্রীমাদায় দ্রুতমাগমং অতঃপরং কিঞ্চন ন জানামি। পত্রীস্থাং বার্ত্তাং ন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

রাধিকা আহ। পত্রিকায়াং লিখিতং অস্মন্মনোমোহনং কঞ্চন মন্ত্রং নান্দী দ্বারা পৌর্ণমাস্যা উপদিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্মন্ত্রং জপিতুং রহঃস্থলমগাৎ। তস্মাৎ হন্ত খেদে হে আল্যঃ ! যূয়ং ইতঃস্থানাৎ স্বগৃহং ব্রজ, তত্রৈব গৃহে সূর্য্যপূজাং করিষ্যামি। তথাচ যত্র দেশে হরি বর্ত্ততে তস্মৈ দেশায় নমস্কুরুধ্বং ॥ ৫৩ ॥

করিলেন। অনন্তর পৌর্ণমাসী সারারাত্রি সর্ব্বাগমতন্ত্রের মন্ত্রসমূহ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন— "নান্দি ! এই পত্রখানি এখনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া এস"—"আমি দেবীর এই আদেশ অনুসারে পত্রখানি লইয়া অবিলম্বে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। পত্রের মধ্যে যে কি লেখা আছে, তাহার কিছুই জানি না ॥৫২॥

শ্রীরাধা এই কথা শুনিয়া বিস্ময়-ব্যাকুলভাবে সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দেবী পৌর্ণমাসী আমাদের চিত্তহারী কোন মন্ত্র পত্র মধ্যে লিখিয়া নান্দীমুখী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহারই উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই মন্ত্র জপ করিবার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়াছেন। হায় ! সখীগণ ! এখানে আর সূর্য্যপূজার প্রয়োজন নাই। চল, এই সময় পলাইয়া গৃহে যাই— আজ গৃহেই সূর্য্যপূজা করিব। অহো ! যে দেশে কৃষ্ণ আছেন, সেই দেশকে নমস্কার ॥৫৩॥

পীত্বৈতাং বৃষভানুজোদিতসুধাং প্রোবাচ কৌন্দী হসন্‌-
ত্যৈতৎ কিঞ্চন যুজ্যতে ন হি ততো রাধে! বৃথা শঙ্কসে?
যস্যৈকাঙ্গরুচিচ্ছটৈককণিকাপ্যুন্মাদ্য সাধ্বীব্রতং
ত্বাং সদ্যঃ সখি! হাপয়েদয়মহোমন্ত্রং কিমর্থং জপেৎ॥ ৫৪॥

(যুগ্মকম্)

রাধোচে ভগবত্যসাবনুপমং সন্ন্যাসধর্ম্মং দধে
নান্দীয়ং শ্রিত তৎপদৈব বিষয় ব্যাবৃত্তবার্ত্তাপরা।

বৃষভানুজোদিতাং সুধাং পীত্বা হসন্তী কুন্দবল্লী আহ। হে রাধে! ত্বয়োক্তং কিঞ্চন ন হি যুজ্যতে। তস্মাত্ত্বং বৃথা শঙ্কসে। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য একাঙ্গস্য কান্তিচ্ছটায়া একা কণিকাপি ত্বামুন্মাদ্য তব সাধ্বীব্রতং সদ্যো হাপয়েৎ। তস্মাৎ অয়ং কৃষ্ণঃ কিমর্থং মন্ত্রং জপেৎ॥ ৫৪॥

রাধিকা আহ। ভগবতী পৌর্ণমাসী অনুপমং সন্ন্যাসধর্ম্মং দধে। যতো সমস্তরাত্রিং ব্যাপ্য কামশাস্ত্রং দৃষ্ট্বা মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়ামাস। এবং নান্দী অপি শ্রিত তৎপদা অতএব সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ ব্যাবৃত্তা ভিন্না যা বার্ত্তা তৎপরা বিরক্তা

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার এই বচনামৃত পান করিয়া নান্দীমুখী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"অয়ি রাধে! তুমি যাহা কহিলে তাহা কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে। কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? প্রিয়সখি! যাঁহার একাঙ্গের কান্তিচ্ছটার একটী মাত্র কণিকা তোমাকে উন্মাদিনী করিয়া তোমার সাধ্বীব্রত সদ্য বিদূরিত করিতে পারে, অহো! সে কেন তোমার জন্য মন্ত্র জপ করিতে যাইবে?॥৫৪॥

নান্দীর এই প্রগল্‌ভ বাকে শ্রীরাধা যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। তথাপি শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"শুন সখীগণ! ভগবতী কেমন অনুপম সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুন,—সমস্ত রাত্রি কামশাস্ত্র দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণে কন্দর্প-মন্ত্রোপদেশ দিয়াছেন এবং এই নান্দীও ত তাঁহারই পদাশ্রিতা! তাই সকল বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত

কৌন্দ্যেষা তু পুনঃ সুভদ্র সহজস্বাত্মৈক্যভাবাভবে-
দেতা এব সমাধি-বর্ত্মনি নয়ন্ত্যার্য্যাঃ কুলস্ত্রীরপি ॥ ৫৫ ॥
অত্রৈবাবসরে ব্যজিজ্ঞপসিতস্তং রূপমঞ্জর্য্যমূঃ
পূর্ব্বস্যাঃ ককুভোবিধুং বন-তটাদ্দ্যাগা জিহানংপুরঃ।

ইত্যর্থঃ। পক্ষে বিষয়েণ বিশেষতঃ আবৃত্ত বার্ত্তাপরা কুট্টনীধর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। এষা কুন্দবল্লী তু সুভদ্রঃ সুমঙ্গলঃ অথবা সহজঃ স্বাত্মনোঃ জীবপরমাত্মনো রৈক্য-ভাবো যস্যাঃ এবম্ভূতা ভবেৎ ব্রহ্মজ্ঞানবত্যাত্যর্থঃ। পক্ষে সুভদ্রস্য স্বপত্যুঃ সহজে ভ্রাতরি শ্রীকৃষ্ণে স্বাত্মনো স্বদেহস্যৈক্যভাবো যস্যাঃ সা। অতএব পৌর্ণমাস্যাদয়ঃ এতাঃ আর্য্যাঃ কুলস্ত্রীরপি সমাধিবর্ত্মনি সন্ন্যাস বৈরাগ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মং নয়ন্তি। পক্ষে দূত্যকর্ম্মণা সম্যক্ আধিঃ কুলধর্ম্মলজ্জাদি-ত্যাগজন্য মনঃপীড়া তৎস্বরূপ বর্ত্মনি নয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

রূপমঞ্জরী পূর্ব্বস্যাঃ ককুভঃ দিশঃ সকাশাৎ বনতটাৎ। চন্দ্রপক্ষে জলতটাৎ

অর্থাৎ ভিন্ন যে সকল বার্ত্তা তৎপরায়ণা হইয়াছে ; ফলতঃ বিষয়-বিরক্তা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিষয় দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত্তবৃত্তপরা অর্থাৎ ইহার কথাটী তাহাকে, তাহার কথাটী ইহাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুট্টনী-ধর্ম্মপরা হইয়াছে। আর তোমাদের ঐ কুন্দলতাটীকেও কম মনে করিও না। উনিও "সুভদ্র সহজ-স্বাত্মৈকভাবা" অর্থাৎ সুমঙ্গল অথচ স্বাভাবিক জীবাত্মাপরমাত্মার ঐক্যভাববিশিষ্টা ব্রহ্মজ্ঞানবতী হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীরাধা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—এই কুন্দলতা স্বীয় পতি সুভদ্রের সহজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া বিলাসানন্দে ঐক্যভাব লাভ করিয়াছে। অতএব পৌর্ণমাসী-নান্দী প্রভৃতি আর্য্যাগণ এইরূপে কুলাঙ্গনাগণকেও সমাধির পথে অর্থাৎ সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মে লইয়া যান। পক্ষান্তরে এইরূপ দূত্য কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ আধির পথে অর্থাৎ কুলধর্ম্ম ত্যাগ-জন্য মনঃ পীড়ার পথে কুলকামিনীগণকে লইয়া গিয়া থাকেন ॥৫৫॥

সম্ভ্রান্তা বৃষভানুজাহ সুষমাপূর্ণ স এবৈতি নঃ
শঙ্কে মোহয়িতৈব মন্ত্রবলভাগাল্যঃ করোম্যত্র কিং ॥ ৫৬ ॥
কৌমুদ্যেব ধৃতিং দ্যতীয়মচিরাৎ সদ্যো যদদ্যাস্য মে
মন্যে সাধিতবিদ্যতা নিরুপমা জাতাস্য কাম্যাপ্তয়ে।

প্রাক্ আজিহানং আগচ্ছন্তং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং বিধুং অমূঃ রাধাদ্যা ব্যজিজ্ঞপৎ জ্ঞিজ্ঞাপয়ামাস। স্বভাবত এব ক্ষণে ক্ষণে নবীনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শোভাতিশয়ং মন্ত্রজন্যং জ্ঞাত্বা সম্ভ্রান্তা রাধা আহ। পক্ষে হ অপ্যর্থে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যঞ্চাপি সুষমাসম্ভ্রান্তেতি চিত্রং। মন্ত্রবলভাক্ অতএবাতিশয় শোভাপূর্ণঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ অধুনা তু মোহয়িতা। হে আল্যঃ! অত্র বিষয়ে কিং করোমি? ॥ ৫৬ ॥

যদ্ যস্মাৎ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৌমুদী জ্যোৎস্না এব মে ধৃতিং দ্যতি খণ্ডয়তি

যখন সকলে এইরূপ পরস্পর মধুর বাক্যালাপের সুধা-সরিতে নিমগ্ন, সেই সময় শ্রীরূপমঞ্জরী দেখিলেন—সুনীল সাগরাম্বু-সীমান্ত হইতে সহসা প্রকাশমান সুধাকরের ন্যায় অদূরে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি শ্যাম-বনানীর তটভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা সমুদিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, অমনি শ্রীরূপমঞ্জরী হর্ষ-বিহ্বলা হইয়া তাহা শ্রীরাধা প্রভৃতিকে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরাধা চকিত-নয়নে সে ভুবনমোহন শ্যাম শোভন দৃশ্য—সেই স্বভাবতঃ ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মান শ্যাম-সুষমারাশি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধা ও সম্ভ্রান্তা হইয়া মনে করিতে লাগিলেন—'আমরি! মরি! শ্রীকৃষ্ণের এমন অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী, এমন অসামান্য লাবণ্য, নিশ্চয় সেই মন্ত্রজপ-প্রভাবেই উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন—"ঐ দেখ, প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রজপ-প্রভাবে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া সম্প্রতি এইদিকেই আগমন করিতেছেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে—আমাদিগকে বিমোহিত করিবার জন্যই আসিতেছেন—বল,—বল সখীগণ! এখন আমি করি কি? ॥৫৬॥

হে আলিতে! যে শ্যামচাঁদের কৌমুদীকণা দূর হইতেই আমার

তৎকাপ্যত্র নিলীয় সাধু ললিতে! তিষ্ঠেয়মেষোঽন্যথা
মদ্‌বুদ্ধিং ভ্রময়েদশক্যমবলে মন্ত্রস্য কিং জাগ্রতঃ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্তৈ্যব শনৈঃ সসম্ভ্রমপদন্যাসৈঃ স্বমঞ্জীরগীঃ
সাতঙ্কৈব কদম্বষণ্ড-বিটপৈঃ স্বং নিহ্নুবানৈব সা।
তির্য্যগ্‌গ্রীবমপাঙ্গ-মার্গণ-গণং পশ্চান্ন্যদন্ত্যাত্মনো
রক্ষা ব্যগ্রধিয়েব কুব্জিততনুঃ সদ্মাবিশদ্বাঞ্জুলং ॥ ৫৮ ॥

ন জানে স তু স্বয়ং আয়াতি চেৎ কা দশা ভবিষ্যতি? তস্মাৎ অভীষ্টকাম প্রাপ্ত্যর্থং অস্য কৃষ্ণস্য নিরুপমা সাধিতবিদ্যা জাতা ইতি অহং মন্যে তত্তস্মাৎ হে অবলে! জাগ্রতো মন্ত্রস্যাশক্যং কিং? ॥ ৫৭ ॥

ইত্যুক্তো সা রাধা সসম্ভ্রম পদন্যাসৈঃ শনৈঃ বাঞ্জুলং সম অশোককুঞ্জমন্দিরং অবিশৎ। কথম্ভূতা? স্বস্য মঞ্জীরগিরা নূপুরশব্দেন সাতঙ্কা। পুনশ্চ কদম্ব-সমূহস্য শাখাভিঃ স্বং নিহ্নুবানা পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনশঙ্কয়া তির্য্যক্‌গ্রীবং যথাস্যা-ত্তথা অপাঙ্গরূপ মার্গণস্য বাণস্য গণং পশ্চান্নদন্তী প্রেরয়ন্তী। অত্রোৎপ্রেক্ষা মাহ। শ্রীকৃষ্ণাৎ আত্মনো রক্ষার্থং ব্যগ্রধিয়া বাণং সুদন্তী ইব। ৫৮ ॥

সদ্য ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে—জানিনা, সেই শ্যাম-শশাঙ্ক স্বয়ং নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমার কি দশা ঘটিবে? অতএব সখি! আমার মনে হইতেছে, অভীষ্টকাম প্রাপ্তির নিমিত্ত উঁহার যে নিরুপমা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং কোন স্থানে লুকাইয়া থাকাই আমার পক্ষে এখন উচিত। কারণ, এখানে থাকিলে অনায়াসে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতে পারেন। আর যতই হউক তোমরা ত অবলা! মন্ত্র-চৈতন্যলাভ হইলে তাহার অসাধ্য কি আছে? অর্থাৎ তাহাতে সবই সিদ্ধ হইতে পারে? ॥৫৭॥

এই বলিয়া শ্রীরাধা কুব্জিত-তনু হইয়া সম্ভ্রমের সহিত শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অশোক-কুঞ্জ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে স্বীয় চরণ-চুম্বি-মঞ্জীরের মঞ্জু-শিঞ্জন শ্রবণে পদে পদে আতঙ্কিত হইতে লাগিলেন এবং কদম্ব-তরুর শাখান্তরালে আত্মগোপন

দূরাদেব নিরঙ্ক কুঙ্কুমরুচিং যান্তীং দদর্শাচ্যুতঃ
কান্তাবৃন্দমণীমথৈত্য চ সভাং পপ্রচ্ছ তাং তৎসখীঃ।
সা কৃষ্ণ স্বগৃহং জগাম ললিতে কালঃ স যাতো যদা
যুষ্মাভিঃ কতিধা প্রতারণধুরা পাত্রীকৃতোঽহং ন বা ॥ ৫৯ ॥

অচ্যুতঃ দূরাদেব নির্ম্মল কুঙ্কুমকচিতুল্যরুচিং যান্তীং রাধাং দদর্শ। কথম্ভূতাং রমণীবৃন্দমণীং। তথাপি তাং সভাং এত্য তস্যাঃ সখীঃ পপ্রচ্ছ। প্রত্যুত্তরমাহ। হে কৃষ্ণ সা রাধা গৃহং গতা। কৃষ্ণ আহ। যস্মিন্ কালে যুষ্মাভিঃ কতিধা প্রতারণাতিশয়স্য পাত্রীকৃতোঽহং ন বা স কালো গতঃ। যতঃ সম্প্রত্যহং সিদ্ধমন্ত্রো ভবামি ॥ ৫৯ ॥

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশঙ্কায় অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পশ্চাদ্ভাগে পুনঃপুন অপাঙ্গ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরি! যেন শ্রীকৃষ্ণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র-হৃদয়া হইয়াই এইরূপ মুহুর্মুহুঃ অপাঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন ॥৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদিও দূর হইতে নির্ম্মল কুঙ্কুম-কান্তি-কান্তাকুল-শিরোমণি শ্রীরাধাকে অশোক কুঞ্জাভিমুখে যাইতে দেখিলেন, তথাপি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া সখী-সভামধ্যে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলেন। ললিতা কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! আমাদের প্রিয়সখী গৃহে চলিয়া গিয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"ললিতে! যে কালে তোমরা আমাকে পুনঃপুন প্রতারিত করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে, সে কাল আর নাই,—সে কাল সম্প্রতি চলিয়া গিয়াছে। যেহেতু, আমি এক্ষণে সিদ্ধ-মন্ত্র হইয়াছি। তোমাদের প্রতারণা পদে পদে ধরিয়া দিব ॥ ৫৯ ॥

কর্ণেঽস্যাস্ত্র তদাভ্যধত্ত রভসান্নান্দীমুখী মাধবঃ
সর্ব্বং মন্ত্রবলেন বেদ ললিতে তৎ কিং মৃষা ভাষসে ।
দৃষ্টৈবাদিশ তাং লভস্ব চ যশঃ সা তে মৃষা কোপতঃ
কিং কর্ত্তুং প্রভবিষ্যতীতি ললিতাপ্যস্ত্বেবমিত্যভ্যধাৎ ॥ ৬০ ॥
গত্বা বঞ্জুলকুঞ্জ মাহ মহিলে ! কিং ত্বং বিধ্যৎসে রহ-
স্যেকা মন্ত্রমহো জপস্যদর মামাকৃষ্টুকামা কিমু ।
কৃত্যং তৎকুরু যচ্চিকীর্ষসি বলাদ্দোঃ পাশবদ্ধং নু বা
কিংবা মাং স্মরদাস্ত্রখণ্ডিতমহং ন ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ ॥ ৬১ ॥

তদা নান্দীমুখী তস্যাঃ ললিতায়াঃ কর্ণে অভ্যধত্তঃ রভাস হে ললিতে ! মাধবঃ মন্ত্রবলেন সর্ব্বং বেদ এব তত্তস্মাৎ কথং ত্বং মৃষা ভাষসে ? দৃশা রাধাং আদিশ তত এব স্বযশো লভস্ব। সা রাধা মিথ্যা কোপেন তে তব কিংকর্ত্তুং প্রভবিষ্যতি ? ললিতাপি তাং নান্দীমুখ্যুক্তং অভ্যধাৎ ॥ ৬০ ॥

বঞ্জুলকুঞ্জং গত্বা কৃষ্ণ আহ । হে মহিলে ! কান্তে ! রহসি ত্বং কিং বিধৎসে । অহো মামাকৃষ্টুকামা ত্বং অদর মনস্নং কামমন্ত্রং কিমত্র জপসি ? তৎ আকর্ষণং কৃত্তং অধুনা যচ্চিকীর্ষসি তৎ কুরু । স্বকীয় দন্তরূপাস্ত্রেণ মাং খণ্ডিতং কুরু অহং ত্বং ন নির্দ্ধেদ্ধুং ক্ষমঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজ-যুবরাজের এই সদম্ভ বাগ্বিলাস শ্রবণ করিয়া নান্দীমুখী ললিতার কানে কানে কহিলেন—"ললিতে ! মাধব যখন মন্ত্রবলে সকলই জানিতে পারিয়াছেন, তখন মিথ্যা কথা বলিয়া কেন দোষ-ভাগিনী হইতেছ ? অতএব নয়নেঙ্গিত দ্বারা শ্রীরাধা যথায় আছেন, বলিয়া দিয়া সর্ব্বথা যশস্বিনী হও । শ্রীরাধা এ কথা পরে জানিতে পারিলেও বৃথা কোপ প্রকাশ করিয়া তোমার কি করিতে পারিবেন ? কিছুই না ।" নান্দীর কথানুসারে ললিতা নয়নেঙ্গিত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তখন সেই অশোককুঞ্জ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ৬০ ॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপুলকভরে মৃদু হাসিয়া অশোক-কুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলেন—প্রেমময়ী নিভৃতে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান

সচিল্লী কৌটিল্যাং স্মিতনবসুধাং গদ্গদবচ
সহুঙ্কারং তস্মৈ প্রথম মুপজহ্রে যদবলা।
পিবন্ সোঽক্ষিশ্রোত্রৈস্তদপি সহসাঽমুহ্যদতুলঃ
স দূরেঽস্তু হ্যেতস্যাধরমধুপানস্য মহিমা ॥ ৬২ ॥

অবলা রাধা ভ্রূকৌটিল্যসহিতাং স্মিতরূপ নবীনসুধাং এবং হুঙ্কারসহিতং গদ্গদবচশ্চ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় প্রথমং যৎ উপজহ্রে। পরদারাকর্ষকমন্ত্রং জপ্ত্বা অধর্ম্মং কৃতবতঃ স্বস্য ধর্ম্মং অন্যত্র নিক্ষিপতীতি হুঙ্কারাভিপ্রায়ঃ তদপি সা চ তচ্চ তৎ তথাচ স্মিতসুধা গদ্গদবচো মাত্রমপি পিবন্ সহসা অমুহ্যৎ অস্যা রাধায়া অধরসুধাপানস্য সোঽতুল মহিমা দূরেঽস্তু। তথা চ ন জানে তৎপানে কা দশা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-বিগলিত স্বরে কহিলেন—"কান্তে! তুমি একান্তে কি করিতেছ? অহো! আমাকে আকৃষ্ট করিবার অভিলাষেই কি এখানে অনল্প কামমন্ত্র জপ করিতেছ? এই ত আমি আকৃষ্ট হইয়াই তোমার পাশে আসিয়াছি, এক্ষণে যাহা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তাহাই কর। সুলোচনে! দেখিতেছি, সম্প্রতি তুমি মন্ত্রবলে এমনই বলবতী হইয়াছ যে, আমাকে ভুজপাশে বন্ধন কর, কি স্বীয় দশনাস্ত্রে খণ্ডিত কর, তোমাকে নিষেধ করিতে আমি কখনই সক্ষম হইব না। ৬১ ॥

বিদগ্ধরাজের এই বিলাসভাব-দ্যোতক বাক্চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা তাহার প্রত্যুত্তরে প্রথমেই কুটিল ভ্রূভঙ্গের সহিত অপূর্ব্ব মৃদুহাস্যামৃত এবং হুঙ্কারের সহিত প্রেমগদ্গদ বাক্য প্রিয়তমে প্রেম-উপহার প্রদান করিলেন। কহিলেন "শঠেন্দ্র! তুমি নিজেই পরদারাকর্ষক মন্ত্র জপ করিয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ, কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে সেই নিজের অধর্ম্মভার অন্যের উপর নিক্ষেপ করিতেছ?" শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কেবল এই মৃদু অনুযোগপূর্ণ গদ্গদ বাক্য শ্রবণপুটে এবং মৃদুহাস্যামৃত নয়নপুটে পান করিয়াই কি সহসামুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—না জানি শ্রীরাধার

ধৃতাপাণৌ হাহানুচিতমিতি জল্পন্ত্যপযযৌ
কুচদ্বন্দ্বে স্পৃষ্টা শপথমসৃজৎ কুঞ্চিততনুঃ।
বলাদ্দষ্টা বিম্বাধরমনুদধৌ সীৎকৃতিততী
নিকেতান্তর্নীতাপ্যতনুত ন চেন্নৃত্যমতনোঃ॥ ৬৩॥

তদা তামুদ্ধৃত্যোরসি ভুজবলাদুচ্ছলদুরু
স্ফুরজ্জঙ্ঘাগ্রীবা পদমতিননোক্ত্যা কুটিলতাং।
স্মরশ্চাপং স্বং চাম্পকমিব সকম্পং সরসয়-
ন্নটদ্বিদ্যুৎবল্লীমিব নবঘনস্তল্পমবিশৎ॥ ৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণেন পাণৌ ধৃতা সা হা হা ইদং অনুচিতং ইতি জল্পন্তী অপযযৌ কিয়ৎ স্থলং অপসসারেত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ! তব গবাং নারায়ণস্য শপথঃ ইতি বাক্যমসৃজৎ। বিম্বাধরমনু বিম্বাধরে সা সীৎকৃতিততী দধে। নিকেতস্য কুঞ্জমন্দিরস্যান্তর্নীতাপি সা অতনোঃ কন্দর্পস্য নৃত্যং যদি ন অতনুত॥ ৬৩॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্তাং ভুজবেগাৎ উরসি বক্ষঃস্থলে নবঘনো বিদ্যুদ্বল্লীমিব উদ্ধৃত্য তল্পান্তমবিশৎ। বক্ষঃস্থলে ধারণসময়ে তস্যা জঙ্ঘা পাদগ্রীবাদীনাং ক্রিয়াভিঃ কন্দর্পস্য নৃত্যঞ্চাস্পেয় পুষ্পধনুষাসহ উৎপ্রেক্ষার্থং বিশেষণমাহ। তাং কথম্ভূতাং উচ্ছলন্তি ‍স্ফুরজ্জঙ্ঘাগ্রীবা পাদানি যস্যাঃ। পদশব্দো হলন্তঃ। কন্দর্পঃ স্বকীয়ং ধনুঃ কিং রসয়ন্ শব্দবিশিষ্টং কুর্ব্বন্॥ ৬৪॥

অধর-সুধা পান করিলে তাহার অতুলনীয় মহিমায় শ্রীকৃষ্ণের কি দশা ঘটিবে?॥ ৬২॥

অনন্তর বিলাসী-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ লীলা রস পুষ্টির নিমিত্ত যেমন স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার হস্তধারণ করিলেন, অমনই শ্রীরাধা শঙ্কায় সম্ভ্রমে—"হা হা! কি অন্যায়! কি অন্যায়!" বলিতে বলিতে কিছু দূর সরিয়া গেলেন। উরজ-স্পর্শ করিলে কুঞ্চিত-তনু হইয়া "তোমায় গো-নারায়ণের দিব্য" বলিয়া বারংবার শপথ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে কুঞ্জ-মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেও যখন প্রেমলীলাময়ী শ্রীরাধা কন্দর্পের নৃত্য-

প্রবোধো মোহো বা স্মরসমরমারিপ্সিত মনু
দ্বয়ার্য্যোয়োরাজীন্মধুরিম ভরানেব স দধে।
তদাত্বাভিব্যক্তী ভবদতনু বৈদগ্ধ্যমুভয়ো
র্ন ভিন্নত্বং প্রেমামৃত কিরণতো যদ্বিরুরুচে॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
নর্ম্মবিলাসাস্বাদনো নাম
নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

আরিপ্সিতং কন্দর্প-সমরং অনুলক্ষীকৃত্য দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্যা য প্রবোধো মোহো বা অরাজীৎ স মধুরিমভরানেব দধে। এবমুভয়ো স্তৎকালীনাভিব্যক্তী ভবৎ কন্দর্প-বৈদগ্ধ্যং প্রেমামৃতকিরণাৎ ভিন্নত্বং নয়ং ন গচ্ছৎ সৎ বিরুরুচে। তস্মাত্তয়োঃ প্রেমরূপ এব কামঃ ন তু প্রাকৃতয়োরিব তস্মাদ্ভিন্নঃ তথা চ "প্রেমৈবগোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথামিতি॥ ৬৫॥

ইতি টীকায়াং নবমঃ সর্গঃ॥৯॥

কলা প্রকাশে যত্নবতী হইলেন না, তখন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভুজবলে শ্রীরাধাকে স্বায় বক্ষঃস্থলের উপর ধারণ করিয়া সজ্জিত কেলি-তল্পে লইয়া গেলেন। বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে বাম্যবশতঃ শ্রীরাধার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও পদ পুনঃপুন উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং বারংবার "না না" বলিয়া কৌটিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, নবজলধর-বক্ষে দামিনীলতা স্বাভাবিক চঞ্চলতার সহিত নৃত্য করিতেছে। কিম্বা যেন কন্দর্পরাজ স্বীয় চম্পকপুষ্পধনু বারংবার কম্পিত করিয়া সরস শব্দ করিতেছে॥ ৬৩॥ ৬৪॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভীপ্সিত কন্দর্প-সমরে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্ষণে প্রবোধ ক্ষণে মোহ উপস্থিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা-ধারণ করিল এবং তৎকালে উভয়ে যে অপূর্ব্ব কন্দর্প রণ-চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা প্রেমামৃত কিরণ

হইতে অভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইল। ফলতঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই কাম-লীলা প্রাকৃত কামলীলা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—ইহা অপ্রাকৃত প্রেমলীলারই অবাধ স্ফুরণ বা আদর্শ বিকাশ। প্রাকৃত কামলীলার অনিত্য জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ, আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই সম্ভোগ লীলা নিত্য চিন্ময়রাজ্যের আনন্দ-চিন্ময়লীলা—ইহাতে প্রাকৃতকামের লেশগন্ধও নাই। কারণ গোপরামাগণের পরম নির্ম্মল প্রেমই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৬৫ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে নর্ম্মলীলা-বিলাসাস্বাদন

নাম নবম সর্গ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

নান্দীমুখী কুন্দলতে সবৃন্দে
চিরান্মনোবাঞ্ছিতবৃন্দ বিন্দে।
অমন্দমাকন্দতলে সখীনাং
সভামভাতামভিতো হভিয়াতে ॥ ১ ॥
তত্রেত্য মূর্ত্তা ঋতু ষট্কলক্ষ্মীঃ
প্রতি স্ব-সেবাবসরাবগত্যৈ।
স্থিতা নিরীক্ষ্যাদিশদাশু বৃন্দা
স্বস্বাটবীর্ভূষয়ত স্বভাভিঃ ॥ ২ ॥

বৃন্দাসহিতে নান্দীমুখী কুন্দলতে অমন্দাম্রতলে সখীনাং সভাং অভিয়াতে অভিগতে সত্যৌ অভাতাং অবাজতাং। কথম্ভূতে চিরকালং ব্যাপ্য রাধাকৃষ্ণয়োঃ সম্ভোগরূপ মনোবাঞ্ছিতসমূহ প্রাপ্তে। বিদ্‌ল্ লাভে ধাতুঃ ॥ ১ ॥

তত্র সভায়াং ষড়্‌তুশোভায়াং ষড়্‌তুশোভাং প্রতি স্বসেবাবসরজ্ঞানার্থং স্থিতাস্তাঃ বৃন্দা নিরীক্ষ্য আদিশৎ তমাহ স্বস্বেতি। স্বভাভিঃ স্বকান্তিভিঃ ॥২॥

শ্রীরাধাশ্যাম নিভৃত-নিকুঞ্জে অনঙ্গ বিলাসোৎসবে নিমগ্ন; এ দিকে সঙ্গিনী সখীগণ অমন্দ সহকারতরুতলে সানন্দে এক সভা রচনা করিয়া বিবিধ রঙ্গ রসালাপে বিভোর। এমন সময়ে নান্দীমুখী ও কুন্দলতা বৃন্দাদেবীর সমভিব্যাহারে চিরকালব্যাপী মনোবাঞ্ছিত সমূহ লাভ করিয়া অর্থাৎ চির-অভীপ্সিত শ্রীরাধাশ্যামের রহঃ বিলা-সোৎসব দর্শনে কৃতার্থ হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া সেই রঙ্গিণী সখীসভার শোভা বর্দ্ধন করিলেন ॥ ১ ॥

বৃন্দাদেবী সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—তথায় ষড়্‌ঋতু-লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্ব স্ব সেবাবসর জানিবার নিমিত্ত

গোবর্দ্ধনাদ্রিং সময়া তু রাস-
স্থল্যাং ত্বমেবাস্স্ব বসন্তলক্ষ্মি!
অধ্যাস্সতা মর্কসুতা-তটস্থা
কল্পাগভূমিঃ শরদৈবকামং ॥ ৩ ॥
রাধা সরোহিরণ্যভুবস্তু সর্ব্বা-
নিষেব্য সর্ব্বস্ব-সমর্পণেন।
স্ব-স্বামিনোর্ব্বিস্ময়কৌতুকাভ্যা-
মগণ্যপুণ্যা-ভবথাদ্য ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥

বৃন্দা আহ। হে বসন্তলক্ষ্মি! গোবর্দ্ধনাদ্রিং সময়া গোবর্দ্ধনাদ্রের্নিকটেঽপি রাসৌলীতি খ্যাতায়াং রাসস্থল্যাং ত্বং আস্স্ব বস। শরদৃতুনা যমুনাতটস্থকল্পবৃক্ষ সম্বন্ধিভূমিঃ অধ্যাস্যতাং ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা এব ঋতবঃ সর্ব্বস্ব সমর্পণেন রাধাকুণ্ডং তত্তীরস্থ বনভূমীশ্চ নিষেব্য রাধাকৃষ্ণয়োর্বিস্ময় কৌতুকাভ্যাং অগণ্যপুণ্যায়া যূয়ং ধন্যা ভবথ ॥ ৪ ॥

উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন—তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী তাহাদিগকে আদেশ করিলেন—তোমরা শ্রীরাধামাধবের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত স্বস্ব শোভাসম্ভারে বনরাজিকে বিভূষিত কর ॥ ২ ॥

হে বসন্তলক্ষ্মি! তুমি গোবর্দ্ধন গিরিতট-সন্নিহিত "রাসৌলী" নামক প্রসিদ্ধ রাসস্থলীতে গিয়া অবস্থিতি কর। অয়ি শরৎলক্ষ্মি! তুমি তপন-তনয়ার তটবর্ত্তি-কল্পতরু-মণ্ডিত বনভূমিতে গিয়া অধিষ্ঠিত হও ॥ ৩ ॥

অতঃপর হে অন্যান্য ঋতু-লক্ষ্মীগণ। তোমরা সকলে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডতীরবর্ত্তী বনভূমি সমূহের সেবা করিয়া শ্রীরাকৃষ্ণের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন কর এবং এইরূপে হে অগণ্য-পুণ্যবতীগণ তোমরা ধন্য হও ॥ ৪ ॥

তত্রাপি পূর্ব্বাদিষু দিক্ষুসন্ত্বমী
বর্ষাদয়স্তত্তটবর্ত্তিশাখিষু।
মধ্যোর্শ্মহত্বং জলকেলি-সিদ্ধয়ে
মধ্যে সরোগ্রীষ্মগুরুত্বমস্তু বঃ ॥ ৫ ॥

তা স্তাং প্রণম্যাচ্যুত-কেলিবিজ্ঞা-
বিজ্ঞানচাতুর্য্য সমাস্তদাজ্ঞাং।
প্রাপ্যস্বকৃত্যায় যযুর্মনোজ্ঞাং
কঃ স্বাং ন লিপ্সেত জনঃ সমজ্ঞাং ॥৬॥

রাধাকুণ্ডে পুনর্ব্ব্যবস্থামাহ। তত্রাপি রাধাকুণ্ডে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিক্ষু অমৌ বর্ষা শরৎ হেমন্ত—শিশিরাশ্চত্বার ঋতবঃ সন্তু। কিন্তু রাধাকুণ্ড-তটবর্ত্তিশাখিষু বৃক্ষেষু সর্ব্বেষামবস্থানেঽপি মধোর্ব্বসন্তস্য মহত্বমাধিক্যমস্তু। এবং জলকেলি-সিদ্ধার্থং কুণ্ডস্য মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতো গুরুত্বমস্তু ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞান-চাতুরীভ্যামসমাঃ বিজ্ঞান-চাতুরীভ্যাং নিরুপমাস্তাঃ ঋতুলক্ষ্ম্যঃ তাং বৃন্দাং প্রণম্য তস্যা আজ্ঞাং প্রাপ্য। কো জনঃ স্বাং সমজ্ঞাং কীর্ত্তিং ন লিপ্সেত ॥ ৬ ॥

শুন ঋতু-লক্ষ্মীগণ! তোমাদিগকে পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, শুন—রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে শরৎ, পশ্চিমে হেমন্ত ও উত্তরে শিশির এই চারি ঋতু চারিদিকে অবস্থিতি কর। তোমরা এইরূপে রাধাকুণ্ডের চারিদিকে অবস্থান করিলেও তাহার তটবর্ত্তি তরুনিচয়ের উপর বসন্তের আধিপত্য থাকুক এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি-সম্পাদনেব নিমিত্ত কুণ্ডের জলমধ্যে নিদাঘ-ঋতুলক্ষ্মী গৌরবের সহিত অবস্থিত করুক ॥ ৫ ॥

এইরূপে সেই বিজ্ঞান-চাতুর্য্য-বিষয়ে নিরুপমা-ঋতুলক্ষ্মীগণ, আদেশ পাইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভিজ্ঞা বৃন্দাদেবীকে প্রণাম করিয়া অবিলম্বে স্বস্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্থান করিলেন। অহো! জগতে

কৃষ্ণস্তু কৃষ্ণাগুরুযুঙ্‌মদদ্রবৈ
রারজ্য রাধাঙ্গমনঙ্গরঙ্গদং।
বেষং স্ববস্ত্রাভরণৈরথ ব্যধা-
ত্তস্যাঃ স্ববংশীমপি তুন্দনন্দিতাং ॥ ৭ ॥
উদঙ্মুখীং তামুপবেশ্য বৃষ্যাং
হ্রিয়ৈব নৈসর্গিকি মৌনমাপ্তাং।

কৃষ্ণস্তু সম্ভোগানন্তরং রাধাং স্বসমানরূপাং কর্ত্তুং কিঙ্করীভিরানীয় দত্তৈঃ কৃষ্ণাগুরুযুক্ত-মৃগমদদ্রবৈঃ রাধাঙ্গং আরজ্য এবং স্বস্য পীতাম্বরাদি-বস্ত্রাভরণৈস্তস্যা বেষং ব্যধাৎ। এবং স্ববংশীমপি রাধায়াস্তুন্দবন্ধাং ব্যধাৎ ॥ ৭ ॥

তদনন্তরং বৃষ্যাং কুশাসনোপরি বস্ত্রাদিযুক্তাসনে তাং রাধাং সকামজপকর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাপনার্থমুত্তরাভিমুখী মুপবেশ্য পীতাম্বরঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মপি তস্যা একপার্শ্বে আস্ত। কথম্ভূতাং কৃষ্ণেন যত্নাৎ গ্রাহিতং যন্মৌনিং তৎ হ্রিয়া নৈসর্গিকং স্বভাবসিদ্ধং

কোন্ ব্যক্তি নিজ মনোজ্ঞা কীর্ত্তিলাভের অভিলাষ না করিয়া থাকে ফলতঃ সকলেই ত মনোমত কীর্ত্তিলাভের আশা করিয়া থাকে ॥ ৬।

আমরি! এদিকে নিকুঞ্জ-মন্দিরে এক অপূর্ব্ব লীলা-নাট্যের সূচনা! নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলার অবসানে নাগরিণী-মণি শ্রীরাধাকে আপনার মত শ্যাম-শোভনরূপা করিবার নিমিত্ত কিঙ্করীগণকে কৃষ্ণাগুরুযুক্ত মৃগমদদ্রব আনিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আদেশমাত্র উক্ত দ্রবপাত্র আনিয়া উপস্থাপিত করিলে রঙ্গিয়া রসিকরাজ তদ্দ্বারা অনঙ্গ-রসদ শ্রীরাধাঙ্গ সুন্দররূপে অনুরাঞ্জত করলেন। পরে নিজানুরূপ পীতাম্বর, বনমালা ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া তাঁর কটি-বসনের মধ্যে নিজের বংশীটী পর্য্যন্ত বিন্যস্ত করিলেন ॥৭॥

তারপর সূক্ষ্ম ক্ষৌম-বসনমণ্ডিত কুশাসনে জপকর্ত্তৃত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত উত্তরাভিমুখে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। অহো! অতি

সাঙ্গং তয়ালঙ্কৃতমেব বিভ্রৎ
পীতাম্বরোপ্যাস্ত তদেকপার্শ্বে ॥ ৮ ॥
আরাদথো নূপুর-কিঙ্কিনী-স্বনৈ
রায়াস্থতীরালিততীঃ পরামৃশন্।
ভ্রূবেঙ্গিতেনৈব বশে ব্যধাদরং
পুরস্থিতাঃকাশ্চন কিঙ্করীর্হরিঃ ॥ ৯ ॥
আগত্য তাস্তাববলোক্য বিস্ময়া
নুহুর্ব্বিচুনুচুরথো পরস্পরং।

প্রাপ্তাং। পীতাম্বরঃ কাদৃশঃ তয়া স্বাধীনভর্তৃকয়া রাধয়া অলঙ্কৃতং সাঙ্গং বিভ্রৎ ব্রতীনামাসনং বৃষী ইত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ আরাৎ নিকটে কিঙ্কিনীস্বনৈঃ করণৈ রায়াস্থতীঃ সখীশ্রেণীঃ পরামৃষন্ সন্ তদানীং সেবার্থং পুরঃস্থিতাঃ কাশ্চন কিঙ্করীঃ ভ্রূবেঙ্গিতেন স্ববশে ব্যধাৎ। অন্যথা তাভিরেব বিজ্ঞাপিতে সতি ভাবিকৌতুকস্য সিদ্ধ্যাপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

তাঃ সখ্যস্তত্রাগত্য তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অবলোক্য বহুন্বিস্ময়ান্ উহুঃ প্রাপ্তবত্যঃ

যত্নেও শ্রীকৃষ্ণ যে মৌনভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন, শ্রীরাধা তখন স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশতঃ তদবস্থায় সেইরূপ মৌনিনী হইয়া রহিলেন। অনন্তর স্বাধীন-ভর্ত্তিকা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিলে শ্রীকৃষ্ণও সেই ধ্যানস্তিমিতা মন্ত্রজপপরা অভিনয়কারিণী শ্রীরাধার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ॥ ৮ ॥

এমন সময়ে নূপুর-কিঙ্কিণীর কলধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। বুঝিলেন—সেবাবসর বুঝিয়া রঙ্গিণী সখীগণ কুঞ্জ-মন্দিরে আগমন করিতেছেন। অমনই সমীপবর্ত্তিনী সেবাপরা কিঙ্করীগণকে অপাঙ্গ ইঙ্গিতে স্ব-বশবর্ত্তিনী করিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ, সখীদের নিকট এই রহস্য সহসা প্রকটিত করিলে তাঁরা কৌতুকলীলা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ॥ ৯ ॥

ধীর মন্থর পাদবিক্ষেপে সখীগণ কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিবামাত্র

কং দেশমাপ্তা বয়মদ্য হন্তভোঃ
কৃষ্ণদ্বয়ং যদ্ব্যতিরোচতেতমাং ॥১০॥
তাপিঞ্ছভাসৌ শিখিপিঞ্ছমৌলী
দ্বাবেব রাজদ্বনদামভাজৌ।
পীতাম্বরৌ কিং সুষমাং সমানা
মস্মন্মনো মোহয়িতুং দধাতে ॥১১॥
দ্বয়োঃ সখী নঃ কতরেতি পৃষ্টা
দাস্যোঽপি তাঃ প্রোচুরিদং ন বিদ্মঃ

এবং পরস্পরমূচুশ্চ। ভোঃ সখ্যঃ বয়মদ্য কং দেশং প্রাপ্তাঃ? যৎ যস্মাৎ অত্র দেশে কৃষ্ণদ্বয়ং রোচতে ॥ ০॥

তাপিঞ্ছভাসৌ দ্বৌ কিং সমানাং সুষমাং শোভাং অস্মন্মনো মোহয়িতুং দধাতে ॥১১॥

দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং সখী কতরা কা ইতি ললিতাদিভিঃ পৃষ্টাদাস্যোঽপি

দেখিলেন—একি অপূর্ব্ব ব্যাপার! আমরি! কি অপরূপ দৃশ্য রে? যুগপৎ একাসনে দুইটী ভুবনমোহন মূর্ত্তি—দুই কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন রূপে বিরাজমান। তাঁহারা তখন বিস্ময়-বিহ্বলা হইয়া পরস্পর বিবিধ বিতর্ক করিয়া কহিলেন—"অহো! আমরা আজ কোন্ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? ঐ দেখ, এখানে দুই কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥১০॥

মরি! মরি! কি সুন্দর! দুই কৃষ্ণেরই সমান মূর্ত্তি—সমান রূপ উভয়েরই তমাল-শ্যামল তনু, উভয়ই শিখিপুচ্ছমৌলী, উভয়েরই বক্ষঃস্থলে বনমালা বিরাজিত এবং উভয়েই পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন। আহা! ইঁহারা উভয়েই আমাদের চিত্ত-বিমোহনের নিমিত্তই কি সমান শোভা ধারণ করিয়াছেন? ॥১১॥

এইরূপে ললিতাদি সখীগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইয়া কিঙ্করীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দুইজনের মধ্যে অবশ্য একজন আমাদের

হন্তাধুনৈবৈবমিহাগমাম
প্রষ্টুং পুনর্দ্বৌ বিভিমঃ প্রভূষ্ণু ॥ ১২ ॥
বৃন্দাহ নীচৈর্ললিতেঽনয়ো র্যো
মন্ত্রং জপন্ পাণিধৃতাক্ষমালঃ।
বিভাতি বৃষ্যামুপবিষ্ট এষ
শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যনুমাতুমীশে ॥১৩॥
মন্ত্রৌজসৈবাস্য তনাদ্বিনাস্যতো
রাধাং স্বসারূপ্যবতীং প্রদর্শয়ন্।

তাঃ সখীঃ প্রতি উচুঃ। বয়ং ইদং ন বিদ্মঃ যতোঽধুনৈব বয়মিহ আগমাম্। দ্বৌ রাধাকৃষ্ণৌ পুনঃ প্রষ্টুং বয়ং বিভিমঃ যতঃ প্রভূষ্ণু ॥১২॥

হে ললিতে! অনয়োর্মধ্যে যঃ পাণিনা ধৃতা রুদ্রাক্ষমালা যেন এবম্ভূতঃ সন্ মন্ত্রং জপন্ স এব কৃষ্ণঃ প্রত্যহ মনুমাতুমিশে ॥১৩॥

মন্ত্রবলেন শ্রীকৃষ্ণঃ রাধাং স্বসারূপ্যবতীং প্রদর্শয়ন্ লোকে বিরাজিষ্যতি।

সখী রাধা। অতএব কে রাধা, কে কৃষ্ণ? তোমরা আমাদিগকে বিলাইয়া দাও।"—কিঙ্করীগণ কহিলেন—"আমরা ইহার কিছুই জানিনা—আমরা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি। পরন্তু ইঁহারা যখন প্রভু, অথচ ধ্যানরত; তখন ইহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাইতেছি ॥ ১২ ॥

তখন ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বৃন্দা কহিলেন—"শুন ললিতে! এই দুই কৃষ্ণের মধ্যে যিনি করকমলে অক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক কুশাসনে বসিয়া মন্ত্রজপ করিতেছেন, ইনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ, ইহা আমি অনুমানে বুঝিতেছি ॥১৩॥

ইনি ব্রজমধ্যে বা বনমধ্যে যেখানে সেখানে শ্রীরাধার সহিত

লোকে বিরাজিষ্যতি যত্র কুত্রচি-
ন্নিঃশঙ্কমেবং বিজিহীর্ষু রেতয়া ॥১৪॥
ঊচে বিশাখা সখি সৈব সর্ব্বথৈ-
বাস্মাসু বৃত্তা ভগবত্যনর্থকৃৎ।
পুনশ্চ মন্ত্রং জপতীহ কামুকঃ
কর্ত্তুং স্বসারূপ্যবতীং পরাং নু কাং ॥১৫॥
চিত্রাহ সখ্যঃ শৃণুতাস্য গেহং
প্রাপ্তা জরত্যা নিকটং প্রযাতাঃ।
ক্ব মে বধূঃ সেতি তয়াভি পৃষ্টা
ব্রূমঃ কিমেতাগিতি সঙ্কটং নঃ ॥১৬॥

এবম্ভূতঃ যত্র কুত্রচিৎ ব্রজমধ্যে বনে বা এতয়া রাধয়া সহ নিঃশঙ্কং বিজিহীর্ষুঃ ॥১৪॥
হে সখি! সৈব পৌর্ণমাসী অস্মাসু অনর্থকৃৎ বৃত্তা ॥১৫॥১৬॥

নির্ভয়ে বিহার করিতে অভিলাষী হইয়াই আজ মন্ত্র-প্রভাবে শ্রীরাধাকে নিজের সমানরূপা করিয়া এইভাবে প্রকাশ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

বিশাখা কহিলেন—সখি! সত্য বটে, ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী আমাদের সম্বন্ধে সর্ব্বথা অনর্থকারিণী হইয়াছেন। কামুক কৃষ্ণ পুনশ্চ যখন মন্ত্রজপ করিতেছেন তখন তোমার ন্যায় আর কাহাকে যে নিজসারূপ্যবতী করিবে তাহা বলিতে পারি না? ॥১৫॥

সখী চিত্রা তখন অপেক্ষাকৃত উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"সখীগণ! বলি শুন, আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইলে জরতী জটিলা যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা আসিলে, আমার বধূ কোথায়?" তখন তাঁহাকে কি বলিব? দেখ আমরা এক্ষণে কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি ॥১৬॥

নান্দীমুখী ব্যাহরতি স্ম শঙ্কাং
চিত্রে স্বচিত্তে ভজসে কিমর্থং।
তস্যাঃ প্রতীত্যর্থময়ং পুনর্য-
ন্মন্ত্রেণ রাধাঃ স্ত্রিয়মেব কর্ত্তা ॥১৭॥
কিন্তুত্র মন্ত্রং জপতোঽস্য পার্শ্বে
স্থিতির্যদস্যা ন চ সাপি সাধ্বী।
কো বেদ কিং তিষ্ঠতি মান্ত্রিকাণাং
মনস্যতোঽন্যত্র সখীং নয় স্বাং ॥১৮॥
ভো ভোঃ স্বভাসো ভজতং প্রভূস্ক,
জ্ঞাতৌ স্থ এবাশ্বথ মায়য়ালং।

তস্যাঃ জটিলায়াঃ অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ॥১৭॥

মন্ত্রং জপতোঽস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পার্শ্বে যদ্যতঃ অস্যা রাধায়াঃ স্থিতিরস্তুঃ সাপি স্থিতিরপি ন সাধ্বী। মান্ত্রিকাণাং মনসি কিং তিষ্ঠতীতি কো বেত্ত? ॥১৮॥

এই কথা শুনিয়া নান্দীমুখী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—চিত্রে! তুমি কেন আপনার চিত্তে এরূপ বৃথা শঙ্কা কল্পনা করিতেছ? জটিলার প্রতীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রবলে শ্রীরাধাকে পুনর্বায় নারী মূর্ত্তিতে পরিণত করিবেন ॥১৭॥

কিন্তু এই মন্ত্রজপকারী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে শ্রীরাধার অবস্থান করা ভাল নহে। কারণ মান্ত্রিকদিগের মনে কি আছে কে জানে বল? অতএব তোমাদের প্রিয়সখীকে অন্যত্র লইয়া যাও ॥১৮॥

রাধা ত্বমেবাসি নিরেহি কুঞ্জাৎ
কৃষ্ণস্তু বৃষ্যামুপবিষ্ট এব ॥১৯॥
মন্ত্রং জপত্বেষ বয়ন্তু গেহং
যামো বৃথা যাপিত এষ যামঃ।
ভাস্বাংশ্চ নেষ্টঃ ক নু বা ক্ষণেঽত্রা-
য়াসিষ্ম গেহাদহহাদ্য মুগ্ধাঃ ॥২০॥

মন্ত্রং জপন্তং শ্রীকৃষ্ণং রাধিকাং মত্বা সখ্যঃ আহুঃ। ভোঃ প্রভুষ্ণ! রাধা-কৃষ্ণৌ! অস্মাভির্যুবাং জ্ঞাতৌ স্থঃ অতঃ স্বভাসঃ স্বকান্তীঃ ভজতং তস্মাৎ মায়য়া অলং ব্যর্থং। কুঞ্জাৎ নিরেহি নির্গচ্ছ ॥১৯॥

লম্পটেনসহ কথোপকথনেন একপ্রহরোঽস্মাভির্বৃথা যাপিতঃ এবং সূর্য্যশ্চ ন পূজিতঃ মুগ্ধা বয়ং কুত্র বা ক্ষণে অয়াসিষ্ম ॥২০॥

এই কথা শুনিয়া সখীগণ তখন মন্ত্রজপকারী রাধাবেশী শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত প্রিয়সখী মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"শ্রীরাধাকৃষ্ণ! আমরা তোমাদের দুইজনকেই জানিতে পারিয়াছি। এখন অবিলম্বে নিজ নিজ বেশ ধারণ কর।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিলেন—"ওগো নাগরবেশধারিণি! তুমিই ত রাধা? আর মায়া করিয়া প্রয়োজন কি? তুমি কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আইস, শ্রীকৃষ্ণ কুশাসনে বসিয়া মন্ত্র জপ করুন ॥১৯॥

এস, আমরা গৃহে গমন করি; লম্পটের সহিত কথোপকথন করিয়া আমরা বৃথা একপ্রহরকাল অতিবাহিত করিলাম, অথচ আমাদের অভীষ্ট সূর্য্য-পূজাও হইল না? হায়! হায়!! মুগ্ধা আমরা; আজ কি কুকক্ষণেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি ॥২০॥

ইত্যাহ যাবল্ললিতা স তাবৎ
কণ্ঠস্বরাভ্যাসপরঃ প্রিয়ায়াঃ।
অবর্ত্ততাথ ক্ষণতোঽভিনীয়
হ্রিয়ং পরাং তাঃ প্রতিভাসতে স্ম ॥২১॥

যদদ্য বৃত্তং মম বেদনাবহং
ন বেদনার্হং তদথাপি চেদ্রহঃ।
লভেয় বক্ষ্যামি তদৈব তে শ্রুতৌ
নান্যত্র যত্ত্বং ললিতে! গতির্ম্মম ॥২২॥

তৎকণ্ঠজস্বান বিধূত-সংশয়া
রাধেয় মেবতি তদা তদালয়ঃ।

তাবৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধায়াঃ কণ্ঠস্বরে অভ্যাসপরোঽবর্ত্তত। অথানন্তরং ক্ষণমধ্যে পরাং শ্রেষ্ঠাং হ্রিয়ং অভিনীয় তাঃ সখীঃ প্রতি ভাবতেস্ম ॥২১।

হে সখি! মম যৎ বেদনাবহং পীড়াবহং বৃত্তং তৎবেদনার্হং অর্থাৎ কথনার্হং ন তথাপি চেৎ যদি অহং রহো লভেয় তদৈব তব কর্ণে বক্ষ্যামি ন অন্যত্র। যতস্ত্বং মম গতিঃ ॥২২॥

তৎকণ্ঠজ শব্দেন বিধূত সংশয়াঃ সখ্যঃ নিশ্চিক্যুঃ অঙ্গানি পস্পৃশুঃ। সখীং মত্বা কাচিৎ হস্তে হস্তং নিধায় কাচিৎ স্কন্ধে হস্তং নিধায়েতি রীত্যা ॥২৩॥

ললিতা যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর অনুকরণের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর লজ্জার অভিনয় পূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে সখীগণকে কহিলেন ॥২১॥

"হে সখি! ললিতে! অদ্য আমার সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমন রহস্যময় তেমনই বিড়ম্বনাজনক; সুতরাং সে গূঢ়কথা কাহারাও নিকট বলিবার যোগ্য নয়, তবে তোমাকে নির্জ্জন স্থানে পাইলে, তোমার কানে কানে সে কথা বলিতে পারি, অন্যথা বলিতে পারিব না। যে হেতু তুমিই এখন আমার একমাত্র গতি ॥২২॥

নিশ্চিক্যুরাবক্রুরথো গতহ্রিয়ো
নীত্বান্যতোঽঙ্গান্যপি সাধু পস্পৃশুঃ ॥২৩॥
অহো করাবঙ্গুলয়ঃ পদদ্বয়ং
নেত্রে কপোলাবলিকং শ্রুতী অপি।
অঙ্গানি সর্ব্বানি হরেরিবাভবন্
নাভিদ্যতৈকস্তব কণ্ঠ-নিস্বনঃ ॥২৪॥

হে রাধে! তব করাদি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি হরেরিবাভবন্ কিন্তু এক স্তব কণ্ঠস্বনো ন অভিদ্যতে ॥২৪॥

শ্রীরাধার অনুরূপ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সখীগণের অন্তরাকাশ হইতে সংশয়-মেঘ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং উল্লাস-ব্যস্তচিত্তে সকলেই তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুমাত্র রহিল না। আপনাদের প্রিয়সখী মনে করিয়া কেহ হস্তে হস্ত প্রদান করি-লেন, কেহ বা স্কন্ধে হস্তপ্রদান করিলেন, এইরূপ রীতি অনুসারে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই ভাল করিয়া স্পর্শ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

যিনি কর-কমল স্পর্শ করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন—"অহো কি আশ্চর্য্য! এই কর, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইয়াছে।" যিনি করাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, তিনি বলিলেন—"সখীর অঙ্গুলিগুলিও যে ঠিক্ কৃষ্ণেরই মত দেখিতেছি! কি আশ্চর্য্য!" এইরূপ পদদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কপোল, ললাট, কর্ণ প্রভৃতি যিনি যে অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তিনিই বলিতে লাগিলেন—"অহো! ইহা শ্রীকৃষ্ণের মতই হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা বিস্ময় সহকারে কহিলেন—"সখে! রাধে! তোমার সকল অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ দেখিতেছি, কিন্তু তোমার একমাত্র কণ্ঠস্বর কেবল পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে কেন? ॥২৪॥

আল্যত্র কো হেতুরয়ং প্রকথ্যতা
মিত্যেব পপ্রচ্ছুরিমং তদঙ্গনাঃ।
তৎ স্পর্শজাস্তঃ স্মরবিক্রিয়া-ক্রমো
যোহভূৎ প্রতিস্বং ন তু তস্য কারণং ॥২৫॥
কৃষ্ণাকৃতেরস্য গৃহীততায়া-
মপ্যেষ কশ্চিৎ প্রকটঃ স্বভাবঃ।
যৎক্ষোভয়েদিত্থমিতি স্ব চিত্তে
সমাদধুস্তাঃ স্বয়মেব তত্র ॥২৬॥

হে আলি! অত্র কো হেতুঃ তস্যা রাধায়া অঙ্গনাঃ সখ্যঃ ইত্যেব পপ্রচ্ছুঃ কিন্তু প্রতিস্বং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্পর্শাজ্জো যঃ অন্তঃস্মর-বিক্রিয়া ক্রমোহভূৎ তস্যা এব কারণং ন তু পপ্রচ্ছুঃ ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাকৃতেরস্য গৃহীততায়ামপি তস্যা এষ কশ্চিৎ প্রকটঃ স্বভাবঃ যৎ অস্মাকং মনঃ ক্ষোভয়েৎ। ইত্থং অনেন প্রকারেণ তাঃ স্বচিত্তে সমাদধুঃ ॥২৬॥

"হে সখি! ইহার কারণ তোমাকে বলিতে হইবে।" সখীগণ সাগ্রহে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শজন্য তাঁহাদের হৃদয়ে যে স্মর-বিকার ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হইতেছে তাহার কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না ॥২৫॥

পরন্তু এরূপ স্মর-বিকারের কারণ তাঁহারা স্বয়ংই মনে মনে মীমাংসা করিতে লাগিলেন—"আহা! শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-মাধুরীর স্বভাবই এইরূপ, অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিলেও সহজেই আমাদের এতাদৃশ চিত্ত-ক্ষোভ জন্মাইতে পারে" ॥২৬॥ *

* শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই মহীয়সী শক্তি, উহা শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে—

"আপনার মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥"

স প্রাহ সখ্যঃ! স হি মাং বিমোহয়ং-
শ্চক্রে যদেতন্নুতরামবেদিষং ।
চিরাত্তদন্তে পুনরাপ্তচেতনা-
পশ্যং যদেতৎ শৃণুত ব্রবীমি বঃ ॥২৭॥

স রাধিকাত্বেনাভিমতঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে সখ্য! স শ্রীকৃষ্ণঃ মাং বিমোহয়ন্ যৎ চক্রে তৎ অহং ন অবেদিষং চিরাৎ তস্য মোহস্যান্তে পুনঃ প্রাপ্তচেতনা অহং যৎ অপশ্যং তৎএতৎ শৃণুত বো যুষ্মান্ ব্রবীমি ॥২৭॥

অনন্তর সেই রাধিকারূপে স্থিরীকৃত শ্রীকৃষ্ণ যেন কত বিমর্শ ভাবে কহিলেন—"সখীগণ! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মন্ত্রপাঠ করিয়া আমার চৈতন্য হরণ করিলে আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুই জানি না। বহুক্ষণ

একদা শ্রীকৃষ্ণ মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মাধুর্য্য দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছেন—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধ চেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥" ললিত মাধব ৮।৩২

আহা! ঐ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অতীব অনির্ব্বচনীয় আমার চমৎকার মাধুর্য্যরাশি স্ফুরিত হইয়াছে। উহা দর্শন করিয়া রাধিকার ন্যায় লুব্ধচিত্তে ও ঔৎসুক্য সহকারে উপভোগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।"

অতএব—

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সদা মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥"

শ্রীচরিতামৃত।

আচম্য পাণৌ ক্রুতমেষ নীত্বা
গণ্ডূষমেকং প্রজপন্ স্ব মন্ত্রং।
দরচ্ছদৌ কুট্মলয়ন্ ব্যধাজ্রি
স্তমাস্য ফুৎকার-সমীর-বিদ্ধং ॥২৮॥
তেনৈব নীরেণ মদীয়গাত্রা-
ণ্যানঞ্জ নানেতি নিবারিতোঽপি।
স্বাস্যং তদামুদ্রয়মেব দিষ্ট্যা
তত স্তদম্ভো ন গলে বিবেশ ॥২৯॥
তদৈব তদ্রূপধরাণি গাত্রা-
ণ্যেতান্যভূবন্ মম বিস্মিতায়াঃ।

এষ শ্রীকৃষ্ণঃ আচম্য পাণৌ একং গণ্ডূষং নীত্বা স্বমন্ত্রঃ জপন্ সন্ ওষ্ঠাধরৌ কুট্মলয়ন্ তং গণ্ডূষং মুখ-ফুৎকার-বায়ুনা বারত্রয়ং বিদ্ধং ব্যধাৎ ॥২৮॥

নানেত্যুক্ত্বা ময়া নিবারিতোঽপি কৃষ্ণঃ মম গাত্রাণি আনঞ্জ। তদাহং স্বমুখং অমুদ্রয়ং তত এব হেতোঃ তজ্জলং গলে ন বিবেশ। অতএব মম স্বর বৈজাত্যং ন জাতং ॥২৯॥

পরে মূর্চ্ছান্তে চেতনা লাভ করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা তোমা-দিগকে বলিতেছি শুন ॥২৭॥

সেই মোহন মন্ত্রবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ আচমন পূর্ব্বক এক গণ্ডূষ জল করতলে লইয়া স্বীয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে উষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিয়া সেই জলের উপর তিনবার ফুৎকার প্রদান করিলেন। তার পর সেইঅভিমন্ত্রিত জল বলপূর্ব্বক আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। আমি "না—না" বলিয়া বারংবার নিষেধ করিলেও আমার কথা শুনিলেন না। আমি তখন শঙ্কা-সঙ্কোচে মুখ মুদ্রিত করিয়া থাকায় সৌভাগ্যবশতঃ সেই মন্ত্রপূত জল আমার গলমধ্যে প্রবেশ করে নাই। এই জন্য আমার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ-সন্নিভ হইলেও কেবল কণ্ঠস্বরের বৈজাত্য ঘটে নাই। পূর্ব্ববৎই অবিকৃত রহিয়াছে ॥২৮॥২৯॥

তদৈব বৃষ্যাং পুনরাহিতাস্থঃ
প্রচক্রমেঽসৌ জপিতুং স্ব মন্ত্রং ॥৩০॥
অন্যচ্চ যৎকিঞ্চিদহো বচোঽভূ-
দ্বক্তুং ন চাবক্তুমহং তদীশে ।
কিন্ত্বেকিকাং কাঞ্চন বো ব্রবীমি
হ্রীর্মাং নিরুন্ধে বত কিং করোমি ॥৩১॥
কিং তে হ্রিয়া বেদয় নঃ সখীঃ স্বা
ইত্যুচ্যমানোঽপি যদাহ নাসৌ ।

বৃষ্যাং আহিতা আস্থা উপবেশো যেন এবম্ভূতোঽসৌ কৃষ্ণঃ পুনঃ স্বমন্ত্রং জপিতুং প্রচক্রমে। স্বাদাস্থাত্বাসনা স্থিতিরিত্যমরঃ ॥৩০॥

অহং তদ্বক্তুং ন ইশে। এবং চাপল্যাদবক্তুমপি ন ইশে। কিন্তু বো যুষ্মাকং কাঞ্চন একাকিকাং ব্রবীমি যতো মাং হ্রী নিরুন্ধে ॥৩১॥

হে সখি! রাধে! তব হ্রিয়া কিং স্বকীয়াঃ নোঽস্মান্ বেদয় জ্ঞাপয়। ইত্যুচ্যমানোপ্যসৌ কৃষ্ণঃ যদা হ্রিয়া ন আহ। তদা তত্রৈকা ললিতা অন্যাঃ সর্ব্বাঃ বহিরপসস্রুঃ ॥৩২॥

তখন সেই মন্ত্রপূত জলের প্রভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ তুল্য হইয়া গেল দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥৩০॥

হায়! হায়! অতঃপর যে গূঢ় কথা আছে আমি তাহা বলিতে পারি না, এবং না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। তোমাদের মধ্যে কাহাকে একাকিনী পাইলে আমি সে কথা বলিতে পারি, কারণ, তোমাদের সকলের কাছে বলিতে লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান করিতেছে। হায়! আমি যে উভয় সঙ্কটে পড়িলাম, সখি, এখন কি করি? ॥৩১॥

কপটীর এই দুঃখপূর্ণ ছলনাময় বাক্যে সখীগণ বড়ই মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহভরে কহিলেন—"হে সখি! রাধে! আমরা

তত্রাস্থিতৈকা ললিতৈব সর্ব্বা-
স্তদাপসস্রুর্বহিরেব মুগ্ধাঃ ॥৩২॥
ন বক্তু কিং তেন বয়ং তু নো কিং
জ্ঞাস্যাম এবাখিল মাস্যতোঽস্যাঃ।
ইত্যাগুবিশ্বাসভয়া স্থিতা স্তাঃ
কৃষ্ণো গৃহান্তর্ললিতাং বিবেশ ॥৩৩॥
আশ্লেষ-বিম্বাধরপান-কঞ্চুকী-
নীবী-স্তনাকর্ষণ-তৎপরং তু তম্।
সাহালি! কিং ম্বেতদসৌ তদাব্রবী-
স্তদ্রে! রহস্যং পরমেতদেব নৌ ॥৩৪॥

রাধিকা ন বক্তু চেৎ কিং তেন? বয়ন্তু অস্যাঃ ললিতায়াঃ মুখতঃ কিং অখিলং ন জ্ঞাস্যামঃ? ইতি গৃহীত-বিশ্বাসতয়া তাঃ সর্ব্বাঃ বহিস্থিতাঃ। কৃষ্ণস্তু ললিতা মিতি ॥৩৩॥

আশ্লেষণ চুম্বনাদৌ তৎপরং শ্রীকৃষ্ণং সা ললিতা আহ। হে সখি! রাধে! এতৎ কিং? তদাসৌ কৃষ্ণঃ অব্রবীৎ। হে ভদ্রে! ললিতে! নৌ আবয়ো

তোমার স্বপক্ষীয়া অন্তরঙ্গ সখী, আমাদের নিকট সে কথা বলিতে তোমার লজ্জা কি?

এই কথা বলিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন যেন কত লজ্জা বশতঃ কিছুই বলিলেন না। তখন সেই মুগ্ধা ব্রজসুন্দরীগণ, সকলেই সে স্থান হইতে বাহিরে গেলেন, কেবল একমাত্র ললিতাই তথায় রহিলেন ॥৩২॥

যাঁহারা বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তাঁহাদের মনের ধারণা এই যে—"যদিও শ্রীরাধিকা আমাদিগকে বলিলেন না, তাহাতে দুঃখ কি? আমরা ললিতার মুখে সকল কথাই জানিতে পারিব"—এই বিশ্বাসে তাঁহারা বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে কপট চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে লইয়া কুঞ্জ-ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

পরে ললিতাকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বিম্বাধর-সুধা পান করিতে লাগিলেন। নীবী ও কঞ্চুলিকা উন্মোচন

যদা স্বকণ্ঠে স্বরমাদদান-
স্তয়া সহালাপপরঃ স রেমে।
তদা স্ময়ো বিস্ময়বান্ শুচিঃ কিং
ন প্রাপ সাম্রাজ্যধুরাং তয়োঃ সঃ ॥৩৫॥
দ্বিত্রক্ষণান্তর মাত্তমন্ত্রা
প্রাহ স্বতন্ত্রা ললিতা মুদোচ্চৈঃ।
এহ্যেহি নৌ শীঘ্রমিতো বিশাখে!
জিজ্ঞাসসে চেদবগচ্ছ তত্ত্বং ॥৩৬॥

রেতদেব পরং রহস্যং অতএব রহস্যত্বাদেব বক্তুং ন শক্তং অধুনা তু তৎক্রিয়য়া দর্শয়ামি ॥৩৪॥

তদা তয়োঃ ললিতাকৃষ্ণয়োঃ বিস্ময়বান্ অদ্ভুতরসবিশিষ্টঃ এবং আ সম্যক্ স্ময়ঃ হাস্যরসো যত্র তথাভূতঃ শুচিঃ শৃঙ্গারঃ কিং সাম্রাজ্যধুরাং ন প্রাপ ?॥৩৫॥

আত্তমন্ত্রা কৃষ্ণেন সহ গৃহীত-মন্ত্রণা স্বতন্ত্র ললিতা মুদা উচ্চৈঃ প্রাহ। স্বতন্ত্রেতি স্পষ্টার্থত্বাৎ রাধয়া সহ মন্ত্রণা বিনৈব বচ মীতি তাং শ্রুতিং প্রত্যায়িতং। বিশাখে! নৌ আবাং এহি এহি আগচ্ছ আগচ্ছ তত্ত্বং জিজ্ঞাসসে চেৎ অবগচ্ছ ॥৩৬॥

করিয়া স্তনাকর্ষণ-তৎপর হইলে ললিতা বিস্ময়-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "সখি! এ কি করিতেছ?" শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"ভদ্রে! ইহাই আমাদের পরম রহস্য; অত্যন্ত রহস্যব্যঞ্জক হেতু বলিতে অশক্ত হইয়া সম্প্রতি ক্রিয়া দ্বারা দেখাইয়া দিতেছি। ওগো! সেই বিদগ্ধরাজ আমার সহিত এইরূপই গূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল? ॥৩৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্বরের অনুকৃতি পরিত্যাগ করিয়া নিজস্বাভাবিক স্বরে ললিতার সহিত আলাপ করিতে করিতে সম্ভোগানন্দের সুধা-পারাবারে নিমগ্ন হইলেন। আহা! সে সময় ললিতা ও শ্রীকৃষ্ণের সেই অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রস, অদ্ভুত রস ও সম্যক্ হাস্য রসবিশিষ্ট হইয়া রস-সাম্রাজ্যের পরাবধি প্রাপ্ত হইল না কি?॥৩৫॥

দুই তিন ক্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শ্রীললিতা-দেবী স্বতন্ত্রারূপে অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"বিশাখে! বড় রহস্যময় ব্যাপার যদি সে কথা জানিতে চাও তবে শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, সে গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও ॥৩৬॥

প্রাপ্তাং বিশাখামথ তাং তথৈব সা
চ্ছলাৎ স্বসাধর্ম্ম্যমবাপয়দ্ দ্রুতং।
অন্যা অপীথং মধুসূদনেন তাঃ
প্রাসঙ্গয়চ্চম্পকবল্লিকাদিকাঃ॥ ৩৭॥
অথো মিথঃ সম্মিলনে রতাঙ্কিত
স্বান্যাঙ্গ সম্বৃত্যবলোকনোন্মুখাঃ।

অথ প্রাপ্তাং বিশাখাং সা ললিতা চ্ছলাৎ দ্রুতং স্বসাধর্ম্ম্যমবাপয়ৎ। ললিতা অন্যা অপি চম্পকবল্লিকাদিকাঃ মধুসূদনেন সহ প্রাসঙ্গয়ৎ॥ ৩৭॥

অথানন্তরং পরস্পর মিলনে সতি রতিচিহ্নযুক্তস্য স্বাঙ্গস্য সম্বরণে এবং

হইয়াছে। সে সময় অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রস-প্রবাহ পরম উৎকর্ষের সহিত উথলিয়া উঠিল॥ ৩৫॥

এইরূপ লীলা-বিলাসানন্দে দুই তিন ক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, ললিতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমলীলা-রঙ্গের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ললিতা কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া উল্লাসভরা উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"এস! এস বিশাখে! শীঘ্র আমাদের এখানে এস। যদি সে গূঢ়তত্ত্ব জানিবার বাসনা থাকে, তবে স্বয়ং আসিয়া প্রিয়সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও— বড় রহস্যের কথা!" ॥ ৩৬॥

বিশাখা উল্লাস আগ্রহভরে তথায় আসিবামাত্র ললিতা, ছলে—কৌশলে তাঁহাকে নিজের সাধর্ম্ম্য অবিলম্বে প্রাপ্ত করাইলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সহিত যেরূপ ক্রীড়াবিলাসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন ললিতার কৌশলে সেইরূপ বিশাখার সহিতও বিলাসানন্দে বিভোর হইলেন। এইরূপে বিশাখা—চম্পকলতাকে, চম্পকলতা চিত্রাকে, চিত্রা তুঙ্গবিদ্যাকে, তুঙ্গবিদ্যা রঙ্গদেবীকে, রঙ্গদেবী ইন্দুরেখাকে আবার ইন্দুরেখা সুদেবীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সংঘটন করাইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত করাইলেন॥ ৩৭॥

হ্রীণা ভবন্তোঽপি নঃ হ্রীণতাং যযুঃ
সর্ব্বৈকরূপ্যং খলু নির্ব্বিবাদিতা॥ ৩৮ ॥
রাধাথ বৃন্দাদিকৃতান্তিকোপ-
বেশাস্তি যত্রাত্ত মুকুন্দবেশা।
তত্রাজিহানা ললিতাদিকালী
স্তাং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্নিজগাদ কৌন্দী ॥ ৩৯ ॥

রতি-চিহ্নযুক্তস্য অন্যাসামঙ্গস্যাবলোকনে উন্মুখাঃ সর্ব্বা হ্রীণা ভবন্তোঽপি ন হ্রীণতাং যযুঃ ; যতঃ সর্ব্বাসামৈকরূপ্যং নির্ব্বিবাদিতা নির্ব্বিবাদজনক মিত্যর্থঃ। অত্র কার্য্যকারণয়ো-রভেদোপচারেণায়ু-র্ঘৃতমিতিবৎ জনকতায়া অতিশয়ত্বং ব্যক্তীভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাদিভিঃ কৃতোঽন্তিকে উপবেশো যস্যা এবম্ভূতা গৃহীত মুকুন্দবেশা রাধা যত্রাস্তি তত্রাজিহানা আগতা ললিতাদি সখীঃ কৌন্দী নিজগাদ। সখীঃ কথম্ভূতাঃ তাং রাধাং জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর সখীগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ব্রীড়া-সঙ্কোচ সহকারে সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত স্ব স্ব অঙ্গ-সম্বরণে যত্নবতী হইলেন এবং কৌতুকভরে অন্য সখীর রতি-চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ-মাধুরী দর্শনে উন্মুখী হইলেন। কিন্তু দেখিলেন—সকলেরই একদশা। সুতরাং তখন তাঁহারা লজ্জা-ভারাবনতা হইয়াও একবারে লজ্জাতুরা হইয়া পড়িলেন না। কারণ, সকলেরই একরূপ একদশা হইলে আর পরস্পর বিবাদের কারণ থাকে না ॥ ৩৮ ॥

অতঃপর শ্রীরাধা যথায় শ্রীকৃষ্ণের বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃন্দা ও নান্দীর নিকট বসিয়া আছেন, তথায় সখীগণ প্রকৃত শ্রীরাধা কে, জানিবার অভিলাষে অবিলম্বে আগমন করিলেন। পরিহাস-রসিকা কুন্দলতা সখীদের সেই সম্ভোগলীলাজ্ঞাপক বেশভূষা-বিপর্য্যয় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন— ॥ ৩৯ ॥

আগচ্ছতাগচ্ছত ভদ্রমাল্যঃ
ক্কেয়ান্ বিলম্বোঽজনি বঃ সতীনাং।
অঙ্গৈরনঙ্গোদয়-সূচকানি
ক বাস্থ লক্ষ্মাণ্যলমর্জ্জিতানি ।।৪০ ॥
নিরঞ্জনে বশ্চপলে অপীক্ষণে
বিভান্তে বালা অপি মুক্তবন্ধনাঃ।

বো যুষ্মাকং সখীনাং ইয়ান্ বিলম্বঃ কুত্র অজনি। অঙ্গৈঃ করণৈঃ কন্দর্পোদয়-সূচকানি চিহ্নানি কুত্রাস্থ অর্জ্জিতানি পক্ষে। অঙ্গস্য দেহস্য ন উদয়ো জন্ম অনঙ্গোদয়োঽপুনর্ভবো মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তস্য সূচকানি যোগচিহ্নানি ক অর্জ্জিতানি। পরশ্লোকে চিহ্নানি ব্যক্তি ভবিষ্যন্তি ॥ ৪০ ॥

কন্দর্প চিহ্নান্যাহ। নিরঞ্জনে ইতি। মোক্ষপক্ষে নিরঞ্জনে উপাধিরহিতে। তথাচ মোক্ষবিরোধি চপলত্ব-বালত্ব-শুব্ধত্বাদি ধর্ম্মবতাং নেত্রকেশস্তনানাং মোক্ষো জাত ইত্যাশ্চর্য্যমিতি। পক্ষে বালাঃ কেশাঃ। ব্রাহ্মণার্দ্দিতোঽপি লব্ধ-

---

"এস এস সখীগণ! ভাল! তোমাদের ন্যায় সতীলক্ষ্মীদের কোথায় এত বিলম্ব হইল? আর অঙ্গে অনঙ্গোদয়*-সূচক এত যোগচিহ্ন সকলই বা কোথায় লাভ করিলে? ॥ ৪০ ॥

যোগিজন যেরূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ উপাধিশূন্য, সেইরূপ তোমাদের চপল নয়ন-যুগল নিরঞ্জন অর্থাৎ অঞ্জন-রহিত হইয়াছে; বাল অর্থাৎ অজ্ঞানধর্ম্মবিশিষ্ট জনের বন্ধনমোচনের ন্যায় তোমাদের বাল অর্থাৎ কেশপাশও বন্ধনমুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। বিবেকী ব্যক্তি দ্বিজ-জন-পীড়িত হইয়াও যেরূপ বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন, সেইরূপ তোমাদের অধরপুট দ্বিজার্দ্দিত অর্থাৎ দশন-পীড়িত হইয়া বিরক্তি অর্থাৎ অরুণিমাশূন্য হইয়াছে। স্তব্ধ অর্থাৎ সমাধি যোগে নিস্পন্দ হইয়া যোগিজন যেরূপ পুনর্ভব-ক্ষত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মনাশরূপ মোক্ষলাভ করেন, সেইরূপ তোমাদের স্তব্ধ-নিশ্চল বক্ষোজযুগলও

---

* অনঙ্গোদয়—কন্দর্পোদয়-সূচক। পক্ষে—যাহাতে অঙ্গের উদয় অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না, তৎ-সূচক অর্থাৎ মোক্ষ-সূচক।

দ্বিজার্দ্দিতোঽপ্যূঢ়বিরক্তিকোঽধরঃ
স্তব্ধৌ স্তনৌ লব্ধপুনর্ভবক্ষতৌ ॥ ৪১ ॥
সাযুজ্যদো বঃ খলু মাধবো ভবে-
দয়ং ত্বধাদ্ধ্যানমিহাস্থিতাসনঃ।
কেনেদৃশীং লম্ভয়তা গতিং কৃতা
যূয়ং কৃতার্থাস্তদিদং মহাদ্ভুতং ॥৪২ ॥
প্রোবাচ নান্দী ললিতে! বদ দ্রুতং
বৃত্তং স্ব সখ্যা অলমন্য বার্ত্তয়া।

বৈরাগ্যঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকার্দ্দনস্য মহানরকজনকত্বাৎ। পক্ষে দন্তার্দ্দিতোঽপি লব্ধ-রাগরাহিত্যঃ। লব্ধঃ পুনর্ভবক্ষতো মোক্ষ যাভ্যাং এবম্ভূতৌ স্তব্ধৌ স্তনৌ। পক্ষে লব্ধ-নখক্ষতৌ ॥ ৪১ ॥

মাধব এব যুষ্মাকং সাযুজ্যদো মোক্ষদো ভবেৎ। পক্ষে সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যং সংযোগঃ স তু কৃষ্ণেনৈব দীয়তে। অয়ন্তু কৃষ্ণঃ আস্থিতাসনঃ ধ্যানং অধাৎ। শ্লেষেণ ধবঃপতির্মা সাযুজ্যদো ভবেৎ। অতএব যুষ্মাকং ঈদৃশীং গতিং লম্ভয়তা শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্তেন কেন যূয়ং কৃতার্থাঃ কৃতাঃ তস্মাদিদং মহাদ্ভুতং ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ অপূর্ব্ব নখাঙ্কন-ভূষায় শোভিত হইয়াছে। মোক্ষ-বিরোধী চপলত্ব, বালত্ব ও স্তব্ধত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট নয়ন, কেশ ও স্তনেরও এরূপ মোক্ষধর্ম্ম উপস্থিত হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ তোমাদের সাযুজ্যপদ (মোক্ষপদ; —শ্লেষে সম্ভোগ) কেবল শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কেহ নহেন; এমন কি, তোমাদের স্বামীও এইরূপ সাযুজ্যদান করিতে পারেন না। অতএব তোমাদের সাযুজ্যপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কে তোমাদিগকে এইরূপ গতিদানে কৃতার্থ করিয়াছে বল?—বল সখি। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বিষয়! ॥ ৪২ ॥

কুন্দলতার এই পরিহাস-ব্যঞ্জক বাক্যে বাধা দিয়া নান্দীমুখী কহিলেন—"ললিতে! আর অন্য কথার প্রয়োজন নাই। এখন

ক সাস্তি তস্যা অধুনাপি কিং পুনঃ
কৃষ্ণাকৃতিত্বং বত বর্ত্ততে ন বা ॥ ৪৩ ॥
অস্মৎ সখী বল্লিগৃহান্তরোদরে
জিহ্রেতি কৃষ্ণাকৃতিমেব বিভ্রতী।
চিরং বিমৃশ্যৈক মুপায় মৈক্ষত
প্রাহাথ নঃ সা নিভৃতং মনীষিণী ॥ ৪৪ ॥
নান্দীমুখী কুন্দলতে ক্রমেণ মা-
মালিঙ্গতশ্চেদনুরাগ-সঙ্গতে।
তদৈব বৈরূপ্যমিদং ত্রপাস্পদং
লীয়েত ন ত্বৌষধি সঞ্চয়ৈরপি ॥ ৪৫ ॥

ললিতাহ। অস্মৎ সখী রাধা লতাগৃহমধ্যে স্থিত্বা জিহ্রেতি, যতঃ সা কৃষ্ণাকৃতিং বিভ্রতী ধৃতবতী কিন্তু চিরকালং বিমৃশ্য একং উপায়ং ঐক্ষত। অথানন্তরং সা মনীষিণী নিভৃতং অস্মান্ প্রাহ ॥ ৪৪ ॥

তদৈব লজ্জাস্পদং ইদং বৈরূপ্যং লীয়তে ॥ ৪৫ ॥

তোমাদের সখী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত শীঘ্র বল। তিনি এখন কোথায়; তাঁহার কৃষ্ণাকৃতি এখন পর্য্যন্ত আছে কি? ॥ ৪৩ ॥

চতুরে চতুরে আলাপ—বড় চমৎকার! সুচতুরা ললিতা নান্দীর রহস্য-ব্যঞ্জক বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিলেন—“নান্দীমুখি! আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা লতা-গৃহাভ্যন্তরে কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিয়া এখনও অবস্থান করিতেছেন—লজ্জায় বাহির হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি বড় বিচক্ষণা, তাই বহুক্ষণ চিন্তার পর একটী উপায় স্থির করিয়া নিভৃতে আমাদিগকে বলিয়াছেন— ॥ ৪৪ ॥

“নান্দীমুখী ও কুন্দলতা যথাক্রমে অনুরাগের সহিত যদি আমাকে আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে আমার লজ্জাস্পদ এই বৈরূপ্য অবশ্য বিদূরিত হইবে। শত শত ঔষধ প্রয়োগে যাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তাহাদের আলিঙ্গনে তাহা সহজেই সিদ্ধি হইবে ॥ ৪৫ ॥

একত বর্ব্বর্ত্তি তপোঽতিতীব্রতা-
ন্যস্যাং তু সাধ্বীত্বধুরাঽনপায়িনী।
দ্বাভ্যামিয়ং লম্পট-বেশধারিতা
মন্ত্রোত্থ-বৈগুণ্য ভবাপয়াস্যতি ॥ ৪৬ ॥
ত্বদাদিসখ্যর্ব্বুদলক্ষভাজ-
স্তস্যাঃ কিমাশ্লেষ-দরিদ্রতাভূৎ।
সমাহ্বয়েন্নৌ যদসাবতস্ত্বং
ব্রূষে মৃষৈবেতি জগাদ নান্দী ॥ ৪৭ ॥

তয়োঃ ক্রমেণালিঙ্গনস্য বৈরূপ্যনাশকত্বে কারণমাহ। একত্র নান্দ্যাং অন্যস্যাং কৌন্দ্যাং। দ্বাভ্যাং তয়োঃ তপঃ সাধ্বীত্বাভ্যাং মন্ত্রোত্থ বৈগুণ্যভবা ইয়ং মম লম্পটবেশধারিতা অপযাস্যতি ॥ ৪৬ ॥

নান্দীমুখী আহ। হে ললিতে! ত্বদাদি সখ্যর্ব্বুদলক্ষ যুক্তায়া তস্যা রাধায়া কিং আলিঙ্গন-দরিদ্রতা অভূৎ? যদ্ যস্মাৎ অসৌ রাধা নৌ আবাং সমাহ্বয়েৎ। অতস্ত্বং মিথ্যা ব্রূষে? ॥ ৪৭ ॥

যথাক্রমে তোমাদের উভয়ের আলিঙ্গনে কেন যে তাঁহার বিরূপতা বিদূরিত হইবে, তিনি তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"নান্দীমুখীর অতি তীব্র তপস্যা এবং কুন্দলতার অবিনাশী পাতিব্রত্যই মন্ত্রোত্থ-বৈগুণ্যজাত আমার এই লম্পটবেশ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪৬।

নান্দীমুখী সহাস্যে কহিলেন—"ললিতে! তুমি এবং তোমার মত অর্ব্বুদলক্ষ সতীলক্ষ্মী যাঁহাকে সতত ভজনা করিয়া থাকে, তাঁহার কি আলিঙ্গনের অভাব আছে?—যাহার জন্য আমাদের দুই জনকে আহ্বান করিবেন! অতএব তুমি নিশ্চয় আমাদের নিকট মিথ্যা কথা কহিলে ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাহ নৈতাসু সখীষু কিঞ্চি-
ত্তপোস্তি মুগ্ধাসু কুলাঙ্গনাসু।
সতীত্ব মাসীদতুলং যদেতৎ
কৃষ্ণঃ খপুষ্পায়িতমেব চক্রে ॥ ৪৮ ॥
বৃন্দেহসি দেবী বিপিনাধিকারিণী-
ত্যতস্ত্বয়ি স্যুঃ কতিশো ন সিদ্ধয়ঃ।
তথৌষধানীত্যপি যাহি তদ্ব্রজ
ত্বমেকিকৈব প্রতিকর্ত্তুমীশিষে ॥ ৪৯ ॥
কৌন্দী-গিরেত্থং কলিতস্মিতাসু
সর্ব্বাসু বাচং ললিতা সসর্জ্জ।

কিন্তু আসাং সখীনাং যৎ অতুলং সতীত্বং অস্তি তৎ কৃষ্ণঃ খপুষ্পায়িত-মেব চক্রে ॥ ৪৮ ॥

ত্বয়ি কতিশঃ সিদ্ধয়ঃ তথা ঔষধানি ন স্যুঃ ? অপি তু তত্তৎ সর্ব্বাণ্যেব স্যুরিতিহেতোঃ ত্বমেব যাহি। রাধায়া রুজং ত্বমেব প্রতিকর্ত্তুং ইশিষে। ৪৯ ॥

কৌন্দী-গিরা গৃহীতস্মিতাসু সর্ব্বাসু সখীষু ললিতা বাচং সসর্জ্জ সৃষ্টিং চকার। মৌনধরোঽপি হরিরেব কিং ন পৃচ্ছ্যতে তৎকৃত রাধা-বৈরূপং কেনোপায়েন

বৃন্দাদেবী তখন হাস্যপ্রফুল্ল মুখে কহিলেন—"নান্দীমুখি! এই মুগ্ধা কুলাঙ্গনা ললিতাদি সখীর কিছু মাত্র তপস্যা নাই, তবে একমাত্র অনুপম পাতিব্রত্য ছিল বটে, তাহাও নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

বৃন্দার শ্লেষ-কথায়িত এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বৃন্দে! তুমি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমাতে কতপ্রকার সিদ্ধি বিদ্যমান এবং নানা প্রকার লতৌষধির বৃত্তান্তও তোমার জানা আছে। অতএব তুমিই যাও। তুমি একাকীই শ্রীরাধার সেই দুরপনেয় বৈরূপ্য-ব্যাধির প্রতিকার করিতে সমর্থা হইবে ॥ ৪৯ ॥

কুন্দলতার কথা শুনিয়া সখীগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, যেন

কিং বো বিবাদৈ র্হরিরেব কস্মা-
ন্নপৃচ্ছ্যতে মৌনধরোঽপি কা ভীঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্যন্তরুদ্ভূত মনাক্ স্মিতাঙ্কুরা
আসেদুরাল্যঃ সহসা তদন্তিকং ।
তাস্বগ্রণীঃ সা ললিতৈব কিঞ্চ ন
প্রাহাভিনীত-ত্রপ লোচনাঞ্চলা ॥ ৫১ ॥
ভোঃ কিং ব্যবস্যস্যসি মান্ত্রিকাণাং
চূড়ামণির্লব্ধনিজার্থসিদ্ধিঃ ।

যাস্তীতি প্রশ্নঃ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আল্যঃ সহসা তস্যাঃ কৃষ্ণরূপধারিণ্যা রাধায়া অন্তিকং আসেদুঃ আজগ্মুঃ। ললিতা কথম্ভূতা রাধাং জ্ঞাত্বাপি কৃষ্ণং মত্বা অভিনীতা ত্রপা যত্র তথাভূতৌ লোচনাঞ্চলৌ যস্যাঃ ॥ ৫১ ॥

ভোঃ ইতি সামান্য শব্দেন রাধাকৃষ্ণয়োঃ সম্বোধনং। যতত্ত্বং মান্ত্রিকাণাং চূড়ামণিরসি। অতঃ কিং ব্যবস্যসি? ব্যবসায়ং করোষি। লব্ধেতি রাধা-

---

তখন সখীমণ্ডলীমধ্যে এক মধুর হাস্যরসের অফুরন্ত উৎস ছুটিয়া গেল, পরে ললিতা হাস্যবেগ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিলেন—"তোমরা অনর্থক বিবাদ করিতেছ কেন? এই মৌনব্রতধারী শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না?—"তুমি মন্ত্রবলে শ্রীরাধার যে বৈরূপ্য ঘটাইয়াছ, তাহা কি উপায়ে দূর হইবে?" এ কথা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন? ভয় কি? ॥৫০॥

ললিতার কথা শুনিয়া সখীগণের অন্তরে বাহিরে মৃদুহাস্য-বিভা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বেশিনী শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলেন। তখন ললিতা তাঁহাদের অগ্র-বর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে নয়নাঞ্চলে লজ্জার অভিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

"ওহে মন্ত্রজ্ঞগণের চূড়ামণি! তোমার*ত এখন অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছে? তবে আর বৃথা ব্যবসায় কেন? শীঘ্র মৌনব্রত

জহীহি মৌনং কলয়োত্তরং ন
শ্চিকীর্ষিতে কুত্রাচনানুযোগে ॥ ৫২ ॥
ইত্যুচ্যমানাথ তদাত্ব জাত
স্ব সুপ্তিভঙ্গেব বিলক্ষ্যমাণা।
সসম্ভ্রমোদ্‌ঘাটিত লোচনেব
প্রাবোচদাল্যোঽত্র কদা গতাঃ স্থ ॥ ৫৩ ॥
ইতস্ততঃ সা সুদতী দৃশঃ স্বাঃ
ক বঃ সখা ধূর্ত্ত ইতি ব্রুবাণা।

পক্ষে। লব্ধা অস্মাকং কৃষ্ণদ্বারা বিড়ম্বনরূপ নিজার্থ-সিদ্ধির্যয়া। নোঽস্মাকং চিকীর্ষিতে কর্ত্তুমিষ্টে কুত্রচন অনুযোগে প্রশ্নে উত্তরং কলয় ॥ ৫২ ॥

ইত্যুচ্যমানা তদাত্বজাতা তৎকালিনোৎপন্না সুষুপ্তিঃ স্ব স্ব নিদ্রা তস্যা ভঙ্গে যস্যা এবম্ভূতা ইব সখীভির্লক্ষ্যমাণা। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ। এতাবৎ কালপর্য্যন্তং কিং বৃত্তমহং ন জানামীতি সসম্ভ্রমোদ্‌ঘাটিত-লোচনা ইব প্রাবোচৎ। হে আল্যঃ! কদা অত্র আগতাঃ স্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বো যুষ্মাকং সখা ক গত ইতি ব্রুবাণা কেন এষ যেষো মম রচিতঃ অহং ন

পরিত্যাগ কর এবং আমরা যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর দাও ॥ ৫২ ॥

অতঃপর সখীগণ দেখিলেন—স্বস্ব নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় শ্রীরাধাও যেন সুষুপ্তির বিবশ বাহু-বেষ্টনী বিমুক্ত হইয়া জাগরিতা হইলেন—তাঁহার সে নিস্পন্দ-মূক ভাব যেন সহসা তিরোহিত হইল। তিনি আলস্য-জড়িত নিমিলিত নয়নপুট এমন সম্ভ্রম সহকারে ধীরে ধীরে উন্মীলিত করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন এতাবৎ কাল পর্যন্ত কি যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। অনন্তর সুপ্তি-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—

"সখীগণ! তোমরা এখানে কখন আসিয়াছ?" ॥ ৫৩ ॥

*"অমোর" এই সামান্য শব্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই সম্বোধন সূচিত। শ্রীরাধা পক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধি—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সখীদের বিড়ম্বনারূপ অভীষ্টসিদ্ধি বুঝাইতেছে।

স্ব-সব্যহস্তেন জবাৎ স্বমূর্দ্ধ্ন-
শ্চিক্ষেপ শৈখণ্ড-কিরীট ভারাৎ ॥ ৫৪ ॥
ত্বমেব কিং নঃ সহচর্য্যাসি স্ফুটং
রাধা ততস্ত্বাং প্রতি কিং ত্রপামহে।
নিলীয় যান্যা হরিবেশধারিণী
কুঞ্জেঽস্তি কিং সৈব মৃষাস্থ মোহিনী ॥ ৫৫ ॥
বিহায় তাং তাবদবিশ্বসত্যো
যদাগমা মাত্র বয়ং তদেষা।

আনামীত্যভিনীয় স্ববামহস্তেন মূর্দ্ধ্নঃ সকাশাৎ কিরীটং দূরে চিক্ষেপ ॥ ৫৪ ॥

ললিতাহ। ত্বমেব কিং অস্মাকং সহচরি রাধা তত স্ত্বাং কথং বয়ং ত্রপামহে? হরিবেশধারিণী যা অন্যা কুঞ্জেষু নিলয়া স্থিতা সা অস্মাকং মৃষা মোহিনী তথাচ সা এব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

রাধিকাত্বেনাবিশ্বস্তসত্যো বয়ং যদ্ যস্মাত্তাং বিহায়াত্রাগমাম ততস্মাৎ

তারপর শ্রীরাধা স্বায় নয়ন-যুগল সঞ্চালিত করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন—“ওগো! তোমাদের ধূর্ত্ত-সখা কোথায় গেলেন? কে আমার এই অদ্ভুত বেশ-রচনা করিয়াছে আমি ত তাহা কিছুই জানি না।” এই বলিয়া বামহস্ত দ্বারা মস্তক হইতে শিখণ্ড-কিরীটী সবেগে দূরে ফেলিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

ললিতা তখন বিস্ময় বিমুগ্ধার ন্যায় কহিলেন—“হ্যাঁ সখি! তুমিই কি আমাদের শ্রীরাধা! তবে তোমার নিকট কেন এতক্ষণ আমরা এরূপ বৃথা লজ্জা করিতেছিলাম? কিন্তু আর এক রাধা, শ্রীকৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়া কুঞ্জ-ভবন মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই কৃত্রিম রাধা আমাদিগকে আজ আশ্চর্য্যরূপে মোহিত করিয়াছে। আমরা তাহাকে তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু তাহার রাধাত্বে আমাদের যেমন অবিশ্বাস জন্মিল, অমনই আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং

দৈবেন রক্ষাঽজনি নো হৃদেব
তত্রাস্ত শঙ্কামজহৎ প্রমাণং ॥ ৫৬ ॥
ইত্থং তদালীম্বভিনীত বিস্ময়া
স্বাহ স্মিতাস্যা বিপিনালি-পালিকা ।
আল্যো নিভাল্য স্বদৃশৈব নীয়তাং
সখা সখীবৈষ জনো মনোজ্ঞভাঃ ॥ ৫৭ ॥
(বিশেষকম্)
নান্দ্যব্রবীৎ পূর্ব্বমলোকি মাধব-
দ্বয়ং তথা সম্প্রতি রাধিকাদ্বয়ং ।

নোঽস্মাকং রক্ষা দৈবেনাঽজনি। অতএব এতদ্বিষয়ে শঙ্কামজহৎ ত্যাগম-কুর্ব্বৎ অস্মাকং হৃদেব প্রমাণং ॥ ৫৬ ॥

সখীষু অভিনীত বিস্ময়াসু সতীষু স্মিতমুখি বৃন্দা আহ। মনোজ্ঞভা এষ জনঃ সখা সখী বা ॥ ৫৭ ॥

রাধিকাদ্বয়মিতি পূর্ব্বং যুষ্মাভিরেকা রাধিকা একান্তেনীতা, অধুনা এতামপি রাধিকাং জানীথ ইত্যর্থঃ। অত্রাস্মাকাং কাপি ক্ষতির্নাস্তি, কিন্তু যুষ্মাকমেব দৈবানুগ্রহেই আজ আমাদের রক্ষা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের হৃদয়ই প্রমাণ। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমাদের হৃদয় শঙ্কা-সঙ্কোচে ভরিয়া গিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ভয় হইতে পারি নাই।" এই বলিয়া সখীগণ বিস্ময়ের অভিনয় করিতে থাকিলে বনরাজি-পালিকা বৃন্দা হাস্য-প্রফুল্ল বদনে কহিলেন—"সখীগণ! এই মনোহর-কান্তি লোকটী তোমাদের সখী কি সখা তাহা স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়া লও ॥ ৫৭ ॥

তখন সহাস্যে নান্দীমুখী কহিলেন—শুন সখীবৃন্দ! পূর্ব্বে আমরা দুইটী মাধব দেখিয়াছিলাম এখন আবার দুইটী রাধিকা দেখিতেছি। ইতঃ পূর্ব্বে তোমরা এক রাধিকাকে একান্তে কুঞ্জান্তরে লইয়া গিয়াছে, আবার ইহাঁকেও রাধিকা বলিয়া জানিতে পারিলে।

ন নঃ ক্ষতিঃ কাচন কিন্তু সঙ্কটং
যুষ্মাক মেবেতি দধেঽতি দূনতাং ॥ ৫৮ ॥
নান্দীমুখি দ্বাপর এব নোঽতুনো-
স্তদন্ত মাকাঙ্ক্ষসি যত্তপস্বিনি।
বর্দ্ধিষ্ণুতা মেষ্যতি স্বধর্ম্মজং
ফলং তবৈবেত্যুদিতং বিশাখয়া ॥ ৫৯ ॥

সঙ্কটং যতো সখীজ্ঞানস্যাবশ্যকত্বমিতি হেতোঃ অহং দূনতাং দধে ॥ ৫৮ ॥

বিশাখাহ। দ্বাপরঃ সন্দেহ এব নোঽস্মান্ অতুনোৎ। অতএব তস্য দ্বাপরস্যান্তং নাশ ত্বমাকাঙ্ক্ষসি। যদ্ যস্মাৎ হে তপস্বিনি! পর-দুঃখনাশস্য তব স্বধর্ম্মত্বাৎ। পক্ষে দ্বাপরস্যান্তং কলিযুগং তত্র তপঃ কর্ত্তুমাকাঙ্ক্ষসি। কলৌ তপস্বিনঃ প্রায়োভ্রষ্টা এব ভবন্তীতি পরিহাসোব্যঞ্জিতঃ তব স্বধর্ম্মজং পক্ষে কলৌ সুষ্ঠু অধর্ম্মজং ॥ ৫৯ ॥

অতএব ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমাদের পক্ষে মহাসঙ্কট জানিয়া, বিশেষ দুঃখিত হইতেছি ॥ ৫৮ ॥

বিশাখা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নান্দি! আমাদিগকে কেবল এই দ্বাপরই অর্থাৎ সন্দেহই দুঃখপ্রদান করিতেছে। তাই তুমি সেই দ্বাপরের অন্ত অর্থাৎ সন্দেহনাশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। হে তপস্বিনি! পর দুঃখ নাশ করা তোমার স্বধর্ম্ম; তাই বুঝি তোমার সেই স্বধর্ম্মজাত ফল বর্দ্ধিত করিতে অভিলাষ করিতেছ?"

পক্ষান্তরে শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, হে নান্দি! তুমি দ্বাপরান্ত অর্থাৎ কলিযুগের তপস্বিনী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে সমুচিত বটে; কারণ, কলিযুগের তপস্বিনীগণ প্রায়শঃ ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে তোমার স্বধর্ম্মজ (সু+অধর্ম্মজ) অর্থাৎ অতিমাত্র অধর্ম্মের ফল অবশ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৯ ॥

বিসৃষ্টতদ্বর্ণবিভূষণায়াং
প্রসাধিতায়াং পুনরালিপাল্যা।
শ্রীরাধিকায়াং দ্রুতমেত্য তস্যাঃ
কণ্ঠস্বরেণৈব পুনঃ স কৃষ্ণঃ ॥ ৬০ ॥
দরাভিনীতানৃজুতা-ত্রপা-ভীঃ
স্পৃষ্ট্বা মহাবিস্ময় মাস্যবিম্বম্।
অর্দ্ধং পিধায়েক্ষণ-কোণভৃঙ্গী
নিপীত কান্তাস্য রুচি র্জগাদ ॥ ৬১ ॥
(যুগ্মকং)

মদঙ্গ বৈরূপ্যময়ং ব্যধাত্ত-
ত্তদস্ত্ত সম্প্রত্যতি চিত্রমীক্ষে।

আলি পাল্যা ত্যক্তত দ্বর্ণভূষণায়াং পুনঃ প্রসাধিতায়ং সত্যাং কৃষ্ণঃ দ্রুতং এত্য রাধায়াঃ কণ্ঠস্বরেণৈব পুনর্জগাদ ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥

কথম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ রাধিকাবৎ ঈষদভিনীতা কুটিলতা লজ্জাদয়ো যেন। মহা-বিস্ময়ং স্পৃষ্ট্বা মুখবিম্ব মর্দ্ধ মাচ্ছাদ্য রাধিকাবদাক্ষিকোণরূপভৃঙ্গ্যা নিপীতা কান্তাস্য-কান্তির্যেন সঃ ॥ ৬১ ॥

অয়ং কৃষ্ণঃ যৎ মদঙ্গ বৈরূপ্যং ব্যধাৎ তদস্ত। সম্প্রতি আশ্চর্য্যমীক্ষে। যতো

বিশাখার শ্লেষ ব্যঞ্জক পরীহাস বাক্যে সকলেই তখন বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর সখীগণ শ্রীরাধার বর্ণ-বেশ-বিপর্য্যয় বিদূরিত করিয়া যেমন তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার স্বকীয় ভূষণে বিভূষিত করিলেন, অমনই ধূর্ত্তরাজ শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপদে তথায় আগমন করিলেন এবং শ্রীরাধারই ন্যায় ঈষৎ কুটিলতা, লজ্জাভয়াদির অভিনয়পূর্ব্বক মহা-বিস্ময়ের সহিত বদনবিম্ব বসনাঞ্চলে অর্দ্ধ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় নয়নাপাঙ্গ-ভৃঙ্গকে প্রিয়তমের বদন-কমল-মাধুরী পান করাইতে করাইতে শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥

মদ্রূপ লাবণ্য-নিসর্গ-বেশান্
ধত্তেহধুনা মোহয়িতুং সখীর্ম্মে ॥ ৬২ ॥
কিং হন্ত সখ্যঃ ! কুরুথাস্য পার্শ্ব-
মায়াত মায়া-শত-পণ্ডিতস্য ।
নৈবাতিমুগ্ধা ভবথাদ্য সর্ব্বা
হাস্যাস্পদীভাবমিমঃ কিমন্ধাঃ ॥ ৬৩ ॥
নীত্বৈব মাং তাবদিতঃ পলায্য
ক্বচিদ্গিরের্ গহ্বর এব গুপ্তাঃ ।

মে সখী সখী-মোহয়িতুং মদ্রূপাদিন্ ধত্তে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বকৃত বিড়ম্বনস্য ব্যক্তাশঙ্কয়া ললিতাদয়ঃ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন শক্নুবন্তি অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব নিঃশঙ্কতয়া আহ । মায়াশত-পণ্ডিতস্যাস্য কৃষ্ণস্য পার্শ্বে কিং কুরুথ, তস্মাদায়াত । হে অন্ধাঃ সর্ব্বাএব বয়ং কিং হাস্যাস্পদীভাবং ইমঃ প্রাপ্নুমঃ ॥ ৬৩ ॥

এই মায়াবী যে আমার অঙ্গের বৈরূপ্য বিধান করিয়াছে,—তাহা করুক ; কিন্তু এক্ষণে বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, আমার সখীগণকেও বিমোহিত করিবার নিমিত্ত আমার অবিকল রূপ, লাবণ্য, স্বভাব ও বেশ ধারণ করিয়াছে” ॥ ৬২ ॥

এই কথা শুনিয়াও ললিতাদি সখীগণ পূর্ব্বকৃত-বিড়ম্বনা প্রকাশের আশঙ্কায় কিছুই বলিতে পারিলেন না । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তখন নিঃশঙ্কভাবে অথচ বিস্ময়-ব্যঞ্জকস্বরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—“হায় ! সখীগণ ! তোমরা এই মায়া-শত-পণ্ডিতের পার্শ্বে কি করিতেছ ? চলিয়া এস, এখনই চলিয়া এস ! আর মুগ্ধার ন্যায় উহার ছলনায় ভুলিওনা । হে সখীগণ ! তোমারা কি চোখের মাথা খাইয়াছ ! তোমরাও আমারই মত হাস্যাস্পদ অবস্থা লাভ করিবে ? ॥ ৬৩ ॥

তোমরা এখন হইতে আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়া যদি কোন

চেত্তিষ্ঠথাবাপ্স্যথ তর্হিভদ্রং
নো চেদভূদেব দশা মমেয়ং ॥ ৬৪ ॥
বৃন্দাদয়ঃ প্রাহুরহো মহোন্নতি
র্মায়াবিতায়া গিরিধারিণোঽদ্ভুতা।
রাধামিমাং যন্নিরনৈষুরালয়ো
রাধা তু সাক্ষাদিয় মাগতা পরা ॥ ৬৫ ॥
সখ্যঃ! কুরুধ্বং যদসৌ ব্রবীতি বো
যাতানয়া হন্ত! বিহায় মোহিনীং।

ততো ভদ্রং অবাপ্স্যথ নোচেৎ মদীয় দশা ইব দশা অভূদেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

গিরিধারিণো মায়াবিত্তস্য উন্নতিরদ্ভুতা। যদ্ যস্মাদালয়ঃ ইমাং অস্মন্নিকটে উপবিষ্টাং রাধামেব নিরনৈষুঃ নির্ণয়ং কৃতবত্যঃ রাধা তু সাক্ষাদিয়ং বনাদাগতা ॥ ৬৫ ॥

হে সখ্যঃ! অসৌ বনাদাগতা রাধা যৎ ব্রবীতি তৎ যূয়ং কুরুধ্বং যুষ্মাকং ভ্রমবিষয়ীভূতাং মোহিনীং বিহায়, ইতি শ্রুত্বা বৃন্দাবনকল্পবল্লী রাধা স্মিতং দধে।

নিভৃত গিরি-কন্দরে গিয়া অবস্থান করিতে পার, তবেই তোমার মঙ্গল হইবে। নতুবা আমার যে দশা ঘটিয়াছে, তোমারও সেই দশা ঘটিবেই ॥ ৬৪ ॥

এই কথা শুনিয়া বৃন্দা প্রভৃতি কহিলেন—"অহো! আমরা গিরিধারীর মায়া-নৈপুণ্যের অদ্ভুত উন্নতি দেখিতেছি। কারণ, সখীগণ আমাদের নিকট উপবিষ্ট এই গিরিধারীকেই শ্রীরাধা নিশ্চয় করিয়াছেন; অথচ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধা, তিনি এই মাত্র বনান্তরাল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

অতএব হে সখীগণ! বনভূমি হইতে সমাগতা এই রাধা সম্প্রতি যাহা বলিতেছেন, তোমরা তাহাই কর। তেমাদেয় ভ্রম-বিষয়ীভূতা এই মোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে লইয়া অবিলম্বে গিরি-কন্দরে গমন কর। "এই শুনিয়া বৃন্দাবন-কল্প-বল্লী

শ্রুত্বেতি বৃন্দাবন কল্পবল্ল্যপি
স্মিতং দধে লব্ধমনোরথা চিরাৎ ॥ ৬৬ ॥
একান্তি যুক্তি র্নহি তান্মৃতেঽন্যং
কমপ্যুপায়ং ললিতে ! হবলোকে।
নান্দীহ সান্দীপনি মাতরং তাং
সমানয়ত্বেতদুবাচ কৌন্দী ॥ ৬৭ ॥

যত শ্চিরাৎ লব্ধ-মনোরথা। তথাচ পুনরপি তাভি সহাঙ্গসঙ্গী ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যদিও তিনি বহুদিনের পর আপনার সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ ঘটাইয়া লব্ধ-মনোরথা হইয়াছেন; সম্প্রতি পুনরায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল ভাবিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ (১)

(১) "প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী"—অর্থাৎ প্রেমলীলা বিহারাদির বিস্তার কারিণীদের নাম সখী। "রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥"—অতএব সখীগণের স্বরূপ—ঐ শ্রীরাধারূপা প্রেমকল্পলতার কেহ পল্লব, কেহ পুষ্প, কেহবা পত্র স্থানীয়া। সুতরাং—

"সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস—
নিচয়ৈ রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাম্।
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণ—
মধিকাং সন্তি যতন্ন চিত্রম্॥ শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতং ১০ম সঃ

কৃষ্ণ-লীলামৃত রস দ্বারা উক্ত শ্রীরাধা-লতিকামূল সিক্ত হইয়া উল্লাসযুক্ত হইলে পত্র পুষ্পাদি স্থানীয় সখীগণের স্বীয় সেকজনিত সুখ হইতেও শতগুণ অধিক সুখ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যথা—"তরোর্মূলো নিষেচনেন তৃপ্যন্তি স্কন্ধোভুজোপশাখেত্যাদি।" ইহাই সখীগণের লীলা আস্বাদনের প্রকার। তবে এস্থলে আরও বিশেষত্ব এই যে—

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
না না ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায়॥
শ্রীচরিতামৃত।

হন্তালি ! নৈবৈতদনর্থ-মূলং
কিং বক্ষ্যতে সত্যমিতোঽপি কিঞ্চিৎ।
অন্যচ্চ নঃ প্রত্যুত হা সখীনাং
বিড়ম্বনং স্রক্ষ্যতি তাং নমামঃ ॥৬৮॥
ইত্যুক্তি রাণী বিতস্তে হরিঞ্চ
রাধাঞ্চ বৃন্দা প্রভৃতীশ্চ সখ্যাঃ।

কুন্দবল্লী উবাচ। সান্দীপনিমাতরং পৌর্ণমাসীং ॥৬৭॥

ললিতাদয় আহুঃ। ইতোঽপি অন্যৎ কিঞ্চিৎ নোঽস্মাকং সখীনাং বিড়ম্বনং স্রক্ষ্যতি। তস্মাত্তাং পৌর্ণমাসীং নমামঃ ॥৬৮॥

সখীনাং স্বমুখান্নির্গতং শ্রীকৃষ্ণকৃত-সম্ভোগ রূপ বিড়ম্বনং কৃত্বা রাধাদীনাং হাস্য মাহ। আলীবিততে রেতাদৃশোক্তিঃ হরি প্রভৃতিঃ সখ্যাঃ অজীহসৎ। হে সখীনাং বাণী রূপ সরস্বতি ! ত্বাং বয়ং নুমঃ যদ্ যস্মাত্বং সত্যা এব প্রকটসি ॥৬৯॥

তখন হাসিতে হাসিতে কুন্দলতা কহিলেন—"ললিতে ! এখন এই একটী মাত্র যুক্তি ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না।" ললিতা মৃদু ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"বেশ ত ! সে যুক্তিটী কি শুনি !" কুন্দলতা।—"নান্দীমুখী গিয়া সান্দীপনীজননী দেবী পৌর্ণমাসীকে এখানে আনয়ন করুক, তিনিই প্রকৃত রাধাকে বলিয়া দিবেন" ॥৬৭॥

এই কথা শুনিয়া ললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিলেন—"থাক্ ! থাক্ ! আর বল্‌তে হবে না সখি ! হায় ! সেই পৌর্ণমাসীই আমাদের সকল বিড়ম্বনার মূল। তিনি যে এ বিষয়ে কিছু সত্য বলিবেন, তাহা মনে হয় না ; প্রত্যুত তিনি আমাদের জন্য আরও কোন এক নূতন বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিবেন। কাজ নাই তাঁহাকে—আমরা নমস্কার করি ॥৬৮॥

এইরূপে সখীদের নিজ মুখ হইতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্ভোগ রূপ বিড়ম্বনার কথা প্রকটিত হইয়া পড়িল, অমনই তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, বৃন্দা, নান্দী, কুন্দ প্রভৃতি সকলেই উচ্চ

অজীহসন্দেবি! সরস্বতি! ত্বাং
নুমো যদত্র প্রকটাসি সত্যা ॥৬৯॥
মিথ স্তাসাং প্রেমাম্বুধি-মথনজাং বাঙ্ময় সুধাং
ধয়ন্ কৃষ্ণস্তৃষ্ণামধিকমুপলেভে শ্রুতিভৃতাং
তদাস্যাজ্জেনাপি প্রবরপরিহাসামৃত মধু-
দ্রবাসারৈ র্বৃষ্টৈ রতুল মুদমাদ্যন্ত মহিলাঃ ॥৭০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে মহাকাব্যে কুঞ্জকেলি-চাতুর্য্যাস্বাদনো
নাম দশমঃ সর্গঃ ॥১০॥

তাসাং সখীনাং প্রেমামৃতমথনজন্যাং বাঙ্ময় সুধাং শ্রুতিভৃতাং শ্রীকৃষ্ণ ধয়ন্ সন্ তৃষ্ণাং অধিকমুপলেভে। তদৈবাস্য কৃষ্ণস্য মুখেনৈব বৃষ্টৈঃ প্রবর পরিহাস রূপামৃতদ্রবস্য ধারাসম্পাতৈঃ করণৈঃ মহিলাঃ সখ্যং অতুলং যথাস্যাত্তথা উদয়মাদ্যন্ত উন্মত্তা বভূবুঃ ॥৭০॥

ইতি টীকায়াং দশমঃ সর্গঃ ॥০॥

হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মধ্য দিয়া যেন মধুর হাস্যের এক উদ্দাম নবতরঙ্গ খেলিয়া গেল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"হায়ি সখীদের বাক্য-বাণি! তুমি এস্থলে সত্যরূপেই প্রকটিত হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে নমস্কার করি।৬৯।

সখীগণের এই প্রকার প্রেমসিন্ধু-মথন-জাত বচনামৃত শ্রুতি পটে পুনঃ পুন পান করিয়াও, প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পিপাসার শান্তি হওয়া দূরে থাক, তাঁহার সে দুর্ব্বার পিপাসা অধিকতররূপে বৃদ্ধি পাইল। আবার শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল হইতে যে প্রবর পরিহাসামৃতের মধু-দ্রব অনর্গল বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহা পান করিয়া সেই ব্রজ-মহিলাগণ একবারে উন্মাদিতা হইয়া পড়িলেন ॥৭০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের তাৎপর্য্যানুবাদে
কুঞ্জকেলি-চাতুর্য্যাস্বাদন নাম
দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ ।

নির্যন্ কুঞ্জাদালি-পালী-পরীতঃ
কৃষ্ণঃ কান্তাপাঙ্গ-ভৃঙ্গী-বিলীঢ়ঃ ।
পঞ্চেষূণাং সঞ্চয়ং প্রাঞ্চয়ন্ কিং
পাদাগ্রৈকত্বিট্-কণং স্বং বিরেজে ? ॥১॥
বীক্ষ্যাকস্মাৎ প্রেয়সঃ সব্যদোষ্ণা
রাধা স্কন্ধং সন্দিতং স্বং চকম্পে ।
মাধুর্য্যাব্ধে রুত্তরঙ্গেণ কেনা-
প্যভ্যাসৃষ্টা কানকাম্ভোজিনীব ॥২॥

কৃষ্ণঃ স্বকীয়ং পাদাগ্রস্থৈক কান্তিকণং পঞ্চেষুণাং সঞ্চয়ং কন্দর্প সমূহং প্রাঞ্চয়ন্ পূজাং কারয়ন্ রেজে । তদীয় কান্তিকণোঽপি কন্দর্পকোটিভিরপি প্রাপ্তুমভিলষ্যত ইতি ভাবঃ ॥১॥

রাধা কৃষ্ণস্য বামহস্তেন স্বকীয়ং স্কন্ধং সন্ধিতং বদ্ধং অকস্মাৎ বীক্ষ্য আনন্দাৎ চকম্পে। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ । কেনাপি মাধুর্য্য-সমুদ্রস্য তরঙ্গেন সংযুক্তা স্বর্ণ কমলিনী ইব ॥২॥

সখী-সমাজ-পরিবৃত হইয়া নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ-কুটীর হইতে যেমন বাহিরে আসিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, অমনই শ্রীরাধার অপাঙ্গ-ভৃঙ্গ তাঁহার সেই মঞ্জু-মাধুর্য্য-সুধা আস্বাদন করিতে লাগিল। আমরি ! সে অপূর্ব্ব সুষমারাশি অবলোকন করিয়া কোটী কোটী কন্দর্প যেন সেই কন্দর্প-মোহন শ্যামসুন্দরের পদাগ্রের কান্তি-কণার অর্চ্চনা করিতে লাগিল—যেন সে কমনীয়-কান্তি-লহরীর কণামাত্র পাইলেও তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়, ইহাই তাহাদের মনের অভিলাষ ॥১॥

অনন্তর বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাম বাহু নাগরিণীমণি শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন। তখন শ্রীরাধা স্বীয় স্কন্ধ সহসা

পার্শ্বদ্বন্দ্বে দীয়মানে সখীভ্যাং
রাধাকৃষ্ণৌ চারু তাম্বূল বীট্যৌ।
নীত্বা সব্যাসব্য পাণ্যঙ্গুলীভি-
র্ব্বক্ত্র-দ্বন্দ্বেহন্যোন্যমেবাদধাতে ॥৩॥
বামা প্রেয়োবামপাণিং নিরাস্থ-
দ্বক্ষোজং স্বং স্প্রষ্টুকামং করেণ।

রাধা কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে সখীভ্যাং দীয়মানে তাম্বূলবীট্যৌ রাধিকায়া বামাঙ্গুলিভিঃ কৃষ্ণস্য দক্ষিণাঙ্গুলীভিশ্চ করণৈঃ রাধাকৃষ্ণৌ নীত্বা পরস্পর মুখদ্বয়ে আদধাতে ॥৩॥

বামা রাধা স্বস্কন্ধস্থিতং কৃষ্ণস্য বামপাণিং স্বং বক্ষোজং স্প্রষ্টুকামং করেণ নিরাস্থৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। স্তনরূপ চক্রবাক মাস্বাদয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং কৃষ্ণস্য বাহুরূপ-লাবণ্য বাপ্যা হস্তরূপ পদ্মং রাধায়াঃ হস্তরূপ রক্তোৎপলেন অরুদ্ধ ইতি অহং চিত্রং আশ্চর্য্যং মন্যে। তদ্‌যথা অচেতনস্য পদ্মস্যাস্বাদ কর্ত্তৃত্বং।

কান্ত-বাহুপাশ-বদ্ধ হইল দেখিয়া সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে আবিষ্টা হইলেন। আনন্দ-পুলকভরে তাঁহার দেহ-বল্লরী মৃদুমন্দ স্পন্দিত হইতে লাগিল। মরি! মরি! সে শোভা মধুরী দেখিয়া বোধ হইল যেন এক অনিন্দ্য মাধুর্য্য-সমুদ্রের তরঙ্গস্পর্শে প্রফুল্ল-কনক-নলিনী মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে ॥২॥

তাঁহাদের দুই পার্শ্বে দুই সখী দাঁড়াইয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের হস্তে তাম্বূল-বীটিকা প্রদান করিতেছেন, শ্রীরাধা বামহস্তের অঙ্গুলী সাহায্যে তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে অর্পণ করিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সাহায্যে তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার বদন-কমলে প্রদান করিতেছেন ॥৩॥

তারপর বিদগ্ধরাজ শ্রীরাধার স্কন্ধস্থিত স্বীয় বাম কর-কমল দ্বারা তাঁহার বক্ষোজ কমল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে বামা শ্রীরাধা প্রিয়তমের সেই বামবাহু তৎক্ষণাৎ স্বীয় কর-কমল দ্বারা ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। মরি! সে দৃশ্য বড় বিচিত্র—বড় অদ্ভুত! দেখিয়া বোধ হইল যেন, শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ লাবণ্য-সরসী শোভি

চিত্রং মন্যেঽরুদ্ধ লাবণ্যবাপী
পদ্মং চক্রাস্বাদিরক্তোৎপলেন ॥৪॥
শাখি-ব্রাতৈরাবৃতেঽপ্যন্তরস্তঃ
সূর্য্যদ্যোতি প্রস্ফুরত্যাকুলাত্মা।
সদ্যঃ স্বেদি শ্রীমুখং স্ব-প্রিয়ায়া
স্তির্য্যঙ্ মৌলিচ্ছায়য়াচ্ছাদৎ সঃ ॥৫॥

এবং সূর্য্যরূপৈক মিত্রয়োর্দ্বয়োঃ প্রণয় এব উচিতঃ প্রত্যুত হিংসা। অপরঞ্চ চক্রবাকানাং বিপক্ষরূপ চন্দ্রস্য মিত্রেণ উৎপলেন তেষাং সাহায্যকরণ মিত্যাশ্চর্য্যং জ্ঞেয়ং ॥৪॥

শাখিব্রাতৈঃ বৃক্ষসমূহৈরাবৃতেঽপি সূর্য্যকিরণৈ রন্তরস্তঃ পত্রাদীনাং ছিদ্রদ্বারা মধ্যে মধ্যে স্ফুরতি সতি সদ্যস্তৎক্ষণএব রাধায়াঃ স্বেদযুক্তং শ্রীমুখং বীক্ষ্যাকুলাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ তির্য্যক্ মুকুটচ্ছায়য়া আচ্ছাদয়েৎ ॥৫॥

কর-পদ্ম শ্রীরাধার বক্ষোজরূপ চক্রবাক্‌কে আচ্ছাদন করিতে যাইতেছে আর শ্রীরাধার কর-রক্তোৎপল তাহাতে বাধা দিতেছে। জড়-স্বভাব পদ্মের আস্বাদন-চেষ্টা—বড়ই আশ্চর্য্য। এবং চক্রবাক্ ও পদ্ম উভয়ের মিত্র—সূর্য্য; সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রণয় থাকাই উচিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। উভয়ের মধ্যে হিংসা ভাব দেখা যাইতেছে। আবার চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্র সেই চন্দ্রের মিত্র উৎপল—মিত্রের শত্রু চক্রবাকের সাহায্য করিতেছে—ইহাও বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

অনন্তর তরু-ছায়া-সমন্বিত বনপথে প্রণয়ী যুগল সেইরূপ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পত্রাবকাশের মধ্য দিয়া নির্গলিত রবি-রশ্মি-সংস্পর্শে শ্রীরাধার আরক্ত শ্রীমুখখানি স্বেদাম্বু-কণা-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে মস্তকের চূড়া হেলাইয়া ছায়া করিয়া তাহা আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

ভূমৌ বিদ্যুদ্বারিদৌ পর্য্যন্তাভা
মিন্দু তত্তদ্বর্ণভাজৌ দিনেঽপি।
ভব্যালীনাং যৌ দৃগিন্দীবরাণি
প্রোৎফুল্লান্যেবাকুর্ব্বতাং সদৈব ॥ ৬ ॥
কোকাঃ শোকং কেকিনো হর্ষনাট্যং
হংসাস্ত্রাসং পুংশ্চকোরাঃ প্রমোদং।
তাভ্যামাপুস্তেন কিং বক্তুমীশে
তদ্বৈষম্যং স্রষ্টরি ব্রহ্মণীব ॥ ৭ ॥

ভূমৌ তত্রাপি দিনে বিদ্যুন্মেঘয়োঃ পীতশ্যামবর্ণ ভাজৌ। নন্নু দিবসে উদিতোঽয়ং কেন হেতুনা চন্দ্রত্বেন নির্ণীতঃ? তত্রাহ। যৌ চন্দ্রৌ ভব্যালীনাং মঙ্গলযুক্তসখীনাং দৃষ্টিরূপেন্দীবরাণি সদৈব প্রোৎফুল্লান্যেবাকুর্ব্বতাং চক্রতুঃ ॥৬॥

তাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং কোকাঃ চক্রবাকাশ্চন্দ্রোদয় জ্ঞানাৎ শোকং আপুঃ। কেকিনঃ ময়ূরাঃ বিদ্যুন্মেঘ জ্ঞানাৎ হর্ষনাট্যং, হংসাঃ বিদ্যুন্মেঘ-জ্ঞানাৎ ত্রাসং। চন্দ্ররশ্মিপানকর্ত্তারঃ পুংশ্চকোরাঃ মত্ত চকোরাঃ প্রমোদং। তেন হেতুনা যথা সম-বিষম-স্রষ্টরি পরব্রহ্মণি নৈব বৈষম্যং ॥৭॥

শ্রীরাধা-শ্যামের সেই নটনরঙ্গি গমনভঙ্গী দেখিয়া তখন বোধ হইল—দিবসে ভূমিতলে বিদ্যুৎ ও মেঘ প্রত্যক্ষ পাশাপাশি ভাবে মন্দ মন্দ অগ্রসর হইতেছে আর তাহাদের উপর দুইটী শ্রীমুখচন্দ্র পীত ও শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। যদি বল, উহা যখন দিবসে উদিত হইয়াছে, তখন উহাকে চন্দ্র বলিয়া কিরূপে নির্ণয় করিতেছ?—আহা! ঐ যে সৌভাগ্যশালিনী সখীগণের দৃষ্টিরূপ ইন্দীবর-নিচয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—ইহাতেই ত ঐ দুটী চন্দ্র বলিয়া সহজেই অনুমিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধা-শ্যামের সেই গমন-মাধুরী দেখিয়া চক্রবাক্ সকল প্রকৃতই পীত-চাঁদ ও শ্যামচাঁদের একত্র উদয় হইয়াছে জানিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, কলাপীকুল দামিনী-জলদ-জ্ঞানে হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল, হংসগণ ভয়ে অভিভূত হইল এবং চন্দ্রিকা-

মন্দং মন্দং বৃন্দয়োদিষ্ট মিষ্টং
বর্ত্মাশ্রিত্য স্বশ্রিয়া রজ্যমানং।
যান্তৌ নর্ম্মোদন্তরঙ্গে ররণ্যং
বর্ষাহর্ষাভিখ্য মাপ্তাবভাতাং ॥ ৮ ॥
বিদ্যুন্মেঘৌ তত্র খে বর্ত্তমানা
বেতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাজমাণৌ ধরণ্যাং।
স্পর্দ্ধায়াং সম্ভাবনামাপতুঃ কিং
কৈ কা সংখ্যা কামিতং বা পরার্দ্ধং ॥৯॥

বৃন্দায়া উদ্দিষ্টং ইষ্টং বর্ত্ম মন্দং মন্দং যথাস্যাত্তথা নর্ম্মরূপস্যোদন্তস্য বৃত্তান্তস্য রঙ্গৈঃ করণৈ র্যান্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বর্ষাহর্ষাখ্যং সখ্যভাগং প্রাপ্তৌ সন্তৌ অভাতাং ॥৮॥

বর্ষাহর্ষবিভাগোপরি আকাশে বর্ত্তমানৌ বিদ্যুন্মেঘৌ ধরণ্যাং এতৌ বিদ্যুন্মেঘ-স্বরূপৌ রাধাকৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধায়াং কিং সম্ভাবনাং আপতু? অপিতু ন। তত্র হেতুঃ ক্ব একা সংখ্যা ক্ব বা। অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা ॥৯॥

পানে প্রমত্ত চকোর নিচয় প্রমোদ লাভ করিল। বলিতে কি, শ্রীরাধাশ্যাম কাহাকে সুখী, কাহাকে দুঃখী করিয়া যে নিজ বৈষম্য প্রকাশ করিলেন তাহা সম-বিষম স্রষ্টা বিধাতার ন্যায় স্বাভাবিক হইলেও যেমন তাঁহাতে বৈষম্য থাকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণেও কোন বৈষম্য নাই।৭॥

তারপর বনদেবী বৃন্দার উদ্দিষ্ট অভীষ্টপথে সেই রসিকামণি ও রসিকবর পরস্পর বিবিধ-রহস্য প্রসঙ্গরঙ্গে ধীর পদ-সঞ্চারে গমন করিতে করিতে স্ব স্ব মঞ্জু-সুষমায় বনভূমি উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা বর্ষা-হর্ষ নামক বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥

এই বর্ষাহর্ষ বন বিভাগের উপর আকাশমার্গে যে বিদ্যুৎ ও জলধর বিরাজমান রহিয়াছে, তাহারা ধরাতলে শ্রীরাধা-সৌদামিনী ও শ্রীশ্যাম-জলধরকে দেখিয়া "উহাদের সমতুল্য হইব" এরূপ

নোপর্য্যা বা মেতয়োঃ স্থাতুমর্হৌ
যাবো বা ক ব্যোমসর্ব্বং নিরুদ্ধং।
এতদ্ভাসৈবেতি কম্পৈরভূতাং
সদ্যঃ পাণ্ডুভূয়ঃ বিক্রিন্দিষু তৌ ॥১০॥
কিম্বা হেমোদ্যোতিনীলাশ্ম দিব্য
শ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য ঘর্ম্মাপনুত্যৈ।
বৈবর্ণাশ্রু উহতুর্গদ্‌গদোদ্যন্
মন্দ্রধ্বানেনা স্তুবাতাং মুদেমৌ ॥১১॥

উৎপ্রেক্ষামাহ। অদ্ভুত বিদ্যুন্মেঘস্বরূপয়ো বেতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো রুপরি আবাং স্থাতুং ন অর্হৌ, কিন্তু কুত্র যাবঃ যতঃ এতয়োর্ভাসা কান্ত্যা এব সর্ব্বং ব্যোমনিরুদ্ধং ইতি হেতোঃ কম্পৈঃ করণৈঃ সদা এবান্তরান্তরা পাণ্ডুবর্ণ মেঘ বৃষ্টি-চ্ছলাৎ পাণ্ডুভূয় তৌ আকাশবর্ত্তি বিদ্যুন্মেঘৌ চিক্রিন্দিষু রোদনেচ্ছু অভূতাং ॥১০॥

উৎপ্রেক্ষান্তরমাহ। কিম্বা বিদ্যুন্মেঘৌ রাধাকৃষ্ণয়ো র্ঘর্ম্মাপনুত্যৈ স্বুবর্ণযুক্ত নীলাশ্মমণিনা দিব্যচ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য পাণ্ডুবর্ণ মেঘবর্ষা মিষাৎ বৈবর্ণ্যাশ্রু উহতুঃ। গদ্‌গদোদ্যন্ মন্দ্রধ্বানেন ইমৌ রাধাকৃষ্ণৌ অস্তুবাতাং ॥১১॥

স্পর্দ্ধা করিবার সম্ভাবনাও কি প্রাপ্ত হয় নাই?—না, এরূপ স্পর্দ্ধা করিবার তাহাদের সম্ভাবনা নাই। কারণ, কোথায় এক সংখ্যা আর কোথায় অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা, তুলনার সম্ভাবনা কোথায়? ॥৯॥

তখন আকাশস্থিত বিদ্যুন্মেঘ যেন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—'এই যে শ্রীরাধা-সৌদামিনী ও শ্রীশ্যাম-জলধর বনভূমি উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান করিতেছেন, আমরা উহাদের উপরিভাগে অবস্থান করিবার যোগ্য নহি। কিন্তু যাই বা কোথায়! ঐ যে উহাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তি-মালায় সমস্ত বিমান-মার্গ নিরুদ্ধ হইয়াছে"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে ক্ষোভে কম্পান্বিত হইয়াই যেন তাহারা তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জলধারা বর্ষণ ছলে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥১০॥

অথবা সেই বিমান-সঞ্চারী বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইল যেন

উর্দ্ধোর্দ্ধোরু শ্যামশাখা সহস্রৈঃ
পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্ম্মরন্দৈঃ।
শম্পাম্ভোদ শ্রীজয়িষ্ণ্বাং বিশন্তৌ
নীপাটব্যাং রেজতু স্তৌ লসন্তৌ ॥১২॥

মধ্যে তস্যা যা মণী-কুট্টিমাল্যা
দ্রাঘীয়স্যঃ কৃষ্ণমুদ্‌প্রভূতাঃ।
তা বিন্দন্তেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং
জাগ্রত্যা সত্যালিপালৈর্য্যেব পাল্যাঃ ॥১৩॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ কদম্বাটব্যাং বিরেজতুঃ। কথম্ভূতায়াং শ্যামশাখা সহস্রৈঃ এবং পীতপুষ্পৈঃ এবং মরন্দৈশ্চ করণৈঃ বিদ্যুন্মেঘয়োঃ শ্রীজয়িষ্ণ্বাং ॥১২॥

তস্যাঃ কদম্বাটব্যা মধ্যে দ্রাঘীয়স্যঃ দীর্ঘতরায়াঃ মণিকুট্টিমশ্রেণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধানন্দস্য "কেয়ারী" ইতি প্রসিদ্ধা প্রভূতাঃ অতএব তাঃ কুট্টিমশ্রেণ্যঃ অহর্নিশং

উহারা শ্রীরাধা-শ্যামের নিদাঘ-তাপ-জনিত স্বেদাপসারণের নিমিত্তই উহাদের মস্তকের উপর সুবর্ণ-মণ্ডিত নীলকান্ত-মণির ছত্ররূপে শোভা পাইতেছে। তাহাতে নিজ সৌভাগ্যবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আনন্দভরে বৈবর্ণ্য অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ পাণ্ডুবর্ণতা ধারণ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং মন্দ্রধ্বনিরূপ গদ্‌গদ্‌ বাক্যে শ্রীরাধাশ্যামকে যেন স্তুতি করিতেছে ॥১১॥

বৃন্দাবনের অসামান্য বন-মাধুরী দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাশ্যাম কদম্ব-কাননে গিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই কদম্ব-তরু-নিচয়ের উর্দ্ধে উর্দ্ধে অবস্থিত শ্যাম-শোভন সহস্র সহস্র শাখায় শাখায় পীতবর্ণ প্রচুর পুষ্প বিকসিত হইয়া রহিয়াছে আর সেই প্রফুল্ল-পুষ্পস্তবক হইতে মন্দ মন্দ মকরন্দ বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—আমরি! কি সুন্দর! দেখিলেই মনে হয় যেন উহারা দামিনী-দাম-মণ্ডিত নবঘনের শোভাকেও জয় করিয়া এক বিচিত্র মাধুরীর বিকাশ করিয়াছে ॥১২॥

সেই কদম্ব কাননের মধ্যে যে দীর্ঘতর মণিময় কুট্টিম বা বেদী

তৎপ্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্দ্বিদ্বি বৃক্ষো-
দঞ্চচ্ছাখান্যোহন্য সংশ্লেষ ভঙ্গ্যা।
গোপানস্যেবাঙ্কিতাঃ সন্তি পুষ্প-
প্রালম্বাঢ্যা মারকত্যো বলভ্যঃ ॥১৪॥
তত্তচ্ছাখালম্বিত দ্বিদ্বি শোন-
শ্রীমন্মুক্তামুক্তরজ্জু প্রণদ্ধাঃ।

মকরন্দ রূপ বৃষ্টিং বিন্দন্তে প্রাপ্নুবন্তি। তাদৃশ বপ্রস্য সেচনমুক্ত্বা রক্ষা মাহ। জাগ্রত্যা অলিপাল্যা ভ্রমরশ্রেণ্যা পাল্যাঃ কথম্ভূতয়া সত্যা শ্রেষ্ঠয়া ॥১৩॥

তাসাং কুট্টিমানাং প্রান্তে উৎপন্না অথচ স্তম্ভতুল্যা যে দ্বি দ্বি বৃক্ষা স্তেষাং উন্নত শাখানামন্যোন্যাশ্লেষ-ভঙ্গ্যা অঙ্কিতা যুক্তাঃ “বাঙ্গলাঘর” ইতি প্রসিদ্ধা বলভ্যো ভান্তি। অত্র দার্ষ্টান্তে বলভী পদাভাবেঽপি অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারাদেব তদর্থো বোধ্য উৎপ্রেক্ষা মাহ। পাড়ি ইতি প্রসিদ্ধয়া গোপানস্যা অঙ্কিতা মরকতমণি-নির্ম্মিত বলভ্য ইব। গোপানসীতি বড়ভীছাদনে বক্রদারুণীত্যমরঃ। প্রালম্ব-মৃজুলম্বিস্তাদিত্যমরঃ ॥১৪॥

সকল সারি সারি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন উহা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্ররূপে শোভা পাইতেছে; আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বিপুল আনন্দরাশিকে কে যেন নিবিড়তর করিয়া কুট্টিম শ্রেণীরূপে ‘কেয়ারী’ করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! সেই বেদী-গুলি প্রফুল্ল কদম্ব-কুসুমের মকরন্দধারায় দিবানিশ অভিষিক্ত হইতেছে এবং অতি রমণীয় ভ্রমরবৃন্দ বিনিদ্রভাবে তথায় অবস্থান করিয়া নিরন্তর তাহার রক্ষা বিধান করিতেছে ॥১৩॥

সেই সকল বেদীর দুইপ্রান্ত হইতে উৎপন্ন দুই দুইটী কুসুমিত কদম্বতরু স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাহাদের উন্নত শাখা সমূহের পরস্পর আলিঙ্গন-ভঙ্গীতে গোপানসী-যুক্ত “বাঙ্গালাঘর” নামে প্রসিদ্ধ মরকত মণি-নির্ম্মিত বল্লভী শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহাতে বিকসিত কুসুমনিচয় প্রালম্ব অর্থাৎ মৃজুলম্বি বন্দনমালার ন্যায় সুশোভিত রহিয়াছে ॥১৪॥

হিন্দোলাল্যো দ্বিদ্বিসৌবর্ণপট্টী
জাতা বাতান্দোলিতাঃ সন্তি নিত্যং ॥১৫॥
পুষ্পৈঃ সূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণচেলান্তরস্থৈ
র্বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।
আচ্ছন্না স্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ
স্তাবাক্রষ্টুং সাধুশক্তিং তদাধুঃ ॥১৬॥

তত্তৎ শাখামূলম্বিতা শোণা রক্তবর্ণা অথচ মুক্তাভিরামুক্তা বদ্ধা যে রজ্জবস্তৈঃ প্রণদ্ধাঃ হিন্দোলাশ্রেণ্যঃ বায়ুভিরান্দোলিতাঃ সত্যঃ নিত্যং সন্তু ॥১৫॥

সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্রস্য মধ্যস্থৈঃ বৃন্তোন্মুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কিঙ্করীভিরাচ্ছন্নাস্তা হিন্দোলাল্যঃ স্ব সৌরভাদিভি স্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তদা আকৃষ্টুং শক্তিং অধুঃ ॥১৬॥

আমরি! সেই সকল বৃক্ষ-শাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে শোভন মুক্তামালা-গ্রথিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দুই দুইটী সুবর্ণ-পট্ট-সমন্বিত হিন্দোলা-শ্রেণী নিরন্তর মৃদু মন্দ পবনান্দোলিতা হইয়া তথায় নিত্য শোভা পাইতেছে ॥১৫॥ *

ললিত-কলা-কুশলা কিঙ্করীগণ সুরভি কুসুম-কলাপের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বৃন্তাংশগুলি ফেলিয়া দিয়া কেবল পরাগপূরিত সুকোমল দল নিচয় হিন্দোলিকা সমূহের উপর বিছাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার উপর সুকোমল সূক্ষ্মবসন আবৃত করিয়াছেন। এই জন্যই সেই হিন্দোলিকা-শ্রেণী তখন সৌরভে ও সৌকুমার্য্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার অতি চমৎকার শক্তি ধারণ করিয়াছে ॥১৬॥

* তথাহি পদ।—রাধাকুণ্ড সন্নিধানে, হর্ষ-বর্দ্ধন-বনে বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী। বাঁধিয়াছে দুইডালে, রক্তপট্ট ডোরি ভালে, মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি ॥ পুষ্পদল চূর্ণ করি, সূক্ষ্ম বস্ত্র মাঝে ভরি, কুসুম তুলি নিরখিয়া। পাটার উপরে মুড়ি, ডুরিবন্ধ কোনা চারি, কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥ রাই-কর আকর্ষণ, করি অতি হর্ষ মন, তুলিলেন হিন্দোল উপরি। করপুটে আঁটি ডোরি, দোলাপাটে পদ ধরি, সমুল্লাসমুখী মুখ হেরি॥ হেনকালে সখীগণে, করি নানা রাগগানে, পুষ্পের আরতি দুহু কৈল। এ উদ্ধবদাস ভণে, সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে অতিশয় আনন্দ বাঢ়িল॥ পঃ কঃ তঃ

মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঞ্চং পতাকাং
বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানামিবৈতাং
মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ ॥১৭॥
কর্ষন্ কান্তাং হর্ষবর্ষাসু সম্যক্
তিম্যন্ হস্তালম্বমালম্বমানাং।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং
প্রেম্নো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যং ॥১৮॥

তাসাং হিন্দোলা-শ্রেণীনাং মধ্যে অঞ্চং পতাকাং কাঞ্চিং হিন্দোলাং শ্রেষ্ঠাং বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা কৃষ্ণঃ বিরেজে। এতাং হিন্দোলাং ॥১৭॥

হর্ষরূপবর্ষাসু সম্যক্ তিম্যন্ তিমিতুং আর্দ্রীভবিতুং কৃষ্ণঃ কান্তাং আকর্ষন্ স্বাগ্রতঃ উত্থাপ্য কিং জাগ্রতঃ প্রেম্নঃ রাধিকারূপবাপীং স্বাভিমুখ্যং আপিপৎ প্রাপয়ামাস ॥১৮॥

সেই হিন্দোলিকা-শ্রেণীর মধ্যে পতাকা-শোভিত একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্রীশ্যাম-সুন্দর তাহার উপর আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন শোভাদেবীর সেব্যমানা হিন্দোলার উপর মূর্ত্তিমান আনন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥১৭॥

নাগরেন্দু শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-বর্ষায় সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে স্বীয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া হিন্দোলিকার উপর উঠাইয়া লইলেন এবং আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন। আমরি! তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, সেই মূর্ত্তানন্দ মাধব, রাধিকারূপ বিনিদ্র প্রেমের সরসীকে নিজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন ॥১৮॥ *

* অথ শ্রাবণ শুক্লপক্ষে হিন্দোল-লীলোচিত শ্রীগৌরচন্দ্র তথাহি পদ।—"দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর। সুরধুনীতীর, গদাধর সঙ্গ হি, চাঁদ রজনী উজোর॥ শাঙন মাস মগন, ঘন-গরজন, ঝলকিত দামিনী মাল। বরিখত বারি, পবন মৃদুমন্দ

পুষ্পবল্যারাত্রিকেণাস্য-পদ্ম-
দ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসঙ্ঘঃ সগানং।
হারোষ্ণীষাদ্যপয়ন্ সুস্থিতত্বং
স্রক্ তাম্বূলস্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ ॥১৯॥
কাঞ্চ্যামুক্তপ্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলান্তে
কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বাপর্য্যতোঽভ্রু বিবৃত্য।
কুঞ্জীভূয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যা
বব্রস্থাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ ॥২০॥

আলিসঙ্ঘঃ পুষ্পারাত্রিকেণ সগানং যথাস্যাত্তথা তয়োর্মুখপদ্ম দ্বন্দ্ব নীরাজ্য আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্তং হারোষ্ণীষাদিষু স্থিতত্ব মাপয়ন্ পর্য্যচারীৎ স্থাসকঃ খোর ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥১৯॥

হিন্দোলায়া দ্বে দিশৌ অনুবয়োর্দিশোঃ প্রাণসখ্যৌ কুঞ্জীভূয় দোলামাদায় ক্ষিপন্ত্যৌ সত্যৌ অস্থাতাং। কথম্ভূতে সম্যক্ তয়া দোলনার্থং কাঞ্চ্যা আমুক্তঃ বদ্ধঃ প্রকর্ষেণ পূজিতঃ শাট্যঞ্চলান্তো যয়োঃ ॥২০॥

অতঃপর সখীগণ সময়োচিত গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিক দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের বদন-কমলদ্বয়ের নির্ম্মঞ্ছন করিতে লাগিলেন এবং আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্ত হার ও উষ্ণীষাদি যথা পূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া মাল্য, তাম্বূল ও চন্দনাদিচর্চ্চার দ্বারা সুচারু পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

পরে হিন্দোলিকার দুইদিকে দুই প্রাণসখী সম্যক্ প্রকারে দোলাইবার নিমিত্ত কাঞ্চীর সহিত স্ব স্ব পরম রমণীয় পট্টশাটীর

হি, গঙ্গ তরঙ্গ বিশাল ॥ বিবিধ সুরঙ্গ, রচিতহি দোলা, খচিত কুসুমচয়-দাম। বটতরুডালে, ডোর করি বন্ধন, মাতলি গুচ্ছ সুঠাম। বৈঠল গৌর. বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস। সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদুমৃদু দোলা ধরি দুইপাশ ॥ বাজত মৃদঙ্গ, পুরব রস গায়ত সঙ্কীর্ত্তন সুখরঙ্গ। সহ নিত্যানন্দ, শান্তিপুর নায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস অঙ্গ ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত কুঙ্কুম চন্দন ফুল। উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল ॥ পঃ কঃ তঃ

অন্যে ধন্যে তিষ্ঠতঃ স্মেক্ষমাণে
ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বূলবীট্যৌ।
যূনোরাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্ত্যৌ
যোগোপান্তে মঙ্ক্ষু লব্ধাবকাশে ॥২১॥

অন্যে সখ্যৌ পাণ্যোশ্চারুতাম্বূলবীট্যৌ ধৃত্বা তাম্বূলদানার্থং সাবধানতয়া ঈক্ষমাণে অতিষ্ঠতঃ। কথম্ভূতে সখীভ্যাং অমানতয়া কৃতবেগস্য উপান্তভাগে অর্থাৎ যত্র বেগঃ স্থিরীভবতি তত্রৈব শীঘ্রলব্ধাবকাশে সতি রাধা-কৃষ্ণয়োঃ রাস্যাম্ভোজয়ো রর্পয়ন্তৌ যদা তু সখীভ্যাং বিনৈব রাধাকৃষ্ণাভ্যাং স্বয়মেব কৃতেঽতি বেগে সতি তদা তাম্বূলদানং নাস্তীতি বোধ্যং ॥২১॥

অঞ্চলপ্রান্ত বাঁধিয়া এবং কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎক্রমে পদদ্বয় বিবৃত করিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২০॥

আর দুইসখী কর-কমলে সুচারু তাম্বূল বীটিকা ধারণপূর্ব্বক দোলার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া সাবধানে তাম্বূল প্রদানের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে যেমন সেই বেগের অবসান ঘটে, অমনই আশু অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা শ্রীরাধা-শ্যামের বদন-কমলে তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সখীগণের সাহায্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বয়ংই অতিবেগে হিন্দোলা দোলাইতে থাকেন তখন, আর তাম্বূল-দানের সম্ভাবনা থাকে না ॥২১॥ *

---

* তথাহি পদ।—যত সেবাপরা, সখী সুচতুরা কি দিব উপমা তার। অতি অনুরাগে, মাথে বান্ধি পাগে, সাজয়ে বিবিধ হার॥ আনন্দ অতুল, কর্পূর তাম্বূল, দিয়া মুখ পানে চায়। হরষিত চিতে, দোলা দোলাইতে, ললিতা বিশাখা চায়॥ শাটীর অঞ্চল, কটীতে বন্ধন, সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া। চক্র হৈয়া কাছে, রহে আগে পাছে, দুইপদ আরোপিয়া॥ আর দুই সখী, সময় নিরখি, হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে। তাম্বূল সম্পুটে, লঞা করপুটে, এ দাস উদ্ধব ভণে॥ পঃ কঃ তঃ

আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্যা ইবান্যা:
পর্ব্বশ্রীলাঃ সর্ব্বতঃ সাধুশীলাঃ।
হস্তোদস্তৈ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ
শ্চক্রুবৃষ্টিং দৃষ্টিমাপয্য হৃষ্টাং ॥২২॥
দেব্যস্ত্বিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং
তৌ পশন্ত্যঃ শ্যন্ত্য এবাখিলাধিং।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা
দিব্যা তেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষং ॥২৩॥

অন্যাঃ মান্যাঃ ললিতাদ্যা আল্যঃ পর্ব্বশ্রীলাঃ উৎসবসম্পত্তিবিশিষ্টাঃ সত্যঃ হস্তাভ্যাং উদস্তৈঃ ক্ষিপ্তঃ প্রশস্তরাগযুক্তৈঃ পরাগৈঃ করণৈঃ বৃষ্টিং চক্রুঃ স্বস্য দৃষ্টিং প্রাপয্য ॥২২॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যন্ত্যঃ অতএব স্বস্য দিষ্টং ভাগ্যং ইষ্টং ধন্যং মানয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণেন সহ বিহারে অসম্ভাবিতাশা অপি জাতস্তম্ভাঃ সত্যঃ দিবি সতর্ষং যথাস্যাত্তথা পুষ্পবর্ষমাতেনুঃ। কথম্ভূতাঃ অখিলাধিং শ্যন্ত্যঃ খণ্ডয়ন্ত্যঃ ॥২৩॥

অপরা প্রেমবন্যা স্বরূপা সর্ব্বত সাধুশীলা ললিতাদি মাননীয়া সখীগণ উৎসব-শ্রী-বিশিষ্টা হইয়া এবং স্ব স্ব নয়ন-চকোরকে হর্ষামৃত বিভোর করিয়া শ্রীরাধা-শ্যামের উপর অঞ্জলি ভরিয়া রাগযুক্ত পরাগবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২২॥

বিমানচারিণী দেবাঙ্গনাগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অপূর্ব্ব হিন্দোলা লীলা দর্শন করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যকে ধন্য মানিতে লাগিলেন। সেই অখিলাধি-প্রশমিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারে একান্ত অভিলাষিণী হইলেও গোপীদেহ প্রাপ্তির অভাবে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সাত্ত্বিক ভাবাবেশে স্তম্ভিতা হইয়া তাঁহারা দিব্য কুসুম স্তবক বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ *

* তথাহি পদ।—মনের আনন্দ, সখী মন্দ মন্দ, ঝুলয়ত দুহু সুখে। বেগ অবশেষে পাইয়া অবকাশে, তাম্বূল দেই মুখে॥ আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন, পরাগাদি লৈয়া করে। নাগর নাগরী, অঙ্গের উপরি, বরিষে আনন্দ-

তৎসঙ্গিন্যো বিপ্রুষো বৃষ্যমাণা
হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মরন্দত্বমাপুঃ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ৈ-
র্মুক্তাবৃন্দৈরন্ববিন্দন্ত মৈত্রীং ॥২৪॥
জৃম্ভোদঞ্চৎ সৌরভব্রাতমাদ্য-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজা মুখেন।
গীতৈ র্নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি
দ্যামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী ॥২৫॥

হর্ষযুক্তমেঘৈঃ বৃষ্যমাণাঃ বিপ্রুষো বিন্দবঃ পুষ্পসঙ্গিন্যঃ সত্যঃ তেষাং পুষ্পানাং মকরন্দত্ব মাপুঃ। যস্মাৎ রামাশ্রেণ্যাঃ অঙ্গসঙ্গাৎ তাসামঙ্গস্থ মুক্তাবৃন্দৈঃ সহ মৈত্রীং অন্ববিন্দন্তঃ ॥২৪॥

আলিশ্রেণী বীণাদিকং বিনৈব মুখেন গীতৈঃ অতএব মাধুরীং নীতৈঃ প্রাপ্তৈস্তৈঃ করণৈঃ সাধুরীতি যথাস্যাত্তথা দ্যাং স্বর্গমাচ্ছাদ্য দ্যোততে ॥২৫॥

তৎকালে গগণস্থ মেঘ হর্ষযুক্ত হইয়া যে জলকণা-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা সেই বর্ষিত কুসুক-কলাপের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল এবং ব্রজরামাবৃন্দের দিব্য অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়া সেই জলবিন্দু নিচয় নির্ম্মল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।—বোধ হইল যেন, তাহারা ব্রজ-বিলাসিনীদের অঙ্গশোভি মুক্তা-ভূষণের সহিত অপূর্ব্ব মৈত্রী বিধান করিতেছে ॥২৪॥

লীলা-সহায়িনী সখীগণ বীণাদি যন্ত্রের সংযোগ-ব্যতীত কেবল মুখেমুখেই এমন সুমধুর গীত করিতে লাগিলেন যে, তাহার লয় মুর্চ্ছনাদি সুরলোক অবধি সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং গানকালে তাঁহাদের বদন-কমলের যে জৃম্ভা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে অনুপম সৌরভ নিঃসৃত হইয়া চারিদিক এমনই আমোদিত

ভরে ॥ কোন সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন, মোহন মৃদঙ্গ বায়। বিবিধ যন্ত্রেতে, রাগতান তাতে, আলাপি সুস্বরে গায় ॥ হেরিয়া বিহ্বল দেবনারীকুল, ঊর্দ্ধপথে সবে রহে। পুষ্প বরিষণ করে অনুক্ষণ, এ দাস উদ্ধবে কহে ॥

পঃ কঃ তং

নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্ক মাল্যা-
ন্যাতোদ্যত্বং কিঙ্কিণী নূপুরাদ্যাঃ।
বক্ত্রে স্মিত্বা সভ্যতামদদাতে
যূনোর্দোলানন্দ-চন্দ্রে-প্রবৃদ্ধে ॥২৬॥
অন্যোন্যাঙ্গ-প্রোচ্ছলৎ কান্তি-সিন্ধো-
বীচীব্রাতা মন্দ হিন্দোলিকাসু।

যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ দোলাবিহার-জন্যানন্দচন্দ্রে প্রবৃদ্ধে সতি তয়োঃ হারতাটঙ্কমাল্যানি নৃত্যং ভেজুঃ। কিঙ্কিণ্যাদ্যাঃ আতোদ্যত্বং নৃত্যোপযোগিবাদ্যত্বং ভেজুঃ। এবং তয়োর্বক্ত্রে স্মিত্বা নৃত্যে সভ্যতাং আদদাতে ॥২৬॥

হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োর্দোলনং বর্ণয়িত্বা তয়োঃ কান্তিরূপ হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োরেব পরস্পর নেত্র-মেলনং বর্ণয়তি অন্যোন্যেতি। যয়োঃ কান্তি সমুদ্রস্য তরঙ্গসমূহরূপা মন্দহিন্দোলিকাসু প্রাপ্ত আন্দোলো যয়া এবম্ভূতা যা পরস্পর নেত্ররূপারবিন্দস্য শ্রীঃ শোভা তস্যাঃ সমূহৈঃ আল্যঃ আঢ্যতাং

করিতেছে—পরিমললুব্ধ অলিকুল আকুল হইয়া সেই শ্রীমুখ-কমলের নিকটই অনবরত গুঞ্জন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন ভৃঙ্গকুল সেই ব্রজসুন্দরীর শ্রীমুখের স্তুতি কীর্ত্তন করিতেছে ॥২৫॥

এইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দোলা-বিহার জন্য আনন্দ-চন্দ্র যতই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহাদের হার তাড়ঙ্ক ও মাল্যাদি নৃত্য করিতে লাগিল, আর কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি সেই নৃত্যের তালে তালে সুমধুর বাদ্য করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের বদনাম্বুজের মৃদু হাসি তখন সেই নৃত্য-সভার যেন সভ্যরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥২৬॥

শ্রীরাধা-শ্যাম হিন্দোলার উপর দুলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের অনবদ্য শ্রীঅঙ্গের সুষমা রাশি ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়িতে লাগিল,—যেন তখন উচ্ছ্বলিত কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গরূপ অমন্দ হিন্দোলায় পরস্পরের নয়ন-কমল ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। আমরি! মরি! নয়ন-কমলের সেই অপরূপ শোভা মাধুরীতে সখীগণ

প্রাপ্তান্দোলাপ্তোঽন্য নেত্রারবিন্দ-
শ্রীসন্দোহৈরাঢ্য শ্রীমাপুরাল্যঃ ॥২৭॥
ইত্থং চেত স্তেতয়ো দোলয়ন্ যৎ
কামো বামোঽ প্যন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তে রেব তত্র প্রভাবঃ
কোঽপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ ॥২৮॥
দোলারজ্জ্বালম্বশাখে স্বলৌল্যা-
দেতৌ চঞ্চৎ-পঞ্চশাখাগ্রাগাভিঃ।
পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ
সেবেতে স্মামোদনৈ বীজনৈঃ কিং ॥২৯॥

প্রাপুঃ। তথা চ দোলন সময়ে পরস্পর কান্তিদর্শনোত্থানন্দেন তয়োঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্ট্বা সখ্যোঽপি আনন্দিতা বভূবুরিতিভাবঃ ॥ ২৭॥

বামঃ প্রতিকূলঃ কামঃ ইত্থং অনেন প্রকারেণ এতয়োশ্চিত্তং দোলয়ন্ যৎ অন্তরায়ং ন চক্রে তত্র লীলাশক্তেরেব কোঽপি ওজস্বীপ্রভাব এব হেতুঃ ইতি আর্য্যা আহুঃ ॥২৮॥

উৎপ্রেক্ষামাহ। দোলা-সংযুক্তরজ্জোবালম্বনে যে শাখে কর্ত্তৃভূতে স্বস্য পল্লবালীভিঃ এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ কর্ম্মভূতৌ কিং আমদনৈঃ সুগন্ধবিশিষ্টৈ বীজনৈঃ

পরমাঢ্যতা লাভ করিলেন। ফলতঃ দোলন সময়ে পরস্পরের রূপ-মাধুরী দর্শনজনিত আনন্দোদয়ে নাগরিণীমণি শ্রীরাধা ও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয় দেখিয়া সখীগণও অতীব আনন্দিতা হইলেন ॥২৭।

এইরূপে শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর রূপলহরী-দোলায় নয়ন-কমল দোলাইতেছেন বটে, কিন্তু লীলা-প্রতিকূল কাম, তাঁহাদের উভয়ের চিত্ত-সরোজকে পুনঃপুন আন্দোলিত করিয়াও হিন্দোলা-লীলার কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটাইতে পারিল না। আর্য্যগণ বলেন লীলাশক্তির অনির্ব্বচনীয় ওজস্বী প্রভাবই ইহার হেতু ॥২৮॥

যে তরু-শাখা-যুগলে দোলার রজ্জু সংযুক্ত আছে সেই শাখাদ্বয়ও দোলার বেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল,—যেন সেই শাখা-

তত্তৎপত্রাল্যন্তরানন্তশিল্প-
প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্যখণ্ডান্।
যত্নৈর্ভৃঙ্গানাশকন্ যদ্ভ্রমন্ত
স্তত্রাগুঞ্জন কেবলং সাপি শোভা ॥৩০॥
দোলাবেগাধিক্যকামৌ স্বপল্ল্যা
মাক্রম্যৈতাং স্বাবনত্যান্নতিভ্যাং।
স্বং স্বং সর্ব্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ
প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতু স্তৌ ॥৩১॥

সেবেতে। কণন্তুতাভিঃ স্বশাখায়া লৌল্যাদ্ধেতোশ্চঞ্চল বিস্তারযুক্তশাখায়া অগ্রগাভিঃ। শ্লেষেণ পঞ্চশাখা এবং পঞ্চশাখঃপাণি। পচি বিস্তারে ধাতুঃ ॥২৯॥

তত্তচ্ছাখাস্থপত্রশ্রেণীণাং মধ্যে মধ্যে বহুশিল্পেন প্রোতান্ মাল্যখণ্ডান্ হিন্দোলয়া সহ দোলতস্তান্ ভৃঙ্গা ধর্ত্তুং নাশকন্ কিন্তু ভ্রমন্তঃ সন্তস্তত্র কেবলং অগুঞ্জন্ অতএব মাল্যানাং পশ্চাৎ ভ্রমরাণাং ভ্রমণরূপা সা শোভাপি ॥৩০॥

দোলা বেগস্যাধিক্য কামৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অতএব স্বপল্ল্যাং দোলাং আক্রম্য স্বস্বাবনত্যান্নতিভ্যাং স্বং স্বং কৌশলং সর্ব্বাঃ সখীঃ দর্শয়ন্তৌ প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুঃ ॥৩১॥

দ্বয়—সেবাপরা সখী-যুগলরূপে স্বীয় করাগ্রবর্ত্তি বিস্তার-যুক্ত পুষ্প-ভূষিত পল্লবরাজি রূপ সুরভি ব্যজন দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করিতেছে।২৯।।

সেই তরু-শাখাস্থিত পত্র-কিশলয়ের মাঝে মাঝে অনন্ত-শিল্প-কলা-কৌশলে গ্রথিত চঞ্চল মাল্যখণ্ড সকল হিন্দোলার সহিত দুলিতেছে, প্রমত্ত ভৃঙ্গনিচয় তাহা ধরিবার জন্য পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না। ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল তথায় গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরি! মাল্যখণ্ডের পশ্চাতে পশ্চাতে গুঞ্জনশীল ভ্রমরের ভ্রমণ তখন বাস্তবিক অনুপম শোভার সৃষ্টি করিল ।।৩০।।

দোলা অপেক্ষাকৃত অধিকবেগে দোলাইবার অভিলাষে শ্রীরাধা-

হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে
পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তৌ যদন্তৌ।
প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ খেলতোঃ সা
যূনোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে ॥৩২॥

রাধা-হারং সংস্পৃশন্ কৃষ্ণবক্ষ-
শ্চক্রে নৃত্যান্যঙ্কতো দিশ্যুদারং।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতিস্ম
স্রক্ তস্যা পীত্যা যস্য মোদমাল্যঃ ॥৩৩॥

হিন্দোলায়া রংহসী বেগৌ পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ বিন্দমানে প্রাপ্নুবত্যৌ স্তঃ। যস্য বেগস্য দ্বৌ অন্তৌ প্রাপ্য ঊর্দ্ধাধঃস্থায়িনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যূনোঃ সা প্রসিদ্ধা কাপি কান্তিং কৌতুকং তেনে ॥৩২॥

একতো দিশি নৃত্যানি চক্রে। অন্যত্র দিশি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি ॥৩৩॥

শ্যাম পদযুগল দ্বারা দোলা আক্রমণ পূর্ব্বক দেহের অবনতি ও উন্নতি দ্বারা স্ব স্ব দোলন-কৌশল দেখাইয়া সখীগণকে প্রেমানন্দে বিভোর করিলেন ॥৩১॥

শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর অভিমুখে দোলার উপর উপবেশন করিয়াছেন। দোলা পর্য্যায়ক্রমে দুইদিকে বেগে দুলিতেছে বেগের অন্তসীমা প্রাপ্ত হইয়া দোলা যেমন উর্দ্ধগত হইতেছে অমনই এক-বার শ্রীরাধার নীচে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যবার শ্রীকৃষ্ণের নীচে শ্রীরাধা থাকিতেছেন। এইরূপ ক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা তখন সখীদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব কৌতুক বিস্তার করিতে লাগিল ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ নিম্নদিকে থাকিবার সময় শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল এবং শ্রীরাধা নিম্নদিকে থাকিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালা শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা স্পর্শ করিয়া সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আহা! সে মনোহর দৃশ্য দেখিয়া সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥ *

* যথাহি পদ।—দোলা অতিশয় বেগনা হি,দুহু নিজ নিজ পদযুগে চাপি।

অন্যোহন্যাঙ্গাদর্শ দৃষ্টস্ব-ভাসো-
রন্যোহন্যানালোকজ-ক্লান্তিভাজোঃ।
তর্হ্যন্যোন্য-শ্বাসভূমাভিবর্ষা-
দন্যোন্যস্থং সম্পৃশ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম ॥৩৪॥

পরস্পরাঙ্গরূপাদর্শে দৃষ্ট্বা স্বকান্তির্যাভ্যাং তথাভূতয়োঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিতা রাধা তস্যাঙ্গে স্বমেব পশ্যতি ন তু কৃষ্ণং। এবং শ্রীকৃষ্ণোহপি এবং ক্রমেণ পরস্পরানালোকন জন্য দুঃখভাজো স্তয়োস্তদানীমেব বিরহদুঃখেনান্যোন্য

আমরি ! ঐ দেখ, দোলার উপর মরকত-মুকুরের সম্মুখে মনোহর কনক-মুকুর কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে ! কান্ত দর্শনোৎ কণ্ঠিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-মুকুরে নিজেরই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণকে কনক-গৌরী শ্রীরাধাঙ্গ-মুকুরে নিজ নটবর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের হৃদয়ে দুঃখানল ধূমায়িত হইয়া উঠিল—উদ্দীপ্ত বিরহের মর্ম্মদাহি দুঃখে যেমন উভয়ে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন অমনই উভয়ের স্বচ্ছ শ্রীঅঙ্গ-দর্পণ বিষাদের ছায়াপাতে ঈষৎ মলিনভাব ধারণ করিল। তখন আর পরস্পর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না। —উভয়ে উভয়কে দেখিয়া হর্ষ-মুগ্ধ হইলেন ॥৩৪॥ *

দহু করো ডারহি ডোর ঝুলায়ত, গাওত মধুর আলাপি ॥ একবেরি ঊধ উঠ, তহি পুনঃ অধঃ, খরতর চালয়ে দোল। দুহু রূপমাধুরী, হেরইতে সহচরী, পরমানন্দে বিভোল ॥ শ্যামর গৌরী, পুন শ্যামর করহু উপর কতু হেট। অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল, দুহুক হার দুহু ভেট ॥ রাইক মোতিমা, হার, শ্যাম উরে নৃত্য করল পরতেক। কান্থ বনমাল, রাই কুচ-কঞ্চুকে, আলিঙ্গন অভিষেক ॥ ঝুলাইতে ঐছন, শোভন সখীগণ, হেরইতে আনন্দ হোই। উদ্ধবদাস ভন, কো করু নিরূপন, চামর ঢুলায়ত কোই ॥ পঃ কঃ তঃ

* তথাহি পদ :—যব দুঁহু নিজপদে চাপহি ডোর। সখী না ঝুলাই তেজল ডোর ॥ হেরত দোঁহা দোহে নয়ন বিভঙ্গ। দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই

ইত্থং লীলাবারিধিঃ কৌতুকিত্বা-
দত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণঃ।
পৃষ্টামৃষ্টোত্তুঙ্গ পর্য্যন্ত শাখা
পত্রালীকাং তাং চকারেব ভীতাং ॥৩৫॥
মৈবং মৈবং মাধিকং হন্ত দোলে-
ত্যুক্তিং তস্যাস্তৎ সখীনাঞ্চ শৃণ্বন্।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা
জজ্বালত্বং মাধবো ভ্রাজতে স্ম ॥৩৬॥

শ্বাস ভূমস্পর্শাৎ পরস্পরং সাদৃশ্যে তৌ হৃষ্যতেঃস্ম। শ্বাসেনাঙ্গরূপদর্পণস্যাব-রণাৎ প্রতিবিম্বো ন দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ইত্থং লীলাবারিধিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কৌতুকীত্বাৎ বেগস্যাত্যুদ্রেকং নির্ম্মিমাণঃ স তাং রাধাং ভীতাং চকার। কথম্ভূতাং বেগস্যাধিক্যাৎ পৃষ্ঠদেশেন আমৃষ্টা উত্তুঙ্গান্ত-শাখায়াঃ পত্রশ্রেণী যয়া ॥৩৫॥

হে কৃষ্ণ! ত্বং এবং মা দোল দোলায়াঃ জজ্বলত্বং বেগবত্বং বর্দ্ধয়ন্ ॥৩৬॥

এইরূপে লীলা-সাগর শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক-পরবশ হইয়া দোলার বেগ বৃদ্ধি করিয়া যেমন দোলা দোলাইতে লাগিলেন অমনই বেগাধিক্যবশতঃ দোলা ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে অতি উচ্চ নীপশাখার পত্র-শ্রেণী শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করায় কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা পতনাশঙ্কায় অতিমাত্র ভীতা হইলেন ॥৩৫॥

শ্রীরাধাকে ভয়-বিহ্বলা দেখিয়া সখীগণও অত্যন্ত শঙ্কাকুলা হইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে "এরূপভাবে দোলাইও না, ওহে নিঠুর!

দুহু অঙ্গ। দুহুরূপ হেরি দুহু হেরই না পায়। দরশন ভঙ্গে খেদ জন্মায়॥ তৈখনে ছোড়ল দীর্ঘ নিশ্বাস। দুহু অঙ্গ মিলনরূপ পরকাশ॥ পুন ধনি হরষে কানু মুখ হেরি। উলসি হিন্দোলা চালায়ে পুন বেরি॥ রতন দোলে ধনি চমকয়ে জানি। সখী নিষিধয়ে হরি নিষেধ না মানি॥ পুনঃ কহে কি করহ চঞ্চল কানাই। মন্দ ঝুলায় আকুল ভেল রাই॥ শুনিয়া না শুনে অতিবেগে ঝুলায়। উদ্ধবদাস মিনতি করু তায়॥ পঃ কঃ তঃ

বক্ষাদ্বেণী-বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠ-
স্তস্থৌ মূর্দ্ধ্নি ব্যস্ততাভূষণানাং।
পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা
বৈয়গ্র্যে হা জাহসীতি স্ম কৃষ্ণঃ ॥৩৭॥
ইত্থং স্বাঙ্কো স্তুপ্যাত্তো রংহসা তাং
বিত্রস্তাক্ষীমাসনাস্ত্রংশয়িত্বা।

মূর্দ্ধ্নি অবগুণ্ঠনঃ ন তস্থৌ। বায়ুনা অন্তরীণ বস্ত্রস্তোত্তোলনাশঙ্কয়া পদ্ভ্যামা ক্রান্ত্যো যা শাটী সাপি পাদৌ নাপাধ্যাৎ ন আচ্ছাদিতবতী ইতি অমুষ্যা রাধায়া বৈয়গ্র্যে হা খেদে কৃষ্ণো জাহসীতিস্ম পুনঃপুন হাস্যং চকার ॥৩৭॥

কৃষ্ণঃ ইত্থং অনেন প্রকারেণ স্বস্বাঙ্কোস্তুপাতোঃ সতীঃ বেগেন বিত্রস্তাক্ষীং

হায়! তাহাতে শ্রীরাধা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। তাঁহার ক্ষান্ত হও, এমনভাবে আর দোলাইও না।" এইরূপ বারংবার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়াও নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক্ হাসিতে হাসিতে দোলার বেগ আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।৩৬॥

মস্তকের বেণীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, অবগুণ্ঠনও আর রহিল না এবং ভূষণ সকলও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। বায়ু ভরে অন্তরীণ বসন পাছে উড়িয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পদযুগল দ্বারা যে শাটী চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তখন তাহাও আর সেইভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার সেই বিবশ ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়াও বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুন হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ *

শ্রীরাধার সেই ভীতি-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়াও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ

* তথাহি পদ —নাগর অতি বেগে ঢুলায়। অথির রাই,সখী নিষেধয়ে তাঁয়॥ ধনি বিগলিত বেণী। শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক উড়নি॥ মণি আভরণ খসই। উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই॥ শ্রমজলে তনু ভরই। কনয়া কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই॥ অতি অপরূপ শোভা। উদ্ধব দাস ভণ কানু-মনোলোভা॥ পঃ কঃ তঃ

স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে
দোলা খট্বং তাঞ্চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাং ॥৩৮॥
একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে
মূর্ত্তী যূনোরুদ্দিগিরন্ত্যাববভাতাং।

তাং আসনাদ্ভ্রংশয়িত্বা স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস। স্বয়মেব দোলা খট্বায়া মধ্যে তাং রাধাং দোর্ভ্যাং জগ্রাহ। কিন্তু কৃষ্ণঃ রজ্জুং বিহায় স্বচরণয়োরবলম্বমাত্রেণৈব দোলামধ্যে তস্থাবিতি তস্য সামর্থ্যাতিশয়ো রজিতঃ ॥৩৮॥

চম্পকেন্দীবর পুষ্পয়োরিব আভা যয়োরেবম্ভূতে যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মূর্ত্তী নিবিড়সংযোগাদেকীভূতে অতএব পুষ্পয়োরিব সম্মর্দ্দোত্থং সৌরভং উদ্গীরন্তৌ

নিজ নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিতে করিতে ক্রমশঃ দোলার বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তাহাতে বিত্রস্ত নয়না শ্রীরাধা নিজাসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় বাহুবল্লী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। অমনই শ্রীকৃষ্ণ দোলা-রজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই হস্ত দ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া কেবল পদকমল দ্বারা মাত্র অবলম্বনেই সেই বেগবতী দোলার উপর অবস্থান করিতে লাগি-লেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন বিচিত্রা তাঁহার সামর্থ্যও তেমনই অপরিসীম ॥৩৮॥ *

আমরি! মরি! এইরূপে দোলার উপর তখন শ্রীমূর্ত্তি যুগল নিবিড় আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়া—যেন দুইটাতে একটী হইয়া শোভা

---

* তথাহি পদ।—বিচলিত কেশ বেশ, কুচ-কাচুলি, উড়তহি পহিরণ বাস। কবহিঁ গোরি তনু ঝোখই ঝাপাই, কবহু হোত পরকাশ॥ অপরূপ ঝুলন রঙ্গ। রাইক প্রতি তনু হেরইতে মোহন, মন মাহা মদন তরঙ্গ॥ অতিশয় বেগ, বাঢ়াওল তৈখনে, অলখিতে ভেল হিন্দোল। রাধা চপল, ডোর কর তেজল, কত কত কাকুতি বোল॥ করগহি কানুকণ্ঠ ধরি, কমলিনী ঝুলত, জনু হিয়ে হার। নবঘন মাঝে, বিজরী জনু দোলত, রস বরিখত অনিবার॥ মনোভব মঙ্গল, কানু করল পুন, অলখিতে দোলা মাঝ। উদ্ধবদাস ভন, চতুর শিরোমণি পুরল নিজ মন কাজ॥ পঃ কঃ তঃ

সংমর্দ্দোত্থং সৌরভং ব্যাপ্নুবানং
পারে স্বর্গং হন্ত পদ্মাদিনাসাঃ ॥৩৯॥
সাম্যদ্বেগা সা সমন্তাদ্ধৃতাভূ
দ্দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধাগ্রাগে বাবরুহ্যাথ তস্যা
স্তাভিস্তত্তৎ সংলপন্তী ললাষ ॥৪০॥
মুখ্যা স্বষ্টাস্বাদ্যভূতা মথালী
মারোহ্যাস্যাং তাং স কৃষ্ণাং স্বয়ং সা।

অভূতাং। সৌরভং কথম্ভূতং স্বর্গস্য পারে স্থিতানাং পদ্মাদীনাং নাসাঃ ব্যাপ্নুবান্ ॥৩৯॥

অবলম্বনং বিনা দোলোপরি স্থিতৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আরাদ্দূরাদেবাগতাভিঃ সখীভি ধৃতা সা দোলা সম্যগ্বেগা অভূৎ। প্রথমতো রাধা তস্যাঃ দোলায়াঃ সকাশাৎ অবরুহ্য তাভিঃ সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণ কৃততত্তদ্বৃত্তান্তং সংলপন্তী সতী ললাষ। লষকান্তৌ ॥৪০॥

অষ্টাসু মুখ্যাসু সখীষু মধ্যে প্রধানীভূতাং তাং ললিতাং শ্রীকৃষ্ণেন সহিতাং

পাইতে লাগিলেন। কি সুন্দর! যেন একবৃন্তে বিকসিত চম্পক-ইন্দীবর নিবিড় সংযোগে একীভূত হইয়া মারুত-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া এক অনুপম মঞ্জু-সুষমা বিকাশ করিতেছে। উভয়ের সম্মর্দ্দ-নিবন্ধন উক্ত কুসুম সদৃশ সৌরভ উদ্গীর্ণ হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠ বিহারিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেও ব্যাপ্ত ও প্রমোদিত করিল ॥৩৯॥

শ্রীরাধা শ্যাম দোলার উপর বিনা অবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন সখীগণ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং দোলা ধারণ করিবামাত্র দোলার বেগ সংযত হইল। শ্রীরাধাই অগ্রে দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-কৃত বিড়ম্বনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার অমর্য্যদ্য শোভা-মাধুরী চারিদিকে উৎসারিত হইয়া পড়িল ॥৪০॥

প্রেম্ণা গায়ন্দোলয়ন্তী স চাপি
প্রেয়ান্ দোলে পূর্ব্ববত্তা মজৈষীৎ ॥৪১॥
এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদি কালীঃ
সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্য তস্যাং।
হিন্দোলাতঃ সোঽবতীর্য্যৈব সর্ব্বা
স্বৈকৈকস্থমন্য-হিন্দোলিকাসু ॥৪২॥
তাসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং
তত্রাগৃহ্যা রোহ্যমহ্যাং প্রসহ্য।

সা রাধা স্বয়ং দোলয়ন্তী সতী অগায়ৎ। স চ প্রেয়ান্ কৃষ্ণোঽপি দোলনে পূর্ব্বং রাধামিব তাং ললিতাং অজৈষীৎ ॥৪১॥

এবং প্রকারেণ ললিতাবৎ প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ সান্দ্রং দোলান্দোলনমাপয্য তস্যা হিন্দোলাতঃ সকাশাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ অবতীর্য্য সর্ব্বাসু প্রধানাতিরিক্তাসু হিন্দোলিকাসু মধ্যে একৈকস্যাং হিন্দোলায়াং দ্বে দ্বে সুন্দর্য্যৌ প্রসহ্য বলাৎ মহ্যাঃ সকাশাৎ স্বদোর্ভ্যাং আগৃহ্য তত্র দোলায়াং আরোহ্য এক এব কৌশলে বিশেষেণ ভ্রামান্ সন্ তাঃ সমস্তাঃ সখীঃ অদোলয়ৎ ননু বহ্বায়াসসাধ্যে অস্মিন্ কর্ম্মণি কথং প্রবৃত্তিঃ তত্রাহ। প্রেমসমুদ্রস্য কৃষ্ণস্য কিং অকৃত্যা মস্তি? ৪২-৪৩॥

পরে অষ্ট সখীর শিরোমণি শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার উপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে দোলাইতে লাগিলেন—এবং সেই সঙ্গে প্রেমভরে গান করিতে লাগিলেন। নাগরবর শ্রীকৃষ্ণও ইতঃপূর্ব্বে দোলার উপর শ্রীরাধার যেরূপ অবস্থা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ললিতারাও করিলেন ॥৪১॥

এইরূপে বিশাখাদি সকল প্রিয়সখীকেই হিন্দোলায় আন্দোলিত করিয়া ললিতার ন্যায় সান্দ্র রস অবস্থা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। এই প্রধান হিন্দোলা ব্যতীত অন্য যে সকল হিন্দোলার কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটী হিন্দোলার উপরে নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ দুই দুইটী ব্রজ-সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমিতল হইতে স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা গ্রহণ

ভ্রাম্যন্নেকো দোলয়ন্ত্যঃ সমস্তাঃ
প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং বাস্ত্যকৃত্যং ॥৪৩॥
(যুগ্মকম্‌)
তাঃ সর্ব্বাস্ত স্ব স্ব হিন্দোলিকাসু
স্তঞ্চাপশ্যন্‌ স্ব স্ব বক্ত্রং ধয়ন্তং।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশসূনো-
রিচ্ছাশক্তে কিং পুনঃ স্যাদশক্যং ॥৭৪॥
একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাব্জং
বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।

অহমপি দ্বয়োর্দ্বয়ো মধ্যে তিষ্ঠামীতি শ্রীকৃষ্ণস্য মনোগত সিদ্ধিমাহ। সর্ব্বাঃ সখ্যঃ স্ব স্বহিন্দোলা মধ্যে স্ব স্ব বক্ত্রং পিবন্তং তং কৃষ্ণং অপশ্যন্‌ ॥৪৪॥
অধুনা কমলাকার হিন্দোলাং বর্ণয়তি। একং হিন্দোলাব্জং তত্রৈবাস্তি।

করিয়া আরোপণ করিলেন এবং একাকীই কৌশলবিশেষ দ্বারা সমস্ত দোলার উপর ভ্রমণ করিয়া সখীগণকে দোলাইতে লাগিলেন। যদি বল, এরূপ বহু আয়াস-সাধ্য কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা বিচিত্র নহে। প্রেম-রত্নাকর ব্রজসুন্দরের অকরণীয় কি আর আছে? তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সবই করিতে পারেন? ॥৪৩॥

প্রত্যেক হিন্দোলার উপর গোপাঙ্গনা-যুগলের মধ্যে আমিও অবস্থান করিব—এই ভাব যেমন শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে উদিত হইল অমনই তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। কারণ, তখনই সেই সকল ব্রজ-সুন্দরী স্ব স্ব হিন্দোলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বদনাম্বুজ-মধুপান করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। ইহা ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেহেতু, তাঁহার ইচ্ছা শক্তির আবশ্যকতার কি আছে?—কিছুই নাই ॥৪৪॥

অতঃপর তথায় যে কমলাকৃতি হিন্দোলা ছিল, তাহা বৃন্দাদেবী

আরূঢ়ৈস্তৈতৎ কর্ণিকাস্থোপবর্হী-
লক্ষ্মী দোষাশ্লিষ্টরাধো ররাজ ॥৪৫॥
অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা
স্তত্ত্বাহ্যে ষোড়শাল্যো বিভান্তঃ।
বৃন্দানীত স্বাদু খর্জ্জুর-জম্বু
দ্রাক্ষাঃ প্রাশন্ কান্তভুক্তাবশিষ্টাঃ ॥৪৬॥

বৃন্দয়া উদ্দিষ্টং তৎ প্রেয়সীভিঃ সহ মুকুন্দঃ আরুহ্য ররাজঃ। কথম্ভূতঃ দোষা বামহস্তেন আশ্লিষ্টা রাধা যেন ॥৪৫॥

অষ্টৌ ললিতাগ্যাল্যঃ অষ্টদলানাং মধ্যস্থাঃ তত্তদষ্টদলানাং বহিঃ ষোড়শদলেষু অন্যাঃ ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ সত্যঃ কান্তাভ্যাং ভুক্তাবশিষ্টাঃ প্রাশ্নন্ ॥৪৬॥

দেখাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রেয়সীগণের সহিত তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং সেই হিন্দোলা কমরের কর্ণিকায় অস্তৃত সুকোমল কুসুম-শয্যার উপর শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

এই হিন্দোলাব্জের অষ্টদলে ললিতাদি অষ্টসখী এবং অষ্টদলের বাহিরে ষোড়শ দলে অপর ষোড়শ সখী অপূর্ব্ব শোভাময়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী পরমানন্দে খর্জ্জুর জম্বু দ্রাক্ষাদি বিবিধ উপাদেয় ফল আনিয়া ভোজনার্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রহিল সখীগণ তাহা হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিলেন ॥৪৬॥ *

* তথাহি প্রকারান্তর পদ।—কানন-দেবতী, বৃন্দা সখী তথি রাইয়ের সরসী-কূলে। বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা, সুখদ বকুল মূলে॥ ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী, আসিয়া বসিলা রঙ্গে। ঝুলায় ঝুলনা, যতেক ললনা, গদগদভাব অঙ্গে॥ ঝুলনা ঝরকে, রাধিকা চমকে তা দেখি নাগর ডরে। হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া ধনিরে করল কোরে॥ রসবতী লৈয়া, কোরে আগরিয়া, ঝুলয়ে রসিক রায়। সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ, সুস্বরে পঞ্চম গায়। ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া, কহয়ে শেখর রায়। দেবতা পূজিতে যাইবে ত্বরিতে দিবস বসিয়া যায়॥ পঃ কঃ তঃ

পীযূষাস্তুর্গর্ব্ব সর্ব্বঙ্কষস্ত
প্রাগে বাভূৎ পানকাদেঃ প্রপানং।
অন্তে হেমদ্যোতি তাম্বূলবীটী
বৃন্দাদ্যোহন্যো প্রীতি দানাভিযোগঃ ॥ ৪৭॥
নান্দী বৃন্দেবিন্দতঃ স্ম প্রমোদং
নোদং পাদ্যোদোলনাজ্ঞে দদত্যৌ।
দাস্যোহপ্যাস্যোল্লাসমাপদ্য সদ্যো
নানাগানাবম্ভ শস্তা বভূবুঃ ॥৪৮॥

খর্জ্জুরাদি ভোজনাৎ প্রাগেব পানকাদেঃ প্রপান মভূৎ। কথম্ভূতস্য পীযূষস্য যোহস্তর্গর্ব্বস্তস্য সর্ব্বকষস্য নাশকস্যেত্যর্থঃ। ভোজনান্তে সুবর্ণতুল্যতাম্বূলবীটী সমূহস্য পরস্পর প্রত্যাদানেন সহাভিযোগঃ গ্রহণং ॥৪৭॥

তদ্দর্শনাৎ নান্দীবৃন্দে আনন্দং বিন্দতঃ স্ম। কীদৃশ্যৌ? পাদ্যোর্নোদং প্রেরণং দোলনাজ্ঞে দদত্যৌ। দাস্যোহপি আস্যোল্লাসমাপদ্য নানাগানারম্ভেণ শস্তাঃ আনন্দযুক্তা বভূবু। শংশব্দাৎ ম-প্রত্যয়ঃ ॥৪৮॥

উঁহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভক্ষণের পূর্ব্বেই—হিন্দোলায় উপবেশন করিয়াই অমৃত-গর্ব্বনাশক সুস্নিগ্ধ পানকাদি পান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভোজনাবসানে সুবর্ণকান্তি তাম্বূল-বীটিকা সকল পরস্পর প্রীতির সহিত আদান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

এদিকে নান্দী ও বৃন্দা * হিন্দোলা কমলের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ হস্ত দ্বারা দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সে আনন্দ-লীলা দর্শনে কিঙ্করীগণেরও বদন-কমলে উল্লাস-মাধুরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তাঁহারা তখন বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে নানাবিধ সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪৮॥

* তথাহি পদ।—অতিশয়-ছরম, ঘরমযুত দুঁহু তনু, দোলা করল সুথির। শ্রীরতি মঞ্জরী, চামর করে ধরি, মৃদু মৃদু করত সমীর॥ ললিতাদিক সখী হেরি সুধামুখী, কুসুমহি করল নিছাই। দোলা সঞে তব, রাই উতারল,

দোলান্দোল ক্রীড়য়া তাঃ সমস্তাঃ
জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষ চুম্বাদিবত্নঃ।
সার্দ্ধং কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য
প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায় ॥৪৯॥
রাধাস্মেরাখ্যা মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রী
স্তস্যাস্তত্র স্মারে কানেব দৃষ্টা।
যূথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ
হৃত্যাধাতুং তান্ স্রজঃ সংচচর্য্য ॥ ৫০ ॥

তা জিত্বা প্রাপ্তং আশ্লেষচুম্বনানি রত্নং যেন তথাভূতঃ কান্তামণ্ডলেন সহ হিন্দোলাৎ অবরুহ্য এতৎ কাননাৎ অন্য কাননায় ॥৪৯॥

পুনর্বর্ষাঋতুং বর্ণয়তি। রাধিকায়া আদৌ মুখাদুত্থিতা পশ্চাদবহিত্থয়া মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রীস্তস্যাঃ স্মারকান্ যূথীপুষ্পানাং কোরকান্ দৃষ্ট্বা সঃ কৃষ্ণঃ তান্ কোরকান্ স্রজঃ সংরচর্য্য হৃদি আধাতুং ব্যচৈষীৎ চয়নং চকার। তথা চ তন্মিষেণ রাধায়াঃ স্মিতমেব হৃদি দধারেতি ভাবঃ ॥৫০॥

এইরূপে শ্রীশ্যামসুন্দর হিন্দোলা লীলা দ্বারা সেই সকল সখীকে জয় করিয়া চুম্বনালিঙ্গনাদি রত্ন লাভ করিলেন। আমরি! এ লীলা-রণে শ্যাম-কিশোরেরই জয় ঘোষিত হইল। অনন্তর তিনি দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই লীলাশক্তি-রূপিণী কান্তামণ্ডলীর সহিত হর্ষভরে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

ভ্রমণ করিতে করিতে যুথিকাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বর্ষাজাত স্ফোটনোন্মুখ যুথিকা-কুসুম-কোরক সকল এক অপূর্ব্ব সুষমা উৎপাদন করিয়াছে। মরি। মরি। সে শোভন মাধুরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপটে শ্রীরাধার মঞ্জু স্মিত-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—যেন শ্রীরাধার শ্রীমুখ-কমলে মৃদুহাস্য-বিভা উত্থিত হইয়া

কুসুমাসন পর নাই। রাই বামে করি, বৈঠল নাগর.দাসীগণ কর সেবা। বাসিত জল, উপহার.আদি যত, যা কর সেবন যেবা। কর্পূর তাম্বূল, বদনহি তৈখনে সময়ে যোগাই। উদ্ধব দাস, করত পদ সেবন, সখীগণ ইঙ্গিত পাই ॥পঃ কঃ তঃ

খেঽগাম্মেঘঃ কৃষ্ণগাত্রচ্ছবিত্বং
বিদ্যুত্তাশামঙ্গভাসা ততিত্বং।
ভূমেরূঢ়ৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূঢ়ৈঃ
পাদালক্তাভ্যক্ততা ব্যক্ত মাসীৎ ॥৫১॥

খে আকাশে যো মেঘঃ স কৃষ্ণস্যাঙ্গচ্ছবিত্ব মগাৎ প্রাপ্তবান্। ন তু মেঘস্য কৃষ্ণাঙ্গচ্ছব্যতিরিক্তপদার্থত্ব মিতিভাবঃ। এবং বিদ্যুৎ তাসামঙ্গকান্তি সমূহত্ব মগাৎ। এবং ভূমেঃ সকাশাৎ উৎপন্নৈঃ সমূঢ়ৈঃ সমূহাবিশিষ্টৈঃ ইন্দ্রগোপৈঃ রক্ত-কীটবিশেষৈঃ করণৈঃ পাদালক্তস্যাভিব্যক্ততা স্ফুটমাসীৎ। তথা চ তন্মিষেণ পাদাসক্ত এব ভূম্যাং বিরাজতে। ইতি সর্ব্বত্রাপহ্নুত্যলঙ্কারো বোধ্যঃ ॥৫১॥

অবহিত্থাবশতঃ পুনরায় মুদ্রিত রহিয়াছে—এই শোভা মাধুর্য্যই তখন সেই যূথিকা কোরক নিচয় শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে স্মরণ করাইয়া দিল। অমনই শ্রীকৃষ্ণ সেই যূথিকা কোরক সমূহের মালা গাঁথিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাহা চয়ন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে যূথিকা-কোরকের মালা ধারণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধার মৃদু হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥৫০॥ *

আহা! বর্ষা-সমাগমে গগন-শোভি জলদনিচয় শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি লাভ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল যেন শ্রীকৃষ্ণাকান্তি

* তথাহি পদ।—ঝুলনা হইতে, আসিয়া ত্বরিতে নিরখে বেলা। গগনে ফুল তুলিয়া চলিল সত্বরে, সকল আভীরবালা॥ ভরি ফল ফুলে, শাখা সব লোলে, আসিয়া পরশে মূল। সখী সব মিলি, করিয়া ঢামালি, তুলয়ে বিবিধ ফুল॥ সকল কানন মণিতে বান্ধল, পরাগে পূরিত বাট। করি মধুপান, অলি করে গান, ময়ূর ময়ূরী নাট॥ সুগন্ধি করবী, তোলয়ে গরবী, অশোক কিংশুক জবা। এ থল কমল, তোলয়ে সকল, দিনমণি জিনি আভা॥ জাতি যূথী তথি, তোলল যুবতী মল্লিকা মালতী চাঁপা। পুন্নাগ কেশর, তোলয়ে নাগর, গঢ়ল বিনোদ ঝাঁপা॥ রসিক নাগর, গুণের সাগর, কুসুম রচনা করে। হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া, রাই দিবার তরে॥ ভুজ যুগ তুলি, রাই সুবদনী, তোলয়ে লবঙ্গ ফুল। রসিক শেখর, হইলা বিভোর দেখিয়া ভুজের মূল॥ ফুল ঝাঁপা লইয়া, যতন করিয়া রাইক নিকটে আসি। ধনির আচলে, দিলেন বিভোলে, ফুলের সহিত বাঁশী॥ পাইয়া মুরলী, রাধিকা সে বেলি, রাখিলা বিশাখা পাশে। বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে, শেখর

কৃষ্ণাভ্রেণাতুল ঘনরসৈঃ সর্ব্বতো বৃষ্যমাণৈ-
রত্যুৎফুল্লাঃ কিল সুমনসঃ পর্ব্ববত্যো লতাশ্চ।
তৎসস্যাল্যোঽপ্যসমসুষমাঃ শং চিরায়াম্বভুবন্
বর্ষাহর্ষং বনমপি যতোঽবর্ষাৎস্বমাঙক্ষীৎ ॥৫২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে হিন্দোলান্দোলন
সুখাস্বাদনো নামৈকাদশঃ সর্গ ॥১১॥

কৃষ্ণবর্ণ-মেঘেন অতুল ঘনরসৈঃ জলৈঃ করণৈঃ সুমনসো মালত্যো লতাশ্চ অত্যুৎফুল্লাঃ এবং পর্ব্বত্য গ্রন্থিমত্যঃ তথা সস্যাল্যোঽপি তত্তৎ বৃক্ষফল-শ্রেণ্যো-ঽপি অসম সুষমাঃ সত্যঃ চিরায় শং সুখং অন্বভুবন্। বৃক্ষাদীনাং ফলং সস্যমিত্য-মরঃ। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘেন অতুল-শৃঙ্গাররসৈঃ করণৈঃ সখ্যালাঃ প্রশস্তসখ্যং রত্যুৎফুল্লাঃ সুমনসঃ শোভন চেতসঃ ফলং পর্ব্ববত্যঃ উৎসববত্যং রলয়োরৈক্যাৎ লতাঃ রতাশ্চ সত্যং চিরায় শং সুখং অন্বভুবন্। যতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিহারাৎ বর্ষাহর্ষ বনমপি হর্ষবর্ষাসু অমাঙ্ক্ষীৎ মমজ্জ ॥৫২॥

ইতি টীকায়ামেকাদশঃ সর্গঃ ॥১১॥

ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাই নাই। আবার সেই নব জলদ-অঙ্কে দামিনীমালা যেন সঙ্গিনী ব্রজ-গোপীদের অঙ্গকান্তিরূপে উদ্ভাসিত এবং ভূমিতলে ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ বর্ষাকীট সমূহ সেই ব্রজাঙ্গনাদের শ্রীচরণের অলক্তক রাগরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥৫১॥

কৃষ্ণবর্ণ নবঘন সর্ব্বত্র অতুল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলে আর তাহাতে সুমনস্ অর্থাৎ মালতী ও ব্রততি শ্রেণী পরম উৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্তা হইল এবং তাহাদের সস্যালি অর্থাৎ সেই তরুলতাদির ফলশ্রেণীও অতুলনীয় সুষমাযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপি সুখানুভব করিতে লাগিল। অহো! যে ঘনরস বর্ষণে এই বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষ-বর্ষায় নিমগ্ন হইয়া গেল। পক্ষান্তরে কথিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ রূপ মেঘ অতুল ঘনরস অর্থাৎ উজ্জ্বল রস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন আর তাহাতে সখ্যালি অর্থাৎ প্রশস্ত সখীগণ অত্যন্ত উৎফুল্লা সুমনস অর্থাৎ উৎসববতী ও রতা (লতা) অর্থাৎ অনুরাগিনী হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আমরি! ব্রজসুন্দরের এই মধুর লীলা বিহারে এই বর্ষা হর্ষ বনও হর্ষ বর্ষায় নিমগ্ন হইয়া গেল ॥৫২॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে হিন্দোললীলা সুখাস্বাদন নাম
একাদশ সর্গ ॥১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

অথতৌ পুরঃসর মনোজ পদ্মিনা-
বনুরাগরাজ-বরবাহিনী-পতী।
প্রসরৎ শিলীমুখ-ভটাভি-বেষ্টিতৌ
যযতুঃ শরৎ-সুখদ নামকাননং ॥১॥
মদিরেক্ষণে! কলয় মঙ্গলং পুরঃ
স্ব মুখস্য চারু মুকুরায়িতং সরঃ।
কনকাম্বুজং চটুল ভৃঙ্গ-বেষ্টিতং
নট খঞ্জনদ্বয় মিহাতিভাতি যৎ ॥২॥

অথানন্তরং ইহ শরদি অনুরাগরূপস্য রাজ্ঞঃ বরবাহিনী-পতী শ্রেষ্ঠ সেনাপতিস্বরূপৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ শরৎসুখদ নাম কাননং যযতুঃ। সেনাপতিত্ব নির্ব্বাহক সামগ্রীমাহ। কথম্ভূতৌ অগ্রেসরঃ কন্দর্পরূপহস্তী যয়োঃ। পুনশ্চ প্রসরৎ শিলীমুখা ভ্রমরা এব ভটা সৈন্যরভিবেষ্টিতৌ। পক্ষে শিলীমুখো বাণস্তদ্‌ যুক্তপদাতিকাভিবেষ্টিতৌ ॥১॥

কৃষ্ণ আহ। হে মদিরেক্ষণে! রাধে! তব মুখস্য মুকুরবদাচরিতং সরঃ কলয় পশ্য। এতেন সরসঃ স্বচ্ছত্বাদি গুণ উক্তঃ। তন্মুখ-প্রতিবিম্বযুক্ত মুকুরস্য সাধর্ম্যমাহ। যদ্‌যস্মাদিহ সরসি মুখসদৃশ কনকাম্বুজাদিকং ভাতি ॥২॥

বর্ষ-হর্ষ-বনমাধুরী দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাশ্যাম যখন অনুরাগ নরপতির প্রধান সেনাপতি-যুগলের ন্যায় শারদ-সুখদ নামক বন-বিভাগে উপস্থিত হইলেন তখন মদন-মাতঙ্গ তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হইল এবং বহুদূর ব্যাপিয়া ভ্রমর নিকর শাণিত শর-বিশিষ্ট পদাতিক বীরের ন্যায় তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল ॥১॥

অনন্তর শারদ-শোভা-সম্ভারে উদ্ভাসিত সেই অপূর্ব্ব বনমাধুরী দর্শন করিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ সহসা নাগরিণীমণি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমরি! মরি! মদির-নয়নে! ঐ দেখ সম্মুখেই এক সুমঙ্গল দৃশ্য। তোমার মুখ-বিম্বি মনোহর

নভসীহ পাণ্ডিমধুরাং বলাহকাঃ
সরসীভিরাশ্রিতচরীং দধত্যমী ।
নিজ সেবকত্বমতি মেদুরং পুন
র্দদুরাভ্যএব কিমু মিত্রতা কৃতে ॥৩॥
অথবা তপেহতুল তপস্বিনীরিমা
নভসি স্ব সর্ব্বধন সন্তুতার্পণৈঃ ।

নভসি বলাহকাঃ মেঘাঃ বর্ষাকালে সরসীভিরাশ্রিতচরীং পাণ্ডিমধুরাং কিঞ্চিদ্ধসরাশ্বেতি সাতিশয়ং দধতি এবং অমী বলাহকাঃ অতিমেদুরং স্নিগ্ধং বর্ষাকালীন নিজ মেচকত্বং শ্যামত্বং আভ্যঃ সরসীভ্যঃ পুনর্দদুঃ। শরৎকালে সরসীনাং মালিন্যাপগমাৎ গভীরতাবশাচ্চ শ্যামত্বস্য প্রত্যক্ষো ভবতি। তয়োঃ পরস্পর মিত্রতার্থং কিং পরীবর্ত্তং কৃতং ॥৩॥

মুকুরের ন্যায় ঐ স্বচ্ছ সরোবর কেমন ঢল ঢল করিতেছে দেখ! আহা! ঐ যে উহাতে তোমারই বদন-বিম্বের ন্যায় একটী কনক-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, তোমার চঞ্চল অলকাবলির ন্যায় চটুলভৃঙ্গ কুল ঐ কনক-কমলকে কেমন বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ যে, তোমারই চরণ দু'টীর মত নটন পর খঞ্জনদ্বয় উহাতে নাচিয়া নাচিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মণি-মুকুরে তোমারই মুখখানি বিম্বিত হইলে এমনইত শোভা ধারণ করে, প্রিয়তমে! ॥২॥

একবার ঐ শ্যামল স্বচ্ছ সরোবরের দিকে, আর ঐ আকাশে পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালার দিকে চাহিয়া দেখ। উহারা কি পরস্পর বর্ণ বিনিময় করিয়া এক্ষণে মৈত্রী বন্ধন করিয়াছে? বর্ষাকালে মেঘ সকল স্নিগ্ধ শ্যামল এবং সরোবর অতিশয় ম্লান পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; কিন্তু ঐ দেখ, এই শরৎ ঋতুতে মেঘ সকল, সরসীর সেই পাণ্ডুতা নিজে গ্রহণ করিয়া যেন স্বীয় স্নিগ্ধ শ্যামত্ব সরসীকে প্রদান করিয়াছে। বস্তুতঃ শরৎকালে সরসী সমূহের মলিনতা অপগত হওয়ায় গভীরতা বশতঃ শ্যাম-শোভা সুন্দররূপেই প্রতিভাত হয়। ৩।

পরিচর্য্যা বিষ্ণুপদ এব লিপ্সবো
লয় মাপুরস্থ সহসাবদাততাং ॥ ৪॥
অভিতোঽপি পশ্য সুমনস্ সুরাগিভিঃ
সুমনস্সু ন কচন রজ্যতেঽলিভিঃ।
তব তেন সভ্য তনুদূনতাং যযৌ
সুমনো ন বেত্তি বদ সত্যমত্ত নঃ ॥ ৫॥

অথবা ভগবৎপদে লয়মিপ্সবো বলাহকাঃ আতপে নিদাঘে জলশোষণ মৃত্তিকাবিদারণাদিনা অতুলতপস্বিনীরিমাঃ সরসীঃ নভসি শ্রাবণে জলরূপ স্বসর্ব্বধনস্য সন্ততার্পণৈঃ নিরন্তর বিতরণৈঃ পরিচর্য্য সহসা অবদাততাং শুদ্ধতামাপুঃ। অবদাততাং সিতেশুদ্ধে ইত্যমরঃ। পক্ষে শ্রাবণে সরসীঃ পরিচর্য্য বিষ্ণুপদে আকাশে লয়মীপ্সবো মেঘা অবদাততাং শ্বেততাং আপুঃ ॥৪॥

হে রাধে! অভিতঃ পশ্য সুমনস্সু রাগিভিঃ অলিভিঃ সুমনস্সু পুষ্পেষু ন রজ্যতে ইতি বিরোধঃ। পরিহারশ্চ সুমনস্সু মালতীষু রাগিভিঃ অন্য সুমনস্সু ন রজ্যতে। সুমনঃ সামান্যে ন রজ্যতে ইতি ইতোঃ। হে সখি! তব সুমনোঽতনুদূনতাং পরম দুঃখিতাং যযৌ ন বা ইতি সত্যং বদ। পক্ষে তাদৃশ মালত্যাদি দর্শনরূপোদ্দীপনবশাৎ তব মনঃ কন্দর্পদূনতাং যযৌ ন বা ॥৫॥

অথবা হে রাধে! নিদাঘকালে জল শোষণ ও মৃত্তিকা বিদারণাদি বশতঃ সরসীসমূহ এক অতুলনীয়া তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে, তখন বিষ্ণুপদে অর্থাৎ আকাশে লয় প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিয়াই যেন ঐ মেঘ সকল শ্রাবণে বারিধারারূপ যথা সর্ব্বস্ব নিরন্তর বিতরণ পূর্ব্বক সরসী কুলের পরিচর্য্যা করিয়াই এইরূপ শুদ্ধতা বা শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত যাঁহারা বিষ্ণুপদে বা ভগবৎপদে লীন হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারাই তপস্যারত জনগণকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পরিচর্য্যা করিয়া শুদ্ধতা লাভ করেন ॥ ৪॥

সুলোচনে! শুধু আকাশের দিকে নয়, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, কি আশ্চর্য্য! পুষ্প-বিলাসী মধুকর নিকর কেবল মালতী পুষ্পেই অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্য কোন পুষ্পের প্রতি অনুরাগ

ইতি মাধবোভিদধ দিদ্ধ দীধিতি
প্রমদামণি মুখ মুদঞ্চিতস্মিতং।
দর মুগ্রতারসরসেক্ষণং ক্ষণং ক্ষণা-
দধয়দ্দৃশোচ্ছলিতয়া ভৃশোৎসুকঃ ॥৬॥

(কুলকম্)

অথ বৃন্দয়োপহৃত মম্বুজং হরিঃ
পরিগৃহ্য হস্ত-নলিনেন শস্তরুক্।
সমজিঘ্রদপ্যভূদ সৌরভৈঃ ক্ষিতৌ
জয়সি ত্বমিত্যলঘু তুষ্টুবে চ তৎ ॥৭॥

ইত্যাভিদধৎ মাধবঃ ইদ্ধাদীধিতিঃ কান্তির্যস্যা এবম্ভূতা প্রমদামণি রাধা তস্যা উদঞ্চিত স্মিতং মুখং উচ্ছলিতয়া দৃশাঽধয়ৎ ॥৬॥

হরিঃ বৃন্দয়া উপহৃতং পদ্মং হস্ত নলিনেন পরিগৃহ্য অজিঘ্রাৎ। পঙ্কং কীদৃশং? প্রশস্তা রুক্কান্তির্যস্য। হে পঙ্ক! ত্বং স্ব সৌরভৈঃ ক্ষিতৌ জয়সি। অলঘু যথাস্যাত্তথা তৎপদ্মং কৃষ্ণস্তুষ্টুবে ॥৭॥

প্রকাশ করিতেছে না। মধুকরের অন্য কুসুম বিলাস পরিত্যাগের কারণে তোমার চিত্ত অতনু-পীড়িত অর্থাৎ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে কি? অথবা মধুকরের এই মালতী প্রিয়তা জন্য, মালতীর এই সৌভাগ্য দর্শন করিয়া উদ্দীপন বশতঃ তোমার চিত্ত "অতনুপীড়িত" অর্থাৎ কন্দর্প-পীড়িত হইয়াছে কি না? আমাকে আজ সত্য করিয়া বল ॥৫॥

রসিকবর শ্রীকৃষ্ণের এই সরস শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া উজ্জ্বল কান্তিময়ী প্রমদামণি শ্রীরাধার মুখ-কমলে মধুর মৃদুহাস্য বিভা ফুটিয়া উঠিল। সরস নয়ন-তারা ঈষৎ উগ্রভাব ধারণ করিল। নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ পরম ঔৎসুক্যভরে উচ্ছলিত দৃষ্টিপুটে প্রিয়তমার সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৬॥

এমন সময় লীলা-সহায়িনী বৃন্দা একটী প্রফুল্ল পঙ্কজ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রশস্তকান্তি পঙ্কজটী

কমল স্তবে সখি ! কৃতে ময়া কথং
বদনং তবাভবদরাল চিল্লিকং।
দর শোণমাং চটুলিতাক্ষ্যবেদিষং
নিজ গৌরব-চ্যবন হেতুকং হি তৎ ॥৮॥
ভবতু ক্রমাদুভয়মেব জিঘ্রতা
যতরস্তবেশ্মধুর-সৌরভাধিকং।

রাধায়া মুখে দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য কৃষ্ণেন কৃতচুম্বনং পদ্মং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎ কুপিতায়াস্তস্যাঃ ক্রোধেহন্যদেব কারণং শ্রীকৃষ্ণঃ কৌতুকববশাদাহ। হে সখি! রাধে! ময়া কমলস্য স্তবে কৃতে তব বদনং অরালচিল্লিকং কুটিলচিল্লিকং এবমীষৎ শোণঞ্চ কথমভবৎ। আং জ্ঞাতং হে চটুলাক্ষি! কমলস্তবে কৃতে সতি তব গৌরবচ্যবনমেব ক্রোধে কারণ মহ অবেদিষং ॥৮॥

ভবতু ক্রমাদুভয়ং জিঘ্রতা ময়া যতরৎ যৎসৌরভাধিকং ভবেৎ তৎ অবেত্য তস্য জয় এব গাস্যতে ॥৯॥

করকমলে গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন এবং কহিলেন—"পঙ্কজ ! এই অতুলনীয় সৌরভের কারণেই তুমি ধরাতলে এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ।" এই বলিয়া সেই কমলের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তারপর শ্রীরাধার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন, কমল-চুম্বন করার কারণে শ্রীরাধা ঈষৎ প্রণয়-কুপিতা হইয়াছেন। কৌতুকপ্রিয় মাধব তখন শ্রীরাধার সেই প্রণয়কোপের অন্যবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—"প্রিয়ে ! আমি প্রফুল্ল-কমলের প্রশংসা করিলাম, তাহাতে তোমার বদন কুটিল ভ্রূভঙ্গীর সহিত ঈষৎ অরুণিম হইল কেন? চটুলাক্ষি ! আমি ইহার কারণ বুঝিয়াছি, তোমার বদন-কমলের স্তুতি না করিয়া এই সামান্য কমলপুষ্পের স্তুতি করায় তোমার গৌরব হানি হইয়াছে এবং তাহাতেই ক্রোধে তোমার বদনখানি অরুণিম হইয়াছে ॥৮॥

যাহা হউক এখন তোমার বদন-কমল এবং এই বনজ কমল

তদবেত্য তস্য জয় এব সর্ব্বদা
নিজ বেণুনাপ্যলঘু গাস্যতে ময়া ॥৯॥
ইতি তাং নিগদ্য তদলক্ষিতং হরিঃ
পরিচুম্ব্য তন্মুখ মুবাচ বিস্মিতঃ।
অহহাতুলঃ পরিমলোঽয়মেবতৎ
সখি! নানৃতং ত্বমপি মে সমক্রুধঃ ॥১০॥
(বিশেষকং)
ধিগরে! বৃথৈব পরিফুল্ল! মূঢ় কিং
ত্রপসে ন জৈত্র বনিতাস্য সন্নিধৌ?

তত্তস্মাৎ হে সখি! ত্বং মে মহ্যং ন অনৃতং অক্রুধঃ অপিতু ত্বয়া যথার্থ এব ক্রোধঃ কৃতঃ ॥১০॥

যস্য স্তুত্যা তব রোষোঽজনিষ্ঠ তন্নিন্দয়ৈবতাং প্রসাদয়ামীত্যাভিপ্রায়েণাহ। ধিগরে ইতি অরে মূঢ়! ত্বং বৃথৈব পরিফুল্ল কিং জয়শীল বণিতায়া মুখসন্নিধৌ

যথাক্রমে এই উভয় কমলকে আঘ্রাণ করিয়া যাহার মধুর সৌরভ অধিক বোধ হইবে, কেবল তাহারই জয়-গাথা আমি মুরলীতে সর্ব্বদা অলঘুস্বরে গান করিব ॥৯।

শ্রীরাধাকে এই কথা বলিয়াই বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে শ্রীরাধার বদন-কমলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন-রেখাঙ্কন করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন—"আহা হা! প্রিয়তমে! তোমার বদন-কমলেই অতুল পরিমলের পরাবধি! অতএব তুমি আমার প্রতি বৃথা ক্রোধ প্রকাশ কর নাই—বুঝিয়াছি ॥১০॥

তারপর বিদগ্ধরাজ মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "যাহার প্রশংসা করায় শ্রীরাধার রোষ উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার নিন্দাবদে করিয়া তাহাকে প্রসন্না করি।" এই অভিপ্রায়ে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ওরে মূঢ়! তোকে ধিক্! তুই বৃথা প্রফুল্ল হইয়াছিস্। তোকে যে জয় করিয়াছে,

নিজ পঙ্কজত্ব-জলজত্বয়োর্দ্বয়ো
অনুরূপমেব শঠ! চেষ্টসেঽথবা ॥ ১১॥
তরুবল্লি লাস্য বিধি শিক্ষণং প্রতি
ক্ষণমেব সক্ষণ মিতো বিতন্বতা।
তদুপাহৃত স্ব মকরন্দ-সৌরভো-
চ্চয়দক্ষিণাভি রপি ন প্রসীদতা ॥১২॥
শৃণু কোপনে! তব মুখাম্বুজাঞ্চলো
ত্তটমেব কিং নটয়তা নভস্বতা।

ন ত্রপসে? অথবা হে শঠ! তব পঙ্কাজ্জাতত্বং তমপি জড় এব। তথাচ তয়োরনুরূপং চেষ্টসে যতঃ ফুল্লমসি ॥ ১১॥

পদ্মপ্রভৃতি পুষ্পতোঽপি রাধায়া মুখসৌরভস্যাধিক্যে শ্রীকৃষ্ণো বায়ুমেব প্রমাণয়তি দ্বাভ্যাং। হে কোপনে! রাধে! শৃণু। তরুবল্লীনাং প্রতিক্ষণং নাট্যবিধৌ শিক্ষণং বিতন্বতা বিস্তারয়তা অতএব তস্মিন্ শিক্ষণে তরু প্রভৃতি-ভিরুপহারত্বেন কল্পিতাভিঃ স্বমকরন্দ সৌরভসমূহরূপ দক্ষিণাভিরপি অপ্রসীদতা নভস্বতা বায়ুনা কিন্তু তব মুখাম্বুজস্য "ঘোঘট" ইতি প্রসিদ্ধ অঞ্চলীতটমাত্রং

সেই সুন্দরী বরেণ্যার বদন সান্নিধ্যে এমনভাবে প্রফুল্ল হইয়া থাকিতে কি তোর লজ্জা হইল না? অথবা রে শঠ! তুই 'পঙ্কজ' ও 'জড়জ' বলিয়া এই দুইয়ের অনুরূপই চেষ্টা করিতেছিস্, জড়ের পুত্র,—তুইও জড়, তাই এখনও প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্ ॥১১॥

প্রাকৃত কমলাদি পুষ্প অপেক্ষাও শ্রীরাধার বদন কমল যে অতি সুরভি, ঐ মন্দানিলই তাহার প্রমাণ। শুন কোপনে! ঐ মন্দানিল তরু-লতাবলীকে প্রতিক্ষণ উৎসবের সহিত নৃত্য-কলা শিখাইয়া থাকে; এই শিক্ষা দানের নিমিত্ত কুসুমিত তরুলতাগণ নিজ মকরন্দ সৌরভচয় দক্ষিণা স্বরূপে তাহাকে উপহার প্রদান করিলেও সে তাহাতে প্রসন্ন না হইয়াই তোমার মুখাম্বুজের ঘোমটার অঞ্চলতট মাত্র নাচাইতেছে, তাহাতে ঐ নটনের দক্ষিণারূপে কল্পিত তোমার মুখাম্বুজের সুদুর্লভ পরিমল নিচয় লাভ করিয়াই "আমি আজ ধন্য

প্রতিলভ্য তৎ পরিমলান্ স্ফুরন্ ভা-
নহ মদা ধন্য ইতি নাভ্যমন্যত ॥১৩॥
(যুগ্মকং)

ললিতাহ যস্য দর গন্ধমাত্রত
স্তমুদার মুন্মুর হরাভিলক্ষ্যসে।
মকরন্দ মস্য কিমু হাস্যসি ত্বমি-
ত্যতি শঙ্কয়া কবলিতাং করোষি মাং।১৪॥

সখি! মা বিষীদ কতি বা ন মাধুরী
সরিতঃ স্রবন্তি পরিতো যতোহনিশং।
সকৃদেব পঙ্ক স্পৃষন্তি পানতঃ
সরসোহস্য কিং নু ভবিতা দরিদ্রতা?॥১৫॥

নটয়তা তেন নটনস্য দক্ষিণাত্বেন কল্পিতান্ তব মুখস্য পরিমলান্ প্রতিলভ্য অহমদ্য ধন্য ইতি কিং নাভ্যমন্যত? অপিতু অমন্যত এব। তথাচ পবনঃ আত্মনা ধন্যং মন্যতে স্মেত্যর্থঃ ॥১২-১৩॥

যস্য মুখস্য গন্ধমাত্রাৎ ত্বং উদারমুৎ অভিলক্ষ্যসে অতস্তং অস্য মুখস্য মকরন্দং কিং হসসি? ইতি শঙ্কয়া ত্বং মাং কবলিতাং গ্রস্তাং করোষি ইতি শঙ্কাযুক্তাং মাং করোষীত্যর্থঃ ॥১৪॥

হে সখি! ললিতে! মা বিষীদ, যতো রাধায়া মুখরূপ সরোবরস্য অনিশং নিরন্তরং পরিতঃ মাধুরীরূপপরিতো নদ্যঃ কতি বা ন স্রবন্তি? অতোহস্য সরসঃ পঙ্কষড়ং বিন্দোঃ সকৃৎ পানতঃ কিং দরিদ্রতা ভবিতা? ॥১৫॥

হইলাম” এইরূপ মনে করিতেছে না কি? বাস্তবিকই ঐ পবন আজ নিজেকে অতি ধন্য মানিতেছে ॥১২॥১৩।

শ্রীকৃষ্ণের এই সরস বাগ্বিলাস শ্রবণ করিয়া ললিতা হাস্য ফুল্লাধরে কহিলেন—“ওহে মুরহর! যে মুখ-কমলের ঈষৎ গন্ধ মাত্র পাইয়াই তোমাকে উদ্দাম আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দেখিতেছি; এখন সে মুখাম্বুজের পরিমল আস্বাদন পরিত্যাগ করিতেছ কেন? তুমি আমাকে এই এক অতিবড় আশঙ্কায় কবলিতা করিলে?॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—“সখি! ললিতে! বিষাদিতা হইও

ইতি সব্যদোর্ভুজগ-পাশ-বেষ্টনৈঃ
স্ববলাদ্বশীকৃততনো র্নতভ্রুবঃ।
অধরামৃতং যদপিবত্তদুত্থিতা
বদনদ্বয়দ্যুতি রভীতৃপৎ সখীঃ ॥১৬॥
প্রতিবর্ত্ম কুঞ্জ সরসী সরিন্নগং
রমমাণ এব মনুরাগিণীগণৈঃ।
নিখিলাটবী-মুকুটভূত মুল্লসৎ
পরিধীয়মান যামুনং বনং যযৌ ॥১৭॥

তৎ অধরামৃতং অপিবৎ তেন পানেন উত্থিতা যা তয়োর্ব্বদনদ্বয়স্য দ্যুতিঃ সা সখীঃ অতীতৃপৎ ॥১৬॥

অনুরাগিণীগণৈঃ সহ কর্ম্মাদিকং প্রতিবর্ত্ম-কুঞ্জ-পর্ব্বতাদৌ তথা চ বর্ত্মনি কুঞ্জে কুঞ্জে এবং রীত্যা বোধ্যং। রমমাণঃ কৃষ্ণঃ। পরিধিমণ্ডলং তদিবাচরন্তী যমুনা যত্র তথাভূতং বৃন্দাবনং যযৌ ॥১৭॥

না। তোমাদের প্রিয়সখীর মুখ-সরোবর হইতে যখন মাধুরীর অসংখ্য সরিৎ-প্রবাহ নিরন্তর চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহা হইতে পাঁচ বিন্দু একবার পান করিলে ঐ সরোবরের দরিদ্রতা হইবে কি?" ॥১৫॥

এই বলিয়া নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহু-ভুজগ-পাশে সেই সুলোচনা শ্রীরাধার অঙ্গ-লতিকাকে বেষ্টন পূর্ব্বক স্ববলে আয়ত্তাধীন করিলেন; পুনঃ পুন তাঁহার অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। তাহাতে রসিক রসিকার বদন যুগলের সম্মিলনে যে অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইল তদ্দর্শনে সখীগণের হৃদয়ে এক উদ্দাম আনন্দ তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ॥১৬॥

এইরূপে রসিকেন্দ্রমণি সেই অনুরাগিণীগণের সহিত পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতি সরোবরে প্রতি সরিতে প্রতি পর্ব্বতে বিহার করিতে করিতে নিখিল বনরাজির মুকুট রূপে উল্লসিত যমুনা তটবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন ॥১৭॥

কলহংস-চক্র-কলহং কলাপদং
কৃত কর্ণ-কৈরব কুতূহলং দধৎ ।
সততং নগৈ রসততং ফলোচ্চয়ং
কলয়দ্ভিরেব বলয়চ্ছিখৈ র্বৃতং ।।১৮।।
স্ফটিকেন্দ্রনীল কুরুবিন্দ-হাটকৈ
রচিতাস্তি যত্র বহুতীর্থ-মণ্ডলী ।

বৃন্দাবনং কথম্ভূতং ? কলহংসচক্রবাকানাং কলহং দধৎ । তাদৃশং কলহং কীদৃশং কলানাং বৈদগ্ধীনাং আস্পদং । পক্ষে কলহংসাদীনাং কলং হন্তীতি তৎ তদাপিচ কলানাং মধুর শব্দানামাস্পদ মিতি বিরোধাভাসঃ । পুনশ্চ কলহং কীদৃশং কৃত কর্ণরূপ কৈরবাণাং কুতূহলং যেন । অতএবাত্র কৈরবপদাত্ত কলানা আস্পদ চন্দ্রস্বরূপ মিত্যর্থোঽপি বোধ্যঃ । পুনশ্চ নগৈঃ সততং বৃতং । নগৈঃ কীদৃশৈঃ রসেন ততং বিস্তৃতং ফল সমূহং কলয়দ্ভিঃ পুনশ্চ বলয়ন্তী পরস্পরং বেষ্টয়ন্তী শিখা অগ্রভাগো যেষাং । সর্ব্বেষামগ্রভাগানাং সমতয়া স্থিতিরিত্যর্থঃ । পক্ষে সততং নগৈরততং অসততং নগৈর্বৃতমিতি বিরোধাভাসশ্চ ॥১৮॥

যত্র বৃন্দাবনে ঘাট ইতি প্রসিদ্ধা তীর্থমণ্ডলী অস্তি । কুরুবিন্দঃ মুগা ইতি

আমরি ! সেই শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-মাধুরী কি মনোহর ! তথায় কলহংস ও চক্রবাকগণের কলহ বিবিধ বৈদগ্ধীর নিলয়, অথবা সে রমনীয় স্থান কলহংসাদির কল ধ্বনি ধ্বংস করিলেও এক মধুরাস্ফুট শব্দের আলয় রূপে শোভমান এবং সেই কলহ কর্ণ-কৈরবের কুতূহল বিধান করিয়া থাকে । এস্থলে "কৈরব" পদ প্রয়োগে এবং পূর্ব্বোক্ত "কলাস্পদ" বাক্যে ষোড়শ কলার আস্পদ চন্দ্রকেও বুঝাইতেছে । অতএব চন্দ্রের ন্যায় এই শ্রীবৃন্দাবনধামও নিখিল তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং যে সকল সুরসাল-ফল-ভার বিশিষ্ট বিটপীশ্রেণী শ্রীবৃন্দাবনকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহাদের শিখা অর্থাৎ অগ্রভাগ পরস্পর সম্মিলিত হওয়ায় সমরূপে অবস্থিত ।।১৮।।

শ্রীবৃন্দাবনে তপন-তনয়ার তটবর্ত্তি "ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ যে

প্রতিবিম্বিতা তদিতরেতি সৈবনূনং
ভ্রময়ত্যশীতকিরণাত্মজাম্ভসি ॥১৯॥
তত্ত্বপর্য্যমন্দরুচি কুঞ্জপুঞ্জভাক্
কুসুমাটবী লসতি যত্র সর্ব্বতঃ।
অলি-মঞ্জু-গীত-জনরঞ্জি খঞ্জন-
ব্রজহারিনাট্য-পরিপাট্যনেকধা ॥২০।
নবমালিকা-বকুল-কুন্দ-কেতকী-
করবীর-কেশর-কদম্ব-চম্পকৈঃ।

প্রসিদ্ধঃ। অশীতকিরণাত্মজায়া যমুনায়া অম্ভসি প্রতিবিম্বিতা সা তীর্থমণ্ডলী তদিতরা স্বস্মাদন্যা তীর্থমণ্ডলী ইতি নূনং ভ্রময়তি ॥১৯॥

যত্র কুঞ্জে মুক্তকুসুমাটব্যা উপরিদেশে ভ্রমরাণাং মঞ্জুগীত এব জনরঞ্জি খঞ্জন সমূহস্য অনেকধা মনোহরা নাট্যপরিপাটীবর্ত্ততে ॥২০॥

যত্র বৃন্দাবনে অশ্রমিভিঃ অমরহিতৈর্নবমালিকাভিঃ সদা বলিতা বেষ্টিতা ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। পক্ষে আশ্রমিভিঃ। যথা ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়াদ্যা-

---

সকল তীর্থমণ্ডলী বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ফটিক, ইন্দ্রনীলমণি, কুরুবিন্দ (ব্রজে মুগা নামে প্রসিদ্ধ) এবং সুবর্ণ দ্বারা বিরচিত। সেই সকল ঘাট শ্রীযমুনার স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দুইটী ঘাটরূপে দর্শকবৃন্দের ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। উপরের এই অপূর্ব্ব ঘাটের অনুরূপ জলমধ্যেও আর একটী আছে, বলিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়া থাকেন ॥১৯।

এই ঘাটের উপরিভাগে অমন্দ শোভাসম্পন্ন কুঞ্জ-পুঞ্জবিশিষ্ট কুসুম-কানন বিরাজিত। তথায় কুঞ্জেকুঞ্জে মধুপ নিকর মঞ্জু ঝঙ্কারে গান করিতেছে এবং জনরঞ্জনকারি খঞ্জননিচয় অনেক প্রকার মনোহর নৃত্য-পারিপাট্য প্রদর্শন করিতেছে ॥২০॥

আহা! কি সুন্দর! বকুলাদি তরুগণ নবমল্লিকাদি বল্লীবধূ-গণের সহিত মিলিত হইয়া যেন গৃহাশ্রমীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি আশ্রমিগণ যেরূপ গ্রামের মধ্যে এক

অতিমুক্ত-জাতি-শতপত্র-কুব্জকৈ-
র্গিরি-মল্লিকা-কনক-যূথিকাদিভিঃ ॥২১॥
পনসাম্র লাঙ্গুলিসুবাক-গোস্তনী
কদলী করঞ্জ বরকেক্ষু-কোলিভিঃ।
ধবনিম্ব-পিপ্পল-বটাক্ষঃ কিংশুকৈঃ
কলিতা সদাশ্রমিভিরেব যত্র ভূঃ ॥২২॥
(যুগ্মকং)
চতুরস্তরুণ সহরুচশ্চতুর্দ্দিশং
ব্রততিদ্বয় দ্বয় সমাক্রমাঞ্চিতান্।

শ্রমিণো জনা গ্রামে ক্রমশঃ একপ্রদেশে ব্রাহ্মণা অন্যপ্রদেশে ক্ষত্রিয়াদয়ো বসন্তি তথা ইত্যর্থঃ। বকুলাদিভিবৃক্ষৈর্নবমালিকা কনকযূথিকাদি লতাসাহিত্যেন আশ্রমিভি গৃহাশ্রমিতুল্যৈ রেতৈঃ সদা কলিতাযুক্তা ভূর্যত্র বৃন্দাবনেঽস্তীতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতিমুক্তো মাধবীলতা। শতপত্রকুব্জকৌ বৃক্ষভেদৌ। গিরিমল্লিকা কুটজঃ। অথ কুটজঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকেত্যমরঃ। নারিকেলস্তু লাঙ্গলীত্যমরঃ। মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষেত্যমরঃ ॥২১।২২॥

অধুনা কুঞ্জরচনা প্রকারমাহ। চতুর্দিক্ষু চত্বারো বৃক্ষা একরূপা স্তেষাং মধ্যে একৈকবৃক্ষস্য পার্শ্বদ্বয়ে লতাদ্বয়স্য বেষ্টনং বিটপৈঃ করণৈ স্তৈ বৃক্ষা

প্রদেশে ব্রাহ্মণ অন্য প্রদেশে ক্ষত্রিয় অন্যপ্রদেশে বৈশ্যাদি এইরূপ যথাক্রমে বাস করিয়া থাকেন সেইরূপ এই বকুল, কেশর, কদম্ব, করবীর, চম্পক, শতপত্র, কুব্জক, প্রভৃতি তরুগণও নবমল্লিকা, কুন্দ কেতকী, মাধবী, জাতি, গিরিমল্লিকা, স্বর্ণ যূথিকাদি লতাবধূগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে এবং আম্র, পনস, নারিকেল, গুবাক, কদলী, করঞ্জ, বারক, ইক্ষু কোলি, ধব, নিম্ব, পিপ্পল, বট, অক্ষ, কিংশুকাদি তরুগণ, দ্রাক্ষাদি লতা বধূগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয় ও ফলদানে গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন করিতেছে ॥২১॥২২॥

আর ঐ কুঞ্জ-বিতানগুলি কেমন সুন্দর ভাবে রচিত হইয়াছে

বিটপৈঃ পরস্পরমুপর্য্যুপর্য্যতা-
নিহ কুঞ্জ ইত্যাভিদধাতি কোবিদঃ ॥২৩॥
ততশাখতাং স চ গতস্তথা বভৌ
ধৃতপুষ্প-পল্লব-দলাচ্ছ-গুচ্ছকঃ।
বড়ভী শিখা শিখর ভিত্তি তোরণ
প্রতিহাররাজি মণিমন্দিরং যথা ॥২৪॥
চতুরস্রতাং ক্বচন চাষ্টকোণতাং
বলয়াকৃতিঞ্চ স ভজন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
নিজনাথয়ো রতমু কেলয়ে মনো-
নয়ন প্রমোদ্যলঘু যত্র রাজতে ॥২৫॥

পরস্পর উপর্য্যুপরি গ্রথিতা ভবন্তি। তথা সতি এতান্ বৃক্ষান্ কোবিদঃ ইত্যভিদধাতি ॥২৩॥

ধৃত পুষ্প-পল্লবাদিকঃ স চ কুঞ্জঃ বলভ্যাদিভির্বিরাজমানং মণিমন্দিরং যথাভবতি তথা বিস্তৃতশাখতাংগতঃ সন্ বভৌ ॥২৪॥

স চ কুত্রবিৎ চতুরস্রতাং কুত্রচিৎ অষ্টকোনতাদিকং ভজন্ নিজনাথয়োঃ কন্দর্পক্রীড়ার্থং যত্র বৃন্দাবনে অলঘু যথাস্যাত্তথা রাজতে ॥২৫॥

দেখ! চারিদিকে চারিটী নবীন বৃক্ষ, তাহাদের মধ্যে আবার এক একটী বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের উভয়পার্শ্বে লতিকাদ্বয়ের নিবিড়বেষ্টন এবং পরস্পর উপর্য্যুপরি শাখায় শাখায় গ্রথিত হইয়া অতি সুন্দর-ভাবে শোভা পাইতেছে। পণ্ডিতগণ ইহাকেই কুঞ্জ বলিয়া থাকেন ॥২৩॥

সেই বিস্তৃত শাখা-বিশিষ্ট কুঞ্জতরু, পুষ্প পল্লব, দল, স্তবক ও গুচ্ছে সুশোভিত হইয়া, বলভী শিখা-শিখর-ভিত্তি-তোরণ-প্রতিহার সমন্বিত মণি-মন্দিরের ন্যায় কেমন মনোহর দেখাইতেছে ॥২৪॥

এই কুঞ্জনিচয় কোথায় চতুষ্কোণ, কোথায় অষ্টকোণ কোথাও বা বলয়াকৃতি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের কন্দর্প-ক্রীড়ার নিমিত্ত নয়ন মনকে অতিশয় প্রমোদিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে ॥২৫॥

শুকশারিকা চটক কেকি-কোকিলৈ
রলি-চাষ-তিত্তিরি-কলিঙ্গ-চাতকৈঃ।
কলবাক্ চকোর চরণায়ুধাদিভি
র্ধ্বনিতৈব যত্র বত ভাতি দিক্‌ততিঃ ॥২৬॥
রুরুশল্য-কীশ-মহিষৈঃ সমৃরুভিঃ
সৃমরৈশ্চমূরু-কপিলা-শশাদিভিঃ।
বিহরদ্ভিরেব কিল যত্র নীয়তে
সময়োঽতি সৌহৃদ মিথোঽবলেহনৈঃ ॥২৭॥
অহি বক্ত্র বহ্নিহবনাত্তনোশ্চিরা-
ম্মলয়ানিলৈঃ শ্রিত তপোবলর্দ্ধিভিঃ।

যত্র বৃন্দাবনে শুকাদিপক্ষিভির্ধ্বনিতা দিক্‌ততির্ভাতি। কলবাক্ পারাবতঃ ॥২৬।

রুরু প্রভৃতি মৃগভেদৈর্বিহরদ্ভি রেবাতিসৌহৃদেন পরস্পরাবলেহনৈঃ করণৈ যত্র সময়ো নীয়তে ॥২৭॥

মলয়ানিলৈ স্তপস্যা কৃত্বা স্বর্গ কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি গমনেন ভূরি পুণ্য-বিশিষ্টৈ স্তৈঃ পুণ্য প্রভাবেনৈব যাং যাং ভূমিং প্রাপ্য স্বর্গাদিভ্যোঽপি অধিকাং কাঞ্চন চমৎকৃতিং উপলভ্য প্রতনাতি যথাস্থ্যাত্তথা যত্র বৃন্দাবনে সদোয্যতে

আহা! ঐ দেখ, শুক, শারিকা, চটক, ময়ূরী, কোকিল, ভ্রমর চাষপক্ষী, তিত্তিরী, কলিঙ্গ, চাতক, পারাবত, চকোর ও চরণায়ুধ প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিগণের কলশব্দ মুখরিত বৃন্দাবনের দিগ্বলয় কেমন শোভা পাইতেছে ॥২৬॥

রুরু শল্লকী, মহিষ, সমুরু, সৃমর, চমরু, কপিলা ও শশ প্রভৃতি নানাবিধ পশুনিচয় অতীব সৌহার্দ্দ্য সহকারে পরস্পর অবলোকন করিয়া কেমন পরমানন্দে সময় যাপন করিতেছে, দেখ ॥২৭॥

আর এই মলয়ানিল, মলয় পর্ব্বত-স্থিত বিষধরের বদন-বহ্নিতে বহুকাল নিজ তনু আহুতি প্রদান করিয়া যে তপোবল-রত্ন লাভ করিয়াছে সেই তপস্যা প্রভাবে স্বর্গের-নন্দন-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক

কৃত নন্দনাক্র কুসুমোপগূহণে-
রমরাঙ্গণাঙ্গ পরিশীলনাদৃতৈঃ ॥২৮।
সুরদীর্ঘিকা-সলিল-পাবিত্তাত্মভি
র্গিরিজা সরঃ কমল রেণুরুষিতৈঃ।
কমলালয়া-রমণ কেলি-পাদপ-
প্রচয় প্রসুণ-মকরন্দ-নন্দিতৈঃ ॥২৯॥
অথ ভূরিপুণ্য পরিণামচুম্বিতৈ
রস্তিপন্থ যামবমতান্যবাসনৈঃ।
উপলভ্য কাঞ্চন চমৎকৃতিং পরাং
শ্রিতনীতি যত্র হৃষিতৈঃ সদোষ্যতে ॥৩০॥
(বিশেষকং)

বাসঃক্রিয়তে ইতি তৃতীয়শ্লোকেন সহান্বয়ঃ। মলয়ানিলৈঃ কথম্ভূতৈঃ মলয় পর্ব্বতীয় সর্পবক্ত্রূপে বল্কৌ চিরকালঃ ব্যাপ্য স্বতনো হবনাৎ প্রাপ্ত তপো-বলসম্পত্তিভিঃ। স্বর্গস্থনন্দনবৃক্ষালিঙ্গনাদিভি স্তেষাং সৌগন্ধ্যমানীতং ॥২৮॥
সুরদীর্ঘিকেতি শৈত্যমানীতং কমলালয়া লক্ষ্মীস্তস্যা রমণো নারায়ণঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ ব্রজভূমিবাসেন অবজ্ঞাতা অন্যত্রবাসে বাসনা যৈঃ। শ্রিতনীতী-ত্যনেন তেষাং মান্দ্যমানীতং ॥২৯॥৩০ ॥

দেব-কুসুম স্পর্শ ও দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গ পরিশীলন করিয়া তাহাদের সৌগন্ধ্য আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু এই পরস্ব ও পরনারী স্পর্শে যে পাপ-সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা সুর-দীর্ঘিকার সলিল-সংস্পর্শে বিদূরিত হওয়ায় পরম পবিত্র হইয়া এবং তাহার শৈত্যগ্রহণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করে। তথায় গিরিজা-সরোবরশোভি প্রফুল্ল শত-দলের পরাগ-পরিমলে চর্চ্চিত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করে, তথায় কমলাকান্ত নারায়ণের কেলিপাদপ-সমূহের পুষ্প-মকরন্দে নন্দিত হইয়া বিপুল পুণ্যফলে অবশেষে এই বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছে। এই ব্রজভূমি প্রবেশমাত্র সুরলোক, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক অপেক্ষাও কোন অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া অত্র

মৃগবৃক্ষ-পক্ষিষু পুরোবলোকিতে-
ষ্বতি রামনীয়ক মনোক্ষিহারিণঃ।
অভিধামপৃচ্ছদিহ কস্য কস্যচি-
ন্নিজ তর্জ্জনীং মধুর মুন্নমর্য্য সা ॥৩১॥
স্বকরেণ নব্যকুসুমানি মানিতা-
ন্যবচিত্য তানি তনুবল্লি-তন্তুভিঃ।
বিরচর্য্য হার কটকাঙ্গদাদি ত-
ন্মিথুনং মিথঃ সপদি ভূষয়দ্বভৌ ॥৩২॥

মৃগবৃক্ষপক্ষিষু মধ্যে মনোনেত্রহারিণঃ কস্যাচিৎ অভিধাং সা রাধিকাতর্জ্জনী মুন্নময্যাপৃচ্ছৎ ॥৩১॥

তানি কুসুমানি বল্ল্যা বল্কলস্য সূক্ষ্মসূত্রৈঃ করণৈঃ হারাদিভূষণং বিরচয্য তন্মিথুনং পরস্পরং ভূষয়ৎ বভৌ ॥৩২॥

বাস-বাসনাকে অবজ্ঞা করিতেছে এবং তাহাদের এই মান্দ্য-নীতি অবলম্বন করিয়াই এখানে হর্ষভরে সর্ব্বদা বাস করিতেছে ॥২৮॥২৯॥৩০॥

নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের শারদীয়া শোভা-মাধুরী বর্ণনা করিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইতে দেখাইতে গমন করিতেছেন। আর প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা পুরোভাগে যে সমুদয় মৃগ, পক্ষী ও তরুলতাদি অবলোকন করিতেছেন তন্মধ্যে যেগুলি রমণীয় ও মনোনয়নহারী তাহাদের কাহারও কাহারও নাম স্বীয় তর্জ্জনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কখন বা সেই প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল নব-বিকসিত কুসুম-নিচয় স্বহস্তে চয়ন করিয়া আনিতেছেন এবং সূক্ষ্ম লতাতন্তু দ্বারা সেই সকল মনোহর পুষ্পের হার, কটক, অঙ্গদ, প্রভৃতি ভূষণ রচনা করিয়া পরস্পরকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পরিধাপনে কুসুম মণ্ডনস্য কিং
স্ব কুচৌ প্রতি ত্বমতিশঙ্কসে প্রিয়ে।
কলয়াস্মি নির্ব্বিকৃতিরেব বর্ণিতা
বরবর্ণিতা শ্রুতিভিরেব মে মুহুঃ ॥৩৩॥
সখি কুন্দবল্লি! বদ সত্যমস্য কিং
বরবর্ণিতা ভবতি সাধু বা ন বা?
নিজ দেববস্য চরিতং প্রজাবতী
যদাবৈতি তৎ কিমপরো জনঃ কচিৎ ৩৪॥
বরবর্ণিনী ত্বমসি রাধিকে! ততো
বরবর্ণিতাং মৃগয়সেঽস্য যত্নতঃ।

হে রাধে! পুষ্পমণ্ডনস্য পরিধাপনে স্বকুচৌ প্রতি কথং শঙ্কসে? তব কুচস্পর্শেঽপি অহং নির্ব্বিকারোঽস্মীতি পশ্য। যতো মম বরবর্ণিতা শ্রেষ্ঠব্রহ্মচর্য্যং গোপালতাপনী শ্রুতিভি মুর্হুর্বর্ণিতা ॥৩৩॥

প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া ॥৩৪॥

বিদগ্ধশেখর পাছে বক্ষোজ স্পর্শ করেন, এই শঙ্কা-সঙ্কোচে শ্রীরাধা যেমন স্বীয় বক্ষোবাস সংযত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"প্রিয়ে! আমি তোমাকে পুষ্প-ভূষণ পরাইয়া দিতেছি, ইহাতে তুমি স্বীয় বক্ষোজ স্পর্শাশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এই দেখ, আমি তোমার বক্ষোজ-কমল স্পর্শ করিতেছি, অথচ কেমন নির্ব্বিকার রহিয়াছি দেখ। সুন্দরি! বিকার না হইবারই কথা! যেহেতু আমার এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের কথা গোপাল-তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে পুনঃ পুন বর্ণিত হইয়াছে ॥৩৩॥

প্রিয়তমের এই রস-বৈদগ্ধী প্রকাশে শ্রীরাধার বিম্বাধরে মধুর হাস্য কৌমুদী ফুটিয়া উঠিল। তিনি কুন্দলতাকে কহিলেন—"সখি! কুন্দবল্লি! সত্য করিয়া বল, প্রকৃতই উঁহার উত্তম ব্রহ্মচর্য্য আছে কি না? ভ্রাতৃজায়া যেমন নিজ দেবরের চরিত্র ভালরূপ জানে, তেমন অপর ব্যক্তি কি কোথাও জানিতে পারে? ॥ ৩৪ ॥

গর্ত্ত শঙ্কতা সতত সঙ্গতো তথা
স্বসতীত্ব সিদ্ধিরিতি তে কিলাশয়ঃ ॥৩৫॥
সখি! তাপনীং শ্রুতিমহো ন বেদ কো
বিদিতশ্চ রৌদ্রমুনি রত্রি-নন্দনঃ।
মম বর্ণিতাং প্রতিগৃহং স বক্ষ্যতি
ক্ষণমত্র তদ্ভজরহো ময়া সমং ॥৩৬॥

কুন্দবল্লী আহ। হে রাধে! ত্বং বরবর্ণিনী ব্রহ্মচারিণী। পক্ষে শ্রেষ্ঠ-বর্ণযুক্তা অসি। তত এব হেতোঃ অস্ম বরবর্ণিত্বং যত্নতঃ মৃগ্যসে। তত্রান্বেষণে তে ভব আশ্রয়দ্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণেন সহ সতত সঙ্গমে নিঃশঙ্কত্ব তথা স্বস্য সতীত্ব প্রসিদ্ধ্যর্থঞ্চ ॥৩৫॥

অত্রিনন্দনো দুর্ব্বাসা। রৌদ্রো রুদ্রোপাসকমুনিঃ প্রতিগৃহং বক্ষ্যতি। ত্বং তু ময়া সহ ক্ষণং রহো ভজ ॥৩৬॥

কুন্দলতা সহাস্যে কহিলেন—"রাধিকে! তুমি নিজে ব্রহ্ম-চর্য্যচারিণী, তাই আমার দেবরের ব্রহ্মচর্য্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিতেছ। ইহাতে তোমার দুইটি আশয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত সঙ্গমে নিঃশঙ্কতা এবং নিজের সতীত্ব প্রসিদ্ধি। তুমি যেমন ব্রহ্মচারিণী সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইলে প্রকাশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে তোমার কোন আশঙ্কা বা অন্তরায় থাকিবে না এবং লোকেও তোমাকে অসতী বলিতে পারিবে না—কেমন, ইহাই ত' তোমার অভিপ্রায় সখি!" ॥ ৩৫ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! প্রিয়তমে! হায়! তাপনী-শ্রুতিকে কে না জানে? রুদ্র-উপাসক, অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসা ঋষিও তাহা অবগত হইয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের কথা লোকের গৃহে গৃহে ঘোষণা করিয়া বেড়ান। অতএব তুমি এস্থলে আমার সহিত ক্ষণকাল নির্জ্জনে বিহার কর। ৩৬ ॥

চপলত্ব নিস্ত্রপতয়োঃ রূপাদদৎ
পুরু সারভাগমিহ নির্ম্মমে স্ফুটং।
ললিতে বিধিঃ পুরুষজাতিমীক্ষ্যতা
মলিরত্র বল্লিষু গতঃ প্রমাণতাং ॥৩৭॥
কিমিয়ং করোতি কলয়েতি ভাষিণং
প্রিয়মান তে ক্ষণমবেক্ষ্য রাধয়া।
প্রকটং তমাল মভিবেষ্টয়ন্ত্যলং
পিদধেঽঞ্চলেন নবহেমযূথিকাং ॥৩৮॥

শ্রীরাধিকা ললিতাং প্রতি পুরুষপদস্য ব্যুৎপত্তি মাহ। বিধাতা চাপল্য নির্লজ্জত্বয়োঃ অধিক সারভাগমুপাদদৎ পুরুষজাতিং নির্ম্মমে। অত্র বল্লীষু বর্ত্তমানোঽলিরেব প্রমাণং ॥৩৭॥

যথা পুরুষজাতে শ্চাপল্যাদি দোষদানার্থং রাধয়া ভ্রমরো দৃষ্টান্তিত স্তথৈব শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বর্ণযূথিকাং দৃষ্টান্তীকৃত্য স্ত্রীজাতে নির্লজ্জত্বাদি দোষদানার্থ মাহ। ইয়ং স্বর্ণযূথিকা কিং করোতি পশ্যেতি ভাষিতং শ্রীকৃষ্ণং অবেক্ষ্য তাদৃশভাষণাৎ পূর্ব্বমেব রাধয়া তমালং বেষ্টয়ন্তী যূথিকাং অঞ্চলেন পিদধে ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের এই রস-চাপল্যে রসিকামণি যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ললিতাকে পুরুষপদের ব্যুৎপত্তি-সূচক এই কথা বলিতে লাগিলেন—"ললিতে! বিধাতা, চপলতা ও নির্লজ্জতার অধিক সারভাগ দিয়াই যে পুরুষ-জাতিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ঐ দেখ, প্রত্যেক বল্লী-বিহারী ভ্রমরই উহার প্রমাণ। প্রতি বল্লীকুঞ্জে কুসুম-বধূর মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে, এক স্থানে ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এইরূপে স্ত্রী-জাতির নিকট নির্লজ্জতা প্রকাশ করাই পুরুষ-জাতির স্বভাব ॥ ৩৭ ॥

পুরুষ-জাতির চাপল্যাদি দোষদানার্থ শ্রীরাধা যেরূপ ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্ত্রী-জাতির নির্লজ্জতাদি-দোষদানার্থ তখন সম্মুখস্থ তমালতরু-বেষ্টিতা স্বর্ণ-যূথিকাকে দেখাইয়া

ইতি ভূরি কৌতুক-সুধাতরঙ্গিনী
রস মজ্জিতাশুরতয়া তয়া সমং ।
প্রবিবেশ তদ্বিপিন মধ্যবর্ত্তিনীং
কনকস্থলীং কণদনঙ্গ কিঙ্কিণিঃ ।৩৯।
সময়াস্তি যাং দ্যুমণিবিদ্যুদিন্দুজ-
দ্যুতি বিদ্রুহি স্ফুরতি রত্ন কুট্টিমে ।

ইতি প্রচুর কৌতুক সুধানদ্যা রসেন মজ্জিতান্তরত্বেন স কৃষ্ণঃ তথা রাধয়া সমং বৃন্দাবনস্য মধ্যবর্ত্তিনীং কনকস্থলীং প্রবিবেশ। কণন্নিস্বলা কিঙ্কিনী যস্য ॥৩৯॥

যাং সময়া যস্যাঃ কনকস্থল্যাঃ মধ্যে স্ফুরতি। রত্নকুট্টিমে মণিযোগপীঠমস্তি। কথম্ভূত সূর্য্য বিদ্যুচ্চন্দ্রজদ্যুতীনাং বিদ্রূহি। ইহ মণি-যোগপীঠে পদ্মরাগজ মহাদলমম্বুজং ভাসতে ॥৪০॥

কহিলেন—"ভাল, পুরুষরাই না হয় নির্লজ্জ! কিন্তু ঐ দেখ, স্বর্ণ-যূথিকা কি করিতেছে একবার চাহিয়া দেখ!—ও যে সকলের সমক্ষে তমাল-বঁধুকে প্রেমাবেশে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে? উহা বুঝি, নির্লজ্জতার কাজ নয়? এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা আনত নয়নে প্রিয়তমকে একবার দর্শন করিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড তমালতরু বেষ্টনকারিণী নবীন-হেম-যূথিকাকে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা আবৃত করিলেন ॥ ৩৮ ।

এইরূপ প্রচুর কৌতুক-সুধা-সরিতের রস-হিল্লোলে প্রাণমন নিমগ্ন করিয়া রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তিনী কনকস্থলীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আহা! রসকৌতুক ভরে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের কটিতটে তখন অনঙ্গ-কিঙ্কিণী মধুর মধুর শব্দিত হইতে লাগিল। ৩৯ ॥

সেই কনকস্থলীর মধ্যে সূর্য্য বিদ্যুৎও চন্দ্রদ্যুতি-বিনিন্দিত এক রত্ন কুট্টিম আছে, তাহারই অভ্যন্তরে মণিযোগপীঠ এবং সেই

মণিযোগপীঠমিহ পদ্মরাগজং
স্ফুটমষ্টপত্রমবভাসতেঽম্বুজং ॥৪০॥
অনুরাগিভক্তনিবহঃ সমাসসে
প্রকটীভবদ্ যদভিলক্ষ্য সক্ষণং।
মকরন্দমদ্ভুতমতুলং পিবন্ পিবং
শ্চিরমেব জীবতি যদীয়মদ্ভুতং ॥৪১॥
সুরশাখিনোঽতি সুরসার্থ-বর্ষিণঃ
সুরসার্থ দুর্ল্লভতরস্য কস্যচিৎ।
সুরতোৎসবানসুরবৈরিণং সদা
সুরসয্য নিত্যধৃত-সৌভগাম্বুধেঃ ॥৪২॥

অনুরাগি ভক্তসমূহঃ স্বমনসি। পক্ষে স্বমনোরূপে মানস-সরোবরে প্রকটীভবৎ যৎ পদ্মং সক্ষণং সোৎসবং যথাস্যাত্তথা অভিলক্ষ্য যদীয় মদ্ভুত মকরন্দং পিবন্ পিবন্ চিরং জীবতি। মনসি তস্য মাধুর্য্যাস্বাদনমেব তস্য মকরন্দপানমিতি বোধ্যং ॥৪১॥

যৎ পদ্মং সুরশাখিনঃ কল্পবৃক্ষস্য তলবর্ত্তি ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতস্য অতি সুরস ফলস্য বর্ষিণঃ। পুনশ্চ সুরসার্থস্য দেবতাসমূহস্য দুর্ল্লভতরস্য। পুনশ্চ অসুরবৈরিণং কৃষ্ণং সুরতজনোৎসবান্ সুরসয্য আস্বাদয়িত্বা নিত্যং ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণদত্ত সৌভগয়াম্বুধির্যেন তস্য। হে কল্পবৃক্ষ! ধন্যোঽসি যথা তত্তলে মম সুরতোৎসব সুখা নান্যত্র ইতি শ্রীকৃষ্ণদত্ত সৌভাগ্যো বোধ্যঃ ॥৪২॥

মণিযোগপীঠের উপরই পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত অষ্টদল-কমল উদ্ভাসিত রহিয়াছে ॥৪০॥

রাগানুগীয় ভক্তগণ স্ব স্ব মানস-সরোবরে প্রকটীভূত ঐ কমলকে উৎসব সহকারে অবলোকন করিয়া এবং মনোমধ্যে তাহার মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ অদ্ভুত অতুল মকরন্দ সুধা প্রচুররূপে পুনঃ পুন পান করিয়া চিরজীবী হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

আবার এই পদ্ম, যে কল্পতরুর তলে বিরাজিত, তাহা অতি সুরসফলবর্ষী এবং দেবতাগণেরও দুর্ল্লভতর। বিশেষতঃ সেই সুরতরু

হরিদশ্ম পত্রপরিশুচ্ছবিদ্রুম-
প্রভপল্লবাম্বুজমণী ফলাবলেঃ।
নিখিলর্ত্তুসেবিততমস্য যৎ সদা
তলবর্ত্তি হৃত্সুদৃগার্ত্তি সন্ততেঃ ॥ ৪৩ ॥
তদুপেত্য স শ্রিতদীয় কর্ণিকঃ
স্ফুটকর্ণিকার রমণীয় কর্ণিকঃ।

পুনশ্চ কথম্ভূতস্য ইন্দ্রনীলমণিবৎ পত্রং যস্য বজ্রতুল্যং শ্বেতবর্ণগুচ্ছা যস্য, বিদ্রুমপ্রভাতুল্য প্রভাযুক্তঃ পল্লবো যস্য ; অম্বুজমণিঃ কীদৃশং সুদৃশাং স্ত্রীণাং জ্ঞানিনাং শোভনাং নয়নানাঞ্চ আর্ত্তিসংহতের্হৃত্ ॥৪৩॥

তৎপদ্মং উপেত্য আশ্রিত্য তদীয়কর্ণিকা যেন এবম্ভূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ বণিতা রাধা তয়া নিতরাং তানিতং বিস্তৃতং মহ উৎসবো যস্য তথাভূতঃ সন্

অসুর-বৈরি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ-বনিতাগণের সহিত সর্ব্বদা সুরতোৎসব আস্বাদন করাইয়া তাঁহার প্রদত্ত নিত্য সৌভাগ্যাম্বুধি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত সে সৌভাগ্য আর কিছুই নয়,—"হে কল্পতরু ! তুমি ধন্য, তোমার তলে আমার যেরূপ সুরতোৎসব হয়, সেরূপ অন্যত্র হয় না"—এইরূপ রসময় সাদর অভিনন্দনই বুঝিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

মরি ! মরি ! এ কল্পতরু অতি অপূর্ব্ব ! ইহার ইন্দ্র-নীলমণির ন্যায় পত্র, হীরকোজ্জ্বল-শ্বেতবর্ণ গুচ্ছ, বিদ্রুম-প্রভা-সন্নিভ পল্লব, পদ্মরাগ মণির ন্যায় ফল নিচয়, সকল ঋতুই ইহার সেবা করিয়া থাকে। এই কল্পতরুর তলবর্ত্তি কমল ও সুধীগণের এবং সুলোচনা ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়ের আর্ত্তি-সমূহ হরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

লীলা-রসিক শ্রীকৃষ্ণ সেই পদ্মের নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণিকার উপর আরোহণ করিলেন। আমরি ! তখন তাঁহার শ্রবণ-যুগলে রমণীয় কর্ণ-ভূষণ মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর উৎসব বিস্তার করিয়া সখী-গণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় প্রমোদ-তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন

বনিতানি তানি তমহাঃ সহালিভিঃ
মুমুদে মুখোদ্ঘটনশোভিতালিভিঃ ॥ ৪২ ॥
তড়িদম্বুভৃদ্বলয়িতে কিমম্বুভৃ-
ত্তড়িতাবচঞ্চলতয়া ধৃতপ্রথে।
সুরশাখিনো ববৃষতুঃ স্ববাঞ্ছিতং
বহু তস্য কিং নু কৃততত্তলস্থিতৌ ॥ ৪৫ ॥
স্মর কোটিমোহননখাঞ্চলদ্যুতেঃ
স্মর বিহ্বলীকৃততনোরঘদ্বিষঃ।

আলিভিঃ সখীভিঃ সহ মুমুদে। কথম্ভূতাভিঃ মুখস্যোদ্ঘাটনেন লোভিতোহ লির্যাভিঃ ॥৪৪॥

কৃষ্ণরাধাস্বরূপ-মেঘতড়িতৌ কিং নিজপীতনীলবস্ত্র স্থানীয়াভ্যাং বিদ্যুন্মেঘাভ্যাং বলয়িতে? নমু স্বর্গং বিহায় পৃথিব্যাং কিমর্থং তয়োরাগমনং? তত্রাহ তস্য সুরশাখিনো বহুবাঞ্ছিতং কিং কৃততত্তলস্থিতী সন্তৌ ববৃষতুঃ? কথম্ভূতে চঞ্চলতয়া ধৃতা প্রথা খ্যাতির্যাভ্যাং তে ॥৪৫॥

এবং নিজেও প্রমোদিত হইলেন। তৎকালে সখীগণ বদন-কমল অনাবৃত করায় অলিকুল লুব্ধ হইয়া সেই প্রফুল্ল মুখ-কমলের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

মরি মরি! ঐ দেখুন, প্রেমিক পাঠক! প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত নয়নে ঐ দেখুন! যোগপীঠে—কল্পতরুমূলে কমল কর্ণিকার উপর শ্রীরাধাশ্যামের কি অপূর্ব্ব শোভা মাধুরী! শ্রীরাধা নীলাম্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর পরিধান করায়, বোধ হইতেছে, যেন অচঞ্চল নবনীরদ, স্থির সৌদামিনীকে বেষ্টন করিয়াছে এবং নবনীরদও স্থির সৌদামিনী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যদি বলেন, উহারা আকাশ ছাড়িয়া ধরাধামে কি জন্য আগমন করিবেন? তদুত্তর এই যে, জলদ ও চপলা কল্পতরুর নিকট স্বীয় বহু বাঞ্ছিত লাভ করিয়া তাহা বর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার তলদেশে অচঞ্চলরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

নয়নান্তসৃষ্ট সমরস্মরার্ব্বুদ-
গ্রপিত প্রিয়াঙ্কিতট পীতরোচিষঃ ॥ ৪৬ ॥
ললিত ত্রিভঙ্গিবপুষোঽস্যমাধুরীং
ন বিদুঃ স নন্দন পরাশরাদয়ঃ।
তদপি ব্রজাশ্রিত শুকোক্তিচাতুরী
বিষয়ীকৃতা মনু ভবন্তি সাধবঃ ॥ ৪৭ ।
(যুগ্মকং)

অধুনা কল্পবৃক্ষস্থ শুকোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং বর্ণয়তি। ললিতত্রিভঙ্গীবপুষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুরীং সনন্দন পরাশরাদয়ো ন বিদুঃ। পক্ষে নন্দনেন পুত্রেণ ব্যাসেন সহ ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতস্য স্মরকোটিমোহন নখাঞ্চলদ্যুতেঽপি স্মরেণ বিকলীকৃতা তনুর্যস্যেতি বিরোধাভাসঃ। পুনশ্চ নয়নান্তেন সৃষ্টো যঃ শরযুক্তঃ স্মরার্ব্বুদ স্তেন গ্রপিতা যাঃ প্রিয়াস্তাসাং অঙ্কিতটেন পীতং রোচিঃ কান্তি যস্য। যদ্যপি পরাশরাদয়ো ন বিদুস্তদপি ব্রজাশ্রিত শুকপক্ষিণঃ উক্তি-চাতুরীবিধয়াকৃতাং মাধুরীং সাধবোঽনুভবন্তি। পক্ষে ব্রজাশ্রিত শুকদেবস্য শ্রীভাগবতোক্তি-চাতুরী বিষয়ীকৃতাং মাধুরীং সাধবোঽনু ভবন্তি ॥৪৬॥৪৭॥

তখন কল্পতরু শাখাসীন শুক শ্রীরাধা-শ্যামের সেই অপূর্ব্ব মিলন-মাধুরী অবলোকন করিয়া আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা! যাঁহার নখাঞ্চল-কান্তি কোটি কন্দর্পকেও বিমোহিত করিয়া থাকে, সেই অঘারি শ্রীকৃষ্ণের তনুকে আজ মদনই আশ্চর্য্যরূপে বিহ্বল করিয়াছে। অহো! যাঁহার নয়নান্ত হইতে সশর অর্ব্বুদ-কন্দর্প আবির্ভূত হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে নিপীড়িত করিতেছে, আবার সেই শ্রীরাধাই স্বীয় নয়নপ্রান্ত দ্বারা তাঁহারই অনুপম রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন ॥৪৬॥

এই ললিত ত্রিভঙ্গ-তনু শ্যামসুন্দরের মাধুরী সনন্দন ও পরাশরাদি বিদিত নহেন। অথবা সনন্দন অর্থাৎ পুত্র ব্যাসদেবের সহিত

স হি বেদ-কল্পতরুমাশ্রিতঃ সদা
ফলমস্য সারমুপভোক্তুমগ্রণীঃ।
যদবর্ণয়ত্তদমৃতং সুদুর্লভং
বিবুধৈরপীতি জগতি প্রথাং দধে ॥ ৪৮ ॥
সুকুমারতাং পদযুগস্য কিং ব্রুবে
রসিকেন্দ্র! যস্য ধরণৌ যিয়াসতঃ।

অস্য কল্পবৃক্ষস্য সারফলমুপভোক্তুং স শুকঃ সদা বেদ,কীদৃশঃ অগ্রণী শ্রেষ্ঠঃ। যৎ অবর্ণয়ৎ তদমৃতং বিবুধৈ র্দেবৈরপি সুদুর্লভমিতি জগতি প্রথাং দধে। পক্ষে বেদরূপ কল্পবৃক্ষমাশ্রিতঃ সন্ শ্রীভাগবতরূপং তস্য সার ফলং উপভোক্তুং অগ্রণীঃ। স যৎ অবর্ণয়ৎ তৎ শ্রীভাগবত রূপামৃতং বিবুধৈরপি সুদুর্লভমিতি জগতি প্রথাং দধে ॥৪৮॥

শুকপক্ষিণঃ কবিতামাহ। হে রসিকেন্দ্র! তব পদযুগস্য সুকুমারতাং কিং ব্রুবে? ধরণৌ যিয়াসতৌ যস্য পদযুগস্য তব প্রণয়িনী কদম্বকং স্বদৃশো।

পরাশর প্রভৃতি যদিও অবগত নহেন তথাপি এই ব্রহ্মাশ্রিত শুকপক্ষী অদ্ভুত বচন-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় মাধুরীর বিষয় বর্ণনা করিলেন, সাধুগণ তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রহ্মাশ্রিত শুকদেবের শ্রীভাগবত-বর্ণন-চাতুরী আশ্রয় করিয়াই সাধুভক্তগণ সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

কল্পতরু-শাখাসীন শুকপক্ষীর ন্যায় ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবও বেদ-কল্পতরু আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা উহার সার ফলোপভোগে অর্থাৎ ভাগবত রসাস্বাদনে অগ্রগণ্য। আবার এই কল্পবৃক্ষের সার ফল আস্বাদন করিতে কেবল সেই শুকপক্ষীই জানেন। অতএব শুক যে মাধুর্য্যামৃত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দেবগণেরও সুদুর্লভ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই বিহগবর শুক স্বীয় স্বভাব সুলভ মধুর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী বর্ণন করিতে লাগিলেন—"রসিকেন্দ্র! আপনার শ্রীচরণ

স্বদৃশোঽপি পাদুকয়িতুং বিশঙ্কতে
স্খলদশ্রু তে প্রণয়িণী কদম্বকম্ ॥ ৪৯ ॥
নিখিলাঙ্গ-ভার-বহনাভিভূতিতঃ
কুপিতেব শোণিমধুরাতুরাবরা।
বহিরেতু মিচ্ছতি তমামিবেক্ষ্যতে
তব সব্যপাদ তলপার্ষ্ণিবর্ত্তিনী ॥ ৫০ ॥

নেত্রাণ্যপি কঠোরতয়া পাদুকয়িতুং পাদুকাং কর্ত্তুং বিশঙ্কতে। প্রণয়িণী কদম্বকং কীদৃশং? স্খলদশ্রু ॥৪৯॥

অধুনা ত্রিভঙ্গী ললিতস্য কৃষ্ণস্য তাদৃশ সময়ে বামপদে সর্ব্বাঙ্গস্য ভারং-জ্ঞাতং তদারুণ্যাধিক্যং তৎকোপজন্যত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। তব বামপদতল-বর্ত্তিনী দুর্নিবারা শোণিমধুরা আরুণ্যাতিশয়ঃ। মম প্রতিপক্ষে দক্ষিণ পদে সত্যপি নিখিলাঙ্গভারবহনাভিভূতিতঃ কুপিতা সব ময়া অত্র নস্থেয়মিত্যুক্ত্বা বহিরাগন্তুমিচ্ছতি তমামিবাস্মাভি বীক্ষ্যতে ॥৫০॥

যুগলের সুকুমারতার বিষয় আর কি বলিব? যখন আপনার ঐ অনুপম রাতুল চরণ দু'খানি ধরণীর কঠিন বক্ষে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়, আহা! তখন আপনার অনুরাগিণী প্রণয়িনী সকল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্ব স্ব নয়ন-কমলকেও কঠিন মনে করিয়া আপনার পাদুকা যোগ্য করিতে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

তারপর বামপদের উপর সমস্ত অঙ্গের ভার ন্যস্ত করিয়া যখন ললিত ত্রিভঙ্গঠামে অবস্থান কর, তখন তোমার বামপদ তলবর্ত্তি দুর্নিবার অরুণিমাধিক্য মনে করে—"আমার প্রতিপক্ষ দক্ষিণপদ থাকিতে সমস্ত অঙ্গভার কেবল আমার উপরই অর্পণ করা হ'ল"—এইরূপে কুপিতা হইয়াই যেন "আমি আর এখানে থাকিব না বলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, ইহা আমরা দেখিয়া থাকি ॥ ৫০ ॥

তদুপর্য্যুদেতি শিতিমা তয়োর্দ্বয়ো
রধিসীমকাপি রুচিরেখিকাস্তি যা।
ইয়মেব দৃঙ্ মধুকরীঞ্চরীকরী-
ত্যতিবিহ্বলাঃ স্বমধুভির্নতভ্রুবাং ॥ ৫১ ॥
যদসেব্যমেব চরণং পুরস্তির-
শ্চরজঙ্ঘমাপ রভসেন সব্যতাং।
অতিরাগিণা নিজতলেন রাধিকা
পদলম্বিশাট্যলঘু চুম্বনায় তৎ ॥ ৫২ ॥
ইদমিদ্ধ হিঙ্গুলরসেন চর্চ্চিতং
বিধিনা স্বচিত্রকরতা-প্রথা-কৃতে।

শিতিমা শ্যামতা। তয়োর্দ্বয়োঃ শোণিমশিতিম্নোঃ সীমামধ্যে যা কাপি রুচিরেখিকা অস্তি। ইয়ং রেখিকা নতভ্রুবাং দৃঙ্ মধুকরীবিহ্বলাঃ চরীকরোতি পুনঃ পুনঃ করোতি ॥৫১॥

পুরস্তিরশ্চীনজঙ্ঘং দক্ষিণ চরণং রভসেন কৌতুকেন সব্যতাং বামদিগ্বর্ত্তিতাং যৎ আপতৎ অতিরাগিণা দক্ষিণ চরণতলেন রাধিকা পদলম্বি-শাটীনাং অলঘু-চুম্বনায় ন্যূনতা অপি স্বীকৃতা ॥৫২।

মরি! ঐ অরুণিমার উপর যে শ্যামতা শোভা পাইতেছে, ইহাদের উভয়ের সীমামধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে এই রেখা নিজ মধুদানে আনত-নয়না-ব্রজ-সুন্দরীদের দৃষ্টি মধুকরী-নিচয়কে পুনঃ পুন অতিশয় বিহ্বলা করিতেছে ॥ ৫১ ॥

তোমার বক্র-জঙ্ঘাযুক্ত দক্ষিণ চরণখানি, বামদিকে যে বিন্যস্ত রহিয়াছে, আহা! ইহাতে এক সুন্দর কৌতুক প্রকাশ পাইতেছে। অতিশয় অনুরাগী তোমার ঐ দক্ষিণ চরণতল শ্রীরাধার চরণ-বিলম্বি শাটীর অঞ্চলকে পুনঃ পুন চুম্বন করিবার নিমিত্তই নিজের এরূপ লঘুতা স্বীকার করিয়াছে। অতিরাগিজনের স্বভাবই এইরূপ, নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নিজের লঘুতা স্বীকার করিতেও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না ॥ ৫২ ॥

ধ্বজপঙ্কজাদি লিখতা ধ্রুবং যতঃ
সকৃদীক্ষয়ন্ কুলবতীরমূমুহঃ ॥ ৫৩ ॥
কথমপ্রতীতিমভিপদ্যসে প্রিয়ে।
কলয়েশ্বরোঽস্মি নহি নেত্যদীদৃশঃ।
স্বপদাঙ্ক সম্পদমিমাং কিমাগ্রহা-
ন্ন তথাপি লব্ধদরগৌরবোঽপ্যভূঃ ॥ ৫৪ ॥
তনুজানুজাতসুষমাপটাবৃতা-
তনুজানুতাপবিষমামনাবৃতাং।

স্বচিত্রকরতা প্রথানিমিত্তং ধ্বজবজ্রাদি লিখিতা বিধিনা ইদং তলং ইদ্ধ হিঙ্গুলরসেন চর্চ্চিতং। যতো লিখনাৎ ত্বং কুলবতীঃ সকৃদীক্ষয়ন্ অমূমুহঃ ॥৫৩॥

হে প্রিয়ে! কথমপ্রতীতি মভিপদ্যসে? অহমীশ্বরোঽস্মি নহি ন তথা চাহমীশ্বর এব ইতি স্বপদাঙ্কসম্পদং ইমাং প্রিয়াং ত্বং দক্ষিণ চরণতলে উন্নতীকৃত্য কিং আগ্রহাৎ অদীদৃশঃ? তথাপি ত্বং ন লব্ধদরগৌরবোঽপি অভূঃ। ঈদৃশ্যো বহুশো রেখা অস্মাকং পদতলে বর্ত্তন্তে ইত্যুক্ত্বা ন গৌরবং কুর্ব্বন্তি ॥৫৪॥

বিধাতা স্বীয় চিত্রকলা-নৈপুণ্যের প্রকর্ষ-প্রদর্শনের নিমিত্তই তোমার চরণতল গাঢ় হিঙ্গুলরসে চর্চ্চিত করিয়া তাহার উপর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরি! তুমি ঐ চিত্রিত চরণতল একবার মাত্র দেখাইয়াই কুলবতী-কুলকে অনায়াসে বিমুগ্ধ করিয়া থাক ॥ ৫৩ ॥

শ্যামসুন্দর! এইরূপে ঐ পদতল উন্নত করিয়া স্বীয় পদাঙ্ক-সম্পদ আগ্রহ ভরে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া জানাইতেছ কি, "হে প্রিয়ে! অবিশ্বাস করিতেছ কেন? আমিই ঈশ্বর, এই দেখ, আমার পদতলে ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্ন রহিয়াছে।" কিন্তু তথাপি ত তাঁহার নিকট কিছুমাত্র ঈশ্বর গৌরব লাভ করিতে পারিলে না? বরং তোমার পদাঙ্ক দেখিয়া—"এরূপ বহুরেখা আমাদের পদতলেও আছে" বলিয়া বরং তৎপ্রতি অনাদর প্রকাশই করিতেছেন" ॥ ৫৪ ॥

তনুতে দশাং সকৃদবেক্ষিতৈব তে
তনু মধ্যমাততিহৃদঃ কলানিধে। ॥ ৫৫ ॥
অতি পীনবৃত্তরুচিরোরুরোচিষা
জগতি সতীরপি রতীশ বেল্লিতাঃ।
সহসা বিধায় সহসাধরামৃতৈঃ
সহ সাধুতাভিরপি দেব ! তিম্যসি ॥ ৫৬ ॥
তব নাভিরোমততি পংক্তিরূপতাং
যযতুঃ সুধাহ্রদতদুত্থবল্লিকে।

জানু বর্ণয়তি। সূক্ষ্ম জানুজনা শোভা সকদবেক্ষিতা সতী কন্দর্পতাপেন বিষমাং অতত্তবানাবৃতাং তনুমধ্যামাততীনাং হৃদযস্য দশাং তনুতে হে কলানিধে ॥৫৫॥

অতি পীন বৃত্ত রুচিরোরুদেশস্য রোচিষা জগতী সতী সহসা রতীশেন কন্দর্পেণ বেল্লিতাঃ কম্পিতাঃ বিধায় তাভিঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ সাধু যথাস্যাৎ হস সহিতাধরামৃতৈঃ তিম্যসি আর্দ্রী ভবসি। তাসামধরামৃতৈ স্বং ত্বদরামৃতৈরপি তা স্তিম্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫৬॥

সুধাহ্রদ যদুত্থবল্লিকে তব নাভিরোমাবলিরূপতাং যযতুঃ। যে যয়োঃ

হে ব্রজেন্দু ! তোমার পীত বসনাবৃত জানুর সূক্ষ্ম সুষমা, একবার মাত্র অবলোকন করিলেই তনু-মধ্যা ব্রজাঙ্গনাগণ হৃদয়ে কন্দর্প-তাপ জনিত বিষম অনাবৃতা দশা বিস্তার করিয়া থাকে ॥৫৫॥

হে দেব ! তোমার অতিপীন সুগোল সুঠাম উরুদেশের শোভা সন্দর্শন করিলে জগতে এমন কেহ সতী নাই, সে কন্দর্পশরে কম্পিতা না হইয়া থাকে। এই কারণেই তুমি ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত সুন্দর ভাবে মিলিত হইয়া তাহাদের হাস্যফুল্ল অধরামৃতে তুমি অভিষিক্ত হও এবং তোমার অধরামৃতে তাহারাও স্তিমিত হইয়া থাকে ॥৫৬॥

হে সুন্দর। সুধা-হ্রদ তোমার নাভীরূপে এবং তদুত্থ কল্প-লতিকাই রোমাবলীরূপে শোভা পাইতেছে, হ্রদ ও লতাবলীর চারিদিকে যেরূপ সুমনঃ অর্থাৎ সহৃদয় ব্যক্তিগণের রমণীয় নিবাস-

পরিতস্তু যে সুমনসাং নিবাসভূ-
রতিরামণীয়কবতী বিরাজতে ॥ ৫৭ ॥
সুভগোর্দ্ধনালমপি ন ন্যগাননং
স্মরসদ্ম-পদ্মমিদমদ্ভুতং ভবেৎ।
পতিতা দৃশোঽত্র সুদৃশাং যদন্ধতাং
তদিষূপঘাত গলদশ্রুভির্য্যযুঃ ॥৫৮॥
ত্রিজগত্ত্বিষা মখিলসার-সংগ্রহৈ
স্ত্রিবলী ব্যধায় বিধিনাতিশিল্পিনা।

রুদ্বল্লোঃ পরিতঃ সুমনসাং শোভনানাং মনসাঞ্চ মালাস্থপুষ্পাণাঞ্চ সহৃদয়ানাঞ্চ নিবাসভূ বিরাজতে পরিশব্দযোগাদ্ দ্বিতীয়া ॥৫৭॥

কন্দর্পস্য সদ্মস্বরূপমিদং নাভিপদ্মং অদ্ভুতং ভবেৎ। অদ্ভুতত্বমেবাহ। সুভগো-র্দ্ধনালমপি তৎপদ্মং ন্যক্ নীচীনং আননং যস্য তাদৃশং ন। সৎ যস্মাৎ অত্র পদ্মেঃ সুদৃশাং দৃশঃ পতিতা সত্যঃ তস্য পদ্মস্থকন্দর্পস্য ইষূপঘাতেন গলদশ্রুভিঃ করণৈঃ অন্ধতাং যযুঃ। অত্র নাভিপদ্মদর্শন জন্যানন্দাশ্রু এব কন্দর্প-বাণাঘাত-জন্যত্বেনোৎপ্রেক্ষিতং ॥৫৮॥

অনয়া ত্রিবল্যা সহ লগ্নং তেন হেতুনা সত্যভাষিণো ধীরাং তব মধ্যদেশং

ভূমি বিরাজ করে সেইরূপ তোমার ঐ নাভিহ্রদ ও রোমাবলী-লতার চারিদিকেও সুমনঃ অর্থাৎ বৈজয়ন্তীমালায় কুসুমস্তবক অতি রমণীয়রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥৫৭॥

হে সুভগ! কন্দর্প-গৃহ সদৃশ তোমার এই নাভি-পদ্ম বড়ই অদ্ভুত! সাধারণতঃ পদ্মের নাল নিম্নদিকে এবং তাহার প্রফুল্ল মুখ ঊর্দ্ধদিকে থাকে, অহো কি আশ্চর্য্য! তোমার নাভি-কমলের নাল ঊর্দ্ধদিকে এবং মুখ নিম্নদিকে শোভিত! এইজন্য তোমার এই নাভি-কমলে সুলোচনাগণের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র নির্গলিত অশ্রুধারায় তাহাদের নয়ন অন্ধ হইয়া যায়। উহা কি নাভি-পদ্ম দর্শন জন্য আনন্দাশ্রু না উক্ত কমলস্থিত কন্দর্পের তীব্র শরাঘাত জনিত গল-দশ্রুই উহাদের নয়নান্ধতার কারণ ॥৫৮॥

ভুবনমোহন! ত্রিজগতের নিখিল শোভার সার সংগ্রহ করিয়াই

অনয়াবলগ্নমিহ তেন কীর্ত্তয়-
ন্ত্যবলগ্ন মেতদনৃতভাষিণো বুধাঃ ॥৫৯॥
অতি তুঙ্গপীন ঘন বক্ষসো ভরং
বহদেব মধ্যম মগাদিব শ্রমং।
নিজবামতোঽনমদিবাস্তি তন্বিনং
ত্রিকভঙ্গি লঙ্গিমভরেণ লক্ষ্যতে ॥৬০॥
নবলীলতা লষতি দক্ষিণেঽস্য য-
ত্তদিদং বিমোহন কৃতে মৃগীদৃশাং।

অবলগ্নং কীর্ত্তয়ন্তি। মধ্যমাঙ্গমবলগ্নং চেত্যমরঃ। তেন যে পুনরন্য পুরুষে মধ্যদেশমবলগ্নং ভাষন্তে তে মিথ্যাবাদিনো মূর্খা এবেত্যর্থঃ ॥৫৯॥

অতিতন্বি অতিসূক্ষ্মং মধ্যমং চক্ষুসোত্তরং বৃহৎ সংশ্রম অগাদিব তস্মাদ্ধেতোর্নিজবামদেশে অনমদিব। ত্রিভঙ্গ সময়ে বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎনমনমনুভব সিদ্ধমিতিভাবঃ। ইদং ত্রিভঙ্গে ভঙ্গিমভরেণ মনোহরত্বাতিশয়েন লক্ষ্যতে। ত্রিকঃনিতম্বোপরি পৃষ্ঠদেশস্থভাগবিশেষঃ। লঙ্গচাঙ্গৌ মনোহরে ॥৬০॥

অস্য মধ্যদেশস্য ত্রিভঙ্গীসময়ে দক্ষিণ পার্শ্বে নবলীলতা নবা লীলাবত্ত্বং। পক্ষে ত্রিবলিযুক্তত্বং ন লক্ষতি অস্যার্থে ল প্রত্যয়ঃ। ইতরত্র বামপার্শ্বে

মহাশিল্পী বিধাতা তোমার ত্রিবলী রচনা করিয়াছেন। সত্যভাষী ধীর ব্যক্তিগণ এই ত্রিবলীর সহিত সংলগ্ন বলিয়াই তোমার মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহারা অন্য পুরুষের মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলে, তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী মূর্খ ॥৫৯॥

তোমার ক্ষীণ মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ অতিতুঙ্গ পীবর বক্ষঃস্থলের ভার বহন করিয়াই যেন কত শ্রম-কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই হেতু নিজ বামভাগে যেন কিঞ্চিৎ নত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিভঙ্গ সময়ে বামপার্শ্বে বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ নমন অনুভূত হইয়া থাকে। তোমার নিতম্বদেশের উপরিভাগস্থ ত্রিকভঙ্গীর অতিশয় মনোহারিতা দ্বারাই ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে ॥৬০॥

বিশেষতঃ ত্রিভঙ্গি সময়ে এই মধ্যদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে যে এক

ইতরত্র পুষ্কলবলিত্ব মস্ত্যতো
গুরুভার ধারণ মিহৈব সম্ভবেৎ ॥৬১॥
শ্বসনৈর্দরাবনমদুন্নমৎ ক্রমাৎ
মৃদু পিপ্পলচ্ছদন নিন্দি সুন্দরং।
নিজতুন্দ মিন্দুবদনা-মণিস্রজাং
নয়সি কচিন্নটন রঙ্গ-ভূমিতাং ॥৬২॥
উরসীন্দিরাঙ্কলতিকা বিরাজতে
নিকষাশ্মনীব তপনীয় রেখিকা।

পুষ্কলবলিত্বং পুষ্টত্রিবলিত্ব মস্তি। পক্ষে দক্ষিণ পার্শ্বে নবলীলত্বং ন বলযুক্তত্ব-মিতি পর্য্যবসিতার্থং। ইতরত্র পুষ্কল বলবত্বং পুষ্টবালযুক্তত্বং তদেব পুষ্কল-বলবত্বমিতি। পরম্পরিতরূপকমস্তি। অতো গুরুভার বহন মিহ বামপার্শ্বে এব সম্ভবেৎ ॥৬১॥

উদরং বর্ণয়তি। অশ্বত্থদলনিন্দি সুন্দরং নিজতুন্দং শ্বসনৈঃ ক্রমাৎ ঈষদ বনমৎ উন্নমঞ্চ। তত্তুন্দং ইন্দুবদনায়া রাধায়া মণিস্রজাং নটনরঙ্গভূমিতাং ক্বচিৎ বিপরীত শৃঙ্গার সময়ো নয়সি ॥৬২॥

নিকষাশ্মণি সুবর্ণরেখিকা ইব তব বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরেখারূপা লতিকা

নব লীলার বিকাশ হয়, তাহা মৃগলোচনাগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে এবং বামপার্শ্বে যখন পুষ্ট ত্রিবলী বিদ্যমান আছে তখন গুরুভার বহন এই বামভাগেই সম্ভব হয়। অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার বলী-লতা অর্থাৎ ত্রিবলীলতা বা বলযুক্ততা না থাকায় এবং বামভাগে সমধিক বলবত্তা বা পুষ্ট বলিযুক্ততা থাকায় গুরুভার বহন এইখানেই সম্ভব ॥৬১।

আহা! ঐ যে তোমার অশ্বত্থপত্র নিন্দি সুন্দর উদর প্রদেশ প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈষৎ উত্থিত ও অবনমিত হইতেছে, উহা বিপ-রীত বিহার সময়ে ইন্দু-বদনা শ্রীরাধার কণ্ঠ-শোভি মণিমালার নটন-রঙ্গভূমি হইয়া থাকে ॥৬২॥

তোমার বক্ষঃ প্রদেশে নিকষ-পাষাণে (কোষ্টি-পাথরে) সুবর্ণ-

বিসতন্তু চূর্ণ শুতিতুল্যতাং শ্রিতা
ভৃগুলক্ষ্ম-লোম লতিকাপ্যনীয়সী ॥৬৩॥
ইহ বাম দক্ষিণ দিগুত্থিতে ইমে
পুরতঃ স্ফুরৎ পুরটতার হারয়োঃ।
প্রতিবিম্বিতে দ্যুতি কলে ইবেক্ষিতে
ভবতো মসার মুকুরায়িতে তব ॥৬৪॥
কিমমানিবান্তরিহ তে সমৃদ্ধিমা-
ননুরাগ এব বহিরেতি দৃশ্যতাং।

বিরাজতে। এবং অনীয়সী ক্ষুদ্রা শ্রীবৎসরূপ ভৃগুলক্ষ্ম লোমলতিকা বিরাজতে। কথম্ভূতা মৃণালতন্তুচূর্ণ অনীতুল্যতাং শ্রিতা প্রাপ্তা। এতেন তস্যাঃ শ্বেতত্বং সূক্ষ্মত্বং চায়াতং ॥৬৩॥

ইহ মসার মুকুরায়িতে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণ তুল্যে তব বক্ষসি যথা সংখ্যেন্ বামদক্ষিণ দিগুত্থিতে ইমে লক্ষ্মীরেখা শ্রীবৎস-লতিকে পুরটতার-হারয়োঃ স্বর্ণহার মুক্তাহারয়ো প্রতিবিম্বতে কান্তিকলে ইব জনৈ রীক্ষিতে ভবতঃ ॥৬৪॥

তে তব সমৃদ্ধিমান্ অনুরাগঃ অন্তরমানিব অন্তঃকরণে ন মাতি ইতি হেতোরিব কৌস্তভচ্ছলাৎ কিং বহির্দৃশ্যতাং এতি? যতঃ কৌস্তুভাৎ জগৎ অনুরক্তত। মবাপ ॥৬৫॥

রেখার ন্যায় লক্ষ্মী রেখা-লতিকা এবং শুভ্র সূক্ষ্মতর মৃণালতন্তু চূর্ণের ন্যায় ক্ষুদ্র শ্রীবৎসরূপ ভৃগু-চিহ্ন-লোম-লতিকা অতি সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে ॥৬৩॥

মরি! মরি! উহা দেখিলে মনে হয়, যেন ইন্দ্রনীলমণি দর্পণ তুল্য তোমার হৃদয়ে বাম ও দক্ষিণভাগ হইতে উত্থিত ঐ লক্ষ্মী রেখা ও শ্রীবৎস-রেখা যথাক্রমে সুবর্ণহার ও মুক্তাহারের প্রতিবিম্বিত কান্তি কলার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে ॥৬৪॥

হে রস-সাগর! তোমার হৃদয় নিহিত প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনশীল অনুরাগই কি সমস্ত অন্তর প্রদেশ প্লাবিত করিয়া স্থানাভাব বশতঃ কৌস্তুভরূপে হৃদয়ের বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে? যেহেতু

উদিতেন্দু সূর্য্যশতনিন্দি কৌস্তুভ
চ্ছলতো যতো জগদবাপ রক্ততাং ॥৬৫॥
মৃদুল ত্রিরেখ দরতির্য্যগঞ্চিত
দ্যুতি মণ্ডলী ললিতকণ্ঠ-মাধুরীং।
স্বদৃশাধয়ন্ত্যধিধরং ধৃতিচ্যুতা
কুলজাপি দৌর্ব্বলয়িতাং বিধিৎসতি ॥৬৬॥
ভুজদণ্ড দণ্ডিত ভুজঙ্গম-শ্রিয়-
স্তব পাণিপঙ্কজ-পলাশ পালিভিঃ।
নিজ নৃত্য কৃত্যাদর-গৌরবাদৃতা
মুরলী বিলেঢ়ি লঘুরাধরীং সুধাং ॥৬৭॥

অধিধরং ধরণ্যাং ধৃতিচ্যুতা কুলজাপি তব কণ্ঠমাধুরীং স্বদৃশা ধয়ন্তী সতী দোর্ব্বলয়িতাং বিধিৎসতি হস্তাভ্যাম্ বেষ্টিতাং চিকীর্ষতি। কথম্ভূতা মৃদুলা ত্রিরেখা যস্যাঃ। এবং ত্রিভঙ্গসময়ে ঈষত্তিরশ্চীনেনাঞ্চিতা। এবং দ্যুতি-মণ্ডলীভির্ললিতা সা চ সাচ সাচতাং ॥৬৬॥

ভুজদণ্ডেন দণ্ডিতা ভুজঙ্গস্য শোভা যেন এবম্ভূতস্য তব পাণিপঙ্কজয়োঃ পলাশপালিভিঃ অঙ্গুলি শ্রেণীভিঃ স্বসা নৃত্যরূপ কৃত্যার্থং ঈষদ্গৌরবাদৃতা মুরলী অধর সম্বন্ধিনীং সুধাং লেঢ়ি আস্বাদয়তি। যতো লঘুঃ। নীচো হি মহজ্জনেন ঈষদাদৃত শ্চেৎ অত্যুচ্চপদং সহসৈবারোহতীতি প্রসিদ্ধেঃ ॥৬৭॥

উদিত শত সুধাংশু-সূর্য্য-নিন্দি এই কৌস্তুভের প্রভাবেই নিখিল জগৎ অনুরক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬৫॥

এই ধরাধামে কুলাঙ্গনাগণ তোমার মৃদু ত্রিরেখাযুক্ত ঈষদ্‌ বক্র ও ললিত কান্তি-মালা-কমনীয় কণ্ঠ-মাধুরী স্ব স্ব নয়নপুটে পান করিয়া আকুল আবেগে ধৈর্য্য হারা হইয়া বাহুলতা দ্বারা তোমার ঐ কণ্ঠ বেষ্টন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥৬৬॥

নাগরেন্দ্র! তুমি নিজ ভুজদণ্ড দ্বারা ভুজঙ্গের শোভাকেও দণ্ডিত করিয়াছ; তোমার কর-পঙ্কজের পলাশ-পালিরূপ অঙ্গুলি নিচয় নিজের নৃত্য-কৃত্যের নিমিত্ত লঘু-প্রকৃতি মুরলীকে ঈষৎ গৌরব

স্নপিতঃ স্মিতামৃত পৃষন্তিরর্চ্চিতঃ
শিখরপ্রভ দ্বিজনিজার্চ্চিষাং চয়ৈঃ।
অধরোঽনুরাগধুরয়া ন চাধরঃ
কথমেতু বিম্বতুলনা পরাভবং ॥৬৮॥
বলভিন্মণিক্রম নবাঙ্কুরাঽগ্রতো
রবিজাম্বু বুদ্‌বুদ যুগেন পার্শ্বয়োঃ

তব অধরস্মিতরূপামৃতবিন্দুভিঃ স্নপিতঃ এবং মাণিক্য-প্রভ-দন্তস্য নিজার্চিষাং সমূহৈঃ। পক্ষে শ্রেষ্ঠপ্রভ ব্রাহ্মণস্য নিজকান্তি সমূহৈরর্চ্চিতঃ এবং নাম্না অধরোঽপি অনুরাগাতিশয়েন ন চাধর ন ন্যূনঃ অতএব এবম্ভূতস্তবাধরঃ বিম্বতুলনারূপ পরাভবং কথং এতু ॥৬৮॥

বলভিন্মণিক্রমস্য ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিতবৃক্ষস্য নবীনাঙ্কুরঃ। এবং তস্যাগ্রতঃ উভয় পার্শ্বে রবিজায়াঃ যমুনায়াঃ শ্যামবুদ্‌বুদদ্বয়েন ঈষত্তিরশ্চীনতয়া যদি তাদৃশা-

দানে সমাদৃত করায় তোমার অধর-সুধা পর্য্যন্ত আস্বাদন করিতেছে। হবে না কেন? লঘুচেতা নীচব্যক্তি মহজ্জন কর্ত্তৃক অতি অল্প মাত্র সমাদর পাইলেই সহসা অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা ॥৬৭॥

আর তোমার ঐ মৃদুমন্দ হাস্যামৃত বিন্দু পরিসিক্ত অধর মাণিক্য প্রভ দশনাবলির মদির ছটায় অতি শোভনীয়রূপে সমর্চ্চিত, অথবা যেন মনে হয়, শ্রেষ্ঠ প্রভাশালী ব্রাহ্মণের নিজ কান্তি নিচয় দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সুতরাং উহা নামে অধর হইলেও অনুরাগাতিশয্যে কিন্তু অধর অর্থাৎ ন্যূন নহে। অতএব এমন অনুপম তোমার অধর, সামান্য বিম্বফলের তুলনারূপ পরাভব কিরূপে পাইতে পারে? ফলতঃ তুচ্ছ বিম্বফলের সহিত তোমার ঐ সুন্দর অধরের তুলনাই হইতে পারে না ॥৬৮॥

ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত বৃক্ষের নবীন অঙ্কুর এবং তাহার অগ্রভাগে উভয় পার্শ্বে যদি দুইটী শ্যাম জলবুদ্‌বুদ ঈষৎ বক্রভাবে যোজনা করা যায়, তাহা হইলে তোমার নাসিকার ও নাসাপুটের উপমার যোগ্য

দরস্ফুরির্যাগেব যদি যুজ্যতে তত
স্তব নাসিকাপ্যুপময়া মম্নার্চ্যতে ॥৬৯॥
সমসন্নিবেশ নবপল্লবোপম
শ্রবসোর্ম্মণী মকর কুণ্ডলত্বিষা।
মৃদুগণ্ড মণ্ডল মম্লুটচ্ছটা
পতিতেক্ষণাঃ কুলভুবোঽগুরন্ধতাং ॥৭০॥
রসিকত্ব-লাস্য-রুচি সত্যসন্ধতা-
শ্রিত সারতাদি নিজধর্ম্ম বিন্দুভিঃ।

স্ফুরঃ যুজ্যতে তদা তব নাসিকাপি ময়া উপময়া অর্চ্চ্যতে। অত্র নাসাস্থানীয়োঽ-ঙ্কুরঃ। নাসাপুটস্থানীয়ো বুদ্বুদঃ ॥৬৯॥

সমসন্নিবেশনবপল্লবোপমকর্ণয়োর্মে মণিময়-কুণ্ডলে তয়োস্ত্বিষাং যা মৃদুগণ্ড-মণ্ডলে উদ্ভটচ্ছটা তস্যাং পতিতেক্ষণাঃ কুলভুবঃ ব্রজসুন্দর্য্যস্তস্যাং চাকচিক্যেন অন্ধতাং অগুঃ প্রাপ্তঃ ॥৭০॥

রসিকত্বাদি নিজধর্ম্মবিন্দুভিঃ করণৈর্যেন তব নেত্রদ্বয়েন ঋষাদি কৃতার্থতাং সাধু যথা স্যাত্তথাগমিতং প্রাপিতং। তত্র রসিকত্ববিন্দুনা ঋষঃ কৃতার্থতাং

মনে করিতে পারি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির বৃক্ষের অঙ্কুরকে তোমার নাসা স্থানীয় এবং যমুনার জলবুদ্‌বুদকে তোমার নাসাপুট স্থানীয় বলা যাইতে পারে ॥৬৯॥

ব্রজ সুন্দর! সম-সন্নিবেশ নব পল্লবের ন্যায় তোমার মনোহর শ্রুতিমূলে যে মণিময় মকর কুণ্ডল শোভা পাইতেছে তাহার স্নিগ্ধোজ্জলদ্যুতি তোমার কমনীয় গণ্ডমণ্ডলে বিম্বিত হইয়া এক অসামান্য উদ্ভটছটা বিকীর্ণ করিতেছে, তৎপ্রতি ব্রজসুন্দরীগণের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তাহার চাকচিক্যে তাঁহাদের নয়ন অন্ধতা প্রাপ্ত হয় ॥৭০॥

রসিক শেখর! তোমার ঐ অপূর্ব্ব নয়ন যুগল, রসিকতা, লাস্য, রুচি, সত্যসন্ধতা সারগ্রাহিতাদি বিবিধগুণের সাগর স্বরূপ। তোমার নয়ন এই সকল নিজ ধর্ম্মের বিন্দু দিয়াই যথাক্রমে মীন, খঞ্জন, পদ্ম

ঝষ খঞ্জনাম্বুজ-চকোর-ষট্পদা-
স্তপি যেন সাধু গমিতং কৃতার্থতাং। ৭১॥
শ্রুতি বর্ত্মবর্ত্ত্যপি তদীক্ষণ-দ্বয়ং
তব মাস্তুতি স্তুতি সদা সতীব্রতং।

প্রাপিতঃ। কবিপরম্পরায়াং ঝষস্য রসিকত্ব প্রসিদ্ধেঃ। এবং নাট্য-বিন্দুনা খঞ্জনঃ। কান্তিবিন্দুনা অম্বুজং। সত্য সন্ধতা বিন্দুনা চকোরঃ। স্রিতসারত্ব-বিন্দুনা ভ্রমরঃ॥৭১॥

তব তৎ ঈক্ষণদ্বয়ং শ্রুতিবর্ত্মবর্ত্তি। এতেন নয়নস্য দীর্ঘত্বমায়াতং। শ্লেষেণ

চকোর ও ভ্রমরাদিকে যথোচিত রূপে কৃতার্থ করিয়াছে। মীনের এত রসিকতা—এত প্রেমিকতা যে, জলছাড়া হইয়া মীন ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না, এত বড় প্রেমিক মীনও তোমার নয়নের সহিত তুলিত হইতে পারে না। যেহেতু -তোমার নয়নের রসিকতা-সিন্ধুর বিন্দু লইয়াই ত মীনের এই রসিকত্ব? অহো! সাগরের সহিত কি বিন্দুর তুলনা হয়? খঞ্জনাদির সম্বন্ধেও ত এই কথা? তোমার নয়নের লাস্য-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র পাইয়াই চটুল নটনপর খঞ্জনের নৃত্য-কলা-পারিপাট্যের এত সুখ্যাতি; আর কমলের যে এত কমনীয় কান্তি এত সুষমা-মাধুরী উহা তোমার ঐ নয়ন-রুচি-সাগরের অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-কণারই বিকাশ মাত্র। সুতরাং কমলই বা কিরূপে উপমার যোগ্য হইতে পারে? কোটি-চন্দ্রনিন্দি প্রিয়ামুখচন্দ্রের সুধাপানেই তোমার নয়নের যে অগাধ সত্যসন্ধতা তাহার বিন্দুমাত্র লাভ করিয়াই চকোর-নিচয় কেবল চাঁদের সুধাপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং তোমার নয়নের সহিত চকোরেরও তুলনা হইতে পারে না। আর ঐ মধুব্রত সকল যে ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া কেবল মকরন্দ গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে, উহারা তোমার নয়নের সার গ্রাহিতা ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র লাভে কৃতার্থ হইয়াই যখন ঐরূপ সারগ্রাহিতা শিক্ষা করিয়াছে তখন উহারাও ত তুলনার যোগ্য হইতে পারে না। ॥৭১॥

অতি লম্পটং তরলতার মুচ্ছল-
জ্জলবীচিমজ্জদিব রাগ-সাগরে ॥৭২॥
(যুগ্মকং)

অলিকার্দ্ধচন্দ্র মলকালিবেষ্টিতং
চল চিল্লিকাম্মুর্খভৃতো মনোভুবঃ।
নিশিতার্দ্ধ চন্দ্রমিব ভর্ম্মচিত্রকং
সকৃদেব বীক্ষ্য তব কা ন কম্পতে ॥৭৩॥

বেদমার্গবর্ত্মণি মাদ্যতি মত্তং ভবতি। এবং সদা সতীব্রতংস্থতি খণ্ডয়তীতি বিরোধো দ্রষ্টব্যঃ। তরলা চঞ্চলা তারা যস্য। বিরোধ পক্ষে তরলত্বং রাতি গৃহ্লাতি অতি চঞ্চলমিত্যর্থঃ। পুনশ্চানুরাগ-সাগরে উচ্ছলন্ যো জলবীচিস্তত্র মজ্জদিব। নেত্রস্য স্বাভাবিক সদা জলপূর্ণত্বেন প্রতীয়মানত্বং শোভাধায়কং ভবতীতি ভাবঃ ॥৭২॥

অলকরূপ ভ্রমরেণ বেষ্টিতং তব অলিকরূপার্দ্ধচন্দ্রং চঞ্চলচীল্লিরূপ কার্ম্মুক-ভৃতঃ কন্দর্পস্য পুষ্পময় তীক্ষ্ণার্দ্ধচন্দ্রমিব। কথম্ভূতং সুবর্ণেন চিত্রং যস্য। ললাটোপরি তিলকাদিকমেব অস্ত্রোপরি সুবর্ণ চিত্রস্থানীয় মিতি বোধ্যং ॥৭৩॥

আহা! তোমার ঐ নয়ন দু'টী, "শ্রুতিপথবর্ত্তি" অর্থাৎ বেদ-মার্গানুগামী হইয়াও প্রমত্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা সতীগণের সতী-ব্রত ধ্বংস করিতেছে ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা। যাঁহারা শ্রুতিপথা-নুবর্ত্তী তাঁহারা কি কখন এরূপ অধর্ম্মচারী হন?—না রমণীর সতীধর্ম্ম নাশ করেন? অতএব "শ্রুতিপথবর্ত্তি" এই বাক্যের এস্থলে "আকর্ণ বিস্তৃত" এই অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। চঞ্চল তারকা-বিশিষ্ট তোমার ঐ নয়ন, অতি লম্পট এবং স্বাভাবিক সর্ব্বদা অশ্রুজল-ভারে টল টলরূপে শোভিত থাকায় মনে হয়—অনুরাগ-সাগরে উচ্ছলিত জলতরঙ্গে যেন মগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥৭২॥

ব্রজযুবরাজ! তোমার চঞ্চল অলক-ভৃঙ্গাবলি-বেষ্টিত ও গোরোচনা-চিত্রিত তিলক শোভি-ললাটরূপ অর্দ্ধচন্দ্র-ফলক দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, চঞ্চল চিল্লি-কার্ম্মুকধারী মন্মথের স্বর্ণাঙ্কিত

ন কচা অমী কিল মৃণালতন্তবো
মৃগনাভিভিঃ শুচিরসৈর্যদঞ্চিতাঃ।
নিজ চামরার্থমসমেষু ভূভৃতা
কুটিলাবভূবুরিতি যৎ স তদ্গুণঃ ॥৭৪॥
নিখিলাঙ্গরূপযশঃ এব চন্দ্রমা-
স্তস্য মন্দহাস্যবপুরাস্য-মণ্ডলে।
সমুদিত্য সর্ব্বভুবনাধিপান্তরা
লয়মধ্যমম্বপি তনোতি কৌমুদীং ॥৭৫॥

যৎ যস্মাৎ মৃণালতন্তবঃ মৃগনাভিভিঃ শৃঙ্গাররসৈ রঞ্জিতা। তথা চ শৃঙ্গার-রসেনার্দ্রীভূতৈঃ মৃগনাভিভী রঞ্জিতেত্যর্থঃ। তত্র কারণ মাহ। অসমেষুঃ পঞ্চেষুঃ কন্দর্পস্তদ্রূপেণ ভূভৃতা রাজ্ঞা নিজ চামরার্থমেবাঞ্চিতাঃ। কুটিলা ভবন্তি ইতি যৎ তস্য কুটিল কন্দর্পস্য গুণতব কারণং ॥৭৪॥

তব নিখিলাঙ্গস্থিতরূপস্য উৎকর্ষস্বরূপ যশ এব চন্দ্রমাঃ তব মন্দহাস্যমেব বপুর্যস্য তথাভূতঃ সন্ মুখমণ্ডলে সমুদিতা সর্ব্বভুবনাধিপানাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং অন্তঃকরণরূপালয়স্য মধ্যমন্তু মধ্যে কৌমুদীং জ্যোৎস্নাংতনোতি। তথা চ ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ সদা তব মন্দহাস্যস্য ধ্যানং কুর্ব্বন্তি ॥৭৫॥

সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র শরই শোভা পাইতেছে। সুতরাং তোমার ঐ ললাট একবার মাত্র দেখিয়াই কোন্ কুলাঙ্গনা না কম্পিত হয়? ॥ ৭৩ ॥

মরি! মরি! ঐ যে কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, উহাকে কেশ বলিয়া মনে হইতেছে না ত? কন্দর্পরাজ যেন নিজ চামরের নিমিত্ত মঞ্জু মৃণালতন্তু সমূহকে প্রথমতঃ শৃঙ্গাররসে ভিজাইয়া পরে মৃগনাভি দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছে। আর ঐ কেশ-কলাপ যে কুটিল দৃষ্ট হইতেছে, কুটিল কন্দর্পের গুণই উহার কারণ। যেহেতু কুটিলের সঙ্গদোষে সকলেই কুটিল হইয়া থাকে, ইহাই স্বভাবের রীতি ॥৭৪॥

তোমার নিখিলাঙ্গস্থিত রূপে মাধুরীর উৎকর্ষ স্বরূপ যশ-চন্দ্রমাই মৃদুহাস্যরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার মুখমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছে এবং নিখিল ভুবনাধিপ ব্রহ্মা রুদ্রাদির হৃদয়ালয় মধ্যে স্বীয়

ব্রজমীন জীবন ! জগদ্বিমোহন !
ত্বামতীড্যসে তব তু জীবিতেশ্বরী।
কুরুতে ভবন্তমপি মোহিতং স্বরু-
কণিকাং কিরন্ত্যহমিমাং কথং স্তবে ॥৭৬॥
অতি শোণ সান্দ্র নবকুঙ্কুমদ্রব-
চ্ছুরিতস্ফগাস্য কনকাম্বুজন্মনী।

হে ব্রজমীন-জীবন ! হে জগন্মোহন ! ত্বং ময়া ইত্যসে। ভবতু জীবিতেশ্বরী রাধিকা স্বকীয়কান্তিকণিকাং কিরন্তী সতী ভবন্তমপি মোহিতং কুরুতে। অতএব ইমাং কথং অহং স্তবে ॥৭৬॥

কলাবিদা বিধিনা ভবৎ কৃতে তব নিমিত্তং অনয়া স্বর্ণ কমলাদিরূপার্থ সংহত্যা রাধিকারূপ নবকেলিকল্পলতিকা রচিতেতি পঞ্চমশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। অর্থসমূহ মেবাহাতিশোণেতি। বহুভিঃ শ্লোকৈঃ। প্রথমিত শ্চরণারবিন্দং বর্ণয়তি। বাহ্লীকদেশস্থাতিশয়নিবিড়কুঙ্কুমযুক্তাধোমুখকমলদ্বয়ং। জানুদ্বয়ং বর্ণয়তি। দ্বে মণিসম্পুটে সুভগত্বেনাভিবাদিতে বন্দিতে। কথম্ভূতে কুসুমেষোঃ কন্দর্পস্য তূনপ্রসিদ্ধেন স্বর্ণনির্ম্মিত নিষঙ্গেণ সহ সঙ্গতে। এতেন জঙ্ঘাদ্বয়মপি বর্ণিতং ॥৭৭॥

জ্যোৎস্নাধারা বিস্তার করিতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মারুদ্রাদিও তোমার মন্দহাস্যের সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন ॥৭৫॥

হে জগন্মোহন ! হে ব্রজবাসীরূপ মীনের জীবন স্বরূপ ! আমি তোমাকে এইরূপে স্তুতি করিলাম বটে, কিন্তু ঐ যে তোমার জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধিকা স্বীয় সুকুমার কান্তিকণা বিকীরণ করিয়া তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন, আমি কিরূপে উঁহাকে স্তুতি করিব ? ॥৭৬॥

আমরি ! ঐ যে নবকেলি-কল্প-লতিকাটী তোমার বামপার্শ্ব অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতেছেন উহা বিশ্বশিল্পী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—উনি কেবল তোমার জন্যই রচিত হইয়াছেন। বাহ্লীকদেশস্থ অতিশয় লোহিতবর্ণ গাঢ় কুঙ্কুম দ্রবযুক্ত অধোমুখ কমলদ্বয়ের ন্যায়

কুসুমেষু হাটক নিষঙ্গ সঙ্গতে
মণি সম্পুটে সুভগতাভিবাদিতে ॥৭৭॥
ক্রমপীন হেমরুচিরৈক মূলভাক্
কদলীদ্বয়ং সম মধোমুখং ততঃ।
অমৃতোদপানমথ বৃত্তবীচিভি-
স্তিসৃভিঃ স্বমেব রভসেন বেষ্টিতং ॥৭৮॥
নলিনৈকপত্রমধি মধ্যরাজিত-
স্মরলেখপংক্তি করকে নিরন্তরে।
বিষবল্লিকে কিশলাদৃতে দরঃ
শরদিন্দু রঙ্করহিতঃ স্ফুরৎকলঃ ॥৭৯॥

একমূলভাক্ স্বর্ণকদলীদ্বয়ং সমং অধোমুখঞ্চ। এতেন উরুদ্বয়ং অমৃতস্য উদপানং কূপঃ এতেন নাভিদেশঃ। মধ্যদেশস্থানীয়ং স্বতিসৃভিস্ত্রিবলিস্বরূপ বর্ত্তুলাকারবীচিভিঃ রভসেন বেগেন বেষ্টিতং ॥৭৮॥

শ্রীরাধিকায়া উদররূপ কমলস্যৈকপত্রং কীদৃশং? অধিমধ্যং পত্রস্য মধ্যদেশে রাজিতা রোমাবলীরূপস্মবরেখপুংক্তির্যত্র। নিরন্তরে অব্যবহিতে স্তনরূপকরকে। বাহুদ্বয়রূপবিষবল্লিকে। কথম্ভূতে হস্তরূপ কিশলয় দ্বয়াভ্যাং আদৃতে। দরঃ কণ্ঠস্থানীয়শঙ্খঃ। স্ফুরৎকলঃ মুখরূপ পূর্ণচন্দ্র ইত্যর্থঃ ॥৭৯॥

চরণ দুটী। জঙ্ঘাদ্বয় যেন কন্দর্পের স্বর্ণ নির্ম্মিত তূণের সহিত সঙ্গ লাভ করিয়াছে এবং জানুদ্বয় যেন তাহারই উপরিবর্ত্তি দুইটি সৌভাগ্য-বন্দিত মণি-সম্পুট ।৭৭॥

উরুদ্বয় দেখিয়া মনে হয়, যেন ক্রমস্থূল দুইটী সুবর্ণকান্তি কদলী-তরু একই মূলদেশ হইতে সমভাবে অধোমুখে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাভিদেশ—অমৃতের কূপ এবং মধ্যদেশস্থিত ত্রিবলী রেখাই যেন ঐ অমৃতকূপের বর্ত্তুলাকার তরঙ্গত্রয় সবেগে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ।৭৮॥

শ্রীরাধিকার উদর ঠিক কমলের একটী পত্রের তুল্য এবং সেই পত্রের মধ্যদেশে বিরাজিত রোমাবলীই স্মরলেখা শ্রেণীর ন্যায়

স্ফুটবন্ধুজীব-নব-কুন্দ কোরকৈ-
স্তিল পুষ্প নীল-নলিনালি-পল্লবৈঃ।
অয়মর্চ্চিতোঽত্র পটলী যমানুজা
তন্ধোরণীযুগিতি যার্থ সংহতিঃ ॥৮০॥
বিধিনা নয়ৈব রচিতা কলাবিদা
নবকেলি কল্পলতিকা ভবৎ কৃতে।

অয়ং মুখচন্দ্রঃ বন্ধুজীবপ্রভৃতিভিরর্চ্চিতঃ। দন্তস্থানীয়াঃ কুন্দাঃ। নাসা-স্থানীয়ং তিলপুষ্পং। নেত্রস্থানীয়ে নীলনলিনে। অলকস্থানীয়োঽলির্ভ্রমরঃ। তেন ভ্রমর সহিত পুষ্পেণৈব পূজনং জ্ঞেয়ং। কর্ণস্থানীয়ঃ পল্লবঃ। কেশস্বরূপ-মেঘপটলী। কথম্ভূতা, যমানুজায়া যমুনায়াস্তন্নধোরণীযুক্। ধোরণী তড়াগা-দীনাং জলনির্গমনার্থং ক্ষুদ্রপ্রণালী। নানার্থোঽয়ং শব্দঃ। এতেন বেণী-বর্ণিতা ॥৮০॥

এবম্ভূতায়া রাধায়া মধুরিমাণং ভবান্নুপভূজ্য নন্থ পূর্ণকামতমতাং অগাৎ ? অপিতু পূর্ণকামতমতামগাদিত্যর্থঃ ॥৮১॥

শোভনীয়। বক্ষঃদেশে পীন পয়োধর যুগলই, অব্যবহিত দুইটী দাড়িম্বফল। কর-কিশলয়যুক্ত বাহু-যুগল যেন, দুইটী সুঠামে মৃণাল লতিকা। শঙ্খই উহাঁর কণ্ঠস্থানীয় এবং অকলঙ্ক শারদপূর্ণচন্দ্রই বদন-মণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিয়াছে।৭৯॥

এই মুখচন্দ্র বন্ধুজীবাদি পুষ্পদ্বারা অর্চ্চিত। উহার অধরে প্রফুল্ল বন্ধুজীবের শোভা, দন্তে কুন্দ-কুসুমের,নাসায় তিলপুষ্পের এবং নয়নে নীল নলিনের মাধুরী বিকসিত। অলকাবলিই—ভ্রমর শ্রেণী। এস্থলে ভ্রমর যুক্ত পুষ্পের দ্বারাই অর্চ্চিত বুঝিতে হইবে। পল্লবই কর্ণ স্থানীয়, নবজলধরই কেশ স্থানীয় এবং যমুনার ক্ষুদ্র পয়ঃ প্রণালীর শোভা মাধুরী সংগ্রহ করিয়াই যেন বেণী রচনা করা হইয়াছে ॥৮০॥

আহা! এইরূপেই বুঝি নিখিল কলাবিদ্ বিধাতা যাবতীয় শোভার সার মাধুরী সংগ্রহ করিয়া তোমার নিমিত্ত এই নব কেলি-

উপভুজ্য যন্মধুরিমাণ মাত্মনো
নম্নু পূর্ণকামতমতাং ভবানগাৎ ॥৮১॥
(কুলকং)

প্রণবানি দেবি ! নখরান্ পদোঃ সদো-
চ্ছলদংশুভিঃ শকলিতেন্দু নিন্দিনঃ।
নমিতং হ্রিয়ান্তিক কৃতস্থিতে হরি-
স্তব বক্ত্রমকমপি যেষু বীক্ষ্যতে ॥৮২॥
ভবদাস্য সৌরভ-পতন্মধুব্রতা-
বলি বারণায় করধারিতাম্বুজা।

হে দেবি! তব নখরান্ প্রণবানি। কথম্ভূতান্ সদা উচ্ছলৎ কিরণৈঃ খণ্ডিতচন্দ্রনিন্দিনঃ। অন্তিকে কৃষ্ণস্য নিকটে কৃতা স্থিতির্যয়া এবম্ভূতায়াস্তব হ্রিয়া নমিতং একমপি বক্ত্রং হরিঃ যেষু নখরেষু বীক্ষতে ॥৮২॥

যোগপীঠারোহণ সময়ে অষ্টসখীনাং যথাযোগ্য স্থানে স্থিতিং শ্রীরূপগোস্বামি-মতানুসারেণাহ। ভবদিতি। কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন পরশ্লোকস্থানুদক্ষিণোত্তর দিশৌ ললিতায়া দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরস্যাং দিশি তুঙ্গবিদ্যয়া সহ তথা ইন্দু-

---

কল্প-লতিকা শ্রীরাধিকাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? এই শ্রীরাধার মধুরিমা আস্বাদন করিয়া তুমি সর্ব্বতোভাবে পূর্ণকামতা লাভ কর নাই কি? তুমি অবশ্য পূর্ণকামতা লাভ করিয়াছ ॥৮১॥

দেবি! তোমার চরণ কমলের নখনিকর সর্ব্বদা উচ্ছলিত কিরণ নিচয় দ্বারা খণ্ডিত সুধাংশুকেও নিন্দা করিতেছে ঐ অপূর্ব্ব নখচন্দ্র-সমূহকে প্রণাম করি। তুমি নাগরবরের নিকটে থাকিয়া যখন লজ্জা-সঙ্কোচে অবনতমুখী হও, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার এক বদন-কমল প্রতিনখ-চন্দ্র-মুকুরে বিম্বিত দেখিয়া উল্লসিত হন ॥৮২॥

যোগপীঠ আরোহণ সময়ে অষ্টসখীও যথাযোগ্যস্থানে আরোহণ করিয়া তোমাদের কেমন সুন্দর পরিচর্য্যা করিতেছে। * তোমরা

* এস্থলে যোগপীঠারোহণ সময়ে অষ্টসখীর অবস্থান শ্রীরূপ গোস্বামীর মতানুসারে কথিত হইয়াছে।

ললিতা পুরো লষতি তুঙ্গবিদ্যয়া
ধৃতবীণয়া সহ তথেন্দুলেখয়া ॥৮৩॥
অনুদক্ষিণোত্তরদিশৌ বিশাখয়া
সহ চিত্রয়া ব্যজন চারুচালনৈঃ।
ব্যতিদর্শনোপধিকর্ম্মে বিন্দবঃ
সহসাস্ততাং দধতি বাং সদোদিতাঃ ॥৮৪॥
সিচয়াঞ্চলেন কলিতেন পাণিনা .
প্রণয়াশ্রুমার্জ্জন পরাপি বামিয়ং।

লেখয়া সহ ললিতা লষতি। তথা চ সম্মুখে স্থিতায়া ললিতায়া দক্ষিণপার্শে বীণা সহিতা তুঙ্গবিদ্যা উত্তরপার্শ্বে ইন্দুলেখেত্যর্থঃ ॥৮৩॥

রাধাকৃষ্ণয়োরনুদক্ষিণোত্তরদিশৌ বিশাখয়া সহ চিত্রয়া যৎ ব্যজনচারুচালনং তৈঃ করণৈঃ বাং যুবয়োঃ পরস্পরদর্শনোত্থঘর্ম্মবিন্দবঃ সহসা অস্ততাং দধতি ॥৮৪॥

অভিতঃ স্থিতা অনুজয়া সুদেব্যা সহ রঙ্গদেবী পাণিনা গৃহীতেন বস্ত্রাঞ্চলেন

যোগপীঠে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছ। আর উহার অষ্ট-দলে অষ্টসখী বিরাজ করিতেছে; তোমাদের সম্মুখে পূর্ব্বদিগ্দলে ললিতা সখী তোমার বদন-কমল-সৌরভে উন্মত্ত হইয়া পতিত ভ্রমর সকলকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত কর-কমল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ ঈশান কোণস্থিত দলে তুঙ্গ-বিদ্যা এবং ললিতার বামভাগে অগ্নিকোণস্থিত দলে ইন্দুলেখা বীণা বাজাইতেছেন ॥৮৩॥

হে ব্রজনাগরী-নাগরেন্দ্র! তোমাদের উভয়ের দক্ষিণদিক স্থিত-দলে বিশাখা এবং বামভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকস্থিত দলে চিত্রা অবস্থান করিয়া সুচারু চামর সঞ্চালন দ্বারা তোমাদের পরস্পর দর্শন জন্য সর্ব্বদা যে ঘর্ম্ম বিন্দু নিচয় উদ্গত হইতেছে তাহা ক্ষিপ্র-ভাবে নিরস্ত করিতেছে ॥৮৪॥

তোমাদের অতি নিকটে বায়ুকোণস্থিত দলে রঙ্গদেবী এবং নৈঋত-কোণস্থিত দলে তাহার অনুজা সুদেবী অবস্থান করিয়া স্বয়ং অশ্রু-

স্বদৃশৌ ধৃতাশ্রুবিততী ব্যধাদহো
সহ রঙ্গদেব্যনুজয়াহ্ভিতঃ স্থিতা ॥৮৫॥
অনুপৃষ্ঠদেশ মনুরাগিণৌ যুবা
মদর প্রমোদয়তি চম্পবল্লিকা।
তপনীয় কান্তি জয়ি নাগবল্লিকা-
দলবীটিকাঃ প্রদদতী মুখাব্জয়োঃ।৮৬॥
প্রণয়াদ্রিরাজধুরয়া হৃদূঢ়য়া
বগতেন সাহসভরেণ সন্তবৎ।

বাং যুবযোঃ প্রণয়াশ্রু মার্জ্জনপরাপি সা স্বদৃশৌ আনন্দেন ধৃতাশ্রুবিততী ব্যধাৎ ॥৮৫॥

যুবয়োর্মুখাব্জয়োঃ স্বর্ণকান্তিজয়িপর্ণদল নির্ম্মিতবীটিকাঃ প্রদদতী চম্পকবল্লী পৃষ্ঠদেশে স্থিতা সতী অনুরাগিণৌ যুবাং অনল্পং প্রমোদয়তি ॥৮৬॥

মহোর্ম্মিমতি তব রূপবিহারস্বরূপ সমুদ্রে অঙ্গনার্ব্বুদং হৃদূঢ়য়া প্রণয়রূপ পর্ব্বতরাজস্য ধুরয়া ভারেণ সমবগতেন সাহসভরেণ সন্তবৎ সৎ অতিবেলং শীঘ্রং আধিক্যং তত্র নিমজ্জৎ সৎ যস্মাৎ তস্মাৎ মাদৃশাং গিরা কিং বর্ণিতং ভবতীতি

ধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে কর-কমলে বস্ত্রাঞ্চল লইয়া তোমাদের প্রণয়াশ্রু মার্জ্জন করিতেছে ॥৮৫॥

তোমাদের পৃষ্ঠদেশে—পশ্চিমদিক্‌স্থিত দলে চম্পকলতা অবস্থান পূর্ব্বক অনুরাগ-রসমগ্ন তোমাদের বদন-কমলে স্বর্ণকান্তিজয়ি-তাম্বূল-বীটিকা অর্পণ করিয়া তোমাদিগকে অনল্প প্রমোদিত করিতেছে।৮৬॥

হায়! যাহারা প্রণয়-গিরিরাজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে জানিয়াও সাহসভরে তোমার রূপ ও লীলা সমুদ্রে সন্তরণ করিতে উদ্যত হইয়া অবশেষে সহসা তাহাতে অধিকরূপে নিমগ্ন হইয়া গেল, সেই আত্মঘাতিনীদের গুণ-বর্ণনা করা সাধু ব্যক্তিগণের কদাচ উচিত হয় না। পরন্তু সেই অঙ্গনার্ব্বুদকে যখন কন্দর্প-কুম্ভীরে ধারণ করিয়াছে, তখন তাহারা আত্মঘাতিনী নিশ্চয়ই ত! তথাপি

তব রূপকেলিজলধৌ মহোর্ম্মিম-
ত্যধিকং নিমজ্জদতিবেলমেব যৎ ॥৮৭॥
তদনঙ্গ-নক্রধৃত মঙ্গনার্ব্বুদং
কিমু বর্ণিতং ভবতি মাদৃশাং গিরা।
কমলাদ্রিজাদিভিরপীহ মৃগ্যতে
সুচিরং যদীয়পদবী দবীয়সি ॥৮৮॥
(যুগ্মকং)
ইতি লব্ধ বর্ণমুদয়দ্বিবর্ণতং
রভসেন রুদ্ধগিরমীক্ষয়ন্ শুকং
বন-পালিকাং সরসগোস্তনী ফলৈ
রনুতর্পয়ন্ মুদমধত্ত মাধবঃ ॥৮৯॥

পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। ন হি আত্মঘাতিনাং বর্ণনং সতামুচিতং ভবতীতি ভাবঃ। পক্ষে এতাদৃশ সৌভাগ্যবতীনাং বর্ণনং কিং মাদৃশানাং বরাকাণাং গিরা ভবতি ? অপি তু ন ভবত্যেব। দবীয়সী দূরবর্ত্তিনী যা সা পদ মার্গঃ মৃগ্যতে। পক্ষে সমুদ্রে মগ্নানাং তাসাং উদ্ধরণায় মদীয় পদবী মৃগ্যতে ॥৮৭—৮৮॥

ইতি লব্ধবর্ণং বিচক্ষণং শুকং রভসেন হর্ষেণ উদয়ন্তী বিবর্ণতা যস্য তথাভূতং রুদ্ধগিরং তং ভোজয়িতুং বনপালিকাং বৃন্দাং ঈক্ষয়ন্ মাধবঃ সরসদ্রাক্ষাফলৈঃ শুকং বৃন্দাদ্বারা অনুতর্পয়ন্ স্বয়ং মুদং অধত্ত ॥৮৯॥

উহাদের এই দুরবর্ত্তিনী পদবী অর্থাৎ অনুরাগ-মার্গ-কমলা ও গিরিজ প্রভৃতিও চিরকাল অন্বেষণ করিয়া থাকেন ; এমন সৌভাগ্যশালিনী-গণের গুণ বর্ণনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র শুকের ভাষায় সম্ভব হয় কি ? কখনই নয়। পক্ষান্তরে সেই সমুদ্র-মগ্নগণের উদ্ধারের নিমিত্তই তাঁহারা মদীয় পদবী অন্বেষণ করেন ॥৮৭॥৮৮॥

এই প্রকার গুণ বর্ণনা করিতে করিতে বিচক্ষণ শুক সহসা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষভরে তাহার কণ্ঠরোধ উপস্থিত হইল— শ্রীরাধার গুণ বর্ণনায় আর তাহার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। শ্রীকৃষ্ণ তখন বনপালিকা বৃন্দাদেবীকে শুকের সেই অবস্থা দেখাইয়া এবং

অতি সৌভাগ্যাস্পদে মভূৎ সভাজনৈঃ
শুক এব ভব্য সুহৃদালি সংসদঃ।
অনুভাব্য ভাগবতমাধুরীং পরী-
ক্ষিতমেব যৎ স্বমকরোদসৌ কৃতী ॥৯০॥
কলগান গতবর কৌশলাবধি
ব্যক্তিবেদনেন বিজিগীষয়ৈব কিং।

ভব্যানাং সুহৃদালীনাং ললিতাদীনাং সংসদঃ সভাজনৈঃ অভিনন্দনৈঃ শুকঃ অতি সৌভাগ্যাস্পদং অভূৎ। অসৌ শুকঃ ভগবতোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মাধুরীং তাদৃশ সংসদঃ সভাস্থজনান্ অনুভাব্য স্বং পরীক্ষিতং পরীক্ষণ কর্ম্মভূতং অকরোৎ। পক্ষে শুকদেবঃ ভব্য সুহৃৎ শ্রেণিসংসদঃ শ্রীভাগবত-মাধুরীং অনুভাব্য পরীক্ষিতং রাজানাং স্বং স্বীয়মকরোৎ। সংসদ ইতি পদং ষষ্ঠ্যেক-বচনান্তং দ্বিতীয়া বহুবচনান্তঞ্চ ॥৯০॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ বীণামুরলিকে করপদ্মস্থহংসিকে ইব রেণতুঃ গানং চক্রতুঃ। তথা চ কৃষ্ণঃ মুরলীমবাদয়ৎ রাধিকা তু বীণামিত্যর্থঃ। তত্র উৎপ্রেক্ষা

শুককে দ্রাক্ষা ফল সকল বৃন্দা দ্বারা পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করাইয়া নিজেও প্রমোদিত হইলেন ॥৮৯॥

প্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা ব্যাসনন্দন শুকদেব যেরূপ ভব্য সুহৃদ্ জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীভাগবত মাধুরী অনুভব করাইয়া রাজা পরীক্ষিতকে অতি নিজ জন করিয়াছিলেন সেইরূপ এই কৃতী শুকও ললিতাদি ভব্য সুহৃদ-পারিষদ্ গণের অভিনন্দনে অতিশয় সৌভাগ্য-ভাজন হইলেন। যেহেতু এই বিচক্ষণ শুকই ভাগবত-মাধুরী অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মাধুরী তাদৃশ সভাস্থ জনগণকে অনুভব করাইয়া আত্ম-পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। কৃতীব্যক্তি পরীক্ষা দিয়া সভাস্থ সভ্যজনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেই সৌভাগ্যাস্পদ হইয়া থাকেন ॥৯০॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের কর-কমলস্থিত যথাক্রমে বীণা ও মুরলী কল হংসীর ন্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া রণিত হইতে লাগিল অর্থাৎ

অথ বল্লকী মুরলিকে তয়োঃ করা-
ম্বুজ হংসিকে ইব চিরেণ রেণতুঃ ॥৯১॥
সলিলাশ্মতাশ্ম সলিলত্বয়াঃ কৃতিঃ
কৃতিতাং ততান কিয়তী মহো তয়োঃ।
যদভেদদর্শিমুনি হৃৎপবেরপি
দ্রববৃষ্টিরাশ্বজনি সত্য লোকতঃ ॥৯২॥
ক্ষণতোহথ রত্নসদন-প্রবিষ্টয়োঃ
সুখতল্পতল্লজ-তলোপবিষ্টয়োঃ।

মাহ। কলগান গতং যৎ অনবরং শ্রেষ্ঠং কৌশলং তস্যাবধের্ব্যতিবেদনেন পরস্পরজ্ঞাপনেন বিজিগীষয়ৈব কিং রেণতুঃ ॥৯১॥

তয়োর্বীণাগান মুরলীগানয়োঃ সলিলস্য প্রস্তরত্বং প্রস্তরস্য সলিলত্বং তয়োঃ কৃতিঃ করণং কিয়তাং অতিতুচ্ছাং কৃতিতাং কৃতিত্বং ততান। উৎকৃষ্টকৃতিত্ব মাহ। অহো ' শ্চর্য্যং যৎ যস্মাৎ সত্যলোকতঃ অভেদদর্শিনাং মুনীনামপি হৃদয়রূপ বজ্রস্য দ্রববৃষ্টিঃ বর্ষাচ্ছলেন আশু অজনি ॥৯২॥

শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাও বীণায় ঝঙ্কার তুলিলেন। আমরি! সেই সুমধুর স্বর-লহরীর শ্রুতি-স্পর্শে বোধ হইল—যেন এই কল-সঙ্গীতের বর-কৌশলাবধি পরস্পর পরস্পরকে জিগীষা বশতঃই ঐ বীণা ও মুরলী এরূপ মধুর ভাবে শব্দিত হইতেছে ॥৯১॥

অহো! কি আশ্চর্য্য! সেই বীণা ও মুরলীর অমিয়ধারাবর্ষি মধুর গানে সলিল শিলাময় হইল এবং কঠিন শিলাও দ্রবীভূত হইয়া সলিলত্ব প্রাপ্ত হইল; ইহা উঁহাদের পক্ষে অতি তুচ্ছ কৃতিত্বের বিস্তার!! ইহা অপেক্ষাও উঁহাদের আরও উৎকৃষ্ট কৃতিত্ব আছে। ঐ দেখ, বীণা ও মুরলীতে মেঘমল্লার রাগ আলাপ করায় বর্ষাকালোচিত বারি-বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—উহা সত্যলোক হইতে অভেদদর্শী মুনিগণের কঠিন হৃদয়-বজ্রের দ্রব-বৃষ্টিই কি ধরার উপর সহসা বর্ষিত হইতেছে? ॥৯২॥

স্মর সিন্ধুবীচিভর মজ্জিতা তয়ো-
র্ললিতাদিকালি ভতিরাপ বাঞ্ছিতং ॥৯৩॥
কাঞ্চীকুণ্ডলহার মৌলিকটকৈঃ শয্যাতপত্রালয়ৈ-
র্বল্লীবৃক্ষমৃগদ্বিজৈর্বহুবিধৈর্নানা কলা কল্পিতৈঃ।

রত্নমন্দিরং প্রবিষ্টয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্মরসিন্ধুবীচিভরেণ মজ্জিতা ললিতাদি সখীততিঃ বাঞ্ছিতং আপ। কথম্ভূতয়োঃ সুখজনকো যো শয্যাপ্রসিদ্ধৈকদেশঃ তত্র উপবিষ্টয়োঃ তল্লজেত্যস্যামরেণ প্রসিদ্ধার্থত্বাৎ ॥৯৩॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম রত্ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সুখময় কেলি শয্যার উপর পরমানন্দে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে উভয়ে আনন্দ-সিন্ধুর তরঙ্গ রঙ্গে নিমজ্জিত হইলে ললিতাদি সখীগণ বাঞ্ছিত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥৯৩॥

তারপর শ্রীরাধাশ্যামের সেবাপর সেই পরিজনগণ পুষ্পনিচয় দ্বারা কাঞ্চী, কুণ্ডল, হার, মুকুট, কটক প্রভৃতি ও বিবিধ শিল্প-

তদুচিত-গৌরচন্দ্র।—"কাঞ্চন কমল—কান্তি কলেবর, বিহরই সুরধুনী-তীর। তরুণ তরুণ তরু, তরুহেরি তোড়ই, কুন্দ-কুসুম-করবীর।' সমবয় সকল, সখাগণ সঙ্গহি, সরস রভস রসে ভোর। গজবর গমন গঞ্জিগতি-মন্থন, গোপতে গদাধর কোর॥ অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ। পূরব প্রেম, পরমানন্দে, পুরিত পুলকপটলময় অঙ্গ ॥ধ্রু॥ নিরুপম নদীয়া-- নগর-পুর নিতি-নিতি, নব নব করত বিলাস। দীনে দয়া করু, দুরিত দুঃখ হরু কহত হি গোবিন্দ-দাস॥ (পঃ কঃ তঃ)

তথাহি পদ।—"ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর। সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর॥ সখী এ কহে পুনঃ হের সখি! দোঁহে দোঁহা দরশনে অনিমেখ আঁখি॥ তরু সব পুলকিত ভ্রমরেরগণ। সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন। শ্রমভরে বৈঠল মাধবী কুঞ্জ। রাইমুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥ লীলা কমল হি কানু তাহা বারি। মধুসূদন সেও কহত উচারি॥ এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহ রাধা-মোহন অনুরাগ ওর॥ (পঃ সঃ)

পৌষ্পৈরেব মুদা ব্যধুঃ পরিজন-শ্রেণ্যস্তয়োঃ স্বামিনোঃ
সেবাং স্বাদিত বন্যমূলফলয়ো স্তাম্বূলপূর্ণাস্যয়োঃ ॥৯৪॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে কল্পতরুতল-লীলাস্বাদনো
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২॥

পরিজনশ্রেণ্যঃ পুষ্পনির্ম্মিতৈঃ কাঞ্চী-শয্যা ছত্রগৃহ-বৃক্ষলতা প্রভৃতিভিঃ তয়োঃ স্বামিণোঃ সেবাং ব্যধুঃ ॥৯৪॥

ইতি টীকায়াং দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

নৈপুণ্যসহকারে বহুবিধ বল্লী, বৃক্ষ, মৃগ-বিহঙ্গাদি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা হর্ষভরে সেই অধিস্বামী যুগলের সেবা-সম্পাদন করিলেন ; পরে সেই প্রেমিক যুগল বনজ ফলমূল ভোজন করিলে তাঁহাদের বদন-কমলে সহর্ষে তাম্বূল বীটিকা অর্পণ করিলেন ॥৯৪॥

ইতি কল্পতরুতল লীলাস্বাদন নাম
দ্বাদশ সর্গের মর্ম্মানুবাদ ॥১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—:·:—

অথ পুনরপি ভ্রাম্যন্ বৃন্দাবনং বনজেক্ষণঃ
ক্ষণপরবশো হেমন্তেষ্টং প্রদেশমুপব্রজন্।
তরুগণ ঘনচ্ছায়াচ্ছন্নাং শ্রিতামপি তাং জহৌ
সরণিমথ সা ম্লৌ মন্যে তদীয় বিয়োগতঃ ॥১॥
নিজ নিজ বপুঃ সঙ্কোচ্যাশু প্রসার্য্য বরাম্বরা-
ণ্যলঘুজঘনা রোমাঞ্চাঢ্যা মুখোদিতশীৎক্রিয়াঃ।

অথানন্তরং বনজেক্ষণঃ কৃষ্ণঃ উৎসবপরবশঃ সন্ তথা হেমন্তেষ্টং বৃন্দাবনস্য ভাগবিশেষং উপব্রজন্ সন্ তরুগণঘনচ্ছায়াচ্ছন্নাং সরণিং পূর্ব্বং গ্রীষ্মভয়াৎ আশ্রিতামপি অধুনা শীতভয়াৎ জহৌ। সা সরণিঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগেন ম্লৌ ইতি অহং মন্যে। ম্লানি জ্ঞানং তু মনুষ্যাণাং গমনাগমনাভাবাদুৎপন্নেন তৃণাদিনেতি জ্ঞেয়ং ॥১॥

স ঋতুর্হেমন্তঃ। তাসাং রাধাদীনাং সখ্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গম ইবাভবৎ। শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গম সাধর্ম্ম্যমাহ। অলঘুজঘনাস্তাঃ কথম্ভূতাঃ, নিজনিজ বপুঃ সঙ্কোচ্য

অনন্তর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ উৎসবানন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় হেমন্তেষ্ট নামক বন-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে গ্রীষ্মের প্রখর রবি-কর সন্তাপ ভয়ে যে নিবিড় তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন বনপথ বিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে শীতভয়ে সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে মনে হইতে লাগিল, ঐ পথ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে যেন ম্লান হইয়া গেল। মনুষ্যের গমনাগমন না থাকিলে তৃণাদি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ পথের ম্লানতা উৎপাদন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গমনা-গমন অভাবে সেই তরুচ্ছায়াবৃত বনপথ উদ্গত তৃণাঙ্কুর নিচয়ে ম্লান ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল ॥১।

আহা! সেই হেমন্ত ঋতু, তখন অলঘু-জঘনা শ্রীরাধাদি

গতিমপি জহুর্জাড্যাক্রান্তাঃ সুসংহতজানবঃ
স ঋতুরভবত্তাসাং সদ্যো হরেরিব সঙ্গমঃ ॥২॥
ইহ সখি! তুষারাংশোরংশো নিশাতি সমেধতে
হ্রসতি দিবসো ভাগো ভা গোপতে রপি তাম্যতি।

শীতভয়াৎ বস্ত্রাণি প্রসার্য্য চ মুখোদিত শীৎক্রিয়াঃ। জাড্যাক্রান্তা শীতাক্রান্তা স্তা গতিমপি জহুঃ। সঙ্গমপক্ষে আনন্দজাড্যাৎ। পুনশ্চ শীতাৎ সুসংহতে একত্রীকৃতে দ্বে জানুনী যাভিঃ। এবং কৃষ্ণসঙ্গেঽপি তস্য লাম্পট্যভয়াৎ জানুনো রেকত্রীকরণং বোধ্যম্ ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রাধাং আহ। ইহ তুষারাংশোশ্চন্দ্রস্য অংশো ভাগঃ নিশা অনিশং বর্দ্ধতে। গোপতেঃ সূর্য্যস্য ভাগো দিবসঃ হ্রসতি, অতএব তস্য ভা কিরণং

ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে প্রথম প্রিয়-সঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমকালে উহারা বাম্য বশতঃ যেরূপ তনু-সঙ্কোচ করিয়া বস্ত্র দিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুসংবৃত করেন, সেইরূপ সম্প্রতি উহারা শীতভয়ে স্ব স্ব তনু-সঙ্কোচ করিয়া আশু বারম্বার প্রসারণ করিতে লাগিলেন এবং পুলকাঞ্চিতা হইয়া মুখে শীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে এরূপ রোমাঞ্চ ও শীৎকার ইহাঁদের অতি স্বাভাবিক এবং তৎকালে তাঁহার লাম্পট্যভয়ে যেরূপ জানুদ্বয় একত্র সংহত করিয়া থাকেন ও আনন্দ-জাড্য বশতঃ গমনে অসক্ত হইয়া পড়েন, সেইরূপ সম্প্রতি শীতের প্রাবল্যে উহারা জানুদ্বয় একত্র সংহত করিতে লাগিলেন ও অতিমাত্র শীতাক্রান্ত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইলেন না ॥২॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে তাদৃশ শীতার্ত্তা দেখিয়া কহিলেন—"প্রিয় সখি! এই সময়ে তুষারাংশু চন্দ্রের ভাগ রাত্রি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সূর্য্যের ভাগ দিবা প্রতিদিনই হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং তাহার কিরণমালাও ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। হে কান্তে! এই জন্যই যখন তোমার তড়িৎ-প্রভ তনু-লতা সম্প্রতি কম্পান্বিত হইতেছে এবং "অতনুকৃতা" অর্থাৎ

তনুরপি ধৃতোৎকম্পা শম্পাসমাপ্যতনূদ্ধুতা
হিমমহিমভিঃ কান্তে! কাংতে গমিষ্যতি বা দশাং ॥৩॥
তদিহ মম হৃদ্বেশ্মন্যস্মিং স্তুহুৎকলিকালিভি-
স্তুচিতে নিবাসার্থং কোষ্ণীকৃতে নিভৃতেক্ষণং।
প্রবিশ সহসা জাড্যং দূরে বিহায় বিহারিণী-
ত্যতিজবভুজ দ্বন্দ্বৈনৈনাং চকর্ষ স হর্ষদঃ ॥৪॥
নহি নহিনহীত্যুক্তেনাপি প্রিয়েণ দৃঢ়ং বলা-
দুরসি রসিকা সা বাহুভ্যাং স্থবব্যত বল্লভা।

তাম্যতি। হে কান্তে! বিদ্যুৎসমা তে তব তনুরপি অধুনৈব ধৃতোৎকম্পা এবং অতনূদ্ধুতা অত্যন্তম্লানা! পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পস্তেন উদ্ধুতা। পশ্চাৎ হিমমহিমভি হিমাতিশয়ৈঃ কাং দশাং গমিষ্যতি ॥৩॥

তদস্মাৎ ত্বত্‌ৎকলিকাভিঃ ত্বদ্বিষয়কোৎকণ্ঠাশ্রেণিভিঃ। পক্ষে উৎকণ্ঠারূপ সখীভিঃ কোষ্ণীকৃতে মম হৃদ্বেশ্মনি জাড্যং দূরে বিহায় সহসা প্রবিশ। হে হারিণি! মনোহারিণি! ইতি উক্ত্বা স হর্ষদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতিজবভুজদ্বন্দ্বেন এনাং রাধাং চকর্ষ ॥৪॥

রাধয়া নহি নহীত্যুক্তেনাপি প্রিয়েণ কৃষ্ণেন বক্ষঃস্থলে বাহুভ্যাং অসৌ

অত্যন্ত ম্লান হইয়া যাইতেছে অথবা কন্দর্প কর্তৃক বিকম্পিত হইতেছে তখন হিমাতিশয্য বশতঃ তোমার যে কি দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিতেছি ॥৩॥

ভাল, এখন এক কাজ কর, এই যে আমার হৃদয়-আবাস ত্বদ্বিষয়িণী উৎকণ্ঠারূপ সখী সমূহ দ্বারা ঈষৎ উষ্ণীকৃত হইয়াছে, হে মনোহারিণি! আমার অতি নিভৃত হৃদয়-ভবনই তোমার এই শীত-কালোচিত নিবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব এখনই জড়তা দূরে পরিহার করিয়া শীঘ্র আসিয়া প্রবেশ কর।"—এই বলিয়াই সেই হর্ষদ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সবল বাহু-যুগল সবেগে প্রসারিত করিয়া শ্রীরাধাকে বক্ষের মাঝে আকর্ষণ করিলেন ॥৪॥

সরম-সঙ্কোচে শ্রীরাধা 'না না' বলিয়া যতই বাধা প্রদান করিতে

শিথিল রসনা বন্ধাদ্বন্ধো স্তদূরুবিমর্দ্দিতা-
দপতদবনৌ বংশী রোষাদি বাদর লাঘবাৎ ॥৫॥
ত্বমসি কঠিনে ! শীতা গীতাশ্রয়াপ্যুরুদোষভূ
স্তদুচিত ফলং বিশ্বোদ্বেজিন্যবাপ্নুহি সাম্প্রতং।
ইতি ললিতয়া সা :বণ্যগ্রে নিবধ্য নিজুহ্নুবে
স্মর মধুমদাত্তাং তৎস্বামী চিরাদপি নাস্মরৎ ॥৬॥

রসিকা বল্লভাস্তবধ্বত। বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে তস্যা রাধায়া উরুদেশ বিমর্দ্দিতাৎ বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শিথিলিত রসনাবন্ধাৎ বংশী অবনৌ রোষাদিব পপাত। রোষে কারণ মাহ। অদর লাঘবাদূরুদেশাঘাতরূপ লাঘবাৎ তদ্রূপানল্পাং লঘুতাং প্রাপ্য। পক্ষে স্বনিষ্ঠাতিলাঘবেন ॥৫॥

মুরলীং হস্তে আদায় ললিতা আহ। হে কঠিনে! কাষ্ঠজাতিত্বাৎ শীতকালে ত্বং শীতা অসি ন তু কদাপি উষ্ণা। অতএব মধুরগানাশ্রয়াপি উরু দোষভূঃ। হে বিশ্বোদ্বেজিনি! ত্বং তদুচিত ফলং সাম্প্রতং অবাপ্নুহি। ইত্যুক্ত্বা ললিতয়া সা নিজুহ্নুবে অপহ্নুতাং চকার। তাং মুরলীং শ্রীকৃষ্ণঃ স্বব-মধুমদাৎ ন অস্মরৎ ॥৬॥

লাগিলেন, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তৎই সেই রসিকামণিকে বল্লভাকে বল পূর্ব্বক বাহুপাশে হৃদয়ের মাঝে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের বিমর্দ্দনে শ্রীকৃষ্ণের রসনা বন্ধন শিথিলিত হইয়া যাওয়ায় তৎ-সংস্থিত বংশী যেন রোষভরে ভূমিতলে পতিত হইল। শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতরূপ অনল্প লঘুতা প্রাপ্তি কিম্বা স্বনিষ্ঠার অতি লাঘবতাই বংশীর এই রোষের কারণ বুঝিতে হইবে ॥৫॥

ললিতা ভূমিতল হইতে মুরলীটি হাতে লইয়া কহিলেন—"হে কঠিনে। মুরলি। তুমি নীরস কাষ্ঠজাতি বলিয়া শীতকালে অতিমাত্র শীতল হইয়া থাক, কদাপি উষ্ণ হও না। অতএব সুমধুর কল-সঙ্গীতের আশ্রয় স্বরূপ হইলেও তুমি যে বহু দোষের আকর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। হে বিশ্ব-বিক্ষোভবিধায়িনি! তুমি

সময় বিদথৈস্তাভ্যঃ সার্দ্ধঃ প্রিয়েণ বিহারিণা
সরস মটবীপালী-পালী প্রমোদধুরাধিরা।
অরুণ কপিশশ্যামান্ শ্লক্ষ্ণান্ সুবর্ণরসাঞ্চিতান্
লঘু লঘু লঘূনীশারাণাং চয়ান্ সমুপাহরৎ ॥৭॥
কুরুবকঘটাঝিণ্টীশ্রেণী কুরুণ্টক মণ্ডলৈ
হৃর্দতমুতনূনাং তে কান্তে! যতো দধিরে রুচঃ।

অথ সময়বিৎ অটবীপালীবনদেবী তাসাং পালীশ্রেণী লঘূন্ রেজাই ইতি প্রসিদ্ধানাং নীশারাণাং চয়ান্ প্রিয়েণ হরিণা সার্দ্ধং তাভ্যঃ রাধাদিভ্যঃ সরসং লঘু চ যথাস্যাত্তথা সমুপাহরৎ। কথম্ভূতান্ শ্লক্ষ্ণান্ কোমলান্। "নীশারঃ স্যাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে" ইত্যমরঃ। কথম্ভূতা প্রমোদাতিশয়ং দধাতীতি সা ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রাধিকামাহ। কুরুবকস্য 'রক্তপিয়াবাসা' ইতি খ্যাতস্য ঘটা। ঝিন্টীশ্রেণী 'শ্যামপিয়াবাসা' শ্রেণী। কুরুণ্টকঃ 'পীতপ্রিয়াবাসা'। হে

এক্ষণে তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর। এই বলিয়া সেই মুরলীকে নিজ বেণীর অগ্রে বাঁধিয়া গোপন করিয়া রাখিলেন; কিন্তু সেই মুরলী স্বামী শ্রীকৃষ্ণ স্মর-মধুমদে প্রমত্ত থাকায় বহুক্ষণ যাবৎ সেই মুরলীর বিষয় তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হইল না। ৬।

অনন্তর বন ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাধাশ্যাম শীতার্ত্ত হইয়া পড়িলে সময়াভিজ্ঞা বৃন্দাবন-পালিকা বৃন্দাদেবী পরমানন্দভরে বন-বিহারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ললিতাদি সকলকেই অরুণ, কপিশ,শ্যামবর্ণ ও সুবর্ণরস-রঞ্জিত সুকোমল নীশার (রেজাই) নামে প্রসিদ্ধ লঘুভার শীতবস্ত্রনিচয় সরসভঙ্গীতে ধীরে ধীরে উপহার প্রদান করিলেন ॥৭॥

শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা মাধুরী দেখিতে দেখিতে প্রমোদ পুলকিত প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-বল্লভা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কান্তে! ঐ দেখ, রক্তবর্ণ কুরুবকের ঘটা, শ্যাম-শোভনা ঝিণ্টীর শ্রেণী ও পীতবর্ণ কুরুণ্টক মণ্ডল কেমন শোভা পাইতেছে।

তদদরমদামোদৈ রেষাং সদেহ বিরাজিনাং
নব সুমনসাং মালা মালালয়ত্যধিকং ন কিং ? ॥৮॥
কলয় মহিলে ! নারঙ্গাখ্যা লতা তব সন্নিধা-
বপি নিজফলদ্বন্দ্বং নৈবাবৃণোত্যতি গর্ব্বিণী।
স্বকুচ-সুষমাং কঞ্চুক্যাস্ত্বং দরাপি করাগ্রতঃ
প্রকটয়সি চেদেষা গর্হাম্বুনিধৌ নিমজ্জতি ॥৯॥

কান্তে ! এতৈঃ কর্তৃভিঃ তে তবহৃদয়কন্দর্পতনূনাং রুচঃ যদ্ যস্মাদ্দধিরে। হৃদয়স্যানুরাগিত্বেন রক্তত্বং। কন্দর্পস্য শৃঙ্গারাত্মকত্বেন শ্যামত্বং। তত্তস্মাৎ অনল্পপ্রমোদৈঃ সদা ইহ বৃন্দাবনে বিরাজিনাং এষাং নবপুষ্পানাং মালা মা মাং কিং অধিকং ন লালয়তি ? স্পৃহাং—কারয়তি। লল ইপ্সায়াং ধাতুঃ ॥ ৮ ॥

হে মহিলে ! রাধে ! কলয় পশ্য। নাগরঙ্গাখ্যা লতা তব সন্নিধাবপি নিজফলদ্বন্দ্বং নৈবাবৃণোতি। যতোঽতিগর্ব্বিণী। অতো যদি ত্বং স্বকুচ সুষমাং কঞ্চুক্যাঃ সকাশাৎ করাগ্রেণ প্রকটয়সি তদা এষা নিন্দাম্বুনিধৌ নিমজ্জতি ॥ ৯ ॥

আমরি ! উহারা যেন যথাক্রমে তোমার হৃদয়ের হৃদয়স্থিত কন্দর্পের এবং তোমার তনু-লতার কান্তি ধারণ করিয়াছে। তোমার অনুরাগি-হৃদয়ের রক্তবর্ণতা যেন ঐ কুরুবকগণ রক্ত কুসুম রূপে ধারণ করিয়াছে। কন্দর্পের শৃঙ্গারাত্মক শ্যামবর্ণতাকেই ঝিণ্টী শ্রেণী শ্যাম কুসুমরূপ ধারণ করিয়াছে এবং পীতবর্ণ কুরুণ্টক মণ্ডলই তোমার তনুর পীতকান্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব বিপুল প্রমোদ সহকারে এই বৃন্দাবনে বিরাজিত এই সকল নবপুষ্প সমূহের মালা কি আমাকে অধিক স্পৃহান্বিত করিতেছে না ? ॥৮॥

হে মহিলে ! রাধে ! ঐ দেখ, নাগরঙ্গ-লতা কেমন গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে, তোমার নিকটও নিজের ফল দু'টী আবৃত করিতেছে না। উহা বোধ হয় তোমার বক্ষোজা-কমলের বর-মাধুরী বিন্দু-মাত্রও দেখে নাই, তাই নিজ ফল যুগলের এমন গৌরব করিতেছে।

ইতি নিজ গিরা রাধারালেক্ষণ স্মিতবিন্দুভিঃ
স্নপিত দৃগতো বন্যামন্যাং বিবেশ স কেশবঃ।
শিশির সুখদাং যামাসন্না ব্রজাখিলপদ্মিনী
রবিরতরবিদ্যোতো দ্যোতোঽধিনোদভিপদ্য তাঃ ॥১০॥
(বিশেষকং)

শিশির পৃতনা থাবদ্দুর্গা-পিতুর্বরভূভৃতো
রবি পরিভবায়াসৌ বিভ্যৎ সুতস্য দিশংগতঃ।

ইতি নিজগিরা বাধায়া যৎ অরালেক্ষণং কুটিলেক্ষণং স্মিতবিন্দুশ্চ তৈঃ স্নপিত দৃক্ শ্রীকৃষ্ণঃ অতো বনভাগাৎ অন্যাং শিশিরসুখদাং বন্যাং বন সমূহং বিবেশ। যাং শিশিরসুখদাং আসন্নাঃ প্রাপ্তা স্তা ব্রজাখিল পদ্মিনীঃ অবিরতরবিদ্যোতঃ সূর্য্যকিরণঃ দ্যোতঃ স্বর্গাৎ অভিপদ্য অধিনোৎ অসুখয়ৎ ॥১০॥

সূর্য্যস্য দক্ষিণায়নে এবং মাঘাদৌ উত্তরদিশি গমনে চ কারণং কৃষ্ণো বর্ণয়তি। দুর্গাপিতুর্বরভূভৃতো হিমালয়স্য শিশিররূপপৃতনা সেনা সূর্য্যস্য

অতএব কঞ্চুলিকার মধ্য হইতে তোমার ঐ পয়োধর-সুষমা যদি করাগ্র দ্বারা ঈষন্মাত্র প্রকটিত কর, তাহা হইলে এই লতা এখনই নিদ্রাসাগরে নিমজ্জিত হইবে ॥৯॥

রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই সরস রহস্যালাপে শ্রীরাধার অধরপল্লবে মৃদু হাসির জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল। তিনি কুটিলপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকমল যেন সেই স্মিতামৃত-বিন্দুতে অভিষিক্ত হইল। অনন্তর কেশব সেই হেমন্তেষ্ট বনবিভাগ হইতে অপর শিশির-সুখদ বন-বিভাগে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র রবি-কিরণ অবিরত আকাশ হইতে নিপতিত হইয়া সেই নিখিল ব্রজ-পদ্মিনী-গণের সুখবর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥১০॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, সূর্য্যের দক্ষিণায়ন এবং ব্যাজচ্ছলে মাঘাদিতে উত্তরায়ণের কারণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।—"প্রিয়ে! এই মাঘ-

অর্থধৃতবলী মুদ্ধায়াযাত্যুদঙ্মুখ এষ য-
স্তদিয় মধুনা স্ববিক্রান্তোশ্চয়ং চিনুতেতমাং ॥১১॥
ইতি কুতুকতো নির্ব্বর্ণ্যাগ্রে চলল্লনা-সখঃ
স খলু পরমানন্দং কুন্দৈরবাপ বিলোকিতৈঃ।

পরাভবায় অধাবং। দুর্গাপিতুরিতি দুর্গায়াঃ স্বকন্যায়া বচনাদি বেত্তাং-প্রেক্ষা ব্যঙ্গ্যা। তস্যা বিন্ধ্যবাসিনীত্বাদ্বিন্ধ্যারবিপ্রতিপক্ষত্বাৎ বিন্ধ্যস্য প্রীত্যর্থমেব ত্বয়াপি স্ব পিতা, তৎ পরাভবে নিযুক্ত ইতি কাব্যলিঙ্গানুমানে-পুনবঙ্গে। অসৌ সূর্য্যঃ বিভ্যৎ সন্ সাহায্যার্থং সুতস্য যমস্য দক্ষিণদিশং গতঃ। অথ ধৃতবল এব সূর্য্যঃ মাঘাদৌ যুদ্ধায় উত্তরাভিমুখো যদ্ যস্মাদায়াতি। তত্তস্মাৎ ইয়ং শিশিররূপপৃতনা স্ববিক্রান্তেশ্চয়ং সমূহং চিনুতে একত্রীকরোতী-ত্যর্থঃ। এতেন মাঘে শিশিরাধিক্যে কারণমিতি বর্ণিতং ॥১১॥

স কৃষ্ণঃ বিলোকিতৈঃ কুন্দৈঃ পরমানন্দমবাপ। প্রেষ্ঠায়া রাধায়াঃ প্রসাধনকৃৎ কৃষ্ণঃ যদা তানি কুসুমানি ব্যচিনুত তদা কুন্দবল্লীং পরি-হসিতুং কারণ ঈষদাবৃতং মুখং মূর্ণয়া কুণিতনাসিকং চক্রে ॥১২॥

মাসে শীতাধিক্যের কারণ তুমি জান না কি? সূর্য্য বিন্ধ্যাচলের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ঘোর শত্রু; তাই বিন্ধ্য-বাসিনী দুর্গা বিন্ধ্যাচলের প্রীতির নিমিত্ত সেই সূর্য্যের পরাভবের কথা স্বীয় জনক গিরিরাজ হিমালয়কে জ্ঞাপন করিলে দুর্গার পিতা হিমালয় সূর্য্যের পরাভবের নিমিত্ত শিশির-সেনা সমূহকে নিযুক্ত করেন, তাহাতে সূর্য্য অতিশয় ভীত হইয়া স্বীয় পুত্র যমের সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত দক্ষিণদিকে আগমন করেন। অনন্তর বলশালী হইয়া মাঘমাসাদিতে যেমন উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই তাহা দেখিয়া হিমালয়ের শিশির-সেনাগণ স্ব স্ব বিক্রম সমূহ একত্রীভূত করিতেছে। এই কারণেই মাঘমাসে এত শীতাধিক্য হইয়া থাকে ॥১১॥

এই প্রকারে কৌতুকভরে শীত ঋতু বর্ণন করিতে করিতে ললনা-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং কুন্দ-কুসুম-সুষমা দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রিয়তমার প্রসাধন

ব্যচিনুত যদা তানি প্রেষ্ঠা প্রসাধনকৃত্বরা
দরকরবৃতং সাস্থং চক্রে প্রকুঞ্চিতনাসিকং ॥১২॥
কিমপি দধতী বক্ত্রং রাধে! হ্রিয়া স্মিতমিশ্রয়া
বৃতমপি ঘৃণাব্যঞ্জি স্বালীর্দৃশেক্ষয়সেহত্র মাং।
ইতি গিরিভৃতা পৃষ্টাপ্যাহ স্বয়ং সহসা ন সা
যদি সপদি তং কৌন্দ্যাগ্রেহপি স্ফুটং ললিতাভ্যধাৎ ॥১৩॥
ত্রিভুবনজনৈঃ পুণ্যশ্লোকা মহানিতি কীর্ত্তসে
স্পৃশসি চ ধৃতোৎকণ্ঠঃ কৌন্দীং লতামিহ পুষ্পিনীং।

হে রাধে! ত্বং স্মিতমিশ্রয়া হ্রিয়াবৃতমপি ঘৃণাব্যঞ্জিতমুখং করেণাপি দধতা আচ্ছাদয়ন্তী সতী কিং মাং স্বালীঃ অত্র দৃশা ঈক্ষয়সে। ইতি কৃষ্ণেন পৃষ্টাপি সা রাধা যদি সহসা স্বয়ং ন আহ তদেব সপদি তৎক্ষণে ললিতা কুন্দবল্ল্যগ্রে স্ফুটং অভ্যধাৎ ॥১৩॥

পক্ষে পুষ্পিনীং রজস্বলাং। ইয়মপি কুন্দবল্লী চিরায় ইষ্টে ত্বয়ি বিষয়ে

করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই সকল কুসুমগুচ্ছ চয়ন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরাধা কুন্দবল্লীকে পরীহাস করিবার জন্য স্বীয় কর-কমল দ্বারা ঈষৎ বদনাবৃত করিলেন এবং ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সখীদিগকে সেই কুন্দলতা-স্পর্শ দেখাইতে লাগিলেন ॥১২॥

তদ্দর্শনে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ, মৃদুহাস্য করিতে করিতে কহিলেন—মিশ্রিত লজ্জায় তোমার বদনখানি আবৃত হইলেও আবার ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে বদন-কমল করতলে আচ্ছাদন করিতেছ কেন? এবং এমন করিয়া আজ সখীগণকেই বা কেন আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছ?” গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীরাধা যদিও স্বয়ং সহসা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু তখনই ললিতা কুন্দলতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্য বলিতে লাগিলন ॥১৩॥

“ওহে রসিকেন্দ্র! ত্রিভুবনের সকল লোকই তোমাকে অতি পুণ্যশ্লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। তুমি আজ উৎকণ্ঠা

ইয়মপি চিরায়েষ্টে নেষ্টে স্বয়ীশ। নিবারণে
যদতি মৃদুলা ক্লান্তা হন্তাতনুগ্র শিলীমুখৈঃ ॥১৪॥
জগতি ললিতে! শুদ্ধাঃ সন্তি ক বা নু ভবাদৃশঃ
স্বকুলবলিতং ধর্ম্মং মর্ম্মব্যথামিব যা জহুঃ।
ন নিজ সমতাং তাঃ প্রাপ্স্যন্তি ক চাপ্যতিমার্গণ
অমমিহ তদুদ্ভিজ্জেষেবং বৃথা বত কুর্ব্বতে ॥১৫॥
ইতি নিগদিতং কৌন্দ্যাঃ সর্ব্বা অজীহসদুচ্চকৈ
রহহ কিমিয়ং স্বং নঃ শঙ্কাস্পদী কুরুতেতমাং।

নিবারণায় ন ইষ্টে ন সমর্থা। যদ্ যস্মাদতনোঃ কন্দর্পস্য উগ্র শিলীমুখৈ-র্বাণৈঃ ক্লান্তা অতি মৃদুলা চ ॥১৪॥

কুন্দবল্লী আহ। যা ভবাদৃশঃ স্বকুলধৃতং ধর্ম্মং মর্ম্মব্যথামিব জহুঃ। তা ভবদ্বিধা নিজসমতাং কুত্রাপি ন প্রাপ্স্যন্তি। অতএব উদ্ভিজ্জেষু লতাদিষু অতিমার্গন শ্রমং বৃথা কুর্ব্বতে ॥১৫॥

ইতি কৌন্দ্যা নিগদিতং সর্ব্বাঃ সখীঃ অজীহসং হাসয়ামাস। রাধিকাহ।

সহকারে এই পুষ্পিনী কুন্দলতাকে স্পর্শ করিতেছ কেন? সত্য বটে যদিও এই অতি মৃদুলা কুন্দলতা সম্প্রতি প্রতনু-শিলিমুখ অর্থাৎ অকুন্তল ভ্রমর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লান্ত হইয়াছ কিন্তু তুমি ইহার চির ইষ্ট বস্তু সুতরাং তোমাকে নিবারণ করিতেও পারিতেছে না। পক্ষান্তরে শ্লেষে কুন্দলতাকে পুষ্পিনী অর্থাৎ রজস্বলা এবং অতনু শিলিমুখাক্রান্তা অর্থাৎ কন্দার্পের উগ্রশরে নীপিড়িতা কহিলেন ॥১৪॥

কুন্দলতা তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় সলাজ পরীহাস ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন—"ললিতে! তোমাদের ন্যায় পবিত্রা রমণী আর এ জগতে কোথায় আছে? যেহেতু তোমরা নিজের কুলধর্ম্ম মর্ম্ম-ব্যথার ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছ। তোমরা তোমাদের নিজের মত আর কোন রমণী এজগতে কোথাও পাইবে না। অতএব এই লতাজাতিতে অন্বেষণ শ্রম তোমাদের বৃথা মাত্র ॥১৫॥

কুন্দলতার এই কথা শুনিয়া সখীগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া

যদিহ ললনাস্বেবৈকাঃ প্রকুপ্যতি নির্ভরং
তদমলধিয়ঃ সভ্যা অভ্যূহয়ন্ত্যপি কারণাং ॥১৬॥
(যুগ্মকং)

ইতি পুরুপরীহাসানাগামুদারমুদাবহা-
ন পরিকলিতান্ শ্রুত্যা শ্রুত্যাকলয্য চলন্ পুরঃ।
অলভত রসাসারৈঃ সারৈরসাল শিখাঙ্কুর
শ্রুতমধুকণৈঃ ক্লিন্নাঃ স্বিন্না ইবাত্তিমুদাবনীঃ ॥১৭॥

নোঽস্মাকং মধ্যে ইয়ং কুন্দবল্লী স্বমেব শঙ্কাস্পদী কুরুতে। অস্মাভিস্তু লতা এব উক্তা। যদ্ যস্মাদিহ ললনাসু মধ্যে একা কুন্দবল্লী নির্ভরং কুপ্যতি। তত্তস্মাৎ অমলধিয়ঃ সভ্যাঃ অস্য কারণং অভ্যূহয়ন্তি ॥১৬॥

আসাং রাধাদীনামিতি। উরুপরীহাসান্ শ্রুত্যা শ্রবণেন পক্ষে বেদে নাপরিকলিতান্ কৃষ্ণঃ শ্রুত্যা শ্রবণেনাকলয্য পুরোঽগ্রে চলন্ সন্ বসন্ত-সংযুক্তা অবনীঃ ভূমিঃ অলভৎ। পরীহাসান্ কথম্ভূতান্ উদারানন্দবহান্। অবনীঃ কথম্ভূতাঃ আম্রবৃক্ষস্য শিখায়াং অগ্রভাগে স্থিতাৎ অঙ্কুরাৎ শ্রবন্মধুকৈনঃ করণৈঃ ক্লিন্নাঃ অতএব স্বিন্না এব। কথম্ভূতৈঃ কণৈঃ রসানামাসারৈঃ ধারাসম্পাতস্বরূপৈঃ অতএব সারৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥১৭॥

উঠিলেন। শ্রীরাধা তখন অধর পুটে সে হাসির রেখা ঈষৎ চাপিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"আহা! দেখ, আমাদের মধ্যে কেবল এই কুন্দলতাই নিজেকে যেন কত শঙ্কান্বিতা মনে করিতেছে। আমরা ত কুন্দ নামক লতার কথাই বলিলাম, তাহাতে এই ললনাগণের মধ্যে একা কুন্দলতাই বা কেন অধিক কোপ প্রকাশ করিল? অতএব অমলবুদ্ধি সভ্যগণই ইহার কারণ নির্ণয় করুন ॥১৬॥

আহা! শ্রীরাধাদির এই পরীহাস শ্রুতিরও অগোচর এবং উদার আনন্দ প্রবাহ স্বরূপ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণপুটে পান করিতে করিতে প্রমোদিত মনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বসন্ত সুখদ নামক বনভূমিতে উপনীত হইলেন। এই স্থান সুরসাল রসাল তরু শিখাস্থিত তরুণাঙ্কুর হইতে ক্ষরিত উৎকৃষ্ট রসের আসার স্বরূপ মকরন্দ কণা দ্বারা অভিষিক্ত ও ক্লিন্ন ॥১৭॥

বিটপি গৃহিণো বল্লী কান্তাবলী বনিতাশিষঃ
শুভমধুদিনেষূচ্চৈঃ পর্ব্বোৎসবং কলয়ন্ত্যমী।
পরভৃতমুখৈরাজীবার্থং দ্বিজৈঃ প্রতিবাসরং
মধুরস্তুতিভির্যেষাং বাট্যাং সহর্ষমটাট্যতে ॥১৮॥
অজনি মদনো রাজা মন্ত্রী মধুর্মলয়ানিলো
নিখিলবিজয়ী সেনানীন্দ্রশ্চরা ভ্রমরা ইহ।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অত্রস্থলে বিটপিনো বৃক্ষা এব গৃহিণো গৃহস্থাঃ বল্লী-রূপকান্তা শ্রেণ্যা বনিতাঃ সম্পন্না আশিষঃ কামনা যেষাং গৃহস্থানাং তথাভূতাঃ। এবমমী বৃক্ষরূপগৃহস্থাঃ শুভবসন্তদিনেষু উচ্চৈঃ পর্ব্বণি পৌর্ণমাস্যাদৌ উৎসবং কুর্ব্বন্তি। গৃহস্থাঃ খলু পর্ব্বণি শ্রাদ্ধাদ্যুৎসবং কুর্ব্বন্ত্যেবেতিভাবঃ। পক্ষে পর্ব্বাণাং গ্রন্থীনাং উৎকৃষ্টং সবং প্রসবং কুর্ব্বন্তি। গ্রন্থির্না পর্ব্বপরুষো ইত্যমরঃ। বৃক্ষা হি বসন্তে গ্রন্থ্যঙ্কুরাদি প্রসবং কুর্ব্বন্তি। পরৈরেব ভৃতং মুখং যেষাং এবম্ভূতৈশ্ছদ্মৈঃ সদা পরগৃহভক্ষণপরায়ণৈঃ। যেষাং গৃহস্থানাং বাট্যাং প্রতিদিনং আজীবার্থং সহর্ষং অটাট্যতে। পক্ষে পরভৃতৈঃ কোকিলৈর্দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ ॥১৮॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ তথাকার বনমাধুরী দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন— "প্রিয়তমে! দেখ দেখ! এখানকার বৃক্ষসকল যেন এক একটি গৃহস্থ, আর লতিকাগুলি যেন উহাদের গৃহিণী। উহারা তত্র পুষ্প-পল্লব শ্রীসম্পন্না হইয়া ঐ গৃহস্থগণের কেমন মঙ্গল কামনা করিতেছে। গৃহস্থ সকল পৌর্ণমাসী প্রভৃতি পর্ব্ব দিবসে যেরূপ শ্রদ্ধাদি উৎসব করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বৃক্ষ সকলও শুভ বসন্ত দিবসে উৎকৃষ্ট পর্ব্বোৎসব করিতেছে অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহের উৎকৃষ্ট প্রসব করিতেছে। বসন্তকালেই বৃক্ষ-বল্লীর গ্রন্থি-অঙ্কুরাদি উদ্গত হইয়া থাকে। আবার ঐ দেখ, সর্ব্বদা পর গৃহে ভক্ষণ-পরায়ণ দ্বিজগণ নিজ জীবিকার্থে যেরূপ গৃহস্থের বাটীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকে সেইরূপ ঐ পরভৃত অর্থাৎ কোকিল প্রভৃতি দ্বিজ অর্থাৎ পক্ষিগণ জীবিকার নিমিত্ত ঐ সকল বিটপী-গৃহস্থের বাটীতে মধুর স্তুতি গান করিয়া সহর্ষে পুনঃ পুন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥১৮॥

পিকপরিষদঃ প্রাপুর্দণ্ডেঽধিকার মদক্ষিণা।
ব্রজকুলভুবো দণ্ড্যাঃ কারাঃ কৃতা গিরিগহ্বরাঃ ॥১৯॥
কলয় পুরতঃ কান্তে ! গোবর্দ্ধনোঽখিলভূভৃতাং
নৃপতি বলবচ্ছত্রুং শক্রং চিরস্য নিরস্য কিং।
নিজ নিজ রুচা তত্যা গর্ব্বাদিভিঃ কর ভূতয়া
যদয়মধুনোপাস্তক্রে বিনিহ্নুত বিগ্রহৈঃ ॥২০॥

ইহ ভূমৌ কন্দর্প এব রাজা অজনি। মন্ত্রী বসন্তঃ। মলয়ানিল এব নিখিলবিজয়ী সেনানীন্দ্রঃ। ভ্রমরা এব চরাঃ। কোকিলপরিষদ এব দণ্ডেঽধিকারং প্রাপুঃ। অদক্ষিণা বামা ব্রজসুন্দর্য্য এব দণ্ড্যাঃ। গিরিগহ্বরাঃ কারাঃ কৃতাঃ ॥১৯॥

হে কান্তে! অগ্রে কলয়। গোবর্দ্ধনঃ কিং অখিলপর্ব্বতানাং শত্রুং শক্রং চিরস্য চিরকালং নিরস্য অখিলভূভৃতাং রাজা অভবৎ। চিরস্য চিরাৎ চিরেণেত্যাদি স বিভক্ত্যন্তং পদমব্যয়মিতি বোধ্যং। যদ্‌ সস্মাৎ সুমেরু প্রভৃতিভিঃ করস্বরূপয়া নিজকান্তীনাং শ্রেণ্যাং অয়ং গোবর্দ্ধনঃ অধুনা উপাসাঞ্চক্রে। কথম্ভূতৈঃ নিহ্নুতঃ বিগ্রহা দেহা অথবা স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধানি যৈঃ মহারাজাগ্রে ক্ষুদ্রাণাং রাজ্ঞাং নিজবৃহদ্বপুঃ প্রাকট্যা নৌচিত্যাৎ ॥২০॥

এই স্থানের রাজা কন্দর্প, মন্ত্রী বসন্ত, মলয়-পবনই নিখিল-বিজয়ী সেনানীন্দ্র, ভৃঙ্গনিচয় অনুচর, কোকিলকুলই সভাসদ ও দণ্ডাধিকারী, অদক্ষিণা অর্থাৎ অননুকূল ব্রজসুন্দরীগণই দণ্ডনীয়া এবং গিরি-কন্দরই এই কন্দর্প রাজ্যের কারাগৃহ ॥১৯॥

হে কান্তে! ঐ দেখ সম্মুখে নিখিল পর্ব্বতগণের চির শত্রু দেবরাজ ইন্দ্রকে চিরকালের জন্য নিরস্ত করিয়া ঐ যে সম্মুখে গোবর্দ্ধন, অখিল অচলের অধিপতিরূপে কেমন সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে। যেহেতু সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ যেন মহারাজার অগ্রে ক্ষুদ্ররাজার নিজ বৃহদ্‌বপু প্রকটন একান্ত অনুচিত বোধে দেহ গোপন করিয়া কর-স্বরূপ স্ব স্ব কান্তিমালা উপহার দিয়া এই গোবর্দ্ধনের সম্প্রতি উপাসনা করিতেছে ॥২০॥

ক্বচন কনকপ্রস্থাৎ স্বস্থা প্রসর্পতি জাহ্নবী
ক্বচিদিহ গুহা বিদ্যোতন্তে হিমৈর্বিহিতালয়াঃ।
ক্বচন শিখরৈর্বীথীং রোদ্ধুং রবেরভিলষ্যতে
ক্বচন রজতগ্রাবৈঃ সিংহাসনান্যপি ভান্তি নৌ ॥২১॥

ইহ সখি! পরা রাসস্থল্যস্তিকে পরিচীয়তা
মনুরজনি যা যুষ্মৎ কেলিবিলাস-কলৈকভূঃ।
ক্ষণমিহ মণী বেদ্যাং বিশ্রম্যতাং তদিতি ব্রুবন্
হরিরুপ বিবেশাথো নিম্নে মধুনি বনাধিপা ॥২২॥

সর্বেষাং পর্বতানাং করদানমেবাহ। ক্বচন গোবর্দ্ধনস্য কনকপ্রস্থাৎ স্বর্ণসানুস্থানাৎ সুমেরুশোভারূপজাহ্নবী প্রসর্পতি। কথম্ভূতা স্বস্মিন্ সুমেরৌ স্থিতা। পক্ষে স্বর্ণদী। ক্বচিদিহ গোবর্দ্ধনে হিমালয়চিহ্নরূপে হিমৈর্বিহিত-স্থানা গুহা বিদ্যোতন্তে। ক্বচন গোবর্দ্ধনস্য শিখরৈরবের্বীথীং রোদ্ধুং অভিলষ্যতে। অত্র সূর্য্যমার্গরোধো বিন্ধ্যপর্ব্বতচিহ্নং। ক্বচন হে রাধে! নৌ আবয়োঃ রজতপ্রস্তরৈঃ সিংহাসনানি ভান্তি। ইদং কৈলাস-চিহ্নং ॥২১॥

হে সখি! রাসস্থলীতিখ্যাতা পরা রাসস্থলী অন্তিকে পরিচীয়তাং। তত্তস্মাৎ ক্ষণং বিশ্রম্যতাং ॥২২॥

হে বল্লভে! প্রসিদ্ধ সকল পর্ব্বতই এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজকে করদান করিয়া থাকে। ঐ দেখ, গোবর্দ্ধনের সুবর্ণময় সানুদেশ হইতে স্বর্গস্থা বা সুমেরু স্থিতা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন—উহাই সুমেরুর শোভা। কোথাও বা ঐ গোবর্দ্ধনের গুহা নিচয় হিম-মণ্ডিত আলয়-রূপে শোভা পাইতেছে; উহাই হিমালয়ের চিহ্ন। কোথায় গোবর্দ্ধনের তুঙ্গ শিখর-নিকর রবি-পথকে রোধ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এস্থলে সূর্য্যমার্গ রোধ বিন্ধ্যপর্ব্বতের চিহ্ন এবং কোথায় বা হে রাধে! আমাদের রজতময় প্রস্তরের সিংহাসন শোভা পাইতেছে, ইহাই কৈলাশের চিহ্ন ॥২১॥

হে সখি! এইখানেই 'রাসৌলী' নামে খ্যাত পরা রাসস্থলী—

রজতচষকন্যস্তে শস্তে মধুন্যধৃতাননা
নিহিত দৃগিদং কীদৃক্ স্যাদিত্যুপাত্তমিষা তৃষা।
প্রিয়মুখ-সুধাং মাধ্বীং স্বাদ্বীং ততোঽপি মৃগস্ত্যমূ-
মধয়দধিকং রাধাবাধামিহ প্রতিবিম্বিতাং ॥২৩॥

শস্তে প্রশস্তে মধুনি নিহিত দৃক্ রাধা কৃষ্ণস্য মুখপ্রতিবিম্বদর্শনার্থং অধৃতাননা। তৃষা তৃষ্ণয়া প্রিয়মুখসুধাং ততোঽপি মধুতোঽপি স্বাদ্বীং মৃগস্তী সা অমূং প্রতিবিম্বিতাং মুখসুধাং অধিকমধয়ৎ। কথম্ভূতাং অবাধামিতি সম্পূর্ণলোচনাভ্যাং দ্রষ্টুং শক্যত্বাৎ ॥২৩॥

ঐ যে ঐ গিরিরাজেরই নিকটে অবস্থিত, চিনিতে পারিয়াছ ত! ইহাই প্রতি রজনী তোমার কেলিবিলাস-কলার জন্মস্থান। অতএব এখানে ঐ মণি-বেদীতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করি এস।'

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিবেদীর উপর উপবেসন করিলেন। অনন্তর বনদেবী বৃন্দা তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মধু আনয়ন করিলেন ॥২২॥ *

তখন শ্রীরাধা রৌপ্য-নির্ম্মিত পানপাত্রস্থিত প্রশস্ত মধুর উপর নয়ন ন্যস্ত করিয়া এই মধু কেমন মনোরম দেখি, এই অভিপ্রায়ে অকম্পিত বদনে যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাতে প্রতিফলিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বদন-বিম্ব দেখিতে পাইলেন। আমরি! প্রিয়তমের এই বিম্বিত বদন-সুধা বুঝি এই মধু অপেক্ষাও অধিক স্বাদু, এই বিবেচনা করিয়া সেই প্রিয়-মুখ-বিম্বামৃত সতৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টির সহিত অবাধে পান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

* তথাহি পদ।—রতন মন্দিরে, দুহুঁ নাগর নাগরী, বৈঠল সখীক সমাজ। নাগর ইঙ্গিত করল বৃন্দাসখী তুরিত হি বুঝল কাজ॥ যোই নিন্দয়ে সীধু, বাসিত বর মধু, তবহি আগে আনি দেল। আগে ভোজন করি, সকলে ভুঞ্জায়ল, যতনহি কৌতুক কেল। কো কঁহু প্রেম-তরঙ্গ। সমজাই প্রেম, মধুর মধুরাধিক, ভাবে পুনঃ মধুপান রঙ্গ॥ ঢলি ঢলি পড়ত, খসত অবলাগণ, সহজই বৈঠি না পারি। এতেক হি নিজ নিজ, কুঞ্জ-মন্দিরে শয়ন করত বরনারী॥

৭২

ব্রজকুলভবাং মুৎকণ্ঠাগ্নিজ্বলন্মনসাং বিধে!
হ্রিয়মিহ স্বজন্নোহভূঃ শাপাস্পদং কতিশো ন কিং।
যদিদমসৃজো মাধ্বীকং তচ্চিরায় নিরাগস
স্তব স্তুতিশতং কুর্ব্বে ধন্যেত্যুবাচ হৃদৈব সা ॥২৪॥
সখি! যদধুনৈবাস্যাব্জং মে বলাৎ পিবসি স্ফুটং
মধু পুনরিদং পীত্বা কিম্বা ন বেদ্মি করিষ্যসে।

হে বিধে! উৎকণ্ঠাগ্নিজ্বলন্মনসাং ব্রজকুলভুবাং নোঽস্মাকং হ্রিয়ং স্বজন্ সন্ কতিশঃ শাপাস্পদং কিং ন অভূঃ। অধুনা তু যদ্ যস্মাৎ ত্বং ইদং মধু অসৃজঃ তত্তস্মান্নিরপরাধস্য তবাহং স্তুতিশতং কুর্ব্বে ইতি সা রাধা মনসৈবোবাচ ॥২৪॥

স্বমুখপ্রতিবিম্বে রাধায়া মুখপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। পুনরিদং মধু পীত্বা ত্বং কিং করিষ্যতে ইতি নিগদতা কৃষ্ণেন এতাং রাধাং পরাঙ্মুখীং

তারপর মনে মনে বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন —"হে বিধে! যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠানলে হৃদয় দগ্ধ হইয়েছে সেই ব্রজকুলরমণী আমাদের লজ্জার সৃষ্টি করিয়া তুমি কয়েকবার অভিসম্পাত ভাজন হও নাই কি?—আমরা লজ্জাবশতঃ ভাল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখ দর্শন করিতে পারি নাই বলিয়া তোমাকে কতবার অভিশাপ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তুমি এই যে মাধ্বীক সৃষ্টি করিয়াছ ইহাতে প্রতিবিম্বিত প্রিয়মুখচন্দ্র সম্প্রতি অবাধে অবলোকন করিয়া যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে তোমাকে চির নিরপরাধে বলিয়াই বোধ হইতেছে। অতএব আমি তোমার শত শত স্তুতি করি ॥২৪॥

অনন্তর সেই পানপাত্রস্থিত মধুতে স্বমুখ প্রতিবিম্বের সহিত শ্রীরাধার মুখ-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন —"হে সখি! রাধে! তুমি যখন এখনই বলপূর্ব্বক আমার মুখ-কমল স্পষ্ট পান করিতেছ, তখন জানি না পুনরায় এই মধু পান করিলে কি করিবে?" শ্রীকৃষ্ণ যেমন এই কথা বলিলেন অমনই

ইতি নিগদন্তী কৃষ্ণেনৈতাং বিধায় পরাঙ্মুখীং
মধু মধুরিমৈবাসৌ তাৎকালিকেঃ কিমপাস্তত ॥২৫॥
পিব পিব পিবেত্যোষ্ঠস্যাধো দধার সসারঘং
চষকমসকৃৎ কৃষ্ণো রাধোচ্ছলদ্ ভ্রুবলৎস্মিতং।
নহি নহিলপীত্যাস্যাম্ভোজং তিরোঽঞ্চয়তি স্ম সা
তদপি স চলাপাঙ্গোরঙ্গী বলাৎ সমপায়য়ৎ ॥২৬॥
তদনু ললিতাদ্যালীবৃন্দে তথৈব নিপায়িতে
দধতি নয়নারুণ্যং বাঢ়ং প্রমাদ্যতি মাদ্যতি।

বিধায় মধুনি দ্বয়োর্মুখপ্রতিবিম্বরূপোঽসৌ তাৎকালিকো মধুরিমা অবৈদগ্ধ্যেন কিং অপাস্যত কিং দূরীকৃতঃ ॥২৫॥

স সারঘং মধুসহিতং চষকং। সা রাধা উচ্ছলদ্‌ভ্রু এবং বলৎ স্মিতং যথা স্যাত্তথা মুখাম্ভোজং তিরোঽঞ্চয়তিস্ম। রঙ্গী অয়ং চলাপাঙ্গঃ কৃষ্ণঃ ॥২৬॥

প্রমাদ্যতি বস্ত্রাদৌ অসাবধানা ভবতি মাদ্যতি মত্তা ভবতি। নিজ হ্রিয়াং

শ্রীরাধা সেই পানপাত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন মনে হইল—অহো! শ্রীকৃষ্ণ অবৈদগ্ধ্য প্রকাশ করিয়াই মধুতে প্রতিভাত উভয়ের মুখ-প্রতিবিম্বের তাৎকালিক মধুরিমা দূরীকৃত করিলেন কি? ॥২৫॥

অনন্তর রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুপূর্ণ পান পাত্র লইয়া "ধর ধর প্রিয়ে! পান কর" বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠের নীচে ধারণ করিলেন। শ্রীরাধা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে 'না-না-না' বলিয়া স্বীয় বদন-কমল ফিরাইয়া লইলেন। তথাপি সেই চপলাঙ্গ রঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মধু পান করাইলেন ॥২৬॥

তারপর ললিতাদি সখীগণকেও এই প্রকারে বলপূর্ব্বক মধুপান করাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের নয়ন অতিশয় অরুণবর্ণ ধারণ করিল বস্ত্রাদি অসাবধান হইতে লাগিল, ইহাঁরা তখন বাস্তবিকই প্রমত্তা হইয়া পড়িলেন। লজ্জার বেগ খণ্ডিত হইয়া পড়িল। তখন পুনরায় পরস্পর পরস্পরকে মধুপান করাইতে লাগিলেন এবং কান্তা

দ্যতি নিজক্রিয়া মোজোহ শ্রোত্রং পুনশ্চ নিপায়য়-
ত্যতি মধুমদোদ্ভ্রান্তা কান্তাপ্যঘূর্ণতা কীর্ণধীঃ ॥২৭॥
প-পততি সূ-সূ-সূর্য্যো ভূ ভূ বিঘূর্ণতি দ্রু-দ্রুমো
ন নটতি ত-তত্র ত্বা অস্মান্ র-রক্ষ পি-পি-প্রিয় ।
ইতি যুগপদেবাস্য স্কন্ধে ভুজে হৃদি পৃষ্ঠতো-
প্যলঘু ললগুর্নিঃ সম্ব্যানাবিকীর্ণকচাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২৮॥

ওজঃ দ্যতি খণ্ডয়তি। পুনশ্চ পরম্পরং মধু পায়য়তি কান্তা রাধা মধুমদোদ্ভ্রান্তা অতএব কীর্ণধীঃ বিক্ষিপ্তধীঃ সতী অঘূর্ণত ॥২৭॥

হে প্রিয়! অস্মান্ রক্ষ। ইতি যুগপদেব অস্য কৃষ্ণস্য পৃষ্ঠাদৌ অলঘু যথাদ্যাপথা ললগুঃ ॥২৮॥

শ্রীরাধাও মধু মদে উদ্ভ্রান্তা ও বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥২৭॥ *

তখন সেই ব্রজসুন্দরীবৃন্দ সকলেই মধু পানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ঐ সূ সূ-সূর্য্য-বি-বি-ঘূর্ণিত হ-হ-হইতেছে —ত-ত তরুসকল—না-না—নাচিতেছে—পি-পি-প্রিয়তম! এ—এখন আ-আ-আমাদিগকে র-রক্ষাকর—"

এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজাঙ্গনাগণ স্খলিত-বাসে বিকীর্ণ কেশে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের কেহ স্কন্ধে কেহ ভুজে কেহ বক্ষে কেহ বা পৃষ্ঠদেশে অতিশয় সংলগ্ন হইলেন ॥২৮॥ †

---

* "অপরূপ মধুপানরীত। রাধা শ্যাম সবহুঁ, সখীগণ সঞে, পিবইতে মাতল চিত॥ কাহুক গলিত চিকুর কোই চিরহি কোই পড়ল মোতি মাতি। কাহুক কোর মুকুট মুরলী খসি, মুখ সঞে ক্ষিতি গড়ি যাতি॥ রাইক বেণী গলিত, কুচ অম্বর, শ্যাম উপর পড়ু ভোরি। উদ্ধবদাস পাশ রহি হেরইতে, তনু মন ভৈগেল ভোরি॥ (পঃ কঃ তঃ)

† তথাহি পদ।—নবীন কিশোরী সখী নব মধুপানে। মদো প্রেমে ভ্রান্ত-নেত্র প্রলাপত ক্ষণে॥ ল-ল-ল ললিতে প-প-পশ্য রাধাচ্যুতে। স স-স সকল সগ লালসা যাইতে॥ বিবিধ বিপিন মম মহীর সহিতে। গ-গ-গ গগন কোন ল-ল ল-লম্বিতে॥ বিকচ অম্বুজ জিনি মুখ-পদ্মগণ। তারপর মত্তভৃঙ্গ করে

স চ রসনিধিঃ প্রত্যঙ্গং তৎকুচৈরভিপীড়িতঃ
স্বনিবিড় ভুজাপীড়ং শ্লিষ্যন্ বলাদভিচুম্বিতঃ।
চপলমধুর গ্রীবাভঙ্গং চুচুম্ব চতুর্দ্দিশং
পিহিত-বদনা দাস্যো হাস্যোদয়ং কতিরুন্ধতাং ॥২৯॥
অয়ি চপলদৃশঃ! স্বস্বামিন্যঃ কিমদ্য বিশিক্ষিতাঃ
যুগপদিহ মামেকং সর্ব্বা ইমা বিজিগীষবঃ।
যদহহ বলাৎ কুর্ব্বন্ত্যেষো মহাননয়োঽথবা
নহি ভবথ পার্ষ্ণিগ্রাহা কিং ন দিষ্টমলঘ্বিদং ॥৩০॥

প্রত্যঙ্গং তাসাং কুচৈরভিপীড়িতঃ অথ চ স্ব নিবিড় ভুজাপীড়ং যথাস্যাত্তথা আশ্লিষ্যন্ কৃষ্ণঃ বলাৎ ব্রজসুন্দরীভিরভিচুম্বিতঃ সন্ চপলমধুর গ্রীবাভঙ্গং যথাস্যাত্তথা চতুর্দ্দিশং তাঃ ব্রজসুন্দরীঃ চুচুম্ব ॥২৯॥

অয়ি চপলদৃশঃ! কিঙ্কর্য্যঃ! ইমা বিজিগীষবঃ মাং বলাৎ কুর্ব্বন্তি।

অনন্তর রসনিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীদের উরজ-কমল দ্বারা প্রতি অঙ্গ নিপীড়িত হইয়া নিজ নিবিড় ভুজ যুগলের দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন-পাশ আবদ্ধ করিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। পানোন্মত্তা ব্রজরামাগণও বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন চঞ্চল মধুর গ্রীবাভঙ্গী করিয়া চারিদিকে সেই ব্রজসুন্দরীদের বদন কমলে পুনঃ পুন চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সহচরীগণ বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া হাস্য বেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর কতবার রোধ করিবেন? ॥২৯॥

কিঙ্করীগণকে হাসিতে দেখিয়া চপল চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন —"ওগো চপলাক্ষি! কিঙ্করীগণ! তোমাদের স্বামিনী সকল আজ

আকর্ষণ॥ মধুপানে মত্ত হৈলা রাধা নিতম্বিনী। মদন স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি॥ সেবাপরা সখী তারা নানা সেবা করে। দোঁহাকে লইয়া গেলা শয়নের ঘরে॥ কুসুম শয্যাতে দুহুঁ করল শয়ন। নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন সখীগণ॥" (পঃ কঃ তঃ)

অথ মধুমতী ত্বং গত্বাঽঙ্গীগ্রহন্মধুসংভৃতং
চষকমসকৃৎ সোঽপ্যাদায় স্বকুঞ্চিত পাণিনা।
স্বমধরমমূর্ধ্যে মধ্যে বিদংশতয়ার্পয়ন্
পিপিব পিপিবেত্যেতস্তাষানুকার মপায়য়ৎ ॥৩১॥
বয়মিহ দিনে কিম্বা রাত্রৌ স্ত্রিয়ঃ পুরুষানু বা
কলিতবসনাঃ কিম্বা নগ্নাস্তথা করবাম কিং।

এষোঽধিকোঽনয়ঃ। অথবা যৎ যস্মাৎ যূয়ং পাষ্ণিগ্রাহাঃ সহায়া নহি ভবয়? ইদং মম অলঘুদিষ্টং মহদ্ভাগ্যং কিং ন? অপিতু মহদ্ভাগ্যমেব ॥৩০॥

অথ মধুমত্তো কাচিৎ কিঙ্করী শ্রীকৃষ্ণমপি মত্তং কর্ত্তুং তং মধুপাত্রং অঙ্গীগ্রহৎ। সোঽপি কৃষ্ণোঽপি পাত্রমাদায় অমূর্ব্রজসুন্দরীঃ স্ব মধুরং বিদংশতয়া মধ্যে মধ্যে অর্পয়ন্ তাসাং পিব পিবেতি ভাষায়া অনুকরণং যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা অপায়য়ৎ ন তু কৃষ্ণেন পীতং ॥৩১॥

গৃহীতবসনা নগ্না বা ইতি কিমপি ন জানানা ন জ্ঞাতবতীঃ। কিন্তু অনন্বিতভাষিণী স্তা অসৌ কৃষ্ণঃ কিঙ্করীঃ সংদর্শ্য অরময়ৎ ॥৩২॥

কিরূপ শিক্ষার পরিচয় দিতেছে দেখ, ইহারা সকলে মিলিতা হইয়া একাকী আমাকে জয় করিবার অভিলাষে বল প্রয়োগ করিতেছে। অহো! একার উপর এরূপ সকলে মিলিয়া বল প্রয়োগ, অতীব অন্যায় কার্য্য। তবে যে তোমরা উহাদের পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতেছ না ইহাই আমার মহাভাগ্য। ॥৩০॥

অনন্তর মধুমত্তা নাম্নী এক কিঙ্করী শ্রীকৃষ্ণকেও মধুপানোন্মত্ত করিবার অভিলাষে মধুপাত্র লইয়া তাঁহার সমীপে ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্চিত হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধর বিদংশ মধ্যে এক একবার সংলগ্ন করিতে লাগিলেন এবং "পান কর, পান কর" এইরূপ ভাষার অনুকরণ করিয়া ব্রজসুন্দরীদিগকে পুনঃপুন পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু চতুর স্বয়ং পান করিলেন না ॥৩১॥

তখন অতিরিক্ত মধুপানে প্রমত্তা ব্রজাঙ্গনাগণ "আমরা রমণী কি পুরুষ, আমরা এখানে দিবসে কি রাত্রিতে, কলিত-বসনা কি স্খলিত-বসনা কিম্বা কি করিতেছি ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতি কিমপি তা নো জল্পানা অনন্বিতভাষিণী-
ররময়দশৌ সংদর্শ্যাগ্রে স্থিতা অপি কিঙ্করীঃ ॥৩২॥
ন পিবসি কথং কিঞ্চিত্ত্বং চ প্রিয়েত্যভিভাষিতোঽহ
বদদপি তুলস্যা সামাস্যৈরতং মধুসংভৃতৈঃ।
কনকচষকৈরস্ম্যশ্রান্তং পিবন্ন কিমীক্ষসে
পরিচর তদেত্যাস্মান্ স্বেদাপ্লুতান্মৃদুবীজনৈঃ ॥৩৩॥
স্ব স্ববিধ মথাপ্যানেতুং তা বিলক্ষ্য বিশঙ্কিতা-
চষক-পটলীমাস্যে ধৃত্বাঽভিনীত নিপীতিকঃ।

হে প্রিয়! শ্রীকৃষ্ণ! ত্বং কিঞ্চিন্মধু কথং ন পিবসি? ইতি কিঙ্করীভিরভি-ভাষিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ প্রত্যবদৎ। হে তুলসি! আসাং তব স্বামিনীনাং মধুসংভৃতৈর্মুখৈঃ কনকচষকৈঃ করণৈরহং অশ্রান্তং নিরন্তরং মধু-পিবন্নস্মি ত্বং কিং ন ঈক্ষসে? তস্মাদত্র এত্য স্বেদপ্লুতানস্মান্ পরিচর ॥৩৩॥

মধুপানে বিশঙ্কিতা অতএব দূরেস্থিতাঃ স্বনিকটমানেতুং তা বিলক্ষ্য দৃষ্টা কৃষ্ণঃ স্বমুখে চষকশ্রেণীং ধৃত্বা অভিনীতপীতিকঃ। ময়ি মত্তে সতি

তাঁহাদের বাক্যের শৃঙ্খলা একবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিঙ্করীগণ সম্মুখে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্ব্বক ঐ আচরণ দেখাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

শ্রীতুলসী মঞ্জরী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়তম! তুমি কিঞ্চিন্মাত্র মধুপান করিলে না কেন?" শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর করিলেন—"তুলসি! আমি ঐ যে তোমার স্বামিনীগণের মধু পূর্ণ বদনরূপ কনক-চষকস্থিত মধু নিরন্তর পান করিতেছি, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এক্ষণে এই দেখ, স্বেদজলে আমাদের অঙ্গ আপ্লুত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র আসিয়া মৃদু বীজন দ্বারা আমাদের পরিচর্য্যা কর" ॥৩৩॥

শ্রীতুলসী প্রভৃতি সেবাপরা মঞ্জরীগণ বড়ই শঙ্কটে পড়িলেন। পাছে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ঐরূপ বিড়ম্বনায় পাতিত করেন, এই আশঙ্কায় নিকটে যাইতে পারিতেছেন না অথচ তাঁহাদের

অরুণনয়নোদ্‌ঘূর্ণাভ্যাসী শ্লথীকৃতগাত্রকঃ
সমজনি যদা তর্হ্যেবৈতা হসন্ত উপাযযুঃ ॥৩৪॥
অথ চতুরয়া কৌন্দ্যা দ্বারে কবাটিকয়াবৃতে
প্রকটিতবলে লোলে কৃষ্ণে নিরুধ্য নিরুধ্য তাঃ।

আসাং সন্নিকটাগমনে শঙ্কা স্যাস্যতীত্যভিপ্রেত্যপানাভিনয়ঃ কৃতঃ। ন তু তৎ পীতং। এবং সহজারুণনয়নে মধুপানজনস্য ঘূর্ণাভ্যাসী কৃষ্ণঃ যদা যত্নেন শ্লথীকৃতগাত্রঃ সমজনি তদৈব এতা হসন্ত্যঃ উপাযযুঃ ॥৩৪॥

অথ চতুরয়া কুন্দবল্ল্যা দ্বারে কবাটিকয়াবৃতে সতি প্রকটিত বলে অথচ লোলে অস্মিন্ কৃষ্ণে তাঃ কিঙ্করীঃ নিরুধ্য নিরুধ্য নানা গিরা মধুরাণি তাসাং

সেবাবসরের শুভ সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং শ্রীতুলসীমঞ্জরী প্রভৃতি কিছুক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুর চূড়ামণি তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেন, উহারা মধুপানে বিশেষ শঙ্কিতা হইয়াই দূরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং নিকটে আনিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া স্বীয় মুখে চষকপাত্র সকল ধারণ পূর্ব্বক পানের অভিনয় করিতে লাগিলেন। "আমি (শ্রীকৃষ্ণ) মধু পান করিয়া প্রমত্ত হইলে আমার নিকট আগমনে উহাদের শঙ্কা থাকিবে না,"—এই অভিপ্রায় করিয়াই পানাভিনয় করিতে লাগি-লাগিলেন, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও মধুপান করিলেন না। অথচ অভ্যাস-বশতঃ সহজেই তাঁহার নয়নদ্বয় সহসা অরুণিম হইয়া উঠিল, মধু পান জন্য উদ্‌ঘূর্ণায় তিনি ঘন ঘন টলিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের এই মত্ততার ভাণকে সত্য মনে করিয়া সেই সেবাপরা মঞ্জরীগণ তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥৩৪॥

অমনই সুচতুরা কুন্দলতা শুভাবসর বুঝিয়া কুঞ্জদ্বারে কপাট রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আর বাহিরে আসিতে পারিলেন না; বিদগ্ধ নাগরবরের সবল আলিঙ্গন-পাশে একে একে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বিক্রম-বিচুম্বি অধরপুটে প্রাণকান্তের পুনঃপুন সপ্রেম

ধয়তি মধুরাণ্যস্মিন্ দীনাননানি নানাগিরা-
তনুরপি ধনুর্ধুন্বন্মন্যে ননর্ত্ত সমূর্ত্তিভৃৎ ॥৩৫॥
স্বয়মপি পপৌ পৌনঃ পুন্যাদপায়য়দেব তা-
স্ত্রিবিধ সরকোদ্ভূতা ভ্রান্তি স্তদপ্যরক্ষি স্ম যাঃ।
স্মর-রণবিয়দ্ভূষং কান্তং সকান্তমিমাব্যধুঃ
শ্রমকণলসন্মুক্তামাল্য-চ্যুতং মৃদুবীজনৈঃ ॥৩৬॥

দীনাননানি ধয়তি সতি স মূর্ত্তিভৃৎ অতনুঃ কন্দর্পঃ ধনুর্ধুন্বন্ সন্ ননর্ত্ত ইতি মন্যে ॥৩৫॥

অধুনা কৃষ্ণঃ স্বয়ং পপৌ। এবং তাঃ কিঙ্করীঃ অপায়য়ৎ। সরকঃ মধু ত্রিবিধং পৈষ্টং গৌড়ং পৌষ্পঞ্চ তথা চ তৎপানে উদ্ভূতা কৃষ্ণস্য ভ্রান্তির্যাঃ কিঙ্করীঃ অরক্ষি ইমাঃ কিঙ্কর্য্যঃ কান্তাসহিতং স্মররণে বিয়দ্ভূষং বিগচ্ছদ্ ভূষণং কান্তং কৃষ্ণং শ্রমজলকণরূপমুক্তামাল্যেনচ্যুতং রহিতং মৃদুবীজনৈর্ব্যধুঃ চক্রুঃ। তথা চ মধুপানজন্য ঘূর্ণাবশাৎ শ্রীকৃষ্ণো যাঃ কিঙ্করীঃ মধুপায়য়িতুং শক্তস্তঃ এব স্ব যূথেশ্বর্য্যাদীনাং বীজনৈঃ পরিচর্য্যাং চক্রুরিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

চুম্বনের সরস মুদ্রাঙ্কন লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন, কিন্তু তখন সেই সেবাপরা ব্রজবালাগণ "না-না-না" মধুর বাক্যে নিষেধ করিতে থাকিলেও রসিকশেখর তাঁহাদের সেই শঙ্কা-সঙ্কুচিত বদন-কমলের মধুর রসাস্বাদনে বিরত হইলেন না। পরন্তু তখন মনে হইল—কন্দর্প, অতনু হইয়াও নিজ ফুলধনু-ধূনন করিতে করিতে মূর্ত্তিমান হইয়া যেন নাচিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত অতিরহঃ সম্ভোগ-লীলানন্দে নিমগ্ন হইলেন ॥৩৫॥

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌড়, পৈষ্ট ও পৌষ্প এই ত্রিবিধ মধু পুনঃ পুন পান করিতে লাগিলেন এবং সেই কিঙ্করীগণকেও পুনঃপুন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই মধু পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রান্তি উপস্থিত হইল, সেই ভ্রান্তিই তখন কিঙ্করী-গণকে সেই মধুপানের দায় হইতে রক্ষা করিল। অনন্তর এই কিঙ্করীগণ, কান্তের সহিত কন্দর্পরণে বিগলিত-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে

মধুরস পরিপাক-প্রক্রমে সম্বিদিন্দৌ
মদভর তমসেষন্মুচ্যমানে প্রিয়াণাং।

প্রিয়াণাং মধুরসপরিপাকস্য প্রক্রমে আরম্ভে সম্বিদিন্দৌ জ্ঞানরূপচন্দ্রে- মদভরতমসা মত্ততাতিশয়রূপরাহুণা ঈষন্মুচ্যমানে সতি সুরত-রত্নানাং পরস্পর- দানাৎ অপূর্ব্ববিস্তৃতানন্দানুভূতির্হেতোঃ অকৃতমধুপানা আলিপাল্যঃ ব্যস্ময়ন্।

মৃদুব্যজন দ্বারা অতি কমনীয়রূপে পরিচর্য্যা করিয়া তদীয় শ্রম-জনিত স্বেদাম্বুকণারূপ মুক্তামালাকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মধুপান জন্য ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কিঙ্করীকে মধুপান করাইতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা তখন স্ব স্ব যূথেশ্বরী-দিগের বীজন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥ *

কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের মধুর শৃঙ্গার রস পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রারম্ভেই মধুপান জন্য মত্ততাতিশয় রূপ রাহু কর্ত্তৃক তাঁহাদের জ্ঞান চন্দ্র সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়াছিল, পরে সেই জ্ঞানচন্দ্র ঈষৎ মুক্ত হইলে অর্থাৎ মত্ততা অবসানের সঙ্গে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর এরূপ অপূর্ব্ব সুরত-রত্ন সমূহ বিনিময় করিতে লাগিলেন যে যাঁহারা তদ্দর্শনে মধুপান করিয়া উন্মত্তা হন সেই সখীগণ তাহাতে বিপুল আনন্দানুভব করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ফলতঃ অতিরিক্ত মধুপানে মত্ততা জন্য অজ্ঞানদশায় সুরত-সুখের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণপরে মত্ততা ঈষৎ অপগত হইলে যেমন কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল অমনই

---

* তথাহি।—"সেবন-পরায়ণা সহচরী আই। চামর বীজন বীজই তাই। বাসিত বারি কোই সখী দেল। বদনক চরবণ তাম্বুল নেল॥ পুন দোঁহে আলসে শুতলি তাই। রতিরণ-ছরমে ভোরি নিন্দ যাই॥ ক্ষেণে এক জাগিয়া উঠল কান। সখীগণ কুঞ্জহি করল পয়ান॥ সব সখীগণ সঞে রতি-রণ কেল। ইহ অপরূপ কোই বুঝই না ভেল। আওল কানু পুন রাইক পাশ। মাধব হেরইতে অধিক উল্লাস॥" (পঃ কঃ তঃ)

সুরতপটিম রত্নান্যোন্যদানাদপূর্ব্ব
প্রথিমমুদমুভূতের্ব্যস্ময়ন্নালিপাল্যঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে মধুপানলীলা-
নুমোদনো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥১৩॥

তথা চ মধুপানাতিশয়মত্ততাজন্যা জ্ঞানদশায়াং ন সুরতসুখং কিন্তু কতিপয়-
ক্ষণানন্তরং তস্য কিঞ্চিৎ পরিপাকাজ্জাতং মত্ততায়া ঈষন্ন্যূনত্বং তেন ॥৩৭॥

ইতি টীকায়াং ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥১৩॥

তখন পরস্পর সুরত সুখের অমিয়-উৎস, সহস্র ধারে উথলিয়া উঠিয়া
সেই অকৃত-মধুপানে সখীগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়
উৎপাদন করিল ॥৩৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে তাৎপর্য্যানুবাদে মধুপান
লীলাস্বাদন নাম ত্রয়োদশ সর্গ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

—:০:—

নিদাঘসুভগং বনং বনজনিন্দিপদ্ভ্যাং ভ্রমন্
বিলোক্য মধুমঙ্গলং কথয় কস্য হেতোঃ সখে!
চিরং বিরস মেককো হা বিহায়ৈব নো
রসাল-পনসাটবী-তটভুবীতি তং সোঽব্রবীৎ ॥১॥
বয়স্য! রসিকোঽহমিত্যলঘু মন্যসে ত্বং যত-
স্তদস্য বিবদে ত্বয়া বদ রসো ভবেৎ কীদৃশঃ?

বনজং পদ্মং। হে সখে! মধুমঙ্গল! নোঽস্মান্ বিহায় আম্রপনসাটবী তটভুবি বিরসং যথাস্যাত্তথা এককো বাসসি? ইতি তং মধুমঙ্গলং স কৃষ্ণঃ অব্রবীৎ ॥১॥

মধুমঙ্গল আহ। হে বয়স্য! কৃষ্ণ! যতস্ত্বং 'অহংরসিক' ইতি অলঘু মন্যসে ততস্মাদদা ত্বয়া সহ বিবদে বিবাদং করোমি। রসঃ কীদৃশো ভবেদিতি বদ রস-লক্ষণং বদেত্যর্থঃ। তথা চ তব বৈদুষীং পাণ্ডিত্যং মম চ তাং বৈদুষীং ইমে সাক্ষিস্বরূপা-রসাল গুরুশাখিনঃ আম্ররূপ বৃহদ্বৃক্ষাঃ। পক্ষে রস শাস্ত্রং গৃহন্তি যে গুরব স্তে এব বেদশাখিনঃ বিদন্তু। কথম্ভূতা দ্বিজকুলৈঃ পক্ষিকুলৈঃ পক্ষে ব্রাহ্মণকুলৈঃ স্তুতাঃ ॥২॥

রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ, প্রফুল্ল কমল-বিনিন্দ-চরণে নিদাঘ সুভগ নামক সুরম্য বনবিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় একাকী মধুমঙ্গলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন—"ওহে! সখে! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল এই আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে একাকী বিরসভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন বল দেখি? ॥১॥

পরিহাস-পটু বটু সহাস্যে কহিলেন—"বয়স্য! তুমি মনে মনে বড়ই বড়াই করিয়া থাক—"আমি একজন মহারসিক পুরুষ, অতএব আজ আমি তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইব। বল দেখি সখে! রস কি?—রসের লক্ষণ কি? ইহাতে তোমার পাণ্ডিত্য এবং

বিদন্তু তব বৈদুষীং মম চ তামিমে সাক্ষিণো
রসালগুরুশাখিনো দ্বিজকুলস্তুতা বস্তুতঃ ॥২॥
সখে! পশুপ-নাগরী-নয়ন-বেল্লিত ক্রীত! য-
দ্বনে ভ্রমসি নিষ্ফলে বিকচ মালতীমল্লিকে।
তথাপি রসিকাগ্রণী র্যদিহ ঘুষ্যসে ভান্তি তৎ
প্রসিদ্ধজনবর্ত্তিনো গুণতয়ৈব দোষা অপি ॥৩॥
অহং তু পনসাম্রয়ো রসনিধীকৃত স্বোদর-
স্তদপ্যরসিকোঽভবং তব মতে ধৃতাহংকৃতে!

হে সখে! কৃষ্ণ! হে পশুপ-নাগরী-নয়ন-কম্পনেদ্ ক্রীত! যদ যদ্যপি বিকসিত মালতী মল্লিকাযুক্তে অতএব নিষ্ফলে বনে ভ্রমসি, তথাপি জনৈ স্তং রসিকাগ্রণী ঘুষ্যসে তত্তস্মাৎ ভবদ্বিধ প্রসিদ্ধ জনবর্ত্তিনো দোষা অপি গুণতয়ের ভান্তি ॥৩॥

পনসাম্রয়ো রসেন নিধীকৃতং সমুদ্রীকৃতং উদরং যেন তথাভূতোঽহং তদাপি তব মতে অরসিকো ভবামি। হে ধৃতাহংকৃতে! তদেব ত্বং কৃতাং রসিকতা প্রথাং অহং লভে ॥৪॥

আমার পাণ্ডিত্য কতদূর, তাহা দ্বিজকুলস্তুত অর্থাৎ বিহঙ্গকুল-বন্দিত বৃহৎ শাখাবিশিষ্ট এই আম্র বৃক্ষ সকল সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউক অথবা ব্রাহ্মণকুল প্রশংসিত রসশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরু স্বরূপ বেদশাখাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউন।২॥

"ওহে সখে! তুমি গোপনারীগণের নয়নকোণ-কম্পনে ক্রীত হইয়া তাহাদের সঙ্গে, বিকসিত মালতী মল্লিকা পুষ্পের নিষ্ফল বনে বিচরণ করিতেছ, তথাপি লোকে তোমাকে 'রসিকশিরোমণি' বলিয়া ঘোষণা করে। অতএব এখন দেখিতেছি তোমার মত প্রসিদ্ধ জনবর্ত্তির দোষ সমূহও গুণরাশিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥৩॥

এই দেখ ভাই! আমি আম ও কাঁঠালের রসে আমার এই উদরকে পূর্ণ রসনিধি করিয়াছি, তথাপি আমি তোমার মতে অরসিক হইলাম? কি আশ্চর্য্য? ওহে গর্ব্বিত! যদি আমি ক্ষুধায় কাতর

ভ্রমন্নিহ বনে বনে স্বদনুগো বুভুক্ষাতুরো
ভবামি যদি তল্লভেয় রসিকতা-প্রথাং ত্বৎকৃতাং ॥৪॥
জগত্রিতয়-দুর্ল্লভাতুলফলৈব বৃন্দাটবী
তব ত্বমপি নিত্যতদ্বিহরণপ্রিয়ঃ খ্যাপ্যসে।
পরন্তু তদুদিত্বরামৃতরসৈকতানো ভবা-
নভূন্ন তদিয়ং সখে! মম সখেদতা নাপরা ॥৫॥
নিদাঘ দিবসে বটো! শিশিরনির্ঝরাম্ভো রসৈ-
র্নটৎ সরসিজানিলৈ র্মধুর মল্লিকা-সৌরভৈঃ।

জগত্রয়ে সুদুর্ল্লভা অথচাতুলফলা এবম্ভূতা তব বৃন্দাটবী। এবং ত্বমপি "নিত্যং বৃন্দাবন-বিহরণ প্রিয়" ইতি জনৈঃ খ্যাপ্যসে। পরন্তু তস্মিন্ বৃন্দাবনে উদিত্বরঃ উৎপন্নশীলো যোঽমৃতরসস্তদেকতান স্তদেকচিত্তো ভবান্ ন অভূৎ। হে সখে! ইয়মেব মম সখেদতা ন অপরা ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। নিদাঘেতি। নিদাঘ দিবসে শীতল নির্ঝর জল প্রভৃতিভি র্মম রসনাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দ-সাধিকা ইয়মটবী। অত এবাস্মিন্ বনে অহং ভ্রমামি। অরসিকত্বাৎ হে বটো! ন তু সখে! ॥৬॥

হইয়া তোমার সঙ্গে নিষ্ফল বনে বনে ভ্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিকট রসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতাম; নতুবা উদরে আম্রাদি রসের সমুদ্র খেলিলেও ত তোমার মতে রসিক হইতে পারিব না? ॥৪।

তোমার এই বৃন্দাবন ত্রিজগতের মধ্যে দুর্লভ ও অতুল ফল-বিশিষ্ট এবং তুমিও 'নিত্য বৃন্দাবনবিহরণ-প্রিয়' বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত; কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বৃন্দাবনে এমন উৎপন্ন-শীল অমৃতরসে তোমার চিত্ত আদৌ ঐকতানতা প্রাপ্ত হইল না? হে সখে! ইহাই আমার মহাদুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দুঃখ নাই ॥৫॥

বটুর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"ওহে ঔদরিক! এই নিদাঘ দিবসে বৃন্দাবন ভ্রমণে নির্ঝরের শিশির সলিল দ্বারা আমার রসনেন্দ্রিয়, কমল-কানন

পলাস-নবপল্লবৈ র্বন কপোত মঞ্জুস্বনৈ
র্মেয়মখিলেন্দ্রিয়-প্রমদ সাধিকৈকাটবী ॥৬॥
বহির্ম্মরকতদ্যুতিঃ কমলরাগনিন্দি প্রভা
দ্রবামৃতভৃতান্তরা পরিমলম্রদিম্নোঃ স্বনিঃ।
রসাল পদবাচ্যতা মুপগতা ফলানাং ততি-
র্মদিন্দ্রিয়-সতৃষ্ণতাং সপদি কৃষ্ণ! চক্রেতমাং ॥৭॥
পুর: কলয় মাধব! দ্যুতিমতী মতীত্যাটবী-
রিমা অপি জগত্রয়ী মুকুট নূত্নরত্নপ্রভাঃ।

বটু রাহ। আম্রফলানাং ততিঃ বহির্ম্মরকতদ্যুতিরিতি নেত্রস্য। রসাল পদবাচ্যতা মুপগতেতি শ্রবণেন্দ্রিয়স্য ॥৭॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণমাহ। হে মাধব! ইমাঃ অটবীঃ অতীত্য দ্যুতিমতীং ইং

বিলাসী মন্দ মারুত হিল্লোল দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়, মধুর মল্লিকাপুষ্প সৌরভ দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, পলাশের নব পল্লব দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় এবং বন্য কপোতের মঞ্জুধ্বনি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় এইরূপে আমার নিখিল ইন্দ্রিয় পরম প্রমোদিত হইয়া থাকে; অতএব বৃন্দাটবীই আমার একমাত্র প্রমোদ-সাধিকা। ওহে বটু! তোমার মত অরসিক এই বন ভ্রমণের মর্ম্ম কি বুঝিবে বল? ॥৬॥

বটু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সরস বাগ্‌ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়-প্রমোদের কথা ত শুনিলাম, এক্ষণে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা শুন। ঐ যে সুপক্ক রসাল ফল সকল দেখিতেছ, উহারাই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রমোদ সাধক। উহাদের ঐ বাহিরের হরকতদ্যুতি, উহাই আমার নয়নানন্দকর, উহার অভ্যন্তরস্থ পদ্মরাগনিন্দি অমৃত দ্রবই রসনানন্দকর, পরিমলই ঘ্রাণের ও মৃদুতাই ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রীতিপ্রদ এবং ফল নিচয়ের মধ্যে 'রসাল' এই নামই আমার বিশেষ কর্ণানন্দকর। এই জন্যই উহারা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা এরূপ সতৃষ্ণ করিয়া থাকে ॥৭॥

বিলাস-নিবহাবনীমিহ বনীমিমাং বাং ন বাঙ্-
মহাকবি পতেরপি প্রভবতীব যদ্বর্ণনে ॥৮॥
ইতি প্রমদমেদুর স্ফুরদমন্দবৃন্দা-বচঃ
সুধাংশুকিরণোচ্ছলদ্বিপুল তর্ষ কীলালধী।
উদিত্বরপুরুত্বরং রস পুরঃসরং প্রাপতুঃ
স্ব কেলি সদনায়িতং প্রিয়তমৌ স্বকুণ্ডদ্বয়ং ॥৯॥

রাধাকুণ্ড নিকটে ইমাং বনাং ক্ষুদ্রবনীং পুরঃ কলয়। কথম্ভূতাং জগদিতি। পুনশ্চ যুবয়োঃ বিলাস সমূহস্য অবনী 'অব রক্ষণে ধাতুঃ'। বিলাস সমূহস্য ভূমিশ্চ। মহাকবিপতেরপি যদ্বর্ণনে বাক্য ন প্রভবতি ইব ॥৮॥

ইতি প্রণয়েন মেদুরং স্নিগ্ধং যৎ স্ফুরদমন্দং বৃন্দাবচস্তদেব সুধাংশুশ্চন্দ্র স্তৎ কিরণেন উচ্ছলদ্বিপুলতৃষ্ণা এব কীলালধি জলধির্যয়ো রেবম্ভূতৌ প্রিয়তমৌ রাধাকৃষ্ণৌ উদিত্বরা উদয়শীলা পুরুত্বরা মহাত্বরা যত্র তদ্ যথাস্যাত্তথা। এবং রসপুরঃসরং যথাস্যাত্তথা স্বকেলি সদনমিবাচরিতং স্ব কুণ্ডদ্বয়ং প্রাপতুঃ ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গলকে এইরূপ পরস্পর বাগ্বিলাসে প্রবৃত্ত দেখিয়া লীলা সহায়িনী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া স্বীয় বনমাধুরী দেখাইতে লাগিলেন, কহিলেন—"মাধব! এই কানন অতিক্রম করিয়া ঐ সম্মুখে রাধাকুণ্ডের নিকট শোভন ক্ষুদ্র বনের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। উহা ক্ষুদ্র হইলেও ত্রিজগতের মুকুটের নূতন প্রভার ন্যায় শোভাশালী। বিশেষতঃ তোমাদের উভয়ের (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের) বিলাস নিবহের রক্ষক স্বরূপা ও বিলাসভূমি। সুতরাং এই কাননের গুণ মাধুরী বর্ণন করিতে মহাকবিপতির বাক্যও সমর্থ হয় না। ॥৮॥

বৃন্দার এই প্রণয়-স্নিগ্ধ অমন্দ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়ে এক প্রবল তৃষ্ণা জাগরিত হইল; যেন বৃন্দার সেই বচন-সুধাংশুর কিরণ সম্পাতে তাঁহাদের হৃদয়ে এক বিপুল তৃষ্ণা-জলধি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রিয়তম যুগল সমুদিত অতিশয় ত্বরা পূর্ব্বক রস পুরঃসর সেই স্ব-কেলি-ভবনতুল্য স্বকুণ্ডদ্বয়তটে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডতটে গিয়া উপনীত হইলেন ॥৯॥

ইহাপি লভতে প্রথামধিকমেব রাধা-সরঃ
ক্রমেণ ললিতাদিভির্যদভিতো নিকুঞ্জাবলী।
হরিৎসু ধনদেশ্বরান্তক-শচীশ-নীরাধিপা-
নলাস্রপ নভস্বতাং নিজনিজাখ্যয়াঙ্গীকৃতা॥১০॥

ইহাপি কুণ্ডদ্বয়মধ্যেঽপি রাধাকুণ্ডং অধিকং যথাস্যাত্তথা খ্যাতিং লভতে। যস্য রাধাকুণ্ডস্যাভিতঃ দিগধিষ্ঠাতৃ দেবতানাং ধনদেত্যাদি নভস্বৎ পর্য্যান্তানাং হরিৎসু দিক্ষু বিদিক্ষু চ যা কুঞ্জাবলী বর্ত্ততে সা ললিতাদি সখীভি র্ল্লিতাকুঞ্জ বিশাখা কুঞ্জেত্যাদি নিজ নিজ সমাখ্যয়া অঙ্গীকৃতা। তত্র ঈশ্বরঃ ঈশানঃ। অন্তকো যমঃ। শচীঃ ইন্দ্রঃ। নীরাধিপঃ বরুণঃ। অস্রং রক্তং পাতীতি অস্রপো নৈঋতঃ। ক্রব্যাদোঽস্রপ আসর ইত্যমরঃ। নভস্বান্ বায়ু। তথাচ উত্তরেশান দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমাগ্নিকোণ নৈঋত বায়ু কোণাদি দিগ্বিদিক্ষু ক্রমেণ ললিতা-বিশাখা-চম্পকলতা-চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা-ইন্দুলেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবীনাং কুঞ্জা জ্ঞাতব্যাঃ। ক্রমো যথা। উত্তরস্যাং দিশি ললিতাকুঞ্জঃ। উত্তর পূর্ব্বয়ো মধ্যে ঈশান কোণে বিশাখা কুঞ্জঃ। দক্ষিণস্যাং দিশি চম্পকলতা কুঞ্জঃ। পূর্ব্বস্যাং দিশি চিত্রা কুঞ্জঃ। পশ্চিমস্যাং দিশি তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জঃ। পূর্ব্ব দক্ষিণয়ো মধ্যে অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা কুঞ্জঃ। দক্ষিণ পশ্চিময়ো র্মধ্যে নৈঋত কোণে রঙ্গদেবী কুঞ্জ পশ্চিমোত্তরয়ো র্মধ্যে বায়ুকোণে সুদেবী কুঞ্জঃ॥১০॥

এই কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডই অধিক খ্যাতি সম্পন্ন। এই কুণ্ডের চারিপাশে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের দিকে দিকে যে সকল মনোরম কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে উহারা ললিতাদি সখীগণের নিজ নামানুসারে বিখ্যাত। ধনপতি কুবের যে দিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই উত্তর দিকে ললিতার কুঞ্জ, ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ, যম যে দিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই দক্ষিণদিকে চম্পকলতার কুঞ্জ। ইন্দ্র যে দিকের অধিপতি সেই পূর্ব্বদিকে চিত্রার কুঞ্জ, বরুণ যে দিক্‌পতি সেই পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুঞ্জ, নৈঋত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ এবং পশ্চিমোত্তর বায়ুকোণে সুদেবীর কুঞ্জ॥১০॥ *

* তথাহি পদ। —অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে। বৃন্দা-রচিত বিপিন ভুহ

প্রতিক্ষণং মুপাসিতা বিপিন পালিকা পালিভিঃ
প্রসূনমণি দর্পণ প্রবলতোরণোপস্কৃতা।
বিলাসিবরয়োর্মধূৎসবনিকাম হিন্দোলন
প্রসূণরণ নিহ্নবাপ্লব জলস্থল ক্রীড়নৈঃ ॥১১॥
সুধামদ বিমর্দ্দকৃৎ ফলপরঃ শতাস্বাদনৈ
র্মিথোঽক্ষকেলিনর্ম্মভি বিবিধহাস্যলাস্যাদিভিঃ।
কবিত্বরসচর্ব্বণৈ র্বিবিধমান তন্মার্জ্জনৈঃ
সদা সুভগতাস্পদং নিখিল দৃঙ্মনোমোহিনী ॥১২॥

মধূৎসবো হোলিকা ক্রীড়া। প্রসূন রণঃ পুষ্প নির্ম্মিত কন্দুকৈ যুদ্ধ লীলা। নিহ্নবো লুক্লুকানীতি প্রসিদ্ধো লীলাবিশেষঃ। আপ্লবা জলক্রীড়া ॥১১॥
অক্ষ কেলি দ্যুতক্রীড়া। বিবিধা মানা স্তেষাং মার্জ্জনং শান্তিঃ ॥১২॥

উদ্যান-পালিকাগণ এই সকল কুঞ্জে অনুক্ষণই অবস্থান করেন এবং বিবিধ কুসুম স্তবক, মণিদর্পণ ও তোরণাদি দ্বারা উহাদিগকে সুন্দররূপে সাজাইয়া থাকেন। বিলাসি-যুগল অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যাম এই শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই মধূৎসব অর্থাৎ হোলি, হিন্দোল পুষ্প নির্ম্মিত কন্দুকযুদ্ধলীলা, লুকোচুরী খেলা ও জলক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥১১॥

এই স্থানে সুধা-গর্ব্ব-বিমর্দ্দন নানাজাতীয় শত শত সুস্বাদু ফলের আস্বাদ পাওয়া যায়, এই খানেই শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর অক্ষক্রীড়া-নর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং পরস্পরের বিবিধ হাস্য

বিলসয়ে করে কর, কর ধরি কত রঙ্গে। ললিতানন্দদ কুঞ্জে, যাই দুহু বৈঠল, চিত্রা-সুখদ সব সহচরী মেলি। ক্ষণে এক রহি পুনঃ, মদন সুখদ নাম কুঞ্জহ সখীসহ মেলি। কুঞ্জে পুন ভ্রমি ভ্রমি চলু চম্পক লতা কুঞ্জে। সুদেবী রঙ্গদেবী কুঞ্জে যাই দুহুঁ করু কত আনন্দ পুঞ্জে॥ পূর্ণ ইন্দু সুখদ নামে, কুঞ্জহিতহি কত কত কৌতুক খেল। তুঙ্গবিদ্যা সখী কুঞ্জক হেরইতে, সহচরীগণ লই গেল॥ ভ্রমইতে সকল কুঞ্জ দুহু হেরল ষড় ঋতু শোভন রীতে। ঐছন কুসুম সুষমবর দ্বিজগণে উদ্ধব দাস রসগীতে॥ (পঃ কঃ তঃ)

তথা তটচতুষ্টয়ী বিবিধ রত্ন সোপানভূ-
স্তদন্যমণিভিঃ ক্রমাদিহ তথাবতারাঃ কৃতাঃ।
তরু দ্বিতয়কুট্টিমদ্বয় বিরাজিতচ্ছত্রিকা
সদোলন চতুষ্কিকা যদুপরিস্থ পার্শ্বদ্বয়ী ॥১৩॥
ধনেশদিশি তীর্থতঃ কলিতু সেতু মধ্যে সরঃ
বিধূপলগৃহং বিভাত্যমল মঞ্জু কুঞ্জাবৃতং।

তথারাধাকুণ্ডস্যোত্তর দিগ্বর্ত্তি তটচতুষ্টয়ী সিড়ী ইতি প্রসিদ্ধং বিবিধরত্ন নির্ম্মিতং সোপানং বিভর্ত্তি। ইহ সোপান মধ্যে তদন্যমণিভির্যাদৃশ মণিনা সোপানস্য নির্ম্মাণং কৃতং তদন্য মণিভি র্ঘাট ইতি প্রসিদ্ধা অবতারাঃ কৃতাঃ। যেষা মবতারাণা মুপরিস্থ পার্শ্বদ্বয়ী তরুদ্বয় বিশিষ্ট কুট্টিমদ্বয়ং বিরাজিতৌ ছত্রৌ যত্র তথাভূতা। এবং হিন্দোলন-লীলার্থং দোলন সহিতৌ চতুষ্কো যত্র তথাভূতা ॥ ৩।

মধ্যেসরঃ সরোবরস্য রাধাকুণ্ডস্য মধ্যে চন্দ্রকান্তি মণিনা নির্ম্মিতং অঙ্গে

লাস্যে এই স্থান মুখরিত হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব কবিত্বরসের আস্বাদ এখানেই সম্পাদিত হয়, শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার মান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে সেই মানভঞ্জন এই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব এই রাধাকুণ্ড, সকল সৌভাগ্যের আস্পদ এবং সর্ব্বদা নিখিলজনের নয়ন-মনোহর ॥১২॥

এই কুণ্ডের চারিদিকে চারিতটে বিবিধ রত্ন নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী শোভা পাইতেছে ; এই সকল সোপানের মধ্যে যে মণিরত্ন নিচয় দ্বারা তট সংলগ্ন সোপান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য-বিধ মণিরত্ন নিচয় দ্বারা ঘটে-নামক প্রসিদ্ধ অবগাহনাদির নিমিত্ত সোপান সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল অবতরণিকা অর্থাৎ ঘাটের উপরিস্থ উভয় পার্শ্বে তরুদ্বয় বিশিষ্ট দুই দুইটী করিয়া মণি-কুট্টিম বিরাজিত এই কুট্টিমের উপরে ছত্রিকা এবং ছত্রিকার উপর হিন্দোল লীলার নিমিত্ত দোলার সহিত দামবদ্ধ চতুষ্ক তরু শাখা-সংলগ্ন হইয়া কেমন সুন্দর শোভিত রহিয়াছে ॥১৩॥

অনঙ্গযুত মঞ্জরীং স্বভগিনীং স্বনামাঙ্কিতং।
শুচৌ তদধিশায়য়ন্ত্যগভৃতা সুখে মজ্জতি ॥১৪॥
তথাগ্নি হরিদ্দিগ্‌গতঃ কনকসেতুবন্ধোঽঘভিৎ
সরো মিলনহেতুকো নিখিল তীর্থ খেলাস্পদং।

মঞ্জর্য্যাঃ গৃহং বিভাতি। ননু কুণ্ড মধ্যে কথং সর্ব্বাসাং গমনাগমনং সম্ভবতি? তত্রাহ। ধনেশ দিশি উত্তরস্যাং দিশি যস্তীর্থা বর্ত্ততে তস্মাৎ। কৃতঃ সেতুবন্ধো যত্র তথাভূতং গৃহং যদধি যস্মিন্ গৃহে শুচৌ গ্রীষ্মে শ্রীরাধিকা স্বভগিনীং অনঙ্গ-মঞ্জরীং অগভৃতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ শায়য়ন্তী সতী স্বয়ং সুখে মজ্জতি ॥১৪॥

তথা অগ্নিকোণাদিন্দ্রদিগ্‌গতঃ সঙ্গম ইতি প্রসিদ্ধঃ স্বর্ণ নির্ম্মিত সেতুবন্ধোঽস্তি কথম্ভূতঃ রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণকুণ্ডস্য মিলন প্রয়োজনকঃ। ততঃ সেতু-

---

এই রাধা-সরোবরের মধ্যস্থলে অমল মঞ্জু কুঞ্জাবৃত চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত যে কেলিভবন বিদ্যমান আছে, উহা শ্রীরাধার ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর গৃহ। যদি বল, ঐ গৃহ যখন জলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তখন ঐ গৃহে সকলের গমনাগমন ত অসম্ভব? না, তাহার উপায় আছে। উত্তরদিকের ঘাট হইতে ঐ গৃহে যাইবার জন্য একটী সেতু সংলগ্ন আছে। গ্রীষ্মকালে শ্রীরাধা এই মনোরম স্নিগ্ধ কেলিভবনে স্বীয় ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শয়ন করাইয়া স্বয়ং সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ১৪॥

আবার পূর্ব্বদিক্ ও অগ্নিকোণের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম কুণ্ডের মিলন-সাধক সুবর্ণ নির্ম্মিত এক পাপ-নাশক সেতুবন্ধ আছে। এই সেতুবন্ধের পরেই যে সুমহান্ শ্রীশ্যামকুণ্ড বিদ্যমান, উহা নিখিল তীর্থের বিহারাস্পদ এবং এই ভূমণ্ডলে নিরুপম খ্যাতিযুক্ত। যেরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের দিগ্বিদিকে ললিতাদি সখীগণের কুঞ্জ বিরাজিত আছে সেইরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ডের দিগ্বিদিগেও সুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে সুবলানন্দকুঞ্জ, সুবল এই কুঞ্জ শ্রীরাধাকে প্রদান করিয়াছেন। ইহারই নিম্নে মানস-পাবন ঘাটে শ্রীরাধা, সখীগণ সঙ্গে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। উত্তরদিকে

ততোঽস্তি সুবলাদ্যরীকৃত নিকুঞ্জমালাবৃতং
ক্ষিতৌ নিরুপমাং প্রথাং গতমরিষ্টকুণ্ডং মহৎ ।১৫॥
নটন্তি শিখিনস্তটে মদকলাঃ কলাপাঙ্কিতা
রটন্ত্যধিজলং কলং স্ব-রতিশংসিকা হংসিকাঃ।

বন্ধাৎ পবত্র.নিরুপমাং খ্যাতিং প্রাপ্তং কৃষ্ণকুণ্ডং অস্তি। কথম্ভূতং যথা রাধা-কুণ্ডস্য দিগ্বিদিক্ষু ললিতাদি সখীনাং কুঞ্জাঃ সন্তি। তথৈব সুবলাদীনাং কুঞ্জ শ্রেণীবৃতং ॥১৫॥

মদকলা মত্তাঃ শিখণ্ডিনঃ কুণ্ডতটে নৃত্যন্তি। কথম্ভূতাঃ কলাপৈ নৃত্যসময়ে বিস্তৃত পিঞ্ছৈ রঞ্জিতা। তথা অধিজলং জলে হংসিকাঃ কলং রটন্তি। কথম্ভূতা স্বস্য যা রতী রমণং তস্যাঃ শংসিকাঃ কামোন্মত্তাঃ সত্যঃ জলে শব্দং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ এবং ভ্রমরাঃ নভসি আকাশে পুঞ্জিতাঃ সন্তঃ ভ্রমন্তি। ইতি এষাং শিখণ্ডি প্রভৃতীনাং মীক্ষণেন বিলক্ষণোৎসবং বিভর্ত্তি। যঃ কঞ্জেক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স প্রেয়সীং প্রাহ ॥১৬॥

মধুমঙ্গলানন্দদ কুঞ্জ; মধুমঙ্গল এই কুঞ্জ ললিতাদেবীকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশানকোণে উজ্জ্বলানন্দদ কুঞ্জ, উজ্জ্বল এই কুঞ্জ বিশাখাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে অর্জ্জুনানন্দদ কুঞ্জ, অর্জ্জুন এই কুঞ্জ চিত্রাসখীকে দিয়াছেন; অগ্নিকোণে গন্ধর্ব্বানন্দদ কুঞ্জ, গন্ধর্ব্ব এই কুঞ্জ ইন্দুলেখাকে প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কুঞ্জ, বিদগ্ধ এই কুঞ্জ চম্পকলতাকে প্রদান করিয়াছেন। নৈঋতে ভৃঙ্গানন্দদ কুঞ্জ,ভৃঙ্গ এই কুঞ্জ রঙ্গদেবীকে প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমদিকে কোকিলানন্দদ কুঞ্জ, কোকিল এই কুঞ্জ সুদেবীকে প্রদান করিয়াছেন ॥১৫॥ *

কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডতীরে অবস্থান করিয়া দেখিলেন— উন্মত্ত ময়ূর সকল পিঞ্ছ বিস্তার করিয়া কুণ্ডতটে কেমন নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছে, জলমধ্যে হংসিকানিচয় কামোন্মত্তা হইয়া মধু

* এই অষ্ট প্রাণপ্রিয়সখার অষ্ট কুঞ্জের বিবরণ "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থের ক্রমানুসারে এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ভ্রমন্ত্যমলগুঞ্জিতা নভসি পুঞ্জিতাঃ ষট্‌পদা
ইতীক্ষণ বিলক্ষণ ক্ষণভৃদাহ কঞ্জেক্ষণঃ ॥১৬॥
পিক-প্রকর-টিট্টিভ প্রচয় চাতক শ্রেণয়ো
মরাল পরিষৎ শুকাবলি-সমূহহারীতকৈঃ।
সহৈব যুগপৎ পৃথক্ স্বরতয়া লপন্তো মম
শ্রবোঽপি বিদধত্যমী সরসমর্থষট্‌কগ্রহং ॥১৭॥
প্রফুল্ল নবমালিকা মৃদুলমল্লিকা যূথিকাঃ
সরোরুহ কুরুণ্টক প্রবর কুন্দবল্লীরলিঃ।

অমী পিকসমূহ টিট্টিভ সমূহাদয় সরসং যথাস্যাত্তথা অর্থ ষট্‌ক গ্রহং ষড়্ ঋতুৎপন্নানাং এষাং শব্দরূপার্থানাং গ্রহঃ গ্রহণং যত্র তথাভূতং মম শ্রবঃ কর্ণং বিদধতি। সমূহৈঃ সমূহযুক্তৈঃ হারীতকপক্ষিভিঃ। তাদৃশ শ্রেণয়ং কথম্ভূতাঃ হংসসভা শুকশ্রেণীসমূহ হারীতকৈঃ সহ যুগপৎ একস্মিন্ কালে স্বরতয়া লপন্তঃ। তথাচ রাধাকুণ্ডে একস্মিন্নেব কালে ষড়্ ঋতুনাং সমাগমো বোধ্যঃ। তথাচ বসন্ত কালে কোকিলো বদতি গ্রীষ্মে টিট্টিভঃ। বর্ষায়াং চাতক ইত্যাদি ॥১৭।

অলিঃ ভ্রমর ভিন্ন ভিন্নর্ত্তৃথু প্রফুল্লা অপি নবমালিকা প্রভৃতি বল্লীঃ সদা

কলধ্বনি করিতেছে, আকাশে পুঞ্জিত ভ্রমর সমূহ অমল গুঞ্জন সহকারে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দৃশ্য-বৈচিত্র্য অবলোকন পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয় প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে কহিলেন— ॥১৬॥

"প্রিয়ে! ঐ দেখ, তোমার কুণ্ডে যুগপৎ ষড় ঋতুর সমাগম হইয়াছে; বসন্তের পিকপ্রকর, গ্রীষ্মের টিট্টিভনিচয়, বর্ষার চাতক শ্রেণী, শরতের মরালপংক্তি, হেমন্তের শুকাবলী এবং শীতের হারীতক বৃন্দ এককালে মিলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সরস স্বর-ঝঙ্কার তুলিয়া আমার কর্ণ বিনোদন করিতেছে। এক এক ঋতুতে এক একজাতীয় পক্ষীর স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, এ যে এককালে ষড়্ ঋতুৎপন্ন ষড়্‌জাতীয় পক্ষীর সরস শব্দার্থ আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিতেছে ॥১৭॥

সদা পিবতি কশ্চন ক্বচিদনেকভার্য্যো গৃহী
যথর্ত্তুগমনব্রতং প্রতিদিনং ক্রমাদ্বিন্দতে ॥১৮॥
বরাঙ্গি! পরিতস্তুষী পরিত ব্রব যুষ্মৎ সর-
স্তরুব্রততি-সংহতি বিপুল তুঙ্গ শাখা-শতৈঃ।
মিথো বলয়িতৈ স্তথা বৃণুত সাধু মধ্যে দিনং
প্রভাকর মরীচয়ো ন সলিল স্পৃশঃ সূর্যথা ॥১৯॥

পিবতি। যথা কশ্চন অনেক ভার্য্যা যুক্তা গৃহী "ঋতাবেব ভার্য্যা মহং গচ্ছেয়ং নান্য কালে" ইতি নিয়ময়ং প্রত্যহমেব প্রাপ্নোতি। ভার্য্যাণাং বহুত্বাৎ প্রত্যহ মবশ্য মেকস্যা ঋতু সমাগমো ভবতীতিভাবঃ ॥১৮॥

হে বরাঙ্গি! কুণ্ডস্য পরিত শ্চতুর্দ্দিক্ষু পরিত স্তুষী যুষ্মৎ সর তরুলতাসমূহঃ মিথো বলয়িতৈ বেষ্টিতৈঃ শাখা শতৈ স্তথা সাধু যথা তথা অবৃনুত। যথা দনস্য মধ্যে সূর্য্য মরীচয়ো ন কুণ্ডস্য সলিল স্পৃশঃ স্যুঃ ॥১৯॥

প্রিয়তমে! দেখ, দেখ? চটুল অলিবরের কেমন প্রেম-সৌভাগ্য দেখ! নবমালিকা প্রভৃতি কুসুমনিচয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রফুল্ল হইলেও এস্থলে সেই সকল পুষ্পবল্লী যুগপৎ প্রস্ফুটিত হওয়ায় সর্ব্বদা তাহাদের মধুপান করিয়া ষড়্ঋতুর উৎসব লাভ করিতেছে। বসন্তে নবমালিকা, গ্রীষ্মে মৃদুল মল্লিকা, বর্ষায় যূথিকা শরতে সরোজ, হেমন্তে কুরুণ্টক এবং শীতে কুন্দবল্লী বিকসিত হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার কুণ্ডের তীরে ও নীরে এই সকল পুষ্প যুগপৎ প্রস্ফুটিত হওয়ায় রসিকভ্রমর পরে পরে ক্রমান্বয়ে সকলেরই মধুপান করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন কোন বহু ভার্য্যাবিশিষ্ট ধার্ম্মিক গৃহী, কেবল ঋতুকালেই ভার্য্যাগমন করিয়া থাকেন, অন্য সময়ে গমন করেন না, এই রীতি অনুসারে যেমন ভার্য্যার বহুত্ব হেতু অবশ্য প্রত্যহই ঋতু-সমাগম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই অলিবরও যেন ঐ ধার্ম্মিক গৃহীর ন্যায় যথাক্রমে ঋতু-গমন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে ॥১৮॥

হে বরাঙ্গি! তোমার সরোবরের চারিদিকে যে সকল বৃক্ষ

তথাপ্যন্থ চতুর্দ্দিশং চতুরনাবৃতদ্বারতো
বিশদ্ভি রনিলৈঃ সদার্থিভি রথাপ্ততং সৌরভৈঃ।
উদার নলিনীগণাদলিপতি ব্রজানাং পুন-
র্ভ্র-ভঙ্করণতর্জ্জনৈরপি ন মার্দ্দবং ত্যজ্যতে।২০॥
প্রফুল্ল কমলাননা চল নবীনমীনেক্ষণো-
চ্ছলনমধুরিমোর্ম্মিজ প্রতনুফেণ মঞ্জুস্মিতা।

নম্বেবং চেৎ জলে বায়োঃ সঞ্চারোঽপি মাস্তু তত্রাহ। তথাপি অনু চতুর্দ্দিশং চতুর্দ্দিক্ষু অনাবৃত চতুর্দ্বারতো বিশদ্ভিঃ পবনৈঃ সদা অর্থিভিঃ যাচকৈঃ অতএব কুণ্ডস্থোদার পদ্মিনীগণাৎ প্রাপ্ত তৎ সৌরভৈঃ ভ্রমরপতিব্রজানাং ভ্রভঙ্করণতর্জ্জনৈঃ করণৈরপি ন মার্দ্দবং ত্যজ্যতে। তথাচ যাচকৈ রিবানিলৈ মার্দ্দবং মান্দ্যং ন ত্যজ্যতে। তিরস্কারেঽপি ন ক্রুধ্যত ইবেত্যর্থঃ। এতেন বায়ো র্মান্দ্য-মানীতং॥২০॥

হে প্রিয়ে! ত্বমিব তব সরসী অঙ্কিতা পূজিতা ময়া ঈক্ষ্যতে। রাধিকা সাধর্ম্ম্যমাহ। সরসী কথম্ভূতা। প্রফুল্লেতি। উচ্ছলন্মাধুর্য্যং যত্র এবম্ভূতোর্ম্মিজন্য

বল্লরী বিরাজিত রহিয়াছে, ঐ দেখ, উহারা পরস্পরের বিপুল তুঙ্গ শাখাবলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এমন সুন্দরভাবে তোমার সরোবরকে আবৃত করিয়াছে, যাহাতে দিবসের মধ্যভাগেও প্রভাকরের কিরণ-মালা ঐ সরোবরের জল স্পর্শ করিতে পারিতেছে না॥১৯।

তবে কি জলে বায়ু-সঞ্চার পর্য্যন্ত নাই? এরূপ আশঙ্কা করিও না। কুণ্ডের চারিদিকে যে চারিটী অনাবৃত দ্বার রহিয়াছে; ঐ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মৃদুল পবন যাচকরূপে প্রবেশ করিয়া উদার-স্বভাব কমলিনী কুলের নিকট ভিক্ষাস্বরূপ তাহাদের সৌরভ প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রমরগণ ভোঁ ভোঁ শব্দে যেন সেই যাচক পবনকে তর্জ্জন করিতেছে। তথাপি অনিল নিজের মৃদুতা পরিত্যাগ করিতেছে না। তিরস্কারেও ক্রুদ্ধ হইতেছে না। সদ্ যাচকদিগের স্বভাবই এইরূপ জানিবে॥২০॥

প্রিয়তমে। এখন দেখিতেছি, তুমি যেমন রমণীয়া, সেইরূপ

ভ্রমদ্ভ্রমরমণ্ডলী ললিত বেণিকা চক্রযুক্
কুচেলিত রুচেক্ষ্যতে ত্বমিব তে সরস্তঞ্চিতা ॥২১॥

বিস্তৃতফেণেন মঞ্জুস্মিতা। ভ্রমর মণ্ডলী এব বেণির্যস্যাঃ। ইলিতা স্তুতা রুচা কান্তির্যস্যাঃ ॥২১॥

তোমার সরসীও রমণীয়া ও সুপূজিতা। * আ মরি! তুমি যেমন প্রফুল্ল-কমলাননা, সেইরূপ প্রফুল্ল কমল, তোমার সরসীর আননরূপে শোভা পাইতেছে। হে কান্তে! তুমি যেমন চঞ্চল নব-মীনলোচনা সেইরূপ সলিল-সঞ্চারি চঞ্চল মীনই তোমার সরসীর নয়ন স্বরূপ; উচ্ছলিত মাধুর্য্য-তরঙ্গ সম্ভূত সূক্ষ্ম ফেণ-রেখার স্থায় তোমার মন্দ-মঞ্জু হাসি, সেইরূপ মনোহর তরঙ্গ-সম্ভূত সূক্ষ্ম ফেণরাশিই তোমার সরসীর মৃদু মধুর হাসি। ভ্রমণশীল ভ্রমর-মণ্ডলীর স্থায় তোমার মস্তকের মনোহর বেণী, সেইরূপ তোমার সরসীতে যে ভ্রমরমণ্ডলী নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, ঐ ভ্রমরপংক্তিই তোমার সরসীর বেণী স্বরূপা, তুমিও যেমন চক্রবাক্-কুচা অর্থাৎ তোমার বক্ষোজ যুগল যেরূপ চক্রবাক্-মিথুনের স্থায় পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্টরূপে শোভা পাইতেছে, সেইরূপ ঐ যে, তোমার সরসী-বক্ষে যে চক্রবাক্ মিথুন ক্রীড়া করিতেছে, উহারাই তোমার সরসীর পয়োধর স্বরূপ এবং তোমার উজ্জ্বল কান্তির স্থায় তোমার এই সরসীও উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্টা হইয়া সুশোভিতা রহিয়াছে ॥২১॥

* যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণো রত্যন্ত বল্লভা॥"

উজ্জ্বলে, শ্রীরাধা প্রকরণে॥

"কৃষ্ণের প্রিয়সী যথা রাধিকা সুন্দরী। তেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতিপ্রিয়-স্করি॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা মূর্ত্তি। দুহু কুণ্ড সঙ্গমে দোঁহার মনোবৃত্তি॥ রত্ন সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে। তমালের তরুতলে সদাই বিহরে॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরের যে শোভা। বর্ণন না হয় যাথে রাধাকৃষ্ণ লোভা॥ অষ্টসখী কুঞ্জ কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত। মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত॥" ভক্তমাল।

প্রিয়ে! সুরতরঙ্গিণী ভবসি ভানুজা সর্ব্বদা
ক্বচিত্ত্বয়ি সরস্বতী সরসয়ন্ত্যদেতি শ্রুতীঃ।
ত্বমেব মম নর্ম্মদা স্ফুরসি বাহুদাপ্যংসতঃ
সদা তু সরসী ভবস্যুদিত পূর্ণতাবিস্কৃতিঃ ॥২২॥
অতো ঘনরসৈ র্ঘনপ্রণয়তো ঘনদ্যোতিনীং
নিজাপঘন-মণ্ডলীং সুজঘনে! হবনেনজ্মুহং।

হে প্রিয়ে! ত্বং সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা অপি। পক্ষে সুরতেষু রঙ্গিণী ভানুজা যমুনা। পক্ষে বৃষভানোঃ কন্যা। ক্বচিদংশে ত্বয়ি সরস্বতী শ্রুতীর্ব্বেদান্। পক্ষে কর্ণান্ সরসয়ন্তী সতী উদেতি। নর্ম্মদা নদী। পক্ষে নর্ম্মাণি দদাসি। অংসেন বাহুদা নদী। পক্ষে অংসে স্কন্ধে বাহুং দদাসি। অংসঃ স্কন্ধে বিভাগে চেতি দন্ত্যান্তবর্গেতি বিশ্বং॥ অংশেন তত্তন্নদী ভবসি পূর্ণতাবিষ্কৃতি ত্বং সদা তু সরসী কুণ্ডং ভবসি ॥২২॥

অতঃ হে সুজঘনে! মম নদী সরোবর স্বরূপায়া স্তব ঘনরসৈ র্জলৈঃ। পক্ষে নিবিড় শৃঙ্গাররসৈঃ করণৈঃ মেঘবৎ দ্যোতিনীং মম অপঘনমণ্ডলীঃ হস্তপদাদি

নাগরবর শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়ে! তুমি সুর-তরঙ্গিণী—গঙ্গা,—তুমিই সর্ব্বদা সুরত-রঙ্গিণী অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে রঙ্গিণী, তুমি ভানুজা—যমুনা—আবার তুমিই বৃষভানু-তনুজা, কখন বা শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে অতিমাত্র সরস করিয়া তোমাতে সরস্বতীর উদয় হয়, আবার কখন বা শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণকে অতীব সরস করিয়া অপূর্ব্ব রসবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাক। হে রঙ্গিণি! তুমি আমার নর্ম্মদা—প্রসিদ্ধ নদীরূপা, আবার তুমিই আমার নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাসদায়িনী এবং তুমিই অংসে বাহুদা—বিভাগান্তরে বাহুদা নামক নদী বিশেষ এবং তুমিই আমার স্কন্ধে বাহুপ্রদানকারিণী। অতএব তুমি অংশতঃ গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি পুণ্য-তরঙ্গিণী স্বরূপা, কিন্তু তুমি পূর্ণতা আবিষ্কার পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই কুণ্ড-স্বরূপা হইয়াছ ॥২২॥

অতএব হে সুজঘনে! তুমি যখন অংশতঃ ও পূর্ণতঃ সর্ব্বোত্তম পুণ্য তীর্থস্বরূপা, তখন এস, তোমার ঘনরস দ্বারা অর্থাৎ সলিল দ্বারা

ইতি ক্বণিতকঙ্কণং মধুভিদা করং কর্ষতা
দ্যুতী রদনবর্ষতা বিজহসে রসেন প্রিয়া ॥২৩॥
(কুলকং)

ইয়ং ন সরসী ভবত্যগধরাতি বাম্যোপলা
জহীতি তদিমামিতি ব্রজবিধোঃ করাত্তাং বলাৎ।
বিমোচ্য বিপিনাধিপানয়দতঃ পরত্র স্থলেহ
প্যরাদি পরিধাপয়ন্ত্যাদরনীর খেদোচিতং ॥২৪॥

শরীরশ্রেণীং অহং অবনেনেজ্মি। শুদ্ধং করোমি। ইতি ক্বণিতং কঙ্কণং যথাস্যাত্তথা ক্রিয়ায়াঃ করং কর্ষতা তেনৈব দ্যুতীঃ কান্তীঃ অনল্পং বর্ষতা কৃষ্ণেন প্রিয়া রাধা রসেন করণেন বিজহসে ॥২৩॥

ইয়ং সরসী ন ভবতি অপি তু অগধরা পর্ব্বতভূমিঃ অতি বামা অতিশয় প্রাতিকূল্যা উপলা যস্যাং সা। বামৌ বল্গুপ্রতিপৌ দ্বাবিত্যমরঃ। পক্ষে হে অগধর! অতি বাম্যং উপলাতি আধিক্যেন গৃহ্লাতীতি যা ন সরসী ভবতীতি চিঃ ॥২৪॥

পক্ষে শৃঙ্গারস দ্বারা আমার এই মেঘ-শ্যামল হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-নিচয়কে পরম প্রীতিভরে শুদ্ধ করি,—এই বলিয়া বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কঙ্কণ-ক্বণিত কর-কমল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিপুল শোভা মাধুর্য্যের অমল উৎস উথলিয়া উঠিল। শ্রীরাধা রসভরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

ঠিক, এই সময়েই বিপিনাধিপা বৃন্দাদেবী হাসিতে হাসিতে তথায় আগমন করিয়া কহিলেন—"ওহে গিরিধর! তুমি যাঁহার ঘনরসে অঙ্গশুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইনি সে সরসী নহেন, পরন্তু বাম্যরূপ বহুল উপলখণ্ড-মণ্ডিত নীরস পর্ব্বতভূমি! অতএব এখানে রসের সম্ভাবনা নাই, ইহাকে পরিত্যাগ কর।"—এই বলিয়া ব্রজ-নাগরেন্দুর কর-কমল হইতে শ্রীরাধাকে বিমুক্ত করিয়া বৃন্দা

হরের্নয়নষট্পদ স্তরুদলাবলিচ্ছিদ্রতঃ
প্রবিশ্য নিভৃতং কুচাম্বুজনি কোরকাবগ্রহীৎ।
প্রিয়া তু বিবৃতাঙ্গ্যতো নিখিলদিক্ষুতচ্ছঙ্কয়া
দৃশং চকিত মা দধৌ পরিদধৌ চ চীনাংশুকং ॥২৫।
পরস্পর বিকর্ষণাচ্চপলতা লতা এব তা
ধুতা অতনুবাত্যয়া নিপতিতাঃ সরস্যম্ভসি।

নয়নরূপ ষটপদঃ স্তনদ্বয় রূপ পদ্মকোরকৌ অগ্রহীৎ। প্রিয়া রাধা তু বিবৃতাঙ্গী বস্ত্রেণানাবৃতত্বাৎ ব্যক্তাঙ্গতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শঙ্কয়া নিখিলদিক্ষু চকিতং যথাস্যাত্তথা দৃশং দধৌ ॥২৫॥

জলক্রীড়ার্থং পরস্পর বিকর্ষণাদ্ধেতোঃ চাপল্যস্য লতা স্বরূপাঃ অতএব কন্দর্প বাত্যয়া ধুতাঃ কম্পিতা স্তাঃ প্রিয়াঃ কুণ্ডস্যাম্ভসি নিপতিতাঃ সত্যঃ বভূঃ।

তখন জল-বিহারোপযোগী বস্ত্রাদি পরাইবার নিমিত্ত কুঞ্জান্তরে লইয়া গেলেন ॥২৪॥

বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা যখন সেই নিভৃতস্থানে জলবিহার যোগ্য বসন পরিধান করিতে লাগিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনতিদূরে গুপ্ত ভাবে থাকিয়া তরুদলাবলির ছিদ্রপথে প্রিয়তমার সেই অনবদ্য নগ্নমাধুরী দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-ভৃঙ্গ প্রথমেই শ্রীরাধার বক্ষোজ-কমলকোরকের উপর গিয়া পতিত হইল, শ্রীরাধা বিবৃতাঙ্গী হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রাবরণ না থাকায় "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিতেছেন" এই আশঙ্কায় সকলদিকেই চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে সূক্ষ্ম চৈনিক বসন পরিধান করিয়া এক অনুপম শোভা ধারণ করিলেন ॥২৫॥

অতঃপর সখীগণ সকলেই জলবিহারোচিত বেশ-বিন্যাস করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড তটে আসিয়া সমবেত হইলেন এবং জল ক্রীড়ার নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে পতিত হইতে লাগিলেন—"আমরি! তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা চাপল্যের লতাস্বরূপ কন্দর্প-পবনে কম্পিতা হইয়া সরসী-

প্রিয়া ঘনরসপ্রিয়া ঘনরস প্রবৃত্তাজয়ঃ
প্রিয়াঙ্গ সুষমালিহোঽপ্যলমনঙ্গলীঢ়া বপুঃ ॥২৬॥
মিথো গ্রথিত পাণিভির্মৃদুমৃদু প্রসুন্নাম্ভসা
মুদগ্রতর বর্ত্তুল স্তননিভোর্ম্মি মালা স্রজাং।

কথম্ভূতাঃ ঘনরসঃ জলং পক্ষে শৃঙ্গার রসঃ স এব প্রিয়ঃ যাসাং। পুনশ্চ ঘনরসে প্রবৃত্তা আজির্যুদ্ধং যাসাং। পুনশ্চ প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য সুষমাং লিহন্তীতি তথাভূতা অপি অলমতিশয়েন শোভাদর্শনাদ্ভুতেনানঙ্গেন লীঢ়া আস্বাদিতাঃ ॥২৬॥

জলমধ্যে সুদৃশাং রাধাদীনাং বিস্তৃত মণ্ডলীমধ্যগঃ অতএব সহস্রদল কমলস্য

সলিলে নিপতিতা হইতেছেন। অনন্তর ঘনরস-প্রিয়া অর্থাৎ সলিল-প্রিয়া—পক্ষে শৃঙ্গার-রসপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াগণ, ঘনরসের রণে অর্থাৎ জলক্রীড়ারণে পক্ষে অনঙ্গরস-রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রিয়-তমের শ্রীঅঙ্গ-সুষমা মাধুরী পুনঃপুন নয়ন-পুটে লেহন করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গও শ্রীকৃষ্ণদর্শনোদ্ভুত অনঙ্গ কর্ত্তৃক অতিশয় আস্বাদিত হইতে লাগিল ॥২৬॥ *

জলমধ্যে সুলোচনা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর করাম্বুজ গ্রথিত

* তথাহি পদ।—জলকেলি আধে! চলু ধনি রাধে॥ উতরি তীরে। পহিরল চীরে॥ যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজে॥ সরসি সলিলে। বৈঠহি শীলে॥ করিণীর সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥ দুঁহু দুঁহু মেলি। করু জল কেলি॥ সখীগণ নিপুণা। বেড়ল হঠিনা॥ কেহ দেই নীরে। কেহো সেই চীরে॥ কেহ দেয় তালি। কেহ বলে ভালি॥ কানু মুখ মোরি। জল দেই জোরি॥ কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥ ভাগি ভাগি দূরে। চমকি নেহারে॥ কানু করে বেড়ি। ধরল কিশোরী॥ সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা॥ কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে॥ নিরখিত কাণ। হানে পাঁচবান॥ ধরি করে বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥ ধনি কুচ জোর। হাসি দেই মোর॥ হরি পুন সাধা। আনলি রাধা॥ রাখলি তীরে। আপনহি নীরে॥ পদ্মিনী ঠারে। চললু বিহারে॥ কমলিনী ঠামে। মিললি শ্যামে॥ সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥ নাগর সঙ্গে। কত রসরঙ্গে॥ কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥

ররাজ সুদৃশাং হরিবিতত মণ্ডলী মধ্যগঃ
সহস্রদল কর্ণিকাদ্যুতিজিদূঢ় মঞ্জুস্মিতঃ ॥২৭॥
অঘান্তকর! দুস্ত্যজব্রত! যদীক্ষণস্পর্শন
প্রয়োজনতয়া ব্রজে মলিনযেঃ কুলস্ত্রীঃ সদা।
জলাৎ প্রকটিতা ইমে সুলভতাং গতা স্তে কুচা
স্তদদ্য নয়নে তথা করতলে ত্বমুল্লাসয় ॥২৮

কর্ণিকাদ্যুতিজিৎ কৃষ্ণঃ ররাজ। কথম্ভূতানাং পরস্পর গ্রথিত পাণিভিঃ করৈঃ মৃদু মৃদু প্রহৃতানি প্রেরিতানি অম্ভাংসি যাভিঃ। পুনশ্চ জলানাং মৃদুপ্রেরণাৎ উচ্চ বর্ত্তুলস্তনসদৃশ তরঙ্গমালাং সৃজন্তীতি তথাভূতানাং।২৭॥

হে অঘান্তকরেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া স্ত্রীণাং পাপকর! হে দুস্ত্যজ-ব্রত! যেষাং স্তনানামীক্ষণ স্পর্শন প্রয়োজনতয়া ত্বং ব্রজে সদা কুল-স্ত্রী মলিনয়েঃ তে কুচাঃ অধুনা জলাৎ প্রকটিতা অতএব সুলভতাং গতাঃ তত্তস্মাদদ্য ত্বং ॥২৮॥

করিয়া জলের উপর মৃদু মৃদু আঘাত দ্বারা উচ্চ বর্ত্তুলাকার স্তন সদৃশ তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণ বিস্তৃত মণ্ডলী বদ্ধ হইয়া বিরাজিত হইলে মঞ্জু মৃদুহাস্যোৎফুল্ল কৃষ্ণ সেই মণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন—যেন নীলমণি কর্ণিকাযুক্ত সহস্রদল কনক-কমল শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল ॥২৭॥

তখন ক্রীড়ানিরতা ব্রজবধূগণ বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষব্যঞ্জক সরস বাক্যে কহিলেন—"ওহে অঘান্তকর!—না না, কুলস্ত্রীগণের পাপকর! হে দুস্ত্যজব্রত! তুমি যে স্তনের দর্শন স্পর্শনের নিমিত্ত ব্রজের কুলনারীগণকে সর্ব্বদা মলিন ও কলঙ্কিত করিয়া থাক, এই দেখ, ধূর্ত্তরাজ! সেই তোমার লোভনীয় স্তন সকল আজ জল হইতে প্রকটিত হইয়া অতীব সুলভ হইয়াছে। ইহা অবশ্য তোমার ভাগ্য বলিতে হইবে। অতএব এই স্তন সকল দর্শন করিয়া এবং করতলে স্পর্শ করিয়া তুমি পরম উল্লসিত হও ॥২৮॥

ইতি স্মরমতঙ্গজোন্মথিতধীরিমাণঃ স্ত্রিয়ো
যথাভিদধুরোমিতি প্রিয়তমোঽথ পপ্রচ্ছ তাঃ।
ইমে নু কিমিমে কুচা ইতি তদা লঘিম্না ভরা-
জ্জলেষু তদুরস্সু চ ন্যধিত পাণিপঙ্কেরুহং ॥২৯॥
অথাপসরতি ব্রজে মৃগদৃশাং তটে তস্থুষী
স্বয়ং পয়সি খেলয়ন্ত্যলঘুদৃক্-সফর্য্যৌ চলে।

নন্ন তাঃ স্ত্রিয়ঃ সত্যঃ কথমেবং ব্রূয় স্তত্রাহ। স্মর রূপ মতঙ্গজেন উন্মথিতঃ দূরীকৃতো ধীরিমা ধৈর্য্যং যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ যথা অভিদধু স্তথৈব ওমিত্যুক্তা প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ পপ্রচ্ছ। জলে হস্তং দত্বা আহ ইমে কুচা স্তনে হস্তং দত্বা আহ অথবা ইমে কুচাঃ ॥২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ-ভয়াৎ মৃগদৃশাং ব্রজে সমূহে অপসরতি সতি স্বয়ং তটে তস্থুষী কুন্দ-বল্লী অথচ জলে স্বনয়ন রূপ সফর্য্যা খেলয়ন্তী সতী আহ। কথম্ভূতা তয়ো

অহো! পরম লজ্জাবতী কুলবধূগণের মুখে এ কি কথা! সহসা এমন নির্লজ্জতা তাহাদের উদয় হইল কেন?—কন্দর্প-মাতঙ্গ যে তাঁহাদের ধৈর্য্য তরুবরকে উন্মথিত করিয়াছে! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই নিল্লর্জ্জ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যে "হাঁ তাহাই হউক" এই বলিয়া একবার তাঁহাদের বক্ষস্থলে স্তন মণ্ডলের উপর স্বীয় কর-কমল অর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ওগো! সুন্দরীগণ! ইহাই কি স্তন?" আবার জলে মৃদু-তরঙ্গমালার উপর কর-কমল সমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"না ইহাই স্তন?" এইরূপ একবার তরঙ্গমালার উপর এবং পুনরায় তাঁহাদের উরোজ-কমলের উপর পুনঃ পুন কর-কমল অর্পণ করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

অমনই তখন মৃগ-নয়না ব্রজাঙ্গনা-ব্রজ শঙ্কা-সরমে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদু হাস্যের লহরী তুলিয়া মণ্ডলী-বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন। আর কুন্দলতা সরসী তটে থাকিয়া স্বীয় চঞ্চল লোচন-সফরী দু'টাকে সেই জলমধ্যে খেলাইতে লাগি-লেন। ফলতঃ পলায়ন-পরা ব্রজযুবতীদের সেই ক্রীড়ারঙ্গ দেখিতে

অনঙ্গমদরঙ্গিণোঃ সলিল-সঙ্গরে বৈদুষীং
তয়োর্ব্বিবিদিষন্ত্যলং সপদি কুন্দবল্ল্যব্রবীৎ ॥৩০॥

রুচা জলধরো ভবান্ জলধরা রমণ্যঃ করৈঃ
জলাজলি যুধা ক্ষণং তনু হরে! ক্ষণং যৌবতৈঃ।
ক্রমেণ ভজ জিস্তুবোঃ প্রথিত কর্ত্তৃতাকর্ম্মতে
তয়োর্গময়ত প্রিয়াঃ সপদি কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে ॥৩১॥

রনঙ্গ মদরঙ্গিণোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সলিল যুদ্ধে বৈদুষীং পাণ্ডিত্যং বিবিদিষন্তী ॥৩০॥

হে হরে! ভবান্ রুচা কান্ত্যা জলধরঃ। তব রমণ্যস্তকরৈর্হস্তৈঃ করণৈর্জলধরা অতঃ ক্ষণং যৌবতৈঃ জলাজলি যুদ্ধেন ক্ষণমুৎসবং তনু। ত্বং ক্রমেণ জিস্তুবোঃ জি জয়ে ষ্টুঞ স্তুতৌ ইত্যেতয়োর্ধাত্বোঃ। প্রথিত কর্ম্মতা কর্ত্তৃত্বে ভজ। কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে বক্তব্যে দৈবাৎ কৃষ্ণপক্ষাশ্রিতা কুন্দবল্লী-মুখাৎ বৈপরীত্যেন তাদৃশবাণী নির্গতা। এবং তব প্রিয়াঃ তয়োর্জিস্তুবোঃ কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে ত্বং গময়ত প্রাপয়ত। তত্রাপি দৈবাৎ বৈপরীত্যেনোক্তিঃ ॥৩১॥

দেখিতে পরম প্রীতিভরে কুন্দলতা পুনরায় অনঙ্গ-মদ-রঙ্গী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের জলক্রীড়ারণের পাণ্ডিত্য দেখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥৩০॥

"ওহে হরি! তুমি কান্তিতে জলধর, আর তোমার ঐ রমণীকুলও কর-কমলে জলরাশি ধারণ করিয়া জলধরা, অতএব ক্ষণকাল ঐ যুবতীদের সহিত জলাজলি যুদ্ধ করিয়া আনন্দ বিস্তার কর এবং তুমি যথাক্রমে জি ধাতুর কর্ম্ম ও স্তু ধাতুর কর্ত্তা হও"। শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষাশ্রিতা কুন্দলতার বলিবার ইচ্ছা ছিল—"জি ধাতুর কর্ত্তা হও" অর্থাৎ তুমি উহাঁদিগকে এই জলযুদ্ধে জয় কর এবং "স্তু ধাতুর কর্ম্ম হও" অর্থাৎ উহারা জলযুদ্ধে পরাজিতা হইয়া তোমাকে স্তুতি করুক, কিন্তু দৈবক্রমে কুন্দলতার মুখ হইতে বিপরীতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল—"হে মাধব! তোমার প্রেয়সীগণ জি ধাতুর কর্ত্তা ও স্তু ধাতুর কর্ম্ম হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হউক" ॥৩১॥

কিমুক্তমিতি মাধবে বদতি সা বিপর্য্যাসতঃ
পপাঠ গুরু সম্ভ্রমাদভিদধু স্তুতঃ সুভ্রুবঃ।
ঋতৈব সহসোদগাদহহ যাগ্য তামন্যথা
ব্যধাদিহ সরস্বতী তব বশা সুভদ্রাঙ্গনা ॥৩২॥
জয়ে সতি পণগ্রহে বহুবলাৎকৃতেঃ কর্তৃতা
সুখানুভব মেষ্যথ প্রকটমেব যদ্বাঞ্ছত।

বৈপরীত্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। সা কুন্দবল্লী গুরুসম্ভ্রমাৎ বিপর্য্যাসতঃ। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে কর্তৃতা কর্ম্মতে পপাঠ। অথ সুভ্রুবো ব্রজসুন্দর্য্যঃ অভিদধুঃ। যা বাণী আদৌ ঋতা সত্যা এব সহসা উদগাৎ। তাং সরস্বতীং সুভদ্রাঙ্গনা কুন্দবল্লী সুভদ্রস্য তব ভ্রাতুরঙ্গনা। পক্ষে তব সুমঙ্গলা স্ত্রী অন্যথা ব্যধাৎ যতস্তব বশীভূতা। শ্লেষেণ সুভদ্রস্য বলীবর্দ্দস্যাঙ্গনা। ফলতো গবী তত্রাপি বশা বন্ধ্যা ইতি পরিহাসশ্চ বোধ্যঃ। "উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দঃ, বশা বন্ধ্যা চেত্যমরঃ" ॥৩২॥

কৃষ্ণ আহ। যুষ্মাকং জয়ে সতি চুম্বনাদি পণগ্রহে বলাৎকৃতেঃ। কর্তৃতা-

স্বপক্ষীয়া সখী কুন্দলতার মুখে এই বিপরীত কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুন্দ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ?" কুন্দলতা অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে সেই পাঠ পরিবর্তন করিয়া পুনঃপুন শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে জি ধাতুর কর্তৃত্ব ও স্তু ধাতুর কর্ম্মত্ব পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পরীহাস-রসিকা ব্রজসুন্দরীগণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"মাধব! যে বাণী সহসা সত্যরূপে অগ্রে উদিত হইয়াছেন, অহো! সেই বাণীময়ী সরস্বতীকে তোমার বশা—বশীভূতা সুভদ্রাঙ্গনা অর্থাৎ তোমার ভাই সুভদ্রের অঙ্গনা এই কুন্দলতা এক্ষণে অন্যথা করিতেছে কেন? পক্ষান্তরে "বশা" ও "সুভদ্রাঙ্গনা" এই দুইবাক্যে ব্রজসুন্দরীগণ কুন্দলতাকে অত্যন্ত পরীহাস করিলেন। সুভদ্রাঙ্গনা অর্থাৎ বলীবর্দ্দের (ষাঁড়ের) স্ত্রী—গবী, তাহাতে আবার বশা—বন্ধ্যা।৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে এই তীব্র শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম্ম

অহং যদি ভজেজ্জিতো বিধিবশেন তৎকর্ম্মতা
ব্যথানুভবিতাং তদা ক নু পলায্য বিন্দেয় শং ॥৩৩॥
পণাস্তু ভবিতাত্র কঃ প্রথমমেতদাখ্যাহি ন-
স্তমিত্যঘভিদাহুতা প্রণিজগাদ নান্দীমুখী।
স্মৃতৌ লিখিত মাদিতো ধনমথো ধনী গৃহ্যতে
ততস্তু জয়িনা জিতো দৃঢ়তয়া জনো নহ্যতে ॥৩৪॥

(যুগ্মকং)

জন্য সুখানুভবং যূয়ং এষ্যথ। যদ্ যস্মাত্তদর্থমেব জয়ং বাঞ্ছথ। যুষ্মাভির্জি-তোঽহং বিধিবশেন যদি তস্য জয়স্য কর্ম্মতা ব্যথানুভবিতাং ভজে তদা ক নু পলায্য শং কল্যাণং বিন্দেয় ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণঃ নান্দীমুখীং প্রত্যাহ। নোঽস্মান্ এতৎ আখ্যাহি ইতি কৃষ্ণে-নাহূতা নান্দীমুখী প্রণিজগাদ। আদৌ ধনং গৃহ্যতে পশ্চাৎ ধনীজনঃ জয়িনা জিতো দৃঢ়তয়া নহ্যতে বধ্যতে ॥৩৪॥

অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ রোষ-রুক্ষ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"গর্ব্বিতা-গণ! এই জলযুদ্ধে তোমাদের জয় লাভ হইলে, বহুরস প্রকাশপূর্ব্বক চুম্বনাদি পণ গ্রহণ জন্য তোমাদেরই সুখানুভব হইবে, এই জন্যই কি তোমরা প্রকাশ্যরূপে জয় বাঞ্ছা করিতেছ? হায়! আমি যদি বিধি-বিড়ম্বনা বশতঃ তোমাদের কর্তৃক পরাজিত হইয়া জি ধাতুর কর্ম্মত্বই লাভ করি, তাহা হইলে আমার ভাগ্যে কেবল ব্যথানুভব লাভই হইবে। তখন কোথায় পলায়ন করিয়া সুখ লাভ করিব, তাহাই ভাবিতেছি ॥৩৩।

অনন্তর অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই জল-বিহারে জয় পরাজয়ের জন্য কি পণ ধার্য্য হইবে, তাহা তুমি নির্ণয় করিয়া বল।" নান্দীমুখী সহাস্যে কহিলেন —"নাগরেন্দু! স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে ধনীজন ক্রীড়ায় পরাজিত হইলে জয়ী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাহার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে ॥৩৪॥

বয়ংস্ম ধনিনো ধনং পদক কিঙ্কিণী কঙ্কণা-
দ্যমন্দমিহ বন্ধনং ভুজভুজঙ্গপাশৈ র্ভবেৎ।
ইতি প্রিয়গিরা প্রিয়াশ্চটুলচারুচিল্লীধনু
বিধুননপুরঃসরাঃ কতি ন হুঙ্কৃতী স্তেনিরে ॥৩৫॥
পরস্পরবিসজ্জিতাঙ্গুলি করদ্বয়েনাম্বুভিঃ
প্রগৃহ্য পিহিতৈঃ পুনঃ করভ-পীড়নাচ্চালিতৈঃ।
শরৈররুণ পঙ্কজেষুধি-মুখাৎ স্বয়ং নিঃসৃতৈ-
রিব প্রিয়মিমাঃ স্থিতাঃ পরিত এব তং বিব্যধুঃ ॥৩৬॥

কৃষ্ণ আহ। বয়মেব ধনিনঃ স্ম। ধনং তু পদকেত্যাদি। অমন্দবন্ধনং ইহ ভুজরূপ ভুজগপাশৈর্ভবেদিতি কৃষ্ণস্য গিরা চটুলচারুচিল্লীরূপ ধনুর্বিধুনন পুরঃসরাঃ রাধাদ্যাঃ প্রিয়াঃ কতি হুঙ্কৃতীর্ন তেনিরে ॥৩৫॥

পরিত স্থিতা ইমা রাধাদ্যাঃ অরুণপদ্মরূপস্য তূণ ইতি প্রসিদ্ধস্য ইষুধেমুর্খাৎ সকাশাৎ স্বয়ং নিঃসৃতৈঃ শরৈরিব হস্ত-কমলাৎ নিঃসৃতৈ রম্বুভিস্তং প্রিয়ং বিব্যধুঃ। জলক্ষেপ প্রকারমাহ। অম্বুভিঃ কথম্ভূতৈঃ পরস্পর বিসজ্জিতা অঙ্গুলয়ো যত্র এবম্ভূত করদ্বয়েন আদৌ প্রগৃহ্য পশ্চাৎ পিহিতৈঃ তদনন্তরং পুনঃ করভ পীড়নাচ্চালিতৈঃ ॥৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আমরাও ত ধনী, আমাদের পদক, কিঙ্কিণী কঙ্কণ প্রভৃতি অতি মূল্যবান ধন। আবার ভুজরূপ ভুজঙ্গ পাশে বন্ধনও ত এস্থলে মন্দ হইবে না। অতএব আমি যদি পরাজিত হই তাহা হইলে এই ব্রজসুন্দরীগণ আমার পদকাদি ধন লইয়া পরে ভুজপাশে বন্ধন করিবে, আর উহারা যদি পরাজিতা হয়, তাহা হইলে আমি অগ্রে উহাদের পদকাদি ভূষণ লইয়া পরে আমার এই ভুজ-ভুজঙ্গ-পাশে সুদৃঢ় বন্ধন করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন সেই ব্রজসুন্দরীগণ চটুল চারু ভ্রূধনু কম্পন করিয়া কতই না হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তারপর মণ্ডলীবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণ পরস্পর সজ্জিত অঙ্গুলিযুক্ত অর্থাৎ অঞ্জলিবদ্ধ

স চাপি সময়া স্থিতো লঘুতয়া ভ্রমন্ সর্ব্বতো-
মুখো মদন সর্ব্বতোমুখ শরানিবাস্যন্মুহুঃ ।
প্রিয়াঃ শত সহস্রশো যুগপাদেক এবৌজসা
জিগায় রভসাদিমাঃ পুনরিতোঽপসস্রুর্ভিয়া ॥৩৭॥
জিতাঃ কিল জিতা হি হী বিফলগর্ব্বিতা গোপিকাঃ
প্রতি স্বধন-গোপিকা: কিমধুনা পলায্য স্থিতাঃ ।
প্রমথ্য তদিমাঃ সখে! পদক-কিঙ্কিণী-কঙ্কণা-
ন্যুদস্য পরিগৃহ্য মৎকরতলোপরি স্থাপয় ॥৩৮॥

স চ সর্ব্বতোমুখঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাসাং সময়া মধ্যে স্থিতঃ লাঘবেন ভ্রমন্ সন্ মদন সর্ব্বতোমুখ শরান্। পক্ষে জলরূপশরানিব মুহুরস্যন্ ক্ষিপন্ প্রিয়াঃ জিগায়। সর্ব্বস্যাং দিশি মুখং যস্য সঃ। ইমাস্ত ভয়েনাপসস্রুঃ ॥৩৭॥

মধুমঙ্গল আহ। প্রতি স্বধনানাং গোপিকাঃ। উদস্য উত্তার্য্য পশ্চাৎ পরিগৃহ্য ॥৩৮॥

করদ্বয় দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া মণিবন্ধ-পীড়ন-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এমন ভাবে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রিয়াগণের অরুণ কর-পঙ্কজরূপ তূণ হইতে অসংখ্য শরধারা স্বয়ং নিঃসৃত হইয়া প্রিয়তমের বরাঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে ॥৩৬॥

সর্ব্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া অতীব লঘু গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের সর্ব্বতো-মুখ শরের ন্যায় তাঁহাদের অঙ্গে জলধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একাকী যুগপৎ সহস্র প্রেয়সীগণকে স্ববিক্রমে পরাজিত করিলেন। তখন ব্রজরামাগণ ভীত হইয়া অতি দ্রুত-বেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মধুমঙ্গল শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"সখে! সখে! তোমারই জয়! তোমারই জয়! হা! হাঃ! গোপিকাগণের বৃথাই গর্ব্ব-প্রকাশ! ঐ দেখ! বুঝি গোপিকাগণ এক্ষণে পদক কিঙ্কিণী-

যথাদ্য মথুরাপুরাত্বরিতমেব বিক্রীয় তা-
স্ততিপ্রিয়সিতোপলাততি মুপাহরিষ্যাম্যহং।
বটাবিতি তটস্থিতে ব্রুবতি তর্জ্জনীং ধুন্বতী
ততর্জ ললিতাপ্যরে! কুটিল। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ॥৩৯॥
অথৈত্য মধুসূদনে ধয়তি তা বলাৎ পদ্মিনী-
রপাঙ্গশর-পঞ্জরান্তরমপি প্রবিশ্যৌজসা।
স ঝঙ্কৃতি মণিময়াভরণ মাদদানে মৃগী-
দৃশাং কলকলেঽপ্যলং শিখিপিকৈঃ প্রবৃদ্ধীকৃতে ॥৪০॥

তানি ভূষণানি বিক্রীয়। তটস্থিতে মধুমঙ্গলে ইতি ব্রুবতি সতি তর্জ্জনীং ধুন্বতী ললিতা তং মধুমঙ্গলং ততর্জ্জ ॥৩৯॥

অথ মধুসূদনে আগত্য পদ্মিনীনা মপাঙ্গরূপ শর পঞ্জর মধ্যে ওজসা বলেন প্রবিশ্য তাঃ রাধাদ্যাঃ পদ্মিনীর্বলাৎ ধয়তি সতি। এবং তাসাং সঝঙ্কৃতি যথাস্যাত্তথা মণীময়াভরণং শ্রীকৃষ্ণে আদদানে সতি। এবং মৃগীদৃশাং অলঙ্করণ সময়ে পরস্পর কোলাহল শব্দে অলং অতিশয়েন শিখিপিকৈঃ প্রবৃদ্ধীকৃতে সতি। মনুষ্য কোলাহল শ্রবণেন ভয়াৎ ময়ূর কোকিলাদয়ঃ উচ্চশব্দং কুর্ব্বন্তি। তথাচ তেষাং উচ্চশব্দৈঃ রাধাদীনাং কোলাহলোঽতিশয় প্রবৃদ্ধোভবতীত্যর্থঃ ॥৪০॥

বলযাদি স্বধন গোপন করিতে করিতে পলাইয়া যাইতেছে; সখে! তুমি শীঘ্র উহাদের অঙ্গ হইতে পদক কঙ্কণাদি খুলিয়া আমার করতলে প্রদান কর ॥৩৮॥

আমি এখনই সত্বর মথুরাপুরে যাইয়া উহাদের ঐ অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া অতিপ্রিয় সিতোপলা (শর্করা খণ্ড) ক্রয় করিয়া আনিব।” তটে থাকিয়া মধুমঙ্গল এই কথা বলিলে, ললিতা তর্জ্জনী অঙ্গুলী কাঁপাইয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—‘ওরে কুটিল! থাক্ থাক্, আর বেশী বাড়বাড়িতে কাজ নাই?’ ॥৩৯॥

অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধাদি পদ্মিনীগণের অপাঙ্গ-শর পঞ্জর মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া সবলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যখন তাঁহাদের অঙ্গ

করাকরি নখানখি স্মরমৃধে প্রবৃত্তে হ্রিয়াং
ভিয়াং চ নিচয়ে পুনর্ঘনরসোর্ম্মিভিঃ প্লাবিতে।
ক্ষণৈ স্ত্রিচতুরৈ র্মিথো ভুজভুজঙ্গবন্ধাচ্চ্যুতাঃ
প্রলূন নলিনৈ র্ব্যতিপ্রহরণাঃ প্রিয়া রেজিরে ॥৪১॥

(যুগ্মকং)

ততঃ শ্বসিত সঞ্চলচ্চলদলচ্ছদাভোদরা
গিরা স্খলিত গদ্‌গদাক্ষরভৃতৈত্য নান্দীমুখীং।

হ্রিয়াং ভিয়াঞ্চ সমূহে ঘনরসঃ শৃঙ্গাররসঃ স এব জলং তস্যোর্ম্মিভিঃ প্লাবিতে সতি ত্রিচতুরক্ষণানন্তরং পরস্পর ভুজরূপ ভুজঙ্গ বন্ধাৎ চ্যুতাঃ প্রিয়াঃ কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতয়ঃ প্রলূননলিনৈঃ ছিন্ন নলিনৈঃ করণৈঃ পরস্পর প্রহরণা সত্যঃ রেজিরে প্রিয়শ্চ প্রিয়াশ্চ প্রিয়া ইত্যেক শেষঃ ॥৪১॥

হইতে মণিময় আভরণ সকল খুলিয়া লইতে লাগিলেন তখন সেই অলঙ্কার সমূহ সুমধুর স্বরে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আবার সেই মৃগনয়নাগণের অলঙ্কার হরণ সময়ে 'কেহ আমার হার হইল' কেহ 'আমার পদক লইল' কেহ 'আমার কাঞ্চী লইল, ছাড় ছাড় ধৃষ্ট! বড় ব্যথা লাগিতেছে' ইত্যাদি পরস্পরের কোলাহল শব্দের সহিত শিখি-পিকাদির শব্দ মিলিত হইয়া কোলাহলকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই অসংখ্য ব্রজরামাদের কোলাহল শ্রবণে ময়ূর কোকিলাদিও উচ্চ শব্দ করিতে থাকায় তখন সেই মিলিত কোলাহল শব্দ অতিশয় বাড়িয়া উঠিল ॥৪০॥

বিদগ্ধরাজ, শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণের সহিত করাকরি নখানখি কন্দর্প-রণে প্রবৃত্ত হইলে ভয় ও লজ্জা তখন শৃঙ্গার রসরূপ জলের তরঙ্গ নিচয়ে প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তর বিদগ্ধরাজ ও ব্রজাঙ্গনা-গণ পরস্পর ভুজ-ভুজঙ্গপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিন চারি ক্ষণ পরে তাঁহারা এই আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া কুণ্ড হইতে প্রফুল্ল কমলনিকর তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

জগাদ কিমপি প্রিয়প্রতিহৃতোত্তরীয়াবলা-
ততির্বিগতভূষণাপ্যতনুমাধুরীং বিভ্রতী ॥৪২॥
কুচান্ বিগত কঞ্চুকান্ নখরবিক্ষতান্ দোর্দ্বয়ৈঃ
পিধায় তিমিতায়তালকলিপি প্রলিপ্তাননা।
নিবধ্য শশিশেখরান্ বিসমিষোগ্রপাশৈর্ব্বভা
বনঙ্গপৃতনৈব সা নখলু পদ্মিনী-সংহতি ॥৪৩॥

ততো বস্ত্রালঙ্কারহরণানন্তরং অবলাততিঃ এত্য নান্দীমুখীং কিমপি স্খলিত গদ্‌গদাক্ষরভৃতা গিরা জগাদ। কথম্ভূতা স্বসিতেত্যাদি ॥৪২॥

তিমিতায়তালক রূপলিপিনা অক্ষরেণ প্রলিপ্তাননা অবলাততিঃ নখরবিক্ষতান্ কুচান্ দোর্দ্বয়ৈঃ পিধায় বভৌ। অত্রাপহ্নুতিমাহ। হস্তরূপ বিসং মৃণালং তন্মিষেণাগ্রপাশৈঃ কুচরূপ শশিশেখরান্ মহাদেবান্ নিবধ্য সা অবলাততিঃ অনঙ্গপৃতনা মহাদেব প্রতিপক্ষস্য কন্দর্পস্য সেনা এব তু পদ্মিনী সংহতিঃ ॥৪৩॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীব্রজসুন্দরীদের উত্তরীয় বসন ও ভূষণাদি হরণ করিয়া লইলে তাঁহারা বিগত ভূষণা হইয়াও অনির্ব্বচনীয় বিপুল মাধুরী ধারণ করিলেন। মন্দ-পবনান্দোলিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তাঁহাদের উদর শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকট গমন করিয়া স্খলিতার গদ্‌গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥৪২॥

আমরি! মরি! এই সময়ে সেই ব্রজকুল-কমলিনীগণের আর্দ্র লগ্ন-মাধুরী যেমন নয়ন মনোমুগ্ধকর তেমনই অপূর্ব্ব! উহারা বিগত কঞ্চুক নখরেখাঙ্কিত স্ব স্ব পয়োধর যুগলকে লজ্জাবশতঃ বাহুযুগল দ্বারা আবৃত করিয়াছেন উহাদের বদন কমলে আর্দ্র আয়ত অলকাবলি প্রলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিলে উহাদিগকে পদ্মিনী সংহতি বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু বোধ হয় যেন উহারা বাহুরূপ মৃণালের উগ্রপাশ দ্বারা নখাঙ্করূপ শশাঙ্কবলিত কুচ-শম্ভুকে বন্ধন করিয়া মহাদেবের প্রতিপক্ষ কন্দর্পসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥৪৩॥

অনেন গতনীতিনা কিমিতি নান্দি! নঃ খেলয়-
ন্ত্যভূর্নিকৃতিবল্লরীত্যুদিতয়া যৌবতৈঃ!
অনীতিমকরোঃ কথং গিরিধরেত্যথাকারিতঃ
সমেত্য সহসাননঃ স সহসাহ তাং সাহসাৎ॥৪৪॥
মমাদ্য জয়িনঃ পণগ্রহকৃতে গতস্য স্ফুটং
সুবর্ণ নলিনাবলী মলিভিরাবৃতাং জিঘ্রতঃ।
রথাঙ্গমিথুনং তথা করযুগেন খেলাবশা-
দ্বিকৃষ্য দধতঃ কথং কথয় কোঽপরাধোঽভবৎ॥৪৫॥

হে নিকৃতি বল্লরি! শাঠ্যলতে! নান্দি! গতনীতিনা অনেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ নো অস্মান্ খেলয়ন্তী অভূঃ ইতি যৌবতৈরুদিতয়া তয়া নান্দ্যা হে গিরিধর! কথং ত্বং অনীতি মকরোদিতি আকারিতঃ আহূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ সমেত্য নান্দী নিকটে আগম্য। সহসা তাং নান্দীং কৃতাপরাধোঽপি সাহসাৎ আহ। সহসাননঃ হাস্যসহিতাননঃ॥৪৪॥

জলক্রীড়ায়াং জয়িনোঽতএব পণ-গ্রহণার্থং গতস্য মম কোঽপরাধোঽভবৎ কথয়। কথম্ভূতস্য অলিভিরাবৃতাং স্ফুটং স্বর্ণকমল শ্রেণীং জিঘ্রতঃ। ন তু আসাং মুখশ্রেণীং, পুনশ্চ চক্রবাক মিথুনং খেলা বশাৎ করযুগেন বিকৃষ্য দধতঃ। নত্বাসাং স্তনযুগং॥৪৫॥

অতঃপর সেই ব্রজযুবতীগণ নান্দীকে কহিলেন—"হে শাঠ্যলতে নান্দি! এই অনীতিজ্ঞের সহিত তুমি আমাদিগকে খেলা করাইলে কেন?"

এই কথা শুনিয়া নান্দী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"গিরিধর! তুমি কেন এমন অনীতির কার্য্য করিলে বল?"

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে নান্দীমুখীর নিকটে আগমন করিয়া কৃতাপরাধ হইয়াও সাহস পূর্ব্বক নান্দীমুখীকে বলিতে লাগিলেন॥৪৪॥

"নান্দীমুখি! জলবিহারে আজ আমরাই জয়লাভ হওয়ায় আমি পণগ্রহণের জন্য অলিগণাবৃত প্রফুল্ল কনক কমলশ্রেণীর গন্ধই

হরে! বদসি নানৃতং যদিহ সাক্ষিতাং স্বাধর-
স্তনালিষু ধৃতৈঃ ক্ষতৈর্দধতি গোপিকাঃ কোপিকাঃ।
প্রতীহি ন হি নান্দ্যমূঃ কুসৃতি-সম্পুটী সোঽথবা
কৃতোঽপ্যবিদুষা ময়া ভজতু মন্তুরত্যল্পতাং ॥৪৬॥

নান্দী আহ। হে হরে! নানৃতং অযথার্থং ন বদসি। যদ্ তস্মাৎ ইহ গোপিকাঃ কোপিকাঃ স্বাধরস্তনশ্রেণীষু ধৃতৈঃ ক্ষতৈঃ করণৈঃ সাক্ষিতাং দধতি। কৃষ্ণ আহ। হে নান্দি! কুসৃতেঃ শাঠ্যস্য সম্পুটোঃ অমূঃ রাধাদ্যাঃ ন হি প্রতীহি। ইমাঃ প্রতি প্রত্যয়ং মা কুরু। অথবা অবিদুষা স্তন-চক্রবাকায়া বিশেষ মজানতা ময়া সোঽপরাধঃ কৃতোঽপি মন্তুরপরাধঃ অল্পতাং ভজতু। অজ্ঞানকৃতত্বাৎ ॥৪৬॥

আঘ্রাণ করিয়াছি, উহাদের মুখ মকরন্দের আঘ্রাণ করি নাই ত? চক্রবাক্ মিথুনকেই ক্রীড়াকৌতুক বশে করযুগলে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়াছি, উহাদের বক্ষোজ যুগলকে স্পর্শও করি নাই। ইহাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে বল?" ॥৪৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত বাক্ বৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া নান্দীমুখী হাস্য করিতে লাগিলেন। কহিলেন—কৃষ্ণ! তুমি যে কেমন সত্য কথা বলিতেছ, তাহার সাক্ষীর জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। ঐ ত গোপিকাগণের অধরে দশন ক্ষত উরোজে নখাঙ্ক এবং তোমার কথায় যখন উহারা কোপিকা হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহারাই ত তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফলতঃ তোমার বাক্য যে যথার্থ নহে তাহা এই সকল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না কি?"

শঠ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আত্মদোষ ক্ষালনার্থ কহিলেন—"নান্দি! শ্রীরাধাদি ঐ সকল গোপিকা শাঠ্যের সম্পুটস্বরূপা, তুমি উহাদের কথা কদাচ বিশ্বাস করিও না। বহুক্ষণ জল ক্রীড়াবশতঃ শীতে কম্পিত হইয়া উহারা নিজে নিজে অধর দংশন করিয়াছে এবং সন্তরণ কালে মৃণাল কণ্টকেই উহাদের উরোজে ক্ষতচিহ্নের

ইয়ং চ কুলজাততিঃ পটিমভি স্তদৈবাশু মাং
মুখান্য মুখানি নঃ কিল কুচাঃ কুচা অপ্যমী।
ইতীহ পরিচায়য়ন্ত্যুরুতরোচ্চগীর্ভি ন হি
ন্যষিধ্যদপি সাম্প্রতং কিমিতি দম্ভিনাং কুপ্যতি ॥৪৭॥
কলির্বিরমতাদলং পণভৃতা পুনঃ খেলয়া
পরন্তু জলমণ্ডুকধ্বনিষু কীদৃশী চাতুরী।

ইয়ং চ কুলজাততিঃ স্বপটিমভিস্তদৈনৈবতানি পদ্মানি কিন্তু নোঽস্মাকং মুখানি মুখানি এবং নৈতে চক্রবাকাঃ কিন্তু অস্মাকং কুচাঃ কুচা ইতি উরুতরোচ্চগীর্ভিঃ পরিচায়য়ন্তী সতী মাং নহি ন্যষিধ্যদপি। সাম্প্রতং দম্ভিনী ইয়ং কিমিতি কুপ্যতি ॥৪৭॥

নান্দী আহ। কলিঃ কলহঃ বিরমতাৎ বিরমতু পণভৃতা খেলয়া অলং ব্যর্থং। কিন্তু জলমাণ্ডুধ্বনিষু যুষ্মাকং কীদৃশী চাতুরী ভবেৎ। তত্র মম

উদয় হইয়াছে। অতএব আমার দ্বারা সকল ক্ষতচিহ্ন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা মিথ্যা করিয়া উহারা তোমার নিকট জানাইতেছে। অথবা স্তন ও চক্রবাকের বৈশিষ্ট্য আমার জানা না থাকায় যদি মুগ্ধতাবশতঃ আমার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াই থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত বলিয়া আমার এই অপরাধ অল্প হওয়াই উচিত ৪৬॥

বিশেষতঃ উহাদের স্তনাধার খণ্ডনে আমার কোন দোষই নাই। কারণ এই কুলাঙ্গনাগণ সেই সময়ে ইহা কনক-কমল নহে—ইহা আমাদের মুখ—মুখ, ইহা চক্রবাক্ যুগল নয়—ইহা আমাদের স্তন—স্তন, এইরূপ অতি উচ্চবাক্যে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া একবারও নিষেধ করে নাই, এক্ষণে কিজন্য এই দম্ভিনীগণ আমার উপর অনর্থক কুপিতা হইয়াছে? ॥৪৭॥

নান্দীমুখী কহিলেন—"তোমরা এখন কলহে নিবৃত্ত হও। পণ রাখিয়া খেলারও প্রয়োজন নাই। পরন্তু জলমণ্ডুকবাদ্যে তোমাদের কেমন চাতুরী, তাহা অদ্য আমার দেখিবার অভিলাষ হইয়াছে।" নান্দী এই কথা বলিলে তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি জলের উপর

ভবেদিতি তয়োদিতা বাধুরমী জলাহত্যমু
স্ফুরদ্বিবিধবাদনং বিবিধ তালনাট্যক্রমৈঃ ॥৪৮॥
প্রতিধ্বনিষু তত্তটে মুদির গর্জ্জিত-ন্যক্কৃতি
ক্রমেষু বলিতেম্বথো ভ্রমতি চাতকানাং গণে।
বটাবপি হিহী গিরা ফলিত কক্ষতালং রসাৎ
সমং নটতি কেকিভির্ললিত কূজনৈরুন্মদৈঃ ॥৪৯॥
স্তুবত্যগগণে মুহুর্ম্মধুপ-ঝঙ্কৃতৈঃ সক্ষর-
ন্মরন্দ মিষতো মুদাবিরতমশ্রুধারাধরে।

দিদৃক্ষা বর্ত্ততে। ইতি তয়া নান্দ্যা উদিতা অমী রাধাকৃষ্ণাদয়ঃ জলস্থাঘাতেন বিবিধবাদনং বাধুঃ ॥ ৪৮ ॥

মেঘগর্জ্জিত ন্যক্কৃতিক্রমেণ প্রতিধ্বনিষ বলিতেষু সৎসু অথ তত্তটে মেঘশব্দ ভ্রান্ত্যা চাতকানাং গণে ভ্রমতি সতি এবং তদ্দৃষ্ট্বা বটৌ মধুমঙ্গলে ললিতকূজনৈঃ কেকিভিঃ সহ গৃহীত কক্ষতালং যথাস্যাত্তথা নটতি সতি ॥৪৯॥

বাদ্যং শ্রুত্বা ভ্রমরঝঙ্কৃতৈঃ করণৈ বৃক্ষগণে মুহু স্তুবতি সতি কথম্ভূতে ক্ষর-

আঘাত করিয়া বিবিধ তাল-নাট্যক্রমে বিবিধ বাদ্য ধ্বনি উৎপন্ন করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ইহার প্রতিধ্বনি শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রতিহত হইয়া মেঘমন্দ্রের গর্ব্বকেও ধিক্কার দিতে লাগিল। তখন প্রকৃত মেঘশব্দ ভ্রমে সেই কুণ্ডতটে চাতকগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল। উন্মদ ময়ূরগণও ললিত কূজন করিতে করিতে নাচিতে লাগিল, তদ্দর্শনে মধুমঙ্গলও প্রমোদভরে হী হী শব্দ করিতে করিতে ময়ূরের নৃত্যের তালে তালে কক্ষতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥৪৯॥

আহা! সেই বাদ্য মাধুরী শ্রবণ করিয়া তটবর্ত্তি বৃক্ষবল্লরীগণও মুহুর্ম্মুহু মধুপ ঝঙ্কৃতি ছলে যেন উহাঁদের স্তুতি করিতে লাগিল। এবং ক্ষরিত মকরন্দধারা ছলে যেন অবিরত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রসের সিন্ধু শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সরোবরে জল-ক্রীড়া সমাপন করিয়া তটে গিয়া উপনীত হইলেন। অমনিই

সমাপ্য রসসিন্ধবঃ সরসি নীরকেলীস্তটং
গতাঃ সপদি কিঙ্করী বিততিভির্বভূঃ সেবিতাঃ ॥৫০॥
প্রবিশ্য মণিমন্দিরং বিপিনপালিকাহ্যাহৃতা
রসাল পনসাদিকাঃ ফলততীঃ সুধানিন্দিনীঃ।
ঘণপ্রণয়তো মিথঃ সমুপভোজিতা যোজিতাঃ
স্মরেণ সহসা রদচ্ছদন সীধুনঃ স্বাদনে ॥৫১॥

মরন্দ মিষাৎ মুদা অবিরত মশ্রুধারাধরে। রসসিন্ধবো রাধাকৃষ্ণাদয়ঃ সরসি জলকেলীঃ সমাপ্য তটং গতাঃ তৎক্ষণে কিঙ্করীভিঃ সেবিতাঃ সন্তঃবভূঃ ॥৫০॥

বৃন্দয়া আহৃতাঃ ফলততী কৃষ্ণাদিভিঃ পরস্পরং প্রণয়তঃ উপভোজিতাঃ। তথা চ কৃষ্ণেন তাঃ উপভোজিতাঃ। এবং তাভিশ্চ কৃষ্ণ উপভোজিত ইত্যর্থঃ। পশ্চাত্তাঃ স্মরেণ সহসা অধরামৃতস্য স্বাদনে যোজিতাঃ। সর্ব্বত্রৈকশেষো বোধ্যঃ ॥৫১॥

সেবাপরা কিঙ্করীগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥৫০॥ *

অনন্তর তাঁহারা সকল মণিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, বন-পালিকা বৃন্দাদেবী রসাল পনসাদি যে সকল সুধানিন্দি ফল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সময়োচিত ফল সকল তাঁহাদের ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। নিবিড় প্রণয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণকে প্রীতিভরে ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীগোপিকাগণও শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিভরে ভোজন করাইতে লাগিলেন। পরে

* তথাহি পদ।—কুণ্ডে সিনান করল দুহুঁ মেলি। সহচরীগণ সঙ্গে করি জলকেলি॥ বসন বিভূষণ পহিরণ কেলি। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে চলি গেলি॥ রতন পীঠোপরি কিশোরী কিশোর। বৈঠল দুহুঁজন আনন্দ বিভোর॥ বৃন্দাদেবী যোগায়ত তথাই। বহু মত ফলমূল বিবিধ মিঠাই॥ ভোজন করু দুহুঁ সখীগণ সঙ্গে। মধুসূদন কবে হেরব রঙ্গে॥

লাবণ্যামৃত-পুরপূর্ণমধুর প্রত্যঙ্গবাপী রস-
ব্যাত্যুক্ষী রভসক্রমেন মৃদুলং তল্পং শ্রিতাঃ কৌসুমং।

অধুনা সম্ভোগমাহ। লাবণ্যরূপ জলস্য প্রবাহেণ পূর্ণ মধুর প্রত্যঙ্গস্বরূপায়াঃ বাপ্যাঃ সরসঃ সকাশাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপ জলস্য ব্যাত্যুক্ষী রভসেন পরস্পর

তাঁহারা সহসা কন্দর্প কর্ত্তৃক পরস্পর অধর সুধারসাস্বাদনে নিযুক্ত হইলেন ॥৫১॥ *

এইরূপে তাঁহারা রাধাকুণ্ডের জলকেলি সমাপন করিয়া লাবণ্যামৃত-প্রবাহপূর্ণ মধুর প্রত্যঙ্গরূপ সরোবরে কন্দর্প-রস ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইলেন। সম্ভোগানন্দ রসের পরস্পর সেচনবেগে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সুকোমল কুসুমতল্পে শিথিলাঙ্গে শয়ন করিলে সেবা কুশলা কিঙ্করীগণ তাম্বুল, ব্যজন জল, দর্পণ, বেষ বিন্যাস ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

---

* তথাহি।—রতন ভবনে, কুঞ্জদাসীগণে, ফল মূল আনি কত। সংস্কার করি, থালি ভরি ভরি, রাখল বিবিধ মত॥ বাদাম ছোহারা, দ্রাক্ষা মধুরা, কণ্ডলা কেশর বেল। দাড়িম নারঙ্গা, খর্জ্জুর ছোলঙ্গা, সালু পীলু নারিকেল॥ খরমুজা ক্ষিরিণী, বদরী বীরিণী, কদলা কন্দমূল। আম্র পনস বিবিধ সুরস, আত, আনারস কুল॥ পেহারা মৃণাল, তাল পাণিফল, টেটি মিঠি করকটি। বিবিধ মিঠাই, ধরল তথাই নানামত পরিপাটি॥ বাতসা বুন্দিয়া, নাডু মনোহরা মিছরী নবাত ফেণি। ছেনা পানা সরভাজা, সরকরা খণ্ডামণ্ডা পদ্মচিনি অমৃত কেলিকা লড্ডুকা অধিকা, কর্পূর কেলিকা আর। রসালা মাখনে, রাখিল যতনে, নানামত পরকার॥ দেখিয়া নাগর, রসের সাগর, বটুরে আনিলা তথা। দ্বিজের কুমার, দেখি উপহার, সঘনে ঢুলায় মাথা॥ তারে করি বামে, সুবলে ডাহিনে, বসিলা রসিক রায়। দেয়ত সুমুখী সঙ্গে সব সখী, শেখর দাঁড়িয়ে চায়॥

তাম্বুলব্যজনাম্বুদর্পণলসন্নেপথ্য সম্বাহনৈ-
র্দাসীভিঃ পরিচর্য্যমাণবপুষঃ কান্তা নিদদ্রুঃক্ষণং ॥৫২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে জলবিহার
লীলাস্বাদনো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥১৪॥

সেচন বেগেন জাতো যঃ ক্লমস্তেন কৌসুমং তল্পং শ্রিতাঃ কান্তাঃ ক্ষণং নিদদ্রুঃ। নেপথ্যং বেষাদি ॥৫২॥

ইতি টীকায়াং চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥১৪॥

অতঃপর নিদ্রার কমনীয় অঙ্কে তাঁহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥৫২॥ *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে জল বিহার লীলাস্বাদন
নাম চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

* তথাহি পদ। —সব সখীগণ দঙ্গে, রাই সুধামুখী, কানুক ভোজন শেষ। তুঞ্জয়ো কত, পরমানন্দ কৌতুকে, গুণমঞ্জরী পরিবেশ॥ অপরূপ ভোজন কেলি। করিয়া আচমন, নিভৃতে নিকেতন চলুঁ সব সহচরী মেলি॥ রতন পালঙ্কপর, সুতল রাই কানু, প্রিয়সখী তাম্বুল দেল। ক্ষণে এক নিন্দে নিন্দায়লি দুহুজন বলরাম হরষিত ভেল ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—ঃ০ঃ—

সীধুপান জল খেলন দোলা-
ন্দোলনাদি কুতুকৈ র্বলবত্ত্বাৎ।
এষ এব নলিনীরিব পদ্মী
যদ্বিজিত্য সখি ! নঃ প্রজগল্‌ভে ॥১॥
তদ্বলোপধিকতঃ স্ফুটমন্য-
দ্ধীপ্রধান মধুনা ললিতে ত্বং।
খেলনং বিমৃশ যৎ প্রভবিষ্য-
ত্যস্য গর্ব্ব-চুলুকীকরণে দ্রাক্ ॥২॥

শ্রীরাধিকা ললিতাং প্রত্যাহ। মধুপান জলক্রীড়া হিন্দোলাদি কৌতুকে এষঃ কৃষ্ণঃ বলবত্ত্বাৎ যদ্ যস্মাৎ নোঽস্মান্ বিজিত্য প্রজগল্‌ভে। যথা পদ্মী হস্তী নলিনীর্বিজিত্য ॥১॥

তত্তস্মাৎ হে ললিতে ! বলোপাধিকতঃ খেলনাৎ অন্যৎ বুদ্ধি প্রধানং খেলনং অধুনা বিমৃশ। যৎ খেলনং অস্য কৃষ্ণস্য গর্ব্বচুলুকী করণে দ্রাক্ প্রভবিষ্যতি। এতেন কৃষ্ণাপেক্ষয়া স্বেষাং বুদ্ধ্যাধিক্যং সূচিতং ॥২॥

লীলাময়ী শ্রীরাধা অন্যবিধ লীলাবতারনের-অভিলাষে প্রিয়সখী ললিতাকে কহিলেন—"সখি ! মধুপান, জলক্রীড়া ও হিন্দোলাদি লীলা-কৌতুকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলশালী বলিয়া করীরাজ যেরূপ কমলিনীগণকে পরাভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ অনায়াসে আমা-দিগকে পরাভব করিয়া অত্যন্ত-প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছেন ॥১॥

অতএব হে ললিতে ! যে খেলায় বল প্রয়োগের প্রয়োজন, সেরূপ খেলায় আমরা কদাচ শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং যাহাতে বুদ্ধি-বলে আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তুমি যুক্তি করিয়া এমন একটী খেলা স্থির কর—যে খেলায় শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্বনাশ অবশ্য হইতে পারিবে ॥২॥

দ্যুতকেলি জয়-কৈরব চান্দ্র-
জ্যোতিরেব সখি! রাজসি রাধে।
কিং দুনোতু পরিভূতি তমিস্রং
নিত্যমেব ধৃতগর্ব্বতী নঃ॥৩॥
ইত্থমালিকৃত মন্ত্রণয়োচে
রাধয়া প্রিয়তম! প্রভবিষ্ণো!।
নর্ত্তকীং ন কিমুরীকুরুষে ত্বং ॥৪॥
(কলাপকং)

ললিতা আহ। হে সখি! দ্যুতক্রীড়ায়াং জয়রূপকৈরবস্য কুমুদস্য চান্দ্র-জ্যোতিঃ স্বরূপা ত্বং রাজসি কিং পরাভবরূপ তমিস্রং অন্ধকারঃ নিত্যং ধৃত-গর্ব্বতবীঃ নোঽস্মান্ দুনোতু। ন হি চান্দ্র জ্যোৎস্নোদয়েঽন্ধকার স্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥৩॥

ইত্থং আল্যা সহ কৃতমন্ত্রণয়া রাধয়া উচে। হে প্রিয়তম! হে প্রভবিষ্ণো! পাশকযুদ্ধস্য চাতুর্য্যরূপনৃত্যস্থলে জিগীষারূপ নর্ত্তকীং ত্বং কিং ন উরীকুরুষে? তথা চ তস্যাঃ সঙ্গকরণে কৃতনর্ত্তকীসঙ্গস্য তব সঙ্গোঽস্মাভি স্ত্যাজ্য অকরণে চ পরাজয়ঃ স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥৪॥

শ্রীরাধার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা নিজেদের বুদ্ধিতাৎপর্য্যের আধিক্য সূচিত হওয়ায় ললিতা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সহাস্যে কহিলেন—"সখি! রাধে! পাশা-ক্রীড়ায় জয়-কুমুদের চন্দ্রজ্যোতি স্বরূপে তুমি যখন বিরাজ করিতেছ, তখন পরাভব রূপ অন্ধকার নিত্য গর্ব্বান্বিত হইয়া আর কিরূপে আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিবে, বল? জ্যোৎস্নার উদয়ে অন্ধকার কি থাকিতে পারে? কখনই না।॥৩॥

প্রিয়সখী ললিতার সহিত এইরূপ মন্ত্রণা পূর্ব্বক শ্রীরাধা গর্ব্বোৎ-ফুল্ল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে প্রিয়তম! হে প্রভাবিষ্ণো! পাশক-ক্রীড়া-রণের চাতুর্য্য-রঙ্গস্থলে তুমি জিগীষা-নর্ত্তকীকে অঙ্গীকার করিতেছ না কেন?"

সত্যমালি! হৃদি নর্ত্তয়সে তাং
কিন্তু মৎ করতলাম্বুজপট্টে।
যর্হি বৎস্যতি নৃপো জয়নামা
সা হ্রিয়ৈষ্যতি তদা নিলয়ং দ্রাক্ ॥৫॥

ইত্যঘারি-গদিতং মদিরাক্ষী-
চিল্লি-বল্লি-দরবেল্লিত ভঙ্গ্যা।
সাবধীর্য্য সপরিচ্ছদ সারী-
রানিনায় তরসৈব সুদেব্যা।৬॥

(যুগ্মকং)

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে আলি! সত্যং ত্বং হৃদি তাং জিগীষা নর্ত্তকীং নর্ত্তয়সে কিন্তু মৎকরতলাম্বুজপট্টে রাজাসনে যর্হি জয় নামা রাজা বৎস্যতি তদা সা জিগীষা নর্ত্তকীনিলয়ং গৃহং। পক্ষে নিতরাং লয়ং নাশং এষ্যতি ॥৫॥

চিল্লিরূপা যা বল্লী তস্যা ঈষৎ কম্পভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণস্য গদিতং সাবধীর্য্য সম্যগবজ্ঞায়। সুদেব্যা দ্বারা আনিনায় ॥৬॥

শ্রীরাধার এই ব্যঙ্গোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—তুমি নর্ত্তকীর সঙ্গ করিলে তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাজ্য হইবে আর যদি জয়াশা রূপ ঐ নর্ত্তকীর সঙ্গ না কর, তাহা হইলে স্বতঃই তোমার পরাজয় হইবে ॥৪॥

চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার বাক্যের-মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন—"প্রিয়তমে! সত্য বটে, তুমি নিজেই হৃদয়-প্রাঙ্গনে জিগীষা-নর্ত্তকীকে নাচাইয়েছে, কিন্তু আমর করতল রূপ কমল-রাজপাটে যখন জয় নামক রাজা আসিয়া উপবেসন করিবেন, তখন তোমার ঐ জিগীষ্য-নর্ত্তকী লজ্জায় আশু নিলয় প্রাপ্ত অর্থাৎ গৃহ গামিনী হইবে অথবা নিতান্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫॥

মদির-নয়না শ্রীরাধা, ভ্রূ-লতার ঈষৎ কম্পনে ভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য সম্যক্‌রূপে অবজ্ঞা করিয়া তখনই সখী সুদেবীর দ্বারা সপরিচ্ছদ পাশার সারি তথায় আনয়ন করিলেন ॥৬॥

নান্দ্যভূদ্বনপয়া সহ সাক্ষি-
ণ্যক্ষকেলি সভিকাজনি কৌন্দী।
ইষ্টদায় মুপদেষ্টু মুদঞ্চ-
দ্বাগরাজত বটুর্ললিতা চ ॥৭॥
পাণি শোণ জলজোদর রঙ্গে
ঝঙ্কণদ্বলয় মুচ্ছলদঙ্গ্যাঃ।
যর্হি পাশক কুশীলব যুগ্মং
লব্ধ নৃত্যমধিভূমি চুকূর্দ্দে ॥৮॥
তর্হি কক্ষ কুচয়োরু রুগ্রোচি-
বীচি মজ্জিত দৃশোঽপি বকারেঃ।

বৃন্দয়া সহ নান্দীমুখী সাক্ষিণী অভূৎ। অক্ষকেলৌ সভিকা দ্যূত-প্রবর্ত্তিকা কুন্দবল্লী অজনি অভূৎ। সভিকা দ্যূতকারকা ইত্যমরঃ। দশবামঞ্চ বিদ্ধি প্রভৃতীষ্টদায়মুপদেষ্টুং উদয়ং প্রাপ্নুবদ্বাগ্ যস্য তথাভূতো বটু র্মধুমঙ্গলঃ কৃষ্ণপক্ষে অরাজত। শ্রীরাধিকা পক্ষে তথাভূতা ললিতা অরাজত ॥৭॥

পাশকনিক্ষেপ সময়ে ঝঙ্কনদ্বলয়ং যথাস্যাত্তথা উচ্ছলদঙ্গ্যা রাধায়াঃ পাণিরূপ শোণকমলস্য উদররূপ যন্নৃত্যস্থলং তত্র লব্ধনৃত্যং পাশকরূপ নর্ত্তকযুগলং যদা অধিভূমি তমৌ চুকুর্দ্দে ॥৮॥

শ্রীরাধাশ্যাম পাশাক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাপক্ষে এবং নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণপক্ষে সাক্ষিণী হইলেন। কুন্দ-লতা অভিকা অর্থাৎ দ্যূত-প্রবর্ত্তিকা হইলেন। 'দশ বাম বিদ্ধি" প্রভৃতি বলিয়া উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইষ্টদায় মধুমঙ্গল হইলেন এবং শ্রীরাধার পক্ষে সেইরূপ ললিতা বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

পাশক নিক্ষেপ সময়ে শ্রীরাধার অরুণ কর-কমলের উদর-রঙ্গস্থলে পাশক দুইটী যখন কুশিলব নামক শিশু নটদ্বয়রূপে নাচিতে নাচিতে ভূমিতলে কুর্দ্দন করিতে লাগিল, তখন হস্তস্থিত কঙ্কণ বলয়াদি-মধুর মধুর শব্দিত হইতে লাগিল ॥৮॥

পাশক গ্রহণ চালন চাতু-
র্য্যাপ নেষদপি ভঙ্গ-কলঙ্কং ॥৯॥ (যুগ্মকং)
কর্হিচিদ্দশদশেতি কদাচিৎ
সা বিহুর্বিহুরিতি প্রসরদ্‌গীঃ।
পাতয়ন্ত্যলঘু দায়মভীষ্টং
মূর্ত্তিমত্যজনি কিং ন জয়শ্রীঃ ॥১০॥
যৎ প্রিয়ে। দশদশেতি নিকামং
প্রার্থনং তদুপহাস করং তে।

তদা কক্ষাদিষু মজ্জিতদৃশোঽপি বকারেঃ পাশকগ্রহণ-চাতুরী ঈষদপি ভঙ্গ-কলঙ্কং ন আপ। তত্রাভ্যাসাতিশয়াৎ ইতি ভাবঃ ॥৯॥

দশদশেত্যাদি প্রসরন্তি গীর্যস্যাঃ সা রাধা অভীষ্টং দায়ং পাতয়ন্তী সতী মূর্ত্তিমতী জয়শ্রীঃ কিং ন অজনি? অপি তু অজনি এব ॥১০॥

দেবনে দ্যূতক্রীড়ায়াং ত্বং তাবৎ স্মর। বিস্তিরেব পতিতা ন তু দশেতি। ততো দশদশেতি তব নিকামং যথাস্যাত্তথা প্রার্থনং উপহাসকরং। তেন কৃত

তাহাতে উচ্ছলিতাঙ্গী শ্রীরাধার কক্ষ ও বক্ষোজযুগলের এমন অপূর্ব্ব সুষমা-মাধুরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল যে, তাহাতে শ্যাম সুন্দরের নয়ন দুটী অপলকভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেও অতিশয় অভ্যাসবশতঃ পাশক গ্রহণ ও চালন-চাতুরীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ না হওয়ায় তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হইল না ॥৯॥

শ্রীরাধা কখন দশ দশ এই বাক্য পুনঃ পুন বলিতে বলিতে পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, কখন বা "বিহু বিহু" বলিয়া পাশক নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়া মুর্ত্তিমতী জয়-শ্রীস্বরূপা হইতেছেন ॥১০॥

শ্রীরাধা পুনঃপুন "দশ দশ" বলিয়া পাশক নিক্ষেপ করিবার কালে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ পরীহাস-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "দশ দশ" বাক্যে "দংশন কর, দংশন কর" এই অর্থ সুচিত করিয়া কহিলেন—

বিত্তিরেব পতিতা স্মর তাব-
দ্দেবনে তব কুতো জয়বার্ত্তা ॥১১॥
সণরকা গময়িতুং নিজকোষ্ঠে-
ষ্ব প্রভুঃ স্বতনু শৃঙ্খলিতাঃ স্বাঃ।
স্বাতন্ত্র্যং শ্চরবিধিং বিমৃশংস্তাঃ
খেলতিস্ম হরিরাত্ত জিগীষঃ ॥১২॥

তব জয়বার্ত্তাপি। পক্ষে দশদশেতি নিতরাং কামস্ত্বাধর-দংশরূপস্য প্রার্থনং উপহাসকরং। যতঃ স্মরস্য তাবদ্দেবনে তাবৎ প্রমাণ ক্রীড়ায়াং প্রয়োগাতি-রেকে ইত্যর্থঃ। বিত্তিশ্চেতনৈব পতিতা লুপ্তা ইত্যর্থঃ। কুতো জয়স্যেতি সূচ্যমানে বিপরীতরতাবিত্যর্থঃ ॥১১॥

স্বাঃ স্বীয়াঃ সারিকাঃ প্রিয়া কোষ্ঠাৎ নিজকোষ্ঠেষু গময়িতুমপ্রভুঃ অসমর্থঃ যতঃ রাধয়া স্বকোষ্ঠে তাঃ শৃঙ্খলিতাঃ বদ্ধাঃ। অতঃ পাশকখেলায়াং বিধিদ্বয়ং বর্ত্ততে। তত্র প্রথমে গমবিধো অসামর্থ্যাৎ দ্বিতীয়ং চরবিধিং বিমৃশন্ গৃহীতা

"প্রিয়তমে! দ্যুতক্রীড়ায় স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার বিত্তি নামক দায় পতিত হইয়াছে, দশ পতিত হয় নাই। অতএব বারম্বার দশ দশ বলিয়া প্রার্থনা করা বড়ই উপহাস কর। এই ক্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্ত্তা কোথায়?"

ফলতঃ পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে,—"প্রিয়ে! তুমি বারংবার 'যথেচ্ছ অধর দংশন কর' "অধর দংশন কর" বলিয়া প্রার্থনা করিতেছ, ইহা অতীব উপহাস কর। যেহেতু কন্দর্প ক্রীড়ায় বিরীত রতি সম্ভোগাতিশয্যে তোমার বিত্তি অর্থাৎ চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তোমার জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ॥১১।

শ্রীরাধা নিজের কোষ্ঠে সারিকা বন্ধ করিয়া রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কোষ্ঠ হইতে নিজ কোষ্ঠে স্বীয় সারিকা আনিতে সমর্থ হইলেন না। পাশা খেলার দুইটী বিধি আছে। গমবিধি ও চর-বিধি। প্রথমতঃ গম বিধিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় চরবিধি বিচার

ইষ্টদায় পাতনেন সুধীঃ সা
রাধিকা যদি জিগায় তদা তং।
আলয়ো বিহসিতুং প্রখরত্বং
লেভিরেঽতি মৃদবোঽপি নিতান্তং ॥১৩॥
কিং বটো মুখমবাঞ্চয়সি ত্বং
সা হিহীতি নটনারভটী তে।
ক্বাগমৎ ক নু সিতোপলিকার্থং
কঙ্কণ-প্রকর-বিক্রয় ভঙ্গী ॥১৪॥

বিজিগীষা যেন তথাভূতো হরি স্তাঃ স্ব সারিকা রাধাদ্বারা ঘাতয়ন্ খেলতিস্ম ॥১২—১৩॥

জলক্রীড়া সময়ে অস্মাকং পরাভবং দৃষ্ট্বা হিহীত্যুক্ত্বা সা নটনস্যারভটী ক্ব অগমৎ। এবং তস্মিন্ সময়ে তটে স্থিত্বা স্বীয়বস্ত্রং প্রসার্য্য হে কৃষ্ণ! সর্ব্বাসাং কঙ্কণাদ্যলঙ্করণং মহ্যং দেহি। মথুরায়াং বিক্রয়ং কৃত্বা সিতোপলামানেষ্যামীত্যেবং রূপা বিভ্রমভঙ্গী বা ক্ব অগমৎ। মিশ্রি ইতি প্রসিদ্ধায়া মৎস্যণ্ডিকায়াশ্চরম-পাকবিশেষঃ সিতোপলা ॥১৪॥

পূর্ব্বক জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ সারিকাগুলিকে শ্রীরাধা ঘাতন করিয়া খেলারম্ভ করিলেন ॥১২॥

ইষ্টদায়-পাতন-কুশলা শ্রীরাধা, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিলে, অতি মৃদুস্বভাবা হইয়াও সখীগণ হাস্য করিতে করিতে নিতান্ত প্রখরভাব অবলম্বন করিলেন ॥১৩॥

এবং বটু মধুমঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বটু! এখন মুখ আনত করিতেছ কেন? জলক্রীড়া সময়ে আমাদের পরাভব দেখিয়া হি হি শব্দ করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলে এখন সে পারিপাট্য কোথায় গেল?" এবং সেই সময়ে রাধাকুণ্ড তীরে থাকিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলে—'ওহে কৃষ্ণ! সকলের কঙ্কণাদি অলঙ্কার আমায় দাও, মথুরায় বিক্রয়

আলয়ঃ শৃণুত ভো ! গিরিমূর্দ্ধ্নি
সাম্প্রতং নবসিতোপলিকালীং।
অস্য মূর্দ্ধ্নি বহু বর্ষত তস্যাঃ
স্বাদমেত্বয় মিহৈব নিকামং ॥১৫॥
ন ব্রবীষি কিমরে ! কিমপি ত্বং
কৈতবেঽদ্য পরিভূতিভৃতস্তে।
ক্ষান্ত্যচাপলশমৈ র্মুনিধর্ম্মৈঃ
কিং বটুত্বমপি সত্যমিবাভুৎ ॥১৬॥
কৌস্তুভং পণিতমানয় তস্যা
প্যানয়ে বিনিময়েন বিচিত্রাং।

উপলিকা শিলাকণস্তস্যাঃ শ্রেণীং। তস্যাঃ স্বাদং বহুবর্ষত, অয়ং বটুঃ তস্যাঃ স্বাদং নিকামং এতু ॥১৫॥

কৈতবে দ্যুত কর্ম্মণি পরাভবভৃত স্তব ক্ষান্ত্যাদিধর্ম্মৈঃ কিং বটুত্বমপি সত্যমিবাভৎ ॥১৬॥

করিয়া সিতোপলা কিনিয়া আনি।” সেই আমাদের অলঙ্কার বিক্রয়ের বিক্রম ভঙ্গীই বা এখন কোথায় গেল ॥১৪॥

রসিকামণি শ্রীরাধাও তখন সহাস্যমুখে পরীহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—“শুন সখীগণ ! এই বটু বড়ই সিতোপলা প্রিয় ; অতএব পর্ব্বতশিখর হইতে তোমরা কতকগুলি নব নব সিতোপলা অর্থাৎ শুক্লবর্ণ শিলাখণ্ড আনিয়া উহার মাথার উপর বেশ করিয়া বর্ষণ কর, ইহাতে যথেষ্টরূপে তাহার আস্বাদ অনুভব করুক ॥১৭॥

চপল মধুমঙ্গল অপ্রভিত হইলেন। সহসা এই বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। সখীগণ তাঁহাকে এইরূপ নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া সোল্লাসে পুনরায় কহিলেন—“ওহে বটু ! কথা কহিতেছ না যে ? পাশা খেলায় পরাভব হওয়ায় আজ তোমার ক্ষমা, ধৈর্য্য, শান্তি প্রভৃতি মুনিধর্ম্মের উদয়ে বটুত্ব কি সত্যই প্রকাশ পাইল ? ॥১৬॥

কঙ্কণালি মথবামুমনেক
ক্ষালনৈঃ প্রিয়সখী হৃদি ধাস্যে ॥১৭॥
কাননং ন হি গবামিদমেত-
ন্মারণং ন বকবৎসল-বকীনাং।
অক্ষবেদন মিদং তু সভায়াং
স্যাদ্বিদগ্ধজন বুদ্ধি পরীক্ষা ॥১৮॥
ইত্থমালি-খরধার সরস্ব-
ত্যস্ত পাটব তরুর্বটুরূঢ়ে।

পণিতং কৌস্তুভং আনয়। তস্য মথুরায়াং বিনিময়েন কঙ্কণালীং আনয়ে। অথবা তস্যাপাবিত্র্য-নিরাকরণায় বহুক্ষালনৈঃ প্রিয় সখ্যা হৃদি ধারয়িষ্যামি ॥১৭-১৮॥

খরস্তীক্ষ্ণোধারঃ প্রবাহো যস্যাস্তথাভূতা সখীনাং সরস্বতী বাণ্যেব সরস্বতী

তারপর শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভ পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। উহাতেও শ্রীকৃষ্ণ হারিয়া গেলেন। সখী-সমাজে একটা সোল্লাস উচ্চহাসির লহরী খেলিয়া গেল। সখীগণ কহিলেন—"এবার কৌস্তুভ লইয়া এস, এই কৌস্তুভ বহু রমণীর বক্ষোজ স্পর্শ করায় অপবিত্র হইয়াছে, সুতরাং মথুরায় গিয়া কৌস্তুভের বিনিময়ে উত্তম কঙ্কণ আনয়ন করিয়া আমাদের প্রিয়সখীর করে উপহার দিব অথবা উহাকে পুনঃপুন প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া প্রিয়সখীর বক্ষ ভূষিত করিয়া দিব" ॥১৭॥

ওহে বটু! সখার পক্ষাবলম্বন করিয়া এতক্ষণ যে বড় দম্ভ প্রকাশ করিতেছিলে; বলি, সে দম্ভ এখন কোথায়? নির্ব্বুদ্ধি! ইহাতে আর গোচারণের স্থান নয় এবং বক-বৎস-বকী মারণের তুচ্ছ আস্ফালনও নহে, ইহার নাম পাশা খেলা, ইহাতে সভাস্থলে বিদগ্ধ-জনের বুদ্ধি পরীক্ষা হয় ॥১৮॥

সখীগণের এই প্রকার খর-প্রবাহযুক্তা বাণীরূপ সরস্বতী নদী বটুর বাক্‌ পটুতা তরুকে সমূলে উৎপাটিত করিলে বটু ভয় সঙ্কুচিত

তস্য কর্ণমনু সংশৃণুষে ত্বং
কৌস্তুভং মম সমর্পয় হস্তে ॥১৯॥
চেৎ স্বকৃত্য মিষতোঽপসৃতে মষ্যা-
ক্রমং কমপি হন্ত বিধিৎসেৎ।
এককেঽপি ভবতি ব্রজরামা-
সংহতি ব্রজপুরন্দরসূণৌ ॥২০॥
তন্নিবেদ্য নিখিলং ব্রজরাজ্ঞীং
মঙ্ক্ষু তদ্বিকট শাসন পাশৈঃ
হ্রী-তমিস্র কুহরেঽস্য নিবধ্যো
বাঞ্ছুর্ণ কিমুপাতয়িতাস্মি ॥২১॥

নদাতি পরম্পরিত রূপকং। তয়া অন্তঃ পাটবরূপ তরুর্যস্য তথাভূতো বটুস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণমনু কর্ণে হে সখে! সংশৃণুষে॥১৯॥

স্ব কৃত্যমিষেণ ময়ি অপসৃতে সতি চেদ্ যদি ব্রজরামা সংহতিঃ একেকেঽপি ভবতি ত্বয়ি কমপি আক্রমং বিধিৎসেৎ ॥২০॥

তদা মঙ্ক্ষু শীঘ্রং ব্রজরাজ্ঞীং অখিলবৃত্তান্তং নিবেদ্য তস্যা আজ্ঞারূপ বিকট পাশৈঃ লজ্জারূপান্ধকার-কুহরে নিবধ্যবাভূঃ কিং ন পাতয়িতাস্মি? ইতি সর্ব্বাঃ আত্মায়িত্বৈব মিথ্যা ভয়মুৎপাদয়ামাস ॥২১॥

চিত্তে প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কহিলেন—সখে! আমার কথা শুন, তুমি এইদণ্ডে কৌস্তুভমণি আমার হস্তে প্রদান কর ॥১৯।

আমি বিশেষ কোন কার্য্য-ব্যপদেশে উহা লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাই। হায়! তাহাতে এক গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। ওহে ব্রজরাজ-নন্দন! পাছে তোমাকে একাকী পাইয়া এই ব্রজসুন্দরীগণ কোনরূপে আক্রমণ করে। ইহাতেও আশঙ্কা নাই ॥২০॥

তাহা হইলে ব্রজরাজ-মহিষীর নিকট শীঘ্র সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া তাঁহার অলঙ্ঘনীয় শাসন পাশে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগকে লজ্জারূপ অন্ধকার-কন্দরে নিশ্চয়ই নিক্ষেপ করিব।” এইরূপে মধুমঙ্গল সকলেরই হৃদয়ে মিথ্যা ভয় উৎপাদন করিলেন ॥২১॥

ধিক্ ধিয়া-রহিত! কিং ত্বমভৈষী-
রস্মি জিষ্ণুরধুনৈব বিজিষ্যে।
মাতি মৌঢ্যময়-চেষ্টিত-ভঙ্গ্যা
খ্যাপয়াজ্ঞতম! মৎ পরিভূতিং॥২২॥
কিং হিত-প্রকথনেঽপ্যতিকুপ্য-
স্তস্তু কৌস্তুভহৃতি স্তব হস্তাৎ।
যাম্যহং যুবতি-পাল্যপি রঙ্গী-
কৃত্য নৃত্যমপি কারয়তু ত্বাং॥২৩॥
চিল্লিকোণ-ধুবনেন মুকুন্দঃ
স্বীয়পক্ষগমিতা ইব সভ্যাঃ।

হে ধিয়া-রহিত! ত্বাং ধিক্, কিং ত্বমভৈষীঃ? অহং জিষ্ণুরস্মি। অধুনৈব বিজিষ্যে। হে অজ্ঞতম! মৎ পরাভূতিং মা খ্যাপয়॥২২॥

অহং যামি যুবতি শ্রেণ্যপি ত্বাং রঙ্গীকৃত্য নৃত্যমপি কারয়তু॥২৩॥

মধুমঙ্গলের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুযোগ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"নির্ব্বুদ্ধে! তোমায় ধিক্! তুমি কেন বৃথা ভয় পাইতেছ? আমি জিষ্ণু, এখনই উহাদিগকে জয় করিয়া ফেলিব। অজ্ঞতম! অতি মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার-ভঙ্গী করিয়া আমার পরাভব ঘোষণা করিও না॥২২॥

ইহাতে মধুমঙ্গল অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"বেশ, হে বয়স্য! হিত বলিতে যখন তুমি অতিশয় কুপিত হইতেছ, তখন আমার এখানে আর থাকিয়া ফল কি? এই আমি চলিলাম। তোমার হাত হইতে কৌস্তুভমণিই চুরি যা'ক্, কিম্বা এই ব্রজযুবতীগণ তোমাকে নির্ধন করিয়া নাচাইয়াই ফিরুক্, তাহা দেখিবার আমার আবশ্যকতা নাই।" এই বলিয়া বটু অভিমানভরে গমনোদ্যত হইলে, সকলে মিলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন॥২৩॥

প্রাহ পশ্যত ময়ৈব জিতানা-
মপ্যতি প্রখরতাং চপলানাং ॥২৪॥
যত্তজেষ্যদবলা-ভতিরেষা
কিং বধাস্যদিতি বোদ্ধুমনীশঃ।
বিস্মিতোঽস্ম্যথ জগাদ বিশাখা
ত্বদ্ ভ্রুবে নম ইতি প্রহসন্তী ॥২৫॥

ভ্রুভঙ্গ্যা স্বীয় পক্ষপাতিতা ইব সভ্যাঃ প্রাহ। ময়া কর্ত্রা জিতানামাসাং চপলানাং অতিপ্রখরতাং যূয়ং পশ্যত ॥২৪॥

নম্ন ভো কৃষ্ণ! তব জয়ে সতি উক্তিপ্রত্যুক্ত্যা মধুমঙ্গলস্ত তিরস্কার সময়ে ভবান্ কথং তূষ্ণীং তস্থাবিত্যত আহ। জয়ং বিনৈবাষামেতাদৃশো প্রগল্ভতা যদি এষা অবলাভতিরজেষ্যৎ তদা কিমকরিষ্যদিতি বোদ্ধুমসমর্থোঽহং বিস্মিতোঽস্মি। তথা চ তদানীং বিস্ময়েনাহং স্তব্ধো বভূবেতি ভাবঃ ॥২৫॥

বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ তখন অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সভ্যসমূহকে স্বীয় কপট পক্ষপাতিতা জ্ঞাপন করিয়া মিথ্যা বাক্যে কহিলেন—"ওগো সভ্যগণ! আমি এই যুবতীগণকে জয় করিয়াছি, তথাপি এই চঞ্চল-স্বভাবাগণের কত প্রখরতা, দেখ। ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সগর্ব্ব বাক্যে সভ্যগণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কানাই! তোমারই যদি জয় হইবে, তবে মধুমঙ্গলের তিরস্কার সময়ে তুমি নীরবে অবস্থান করিয়াছিলে কেন?" ইহারই প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"জয় না করিয়াই যখন এই সকল অবলাবৃন্দের এতদূর প্রগল্ভতা, তখন ইহারা জয়িনী হইলে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম।" অনন্তর হাসিতে হাসিতে বিশাখা কহিলেন—"ওহে চতুররাজ! তোমার ভ্রূ-সুন্দরীকে নমস্কার করি, ইহা নৃত্য-ভঙ্গিমা দ্বারা সভ্যগণকে স্বপক্ষপাতী করিয়াছে, ইহা মনে করিয়াই ত তুমি মিথ্যা জয় ঘোষণা করিতেছ? ॥২৫॥

বৈরিণী ভবতি যা কুলধর্ম্ম-
ধ্বংসিকাপি সুহৃদালিরিবাস্ত।
ত্বদ্‌বচোঽপ্যনৃতয়ন্ত্যদগাম্মো
খিন্নতি সদসি কুঞ্চিতকোণা ॥২৬॥
দেহি কৌস্তুভমিতিস্ফুট নান্দী
বাক্যতো মধুভিদি ত্রপমাণে।
কুন্দবল্ল্যমুমঘান্তক-কণ্ঠা-
দ্রাধিকোরসি দধৌ স্ময়মানা ॥২৭॥
কৃষ্ণ! পশ্য কুচমধ্যগতং স্বং
বিম্বিতং মণিবরে বিলসন্তং।

যা তব কুঞ্চিতকোণা কটাক্ষরূপা-স্ত্রী অস্মাকং বৈরিণী কুলধর্ম্মধ্বংসিকাপি ত্বদ্‌বচোঽনৃতয়ন্তী অতএব নোঽস্মান্ খিন্নতী সতী অস্ত সুহৃদালিরিব উদগাৎ ॥২৬—২৭॥

কিন্তু তোমার ঐ কুঞ্চিত-কোণা কটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্ম্ম-ধ্বংসিকা বৈরিণী হইয়াও এক্ষণে তোমারই বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক আমাদিগকে সুখিনী করিয়া প্রিয়সখীর ন্যায় শোভা পাইতেছ ॥২৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষের সাক্ষীরূপিণী নান্দীমুখী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—"শ্যামসুন্দর! এবার তুমিই পরাজিত হইয়াছ; অতএব শ্রীরাধাকে কৌস্তুভ প্রদান কর।" এই কথায় মিথ্যা-প্রগল্‌ভতাকারী মধুসূদন বড়ই লজ্জিত হইলেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে গর্ব্বভরে কৌস্তুভমণি খুলিয়া লইয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন ॥২৭॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীরাধার বক্ষঃস্থিত সেই কৌস্তুভ মণিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কুন্দলতা সহাস্যে সেই সুষমা-মাধুরী শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া কহিলেন—"কৃষ্ণ! দেখ, দেখ, কি সুন্দর! শ্রীরাধার বক্ষোজ-মধ্যগত মণিবর কৌস্তুভে তোমার প্রতিবিম্ব কেমন

হৃত্তু যত্ত্বমদধাঃ স ইদানীং
ত্বাং দধাতি মণিরাট্ প্রণয়েন ॥২৮॥

ধন্য ধন্য ! সুষমাময় ! কৃষ্ণস্ত্বং
তবাস্মি মহসঃ প্রতিবিম্বঃ ।
যত্র রাজসি মমাত্র তু বাঞ্ছে-
বৈতুমিত্যগভৃদুন্মদৃগাসীৎ ॥২৯॥

কুন্দবল্লী আহ। পূর্ব্বং যং ত্বং অদধাঃ স মণিবরঃ ইদানীং ত্বাং প্রণয়েন দধাতি ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে ধন্য ধন্য! শোভাময়! কৃষ্ণস্ত্বমেব। অহন্তু তব মহসঃ কান্তেঃ প্রতিবিম্বোঽস্মি তব স্থলে এতুং গন্তুং মম বাঞ্ছৈব ইতি অগভৃৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমার্দ্রিম দৃগাসীৎ। উন্দী ক্লেদনে ॥ ২৯ ॥

শোভা পাইতেছে দেখ। ইতঃপূর্ব্বে যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই মণিরাজ প্রীতিভরে তোমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছে ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভস্থিত স্বীয় প্রতিবিম্বের অনুপম শোভারাশি দর্শনে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"ধন্য! ধন্য! হে সুষমাময় প্রতিবিম্ব! তুমিই কৃষ্ণ, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিম্বমাত্র। এক্ষণে তুমি যেখানে বিরাজ করিতেছ, ঐস্থানে সর্ব্বদা বিরাজ করিতে আমার একান্ত বাঞ্ছা হয়—"এই কথা বলিতে বলিতে গিরিধারীর নয়ন-কমল দু'টী প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ॥২৯॥*

* তথাহি পদ।—মনোহর বেশ, রচল সখীগণ, বৈঠল সবে একঠাম। পাশক কেলি-রচল, পুন তৈখান পুন, করু নিজ নিজ কাম॥ সজনি কানুক বড় বিপরীত। যো ইথে হারব, দখিন গণ্ড নিজ, দেওব দংশন নীত॥ ধ্রু॥ পহিলহি কানু জিত করি ঐছন, কামিনী তহিঁ ভেল ভোর। খেলন পুন কর বলি, রাই বিরচল পাশক জোরহি জোর॥ বামনক দশ করি, সুন্দরী ডারল, নিজ জিত লয়ে সেই দান। বলে ছলে বাম, গণ্ড পুন দংশই, ভোর বিদগধ কান॥ রাই জিতি পুন মুরলী হারল বলে, কানু কহে ইহ নহে রীত। মঝু মুখ চুম্বন, কিয়ে ভুজ বন্ধন করহ যোই ইহ নীত॥ এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর, যা হোক যো মন মান। রাধামোহন হাসি কহত তুঁহু আনি পুন পিছে কর আন॥ পঃ কঃ তঃ

রাধিকাপ্যরম বাঙ্কিতবক্ত্রা।
বীক্ষ্য ভাস্তমিমমাত্মকুচান্তঃ।
কঞ্চুকং স্রুয়মপিদ্বিষতী সা-
নন্দজাড্যজলধৌ নিমমজ্জ ॥৩০॥
খেলতং রসনিধী! পুনরত্রা-
শ্লেষ এব পণ ইত্যথ কৌন্দ্যা।
কৈতবে ঘটিত এব মুকুন্দ-
স্তাং জয়ন্-গ্রহ-পরিগ্রহ-চঞ্চুঃ ॥৩১॥

রাধিকাপি অরং শীঘ্রং অধোবক্ত্রা সতী স্বকুচমধ্যে ভাস্তমিমং কৃষ্ণং বীক্ষ্য ব্যবধায়কং কঞ্চুকংদ্বিষতী ততঃ কঞ্চুকদূরীচিকীর্ষায়াং প্রতিবন্ধকত্বে নোৎপদ্যমানাং লজ্জামপি দ্বিষতী সা॥ ৩০॥

হে রসনিধী! যুবাং খেলতং ইতি কুন্দংবল্ল্যা কৈতবে দ্যূতকর্ম্মণি ঘটিতে প্রবর্ত্তিতে সতি। চঞ্চুঃপ্রবীণঃ ॥৩১॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও তৎক্ষণাৎ আনত-বদনে অন্যের অলক্ষিত-ভাবে স্বীয় বক্ষোজ অন্তর্ব্বর্ত্তী কৌস্তুভ-মণিবরে সেই প্রিয়-প্রতিবিম্ব দর্শনে হৃদয়-স্পর্শের ব্যবধান স্বরূপ কঞ্চুকীকে (কাঁচুলীকে) দূরে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিয়া এবং তৎকালে প্রতিবন্ধকরূপে উপজাত লজ্জার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে করিতে আনন্দ-জাড্য-জলধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥৩০॥

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে কুন্দলতা কহিলেন—"হে রসনিধিদ্বয়! এইবার আলিঙ্গন পণ করিয়া তোমরা পুনরায় খেলা আরম্ভ কর।" পুনরায় পাশাক্রীড়া আরম্ভ হইল—শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভ করিয়া সেই আলিঙ্গন-পণ গ্রহণে প্রবীণ হইলেন ॥৩১॥*

---

* তথাহি পদ—বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি। বাঢ়ায়ত দুঁহুজন কৌতুক কেলি॥ সখীগণ থির করি কহে পুন বাণী। ঐছনে হারিজিত নাহি মানি॥ নিজ অঙ্গ পণ কর কহে পুনর্ব্বার। হারি জিত তব করিব বিচার॥ এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই। দশমাপঞ্চ দান নিল রাই॥ সাতা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান। তাক তবহুঁ অঙ্গ চাম যত দান॥ ঐছে বিচারি খেলয়ে দুঁহু মেলি। মাধব আনন্দে নিমগন কেলি॥ পঃ কঃ তঃ

প্রাহ গর্ব্বিণি ! কথং কুটিলভ্রূঃ
সাম্প্রতং ভবসি কুঞ্চিতগাত্রী ।
ন্যায়তোঽস্যয়ি ! জিতা সুকলাপি
ত্বং কিমত্র কৃপণা পণদানে ॥৩২॥

(যুগ্মকং)

চুম্বমগ্রহক দেবন এবং
সা বিজিত্য যদিতং প্রজগল্ভে ।
প্রাহ সস্মিতময়ং নিজগণ্ডং
তন্মুখাব্জ নিকটে নিদধানঃ ॥৩৩॥
ত্বগ্রহং সখি ! গৃহাণ জিতোঽহং
যত্ত্বয়াত্র সদসীতি ততঃ সা ।

ন্যায়তস্ত্বং জিতা পরাভূতা অতঃ সুকলা-দাত্রী অপি কিমত্র কৃপণাসি ? দাত্রীণাং কার্পণ্যমনুচিতমিতিভাবঃ ॥৩২॥

চুম্বনমেব গ্রহো যত্র এবম্ভূতে দেবনে ক্রীড়ায়াং সা কৃষ্ণং বিজিতা যদি প্রজগল্ভে ; তদা অয়ং কৃষ্ণঃ নিজগণ্ডং দধানঃ সন্ প্রাহঃ ॥৩৩॥

কিন্তু শ্রীরাধিকা তাহাতে ভ্রূ-কুটিল করিয়া সঙ্কুচিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“অয়ি গর্ব্বিণি ! তুমি ন্যায়তঃ পরাজিতা হইয়াছ ; এক্ষণে আলিঙ্গন-পণ দিবার সময় ভ্রূকুটিল করিয়া কুঞ্চিতাঙ্গী হইলে চলিবে কেন ? তুমি দানশীলা হইয়া পণ-দানে কৃপণা হইতেছ কেন ? দাত্রীর পক্ষে এরূপ কার্পণ্য প্রকাশ অনুচিত ॥৩২॥

এই বলিয়া বিদগ্ধরাজ বলপূর্ব্বক পণ আদায় করিয়া লইলে পুনরায় চুম্বন-পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এইবার শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ভঙ্গী করিয়া নিজ গণ্ড শ্রীরাধার মুখ-পদ্মের নিকট ধারণ করিয়া কহিলেন ॥৩৩॥

“হে সখি ! আমিও এই সভায় পরাজিত হইয়াছি, এখন তোমার চুম্বন-পণ গ্রহণ কর”—শ্রীকৃষ্ণের এই সরস বাগ্ভঙ্গীতে ললিতাদি সখীগণ উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন—সে হাসির বেগ শ্রীরাধাও

স্বাঃ সখীঃ স্মিতমুখীরভিবীক্ষ্য
বাঞ্চলেন পিদধে হসদাস্যং ॥৩৪॥
হাস্যরংহসি দরোপশমে সা
প্রাহ সাহসিক ! নাহমজৈষং।
ওমিতিশ্রিতবলঃ পুনরস্যা
এব গণ্ড মসকৃৎ স চুচুম্ব ॥৩৫॥
সত্যমীদৃশ পণং নিদিশন্তী
দেবনং ত্বময়ি ! দেবর-বন্ধুঃ।
কৌন্দি ! মাং হসসি তত্ত্বমিদানীং
খেলনাহমিতি সা বিরতাভূৎ ॥৩৬॥

হসদিত্যাস্যস্য কর্ত্তৃত্বে যেন রুদ্ধমানমপি হাস্যং স্বয়ংপ্রকটোভবতীতি বুধ্যতে ॥৩৪—৩৫॥

হে কৌন্দি ! ঈদৃশং পণং দেবনং ক্রীড়াং নিদীশন্তী ত্বমেব খেল ॥৩৬॥

প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, অধরপ্রান্তে স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া উঠিল—তখন শ্রীরাধা বসনাঞ্চলে সে হাস্যফুল্ল মুখ আবৃত করিয়া ঈষৎ গ্রীবা পরিবর্ত্তন করিলেন ॥৩৪॥

অনন্তর সেই উচ্চ হাস্য-তরঙ্গের বেগ কথঞ্চিত উপশম হইলে শ্রীরাধা কহিলেন—"ওহে সাহসিক ! আমি তোমায় জয় করি নাই ত ?" তখন শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—"বেশ ! আমারই যখন জয় স্বীকার করিলে, তখন আমার প্রাপ্য পণ গ্রহণ করি"—এই বলিয়া বিদগ্ধরাজ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধার গণ্ডে পুনঃপুন চুম্বনাঙ্ক প্রদান করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তদ্দর্শনে কুন্দলতা অধর টিপিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা ঈষৎ রোষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"কুন্দলতে ! বলি, ও দেবরবন্ধু ! এরূপ পণ-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া এখন বেশ হাস্য করিতেছ ? তুমি এই প্রকার পণ রাখিয়া তোমার ঐ দেবরের সঙ্গে খেলা কর, আমি আর খেলা করিব না"—এই বলিয়া শ্রীরাধা খেলায় বিরত হইলেন ॥৩৬॥

আলি! বেণুমহত্তীপণ জুষ্টা
মঙ্কুকেলি মধুনা রচয়িত্বা।
জিত্বরী ভব তয়েতি নিদিষ্টা
দীব্যতিস্ম পুনরায়ত-নেত্রা ॥৩৭॥
তত্র নৈব জিতবত্যা বদতং
দেহি বেণুমিতি তং স বিচিন্বন্।
তুন্দবন্ধমনু পাণি বিমর্শৈ
র্নাপ্নুবন্নথ সখায়মপৃচ্ছৎ ॥৩৮॥
ক্বাহমস্মি চিরমত্র বনান্তে
ত্বং ক্ব পর্য্যটন-কৌতুকমত্তঃ।

হে আলি! পুনস্ত্বং জিত্বরী ভব ইতি তয়া কুন্দবল্যয়া নিদিষ্টা সা দিব্যতিস্ম ॥৩৭॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ তং বেণুং বিচিন্বন্ তুন্দবন্ধে পাণিস্পর্শৈ র্ন আপ্নুবন্ সন্ অথ মধুমঙ্গলং অপৃচ্ছৎ ॥৩৮॥

কুন্দলতা তখন মধুর প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! আর এরূপ পণের প্রয়োজন নাই, এইবার মুরলী ও তোমার বীণা পণ করিয়া পাশা খেলা আরম্ভ কর, তোমারই জয়লাভ হইবে।"—কুন্দলতার এইরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে আয়তাক্ষী শ্রীরাধা পুনরায় ক্রীড়ারম্ভ করিলেন ॥৩৭॥

এই খেলায় শ্রীরাধা জয়লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"এবার বেণু দাও।" শ্রীকৃষ্ণ বেণুর অন্বেষণে নিজ তুন্দবন্ধে হস্ত প্রদান করিয়াও বেণু না পাইয়া সখা মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, সখা! আমার বেণু কোথায় গেল? ॥৩৮॥

মধুমঙ্গল তখন স্বভাব সুলভ পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"বহুক্ষণ হইতে এই বনমধ্যাসীন আমিই কোথায়? আর পর্য্যটন-

দ্যূত-পান বনিতাসু বিষক্তঃ
ক ত্বমপি ভনুমান্ ক নু ধর্ম্মঃ ॥৩৯॥
কৌস্তুভস্তু গত এব য আসীদ্,
বেণুরেব তব মোহনমন্ত্রং।
সোঽপ্যগাদুপবিশন্নথ রীরী
গীতমাতনু মুখেন সুখেন ॥ ৪০ ॥
আর্য্য! সাধু ভণিতং গতবেণুঃ
কেন কর্ষত বনং প্রতি রামাঃ।
যাপয়িষ্যতি কথং বত যাম-
নেষ সঙ্কটমিদং তব চাভূৎ ॥৪১॥

পৃষ্টঃ স মধুমঙ্গল আহ। চিরকাল' ব্যাপ্যৈব বনেঽহমাহং বা ক। ভ্রমণ-কৌতুক-মত্তস্ত্বং বা ক। অত্যন্তাসম্ভাবনায়াং ক দ্বয়ং। তনুমান্ ধর্ম্মস্বরূপো ঽহং বা ক ॥ ৩৯ ॥

সোঽপি বেণুরগাৎ গতঃ অধুনা উপবিশন্ সন্ সুখেন গীতং আতনু ॥৪০॥

ললিতাহ। আর্য্যেতি গতবেণু রেবঃ কেন হেতুনা বনং প্রতি —কর্ষতু। কথং যামান্ যাপয়িষ্যতি। তব চ গমনাগমনরূপ দৌত্য-কর্ম্মণি সঙ্কট মভূৎ ॥৪১॥

কৌতুক-মত্ত তুমিই বা কোথায়? মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ আমিই কোথায়? আর দ্যূত-পান-বনিতাসক্ত তুমিই বা কোথায়? ॥৩৯॥

তোমার কৌস্তুভমণি ত পূর্ব্বেই গিয়াছে, অবশিষ্ট তোমার যে মোহন অস্ত্র বেণুটী ছিল, সেটাও চলিয়া গেল, এখন যেখানে সেখানে বসিয়া কেবল মুখে গোপজাতি-সুলভ "হীহী রীরী" গান করিতে থাক ॥৪০॥

বাক্‌চতুরা ললিতা তেমনই ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন—"আর্য্য! তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ,—তোমার সখার বেণু গিয়াছে এখন কি উপায়ে ব্রজসুন্দরীগণকে এই বনমধ্যে আকর্ষণ করিবেন এবং কি রূপেই বা কালযাপন করিবেন? ব্রজসুন্দরীগণকে তোমার সখার নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুন গমনাগমনরূপ দৌত্য কর্ম্মের গুরুভার

কিংব্রবীষি ললিতে! ত্বমিহৈকা
প্রেমবত্যসি কৃপালুরতো মে।
সঙ্কটংত্বদপনেষ্যসি ধন্যে-
ত্যস্ময়ন্ত সুদৃশো বটু বাক্যাৎ ॥৪২॥
ত্বং যয়া দ্বিজ! বৃতোঽস্যয়ি! দুর্গা-
দত্তদিব্যবলিভুক্ স্ব পুরোধাঃ।
সা স্বদৃঢ়তনুরেষ্যতি পদ্মা
সখ্যরুর্দবয়িতা তব সখ্যুঃ ॥৪৩॥

বটুস্তাং প্রত্যাহ। হে ললিতে! একা ত্বমেবাত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী। মযি চ কৃপালুরসি অতো ধন্যা ত্বং মৎ সঙ্কটমপনেষ্যসি। তথাচ কৃপয়া স্বয়মেবাগত্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনং করিষ্যসীতিভাবঃ। ইতি মধুমঙ্গল বাক্যাৎ সর্ব্বাঃ সুদৃশঃ অস্ময়ন্তঃ হাস্যং চক্রু ॥৪২॥

কুপ্যন্তী ললিতা আহ। হে দ্বিজ! যয়া বৃতঃ অতএব পুরোধাঃ পুরোহিতঃ সন্ দুর্গায়ৈ দত্তস্য দিব্য বলেঃ পুজোপহারস্য ভোক্তা অসি। সা পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী স্বদৃঢ়-তনুঃ অর্থাত্তব স্কন্ধে আরুহ্য অত্র কুঞ্জে আয়াষ্যতি। তব সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অরুঃপীড়াং দবয়িতা। পক্ষে হে দ্বিজ! পক্ষিন্। হে দুর্গয়া আদত্ত! স্ববলিভুক্তেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ। বলিভুগ্বায়সস্ত্বং যয়া বৃতোঽসি। স্বস্য পুরে ধাবতীতি স্বপুরোধা ঔণাদিকঃ ॥৪৩॥

সম্প্রতি তোমারই স্কন্ধে পড়িল দেখিতেছি,—সুতরাং তোমারই মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল ॥৪১॥

মধুমঙ্গল একটু বিনম্র বাক্যে কহিলেন—"কি বলিতেছ ললিতে! তুমিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী এবং আমার উপরেও বিশেষ কৃপাবতী, অতএব তুমিই ধন্যা! কৃপা করিয়া এই ব্রাহ্মণের সঙ্কটটী তোমাকে দূর করিতেই হইবে! তুমি স্বয়ং আসিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে আর আমাকে গমনাগমন করিতে হইবে না।" বটুর এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া সুলোচনা ব্রজ-রামাগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ॥৪২॥

ললিতা তাহাতে কুপিতা হইয়া কহিলেন—"ওহে দ্বিজ! তোমাকে

মুঞ্চ হাস্যমিদমুদ্দিশ বংশীং
কৃষ্ণ! বেদ্মি ন গতির্ললিতে! ত্বং।
ত্বৎসখী কিমহরন্নহি বিষ্ণুঃ
কাপি নাত্র পরবস্তু জিহীর্ষুঃ ॥৪৪॥
সাচ্যুতা মম হৃতৈব ভবত্যা
দোলকেলিমনু তুন্দপটান্মা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। মুঞ্চেতি। ললিতাহ। হে কৃষ্ণ! অহং ন বেদ্মি। কৃষ্ণ-আহ। গতিরিতি। ললিতাহ। নহীতি, আসাং মধ্যে কাপি পরবস্তু জিহির্ষুর্নাস্তি ॥৭৩॥

পৌরহিত্যে বরণ করিলে তুমি যাহার পুরোহিত হইয়াও শ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত দিব্য বলি অর্থাৎ পূজোপহার ভোজন করিয়া থাক, সেই পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী তোমার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক এই কুঞ্জে আসিয়া তোমার সখার কন্দর্প-পীড়া দূর করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"ওহে দ্বিজ! অর্থাৎ ওহে পক্ষিন্! ওহে দুর্গা-কর্ত্তৃক-স্ববলিরূপ-স্বীকৃত! তুমি বলিভুক্ অর্থাৎ বায়স, তোমাকে যে বরণ করে, তুমি তাহারই অগ্রে অগ্রে (ভোজনের লোভে) ধাবিত হইয়া থাক ॥৪৩॥

ললিতার রোষ-কষায়িত পরীহাসবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"ললিতে! এখন হাসি রাখ, আমার বংশী কোথায় বল।"

ললিতা উপেক্ষাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! আমি কি জানি?" শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে কহিলেন—ললিতে! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তোমার সখী শ্রীরাধা চুরি করিয়াছেন কি না বল?"

ললিতা ঈষৎ তীব্রভাবে কহিলেন—"বিষ্ণু! বিষ্ণু! এরূপ সন্দেহ হ'তেই পারে না! আমাদের মধ্যে পরবস্তু-হরণাভিলাষিণী কেহই নাই ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হিন্দোল ক্রীড়ার সময়ে আমার তুন্দবন্ধ হইতে মুরলীটী পড়িয়া গিয়াছিল, তুমি নিশ্চয়ই সেই সময় হরণ করিয়াছ।"

মাধবার্ক-শপথঃ সখি ! পানে
সীধুনঃ কিমু শপেঽচ্যুত ! বিষ্ণোঃ ॥৪৫॥
কশ্চিদম্বুযুধিবা নহি নহে-
বাম্বুজেক্ষণ ! তদেব হি দিব্যং।
তর্হি মে ক্ব নু গতা বত বংশী
কৌতুকং কিমিহ পশ্যথ সভ্যাঃ ! ॥৪৬॥
দাতুমপ্রভু মহো ? গ্রহমেষা
ত্বাং নিবধ্য ভুজবল্লরিপাশৈঃ।

দোল কেলৌ মম তুন্দবন্ধাদ্বিচ্যুতা সা ভবত্যৈব হৃতা। হে মাধব ! সূর্য্য-শপথঃ। হে সখি ! মধুপানে বা কিং হৃতা। হে অচ্যুত ! বিষ্ণোঃ অর্থঃ ॥৪৫॥
হে অম্বুজেক্ষণ ! তদেব দিব্যং ॥৪৬॥৪৭॥

ললিতা।—মাধব ! সূর্য্যদেবের শপথ ক'রে বলিতেছি, আমি তোমার মুরলী লই নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ।—সে সময় না হয়, ঠিক মধুপানের সময় লইয়াছ কি বল ?"

ললিতা।—হে অচ্যুত ! আমি বিষ্ণুর শপথ বলিতেছি, তোমার মুরলী হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে ঠিক জলযুদ্ধের সময় লইয়াছ ?

ললিতা।—না না অম্বুজেক্ষণ ! আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার মুরলী কখনই হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"তবে আমার মুরলী কোথায় গেল ?"

ললিতা হাস্য করিয়া উঠিলেন—কহিলেন "ওগো সভ্যগণ ! ইহা এক মন্দ কৌতুক নয়, দেখ দেখি, উনি নিজে কোথায় মুরলী হারাইয়া আসিয়া শেষে আমাদিগের উপর চৌর্য্যের দাবী দিতেছেন ॥৪৬॥

তখন কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"অহো !

যদ্বিয়ম্বতি মনোজনৃপাগ্রে
কাত্র যুক্তিরিতি কুন্দলতোচে ॥৪৭॥
হন্ত! কিংব্রজপুরন্দর-সূনোঃ
কষ্টমেতদবলোকিতুমীশে।
ক্ষমাতাং তদথবা পণহেতোঃ
পীতচেল মুররীকুরু রাধে! ॥৪৮॥
মাধবোঽবদদয়ে! সমধীত
জ্যোতিষাগম! সখে! গণয়াসাং।
কা জহার মুরলীমথ কিঞ্চি-
দ্ধ্যাবয়ন্ স ললিতেতি জগাদ ॥৪৯॥

নান্দীমুখ্যাহ। হন্ত কিং ভুজ-পাশৈর্বদ্ধা রাজাগ্রেশ্রীকৃষ্ণস্য নয়নরূপবষ্টং অবলোকিতু মহং কথমীশে ॥৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে অধীত-জ্যোতিষাগম! মধুমঙ্গল! গণয়, আসাং মধ্যে কা জহার ॥৪৯॥

তুমি যখন পাশ-ক্রীড়ায় মুরলী পণ রাখিয়া হারিয়াছ, তখন মুরলী দিতে না পারিলে শ্রীরাধিকা তোমাকে বাহুলতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া এখনই মন্মথ-রাজের নিকট লইয়া যাইবেন, এক্ষণে ইহারই বা যুক্তি কি? ॥৪৭॥

এই কথা শুনিয়া নান্দীমুখী কহিলেন—"হায়! রাধে! তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বাহুলতা-পাশে বন্ধন করিয়া কন্দর্প রাজাগ্রে লইয়া গেলে, আমরা তাঁহার সেই কষ্ট কখনই দেখিতে পারিব না। অতএব আমাদের অনুরোধে হয়, তাঁহাকে ক্ষমা কর, নতুবা পণের স্বরূপে উহার পীত উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টা হও ॥৪৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে কহিলেন—"ওহে সখে! তুমি ত জ্যোতিষাগম সমগ্ররূপেই অধ্যয়ন করিয়াছ, গণনা করিয়া দেখ দেখি, ইহাদের মধ্যে কে আমার মুরলী চুরি করিয়াছে।"

মধুমঙ্গল কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—'ললিতা' ॥৪৯॥

নাহমস্মি কুটীলেতি বদন্তী-
মাহ তাং গিরিধরো রসনাং স্বাং।
কঞ্চুকীং কচ-ততিং চ বিমুক্ত-
গ্রন্থিমীক্ষয়ন্ চেন্মম কা ভীঃ ॥৫০॥
সা ক্রুধা বহু দুধাব নিচোলং
দ্রাগথাত্ত চিকুরো হরিরস্যাঃ।
কঞ্চুকীং করধৃতোঽপি নখৈর্দ্দন্
লোচনেঙ্গিত বিদত্যজদেনাং ॥৫১॥

হে কুটিল! নাহমস্মীতিবদন্তীং ললিতাং গিরিধর আহ। হে ললিতে স্বীয়াং রসনাং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাং বিমুক্তগ্রন্থিং ঈক্ষয় ॥৫০॥

সা ললিতা দ্রাক্ শীঘ্রং নিচোলং দুধাব কম্পয়ামাস। অথানন্তরং অস্যা আত্তচিকুরো হরিঃ ললিতয়াকরেণ ধৃতো অর্থাৎ নিবারিতোঽপি কঞ্চুকং নখৈর্দ্দন খণ্ডয়ন্ রাধিকাং প্রতি ললিতায়া লোচনেঙ্গিতবিৎ কৃষ্ণঃ এনাং ললিতা মত্যজৎ ॥৫১॥

ললিতা তৎ শ্রবণে কহিলেন—"ওহে কুটিল! আমি চুরি করিব কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"শুন ললিতে! তুমি এখন তোমার কঞ্চুকী (কাঁচুলী), কবরী, নিবীবন্ধ বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া আমাকে দেখাও, অন্যথায় আমি নিজেই উন্মোচন করিয়া দেখিব ইহাতে আমার ভয় কি আছে ॥৫০॥

এই কথা শুনিয়া ললিতা ক্রোধভরে শীঘ্র স্বীয় পরিধেয় বসন বহুবার কম্পিত করিতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা ললিতার কবরী ধারণপূর্ব্বক তাঁহার করপল্লব দ্বারা বারংবার নিবারিত হইয়াও নখদ্বারা বক্ষের কঞ্চুকী খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাহাতে ললিতা নয়নেঙ্গিতে শ্রীরাধা ই মুরলী হরণ করিয়াছেন, জানাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥৫১॥

রাধিকামথ তথৈব বিশাখাং
তত্তদক্ষি-তট-ধূনন-সুন্নঃ।
স ব্যকর্ষদপরা অপি চক্রে
ন ক্ষণাৎক্রটিত-কঞ্চুলিকাঃ কিং ॥৫২॥
তাবদেত্য বনদেব্যথ কাচিৎ
প্রাহ সূর্য্যসদনে জটিলাগাৎ।
তাস্ততো নিখিলকেলি-মুদস্তু
ত্রস্তনেত্র মগুরস্তিক মস্যাঃ ॥৫৩॥
কিংস্থ রে! ক নু বিলম্বমকার্ষিঃ
স্নাতুমন্ত্য যদগাং সুর-নদ্যাং।

তাসা মক্ষিতট-ধূননেন সুন্নঃ প্রেরিতঃ সন্ রাধিকাং তথৈব বিশাখাং স ব্যকর্ষৎ। অপরা অপি সখিঃ কিং ক্ষণাৎ ক্রটিত-কঞ্চুলিকাঃ ন চক্রে ॥৫২॥৫৩॥

এইরূপে ললিতার নয়নেঙ্গিত পাইয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ললিতার ন্যায় শ্রীরাধিকার কঞ্চুকাদি খণ্ডন করিলেন এবং শ্রীরাধিকার নয়নেঙ্গিতের প্রেরণায় বিশাখারও সেই দশা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে এক এক জনের নয়নেঙ্গিতের সূচনায় অপর সকল সখীই ছিন্ন-কঞ্চুলিকা হইলেন ॥৫২॥

অতঃপর তৎকালে জনৈকা বনদেবী আসিয়া কহিলেন—"সূর্য্য-মন্দিরে জটিলা আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ক্রীড়া-কলা পরিত্যাগ করিয়া ত্রস্ত নয়নে জটিলার সমীপে গমন করিলেন ॥৫৩॥ *

* পদ।—রাধা-মাধব, পাশা খেলত,করি কত বিবিধ বিধান। দুহুঁক বচন-রীতি, কেবল পীরিতি, দুহু বর রসিক-নিধান॥ সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর। দুহু দোঁহা রূপ নয়ন ভরি পিবই দুহু কিয়ে চন্দ্র-চকোর॥ হাতাই হাত লাগল, যব খেলত, ভাবি অবশ তনু দেহ। আনন্দ-সাগরে নিমগন দুহুঁ মন, ভুলল নিজ নিজ গেহ॥ ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক বহে, জটিলাগমন অবাজ। রাধা মোহন পঁহু চতুর শিরোমণি সাজল বিজবর-রাজ॥ পঃ কঃ

কিং ন কুন্দলতিকামিহ বীক্ষে
সা গতা মম পুরোহিত হেতোঃ ॥৫৪॥
নৈতি কিং চিরমিয়ং কলয়ারা—
দাগতাং সহপুরোধ সমেনাং।
বিপ্রবেশধর কৃষ্ণ সমেতা
সা গতাথ নিজগাদ চ বৃদ্ধাং ॥৫৫॥

স্বরনদ্যাং মানসগঙ্গায়াং স্নাতুমদ্য অগাং মম পুরোহিতস্য হেতোঃ সা কুন্দলতিকা গতা ॥৫৪॥

ইয়ং কুন্দলতা চিরকালং ব্যাপ্য কথং ন এতি। রাধিকাহ পুরোহিতেন সহিতাং নিকটে আগতাং এনাং পশ্য ॥৫৫॥

জটিলা সন্দিগ্ধভাবে বধূ শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হারে! এতক্ষণ কি করিতেছিলে; কোথায় এত বিলম্ব হ'ল?

শ্রীরাধা কহিলেন—"আমরা আজ মানস-গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

জটিলা।—তবে কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন?

শ্রীরাধা।—সে আমার সূর্য্য-পূজার জন্য পুরোহিত আনিতে গিয়াছে। ৫৪॥

জটিলা।—এতক্ষণ হ'ল কুন্দলতা আসিতেছে না কেন?

শ্রীরাধিকা।—ঐ দেখুন, কুন্দলতা পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

অতঃপর বিপ্রবেশধর শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে কুন্দলতা আসিয়া বৃদ্ধা জটিলাকে কহিলেন। ৫॥

তথাহি পদ।—জটিলাগমন কথা শুনি সশঙ্কিত। সূর্য্যের মন্দিরে সবে হইল উপনীত॥ প্রবেশিল সবে সূর্য্য মন্দির ভিতরে। হেনকালে তথা আসি জটিলা উতরে॥ দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা। দেখে যত বসিয়াছে আভীরীর বালা॥ কুন্দ তথা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥ জটিলা কহয়ে কেনে কোথা গেল বটু। কুন্দলতা কহে তোমার কথায় ভেল কটু॥ আর এক বিপ্র আছে গর্গ মুনির শিষ্য। জটিলা কহয়ে তবে আনহ অবশ্য॥ শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে॥ পঃ কঃ তঃ

নাদ্য কোঽপি চির মার্গসাতোঽপি
প্রাপ্যতে দ্বিজসুতো নিজ গোষ্ঠে।
কিন্ত্বয়ং মধুপুরীভব আগা—
দত্র গর্গ কলিতাখিলবিদ্যঃ ॥৫৬॥
এনমেব বহুবর্ণিনমত্র
স্তৌতি পণ্ডিততর্তির্ম্মতিমন্তং।

পক্ষে গর্গেণ কলিতা জ্ঞাপিতা অখিলা বিদ্যা যস্য সঃ। মধুপুরী ভব ইতি সত্যৈব সরস্বতী ॥৫৬॥

এনং বর্ণিনং ব্রহ্মচারিণং বহু স্তৌতি। পক্ষে বহুরূপিণং শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইতি তু সরস্বতী। পুরোঽগ্রে বধ্বা হিততয়া বৃণু ॥৫৭॥

"আর্য্যে! আজ বহুক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিয়াও আমাদের গোষ্ঠে একজনও দ্বিজপুত্র পাইলাম না, অনেক কষ্টে মধুপুরীবাসী নিখিল বিদ্যাবিদ্ এই গর্গ-শিষ্য বটুকে পাইয়াছি ॥৫৬॥ *

* তথাহি পদ।—জটিলা আসিয়া তবে, কহয়ে সবারে এবে, পুরোহিত আনহ যাইয়া। শুনি পুন কুন্দলতা, হয়ে অতি হর্ষচিতা, সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥ দেখে কৃষ্ণ অপরূপ লীলা। ধীর শান্ত কলেবর, সাক্ষাৎ বিপ্রবেশধর, কেহো নাহি লখিতে নারিলা॥ আসি কুন্দলতা দেবী, কহয়ে বৃদ্ধারে ভাবি, মাথুর দেশীয় গর্গছাত্র। ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে, না দেখে অবলা করে, আমার সাধনে আইলা মাত্র॥ শুনি সেই হর্ষমতি, করয়ে মিনতি স্তুতি, ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে। এই বিপ্র বিজবর, সুশীল সর্ব্বগুণধর, পৌরহিত্যে বরহ ইহারে॥ শুনি রাই হর্ষ হৈয়া, ধীরে ধীরে কহে যাঞা, এই মোর মিত্র পূজিবারে। বিশ্বশর্ম্মা নামে খ্যাত, জগত-মঙ্গল গোত্র, পুরোহিতে বরিনু তোমারে॥ তবে সেই বিপ্রবর, কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর, রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল। নমো নমো মিত্র-বরে, এই মন্ত্র উচ্চারে, অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমর্পিল॥ তবে বৃদ্ধ হর্ষভরে, দক্ষিণা লইতে তারে,পুনঃ পুন যত্নেতে সাধিল। তেহোঁ কহে কার্য্য নাহি, তোমা সবার প্রীতি চাহি, এই মোর দক্ষিণা হইল॥ তবে সেই তুষ্ট হৈয়া, রতন মুদ্রাদি দিয়া, কহে নিত, করাবে পূজন। দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা, রাইকে লইয়া গেলা, সঙ্গে চলু এ যদু নন্দন॥ পঃ কঃ তঃ

. তন্ময়াগ্রহশতৈরিহ নীতং
ত্বং পুরোহিত তয়া বৃণু বধ্বাঃ ॥৫৭॥
ত্বং জরত্যবদদস্ত কৃতার্থে—
বাস্তবং ভবদবেক্ষণ-মাত্রাৎ।
বিপ্রবর্য্য! পরিপূরিতকামাং
মদ্বধূং কুরু সমর্চ্চয় মিত্রং ॥৫৮॥
ধীরতার-নয়নঃ সিতবাসা
দর্ভ-সম্বলিত-পুস্তক-পাণিঃ।
সামগান-মধুর-স্বর-কণ্ঠো
মূর্ত্তিমান্ শম ইবেষ তদোচে ॥৫৯॥
বর্ণিনো যদপি নোচিতমেব
স্ত্রীবিলোকন মথাপ্যতিসাধ্বীং।

বিশেষেণ প্রকর্ষেণ বর্য্যেতি সরস্বতী। মিত্রং সূর্য্যং। পক্ষে মিত্রং ত্বাং অর্চ্চয় তত এব বধূং পূরিত-কামাং কুরু ॥৫৮॥

এষ শ্রীকৃষ্ণস্তদাউচে। কথম্ভূতঃধীরে তারে যয়োস্তথা ভূতে নয়নে যস্য ॥৫৯॥

তথাপি বস্ত্রেণ আচ্ছাদিত তনুং অতি সাধ্বীং কামং বাঞ্ছিতং প্রাতি পূরয়তি

এই মতিমান বহুবর্ণী অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে পণ্ডিতগণ বহুস্তুতি করিয়া থাকেন, আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া ইঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, আপনি বধূর হিতার্থ পুরোহিতরূপে ইহাঁকে বরণ করুন।

এস্থলে "বহুবর্ণী" বাক্যের শ্লিষ্টার্থ বহুবেশধারী এবং শুক্ল, রক্ত, পীতাদি যুগে যুগে বহুবর্ণ-বিশিষ্ট ॥৫৭॥

জটিলা তখন সেই বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"বিপ্র-রাজ! আজ আমি তোমার দর্শন মাত্রেই কৃতার্থা হইয়াছি। সূর্য্য পূজা করাইয়া আমার বধূর মনস্কামনা পূর্ণ কর ॥৫৮॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই অচঞ্চল তারকাযুক্ত নয়ন, শুভ্র বসনধারী, দর্ভ-সম্বলিত পুস্তক-পাণি, সামগানে মধুরকণ্ঠ, বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শমের ন্যায় কহিলেন ॥৫৯॥

কারয়েস্তুত তমুমিহ কাম—
প্রাংশুমদ্ যজন মদ্য তু বৃদ্ধে ॥৬০॥
স্বস্তি-বাচন পুরঃসর মেতাং
পূজয়ন্নথ জগাদ নতাক্ষীং।
বাসরে নবরসাদর সেবা—
চার্য্য মত্র বৃণু মাং খিমু মিত্রং ॥৬১॥
ত্বং স্মরার্চ্চণ বিধে রুপচারা—
নাহরস্ত্যলমু তোষয় ভাবৈঃ।

কামপ্রং অংশুমতঃ সূর্য্যস্য যজনং কারয়ে। পক্ষে কামপূরক কান্তিকং মদ্ যজনমিতি চ্ছেদঃ ॥৬০॥

এতাং পূজয়ন্ পূজয়িতুং জগাদ। বাসরস্য ইনবরঃ প্রভুবরঃ সূর্য্যস্তস্য সাদরসেবাচার্য্যং মাং বৃণু মিত্রং সূর্য্যং চ খিমু সুখয়। পক্ষে বাসরে দিবসে এব নবরসস্য অদরসেবা অনল্পাস্বাদঃ মিত্রং মাং ॥৬১॥

"অয়ি বৃদ্ধে! যদ্যপি ব্রহ্মচারিদিগের পক্ষে স্ত্রীলোক দর্শন করা উচিত নহে, তথাপি তোমার এই অতি সাধ্বী বস্ত্রাবৃত-তনু বধূকে 'কামপূরক-অংশুমৎ-যজন' অর্থাৎ বাঞ্ছা-পরিপূরক সূর্য্যার্চ্চন করাইব।

এস্থলে 'কাম-পূরক অংশুমৎ-যজন' এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাকে কহিলেন—'কাম-পূরক কান্তি-বিশিষ্ট মৎ-যজন' অর্থাৎ আমারই পূজা করাইব ॥৬০॥

অনন্তর বিপ্রবেশী রসিকশেখর স্বস্তিবাচন করিয়া আনতনয়না শ্রীরাধাকে পূজা করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"অয়ি সাধ্বি! তুমি 'বাসরেনবর সাদর সেবাচার্য্য' অর্থাৎ বাসরের (দিবসের) প্রভুবর যে সূর্য্য তাঁহার সাদর সেবাচার্য্যরূপে আমাকে বরণ কর এবং মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেবকে সুখী কর।

পক্ষান্তরে "বাসরেনবরসাদর-সেবাচার্য্য মিত্র" এই বাক্যের অক্ষর বিশ্লেষণে এই শ্লিষ্টার্থ প্রকাশ করিলেন যে, এই দিবসের মধ্যে নব-রসের অদর অর্থাৎ অনল্প (প্রভূত) আস্বাদক মিত্রস্বরূপে আমাকে বরণ করিয়া সুখী কর ॥৬১॥

বচ্মি মন্ত্র মহমোং জয়সর্ব্ব—
ব্যাপকেশ্বর! জগদ্ধিতকারিন্! ॥৬২॥
ভাস্করেক্ষণ! তমোনুদ! শশ্বৎ
পদ্মিনীগণ বিকাশকভানো!।
ধর্ম্মদায় পরমার্থ সবিত্রে
কামদায় মহসেহস্তু নমস্তে ॥৬৩॥
পত্যুরস্তু কৃপয়া তব ভাস্বদ—
যাগতোহযুত গবাপ্তিরমুষ্যাঃ।

অর্চ্চন-বিধেরুপচারান্ আহরন্তী সতী মিত্রং স্মর মনন মাত্রং কুরু। ভাবৈস্তাং তোষয়। পক্ষে কন্দর্পার্চ্চনস্য বিধেঃ। মন্ত্রং তু অহমেব বাচ্মি। জয় সর্ব্বেত্যাদি পদং উভয় পক্ষে সঙ্গমনীয়ং ॥৬২॥

হে পদ্মিনীগণ-বিকাশকভানো! পক্ষে পদ্মিনীগণ বিকাশকঃ ভানুঃ কিরণো যস্য। পক্ষে ধর্ম্মদায় ধর্ম-খণ্ডকায় নমঃ। পক্ষে পরমো যঃ সঙ্গরূপোহর্থস্তস্য সবিত্রে জনয়িত্রে ॥৬৩॥

এক্ষণে অর্চ্চন-বিধির উপহার সমূহ সংগ্রহ করিয়া মিত্রে স্মরণ কর এবং ভাবনিবহ দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান কর।"

এস্থলেও মূলের "স্মরার্চ্চন-বিধেঃ" এই বাক্যের শ্লিষ্টার্থ—"কন্দর্প-পূজার বিধান অনুসারে উপচার আহরণ করিয়া তোমার এই মিত্রকে অর্থাৎ প্রাণবন্ধুকে পরিতুষ্ট কর।"

তারপর এই মন্ত্র বলিতেছি পাঠ কর—ওঁ জয় সর্ব্বব্যাপক! ঈশ্বর! জগৎহিতকারিন্! ভাস্করেক্ষণ! তমোনুদ! সদা পদ্মিনীগণ-বিকাশক-ভানো! তুভ্যং নমোহস্তু, ওঁ ধর্ম্মদায় নমঃ, ওঁ পরমার্থ সবিত্রে নমঃ, ওঁ কামদায় নমঃ, ওঁ মহসে তুভ্যং নমঃ।" উক্ত মন্ত্রের শ্লিষ্টার্থ এই যে, হে ইক্ষণ-তমোনুদ অর্থাৎ হে অদর্শনজনিত দুঃখ-হারিন্! নিত্য পদ্মিনী রমণীগণের প্রফুল্লতা বিধায়িনী কান্তিধারিণ, ধর্ম্মদ—ধর্ম্ম-খণ্ডক, সম্ভোগরূপ পরমার্থ-জনয়িত্রে! কামদ—প্রেমদ ॥৬২॥৬৩॥

কল্য তানবরতং চিরমায়ু—
র্বৃদ্ধিরিত্য মুময়া বত বৃদ্ধা ॥৬৪॥
এব মস্ত্বিতি বদত্যঘ-শত্রা-
বেত্য তত্র মধুমঙ্গল উচে।
সূর্য্যসূক্ত মহমেব পঠামী—
ত্যক্ষি পদ্দৃশ মশেষনিবেদ্যে ॥৬৫॥
মূর্খ! লম্পট-সখ! ত্বমিহাগাঃ
কিং বটুঃ প্রতিদিনং পুনরেষঃ।

তব কৃপয়া অমুষ্যাঃ পত্যুঃ সূর্য্যযাগাৎ অযুতগবাপ্তিরস্তু। পক্ষে তব পত্যুরিতি সামানাধিকরণ্যং। অযুত কান্তি প্রাপ্তিরস্তু। অনবরতং নিরন্তরং। কল্যতা নৈরুজ্যং। নিরাময়ং কল্য ইত্যভিধানাৎ। পক্ষে কল্যতা সামর্থ্যে তজ্জন্যং নবং নবং রতঞ্চ ॥৬৪॥

এবমস্ত্বিতি শ্রীকৃষ্ণে বদতি সতী তত্র মধুমঙ্গল এত্য উচে অহং পঠামী- ত্যুক্ত্বা লোভেন অশেষ নৈবেদ্যে দৃশমক্ষিপৎ ॥৬৫॥

এইরূপে বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্রার্চ্চন করাইলে বৃদ্ধা জটিলা অতীব সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন—"হে বিপ্রবর! তোমার আশীর্ব্বাদে এই সূর্য্যযজ্ঞের ফলে আমার বধূ শ্রীরাধার পতি অর্থাৎ অভিমন্যুর অযুত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুতসংখ্যক গোধন লাভ হউক, এবং নিরন্তর আরোগ্য ও চিরায়ু বৃদ্ধি হউক; ইহাই আমার প্রার্থনা।

এস্থলে "তব পত্যুঃ" এই বাক্যে "এই বধূর পতি তুমি, তোমার কৃপায় ইহাঁর অপার সুখলাভ হউক এবং 'কল্যতা-নব-রত' এই বাক্যে সামর্থ্য জন্য নবনব ক্রীড়াবিলাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক;" এইরূপ গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥৬৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ "এবমস্তু" অর্থাৎ এইরূপই হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠিক এই সময়েই মধুমঙ্গল তথায় আগমন করিয়া "আমি সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিতেছি" বলিয়া তথায় থরে থরে সাজান বিবিধ নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

পূজয়িষ্যতি বধূমতি সৌম্যঃ
শ্যাম ইত্যদয়য়জ্জরতী ত্বং ॥৬৬॥
পূর্ণতাং যদি জগাম মহেষ্টি—
র্দক্ষিণামিয় মদত্ত সুবর্ণম্।
নাগ্রহীদয় মথৈত্য বটুস্ত-
ন্নীতবানথ নিবেদিত মাদ ॥৬৭॥
সাম্প্রতং শৃণু সতী কুলবর্য্যে!
ভাস্বতে নম ইতীহ পঠন্তী।
উত্থিতা কৃত-পরিক্রমণা ত্বং
ক্ষৌণি-লগ্ন-শিরসা প্রণমামুং ॥৬৮॥
সা তথা বিদধতী তদুদঞ্চৎ
পাটবামৃত রসার্পিত-চিতা।

হে লম্পট-সখ! ত্বং কথ মত্রগাঃ ॥৬৬॥

যদি মহেষ্টিঃ পূর্ণতাং জগাম। তদা ইয়ং বৃদ্ধা সুবর্ণং দক্ষিণামদত্ত। অয়ং ব্রহ্মচারী ন অগ্রহীৎ। বটু স্তত্রত্য সুবর্ণং নীতবান্। নিবেদিতং চ আদ ভক্ষিতবান্ ॥৬৭॥৬৮॥

তদ্দর্শনে জরতী কুপিতা হইয়া মধুমঙ্গলকে কহিলেন—'ওরে মূর্খ! লম্পটের বন্ধু। তুই এখানে আসিয়াছিস্ কেন? এই অতি সৌম্য শ্যামকান্তি বটু প্রতিদিন আসিয়া আমার বধূকে পূজা করাইয়া যাইবেন। ৬৬॥

এই মহাযজ্ঞ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধা বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণকে সুবর্ণ-দক্ষিণা দান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করায় মধুমঙ্গল আসিয়া গ্রহণ করিলেন এবং নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

দক্ষিণান্তের পর বটুবেশী বিদগ্ধরাজ শ্রীরাধাকে কহিলেন—"অয়ি সতীকুল-শিরোমণি! সম্প্রতি যাহা বলিতেছি শুন, 'ভাস্বতে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্থিত হইয়া প্রথমে প্রদক্ষিণ কর, পরে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া উহাঁকে প্রণাম কর ॥৬৮॥

বেণিতষ্ঠণদিতি ক্ষিতি-পৃষ্টে
নোবিবেদ মুরলীং নিপতন্তী ॥৬৯॥
কিং কিমেতদিতি তাং জরতীত্রা—
গাদদেহপারচিত্য ধুতাস্যা।
হুংহুমিত্যরুণ-দৃষ্টি রতর্জ—
দ্গর্জ হুদ্যদুরগীব মৃগাক্ষীং ॥৭০॥
শৈল-সানুগতয়া পতয়ালু—
র্বংশিকা ধ্রুব মলম্ভো ময়ার্য্যে!।

তথা নমনং বিদধতী সাতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদঞ্চৎ উদয়ং প্রাপ্নুবৎ যৎ পাটবামৃতং তস্যাস্বাদে অর্পিতচিত্তা সতী বেণিতষ্ঠণদিতি শব্দং কৃত্বা ক্ষিতিপৃষ্টে নিপতন্তীং মুরলী ন বেদ ॥৬৯॥

ধৃতাস্যা কম্পিতাস্যা সা অরুণ দৃষ্টিঃ সতী অতর্জৎ। গর্জন্তী উচ্ছলন্তী পন্নগী ইব ॥৭০॥

শৈল সানুগতয়া ময়া পতয়ালুর্ব্বংশিকা অলম্ভি। যমুনায়াং ক্ষেপণায় তৎ স্থানাং ইয়ং গৃহীতা কিং ত্বং কুপ্যেঃ ॥৭১॥

শ্রীরাধিকা তাহাই করিলেন এবং বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকাশমান পটুতামৃতের আস্বাদে তাঁহার চিত্ত এমনই বিভোর যে, মস্তকাবনত করিয়া প্রণাম করিবার কালে বেণী মধ্য হইতে "ঠনৎ" শব্দ করিয়া ধরাতলে কখন মুরলী পতিত হইয়াছে, তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারিলেন না ॥৬৯॥

বৃদ্ধা সেই শব্দ শুনিয়া আগ্রহ ভরে "কি কি পতিত হইল" বলিয়া ত্বরায় মুরলীটী কুড়াইয়া লইলেন এবং উহা শ্রীকৃষ্ণের সেই কুলনাশা মুরলী চিনিতে পারিয়া ক্রোধে বদন কাঁপাইতে লাগিলেন এবং অরুণিম নয়নে 'হুঁ হুঁ' শব্দ করিয়া বিষধরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মৃগ-নয়না শ্রীরাধাকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

জরতীর এই রোষোদ্দীপ্ত ভাবদর্শনে শ্রীরাধিকা বিনয়-নম্রবাক্যে

দুঃখদেয় মিতি সূর সুতায়াং
ক্ষেপণায় কলিতা কিমু কুপ্যেঃ ॥৭১॥
হা! কলঙ্কিনি! দুরন্বয়জাতে!
মাং প্রতারয়তি নিত্য মিদানীং।
বৃদ্ধ-সংসদি নিবেদ্য যুতে ত্বৎ
কামুকস্য তব চাপ্যুচিতায় ॥৭২॥
কিং নিদানকমিদং বহু রোষা-
ক্রোশনং তব বধূং প্রতি বৃদ্ধে!
অপ্রসঙ্গবিদ মর্হতি বক্তুং
চেদ্বদাখিল হি[illegible]য়িনং মাং ॥৭৩॥

ত্বৎ কামুকস্য কৃষ্ণস্য তব চ উচিতায় উচিতশাস্তিং কর্তুং অহং যতে ॥৭২॥
অপ্রসঙ্গবিদং মাং বক্তুং অর্হতি চেৎ বদ ॥৭৩॥

কহিলেন—"আর্যে! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি এই বংশীটা গোবর্দ্ধনের সানুদেশে পড়িয়াছিল, আমি তথায় কুড়াইয়া পাইয়াছি, এই বাঁশীটা আমাদের বড় দুঃখ দেয়, ইহাকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিব বলিয়াই লইয়াছি। অতএব তুমি অনর্থক রাগ করিতেছ কেন ?৭১॥

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আরও রাগে গরগর করিতে লাগিলেন। বিকম্পিত স্বরে কহিলেন—"হা কলঙ্কিনি! হা অসদ্বংশজাতে! সম্প্রতি নিত্যই তুই আমাকে এইরূপে প্রতারিত করিয়া থাকিস্, আজ বৃদ্ধাগোপীদিগের সভায় এই সকল বিষয় নিবেদন করিয়া তোর আর তোর সেই কামুকের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে যত্ন করিব ॥৭২॥

বধূর প্রতি জটিলা এইরূপ তর্জ্জন করিতে লাগিলেন দেখিয়া বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'বৃদ্ধে! তোমার বধূর প্রতি বহু ক্রোধ ভরে এই যে তর্জ্জন করিতেছ ইহার কারণ কি ? আমি এই প্রসঙ্গ কিছুই বিদিত নাই, আমি তোমাদের নিখিল হিতকারী, আমার নিকট বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে তবে প্রকাশ করিয়া বল ॥৭৩॥

আর্য্য! বিপ্রতনয়! ব্রজরাজং
বেৎসি? তুংস তু পুরেঽপি যশস্বী।
তস্য কোঽপ্যজনি? সুমুরয়ঞ্চ
শ্রূয়তেঽঘবক-কেশিনিহন্তা ॥৭৪॥
তস্য কঞ্চন গুণং শৃণু সাধ্বী
কাপি নাম ধৃতয়েঽপ্যধিগোষ্ঠং।
ন স্থিতা যত ইয়ন্তু বধূটী
কেবলাস্তি ন চ বেদ্ম্যথ কিং স্যাৎ ॥৭৫॥
সেয়মস্য মুরলী পুনরস্যা
এষ গানমিষ মোহন-মন্ত্রৈঃ।
আনয়ন্ কুলবতীর্ব্বনমোংশ্রী—
বিষ্ণবে নম ইতি প্রকরোতি ॥৭৬॥

হে বিপ্রতনয়! ব্রজরাজং ত্বং বেৎসি? তুংজানামীত্যর্থঃ। স তু মম পুরে যশস্বী প্রসিদ্ধঃ। পুনর্বৃদ্ধা আহ। তস্য পুত্রঃ কোঽপি বর্ত্ততে? শ্রীকৃষ্ণ আহ। অয়মপি অঘবকাদি হন্তৃত্বেন মধুপুরে ময়া শ্রূয়তে ॥৭৪॥

অধি গোষ্ঠং গোষ্ঠে কাপি ন স্থিতা ॥৭৫॥

এষ নন্দপুত্রঃ! অস্যা গাননিষেণ মোহন মন্ত্রৈঃ। কুলবতীরানয়ন্ "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" ইতি করোতি ॥৭৬॥

জটিলা কহিলেন—"হে আর্য্য! হে বিপ্রনন্দন! তুমি কি ব্রজরাজকে জান? বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হাঁ, জানি বই কি? তিনি আমাদের মধুপুরেও মহাযশস্বী।" জটিলা—"তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছে জান?" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হাঁ, হাঁ, যিনি অঘাসুর বকাসুর ও কেশীনিহন্তা, তাঁহার খ্যাতিও মধুপুরে শুনিয়াছি ॥৭৪॥

জটিলা কহিলেন—"তাহার অপূর্ব্ব গুণের কথা বলি শুন, এই গোকুল মধ্যে সাধ্বী বলিয়া পরিচয় দিবার কেহই নাই, কেবল আমার এই বধূটীই আছে, জানিনা ইহার পর কি হইবে" ॥৭৫॥

তারপর মুরলীটী দেখাইয়া কহিলেন—"এই তার মুরলী, এই

তদ্ভিরা স্মিত বিরাজিত বক্ত্রো
ব্যাজহার মুরলী কিল কীদৃক্ ।
দেহি মহ্যমিতি স স্বকরেঽধা—
ত্তামনীক্ষিতচরীমিব পশ্যন্ ॥৭৭॥
আর্য্য ! কার্য্য বিদুষোঽস্তি তবেচ্ছা
চেদিমাং মণিময়িং নয় দত্তাং ।
যাত্বিয়ং ব্রজবনান্মধুপুর্য্যা
মত্র তিষ্ঠতু সতী-কুলধর্ম্মঃ ॥৭৮॥

বৃদ্ধা বচনেন স্মিত-বিরাজিতবক্ত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যাজহার মুরলীং—অনীক্ষিত-চরীমিব পশ্যন্ করে অধাৎ দধার ॥৭৭॥

হে আর্য্য ! অর্থগ্রহণ রূপকার্য্য বিদুষস্তব যদি ইচ্ছা স্যাত্তদা ময়া দত্তাং মণিময়ীং মুরলীং নয় ॥৭৮॥

মুরলীর গানরূপ মোহন মন্ত্রেই সেই নন্দপুত্র কুলবতীগণকে বনমধ্যে আনয়ন করিয়া—" এই বলিয়া লজ্জাবশতঃ "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলার এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ব্রীড়া-সঙ্কোচ ভাব অবলোকন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, কহিলেন—"বৃদ্ধে ! মুরলী কিরূপ, কখন দেখি নাই, আমায় দাও দেখি।" জটিলা মুরলী সেই কপট মুরলীধরের হস্তে প্রদান করিলে, তিনি যেন কখনও দেখেন নাই, এই ভাবে মুরলীটী দেখিতে লাগিলেন ॥৭৭।

জটিলা কহিলেন—"হে আর্য্য ! হে অর্থগ্রহণ-রূপ-কার্য্যাভিজ্ঞ ! তোমার যদি মুরলীটী গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই মণিময়ী মুরলীটী প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। যাক্ এই কুলধর্ম্মনাশা বাঁশীটা ব্রজবন হইতে মধুপুরীতে চলিয়া যাক ; এখানে সতী রমণীদিগের কুলধর্ম্ম বজায় থাকুক ।।৭৮।।

আদিশ ত্ব মধুনা নিজ গেহং
সম্মুখা ব্রুতময়ে সময়ে ত্বং।
নিত্য মেহি ধিমু নস্তব ভক্ত্যা
মদ্বধূ মনু গৃহান গুণাব্ধে ॥৭৯॥
ইত্যঘারি-চরিতামৃত-বল্লয়াঃ
সন্ততং ত্রিজগতি প্রারম্ভ্যাঃ।
মধ্যবাসর বিকাস্যরু কেলী-
পুষ্পবৃন্দ মধিগোষ্ঠ মচৈষং ॥৮০॥
প্রীতিরেব সুদৃশাং কুসুমানি
ব্যস্য তানি মদনোঽকৃচ্চ বাণান্।

অধুনা ত্বং আদিশ আজ্ঞাং দেহি সম্মুখা অহং গৃহং অয়ে। ত্বঞ্চ সূর্য্য পূজা সময়ে নিত্যং এহি। তব ভক্ত্যা নোঽস্মান্ ধিমু। পঞ্চে অনু অনন্তরং বধূং গৃহাণ স্বীকুরু ॥৭৯॥

মধ্যাহ্নলীলামুপসংহরতি। শ্রীকৃষ্ণস্য লীলারূপামৃত-বল্লয়া গোষ্ঠ-সম্বন্ধি অথ চ মধ্য দিবস বিকাসিকেলিরূপ—পুষ্পবৃন্দং অহং অচৈষং ॥৮০।

হে বিপ্রবর; আজ্ঞা কর, এক্ষণে বধূকে লইয়া আপন ভবনে শীঘ্র গমন করি। হে গুণসাগর! সূর্য্যপূজা সময় তুমি নিত্য আসিও। তোমার ভক্ত আমাদিগকে সুখী কর এবং আমার বধূর প্রতি অনুগ্রহ করিও ॥৭৯॥

এই সূর্য্যপূজা পর্য্যন্তই মধ্যাহ্নলীলার সমাপ্তি। এইরূপে অঘারি শ্রীকৃষ্ণের ত্রিজগতব্যাপিনী লীলামৃত-বল্লীতে মধ্যাহ্ন সময়ে বিকসিত যে গোষ্ঠ সম্বন্ধীয় ব্রজকেলিরূপ কুসুম-নিচয় চয়ন করিলাম তাহা সুদৃক্ অর্থাৎ জ্ঞানী ও সুনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের অতীব প্রীতি-প্রদ। এই কুসুমসমূহ বিস্তার করিয়াই কন্দর্পরাজ তাঁহার পুষ্পবাণ সমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বাণ সমূহই ব্রজসুন্দরীগণের সর্ব্বদা

তে চ মর্ম্মভিদ এব সদাসাং
তচ্চ শর্ম্ম-ভরিতং প্রিয়-যোগে ॥৮১॥
ইতি হরিমভিবন্দ্য স্বালয়ং সালিমধ্বা
স সমগমদ মন্দোৎকণ্ঠয়া যর্হি বৃন্দা।
প্রিয়সখ ধৃতপাণিঃ সোঽপি তৎপৃষ্ঠবর্ত্ম
প্রহিত নয়ন আপ স্বান্ সখীন্ রক্ষতো গাঃ।৮২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে মাধ্যাহ্নিকলীলাস্বাদনো
নাম পঞ্চদশ সর্গঃ ॥১৫॥

তানি কুসুমানি ব্যস্য বিস্তার্য্য কন্দর্পঃ বাণান্ অকৃৎ। তে চ বাণা আসাং ব্রজসুন্দরীনাং সদা মর্ম্মভিদ্ এব ভবন্তি তচ্চ বাণবিদ্ধং মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে শর্ম্ম ভরিতং সুখপূর্ণ মভূৎ ॥৮১॥

আলিন হিতয়া বধ্বা সমং বৃন্দা যদা অগমৎ তদৈব কৃষ্ণোঽপি গা রক্ষতঃ স্বান্ সখীন্ আপ ॥৮২॥

ইতি টীকায়াং পঞ্চদশঃ সর্গঃ। ১৫॥

মর্ম্মভেদী হয়। আবার এই বাণবিদ্ধ মর্ম্ম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সংযোগেই সর্ব্বথা সুখপূর্ণ হইয়া থাকে।৮০॥৮১॥

অতঃপর বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া বৃন্দা জটিলা সখীগণের সহিত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবতী স্বীয় বধূর সহিত যখন নিজালয়ে গমন করিলেন শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে স্বীয় প্রিয়সখার হস্তধারণ পূর্ব্বক সসঙ্গিনী শ্রীরাধার পৃষ্ঠবর্ত্মে নয়ন নিহিত করিয়া সখাগণ যথায় গোচারণ করিতেছেন তথায় উপনীত হইলেন ॥৮২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে মধ্যাহ্নলীলাস্বাদন
নাম পঞ্চদশ সর্গ ॥১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—০:০—

অথ প্রেম্ণঃ স্থেমন্যপি সমজনি স্থৈর্য্যরহিতা
প্রিয়া প্রেয়স্যক্ষ্ণোরমলকমলেদ্বন্দ্বমহসোঃ।
তটাৎ স্বস্থাবাসাৎ প্রবসতি বিদূরেদবথবো
বলাদাক্রম্যাস্যা হৃদয়নগরীং ভেত্তুমবিশন্ ॥১॥

প্রেম্ন স্থেমনি স্থৈর্য্যেপি সতি প্রিয়া ধৈর্য্যরহিতা অজনীতি বিরোধা ভাসালঙ্কারঃ। রাধিকায়া অমলকমলদ্বন্দ্বতুল্য কান্তিবিশিষ্টয়ো রক্ষ্ণোস্তটাৎ কথস্থূতাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য বাসগৃহাৎ তস্মাৎ প্রেয়সি শ্রীকৃষ্ণ বিদূরে প্রবসতি প্রবাসং গতবতি সতি। দবথবস্থিত বিষাদাদি রূপাস্তাপাঃ অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া হৃদয় নগরীং বলাদাক্রম্য ভেত্তুং অবিশন্ ॥১॥

ব্রজ-রঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ দূর প্রবাসে * গমন করিয়াছেন, ভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধা অমল-কমলদ্বয়-সন্নিভ কান্তি-বিশিষ্ট প্রিয়-বাসভবনরূপ নয়ন-যুগলের তটদেশ হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে প্রেমের স্থিরতা সত্ত্বেও প্রেমময়ী শ্রীরাধা অতীব ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। বিষাদাদি তাপ-নিচয় যেন তাঁহার হৃদয়-নগরী বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভেদ করিবার নিমিত্ত তথায় প্রবিষ্ট হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূরে গোষ্ঠে গমন করায় তাঁহার অদর্শনে শ্রীরাধার হৃদয়দেশ বিষাদ-সন্তাপে ভরিয়া উঠিয়াছে ॥১॥

* প্রবাস।—যথা উজ্জ্বল নীলমণৌ –

"পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনো র্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥"

পূর্ব্ব-সঙ্গত নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধানকে বিজ্ঞব্যক্তিগণ প্রবাস কহেন। ইহা অদূর ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে অদূর-প্রবাসই সূচিত হইয়াছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন। অদূর প্রবাস; যথা—

কালিয়দমনং গোষ্ঠে নন্দমোক্ষস্তথৈব চ।
কার্য্যানুরোধে রাসে চাপ্যন্তর্দ্ধানং বিদাং মতঃ ॥

সখী সংঘাশ্চাসৌষধ মপি নিরোজোবিদধতীং
দধান স্বপ্রাণ-প্রিয়-বিরহজাং সংজ্বররুজং।
ক্ষণার্দ্ধং কল্পানাং শতমমনুতে যং গুরু-গৃহং
নিরস্তস্কং কূপং হ্রিয়মশনিজং জালপটলং ॥২॥
তদালীনাং পাল্যা সমুচিত সপর্য্যাকলধিয়াং
দ্রবৈঃ পৌনঃ পুন্যান্মলয়জ-ভবৈর্লিপ্তবপুষঃ।
স্থতায়াশ্চাভিক্ষ্ণং বিসকিসলয়ৈঃ সৈন্ধবরসৈঃ
সমীপেঽস্যাঃ প্রায়াৎ প্রণয়বিকলা চন্দনকলা ॥৩॥

সখীসমূহস্যাশ্চাসরূপৌষধমপি নিরোজোনির্ব্বলং বিদধতীং শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহ জন্যাং সংজ্বররুজং দধান। শ্রীরাধা ক্ষণার্দ্ধং কল্পানাং শতং এবং গুরুগৃহং নির্জল-কূপং, এবং হ্রিয়ং অশনি-নির্ম্মিত জালপটলং অমনুত ॥২॥

আলীনাং শ্রেণ্যা চন্দনভবৈর্দ্রবৈর্লিপ্তবপুষঃ রাধায়াঃ কথম্ভূতায়াঃ আচ্ছাদিতায়াঃ তস্যাঃ সমীপে চন্দনকলা প্রায়াৎ ॥ ॥

বাস্তবিকই তখন শ্রীরাধা স্বীয় প্রাণ কোটি-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বরাক্রান্তা হইয়া এমনই ব্যথিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যে, প্রিয়সখীগণের মধুর আশ্বাস বাক্যরূপ ঔষধি ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীরাধার পক্ষে তখন ক্ষণার্দ্ধকালও শতকল্পের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি পতি-গৃহরূপ গুরুগৃহকেও নির্জ্জল কূপের ন্যায় এবং রমণী-ভূষণ লজ্জাকেও অশনি-নির্ম্মিত জালের ন্যায় কঠিন ও দুর্বিসহ মনে করিতে লাগিলেন ॥২॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধার সেই বিরহ-বিকার দর্শনে সেবাপরা সখীবৃন্দ ব্যাকুল-প্রাণে তাঁহার সমুচিত পরিচর্য্যায় যত্নপরা হইলেন। মলয়জ-ঘর্ষণ করিয়া সেই স্নিগ্ধ সুরভী দ্রব পুনঃ পুন শ্রীঅঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাহা প্রিয়-বিরহ-সন্তাপে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় কখনও বা কর্পূর-বাসিত জলসিক্ত বিস-কিশলয় দিয়া তাঁহার সেই বিরহ-খিন্ন তনুখানিকে ঢাকিয়া দিতেছেন। এমন সময় প্রণয়-বিকলা "চন্দনকলা" নাম্নী এক সখী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

কুতো বৃন্দারণ্যাৎ কথমিদমগা গোষ্ঠমহিষী
নিদেশাৎ কস্মাৎ স ত্বরিত মশনীয়োপহৃতয়ে।
সুতস্তাস্যাঃ কিং সম্প্রতিং স কুরুতে কন্দুকততি-
র্ব্যতিক্ষেপগ্রাহোত্তর বিবিধ খেলাং সবয়সা ॥৪॥
অরে! কিং শ্রীদামন্! বদসি মম দোরর্গলবল-
স্ফুটীলোঠী ঘট্টপ্রঘটন নিপিস্টাখিলতনো!

চন্দনকলে! কুত আগতা? বৃন্দাবণ্যাৎ। ত্বং ইদং বৃন্দারণ্যং কথং অগাঃ ব্রজেশ্বর্য্যা নিদেশাৎ। কস্মাৎ স নিদেশঃ? অস্যা যশোদায়াঃ সুতস্য কৃষ্ণস্য অশনীয়স্য উপহৃতয়ে বনমধ্যে তস্মৈ দাতুং। স শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রতি কিং কুরুতে? সবয়সা সহ কন্দুকততেঃ পরস্পরক্ষেপগ্রহণ মেব উত্তরং যস্যা স্তথাবিধ বিবিধ খেলাং কুরুতে ॥৪॥

বৃন্দাবনে দৃষ্টাং সখ্যা সহ শ্রীকৃষ্ণস্য খেলামাহ। মম দোরর্গলস্য বলবত্তটো

তাঁহাকে দেখিয়া সখীগণ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দনকলে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

চন্দনকলা। "বৃন্দাবন হইতে"। সখীগণ—"তুমি এখানে কিজন্য আসিলে?" চঃ কঃ।—"ব্রজেশ্বরীর আদেশে।" সখীগণ।—"তাঁহার আদেশ কি?" চঃ কঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভোজনের নিমিত্ত শ্রীরাধার দ্বারা শীঘ্র বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করাই তাঁহার আদেশ।" সখীগণ।—এসকল ভোজ্য সামগ্রী কোথায় লইয়া যাইতে হবে? চঃ কঃ।—বন মধ্যে লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে দিতে হইবে।"

সখীগণ।—"তিনি বনমধ্যে কি করিতেছেন?"

চঃ কঃ। তিনি বয়স্যগণের সহিত কন্দুক-নিক্ষেপ-গ্রহণরূপ বিবিধ ক্রীড়ারসে নিমগ্ন আছেন ॥৪॥

সখীগণ কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দনকলে! বল, বল, তুমি সেই ব্রজরাজনন্দনের কিরূপ ক্রীড়ারঙ্গ দেখিয়া আসিলে? তাহা আমাদের নিকট বিস্তার করিয়া বল।"

বিরম্যাজ্জের্নাম্নোঽপ্যপসর মদাড়ম্বরলব
স্ফুটৎকর্ণোঽহ ভ্যর্ণাদ্‌যদি সপদিশং বাঞ্ছসি ভৃশং ॥৫॥
জয়শ্রীঃ শ্রীদাম্নি প্রথিত মহসাং ধাম্নি সহসাং
ব্যরাজীদ্রাজিষ্যত্যবকলয় রাজত্যপি সদা।
তবৈবাংসঃ সাক্ষী ভবতি তদপি ত্বং ভজসি কিং
মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাং ॥৬॥

এবলোঠী লোঢ়া ইতি প্রসিদ্ধস্তস্যা হে তথাভূত! আজের্যুদ্ধস্য নাম্নঃ সকাশাদপি বিরম্য মদভ্যর্ণাৎ ত্বং অপসর ॥৫॥

শ্রীদামা আহ। প্রথিতং খ্যাতং মহস্তেজো যেষাং তথাভূতানাং সহসাং বলানাং ধাম্নি শ্রীদাম্নি জয়শ্রীঃ জয়রূপসম্পত্তিঃ ব্যরাজিৎরাজিষ্যতি। অধুনা রাজত্যপীতি কালত্রয়বর্ত্তিত্বং তদপি চপলতাং ভজসি। মুখমাত্র এব আটোপো যস্য ॥৬॥

চন্দনকলা হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বলিতে লাগিলেন,—অতঃপর শ্রীদামের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীদাম গর্ব্বভাব প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—“ওরে শ্রীদাম! তুই কি বলিতেছিস্?—মনে নাই বুঝি? আমার বাহু-অর্গলের প্রান্ত-ভটরূপ নোড়া চালনে তোর সর্ব্বাঙ্গ যে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল! আমার আড়ম্বর ঘটার লবমাত্র শ্রবণে তোর কর্ণ-পটহ স্ফুটিত হয়ে গিয়াছিল? এখন যদি মঙ্গল লাভের বাঞ্ছা থাকে, তবে বাহু-যুদ্ধের আর নামটী পর্য্যন্ত না ক’রে আমার কাছ থেকে স’রে পড় ॥৫॥

শ্রীদাম তাচ্ছিল্যভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—“কানাই! আর বৃথা বড়াই করিবার প্রয়োজন নাই। কে না জানে, এই প্রসিদ্ধ মহাবলের ধাম শ্রীদামেই জয়-শ্রী নিত্যকাল বিরাজিত, পূর্ব্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ দেখ, তোমার স্কন্ধদেশই তাহার সাক্ষী; (একদা খেলায় জয়ী হইয়া শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, শ্লেষ ভঙ্গীতে ইহাই কহিলেন); ওহে চতুর চূড়ামণে! তোমার মুখেই কেবল আস্ফালন প্রকাশ! তথাপি তুমি কুপিত হইয়া নিজ মহিমা বিলোপের নিমিত্ত এরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছ? ॥৬॥

বকীং মন্ত্রৈর্ব্বিপ্রা নিধনমনয়ন্ যঃ পুনরয়
স্তুদগুস্ত্বং সর্ব্বে বয়মপি ন কিং হন্ত জয়িম।
বকঃ কৈর্ব্বা গণ্যো গিরিরপি তদেষ্টৈঃ স্বয়মহো!
বিয়ত্যস্থাদস্তৌজসি ভবতি গর্ব্বঃ কথমভূৎ ॥৭॥
স ইত্থং তৎপ্রাণার্ব্বুদনিযুত নির্ম্মঞ্ছয়কিরণো
রণোৎসাহংগতিভণিত পীযূষ-পৃষতৈঃ।
সমং মিত্রৈর্দ্বিত্রৈরুপ সরিদমন্দং বিপুলয়ন্
ক্ষণং নিন্যে মূর্ত্তপ্রণয়-রস এব প্রণয়িভিঃ ॥৮॥

বকীং পূতনাং। তদা গিরির্গোবর্দ্ধনঃ ইষ্টৈঃ পূজিতঃ সন্ স্বয়মেব বিয়তি আকাশে অস্থাৎ। অস্তৌজসি বলরহিত ভবতি ত্বয়ি কথং গর্ব্বঃ সমভূৎ ॥ ৭ ॥

তেষাং শ্রীদামাদীনাং প্রাণার্ব্বুদনিযুত নির্ম্মঞ্ছ্য-কিরণঃস শ্রীকৃষ্ণঃ অহঙ্কার ব্যঞ্জক শব্দরূপপীযূষ বিন্দুভিঃ রণোৎসাহং বিপুলয়ন্ দ্বিত্রৈর্মিত্রৈঃ সমং ক্ষণং-নিন্যে। উপসরিৎ যমুনায়া নিকটে ॥ ৮ ॥

তোমার গর্ব্ব করিবার কি আছে বল দেখি? পূতনাকে বধ করিয়াছিলে? সে ত ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নিধন করিয়াছিলেন। যদি বল, অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিধন করিয়াছি? কিন্তু তুমি একাই কি তাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমরা সকলেইত প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইহাতে তোমার একলার কৃতিত্ব কি আছে? বকাসুরকে কেইবা গণ্য করে। যদি বল, গিরি ধারণ করিয়াছি। হায়! তাহাতেও তোমার কি বিশেষ গৌরব আছে? ব্রজবাসিগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করায় গিরিরাজ স্বয়ংই আকাশে উত্থিত হইয়াছিলেন, তুমি নামে মাত্র তাহার তলে হস্তাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়াছিলে। অতএব তোমার ন্যায় বলহীন জনের পক্ষে কিরূপে এমন গর্ব্ব সমুচিত হইতে পারে? ॥৭॥

যে শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণ প্রাণার্ব্বুদ-কোটী দিয়া যাঁহার পদ-নখ কিরণকে নির্ম্মঞ্ছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির এইরূপ অহঙ্কার ব্যঞ্জক বচনামৃত-বিন্দু দ্বারা সেই মূর্ত্ত-প্রণয়রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ,

(কলাপকং।)

ইতি প্রেষ্ঠাদস্তামৃতসরিতি তৎপ্রাণ-শফরী
ররক্ষেয়ং ক্ষিপ্ত্বা প্রথমমুপকণ্ঠে বিলুঠতীঃ।
সুতস্নেহ-ক্লিন্নব্রজপতি-গৃহিণ্যা অভিমতে
প্রবৃত্তাং চক্রে তামথধৃতমুদং মোদকবিধৌ ॥৯॥
ততঃ স্নাতা চর্চ্চাংশুকতিলক-লীলাম্বুজমক-
র্য্যলক্ত-স্রগ্বেণী প্রতিসরবতংসাঞ্জনবতী।
নসি শ্রীমন্মুক্তা চিবুকধৃতবিন্দুঃ কুসুমযু
ক্চা তাম্বূলাস্যা ষড়ধিকদশাকল্পমধুরা ॥১০॥

ইয়ং চন্দনকলা শ্রীকৃষ্ণস্যোদন্তো বার্ত্তা তদ্রূপামৃতসরিতি উপকণ্ঠে সমীপে বিলুঠতীঃ রাধিকায়াঃ প্রাণ-সফরীঃ ক্ষিপ্ত্বা প্রথমং ররক্ষ পশ্চাৎ যশোদায়া অভিমতে পক্কান্নবিধৌ রাধিকাং প্রবৃত্তাং চক্রে ॥ ৯ ॥

ষোড়শাকল্পমাহ। প্রতিসরঃ হস্তসূত্রং। অবতংসেত্যস্যাকারলোপঃ ॥ ১০ ॥

রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দুই তিনজন প্রিয়সখার সহিত যমুনা-তটে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিলেন ॥৮॥

তটিনী তটোপান্তে সফরীগণ লুঠিত হইলে তাহাদের যেরূপ শঙ্কট দশা উপস্থিত হয়, আজ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধারও সেইরূপ দশা,—তাঁহারও প্রাণ-সফরী উপকণ্ঠে বিলুঠিত হইতেছে, কিন্তু সখী চন্দনকলা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাসুধা-তরঙ্গিণীর মধ্যে শ্রীরাধার সেই প্রাণ-সফরীকে নিক্ষেপ করিয়া বাস্তবিকই রক্ষা করিলেন। ফলতঃ চন্দন-কলার মুখে শ্রীকৃষ্ণের সমাচার শুনিয়া তখন শ্রীরাধা প্রকৃতই নব-জীবন লাভ করিলেন। অনন্তর চন্দনকলা, পুত্র-স্নেহ-কাতরা ব্রজ-রাজ-গৃহিণী শ্রীযশোদার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া প্রমোদিতা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত মোদক প্রস্তুতে প্রবৃত্তা করিলেন ॥৯॥

তারপর শ্রীরাধা ষোড়শ আকল্প ধারণ করিলেন। প্রথমতঃ স্নান করিয়া বসন পরিধান করিলেন। * পরে চন্দন-চর্চ্চা, তিলক,

---

* ধৃত-ষোড়শ-শৃঙ্গারা। উজ্জ্বলনীলমণৌ
স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণি রসিত পটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিত চিকুরা স্রগ্বিনী পদ্মহস্তা।
তাম্বূলাস্যোরবিন্দু স্তবকিত চিকুরা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ং ॥

শিরোরত্নগ্রৈবেয়ক পদককেয়ূররসনা
শলাকাতাটঙ্কোজ্জ্বলবলয়হারোর্জ্জিতরুচিঃ।
রণন্মঞ্জীরশ্রীঃকরপদদলোর্ম্মিচ্ছবিমতী
বিরেজে শ্রীরাধাদ্ব্যধিকদশরত্নাভরণী ॥১১॥
যুগ্মকং।
অয়ং যামো যামো ভবতি দিবসান্তঃ কথমিমং
নয়ামো যো শাম্যন্নহি যুগসহস্রৈরপি গতৈঃ।

দ্বাদশাভরণ মাহ। গ্রৈবেয়কং গ্রীবাভূষণং। শলাকাচক্রী শলাকেতি খ্যাতা। তাটঙ্কং কর্ণভূষণং কুণ্ডলাদি ॥ ১১ ॥

অয়ং যামঃ দিবস চতুর্থাংশঃ যামো যম-সম্বন্ধী ভবতি যতো দিবসস্যাপ্যন্তো নাশো যস্মাৎ। কথং ইমং যামং নয়ামঃ। যো যামগতৈরপি যুগসহস্রৈর্ন শাম্যৎ। অথবা যামো ন ভবতি কিন্তু মম হৃদয়রূপ কুল্মাষস্য দলনে প্রবৃত্তেন বিধাত্রা লোঢ়া ইতি প্রসিদ্ধঃ কঠীনতর লোঢ় সৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥

লীলা-কমল ধারণ, গণ্ডে মকরী অঙ্কন, চরণে অলক্তক রঞ্জন, ও গল-দেশে মালা ধারণ করিলেন, শিরে বেণী, হস্তে প্রতিসর (পঁহুচি) কর্ণে অবতংস (কর্ণভূষণ) নয়নে অঞ্জন, নাসিকায় মুক্তা-বেসর, চিবুকে মৃগমদবিন্দু, কেশগুচ্ছে কুসুম স্তবক, ও শ্রীমুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

অনন্তর দ্বাদশ আভরণ * পরিধান করিলেন। যথা—শিরোরত্ন, গ্রৈবেয়ক (চিক্), পদক, কেয়ূর, রসনা, চক্রি-শলাকা, কুণ্ডল, বলয়, হার, বাজন্ত নূপুর, করে অঙ্গুরীয়ক, ও পদাঙ্গুলিতে পাশুলী—এই দ্বাদশ আভরণে বিভূষিতা হইয়া শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যরাণীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

* দ্বাদশাভরণাশ্রিতা।—
দিব্যশ্চূড়া মনীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চী
নিষ্কা শ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্ম্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্ন কৢপ্তা
স্তুঙ্গা পদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা॥

বিধাত্রা কিং সৃষ্টো মম হৃদয় কুল্মাসদলন-
প্রবৃত্তেনৈবাসৌ কঠিনতরলোষ্ঠঃ শঠধিয়া ॥১২॥
ইতি ক্লিষ্টমৈত্রাং বিধুরবদনাং মঙ্ক্ষু ললিতা
সমারোহ্য ক্ষৌমং নাগদ্‌গদঙ্কারচরিতা।
ত্বমুত্তীর্ণা রাধে! কটুতরমভূঃ খেদজলধিং
দিশং পশ্য প্রাচিং বিশতি সখি! গোধূলিরধুনা ॥১৩॥

ইতি রুদন্মৈত্রাং দুঃখিতবদনাং রাধাং আটালী ইতি প্রসিদ্ধং ক্ষৌমং মংক্ষু শীঘ্রং সমারোহ্য ন্যগদৎ উবাচ। স্যাদট্টঃ ক্ষৌমমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। ললিতা কথংভূতা, বিরহজ্বররোগনাশকচরিতং যস্যাঃ! রোগহার্য্য গদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে ইত্যমরঃ। ত্বং খেদজলধিং উত্তীর্ণা অভূঃ। যতো গোধূলি প্রাচীদিশং বিশতি ॥ ১৩ ॥

কিন্তু তাঁহার, কৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠা হৃদয়ে পলে পলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীরাধা আর সে ভাবাবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রিয়সখীকে কহিলেন—"কি বলিব সখি! এই যাম অর্থাৎ দিবসের চতুর্থাংশ, যেন কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতেছে। কত যুগ-সহস্র গত হইয়া গেল, তথাপি ত দিবসের অবসান হইতেছে না! জানিনা সখি! আমি কেমন করিয়া এই সুদীর্ঘ যাম অতিবাহিত করিব? অহো! ইহা কি যম-সম্বন্ধী যাম নহে? তবে কি শঠ-হৃদয় বিধাতা আমার হৃদয়রূপ কীট-দষ্ট শস্য-বিশেষকে নিষ্পেষিত করিবার নিমিত্তই এই শেষ-যামরূপ কঠিনতর শিলাখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন? ॥১২॥

বলিতে বলিতে শ্রীরাধার নয়ন দু'টি অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল—বিষাদভরে বদনখানি প্রভাত কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। শ্রীরাধার এই বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাধির ভিষগ্‌রূপিণী শ্রীললিতা অবিলম্বে শ্রীরাধাকে লইয়া প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন এবং মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"রাধে! তুমি তীব্র দুঃখ-জলধি উত্তীর্ণা হইলে, ঐ দেখ সখি! পূর্ব্বদিকে সম্প্রতি গোধূলী দেখা দিয়াছে ॥১৩॥

ন গোধূলির্ভদ্রে। অনুভব ভবতীদং বিধুরজো
দৃশং তৃপ্তাং দূরাদ্বিশতি কিমবদিঃ সখি। দিশং।
যদেতৎ কণ্ঠাগ্রে শমিতদবথুপ্রাণপতগান্
হৃদা নিন্যে মন্যে তদয়ি। মৃতসঞ্জীবনমিদং ॥১৪॥
মদর্থং ত্বৎ প্রেয়োবদন-নলিন-স্বেদকণিকা
হরন্ শৈত্যামোদী বিপুলকরুণঃ প্রাচ্যপবনঃ।

শ্রীরাধা আহ। ইদংবিধুরজ কর্পূরধূলি র্ভবতি। দূরাৎ শীতলীকরণার্থং মম তৃপ্তাং দৃশং বিশতি। অত হে সখি! পূর্ব্বশ্লোকে দৃশমিত্যমুক্তা কথং দিশং বিশতীত্যবাদীঃ কিম্বা ইদং কর্পূরধূলির্ভবতি; কিন্তু মৃতসঞ্জীবনং। যদ্-যস্মাদেতদ্রজঃশমিতাঃ শান্তাদবথব স্তাপা যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা প্রাণপক্ষিণঃ কণ্ঠাৎ হৃৎহৃদয়ং আনিন্যে ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বদনকমলস্বেদকণিকা হরন্ শৈত্যেন তস্য শরীর সম্বন্ধেনামোদী চ পূর্ব্বদিক্‌সম্বন্ধী পবনঃ মাংস্পৃষ্ট্বা জীবয়তি। অতো যথা নাম্না তথা গুণতোঽপি জগৎপ্রাণো ভবতি ॥১৫॥

গোধূলী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করেন, সুতরাং শীঘ্রই প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিব, এই ভাবিয়া শ্রীরাধা মনে মনে বড়ই উৎফুল্লা হইলেন। তিনি উল্লাস আবেগভরে, প্রিয়-সখী ললিতাকে কহিলেন—"ভদ্রে! তোমার অনুমান ঠিক হয় নাই, উহাত গোধূলি নহে—কর্পূর ধূলি। তাই দূর হইতে এই ধূলি নয়নে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। অতএব হে সখি! পূর্ব্বদিকে গোধূলি প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কিরূপে বলিলে? আমার মনে হইতেছে, উহা কর্পূরধূলিও নহে—উহা যথার্থই মৃত-সঞ্জীবনী। এইজন্যই আমার যে প্রাণ-বিহঙ্গ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এই ধূলি সেই প্রাণ-বিহঙ্গের নিখিল সন্তাপ প্রশমিত পূর্ব্বক তাহাকে কণ্ঠ হইতে হৃদয়ে আনিয়া আমাকে সহসা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল ॥১৪॥

আমরি! পূর্ব্বদিগ্বাহী মন্দ মারুতের স্নিগ্ধ পরশে আমার সর্ব্বাঙ্গ এমন শান্ত-শীতলতায় ভরিয়া উঠিল কেন? সখি! ললিতে! আমার

অহো ! ভাগ্যং স্পৃষ্ট্বা সপদি ললিতে ! জীবয়তি মাং
জগৎপ্রাণো নাম্না ভবতি গুণতোঽপ্যেষ নিতরাং ॥১৫॥
স্মরন্মাং দীনাং স ব্রজতিলক-সূনুঃ কিমধুনা
পুরোগাঃ কৃত্বা গা দ্রুততরমুপৈতি প্রণয়বান্ ।
কথং বাস্যদ্রোত্যং ভবতু সমদীক্ষালসগতেঃ
কথং বা হ্রাস্বত্বং ত্যজতু স দবীয়ান্ বনপথঃ ॥১৬॥

দীনাং মাং স্মরন্ গাঃ পুরোগাঃ কৃত্বা দ্রুততরং উপৈতি সমদীক্ষা মত্ত বলী-বর্দ্দাস্তেষামিব মন্থরগতেরস্য কথংবা দ্রোত্যং ভবতু । দবীয়ান্ দূরবর্ত্তী বনপথঃ কথং বা হ্রাস্বত্যং ত্যজতু । তথাচ দুর্ভাগ্যায়া মম মৃতসঞ্জীবনস্থাপ্যকিঞ্চিৎকরত্বং জাত মিতি ভাবঃ ॥১৬॥

নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমাদের প্রিয়তমের বদন-সরোজের স্বেদ-শীকর বহন করিয়াই এই পূর্ব্বদিগ্বাহী পবন এমন শৈত্যামোদী হইয়াছে। অহো ! আরও আমার সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই পরম কারুণিক পবন আমাকে একবার স্পর্শ করিয়াই আমার এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার, করিল। এক্ষণে আশা হইতেছে, তোমাদের প্রিয়তমের অবশ্যই দর্শন লাভ করিব। অতএব এই পবন নামেই কেবল জগৎপ্রাণ নহে, পরন্তু গুণেও যে জগতপ্রাণ, তাহা এক্ষণে বেশ প্রতীত হইতেছে ॥১৫॥

সেই প্রেমময় ব্রজরাজনন্দন এই দীনা অভাগিনীকে স্মরণ করিয়াই কি সম্প্রতি গোধনসমূহকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করিতেছেন ? কিন্তু হায় ! সখি ! তিনি কিরূপেই বা দ্রুত আগমন করিবেন ? তাঁহার গতি যে মত্ত বৃষভরাজের ন্যায় স্বভাবতঃই মন্থর ! দূরবর্ত্তী বনপথের বিস্তারই বা কিরূপে হ্রাস হইবে ? অতএব হে সখি ! যে গোধূলি দর্শন আমার ন্যায় হত-ভাগিনীর পক্ষে মৃতসঞ্জীবন স্বরূপ হইয়াছিল, প্রিয়তমের আগমন বিলম্বে তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল—বুঝি বা এ দেহে আর প্রাণ থাকে না ॥১৬॥

মুখাব্জং বিভ্রাণো বিমলতিলকং বেল্লদলকং
রণদ্ভৃঙ্গ স্তোমস্তুতভুলসিকাস্রক্ পরিমলঃ।
শ্রিতপ্রেঙ্খৎ পিঞ্ছারুণদর-নতোষ্ণীষ-সুষমা
ধুবন্ বাধাং রাধে! ত্বরিত মধুনৈবৈষ্যতি স তে ॥১৭॥
হিহী পিঙ্গে! ধূম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যেনি! হরিণী-
ত্যহো! তত্তদ্বর্ণগ্রথিতমণি-মালাজপপরঃ।
অসংখ্যা অপ্যেবং সপদি গণয়ন্নাহ্বয়তি গাঃ
স কান্তস্তন্নেত্র জ্বরভরমুপৈষ্যন্ শময়িতুং ॥১৮।
ইতো বংশীধ্বানাৎ কলয় সখি! রাধে! কলকলং
ব্রজে রামারাজেরুদিতবিতনোর্শ্মির্জিগমিষোঃ।

ললিতা আহ। চঞ্চলালকং মুখং বিভ্রাণঃ। অথচ শ্রিতশ্চঞ্চলঃ পিঞ্ছো যত্র এবং অরুণবর্ণ শ্চাসৌ ঈষৎ কুঞ্চিতো যঃ উষ্ণীষ স্তস্যসুষমা যত্র তথাভূতঃ স কৃষ্ণস্তব বাধাংধুবন্ অধুনা এষ্যতি। ঊর্ম্মিমৎ কুঞ্চিতং নতমিত্যমরঃ ॥১৭॥

স তব কান্তঃ অসংখ্যা অপি গা এবং ক্রমেণ গণয়ন্ ত্বন্নেত্রজ্বরং উপশময়িতুং উপেষ্যন্ আগমিষ্যন্ আহ্বয়তি ॥১৮॥

শ্রীরাধার ব্যাকুলতা দর্শনে ললিতা প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—"রাধে,! প্রিয়সখি! এমন অধীরা হইতেছ কেন? তোমার সেই প্রাণবল্লভ, বিমল তিলক শোভিত, চঞ্চল অলকামণ্ডিত বদন-কমল ধারণ করিয়া অলিকুল-গুঞ্জিত তুলসীমালার পরিমলে দিগন্ত প্রমোদিত করিয়া এবং আচঞ্চল শিখিপিঞ্ছ-শোভি অরুণবর্ণ দর-কুঞ্চিত উষ্ণীষের সুষমায় সুশোভিত হইয়া তোমার সকল দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥১৭॥

অহো! প্রিয়সখি! এক্ষণে তোমার সেই প্রাণকান্ত হিহী পিঙ্গে! ধূম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যেনি! হরিণি ইত্যাদি নামানুসারে গোধন সমূহের বর্ণরূপ মণিমালা জপ-পরায়ণ হইয়া অসংখ্য গোযূথকে গণনা করিতে করিতে আহ্বান করিতেছেন এবং অচিরেই তোমার নয়ন-জ্বর শান্তি করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তী হইবেন ॥১৮॥

তদগ্রে সারামে কুসুমমিষতো যাম জরতীং
প্রতার্য্যোত্তুৎকণ্ঠাচুলুকিতধৃতিঃ সা দ্রুতমগাৎ ॥১৯।
ত্বয়া দত্তেনালং শ্রবণমনু পুষ্পেণ যদিহ
স্বয়ং দূরাদ্‌বংশীধ্বনি-রস-বতং সোঽলগদয়ং।
পতামি তৎপদে সখি! বকুলমালে! জহিহি মা-
মিতো গত্বা কৃষ্ণাম্বুদঘনরসৈঃ স্যাং শিশিরিতা ॥২০॥
প্রিয়স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্জনরস ইতোঽগ্রে বিপিনতঃ
সমেত্যেতং ধাম্নে নিজনয়নয়োঃ সংজ্বরহরং।

বংশীধ্বানাৎ উদিতাবতনোঃ উদিতকন্দর্পয়ো অতএব গৃহান্নির্জিগমিষোঃ রামাশ্রেণেঃ কলকলং কলয়। অতস্তাসামগ্রে স্বীয়ারামে যাম ॥১৯॥

অথ শ্যামাপি উপরাধং রাধায়াঃ সমীপং বনমগাদিতি দ্বিতীয়শ্লোকস্যেনান্বয়ঃ। হে বকুলমালে! ত্বয়া শ্রবণে দত্তেন পুষ্পনির্ম্মিতাবতংসেনালং যদ্‌স্মাদিহ শ্রবণে বংশীধ্বনিরসরূপোঽবতংসঃ বয়মেবালগৎ। শিশিরিতা শিশির কৃতা অহং স্যাম্ ॥২০॥

ঐ শুন সখি! কলপদায়ত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে। আরও শুন রাধে! বংশীধ্বনি শ্রবণে ব্রজরামাগণের হৃদয়ে কন্দর্প-তরঙ্গ উদিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত গৃহের বাহিরে যাইবার অভিলাষে কেমন কল-কোলাহল করিতেছে শুন! অতএব ইহাদের অগ্রেই আমরা পুষ্প-চয়নছলে জরতীকে প্রতারিত করিয়া আমাদের পুষ্পোদ্যানে যাই চল!” এই কথা শুনিবামাত্র উৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া শ্রীরাধা সখীসহ সত্বর উদ্যানে গমন করিলেন ॥১৯॥

আবার এদিকে বংশীনিনাদ শ্রবণে ব্যাকুলা হইয়া শ্যামলা স্বীয় বেশবিন্যাসরতা সখী বকুলমালাকে কহিলেন—“বকুলমালে! আর কুসুমাবতংস দ্বারা আমার কর্ণযুগল বিভূষিত করিতে হইবে না, যেহেতু এই দেখ দূর-শ্রুত বংশীধ্বনি-রস রূপ অবতংশ, স্বয়ংই আমার শ্রবণ লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার পায়ে পড়ি সখি! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাহিরে যাইয়া ঐ শ্যাম-জলদের ঘনরসে শীতল হই ॥২০॥

কিমানৈষি ভস্মত্বমিদমহহানঞ্জ্মি ন দৃশা
বনেনৈতি শ্যামা ত্বরিতমুপরাধং বনমগাৎ ॥২১॥
যুগ্মকং।

বিলম্বং মো ভদ্রে! কুরু জহিহি চন্দ্রাবলি! রুজং
ন ধন্যে! মান্থর্য্যং কলয় কমলে! যাব সদনাৎ।
কথং পালি! ক্লামস্ত্যজসর হরেরঙ্গসুষমা-
মৃতে জীবেত্যালো৷ ব্রজমৃগদৃশাং সম্ভ্রমমধুঃ ॥২২॥

বিপিনতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপাঞ্জনং সমেতি এতদেব ধার্য্যং। ত্বন্তু গৃহস্থিতং ইদংভস্ম রূপমঞ্জনং নেত্রে দাতুংকিং আনৈষীঃ। অহং তু অনেন ভস্মনা দৃশো ন আনজ্মি ॥২১॥

ভদ্রায়াঃ কাচিৎ সখী ভদ্রামাহ: হে ভদ্রে! বিলম্বং ন কুরু। এবমেব সর্ব্বত্র সম্বোধনান্তপদং যূথেশ্বরীবাচকং। ইতি আল্যঃ কথং ব্রজমৃগদৃশাং সম্ভ্রমমধুর্ধা-পয়ামাসুঃ ॥২২॥

সখি! অঞ্জন নামে ভস্ম আনিয়া আমার নয়নে দিতে উদ্যত হইতেছ কেন? ঐ ভস্ম দিয়া আমার নয়ন যুগল রঞ্জিত করিবার প্রয়োজন নাই? ঐ যে বিপিন হইতে আমাদের নয়নের সংজ্বর-হর প্রিয়তমরূপ স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্জনরস আসিতেছে, উহাই নয়নে ধারণ করিব: এই বলিয়া শ্যামলা স্বীয় ভূষণাপেক্ষা না করিয়াই শ্রীরাধার নিকট উদ্যানে গমন করিলেন ॥২১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাবটের সমীপবর্ত্তী হইলে সখীগণ স্ব স্ব যূথেশ্বরী-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে ভদ্রে! আর বিলম্ব করিও না, হে চন্দ্রাবলি! দুঃখ পরিত্যাগ কর, হে ধন্যে! আর আলস্য করিও না, কমলে! গৃহ হইতে সত্বর বাহিরে চল, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন কর; হে পালি! আর কেন ক্লেশানুভব করিতেছ? শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণের অনুপম অঙ্গ-সুষমামৃত নয়নপুটে পান করিয়া জীবিত হও",—এইরূপে সখীগণ সেই ব্রজসুন্দরীগণের সম্ভ্রম ধারণ করিলেন ॥২২॥

ইতো হম্বা হম্বাধ্বনিভি রূপগোষ্ঠং নিজস্থতান্
হ্বায়ন্তীর্ধাবন্তীরখিল সুরভীর্বীক্ষ্য সহসা।
বলঃশ্রীদামাদ্যৈঃ সহসহচরৈঃ সত্বরগতি
র্বিষাদাব্ধেরম্বাঃ প্রথমমুদহার্ষীৎ পুরিবিশন্ ॥২৩॥
ইতঃ প্রেঙ্খৎ প্রান্ত প্রমদমদভারালসদৃশা
কৃশাঙ্গীরানঙ্গীষ্বতিরভসঘূর্ণাসু বিকিরন্।
চলদৃশমারামানুপমসুমনঃ কন্দুকপরি—
গ্রহোদ্বেপক্ষেপপ্রচিত নব-লাবণ্য-জলধিঃ ॥২৪।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীবর্গসহিতমিলন সময়মালক্ষ্য কিঞ্চিন্মিষেণ বলদেব শ্রীদামাদিনাং পুরিপ্রবেশ মাহ। নিজবৎসান্ হম্বাধ্বনিভিরাহ্বায়ন্তীঃ অথচ ধাবন্তী সুরভীরালক্ষ্য শ্রীদামাদ্যৈঃ সহ বলদেবঃ পুরিবিশন্ সন্ বিষাদ-সমুদ্রাৎ সকাশাৎ অম্ব মাতৃ প্রথমং উদহার্ষীৎ উদ্ধারং চকার ॥২৩॥
চলৎপ্রান্তভাগো যস্যা এবম্ভূতয়া প্রমদমদভারাভ্যাং অলকদৃশা করণেন কৃশাঙ্গীঃ ব্রজসুন্দরীঃ আনঙ্গীষু অনঙ্গসম্বন্ধিনীষু অতিহর্ষ ঘূর্ণাষু বিকিরন্ সন্ ইতঃপ্রাপ্তঃ। কথম্ভূতঃ। আরামসম্বন্ধী সুমনোভিনির্ম্মিতস্য কন্দুকস্য অন্যস্মাৎসখ্যাঃ সকাশাৎ পরিগ্রহঃ এবমুদ্বেপঃ কম্পঃ প্রক্ষেপশ্চ তৈঃ প্রচিতঃ ব্যাপ্তঃ নবলাবণ্যরূপ জলধিঃ যেন। পক্ষে রামাণাং স্ত্রীণাং শোভনমনোরূপকন্দুকস্য ॥ ৪॥

অতঃপর প্রিয়তমাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সময় অবলোকন করিয়া বলদেব শ্রীদামাদি কি ছলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নন্দীশ্বরপুরী প্রবেশ করিবেন, চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গোষ্ঠ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সুরভীসকল হম্বা হম্বা ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে শ্রীবলরাম, শ্রীদামাদি সহচরগণের সহিত সত্বর পুরী প্রবেশ করিয়া জননীগণকে বিষাদ-সাগর হইতে প্রথমেই উদ্ধার করিলেন ॥২৩।

যাবটের পথে ধীর মন্থরে গমন করিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ, প্রমদ-মদ-ভারাকুল অলস নয়নাপাঙ্গ দ্বারা কৃশাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণকে কন্দর্প-সম্বন্ধীয় অতিশয় হর্ষাবর্ত্তে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ব্রজ-রামাগণ তখন উদ্যানের কুসুম-কন্দুক নিচয় তাঁহার প্রতি হর্ষভরে

রুচাধ্বানং নীলোৎপলবনময়ীকৃত্যদৃগলি—
ব্রজানাং কান্তানাং মধুররসসত্রং বিরচয়ন্।
ব্রজন্মন্দংমন্দং মুখররসনা নূপুরমলং
চকার শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়সখবৃতো গোকুলভুবং ॥ ২৫ ॥
অলং হ্রদম্ভেন প্রকটয় চলদ্ভৃঙ্গংবিকশ—
দ্দৃগব্জং দেবোঽগ্রে পশুপতিরসাবেতি বরদঃ।

রুচা স্বকান্ত্যা অধ্বানং নীলোৎপলবনময়ীকৃত্য কান্তাশ্রেণের্নেত্র রূপভ্রমর-শ্রেণীনাং মধুর রসসত্রং বিরচয়ন্ ব্রজভুবং অলঙ্কার ॥২৫॥

শ্যামাহ। চলদ্ভৃঙ্গস্থানীয়েনালকেন লসদব্জং প্রকটয়। অগ্রে পশুপতির্মহাদেব

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সকম্পিতভাবে পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় সখীদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এইরূপে কুসুম-কন্দুকের গ্রহণ ও নিক্ষেপে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এক অভিনব লাবণ্য-জলধি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অথবা সেই চঞ্চলা বামা-স্বভাবা ব্রজসুন্দরীদের শোভন মনরূপ কন্দুকের নিক্ষেপ ও গ্রহণ-ক্রীড়াছলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে এক অভিনব লাবণ্য-জলধি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল ॥২৪॥

আমরি! তখন শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কান্তিতে ব্রজ-পথ যেন বিকসিত নীলেন্দীবর বনময় হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন ব্রজকান্তাগণের নয়ন-ভৃঙ্গ-নিচয়ের নিমিত্তই মধুর রসের এক অপূর্ব্ব সত্র খুলিয়া দিয়াছেন আর ব্রজসুন্দরীগণের নয়ন-ভৃঙ্গ নিকর সে শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যামৃত-রস অবাধে পান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি প্রিয়সখাবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিতেছেন, তাহাতে নূপুর ও কিঙ্কিণী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, এইরূপে তিনি গোকুলভূমিকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥২৫॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন যাবটের নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধার উদ্যান সমীপে আগমন করিলেন, তখন হর্ষোৎফুল্লা শ্যামলা শ্রীরাধাকে কহিলেন—"রাধে! আর লজ্জার দম্ভ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, চঞ্চল ভৃঙ্গ স্থানীয় অলকাবলি-বিলসিত নয়ন-কমল বিকসিত কর, ঐ দেখ,

অনেনৈতৎপূজাং বিতনু বিতনুদ্রোহপটল—
প্রশান্ত্যৈ বিশ্বামং ক্ষণমুশতি! রাধেতি শুভদং ॥২৬॥
ত্বমেবামুংশ্যামে! ত্বরিত মুপধাব প্রকটিত
দ্যুতিং হৃদ্যাম্ভোজস্তবকমুপনীয়ার্হণ কৃতে।
মুহূর্তেঽস্মিন্‌কামং সুমুখি! যদি সম্পাদয়তি তে
মহেশোঽয়ং মজ্জাম্যমৃতজলধৌ তৎস্বয়মহং ॥২৭॥
মৃষা মা ত্বং বাদীঃ কলয় ললিতে! বল্লিপটলীঃ
সমুৎফুল্লাস্ত্যাক্ত্বা মধুকরযুবা ঘূর্ণতি কুহঃ।

এতি। পক্ষে পশূনাং পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। অনেন নেত্রকমলেন। বিতনু বিস্তারয়। বিতনুঃ কন্দর্পঃ তৎসম্বন্ধিদ্রোহপটলপ্রশান্ত্যৈ ইমং দেবং অতিশুভদং-বিদ্ধি ॥২৬॥

শ্রীরাধা আহ। ত্বমিতি। হৃদ্যং মনোজ্ঞং। পক্ষে হৃদিভবং কমলকোরক-স্তনদ্বয়ং অর্হনার্থং উপানীয় অমুংমহাদেবং ত্বমেব উপধাব। অস্মিন্ শুভমুহূর্তে মহেশঃ তব কামং পূজিত সন্ যদি সম্পাদয়তি তদা তদ্ দর্শনাৎ অমৃতজলধৌ অহংস্বয়মেব মজ্জামি ॥২৭॥

শ্যামাহ। ললিতে অয়ং মহেশঃ কস্যাঃ পূজনং গৃহ্নাতি তদাকথং ব্রজসুন্দরী রূপাঃ সমুৎফুল্লাবল্লিপটলোস্ত্যাক্ত্বা তব সখি মপ্রেক্ষ্য ঘূর্ণতি। ললিতাহ।

বরদ পশুপতি দেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত। বিকসিত নয়ন-কমল দ্বারা উহার পূজা বিধান কর, তাহা হইলে তোমার কন্দর্পপীড়া নিচয়ের অবশ্য শান্তি হইবে; এমন শুভক্ষণ সহসা পাওয়া যায় না সখি! ॥২৬॥

শ্রীরাধা মৃদু হাসিতে হাসিতে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন,—"শ্যামলে! প্রস্ফুটকান্তি হৃদ্য অর্থাৎ মনোহর কমল কোরকদ্বয়—(শ্লেষে হৃদয়জাত কমল-কোরক স্থানীয় পয়োধর যুগল) উপহার দিয়া পূজা করিবার নিমিত্ত তুমিই ঐ মহাদেবের নিকট শীঘ্র ধাবিত হও। হে সুমুখি! পূজা পাইয়া এই মহাদেব এই মুহূর্তে যদি তোমার কাম-সম্পাদন করেন তাহা হইলে আমি স্বয়ংই অমৃতজলধিতে নিমগ্ন হইব ॥২৭॥

সখি! শ্যামে! সত্যং ন্যপতদতুলামোদসরিতো
ভ্রমৌ যন্মালত্যাস্তদয়মিতইষ্টে ন চলিতুং ॥২৮॥
যদেত্থং সংলাপঃ প্রণয়-সরসী-ধোরণিরিব
শ্রুতি কৃষ্ণস্যারাদশিশিরয়দানন্দপৃষতৈঃ।
তদা শ্রীরাধাস্যং মদিরধৃতলাস্যং দরদৃশো—
রবাপ্যাগ্রং তস্য দ্রুতমখিলতং নিহ্নুতি মগাৎ ॥২৯

যদ্যস্মাৎ রাধিকারূপমালত্যাঃ অতুলামোদনদ্যাঃ ভ্রমৌ ন্যপতৎ তস্মাৎ অয়ং ভ্রমরঃ ইতঃ অন্যত্র চলিতুং ন ইষ্টে ন সমর্থঃ ॥২৮॥

আসাং ইত্থংসংলাপ কীদৃশঃ। প্রণয়রূপসরোবরস্য ধোরণিঃ জলনিঃ-সরণার্থং প্রণালিকা ইব অমৃত-বিন্দুভিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ণৌ যদা অশিশিরয়ৎতদৈব রাধিকায়া আস্যং কর্ত্তৃতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইষদ্দৃশোঃগ্রং অবাপ্য লতায়াং নিহ্নুতি মগাৎ ॥২৯॥

তখন পরিহাস-রসিকা শ্যামলা শ্রীললিতাকে কহিলেন—"ললিতে! তুমি মিথ্যা বলিও না; সখি! ঐ দেখ, মধুকর-যুবা ব্রজসুন্দরীরূপা প্রফুল্লা বল্লী-পটলী পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রিয়সখিকে দেখিয়াই ঘূর্ণিত হইতেছে কেন? তুমিই বলনা। সুতরাং এই মন্ত্রেশ কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না কি?"

ললিতা সহাস্যে কহিলেন—"সখি! শ্যামে! তুমি সত্যই বলিয়াছ? ঐ মধুকর-যুবা, এই শ্রীরাধারূপা মালতীর অনুপম-পরিমল-সরিতের আবর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়াই আর চলিতে পারিতেছে না—পরন্তু এ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না ॥২৮॥

শ্যামলা ও শ্রীরাধার মধ্যে পরস্পর এই প্রকার সংলাপ প্রণয়-সরসীর পয়ঃপ্রণালিকার ন্যায় দূর হইতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ যুগল আনন্দ-নির্ঝর কণায় স্নিগ্ধ-শীতল করিল, অমনই মনোহর লাস্যযুক্ত শ্রীরাধার বদন-কমল নয়নাগ্রে চকিতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াই কুসুমিত লতাবিতানের মধ্যে সহসা লুকাইয়া পড়িল ॥২৯॥

(কলাপকং)

পিপসার্ত্তৌ হা মে দৃগনঘচকোরাবিহ সুধা-
মুপেতামালক্ষ্যোন্নত বিবৃতচঞ্চু অভবতাং।
অরে! ধাতর্ধিক্ ত্বাং বলদঘ! যদাভ্যাং সপদি তাং
প্রদায়ৈবাহার্ষীরিতি হৃদি তদোচে গিরিধরঃ ॥৩০॥
বিমুঞ্চ ত্বং লজ্জে ক্ষণমপি দৃশঃ কোণমপি মে
যথা তেনৈবাস্যং সকৃদপি বিলিহ্যামঘরিপোঃ।
প্রসীদানন্দাভ্র! ত্বমপি নহি রুন্ধী মম তনো
নমস্তেমাং মা কম্পায় চরণয়োস্তেঽস্মি পতিতা ॥৩১॥

পিপাসার্ত্তৌ মম নিরপরাধ-চকোরৌ নিকট প্রাপ্তাং সুধাং আলক্ষ্য উন্নত-বিবৃতচঞ্চু অভবতাং অরে! ধাতঃ! হে বলদঘঃ মহাপরাধিন্ ॥৩০॥
হে আনন্দ-মেঘ! ইমং দৃশোঃ কোণং মারুন্ধি। হে অতনো! কন্দর্প ॥৩১॥

তদ্দর্শনে গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন—"হায়! আমার পিপাসার্ত্ত নয়ন-চকোর যুগলের কোন অপরাধই ত নাই! নিকটে চন্দ্রোদয় দেখিয়া সুধাপান করিবার অভিলাষে কেবল চঞ্চু প্রসারণ মাত্র করিয়াছিল! হাঁরে! মহাপরাধিন্ বিধাতঃ! তোকে ধিক্! তুই আমার নয়ন-চকোর যুগলকে সুধাপান করিতে দিয়া আবার নিজেই তাহা অপহরণ করিলি! তুই দত্তাপহারী—সুতরাং মহাপরাধী ॥ ৩০ ॥

তখন ব্রীড়াকুলবদনা প্রেমময়ী শ্রীরাধাও মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"লজ্জে! তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত কেবল আমার নয়নের কোণ মাত্র পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি সেই কোণ মাত্র দ্বারাই ঐ অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল একবার মাত্র বিলেহন করি। হে আনন্দ-মেঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমার এই নয়ন-কোণকে আনন্দাশ্রুপাতে রুদ্ধ করিও না। হে অতনো—হে কন্দর্প! তোমায় নমস্কার করি, আমার এই তনু-লতাকে কম্পিত করিও না—আমি তোমাদের চরণে পতিত হইতেছি ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রেম্না প্রোচ্য স্বগতমতিধার্ষ্ট্যং পুনরিদং
কথং কুর্য্যামিত্থং ব্যমৃষদপি যাবদ্বরতনুঃ।
বিকৃষ্যাল্যস্তাবৎ পটিমভরতো বল্লিকুহরা-
দুপানীয় প্রেষ্ঠানন চকিতদৃষ্টিং ব্যধুরিমাং ॥৩২॥
অপাঙ্গাভ্যাং যূনোর্নভসি যমুনা ধাতৃতনয়া—
রসৈরেকীভূতা সুরসরিদ্বৃতা চিত্রমদাগাৎ।

ইতিস্বগতং প্রোচ্য স্বয়মুদাম্য দর্শনপ্রযত্ন রূপধার্ষ্ট্যং কথং কুর্য্যামিতি যাবদ্বর-তনু শ্রীরাধা ব্যমৃশৎ তাবৎ আল্যঃ অত্র নির্জ্জন স্থলে কুলাঙ্গনানাং স্থিতির্ন-যোগ্যা কিন্তু গৃহং যাম ইত্যাদি পটিমভরতো বিকৃষ্য বল্লিকুহরাৎ উপানীয় শ্রীকৃষ্ণস্যাননে ইমাং রাধাং চকিত দৃষ্টিং ব্যধুঃ ॥৩২॥

যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ শ্যামরক্তবর্ণাভ্যাং অপাঙ্গাভ্যাং আকাশে শ্রীকৃষ্ণস্য রক্তাংশঘটিতকটাক্ষস্থানীয়ৈঃ সরস্বতীরসৈর্জলৈরেকীভূতা রাধায়াঃ শ্যামাংশ ঘটিত কটাক্ষ রূপা যমুনা উভয়োঃশ্বেতিমাংশঘটিত কটাক্ষরূপা সুরসরিৎ গঙ্গাতয়া উতা গ্রথিতা সতী (আশ্চর্য্য) যথাস্যাত্তথা উদগাৎ। যত্র তাদৃশ যমুনায়া এতয়ো-

বরাঙ্গী শ্রীরাধা অনুরাগভরে মনে মনে এই কথা বলিয়া পুনরায় মনো মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এখান হইতে স্বয়ং মুখ তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করা অতীব ধৃষ্টতার কার্য্য, ইহা কিরূপেই বা সম্পন্ন করি ?" প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধার এই হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া— "এইরূপ নির্জ্জনস্থানে কুলাঙ্গনাগণের অবস্থিতি করা কদাচ যোগ্য নয়, এস আমরা গৃহে যাই" এই বলিয়া পটুতা সহকারে লতাকুঞ্জের অন্তরাল হইতে টানিয়া আনিয়া শ্রীরাধাকে তখন শ্রীকৃষ্ণের নয়ন পথবর্ত্তিনী করিলেন—শ্রীরাধা চকিত দৃষ্টিতে প্রিয়মুখ-মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তখন আকাশে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-রূপ সরস্বতীর অরুণ জল-প্রবাহের সহিত শ্রীরাধার কটাক্ষ রূপ শ্যামল যমুনা-প্রবাহ মিলিত হইয়া এবং উভয় দিক হইতে প্রবাহের সম্মিলনে শ্বেতিমাংশ ঘটিত কটাক্ষ রূপা সুরধুনী দ্বারা গ্রথিত হইয়া এক বিচিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃষ্টি করিল। আমরি! এই অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-তীর্থে শ্রীরাধাশ্যামের

নিমগ্নৌ যত্রৈতদ্‌হৃদয়করিণৌ প্রাগুভয়তঃ
প্রবাহায়ামাস্তাং বিকচকমলালীক্ষণততৌ ॥৩৩॥
ততো নিস্পন্দাঙ্গং রসিকমিথুনং তৎপ্রিয়সুহৃ—
দ্‌গণো বর্ত্ম-প্রান্তাদিতর-জনশঙ্কাকুল-মনাঃ।
বিকৃষ্যারাত্তত্তৎ পুরসরণিমানীয় রভসাৎ
প্রবুদ্ধং প্রত্যাশাসিত হৃদমকার্ষীৎ পটিমভিঃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়করিণৌ নিমগ্নৌ আস্তাং কথম্ভূতায়াং উভয়তঃ আগমনাদেব উভয়তঃ প্রবাহায়াং। পুনঃ কথম্ভূতায়াং বিকচকমলানামিব আলীক্ষণানাং সখীনেত্রানাং ততির্যত্র তস্যাং। পক্ষে বিকচানাং কমলানাং ক্ষণততিরুৎসব পরম্পরা যত্র। যদ্বা বিকচকমলেষু অলীনাং ক্ষণততির্যত্র ॥৩৩॥

বহিরঙ্গ-জন শঙ্কাকুল মনঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুবল ললিতাদি প্রিয় সুহৃদগণঃ আনন্দমূর্চ্ছয়া নিস্পন্দাঙ্গং রসিকমিথুনং ততো বর্ত্ম-প্রান্তাদাকৃষ্য রভসাৎ বেগাৎ স্ব স্ব পুর-সরণিং আনীয় মূর্চ্ছান্তে প্রবুদ্ধং মিথুনং প্রত্যাশয়া বদ্ধহৃদয়মকার্ষীৎ। যজ্ঞসঙ্গমে ॥৩৪॥

হৃদয়-ঐরাবত নিমগ্ন হইয়া গেল এবং এই যে উভয় দিক হইতে প্রবাহ বাড়িতেছে তাহাতে বিকসিত নলিনীর ন্যায় সখীশ্রেণী উৎসব বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর রসিক-রসিকাযুগল পরস্পর দর্শনানন্দে একেবারে নিস্পন্দাঙ্গ হইয়া পড়িলেন,—আত্মহারা হইয়া নিথর নিশ্চল ভাবে যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই জড়িমা দশা দেখিয়া সুবল ও ললিতাদি প্রিয় সুহৃদ্‌গণ বহি-রঙ্গজনের শঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধাকে সেই প্রকাশ্য পথপ্রান্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া এবং সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক স্ব স্ব পুর প্রবেশ পথে লইয়া গেলেন পরে তাঁহাদের সেই আনন্দ-মূর্চ্ছা অপসারিত করিয়া বিশেষ পটুতা সহকারে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়কে প্রত্যাশাবদ্ধ করিলেন। ফলতঃ "অচিরেই তোমাদের মিলন সংঘটিত হইবে" বলিয়া উভয়কে আশ্বাসিত করিলেন ॥৩৪॥

জনন্যা বাৎসল্যং তনুমদিব পিত্রোঃ কিমসবো
বহিষ্ঠাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বসদনমিয়ায়েতি বিদুষী।
বিশাখাপ্রাহৈষীৎ সপদী তুলসী মঞ্জরি মথ
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দাতুং তদভিমতপিযূষবটিকাঃ ॥৩৫॥
বলাৎপাণিং নীব্যামহহ মম ধিৎ সত্যয়ময়ং
বিশাখে! ত্বং বীথ্যাং কলয়সি কিমেতত্‌ কুতুকিনী।
যদুচ্চৈঃ ক্রোশন্তী মপি ন হি জহাত্যেষবত মাং
সতীনাং মূর্দ্ধন্যাং তদিহ কথয়ার্য্যাং দ্রুতমিতঃ ॥৩৬।

জনন্যা যশোদায়াঃ পিত্রোর্নন্দযশোদয়োর্বহিষ্ঠোঃ প্রাণা ইব শ্রীকৃষ্ণঃ স্বসদনং ইয়ায় ইতি। বিদুষী বিশাখা পিযূষবটিকাঃ ব্রজেশ্বর্য্যৈ দাতুং তুলসীমঞ্জরিং প্রাহৈষীৎ প্রেষয়ামাস। বল্লরির্মঞ্জরিঃ স্ত্রিয়ামিত্যভিধানাৎ মঞ্জরী মঞ্জরিশ্চ ॥৩৫॥

শ্রীরাধা উন্মাদেনাত্মানং শ্রীকৃষ্ণেন বলাৎ ক্রিয়মানং মত্বা সখীং প্রত্যাহ বলাদিতি ॥৩৬॥

অতঃপর জননীর বাৎসল্য মূর্ত্তির ন্যায় এবং জনক জননীর বহিঃস্থিত জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভবনে গমন করিতেছেন, ইহা বিদিত হইয়া বিদূষী বিশাখা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভোজ্য পীযূষ-বটিকা শ্রীব্রজেশ্বরীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তুলসীমঞ্জরিকে প্রেরণ করিলেন ॥৩৫॥

রসিকবর শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমময়ী শ্রীরাধার দৃষ্টি-পথের অন্তরালে গমন করিলেন,অমনই শ্রীরাধা তদীয় বিরহে উন্মাদিনী হইয়া বিহ্বল-ভাবে বলিতে লাগিলেন—"সখি! বিশাখে! ঐ রমণী-লম্পট পথিমধ্যে বলপূর্ব্বক আমার নীবীর উপর হস্তার্পণ করিবার ইচ্ছা করিতেছে। অহো! তোমরা কি রঙ্গ দেখিতেছ? আমি এত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছি, তথাপি সতীকুল-শিরোমণি—আমাকে ঐ ধৃষ্ট পরিত্যাগ করিতেছে না? যাও সখি! তুমি শীঘ্র গৃহে গিয়া আর্য্যাকে এই কথা বল" ॥৩৬॥

বিলপ্যৈবংরাধা দরবিকসিতাক্ষী সমুদিত-
ক্লমা প্রস্বিন্নাঙ্গীং বিততদবথুর্বেপথুমতী ।
তনুং:বীক্ষ্য স্বীয়াং কুসুমশয়ন-ন্যস্তসুষমাং
বিলক্ষ্যালীরাহ স্মরপরিভবদ্‌গাদগদগিরা ॥৩৭॥

ক মে প্রেয়ান্ বীথ্যাং চকর কিমহং নিষ্কুটভবং
কিমেতদ্‌বেশ্মাহো ! সখি ! গুরু পুরস্থং ভবতি কিং ?
ইয়ং সন্ধ্যাপ্রাতঃ কিমজনি কিমহো ! স্বিদভব—
ন্নিশীথঃ কিং নিদ্রাস্বাহত কিমুজাগর্ম্মি বদ তৎ ।৩৮॥

বিরহজ্বালা শান্ত্যর্থং সখীরচিতকুসুমশয়নন্যস্ত সুষমাং তনুংবীক্ষ্য বিলক্ষ্যা অহং গ্রামাদ্‌বহিঃ পুষ্পবাটিকায়াং শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা আসং কথমত্র পুষ্পশয্যায়াং বিদ্যমানেতি বিস্ময়ান্বিতা সতী আলীরাহ। বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতে ইত্যমরঃ ॥৩৭॥

অহং বিথ্যাং কিং চকরেতি—স্বস্য বৈপরীত্বং সম্ভাবনীয়া প্রশ্নঃ। এতদ্ গৃহং কিং তৎ পুষ্পবাটিকা-ভবং ? ইয়ং কিং সন্ধ্যা ? প্রতিদিনং বিহারানন্তরং গৃহাগমনোচিতং প্রাপ্তঃ কিং অজনি ?॥৩৮॥

এই প্রকার বিলাপ করিয়া অতিশয় ক্লান্তি-বিশিষ্টা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা পরিতপ্তা শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে নয়ন-কমল ঈষৎ বিকসিত করিলেন এবং বিরহ-তাপ-প্রশমনার্থ সখীগণ কর্তৃক রচিত কুসুম শয্যায় স্বীয় তনু-লতা বিন্যস্ত দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—"গ্রামের বাহিরে এই পুষ্প-বাটিকায় আমি কি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম ?—এই পুষ্প-শয্যাতেই বা শুইয়া রহিয়াছি কেন ?"—এইরূপ বিস্ময়-বিমুগ্ধা শ্রীরাধা তখন কন্দর্প-প্রভাবোত্থ গদ্‌গদবাক্যে সখীগণকে কহিলেন ॥৩৭॥

"বল সখি ! আমার প্রিয়তম কোথায় ? আমি এই পথিমধ্যে কি করিতেছি ? এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের পুষ্পোদ্যানস্থিত ? না আমার গুরুজনের পুরস্থিত ? সত্য করিয়া বল সখি ! এখন সন্ধ্যা না প্রাতঃকাল ? বিহারান্তর প্রতিদিন গৃহাগমনের উপযুক্ত সময়

ত্বমারামন্ধামাম্বুজমুখি ! সমায়াঃ প্রিয়তমো
রহঃ কুঞ্জে স ত্বামরময়দথাগাৎ স্বভবনং।
চিরাৎ খেদং পিত্রোর্ভৃশমুপশময়্যেষ্যতি পুন—
র্ব্বিধুঃ স ত্বন্নেত্রোৎপলযুগ-বিকাশার্থ মধুনা ॥৩৯॥
যৎ প্রাগাসীদ্ব্রজে পুরসরো জীবনাদ্বিচ্যুতং দ্রা—
গুগ্রৈস্তাপৈর্ব্বিরহরবিনোৎপাদিতান্ত-র্ব্বিদারং।

প্রেমোন্মত্তাং তাং সখী পরিহসতি। হে অম্বুজমুখি! ত্বং আরামাৎ-স্বধামং সমায়াঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি কুঞ্জে ত্বাং অরময়ৎ। অথ স্বভবনমগাৎ। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

যৎ ব্রজরূপসরঃ শ্রীকৃষ্ণরূপজীবনাৎ জলাৎ বিচ্যুতং এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ সূর্য্যেণ তাপৈঃ করণৈরুৎপাদিতান্তর্বিদারং প্রাগাসীৎ। ফুল্লপঙ্কেরুহতুল্যানি

উপস্থিত হইয়াছে কি ? অথবা নিশীথ সময় সমাগত হইয়াছে ? অহো ! আমি কি নিদ্রিতা না জাগরিতা রহিয়াছি ? ॥৩৮॥

শ্রীরাধার সেই প্রেমোন্মত্তা অবস্থা দেখিয়া সখীগণ, ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন [illegible] বাক্যে কহিলেন—"হে কমলমুখি ! তুমি সম্প্রতি উদ্যান হইতে গৃহে আসিয়াছ, তোমার প্রিয়তম নিভৃত কুঞ্জে তোমার সহিত বিবিধ কেলি-বিলাস করিয়া এক্ষণে নিজালয়ে গমন করিয়াছেন। সেই ব্রজবিধু, স্বীয় অদর্শন জনিত জনক জননীর তাপোপশম করিয়া, তোমার নয়নোৎপল-যুগলকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত এখনই আগমন করিবেন ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণই ব্রজপুর-সরোবরের জীবন (জল) স্বরূপ ! সেই জীবন-বিচ্যুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সূর্য্যের উগ্রতাপে ইতঃপূর্ব্বে ঐ ব্রজপুর-সরোবর যেন শুষ্ক হইয়া অন্তর্বিদার প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-জলধর সমুদিত-হওয়ায় আনন্দধারার বর্ষণে তাহা কূলে কূলে

কৃষ্ণাম্ভোদে মিলতি রভসাদেত্তদানন্দধারা—
সারৈঃ পূর্ণং ত্বরিতমভবৎ ফুল্লপঙ্কেরুহাস্যং ॥৪০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে অপরাহ্নিক
লীলা স্বাদনো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

ব্রজবাসিনাং মুখানি যত্র। সরোবর পক্ষে পঙ্কেরুহানাং আস্থাস্থিতির্যত্র। স্বাদাস্থাস্বাসনা স্থিতিরিত্যমরং ॥ ৪০ ॥

সমাপ্তোঽয়ং ষোড়শঃসর্গঃ।

পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সরোবরের শোভা স্বরূপ কমল স্থানীয় ব্রজবাসি-গণের বদন-কমল এক অপূর্ব্ব প্রফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল ॥৪০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে মর্ম্মানুবাদে অপরাহ্নিক
লীলাস্বাদন নাম ষোড়শ সর্গ ॥১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

সায়ন্তনী লীলা।

দ্যৌভাস্বন্তৌ বিধিরতুলয়ৎ পদ্মিনী নিত্যবন্ধু
কৃষ্ণস্তত্রাবনিময়ময়াৎ পাণ্ডরঃ স্বং লঘিষ্ঠঃ।
ধাতৈবাপ প্রথিত মধিকং কিন্তু মৌঢ্যং স একঃ
কো বা হৈমং গণয়তি সুধীঃ শর্ষপার্দ্ধেন সার্দ্ধং ॥১॥
উদ্যন্নক্তং দিনমপি জগল্লোচনানন্দ ধারা—
নির্ম্মাণার্থং স্থিরচর ততেঃ প্রেমধর্ম্মপ্রকাশী।

শ্রীকৃষ্ণস্য গোষ্ঠপ্রবেশ সময়ে স্বর্গাঙ্গনানাং পরস্পরোক্তি মাহ। দ্যাবিতি। মন্দাক্রান্তাছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যস্বরূপৌ দ্যৌভাস্বন্তৌ পদ্মিনীনিত্যবন্ধুস্বরূপ সমধর্ম্মং দৃষ্ট্বা বিধিরতুলয়ৎ। পাণ্ডরঃ শ্বেতঃ সূর্য্যঃ আকাশং অয়াৎষতো লঘিষ্ঠঃ। অত্র-তোলনে স একো ধাতা এব বিস্তৃতং অধিকং মৌঢ্যং আপ। তত্র হেতুঃ কো বেতি ॥ ১ ॥

বিধাতুর্মৌঢ্যে তয়োর্বৈধর্ম্মরূপ হেতু মাহ। লোচনানামানন্দধারা নির্ম্মা-ণার্থং নক্তং দিনং ব্যাপ্য উদ্যন্। সূর্য্যস্তু লোচনমাত্র প্রকাশার্থং দিনমাত্রং

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ প্রবেশ কালে বিমান-বিহারিণী দেবাঙ্গনাগণ প্রফুল্ল-চিত্তে পরস্পর এইরূপ সংলাপ করিতে লাগিলেন—"হে সখি! দেখ, শ্রীকৃষ্ণ ও দিবাকর পদ্মিনীগণের নিত্যবন্ধু ও ভাস্বর বলিয়াই বিধাতা ঐ দুইটীকে যেন তুলাদণ্ডে তুলনার্থ ওজন করিয়াছেন, তাহাতে গুরু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবনীতলে বিরাজ করিতেছেন আর লঘুবস্তু বলিয়াই ঐ পাণ্ডর সূর্য্য ঊর্দ্ধে আকাশে বিরাজ করিতেছে। এই তুলনায় বিধাতার সমধিক মূঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ,কোন্ সুধীব্যক্তি শর্ষপার্দ্ধের সহিত সুবর্ণের তুলনা করিয়া থাকেন? বাস্তবিক পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসুন্দরের সহিত তুলনায় সূর্য্য একটী সামান্য শর্ষপকণা সদৃশও হইতে পারেনা? ॥১॥

মাধুর্য্যাব্ধি র্ম্মৃদুল কিরণো গোপরার্দ্ধপ্রচারী
হারী লোকান্তর সুতমসামভ্রবিভ্রাজিতশ্রীঃ ॥২॥
কষ্টাম্ভোধেঃ পরমতরণী র্ভীরু হৃচ্চক্রবাক—
দ্বন্দ্বস্যারাৎ করবিতরণেনাবনে র্ভাগ্য-রাশিঃ।

ব্যাপ্য উত্থন্। স্থিরচরেতি। সূর্য্যস্তু মনুষ্যস্যৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রকাশী। মৃদুলেতি। স তু প্রচণ্ড কিরণঃ। সূর্য্যস্তু গো সহস্রপ্রচারী। কিরণ পরোঽপি গো শব্দঃ। অতএব সহস্রগুরিতি তস্য সংজ্ঞা। লোকানাং জনানাং অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মভূতানাং বাসনা রূপাণামপি তমসংহারী। সূর্য্যস্তু লোকানাং বাহ্য তমো-মাত্রহারী। অভ্রস্যৈব অভ্রাদপি বা বিভ্রাজিতা শ্রীর্যস্য। সূর্য্যস্তু অভ্রেণ বিগত ভ্রাজিতা আচ্ছাদিতা শোভা যস্য ॥ ২ ॥

সূর্য্যস্তু ভীরুহৃৎ বিরহভয়যুক্তং হৃদয়ং যস্য তস্য চক্রবাক-দ্বন্দ্বস্য কিরণ দানেন কষ্টসমুদ্রস্য নামমাত্রেণৈব তরণিঃ ন তু পরম তরণিঃ। যতোরাত্রি গত

বিধাতাকে কেন মূঢ় বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, দুইটী সমধর্ম্মী বস্তুর সহিতই তুলনা হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ ত সমধর্ম্মী নহেন?—ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈধর্ম্ম্যই দৃষ্ট হয়। দেখ না কেন,—সূর্য্য কেবল দিনমানেই উদয় হন কিন্তু ঐ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র দিবা যামিনী সমুদিত ;-সূর্য্য লোচন মাত্র প্রকাশক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের নয়নানন্দ-ধারাবর্ষী ; 'সূর্য্য মনুষ্যের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রকাশী, আর শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমের প্রেমধর্ম্ম প্রকাশী ; সূর্য্য জ্যোতির আকর, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের সাগর, সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণশালী, শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ-মধুর কিরণমালী ; সূর্য্য গো অর্থাৎ কিরণ-পরার্দ্ধ-প্রচারী, শ্রীকৃষ্ণ পরার্দ্ধ গো-চারণকারী, সূর্য্য কেবল লোকের বহিস্তমোহারী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবের অন্তঃকরণের সূক্ষ্মভূতা বাসনা-তমসাপহারী, সূর্য্যের আকাশ-শোভাও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নবজলদ জয়িনী সুষমা নিত্য সমুজ্জ্বলা ॥২॥

ভীরু-হৃদয় চক্রবাক্ যুগলের প্রতি স্বীয় কর বা কিরণরাশি বিতরণ করিয়া সূর্য্যদেব তাহাদের ক্লেশ-সমুদ্রের নাম মাত্রই তরণী, পরন্তু পরম তরণী নহেন ; যেহেতু সেইচক্রবাক্-মিথুনের রাত্রিগত

মিত্রশ্চিত্রাতুলগুণৎ খনিঃ কিং গবাধীশ্বরাশা—
পূর্ত্তৈ মঞ্জন্ হতভগদৃশো হাজিহাসত্যয়ংনঃ ॥৩॥
ইত্থং স্বঃ স্ত্রীজন কলকলৈর্লাঘবং স্বংবিবস্বান্
মেনে শ্রোত্রামৃতমিব কৃতী যত্তদাশানুগামী।

বিরহদুঃখস্য নাশাসামর্থ্যাৎ। স তু ভীরূণাং স্ত্রীণাংহৃৎস্থস্য চক্রেত্যতিশয়োক্ত্যা স্তনদ্বয়স্য হস্তদানেন কষ্ট সমুদ্রস্য পরমনৌকারূপঃ। গবাধীশ্বরয়োর্নন্দযশোদয়ো-র্বাঞ্ছা পূর্ত্ত্যৈ গচ্ছন্ অয়ং কৃষ্ণঃ হতভগদৃশো নোঽস্মান্ কিং জিহাসতি। পক্ষে গবাধীশ্বরো বরুণস্তদাশায়াস্তদ্দিশ পালনায়। গোশব্দোঽত্র পক্ষে জলবাচী ॥৩॥

ইত্থং স্বর্গস্ত্রীণাং কলকল শব্দেজাতং স্বীয়ং লাঘব কৃতে। সূর্য্যঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-স্যামৃতমিব মেনে। তত্র হেতুর্যস্মাৎ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে যা আশা পশ্চিমদিক তদনুগামী। স্বর্গাঙ্গনোক্তস্য গবাধীশ্বরাশাপূর্ত্ত্যৈ ইতি শব্দস্য পশ্চিমদিক-পালনায়েত্যর্থং মত্বা পশ্চিমদিক স্বরূপা নাগরী মূঢ়া প্রকৃতার্থ মজ্ঞানতো কৃষ্ণ-

বিরহ দুঃখ নাশ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভীরু স্বভাবা গোপাঙ্গনাগণের বক্ষোজ-চক্রবাক্ যুগলে কর-কমলার্পণ করিয়া তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ-সমুদ্রের নিত্যই পরম তরণী স্বরূপ। দিবাভাগে সূর্য্যোদয়ে অবনীর যে সৌভাগ্যোদয় হয়, সূর্য্যাস্ত হইলে অবনীর ত সে সৌভাগ্য রাশি আর থাকে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে সকল সময়েই অবনীর সৌভাগ্য রাশি পরিস্ফুট। এই অনুপম বিচিত্র গুণের আকর স্বরূপ সূর্য্য যেরূপ দিবাবসানে গবাধীশ্বরের অর্থাৎ বরুণের আশা অর্থাৎ পশ্চিম দিগঙ্গনাগণের পালনার্থ গমন করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বর যুগলের অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীব্রজেশ্বরীর বাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত আমাদের স্যায় হতভাগিনীদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন ॥৩॥

সুর-ললনাগণের এইরূপ মধুরাস্ফুট শব্দে সূর্য্য নিজেকে নিতান্ত লঘু মনে করিয়াও সেই কল শব্দকে কর্ণামৃতের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিম দিকে অনুগমন করিতেছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত অভিলাষী সূর্য্য অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু ঐ যে সন্ধ্যা-সমাগমে যে পশ্চিম দিগ্‌ভাগ

মূঢ়া মত্বাত্মনি বরুণ দিঙ্নাগরী সৌভগং য—
মন্যে তেনাপ্রকট যদিয়ং হন্ত ! মিথ্যানুরাগং ॥৪॥
কলাপকং ।
কৃষ্ণো গচ্ছদ্‌যদনুবিশিখং হর্ম্ম্যগ স্ত্রীজনৈঽশ্রু-
স্তিম্যৎ পুষ্পাঞ্জলিকিরিদরোদঞ্চয়ন্ লোচনান্তং ।
স্বঃ সুন্দর্য্যঃ পুলকিতনবোঽমংসত স্বস্ব ভাগ্যং
তেন স্থানে ক্বচন সুদৃশাং মুগ্ধতা দোগ্ধি মোদং ॥৫॥

স্বগমনসম্ভাবনয়া আত্মনি যৎ সৌভাগ্যং অমন্যত তেনৈব হেতুনা অন্তঃকরণস্থ মিথ্যানুরাগ মপ্রকটয়ৎ। অতএব সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিশি রক্তবর্ণং দৃশ্যতে ॥৪॥

হর্ম্ম্যগত স্ত্রীজনে শ্রীকৃষ্ণোপরি অশ্রুস্তিম্যৎ পুষ্পাঞ্জলি কিরি সতি। পুষ্পাঞ্জলীন্ কিরতীতি পুষ্পাঞ্জলিকিঃ ক্বিবন্তং তস্মিন্। সজলপুষ্পস্পর্শেন শ্রীকৃষ্ণঃ লোচনান্তমীষদূর্দ্ধমঞ্চয়ন্ অনুবিশিখং গলীতিপ্রসিদ্ধায়াং প্রতিবিশিখায়াং যদ্ গচ্ছৎ তেনৈবাস্মান্ পশ্যতীতি মত্বা স্বর্গস্থসুন্দর্য্যঃ স্বভাগ্যমমংসত। ইদং স্থানে যুক্তমেব যতঃ সুদৃশাং ক্বচন বিষয়ে মুগ্ধতা অজ্ঞানমপি আনন্দং দোগ্ধি ॥৫॥

রক্তিমরাগে অরুণিম হইয়াছে, যেন নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমনে মূঢ়া বরুণদিক্-নাগরী আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াই এইরূপ অনুরাগ প্রকটিত করিয়াছে। হায় ! প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণের এই অনুরাগ-প্রকাশ মিথ্যাই হইয়াছে ! ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ যে যে বিশিখ অর্থাৎ গলি রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন তাঁহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদস্থিতা পুর-ললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর অশ্রু-সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সজল পুষ্প-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইয়া যেমন নয়নান্ত ঊর্দ্ধে বিন্যস্ত করিতেছেন অমনই তদ্দর্শনে বিমানবিহারিণী সুর-সুন্দরীগণ "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতিই নয়নাপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন" মনে করিয়া পুলক-পুষ্পিতাঙ্গে স্ব স্ব ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় নাই। যেহেতু কোন কোন বিষয়ে সুলোচনাগণের মুগ্ধতাও আনন্দ বিধান করিয়া থাকে ॥৫॥

যাতে পিত্রোর্নয়ন-পদবীং তৎ পুরান্তঃ প্রবিষ্টে
তদ্বাৎসল্যামৃত-জলনিধৌ মজ্জতি শ্রীমুকুন্দে।
তং জ্ঞাত্বাক্ষোরবিষয় মভূদ্‌ভানু রঙ্গারতুল্য
স্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কিমনু লবণাম্ভোধি মাসীন্মিমঙ্‌ক্ষুঃ ॥৬॥
তদ্বিশ্লেষ জ্বরশমলবেহপ্যক্ষমা যর্হ্যভুবন্
গান্ধর্ব্বায়া বিসকিসলয়োশীর-চন্দ্রাম্বুজাদ্যাঃ।
কাপ্যাগত্য ব্যধিত ললিতাদেশতস্তর্হি তস্যা
স্তদ্বৃত্তান্তামৃতরসপৃষৎ সেচনং কর্ণরন্ধ্রে ॥৭॥
সংজ্ঞাং লব্ধ্বা হরিণনয়না সম্ভ্রমাদুত্থিতোচে
তপ্তা শ্রান্তং শ্রবণ-মরুভূরালি! রত্যা মমাভূৎ।

পিত্রোরন্তঃপুরং প্রবিষ্টে শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-সমুদ্রে মজ্জতি সতি সূর্য্যস্তং নেত্রয়োরবিষয়ং মত্বা অনুরাগেণাঙ্গারতুল্যঃ সন্ পুনস্তৎ প্রাপ্ত্যর্থং লবণ-সমুদ্রং মিমঙ্‌ক্ষুর্মগ্নেচ্ছুরাসীৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বিশ্লেষ-জ্বরশান্তি লবেহপি যর্হি এতে অক্ষমাঃ অভুবন তদানীমেব নন্দীশ্বরাৎ কাপি আগত্য ললিতা-নিদেশেন রাধায়াঃ কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তান্তামৃতবিন্দু সেচনংব্যধিত ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের বাৎসল্যরূপ অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত হইলে সূর্য্যদেব তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় নয়নের অবিষয়ীভূত জানিয়া অনুরাগভরে অঙ্গারতুল্য হইলেন এবং পুনরায় সেই পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্তই যেন পরে লবণ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছুক হইলেন ॥৬॥

এদিকে প্রিয়সখীগণ-সেবিত বিস-কিশলয়, উশীর, কর্পূর, চন্দন কমলাদিও যখন শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বর-সন্তাপের লেশমাত্রও প্রশমিত করিতে সমর্থ হইল না, সেই সময়ে নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ললিতার নিদেশক্রমে শ্রীরাধার কর্ণরন্ধ্রে, শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্তরূপ অমৃতবিন্দু সেচন করিলেন ॥৭॥

অস্যাং স্বপ্নেঽন্বভবমধুনাপূর্ব্বপীযূষবৃষ্টিং
খিন্নস্ত্যেষা তদিহ সখি ! মাং শীতলীবৌভবীতি ॥৮॥
আয়াতেয়ং সুমুখি । তুলসীমঞ্জরী গোষ্ঠরাজ্ঞ্যা
গেহাৎ সখ্যুস্তব যদবদদ্বৃত্তমস্মাদজাগঃ ।
ইত্যুক্ত্বাল্যা বদ পুনরপিত্যাম্বুজাক্ষ্যাদিদেশ
প্রেয়ঃ সায়ন্তন গুণ কথাং প্রাহ মধ্যে সভং সা ॥৯॥

হে আলি অশ্রান্তং নিরন্তরং তপ্তা মম শ্রবণরূপা মরুভূমিঃ ধন্যা অভূৎ। অস্যা মরুভূবি অধুনা স্বপ্নে অপূর্ব্বামৃতবৃষ্টিং অহমন্বভবং। এসামরু ভূমিঃ মাংখিন্নতী সতী স্বয়ংশীতলীবোভবীতি অতিশয়েন পুনঃপুনর্ভবতি ॥ ৮ ॥

তব সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যদ্বৃত্তান্ত মবদৎ তস্মাদেব ত্বং অজাগঃ মূর্চ্ছাতঃ প্রবুদ্ধা বভূব। আল্যা ইত্যুক্তা সাঅম্বুজাক্ষী রাধা পুনরপি তদ্বৃত্তান্তং বদ ইত্যাদিদেশ সা তুলসীমঞ্জরী মধ্যে সভং সভায়ামধ্যে ॥ ৯ ॥

মৃগনয়না শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া কহিলেন—"হে সখি ! আমার নিরন্তর উত্তপ্ত শ্রবণ-মরুভূমি আজ ধন্য হইল—আমি সম্প্রতি স্বপ্নে এই শ্রবণ মরুভূমিতে এক অপূর্ব্ব পীযূষ-বৃষ্টি অনুভব করিলাম। বলিব কি সখি ! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া নিজেও অতিশয় শীতল হইল ॥৮.

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন--"সুমুখি ! ইহা স্বপ্ন নহে,—এই তুলসী মঞ্জরী সম্প্রতি ব্রজরাজ-মহিষীর গৃহ হইতে আসিয়া তোমার প্রাণ-সখা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বৃত্তান্ত তোমার কর্ণে ধীরে ধীরে শুনাইয়াছে, তাহাতেই তোমার বিলুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে।"

প্রিয়সখী ললিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া কমল-নয়না শ্রীরাধা সাগ্রহে তুলসীমঞ্জরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখি ! পুনরায় তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর"—প্রাণ শীতল হউক।" শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া তুলসী তখন সেই সখীসভামধ্যে প্রিয়তমের সায়ন্তন-গুণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৯॥

তাতস্যাঙ্কো: পদমুপযযাবাদিতো গোপুরাগ্রে
কৃষ্ণো দোর্ভ্যাং পুলকিততনোরুদ্‌গৃহীতোঽথ সদ্যঃ।
নিস্পন্দস্যোরসি চিরময়ং ভ্রাজতে স্ম স্থিরাঙ্গঃ
কৈলাশান্তঃসরসি বিকসন্নীলপদ্মং যথৈকং ॥১০॥
উষ্ণীষাগ্রং দরবিঘটয়ন্নশ্রুভিঃ সিচ্যমানং
শীর্ষং জিঘ্রন্ পিহিতমকরোদাস্যমাস্যব্রজেশঃ।
মন্যে চন্দ্রং বিমলশরদম্ভোদ আবৃত্য তস্য
জ্যোৎস্না-জালৈঃ স্নমলমকরোদাত্মতাপাপনুত্যৈ ॥১১॥

কৈলাশ স্থানিয়ো নন্দঃ সরোবর স্থানীয়ং বক্ষঃ ॥ ১০ ॥

বক্ষঃ স্থলস্থিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উষ্ণীষাগ্রং ঈষদ্বিঘটয়ন্ শীর্ষংজিঘ্রন্ ব্রজেশঃ মস্তক ঘ্রাণ সময়ে স্বমুখেন শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং বিনিতং আচ্ছাদিত মকরোৎ। অত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। জলাভাবেন সূর্য্যাতপ তপ্তঃ শরৎকালীন শ্বেত মেঘঃ চন্দ্রস্য জ্যোৎস্না জালৈঃ স্বীয়তাপ-দূরীকরণায় চন্দ্রং আবৃত্য স্বং অলং অকরোদিতি অহং মন্যে ॥ ১১ ॥

"শুন সখি! গোষ্ঠ হইতে গোপুরাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরাজের নয়ন পথবর্ত্তী হইলেন, অমনই বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলেন। এইভাবে ব্রজরাজের সেই নিস্পন্দ বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন—তদ্দর্শনে বোধ হইল—আমরি! যেন স্থিরাঙ্গ কৈলাশ-গিরির অন্তর্বর্ত্তী সরোবরে যেন একটী অপূর্ব্ব নীলকমল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে॥১০॥

অনন্তর ব্রজেশ্বর স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণীষের অগ্রভাগ ঈষৎ সরাইয়া দিয়া স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে যখন প্রাণাধিক পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, তখন স্বীয় বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনখানি আচ্ছাদিত করিলেন। আমরি! সখি! বলিব কি, তাহাতে বোধ হইল সুবিমল শারদীয় শুভ্র মেঘ শশধরের শান্ত জ্যোৎস্নাজালের দ্বারা স্বীয় জলাভাববশতঃ রবিকরজনিত তাপ

যান্তী গেহাদজির মজিরাদ্‌গেহ মায়ান্ত্যথো যা
শুষ্যাদ্বক্ত্রানয়দতিরুজৈবান্তিমং যামমহ্নঃ ।
সা গোষ্ঠেশা তরণিতনয়ে নেত্রযুগ্মাৎকুচাভ্যাং
জহ্নোঃ কন্যে অসৃজদিব তং প্রেক্ষ্য সূনুংসমীপে ॥১২॥
শক্তং কর্ত্তুং বলিত-জড়িমা সন্নকণ্ঠী ন বার্ত্তাং
প্রষ্টুং নাপীক্ষিতুমপি যদি প্রাভবৎ সাশ্রুপূর্ণা ।
দীপাবল্যা কলিতললিতারাত্রিকংরামমাতৈ-
বাস্যাঃ ক্রোড়ে করধৃত মুপাবেশয়ৎ তর্হিকৃষ্ণঃ ॥১৩॥

সা যশোদা শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহেন গেহাৎ অজিরং যান্তী অজিরাৎ গেহং যান্তী সতি অতিরুজা অতিকষ্টেনৈব দিবসস্যান্তিমং যামমনয়ৎ। সা সমীপে শ্রীকৃষ্ণং প্রেক্ষ নেত্রদ্বয়াৎ তরণি-তনয়ে দ্বে যমুনে অসৃজৎ। এবং স্তনাভ্যাং জহ্নোঃ কন্যে দ্বে গঙ্গে অসৃজৎ ॥ ১২ ॥

সা যদি অঙ্কে করণ বার্ত্তা প্রশ্নদর্শনাদিকং কর্ত্তুমিত্যাদিষু নপ্রাভবৎ তদা কল্পিতং রোহিণ্যা কৃতং আরাত্রিকং যস্য তংশ্রীকৃষ্ণকরে ধৃত্বা রোহিণ্যেবাস্যা যশোদায়া অঙ্কে উপাবেশৎ ॥ ১৩ ॥

প্রশমনেরই নিমিত্তই যেন শশধরকে আবৃত করিয়া নিজেকে অলঙ্কৃত করিল ॥১১॥

আর গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা প্রাণাধিক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুনঃ পুন গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে এবং প্রাঙ্গণ হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিলম্বে বিবিধ আশঙ্কায় তাঁহার মুখ-কমল শুকাইয়া গিয়াছিল এবং এইরূপে তিনি দিবসের শেষ-যাম অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলে পর যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় সমীপে সমাগত দর্শন করিলেন, অমনিই তিনি নয়ন-যুগল হইতে দুইটী আনন্দাশ্রুর যমুনা-প্রবাহ ও স্তনযুগল হইতে দুইটী দুগ্ধধারার জাহ্নবী-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন ॥১২॥

তখন শ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাদশা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইতে অসমর্থ হইলেন আনন্দ-বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় পুত্রকে

কিং বাৎসল্যামৃত-জলনিধিং জন্মভূমিংবিধুস্তা—
মধ্যাস্তাহো ! কিমু নিজ খনিং প্রেমমাণিক্যরাজঃ।
কিং কস্তুরীদ্রবার্চ্চিততনোঃ স্নেহপীযূষপুত্র্যাঃ
কুক্ষেভূষাহরিমণিরভাদর্পিতঃ সাধুধাত্রা ॥১৪॥
যাবন্মামা কলয় জননীত্যক্ষিধারাং স্বহস্তে
নোন্মৃজ্যাস্যাঃ সমুদমতনোন্নীতিহংসীতড়াগঃ।

বিধুঃ কৃষ্ণঃ চন্দ্রস্য বাৎসল্যামৃতসমুদ্ররূপজন্মভূমিং কিং অধ্যাস্ত। কিম্বা স্নেহরূপপীযূষস্য শ্যামবর্ণ কস্তুরীদ্রবেণ যুক্তা যা পুত্তলীতি খ্যাতা পুত্রী তস্যাঃ কুক্ষে বিধাত্রা অর্পিতঃ ভূষারূপ হরিমণিঃ অভাৎ ॥ ১৪ ॥

হে জননি ! মাং আকলয় ইত্যুক্ত্বা মাতুরক্ষিধারাং স্বহস্তেন উন্মৃজ্য অস্যাঃ মাতুঃ সশ্রীকৃষ্ণঃ যাবৎ মুদং অতনোৎ। তস্মৈ তদুচিত মেব যতো নীতিরূপ

কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না এবং নয়ন-কমল দুটী এমনই অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিল যে, তিনি ভাল করিয়া পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না ; শ্রীযশোদার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া শ্রীরোহিণী দেবী সুন্দর দীপাবলী দ্বারা আরতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণপূর্ব্বক শ্রীযশোদার কোলে উপবেশন করাইলেন ॥১৩॥

আমরি ! তখন যে কি অনির্ব্বচনীয় শোভার উদয় হইল তাহা কি বলিব সখি !—যেন পূর্ণচন্দ্র স্বীয় জন্মভূমি বাৎসল্যামৃত-সিন্ধুর কোলে উপবিষ্ট হইলেন, কিম্বা প্রেম-মাণিক্যরাজ যেন নিজ খনির মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন, অথবা যেন বিধিদত্ত শ্যামবর্ণ কস্তুরী-দ্রবার্চ্চিততনু স্নেহামৃত-পুত্তলিকার কুক্ষিদেশের ভূষণ স্বরূপ হরিমণি সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥

ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িমা অপগত হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে কহিলেন—"এই দেখনা মা ! তোমার কোলে বসিয়া রহিয়াছি" এই বলিয়া নীতিরূপ হংসীর তড়াগস্বরূপ অর্থাৎ অতিশয় নীতিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে জননীর নয়নের স্নেহাশ্রু-

গোধূলীনাং ততিমধিতনু ক্ষালয়দ্ভিঃ পয়োভিঃ
স্তন্যৈরেব ব্যরচিরুচিরং লালনং তস্যতমেৎ ॥১৫॥
আনন্দোর্ম্মিষ্বনুপরমণিষ্বপ্যমুং চেতয়ন্তী
কৃত্যে প্রাবর্ত্তয়দভিমতে যর্হি বাৎসল্যলক্ষ্মীঃ।
তর্হ্যেবাসৌ স্বতনয়-তনুং পাণিনা মৃজ্য দাসী
রস্যাভ্যাঙ্গস্নপনলপনোন্মার্জ্জনাদৌ ন্যযুঙ্ক্ত ॥১৬॥
বৎস! স্বচ্ছ-প্রণয়! সদনে বর্ত্ততে যা নিষণ্ণা
মন্যে নাস্যাং তব দরদয়াপ্যুস্তবেদাকুলায়াং।

হৎস্যাস্তড়াগস্বরূপঃ। তাবৎ লালনং কর্ত্তুমসমর্থায়া যশোদায়াস্তন্যৈ স্বে পয়োভি র্লালনংব্যরচি। কথংভূতৈঃ গোধূলীনাং সতি অধিতনু তনৌ ক্ষালয়দ্ভিঃ ॥ ৫॥

আনন্দোর্ম্মিষু অনুপরমণীষু উপরামাভাবং প্রাপ্তাসু অনিবৃত্তাসু কতীস্বিত্যর্থঃ। যদা বাৎসল্য-লক্ষ্মীঃ অমুং যশোদাং চেতয়ন্তী সতী বাৎসল্যোচিতকৃত্যে প্রাবর্ত্তয়ৎ তদা অসৌ যশোদাঃ দাসীঃ অস্য অভ্যঙ্গাদৌ ন্যযুঙ্ক্ত ॥ ১৬ ॥

হে স্বচ্ছ-প্রণয়! হে বৎস! গৃহেনিষণ্ণা যা মাতা বর্ত্ততে তস্যাং। হে স্বকু-

ধারা মুছাইয়া দিয়া জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন। সে সময় স্বয়ং পুত্রের লালন করিতে অসমর্থা হইলেও তাঁহার স্তননিঃসৃত দুগ্ধধারা দ্বারা পুত্রের অঙ্গ-সংলগ্ন গোধূলিসমূহ প্রক্ষালিত করিয়া অতি সুন্দর লালন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

তখন পর্য্যন্ত জননীর আনন্দ-তরঙ্গের বেগ নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বাৎসল্য-লক্ষ্মীর চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন।—সেই সময় শ্রীযশোদা নিজ তনয়ের শ্যামল তনুখানি স্বীয় কর-কমল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দাসীগণকে পুত্রের অভ্যঙ্গ-স্নান-মার্জ্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন ॥১৬॥

অনন্তর স্নেহ-গদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন—"হে স্বচ্ছ-প্রণয়! হে বৎস! তুমি গোচারণে গমন করিলে আমি অতীব বিষণ্ণা হইয়া গৃহে অবস্থান করি; বাপধন! তোমার এই আকুলা জননীর উপর

যাতস্তাত ! স্বকুল-কমল ! ত্বং বনং যৎ স্বতে র-
প্যেনাং সঙ্গেন হত জননীমানয়স্তে কদাপি ॥১৭॥
অহ্নিপ্রাপ্ত্যেঽপ্যুপরমমিহাত্যন্তদৈর্ঘ্যেঽপি জাত
ত্বংনায়াসি স্বগৃহমদরাম্রেড়িতোঽপি স্বপিত্রা।
ক্ষামো ব্যামোহয়সি যদমূন্ ক্ষুৎপিপাসাসহঃ স্ব-
প্রেষ্ঠন্ বন্ধুংস্তদলমাসুভির্মাতুরেতৈঃ কঠোরৈঃ ॥১৮॥
অম্বাবেহি ত্বমতি চটুলং প্লাবিতং খেলনাব্ধৌ
বালালীভির্মম সবয়সং স্বং চ ন স্মর্ত্তুমীশং।

কমল! বনং যাতস্ত্বং স্বসঙ্গে নেতু মুচিতাং হতজননীং স্বতেরপি সঙ্গেন আনয়সি ॥ ১৭ ॥

অত্যন্ত দৈর্ঘ্যেঽপি অহ্নি উপরমং প্রাপ্তেঽপি ত্বংপিত্রা আম্রেড়িতো দ্বিত্রীকৃতোঽপি গৃহং নায়াসি! যতস্ত্বং ক্ষুৎপিপাসাসহঃ অতঃ ক্ষামঃ কৃশঃসন্ বন্ধূন্ মোহয়সি। ১৮।

মধুমঙ্গল আহ। ত্বং অবেহি। বালকানাং পক্ষে স্ত্রীণাং শ্রেণীভিঃ খেলনাব্ধৌ প্লাবিতং মম সবয়সং আত্মানং স্মর্ত্তুং ন ঈশং সমর্থং কিং পুনস্ত্বাং অত এবম্ভূতং

কিছুমাত্র কি দয়ার উদয় হয় না? হে তাত? হে স্বকুল-কমল! তোমার এই হতভাগিনী জননীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিতে কি একদিনও স্মরণ হয় না? ॥১৭॥

বৎস। এই অত্যন্ত দীর্ঘদিন কোনরূপে অবসান প্রাপ্ত হইলেও তোমার পিতা ব্রজরাজ দুই তিনবার তোমাকে শীঘ্র আসিবার জন্য বলিলেও তুমি গৃহে আগমন কর না, অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতনু হইয়া বন্ধুগণকে সেই অবস্থা দেখাইয়া বিমুগ্ধ ও ব্যথিত করিতেছ। অতএব তোমার জননীর কঠোর প্রাণ ধারণের আর প্রয়োজন কি? ॥১৮॥

শ্রীব্রজেশ্বরীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিতে লাগিলেন—"মা! বলি শুন, আমার এই অতি চপল বয়স্য 'বালালীর' অর্থাৎ বালকগণের সহিত (শিষ্টার্থ বালা+আলী অর্থাৎ

শিষ্টোঽস্ম্যেকো ন যদি মমিতোঽবারয়িষ্যংস্তদায়ং
নৈষ্যৎ সংপ্রত্যপি গৃহমিতি প্রাহ রাজ্ঞীং বটুঃ সঃ ॥১৯॥
তদ্বৎক্রীড়ে কথমপি ন মে মন্যমানা নিষেধং
বালাএব প্রখরনখরাঃ প্রত্যহং বাহুযুদ্ধে।
নীলাম্ভোজাদপি মৃদুবলাদক্ষয়ন্ত্যস্য গাত্রং
তৎ কিং কুর্ব্বে চপলতনয়ে মাত্র কোঽপ্যস্ত্যুপায়ঃ ॥২০॥

ইমং শিষ্টোঽহং যদি ইতঃ খেলনাৎ ন অবারয়িষ্যং তদা অয়ং সংপ্রত্যপি সন্ধ্যা-কালে২পি গৃহং ন ঐষ্যৎ ॥ ১৯ ॥

সরস্বতী পক্ষে বালাস্ত্রীয়ঃ। নীলকমলাদপি মৃদুগাত্রং ॥২০॥

বালা সখীগণের সহিত) ক্রীড়া-সাগরে এমনই প্লাবিত হইয়া থাকেন যে, নিজেকে পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হন না,—তোমাকে কিরূপে স্মরণ করিবে? তবে দেখ মা! ইহাদের মধ্যে একমাত্র আমিই শিষ্ট, আমি যদি ইহাদিগকে খেলা করিতে নিষেধ না করিতাম তাহা হইলে তোমার পুত্রটী এই সন্ধ্যাকালেও গৃহে আসিত না ॥১৯॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী বিস্ময় মুগ্ধভাবে কহিলেন—"বৎস! মধুমঙ্গল! তুমি সত্যই বলিয়াছ? সেই প্রখরনখর-বিশিষ্ট বালক-গণ ত আমার নিষেধ মানে না, আহা! প্রতিদিনই বাহুযুদ্ধে তাহারা নীলাম্বুজ অপেক্ষাও অতি সুকোমল আমার কৃষ্ণের অঙ্গে নখক্ষত অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকে, তাই প্রতিদিনই উহার অঙ্গে নখাঙ্কন চিহ্ন দেখিয়া থাকি। অতএব এখন করি কি? এমন চঞ্চল ছেলেকে নিরাপদে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই ত দেখিতেছি না?" ॥২০॥

অনন্তর চন্দনকলা শ্রীরাধাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"সখি! আমি তৎকালে ব্রজেশ্বরী ও মধুমঙ্গলের পরস্পর সংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালোপ-যোগী তৈলাভ্যঙ্গাদি সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। অনন্তর শ্রীরোহিণী দেবী রন্ধনালয়ে গমন করিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরী—পৌর্ণমাসী, ধাত্রী

ইত্থং তৎসংলপিত মপি তত্রাহমাকর্ণয়ন্তী
কৃত্যং তাৎকালিক মকরবং যত্তয়াদিষ্ট মিষ্টং।
রোহিণ্যাগাদথ রসবতীং পৌর্ণমাসী কিলিম্বা
ধাত্রীগর্গ্যাদিভিরপি সহালালয়ৎ সা স্বসূনুং ॥২১॥
স্নাতঃ পীতাম্বরভৃদলিক প্রান্তসংনদ্ধকেশঃ
ক্লৃপ্তাং চর্চ্চাং মলয়জরসৈর্বৈজয়ন্তীং চ বিভ্রৎ।
কাঞ্চী-হারাঙ্গদ-বলয়বান্ কৌস্তুভী নূপুরাঢ্য
স্তাটঙ্কঃ শ্রীরমলতিলক স্তর্হি কৃষ্ণো ব্যরাজৎ ॥২২॥
সার্দ্ধং মিত্রৈঃ সপদি বিহিত স্নানভূষানুলেপং
রামং কৃষ্ণং বটুমপি সুখেনোপবেশ্য ব্রজেশা।
আদাবিষ্টং সুরভি শিশিরং পানকং পায়য়িত্বা
নানাভেদং ত্রিবিধ মথ সা ভোজয়ামাস ভক্ষ্যং ॥২৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ তস্যা যশোদায়াঃ সংলপিতং আকর্ণয়ন্তী অহং যশোদয়া আদিষ্টং কৃষ্ণস্য তাৎকালিকং তৈলাভ্যাঙ্গাদি কৃত্যং অকরবং ধাত্রী মুখরা ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

কিলিম্বা ও গার্গী প্রভৃতির সহিত স্বীয় পুত্রের লালন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া পীতাম্বর পরিধান করিলেন এবং ললাটের প্রান্তদেশে স্বীয় কুন্তল-পাশ জটাকারে বন্ধন করিলেন, মলয়জ-পঙ্কে বরাঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন। কাঞ্চী, হার, অঙ্গদ, বলয়, কৌস্তুভমণি, নূপুর ও তাটঙ্কাদি ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া ললাটে শোভনীয় অমলতিলক ধারণ করিয়া যৎকালে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

সেই সময় যথাবিহিত স্নান, ভূষণ ও অনুলেপন ধারণ করিয়া মিত্রগণের সহিত শ্রীবলরাম ও বটু তথায় আগমন করিলে শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাদের সকলকেই সুখে উপবেশন করাইলেন এবং প্রথমেই ইষ্টপ্রদ সুরভি শীতল পানক তাঁহাদিগকে পান করাইয়া পরে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করাইলেন ॥২৩॥

এতদ্বোঽতিপ্রিয়মিতি যদা সীধুকেল্যাদি তেভ্যো
যুষ্মৎ পঞ্চং বটকপটলং পঞ্চভেদং দদৌ সা।
সম্মৌ পঞ্চেন্দ্রিয় মপি তদৈবাস্তু তেষাং প্রমোদে—
স্তৎ সৌরভ্যপ্রদিমসুরসাখ্যান রূপামৃতাব্ধৌ ॥২৪॥
এতদ্‌গন্ধোঽপ্যনুভবপথং যস্য ভাগ্যোদয়াসি—
ত্তস্মৈ স্বর্গো জননি! কিমিতো রোচতে বাপবর্গঃ।
ধিগ্ ধাতারং যদয়মুদরং নৈব চক্রে বিভুং মে
যে মা দেহিত্যভিদধতি তান্ সাগসোঽত্র ব্রবীমি ॥২৫॥

এতদ্ বটকঃ বো যুষ্মাকমতি প্রিয়মিত্যুক্তা তদা তেভ্যো দদৌ। তদৈব তেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়মপি কর্ত্তৃ সৌরভাদ্যব্ধৌ সম্মৌ। আখ্যানং শিধুকেলি প্রভৃতি সংজ্ঞা। ২৪।

হে জননি! তস্মৈ কিং স্বর্গো রোচ্যতে অপি তু ন। যদ্যস্মাদয়ং ধাতা মে উদরং বিভুং ন চক্রে। যে ভোজনে অসমর্থা অপি মা দেহিত্যভিদধতি তানহং সাগসঃ সাপরাধান্ ব্রবীমি। ২৫।

তাঁহাদের ভোজনের সময় শ্রীব্রজেশ্বরী "এই বটক তোমাদের অতিপ্রিয়"—"হে রাধে! ইহা তোমারই প্রস্তুত করা" বলিয়া সীধুকেলী প্রভৃতি পঞ্চবিধ বটক সমূহ শ্রীরাম, কৃষ্ণ-বটু ও বালকগণকে পরম প্রীতিভরে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের চক্ষু সেই বটকাবলির রূপামৃত সাগরে, কর্ণ—বটকাবলির সীধুকেলি প্রভৃতি নামামৃত সাগরে, নাসিকা—তাহাদের সৌরভ্যামৃত-সাগরে, রসনা—তাহাদের সুরসামৃত-সাগরে এবং ত্বক্—তাহাদের মৃদুতা বা কোমলতা রূপ অমৃত সাগরে প্রমোদভরে অবগাহন করিল ॥২৪॥

ভোজন করিতে করিতে পরিহাস-রসিক মধুমঙ্গল কহিতে লাগিলেন—"জননি! এই বটকাবলির সৌগন্ধও যাহার সৌভাগ্যক্রমে অনুভব পথবর্ত্তী হয়, তাহার স্বর্গে বা অপবর্গে রুচি উদয় হয় কি? কখনই না। আর বিধাতাকেও ধিক্, যেহেতু সে আমার এই উদরকে বিভুরূপে অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সৃষ্টি করে নাই। আবার যাহারা

ইত্থং সখ্যং কলিতবটু গীর্ব্যাবহাস্তাসমাপ্য
প্রক্ষাল্যাস্যং সুরসখ-পুরাঃ প্রাপ্য তাম্বূলবীটীঃ।
বিশ্রম্যৈব ক্ষণমনুমতো মিত্রবৃন্দেন যাব—
দ্দোগ্ধুং ধেনুর্নিরগ মদসৌ তাবদত্রাহমাগাং ॥২৬॥
ইতোতস্যা মুখবিধুবরাদঞ্চল গ্রন্থিনশ্চ
প্রাপ্তে রাধা সহস বয়সা প্রেয়সস্তের ভীষ্টেঃ।
লীলাফেলামৃতরসভরৈঃ শ্রাবণীরাসনীভ্যাং
মুদ্ভ্যাং সিক্তানকৃত শিশিরান্ নিম্নগভ্যোমিবাসূন্॥ ৭॥

কলিতা শ্রুতা বটোর্গীর্যেন স শ্রীকৃষ্ণঃ পরস্পর পরিহাস বচনং ব্যাবহাসীতয়া সখ্যং সহভোজনং সমাপ্য ॥ ২৬ ॥

এতস্যাস্তলস্যাঃ মুখবিধুবরাৎ প্রাপ্তেঃ লীলামৃতরসৈঃ এবং তস্যাঃ অঞ্চল-গ্রন্থিতশ্চ প্রাপ্তৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুক্তাবশিষ্টামৃতরসভরৈশ্চ জাতা যা শ্রবণ-সম্বন্ধিনী মুৎ এবং রসনা সম্বন্ধিনী মুৎ তাভ্যাং অসূন্ প্রাণান্ সিক্তান্ অকৃত। নিম্নগাভ্যাং নদীভ্যামিব ॥ ২৭ ॥

ভোজনে অসমর্থ হইয়া 'দিও না' এই কথা বলিয়া থাকে আমি তাহাদিগকে মহাপরাধী বলি ॥২৫॥

এই প্রকার বটুর সরস পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর পরিহাসবচনের সহিত সহাস্যে বিচারণা করিতে করিতে সেই নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ সহভোজন সমাপন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং সুরস গুবাক-সমন্বিত তাম্বূলবীটিকা চর্ব্বণ করিতে করিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর জননীর অনুমতি ক্রমে সখাগণের সহিত গো-দোহন করিতে গমন করিলেন। তারপর প্রিয়সখি! আমি এখানে আসিলাম ॥২৬॥

এই বলিয়া তুলসী-মঞ্জরী স্বীয় অঞ্চলের গ্রন্থি-বন্ধন উন্মোচন করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ ভোজনাবশিষ্ট প্রদান করিলে শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণ তখন সেই তুলসীমঞ্জরীর বদন-বিধুবর হইতে প্রাপ্ত পরমাভীষ্ট প্রাণবল্লভের লীলামৃত রস এবং তাঁহার

নিঃসৃত্যাসাবথ গুরুপুরাদেত্য কাসারতীরং
তত্রোদ্যানান্তর গতবরক্ষৌম মারুহ্য সালিঃ।
বক্তু জ্যোৎস্নামধয়দপরা লক্ষিতা যন্মুরারে—
স্তেনাবিন্দন্মুদমুদয়িনীং চাক্ষুষীমপ্যপারাং ॥২৮॥
আস্যোদঞ্চৎ কুটিল চিকুরাচ্ছাদকোষ্ণীষ রাজে
মুক্তা মুক্তা দর চলতি কিং কানকো সূত্রপংক্তিঃ।

কাসারতীরং পাবন-সরোবরতীরং। আটালীতি প্রসিদ্ধং ক্ষৌমং। অপরৈরলক্ষিতা সতী শ্রীকৃষ্ণস্য যৎ বক্তুজ্যোৎস্নাং অধয়ৎ তেনৈব চাক্ষুষীমপি মুদং অবিন্দৎ ॥ ২৮ ॥

মুখস্য ঊর্দ্ধং অঞ্চন্তঃ যে কুটিলালকাস্তেষামাচ্ছাদকোষ্ণীষরাজে মুক্তয়া আমুক্ত বদ্ধা তোরুরা ইতি প্রসিদ্ধা কনক-সম্বন্ধিনী সূত্রপংক্তিঃকিং ঈষচ্চলতি।

অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলামৃত-রস যথাক্রমে শ্রবণ-পুটে ও রসনায় আস্বাদন করিলেন, তাহাতে এমন অনাবিল আনন্দ-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল যে, নদী যেরূপ দু'কূল প্লাবিয়া তাহার তট ভূমিকে সুশীতল করে, সেইরূপ শ্রবণ-সম্বন্ধিনী ও রসনা-সম্বন্ধিনী আনন্দ-প্রবাহিনীদ্বয়ও তাঁহাদের প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সিক্ত ও শীতল করিল ॥২৭॥

অনন্তর শ্রীরাধা সায়ংকালীন স্নান ছলে গুরুপুর অর্থাৎ ভর্ত্তৃ-গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া পাবন-সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্তীরবর্ত্তী উদ্যানের অন্তর্গত সুরম্য অট্টালিকার উপর সখীগণের সহিত আরোহণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতা ভাবে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারা নয়ন-চকোরীর দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, আমরি! তাহাতে অপর চাক্ষুষ আনন্দোদয়ে বিভোরা হইলেন ॥২৮॥

শ্যাম-সুন্দরের ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধা ভাব-বিহ্বলা হইয়া প্রিয়তমের বদনসুষমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। "মরি! মরি! কি সুন্দর! ঐ দেখ সখি! ব্রজ-বিনোদের মুখ-কমলে

কিম্বা চন্দ্রোপরি ঘনতমোগ্রাসকোদ্যদ্দ্যুরত্ন
দ্যোতে বিদ্যুল্লসতি চপলা ভাবালিপ্রোতমূলা ॥২৯॥
ধর্ম্মধ্বান্তং ব্রজকুলভুবাং ভিন্দতী স্বৈর্ময়ুখৈ
রেতে গণ্ডদ্বয়মনুচলে কুণ্ডলে নাঘশত্রোঃ।
অগ্রে স্থাতুং তরণিযুগলং নেশমেবাননেন্দোঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বং ভজতি নটনৈঃ প্রীণনার্থং যদস্য ॥৩০॥
কন্দর্পো যৎ স্বমকরযুগং কর্ণনদ্ধং ব্যধাস্মো
বিধ্যন্নস্থে ক্ষণ শিতশরৈর্ব্বাঢ়মেকাগ্রচিত্তঃ।

কিম্বা মুখ চন্দ্রোপরি কেশস্থানীয়ঘনতমসঃ গ্রাসকো যঃ রক্তোষ্ণীষস্থানীয়োদ্যদ্-দ্যুরত্নঃ উদয়কালীন সূর্য্যস্তস্য দ্যোতে প্রকাশে চপলা চঞ্চলা বিদ্যুল্লসতি। কথম্ভূতা ভাবল্যা মুক্তাস্থানীয়নক্ষত্রশ্রেণ্যা প্রোতং মূলং যস্যাঃ সা॥ ২৯॥

কুণ্ডলদ্বয়-চাঞ্চল্যং বর্ণয়তি শ্লোকাভ্যাং। ব্রজসুন্দরীণাং ধর্ম্মরূপান্ধকার ভিন্দতী চঞ্চল কুণ্ডলেন ভবতঃ গণ্ডদ্বয়মনু গণ্ডদ্বয়ে। মুখচন্দ্রস্যাগ্রে স্থাতুং নেশং ন সমর্থং সূর্য্যযুগলং অস্য চন্দ্রস্য নটনৈঃ প্রীণনার্থং যদযস্মাৎ পার্শ্বদ্বন্দ্বং ভজতি তস্মাৎ কুণ্ডলে ন ভবত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৩০॥

স্বস্য বাহনরূপং মকরযুগং কন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণনদ্ধং ব্যধাৎ। কিমর্থঃ

উপরস্থিত কুঞ্চিত অলকাবলি আচ্ছাদন করিয়া উষ্ণীষরাজি কেমন শোভা পাইতেছে। তাহার উপর মুক্তামণ্ডিত স্বর্ণসূত্রগুচ্ছ (তোর্‌রা) ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে? আহা! উহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের উপরে নিবিড় তিমিরাপহারক উদীয়মান রবির রক্তরাগে তারকামালা-মণ্ডিতমূলা চপলার লীলাখেলা প্রকাশ পাইতেছে ॥২৯॥

আর ঐ অঘনাশনের গণ্ডদ্বয়শোভি-চঞ্চল কুণ্ডলযুগল কেমন স্ব-সৌন্দর্য্যবিকাশে ব্রজসুন্দরীগণের ধর্ম্ম-ধ্বান্ত বিনাশ করিতেছে দেখ! আমরি! দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, দুইটী তরুণ তপন বদন-বিধুবরের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া নৃত্যকলা বিকাশে প্রীতি-সম্পাদনার্থ ঐ বিধুবরের উভয় পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে ॥৩০॥

তত্রোত্তংসস্তবদলি ঘটাঝঙ্কৃতিত্রস্তমেত—
দ্যম্মান্মৌগ্ধ্যাদপসৃতিকৃতে হন্ত! কিম্বা বিধত্তে ॥৩১॥
স্বচ্ছংস্নিগ্ধং নয়নযুগলং প্রাপয়ে হন্ত! কান্তে
তে তারে সম্ভৃতমদভরে চঞ্চলেদ্রাগমূতাং।
তাভ্যাং যে ব্রাজনিষত সুতাস্তে জনান্তঃ পুরেভ্যঃ
কৃষ্ট্বাকৃষ্ট্বাধৃতিকুলবধূর্দূষয়ন্তে কটাক্ষাঃ ॥৩২॥
সর্ব্বাশোন্যত্তরসি দৃশি যদ্দস্যবোঽনঙ্গনদ্যাং
হর্ষোৎসুকাধৃতিমদমুখাঃ সন্তি সঞ্চারিণোঽমী।

নদ্ধং তত্রাহ। নোঽস্মান্ কৃষ্ণস্যেক্ষণরূপশিতশরৈর্ব্বিদ্ধন্ বেদ্ধং তস্মাৎ বেধনে স্বস্যৈকাগ্রচিত্তার্থং বাহনস্য বন্ধনজ্ঞেয়ং ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণস্য নয়নযুগলং যে তারা স্বরূপে দ্বেকান্তে· প্রাপতে তারে সম্ভৃত মদভরে অতএব অঞ্চলে অভূতাং তাভ্যাং তারাভ্যাং যে কটাক্ষাদ্যাশ্চঞ্চলাঃ সুতা অজনিষত তে জনান্তঃপুরেভ্য ধৃতিকুলবধূঃ কৃষ্ট্বা দূষয়ন্তে ॥৩১॥

পুনশ্চ কৃষ্ণস্য দৃশং কন্দর্পনদীত্বেন বর্ণয়তি। কন্দর্পস্য নদীরূপায়াং দৃশি। হর্ষদ্যাঃ সঞ্চারিভাবরূপা দস্যবো যৎসন্তি। পক্ষে সর্ব্বত্র সঞ্চারিণঃ। দৃশি-

---

হায়! সখি! অথবা মনে হইতেছে যেন, কন্দর্প অধিকতর একাগ্রচিত্তে নাগরবরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্বীয়বাহনরূপ মকরকুণ্ডল যুগলকে উহার কর্ণ-সংলগ্ন করিয়া বদ্ধ করিয়াছেন কিম্বা চূড়া-শোভি-কুসুমস্তবকে গুঞ্জন-শীল অলি-ঘটার ঝঙ্কারে ভীত হইয়া নিজের এই মুগ্ধতা দূর করিবার জন্যই কি মকর-বাহন যুগলকে বন্ধন করিয়াছেন? ॥৩১॥

আহা! সখি! দেখ দেখ! ব্রজপুরেন্দুর ঐ স্বচ্ছ স্নিগ্ধ নয়ন-যুগল তারা স্বরূপা যে দুইটী কান্তা লাভ করিয়াছে তাহারা বিপুল মদভরে সর্ব্বদাই চঞ্চলা। এই চপল-স্বভাব নয়ন-তারা হইতে কটাক্ষনামক যে পুত্রগণ জন্মিতেছে, তাহারাও নিতান্ত চঞ্চল-স্বভাব হইয়া রমণী-জনের অন্তঃপুর হইতে ধৃতিরূপা কুলবধূদিগকে আকর্ষণ করিয়া করিয়া দূষিত করিতেছে ॥৩২॥

তারানাম্নীং হরিমণিময়ীং নাবমাশ্রিত্য লোলাং
তদ্বামাণাং নয়নবণিজাং লুণ্ঠনায়েতি বিদ্মঃ ॥৩৩॥
নৈতন্মন্দস্মিতমুদয়তে শোণবিম্বাধরোষ্ঠাৎ
বন্ধুকাভ্যাং জগদলিকৃতে চ্যোততে নো মরন্দঃ।
লক্ষীভূতে মম সখি! দৃশৌ বৈক্রমস্মার-যন্ত্রো-
ন্মুক্তং পশ্য প্রবিশতি বলাৎ কিন্তু কার্পূরনীরং ॥৩৪॥
নির্ব্বর্ণয়ের প্রিয়মুখ-বিধুংতাং হ্রিয়েবোর্ম্মি-মধ্যে
হর্ষাম্ভোধঃ সপদি বিশতীং চেতয়ন্তী বিশাখা।

কথম্ভূতায়াং সর্ব্বাসু আশাসু উদ্যদ্ তরোবেগো যস্যাং। তস্মাৎ তারানাম্নীং নাবং আশ্রিত ব্রজসুন্দরীণাং নয়নরূপবণিজাং লুণ্ঠনায় বিদ্মঃ ॥৩৩॥

জগদ্রূপ ভ্রমরনিমিত্তে বন্ধুকাভ্যাং মকরন্দো ন চ্যোততে। কিন্তু বিদ্রুম-নির্ম্মিত কন্দর্পযন্ত্রাৎ মুক্তং কর্পূরসম্বন্ধিজলং লক্ষীভূতে মম দৃশৌ বলাৎ-প্রবিশতি॥ ৩৪ ॥

হর্ষসমুদ্রস্য উর্ম্মিমধ্যে সখীনামগ্রে স্পৃহাব্যঞ্জককান্তমুখ বর্ণনজাতয়া লজ্জয়া

আরো ভাল করিয়া দেখ সখি! ঐ ব্রজ-নাগরের দৃষ্টি যেন অনঙ্গ-সরিৎ-স্বরূপা, সকলদিকেই উহার উদ্দামপ্রবাহ প্রবাহিত; হর্ষ, ঔৎসুক্য, ধৈর্য্য, মদ ও সুখাদি সঞ্চারিভাব দস্যুগণ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা তারানাম্নী নীলমণিময়ী তরণী আশ্রয় করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল নয়নরূপ বণিকবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে ॥৩৩॥

ঐ দেখ প্রিয়সখি! প্রাণবল্লভের অরুণ বিম্ব-বিড়ম্বি অধরোষ্ঠ হইতে মৃদুহাস্যপ্রভা বিভাসিত হইতেছে না—যেন বোধ হইতেছে, জগৎরূপ-ভ্রমরের নিমিত্ত বন্ধুকপুষ্প দুইটী হইতে মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে না। কিন্তু সখি! বিদ্রুম-নির্ম্মিত কন্দর্প-যন্ত্র হইতে উন্মুক্ত কর্পূররস, লক্ষীভূত আমার নয়নযুগলে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে ॥৩৪॥

সখীদের অগ্রে এইরূপে স্পৃহাব্যঞ্জক প্রিয়তমের বদন-বিধুর সুষমা

প্রোচে পশ্য প্রিয়সখি! হরের্দোহলীলাং যদর্থং
সায়ং শ্বশ্রূ-গিরমতিকটুং বেৎসি পিযুষকল্পাং ॥৩৫॥
উৎকর্ণনাং ধবলি! শবলীত্যেব মাহূয়তে যা
সা গৌর্হম্বেত্যুদিতাবিদিতোল্লঙ্ঘয় সর্ব্বাঃ সমীপং।
আয়াতাশ্রুস্তিমিতনয়না পাণিনা মৃষ্টপৃষ্ঠা
কণ্ডূয়াভির্দরগিরিভৃতা প্রীণিতাদৌ বভূব ॥৩৬॥

ইব বিশতীং তাং শ্রীরাধাং বিশাখা চেতয়ন্তি প্রোচে। পীযূষকল্পমিতি অনুরাগস্থায়ি কার্য্যং ॥৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণার্থং উৎকর্ণানাং গবাং মধ্যে শবলি ধবলীত্যেবং কৃষ্ণেন যা আহূতাহম্বেতি শব্দেনজ্ঞাতা সাগৌর্দর কণ্ডূয়াদিভিরাদৌ শ্রীকৃষ্ণেন প্রীণিতা বভূব। ঈষদর্থে দরাব্যয়মিত্যমরঃ ॥৩৬॥

বর্ণন করিতে করিতে শ্রীরাধা ব্রীড়াবশতঃ যেমন আনন্দ-জলধির তরঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ হর্ষাভিভূতা হইলেন অমনই বিশাখা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়সখি! এখন আনন্দ-সাগরে প্রবেশের সময় নয়, তুমি যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত এই সায়ংকালে শাশুড়ীর অতি কটুবাক্যকেও অমৃততুল্য মনে করিয়াছিলে, এখন শ্রীকৃষ্ণের সেই দোহন-লীলাই দর্শন কর ॥৩৫॥

ঐ দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান শব্দ শ্রবণের নিমিত্ত উৎকর্ণ ধেনু সকলের মধ্যে "ধবলী শামলী" প্রভৃতি নাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যাহাকে আহ্বান করিতেছেন সেই সেই ধেনুই বিদিত হইয়া "হম্বা হম্বা" ধ্বনি করিতে করিতে অপর ধেনুগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। গিরিধারী স্বীয় কর-কমল দ্বারা অশ্রুস্তিমিত-নয়না ঐ সকল ধেনুর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ও ঈষৎ ঈষৎ কণ্ডুয়ন দ্বারা তাহাদের কেমন প্রীতি বিধান করিতেছে দেখ! ॥৩৬॥

গোতুন্দস্পৃগদর-শিথিলিতোষ্ণীষ নির্যন্মদালি-
শ্রেণীজিষ্ণুদ্যুতিমদলকস্ত্যক্তলাস্যেক্ষণাব্জঃ ॥৩৭॥
ইষ্ট্বা ক্ষৌণীং প্রথম পয়সো ধারয়া তাভিরেব
দ্বিত্রাভিঃ স্বাঙ্গুলিকুলমধোধোঽঞ্চলীং চোন্দয়িত্বা।
তাং তৈনৈবোন্নমদবনমৎপাণিপদ্মং দধানো
দোহন্যন্তঃ শনশনশনদঘস্মঘস্মেতি ঘোষৈঃ ॥৩৮॥

. পাদাগ্রযুগলেনালম্বিতা পৃথ্বী যেন। অধিজানু জানুপরিস্থস্তে মণিময়ে অমত্রে পাত্রে প্রতিবিম্বিতো মুখচন্দ্রো যস্য। গোরুদরস্পর্শেন দর শিথিলিতো য উষ্ণীষস্তস্মান্নির্গতো মত্তভ্রমরশ্রেণীজিষ্ণবো দ্যুতিমদলকা যস্য ॥৩৭॥

প্রথময়া ধারয়া ক্ষৌণীং ইষ্টাপশ্চাৎ দ্বিত্রাভির্ধারাভিঃ স্বস্যাঙ্গুলিকুলং এবং উধোঞ্চলীং উন্দয়িত্বা ক্লেদয়িত্বা তেনাঙ্গুলিকুলেন উন্নমদবনমৎ পাণিপদ্মং যথা স্যাত্তথা তাং উধোঞ্চলীং দধানঃ। উধস্ত ক্লীব মাপীনমিত্যমরঃ। তদনন্তরং দোহনী মধ্যে শনশনৎ শব্দঃ পশ্চাদ্দোহনী পূর্ত্তি সময়ে ঘস্মঘস্মেতি ঘোষৈঃ ॥৩৮॥

আমরি ! ঐ দেখ সখি ! কি চমৎকার লীলা-দৃশ্য ! শ্রীকৃষ্ণ পদের অগ্রভাগযুগল ভূমিতে অবলম্বিত করিয়া মণিময় দোহন-ভাণ্ড জানু-দ্বয় মধ্যে স্থাপন করিয়া গোদোহন করিতেছেন ! দেখ দেখ, ঐ মণিময় দোহনভাণ্ডে উঁহার শ্রীমুখ-চন্দ্র কেমন সুন্দর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ধেনুর উদর স্পর্শে উষ্ণীষ ঈষৎ শিথিল হওয়ায় নির্গলিত অলকাবলি ভ্রমরাবলির কান্ত কান্তিকেও ধিক্কার দিতেছে, এসময় উঁহার নয়ন-কমলও নৃত্য-কলা ত্যাগ করিয়াছে ॥৩৭॥

প্রথম দুগ্ধ ধারায় ধরণীর পূজা করিয়া পরে দুই তিন দুগ্ধ ধারায় স্বীয় অঙ্গুলিচয়কে এবং ধেনুর উধোঞ্চলীকে ক্লিন্ন করিয়া লইতেছেন। অনন্তর সেই করাঙ্গুলি দ্বারা উধোঞ্চলী (গাভীর স্তন বা বাঁট) ধারণ করিয়া করপদ্ম উন্নমিত ও অবনমিত করিতেছেন—তাহাতে ক্ষরিত দুগ্ধধারা দোহনীর মধ্যে পড়িয়া "শন শন ও ঘস্ম ঘস্ম" শব্দ * ঘোষণা করিতেছে ॥৩৮॥

* দোহনী মধ্যে প্রথম পতিত দুগ্ধধারার শব্দ 'শন্ শন্', দোহানী পূর্ণ সময়ে "ঘম ঘম" শব্দ উত্থিত হয়।

উচ্চৎকর্ণাঃ শশিমুখি! পরাস্তত্র সোৎকণ্ঠয়ন্ গাঃ
সম্ভ প্রোত্তুঙ্গদমলকণৈশ্চিত্রিতম্বোরুজঙ্ঘঃ।
গ্রীবাভঙ্গোদিতরুচি গবাতর্ণকেনাপি সাশ্রৈ
র্নৈত্রৈঃ পীতদ্যুতি র্নবসুধো দোগ্ধিদুগ্ধং প্রিয়স্তে ॥৩৯॥
মুঞ্চোপেহি ত্বরয় নয় মে দেহি যাহীতি গাবো
নানাবর্ণাঃ পরমবিষদা দুহ্যমানাশ্চ গাবঃ।
তত্রত্যা যা গিরিধরতনোঃ শ্যামলা যাশ্চ গাব-
স্তা দুষ্পারা ইহ পরিমিতাঃ কিং কবের্ম্মাস্তি গাবঃ।৪০॥

তস্যা দোহন-সমাপ্তিসময়জ্ঞানাৎ অন্যা গাঃ উৎকণ্ঠয়ন্ মম দোহন সময়ো জাত ইত্যুৎকণ্ঠাং কারয়ন্। দোহন সময়ে গবাবৎসেনাপি গ্রীবাভঙ্গোদিতরুচি যথাস্যাত্তথা সাশ্রৈর্নৈত্রৈঃ পীতা কান্তিরূপা নবসুধা যস্য তথাভূতস্তে প্রিয় দুগ্ধং দোগ্ধি ॥৩৯॥

মুঞ্চেত্যাদি গোপিনাং গাবো বাচঃ নানাবর্ণাঃ নানাক্ষরাঃ পরমবিষদা নির্ম্মলাঃ তথা জনৈর্দুহ্যমানাঃ পূর্য্যমানাঃ এবং গাবোঽপি শুক্লপীতাদি নানাবর্ণাঃ বিষদাঃ নির্ম্মলা দুহ্যমানাশ্চ এবং তত্রস্থিতায়া গিরিধরতনোঃ শ্যামলা যা গাবঃ কিরণাযাশ্চ গাবস্তাঃ সর্ব্বা দুষ্পারা অপরিমিতাঃ। অতএব ইহ এতাসাং বর্ণনে পরিমিতাঃ কবের্গাবঃ বাচঃ কিং মাস্তি ॥৪০॥

হে শশিমুখি! ঐ দেখ, অন্য ধেনু সকল উক্ত দোহন শব্দ শ্রবণে উৎকণ্ঠায় অর্থাৎ উহার দোহন-সময় শেষ হইয়াছে জানিয়া এক্ষণে "আমার দোহন সময় উপস্থিত" এই উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর ঐ দেখ, সখি! সদ্য উৎক্ষিপ্ত অমল দুগ্ধকণা দ্বারা শ্যামসুন্দরের উরু ও জঙ্ঘাদেশ কেমন চিত্রিত হইয়াছে! গো ও গোবৎসগণ অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা সুশোভিত হইয়া সজলনেত্রে তোমার প্রিয়তমের পীত কান্তি রূপ নবসুধা পান করিতেছে আর তোমার প্রিয়তম কেমন স্থির চিত্তে গো-দোহন করিতেছেন দেখ ॥৩৯॥

তখন "ছাড়িয়া দাও, নিকটে এস, শীঘ্র কর, লইয়া যাও, আমায় দাও, চলিয়া যাও" ইত্যাদি গোপগণের নানাবর্ণের গো সকল অর্থাৎ

দুগ্ধ্বাকৃষ্ণঃ প্রিয়সখদৃশা সূচ্যমানাং কদাচি-
ন্রাধাংযাতি প্রণয়ভরতঃ কর্হিচিৎ স্বালয়ায়।
গ্রীষ্মে সায়ং সরসি রসিকস্তাপশান্ত্যৈ কদাপী-
ত্যেবং লীলামৃতজলনিধৌ তস্য মজ্জন্তি ধন্যাঃ॥৪১॥
কিরণ হরি সহস্রং সর্ব্বতো ব্যাপ্নুবানং
ব্যধিত দিবসভর্ত্তুঃ খণ্ডশো যান্ বিদীর্ণান্।

গোদোহানন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রণয়ভরতঃ কদাচিৎ রাধিকাং যাতি কদাচিৎ স্বগৃহে যাতি। কদাপি গ্রীষ্ম সময়ে স্নানার্থং পাবন সরোবরে যাতি॥৪১॥

দিবসভর্ত্তুঃ সূর্য্যস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্নুবানং কিরণরূপসিংহসহস্রং বিয়তি আকাশে যান্ তিমিরহস্তিনঃ বিদীর্ণান্ ব্যধিত। যস্মিন্ সূর্য্যে অস্তং বিয়তি

বিবিধ অক্ষর-বিশিষ্ট বাক্যসমূহ, শুক্ল পীতাদি নানাবর্ণের সুনির্ম্মল দুহ্যমান গো অর্থাৎ ধেনু সকল, এবং সেই স্থানস্থিত গিরিধরের বর-তনুর যে সুনির্ম্মল শ্যামল গো অর্থাৎ কিরণ সমূহ, তৎসমস্ত গো-ই অপরিমিত, সুতরাং এস্থলে এই দুষ্পার গো সমূহের বর্ণনে কবিগণের পরিমিত গো অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ-বাক্য কি পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়? ॥৪০॥

গোদোহনান্তর কোন প্রিয়সখা নয়নেঙ্গিতে শ্রীরাধার অবস্থান সূচিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোন দিন প্রণয়ভরে উদ্যান-বলভী শিখরস্থিতা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, কোনদিন নিজালয়ে গমন করেন। আর গ্রীষ্মকালে এই সময়ে কোনদিন বা পাবন-সরসীনীরে তাপ প্রশমনের নিমিত্ত অবগাহন করিতে গমন করেন। ধন্য! রসিকভক্তগণই এই রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলামৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন॥৪১॥

দিবাপতির সর্ব্বতঃ প্রসারি কিরণরূপ সিংহ-সহস্র আকাশে যে তিমির-রূপ বারিদকুলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ায় সেই কিরণ-সিংহ-সহস্রই পুনরায় তিমির-

বিয়তি বিয়তি তস্মিন্নস্তমেতৎ পুনস্তৈ-
স্তিমিরকরিভিরেব গ্রস্যমানং নিলিল্যে ॥৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে সায়ন্তন-লীলাস্বাদনো
নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥১৭॥

গচ্ছতি সতি এতৎ কিরণরূপসিংহসহস্রং করিভিরেব গ্রস্যমানং সৎ নিলিল্যে। তথা চ শ্রীকৃষ্ণস্য গোদোহনাদি লীলানন্তরং রাত্রির্ব্বভূবেবতি ভাবঃ ॥৪২॥
সমাপ্তোঽয়ং সপ্তদশঃ সর্গঃ।

করিগণ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া বিলীন হইল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন লীলাবসানের পর রাত্রি উপস্থিত হইল।৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে সায়াহ্নলীলা-
স্বাদন নাম সপ্তদশ সর্গ ॥১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

প্রদোষ লীলা।

অধিধবমধিপস্যানন্দ-সিন্ধোরথারে-
মুখরুচি-কণমেকং গোপুরাগ্রে স্থিতস্য।
খমনুমুকুরমচ্ছং বিম্বিতং বীক্ষ্য লোকা
বিধুরয়মুদগাদিত্যুদ্যযুর্ব্বর্ণয়ন্তঃ ॥১॥
তদবকলনজাতাপত্রপাং পদ্মিনীনাং
ততিমথ বলভীস্থাং বীক্ষ্য বস্ত্রাবৃতাস্যাং।

ইদানীং রাত্রৌ উদিতং চন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণ-মুখকান্তিকণত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। অধিধবমিতি। অথাবেবেকং মুখরুচিকণং নির্ম্মলং মুকুরতুল্যং মুখমনুলক্ষ্যীকৃত্য বিম্বিতং বীক্ষ্য এতাদৃশ বিশেষানুসন্ধানং বিনা মুগ্ধা লোকা বিধুরয় মুদগাদিতি হেতোঃ অধিধবং ধরায়াং বর্ণয়ন্তঃ বর্ণয়িতুং উদ্যযঃ উদ্যমং চক্রুঃ। কথম্ভূতস্য আনন্দসিন্ধোরধিপস্য আনন্দ-সমুদ্ররাজস্য ॥১॥

তস্মিন্নেব সময়ে চন্দ্রোদয়ং বীক্ষ্যজাতং কমলানাং মুদ্রণং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকদর্শনাধীন লজ্জয়োৎপন্নগোপী মুখাচ্ছাদনদর্শন হেতুকত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। তদবকল-

---

শুক্লপক্ষীয়া রজনী,—গগনমণ্ডলে সুনির্ম্মল শশধর সমুদিত। ইহা যেন গোপুরের পুরোবর্ত্তী আনন্দ-সিন্ধুর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের একটী কান্তিকণ স্বচ্ছ গগন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; মুগ্ধ লোক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই, উহা দেখিয়া "ঐ চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন" বলিয়া এই ধরাধামে বর্ণন করিতে উদ্যম করিতে লাগিল ॥১॥

চন্দ্রোদয়দর্শনে কমলিনীকুল স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তাহাতে মনে হইল এই সময়ে প্রাসাদ-শিখরস্থিতা ব্রজ-ললনাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিতে সেই ব্রজরামাগণ ব্রীড়াবনতা হইয়া স্ব স্ব বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বদন আবৃত করিলেন। অহো! তাহা

সঙ্কুচদহহ। স্বৈঃ পদ্মিনীত্বাভিমানৈঃ
সরসি চ জলজালী তর্হি মূঢ়েতি শঙ্কে ॥২॥
মুদিতবতি চকোর স্তোমএকত্র শস্তৈ-
রুদিতবতি পরত্রামঙ্গলৈশ্চক্র-সঙ্ঘে।
ধৃত মুদিকুমুদাস্ত মু্চ্যমানেঽলিবৃন্দে
মলিন নলিন মধ্যে বধ্যমানে চ তস্মিন্ ॥৩॥

নেতি। তদবলোকনেন অঘারিকর্ত্তৃকাবলোকনেন জাতাপত্রপাং বলভীস্থাং পদ্মিনীনাং ততিং বস্ত্রাবৃতমুখাং বীক্ষ্য অহহ খেদে সরসি চ জলজালী কমল-শ্রেণী। শ্লেষেণ জড়োৎপন্নশ্রেণীয়মপি পদ্মিন্ত ইতি স্বীয়ৈঃ পদ্মিনীত্বাভিমানৈঃ সঙ্কুচৎ ইতি হেতোর্জলজালী মূঢ়া ইতি অহং শঙ্কে যতো ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ তাসাং বৃথৈব স্পর্দ্ধেতি ভাবঃ ॥২॥

প্রদোষ সময়ে দিনরাত্রি কালয়োঃ রাজ্ঞোরধিকারনিশ্চয়েন জাতং প্রজানাং সুখং দুখং চ বর্ণয়তি ত্রিভিঃ। একত্র প্রদেশে শস্তৈশ্চন্দ্রোদয়রূপ মঙ্গলৈঃ চকোরস্তোমে মুদিতবতি সতি। এবমপরত্রপ্রদেশে চন্দ্রোদয়রূপৈব মঙ্গলৈঃ চক্রবাক্ সমূহৈরুদিতবতি সতি। রুদির অশ্রুবিমোচনে। এবং কুমুদাস্তঃ সকাশাৎ মুচ্যমানে অলিবৃন্দে ধৃতমুদি জাতানন্দে সতি। তস্মিন্নেবালীবৃন্দে মুদিতকমলমধ্যে বধ্যমানে চ সতি তেষাং দুঃখং ॥৩॥

দেখিয়াই বুঝি সরসীস্থিতা ঐ কমলশ্রেণী "ব্রজ-পদ্মিনীগণ যখন বদন আবৃত করিলেন তখন আমরাও ত পদ্মিনী, আমাদেরও বদন আবৃত করা কর্ত্তব্য," এইরূপ নিজেদের পদ্মিনীত্ব অভিমান করিয়াই সঙ্কুচিত হইয়া মুখ মুদ্রিত করিল। ইহাতে কমলিনীকুলের মূঢ়তা প্রকাশই হইয়াছে; যেহেতু উহারা জড়োৎপন্না হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত বৃথা স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥

পরে প্রদোষ সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে দিবা ও রাত্রিরূপ কালনৃপতিদ্বয়ের মধ্যে কাহার অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় কোন কোন প্রজার সুখ ও কোন কোন প্রজার দুঃখ হইতে লাগিল। একদিকে চকোর নিচয় চন্দ্রোদয়রূপ মঙ্গল দর্শনে আনন্দলাভ করিতে

তমসি বিপিনমাপ্তে সাদনে দীপদূনে
বিশতি সদনরাজীং বৈপিনে পুষ্পগন্ধে।
বরতনুহৃদাগারে ধৈর্য্যলজ্জে প্রবিশ্য
দ্যতি সমুদিত দর্পে দর্পকে সর্পকেলৌ ॥৪॥

সাদনে সদন-সম্বন্ধিনি তমসি অন্ধকারে বনং বিশতি সতি কথনভূতে দীপালোকেন দূনে। গৃহেস্থিতস্য দুর্জ্জনদত্ত দুঃখেনৈব বৈরাগ্যবশাৎ বনবাসো জায়ত ইতিরীতিঃ। এবং বৈপিনে বিপিন সম্বন্ধিনি রাত্রি বিকাশিনঃ পুষ্পস্য গন্ধে সদনরাজীং গৃহশ্রেণীং প্রবিশতি সতি। তথা চ তেষাং বৈরাগ্য-লোপাৎ বনবাসং বিহায় গৃহবাসো জাতেতি ভাবঃ। রাত্রি সময়ে সমুদিতো দর্পো যস্য অতএব সর্পকেলৌ দর্পকে কন্দর্পে গোপীনাং হৃদয়াগারে প্রবিশ্য ধৈর্য্যলজ্জে দ্যতি খণ্ডয়তি সতি ॥৪॥

লাগিল। অপরদিকে চক্রবাকসমূহ চন্দ্রোদয়রূপ অমঙ্গল দর্শনে বিচ্ছেদাশঙ্কায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কতক অলিকুল, চন্দ্রোদয় দর্শনে প্রফুল্ল কুমুদের অন্তঃ সকাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, অন্যদিকে কতক অলিকুল চন্দ্রোদয় দর্শনে মলিন নলিন মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দুঃখানুভব করিতে লাগিল ॥৩॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যেরূপ দুর্জ্জন-দত্ত দুঃখ হেতু বৈরাগ্যবশে বনে গিয়া বাস করে, সেইরূপ গৃহস্থিত অন্ধকার দীপ দেখিয়া দুঃখে বনে প্রবেশ করিল, এবং বৈরাগ্য লোপ পাইলে সেই বনবাসিগণ যেরূপ পুনরায় গৃহবাসী হইয়া থাকে, সেইরূপ নৈশবিকাশি-বনজ পুষ্প সৌরভ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। আবার কন্দর্প ও সর্প উভয়েই সমান ক্রীড়াশীল, রাত্রিকালেই উহাদের দর্প সমুদিত হয়। সর্প যাহাকে দংশন করে, সারা নিশি তাহাকে বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ কন্দর্পও যাহাকে দংশন করে, বিরহ-বিষে সারানিশি তাহারও প্রাণমন দগ্ধীভূত হয়। সম্প্রতি সময় বুঝিয়া সেই কন্দর্পসর্প বরাঙ্গী ললনাগণের হৃদয়াগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল ॥৪॥

ইতিবত্ত দিন রাত্র্যোর্নিশ্চিতে নাধিকারে
বিগলিত কুলজাতিজ্ঞানধর্ম্মে তদা যঃ ।
ব্রজভুবি বলিতোভূৎ স প্রদোষো বরংসীৎ
কিমু ভবতি চিরস্থা তামসী কাপি সম্পৎ ॥৫॥

(বিশেষকং)

অপি গুরুপুরমধ্যে দৃক্‌কবাটাবরুদ্ধ
স্বতনুকনক বেশ্মাভ্যন্তর স্বান্ততল্পে ।

ইতি দিনরাত্র্যোরধিকার নিশ্চয়াভাবেন কুলজাতিজ্ঞানধর্ম্মে বিগলতি সতি পক্ষে কুলজানাং অতিজ্ঞানে ধর্ম্মে চ বিগলতি সতি তদা ব্রজভুবি যঃ প্রদোষো বলিতোঽভূৎ স বলিতপ্রদোষো ব্যরংসীৎ বিরতোভূৎ। প্রদোষস্যা বলিতস্বরূপোৎকর্ষস্য নাশরূপাংশে অর্থান্তরন্যাসমাহ। তামসী তমোগুণজন্যা পক্ষে তমঃ সম্বন্ধিনী ॥৫॥

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্য গোষ্ঠাগমন সময়ে পথি প্রিয়তমং দৃষ্ট্বা আনন্দ মূর্চ্ছাদশা-মধ্যে এব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমমানাং শ্রীরাধাং প্রতি তত্রাগত্য ইন্দুপ্রভ

এইরূপে দিবা ও রাত্রির অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় কুল, জাতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিগলিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে "কুলজাতি জ্ঞান" বাক্যে শ্লিষ্টার্থে (কুলজা + অতিজ্ঞান) কুলাঙ্গনাগণের অতিজ্ঞান ধর্ম্মও এই প্রদোষ কালে শ্রীকৃষ্ণাভিসারের নিমিত্ত বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রজভূমিতে যে প্রদোষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই বলিত প্রদোষ ক্রমশঃ বিরতিপ্রাপ্ত হইল; ইহা বিচিত্র নহে, কাহারও তামসী অর্থাৎ তমোগুণজন্যা সম্পৎ (পক্ষে তমঃ সম্বন্ধিনী) চিরস্থায়িনী হয় কি ? কখনই হয় না ॥৫॥

গোষ্ঠাগমন সময়ে পথিমধ্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ-মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবস্থায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা অপূর্ব্বভাবে রমমানা হইতেছিলেন—প্রেম-বিহ্বলা শ্রীরাধা গুরুপুর মধ্যে মুদ্রিত-নয়নে দৃষ্টি-কবাট অবরুদ্ধ স্বীয় তনুরূপ কনক-ভবনাভ্যন্তরে মনরূপ কুসুম-শয়নে নিজ প্রিয়তমকে

প্রিয়তম মখিবেশ্যারীরমদ্ যাতদাতাং
সুখয়িতু মথ রাধা মাগতেন্দু প্রভোচে ॥৬॥
বিধুর রুচিরসি ত্বং যং বিনা হন্ত রাধে !
বিধুররুচিরভূৎ স ত্বামৃতেঽন্যাস্বথাপি ।
ভবতি হৃদয়হারী স ত্রিলোক্যা স্তবাহো !
ভবতি হৃদয়হারী ভূতভাং লব্ধুমুৎকঃ ॥৭॥
রচয় সখি ! তদস্যোদন্ত পীযূষবৃষ্টা-
মিতি রহসী বিশাখা প্রার্থ্যমানা তদা সা ।

আহ। গুরুপুর মধ্যেঽপি মুদিত নেত্রত্বেন দৃক্‌কবাটাবরুদ্ধ স্বতনুরূপকনক-গৃহস্যাভ্যন্তরে স্বান্তঃকরণরূপতল্পে যা প্রিয়তমং অধিবেশ্য অরীরমৎ তাং রাধাং। আগতা ইন্দুপ্রভা উচে ॥৬॥

হে রাধে ! যং বিনা ত্বং বিধুররুচিঃ খণ্ডিত-কান্তিরভূৎ স বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্বাং বিনা অন্যাসু অরুচিরভূৎ। অত্র শব্দবিরোধো ব্যঞ্জকঃ। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্রিলোক্যা হৃদয়ং হর্ত্তুংশীলং যস্য তথাভূতো ভবতি। হে ভবতি ! ভো রাধে ! সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তব হৃদয়স্য হারতুল্যোভাবং লব্ধু মুৎকঃ। অত্রাপি শব্দমাত্র বিরোধো ব্যঙ্গ্যঃ ॥৭॥

হে সখি ! ইন্দুপ্রভে ! তত্তস্মাদস্য শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ বার্ত্তারূপ পীযূষবৃষ্টি রচয়

শায়িত করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইন্দুপ্রভা নাম্নী এক সখী ব্রজরাজ-ভবন হইতে আগমন করিয়া শ্রীরাধাকে বলিতে লাগিলেন ॥৬॥

"হায়! রাধে ! বলিব কি ! তুমি যাঁহার সঙ্গ বিনা এমন বিধুর-রুচি অর্থাৎ খণ্ডিতকান্তি-বিশিষ্টা হইয়াছ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আবার তোমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া অপর রমণীগণের প্রতি রুচিহীন হইয়াছেন। অহো! যে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের হৃদয়হরণ করিয়া থাকেন হে শ্রীরাধে! সেই তোমার হৃদয়-বল্লভ তোমার হৃদয়ের হারতুল্য ভাব লাভ করিতে সম্প্রতি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ॥৭॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীবিশাখা কহিলেন—"হে সখি! ইন্দুপ্রভে!

যদবদদিদমালী সংহতে রংহসারাৎ
পপুরজরতৃষস্তাঃ কর্ণপালী চকোর্য্যঃ ॥৮
গিরিধরবলদেবালঙ্কৃতাত্ম দ্বিপার্শ্বো
ব্রজধরণী বরেণ্যো ভোজনায়োপবিষ্টঃ।
ধনপতিরিব শোভামাপ নন্দীশ্বরান্তঃ
পুরসদসি নিধিভ্যাং পদ্মশঙ্খাভিধাভ্যাং ॥৯॥
প্রতিরজনী নিমন্ত্র্যানীয়মানৈঃ সপুত্রৈ-
র্হরিবদনচকোরৈঃ সাদরৈরাবৃতোঽহসৌ।

ইতি বিশাখা প্রার্থ্যমানা সা যদবদৎ ইদং আরাৎ নিকটে আলীসংহতেঃ কর্ণপালী চকোর্য্যঃ রংহসা বেগাৎ পপুঃ। কথম্ভূতা অজরা তরুণী তৃট যাসাং তাঃ ॥৮॥

তদ্বৃত্তান্তং ইন্দুপ্রভা আহ। শ্রীকৃষ্ণবলদেবালঙ্কৃতাত্ম দ্বিপার্শ্বঃ ব্রজধরণী বরেণ্যো নন্দঃ। ধনপতিঃ কুবেরঃ নীলপদ্মশঙ্খনিধিভ্যাং যথা শোভাং আপ। নন্দীশ্বরগ্রামস্যান্তঃ পুরসদসি। কুবেরপক্ষে নন্দীশ্বরস্য মহাদেবস্য ॥৯॥

ব্রজরাজস্য উপনন্দাদীন্ ভ্রাতৄন্ প্রতি রজন্যেব স্ব স্ব গৃহে কৃষ্ণং ভোজয়িতু মুদ্যতান্ বীক্ষ্য ব্রজরাজস্তানেব শ্রীকৃষ্ণং ভোজয়িতুং উপনন্দাদিভিঃ কৃতা যা যা

অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তারূপ অমৃতবৃষ্টি আরম্ভ কর।” বিশাখার এই অনুরোধ বাক্য শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিকটস্থিতা সখীগণের কর্ণপালীরূপ চকোরীসমূহ অভিনব তৃষ্ণার সহিত অতিবেগভরে পান করিতে লাগিল ॥৮॥

ইন্দুপ্রভা শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—“হে সখি! বরেণ্য ব্রজরাজ নন্দীশ্বরের অন্তঃপুর মধ্যে স্বীয় বাম পার্শ্বে গিরিধরকে ও দক্ষিণ পার্শ্বে হলধরকে উপবেশন করাইয়া যখন ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন সেই অপরূপ শোভা-মাধুরী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নন্দীশ্বর মহাদেবের অন্তঃপুর-ভবনে ধনপতি কুবের নীলপদ্ম ও শঙ্খনিধি উভয় পার্শ্বে রাখিয়া শোভা পাইতেছেন ॥৯॥

উপনন্দাদি ভ্রাতৃগণকে প্রতি রজনীতে স্ব স্ব গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইতে উদ্যত দেখিয়া ব্রজরাজই সেই উপনন্দাদি ভ্রাতৃগণ

পরিত উপবিশদ্ভিঃ প্রেমভূভৃদ্ভিরুচ্চৈ-
স্তুহিন-গিরিরিবাভান্মূর্ত্ত আনন্দ-পুঞ্জঃ ॥১০॥
(যুগ্মকং)

বহুবিধ মধুরান্নঃ ব্যঞ্জনাদীনি তেভ্যো
লঘু লঘু পরিবেশ্য দ্বিস্ত্রিরেকৈকশঃ সা।
সখি! বলজননয়িত্রী নির্বৃতি প্রাপকাঞ্চিৎ
স্বকরকলিতপাক-শ্লাঘয়া তন্মুখেভ্যঃ ॥১১॥

সামগ্রী তৎসহিতান্ কৃত্বা স্বগৃহে নিমন্ত্র্যানীয় শ্রীকৃষ্ণেন সহ ভোজয়ামাস স্বয়ং চ বুভুজে ইত্যাহ। প্রতীতি। পুত্র সহিতৈঃ ব্রজরাজস্য সোদরৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বদনচন্দ্রস্য চকোরৈঃ অতএব তস্য দর্শনং বিনা জীবিতুমসমর্থৈঃ যতঃ প্রেম-পর্ব্বতৈস্তৈঃ সহ তুহিনগিরির্হিমালয় ইব ব্রজরাজ উপবিষ্টঃ ॥১০॥

বলজননয়িত্রী রোহিনী তেভ্যো নন্দাদিভ্যঃ একৈকশঃ একস্মৈ একস্মৈ লঘু লঘু দ্বিঃ ত্রিঃ যথাস্যাৎ দ্বিবারং ত্রিবারং পরিবেশ্য তেষাং মুখেভ্যঃ স্বকরকলিত পাকশ্লাঘয়া কাঞ্চিৎ নির্বৃতিং প্রাপ ॥১১॥

ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত তাঁহারা যে যে সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন সেই সেই সামগ্রীর সহিত নিজভবনে আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকলকে ভোজন করান এবং নিজেও ভোজন করেন। সপুত্র ব্রজরাজের সহোদরগণ সাদরে ব্রজরাজকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের দিকে এমন সতৃষ্ণভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন বিনা তাঁহারা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তৎকালে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রের চকোর সদৃশ অনুমিত হইতে লাগিল এবং সেই প্রেম-ভূধর স্বরূপ সপুত্র ভ্রাতৃগণ পরি-বেষ্টিত মূর্ত্তিমান আনন্দপুঞ্জ তুল্য ব্রজরাজকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন বহুতর গিরিবর মণ্ডিত তুঙ্গহিমগিরি শোভা পাইতেছেন ॥১০॥

হে সখি! বলদেব-জননী শ্রীরোহিনী সেই শ্রীনন্দাদিকে বহুবিধ

তনয় ! জনয়তীদং পুষ্টি মোজশ্চভুঙ্ক্ষে-
ত্যনুপদমপি তৈস্তৈঃ স্নেহবিক্লিন্নচিত্তৈঃ।
অপি নিজনিজপাত্রাদ্দীয়মানং তদাদ
প্রণিহিতরুচি কৃষ্ণো ধেনুকারিশ্চকামং ॥১২॥
ত্বময়ি ! কিয়দশানেত্যক্ষি-ভঙ্গ্যেব মাত্রা
সদসি পিতৃ-পিতৃব্যৈঃ শশ্বদুক্তোগিরাপি।
স সদসি যদভুঙ্ক্ত্বা পূরিতেনৈব তৃপ্তি-
র্নিশি নিশিতদিহৈষাং সগ্ধিরাচারমাত্রং ॥১৩॥

হে তনয় ! ইদং বস্তু পুষ্টিং ওজো, বলং চ জনয়তি অতো ভুঙ্ক্ষ ইত্যুক্ত্বা অনুপদং প্রতিক্ষণমপি তৈনিজমাত্রাদপি দীয়মানং তদ্‌বস্তু কৃষ্ণোবলদেবশ্চ প্রণিহিতরুচি যথাস্যাত্তথা আদ বুভুজে ॥১২॥

অয়ি হে কৃষ্ণ ! গুরুজন সমক্ষে স্পষ্টংবক্তুমসমর্থয়া মাত্রা যশোদয়া অক্ষি-ভঙ্গ্যেব পিত্রাদিভির্গিরা স্পষ্ট মুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সদদি তৎক্ষণে যৎ অভুঙ্ক্ষ তেনৈব শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকভোজনেনৈব এষাং নন্দাদীনাং তৃপ্তিরপূবিপূর্ণা বভুব। সগ্ধিঃ সহভোজনং তু তেষাং লোকাচার মাত্রং তৃপ্তিস্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকভোজনেনৈব নতু স্ব স্ব ভোজনেনেতি জ্ঞেয়ং ॥১৩॥

মধুর অন্নব্যঞ্জনাদি এক একটী দুই তিনবার করিয়া ধীরে ধীরে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোজন করিতে করিতে তৎকর-কৃত পাকের বহুপ্রশংসা করিতে থাকিলে তিনি অনির্ব্বচনীয় সন্তোষলাভ করিলেন ॥১১॥

শ্রীনন্দ ও উপানন্দাদি ভোজনকালে যাহা সুস্বাদ ও ভাল বোধ করিতেছেন সেই দ্রব্য স্ব স্ব পাত্র হইতে গ্রহণ করিয়া স্নেহ বিগলিত চিত্তে, "পুত্র ! এই বস্তু পুষ্টি ওজ ও বলপ্রদ, অতএব ভোজন কর" বলিয়া প্রতিক্ষণই শ্রীরামকৃষ্ণের পাত্রে প্রদান করিতে লাগিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ ও ধেনুকারি বলদেব অতীব রুচির সহিত সেই সেই দ্রব্য ভোজন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আরও কিছু ভোজন কর" এই কথা গুরুজন

হরিমুখ মকরন্দৈ দৃ্গ্ভিরাদিয়মানৈঃ
কলিতনবসপীতি প্রীতিমদ্বন্ধুবৃন্দং ॥
অথ নির নিজদাস্যাত্তাম্বূলবীটি
প্রতিনিজভবনান্তঃ সংবিবেশ প্রবিশ্য ॥১৪॥
অধিবলভি-বলক্ষে সক্ষণং পুষ্পতল্পে
রহসি সহসিতাস্তৈরাবৃতঃ স্বৈর্বয়স্যৈঃ।

· প্রীতিমদ্বন্ধুবৃন্দং স্ব স্ব দৃষ্টিরূপ পরিচারকৈরাদীয়মানৈঃ শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলস্য মাধুর্য্যরূপ মকরন্দৈঃ করণৈঃ কলিতং কৃতা নবাসপীতিঃ সহপানং যেন তথাভূতং অথ ভোজনানন্তরং মুখানি নিরনিজং জলেন শোধয়ামাস। তদনন্তরং আত্তা গৃহিতা তাম্বূলবীটীর্যেন তথাভূতঃ সং নিজনিজভবনান্তঃ প্রবিশ্য সংবিবেশ সুষ্বাপ ॥১৪॥

হে রাধে! অধিবলভিঃ বলভ্যাং বলক্ষেধবলে পুষ্পতল্পে সক্ষণং সোৎসবং

সমক্ষে স্পষ্টভাবে বলিতে অসমর্থা হইয়া জননী শ্রীযশোদা নয়নভঙ্গী দ্বারা পুনঃপুন সেই কথা জানাইতে লাগিলেন; আর পিতা ও পিতৃব্যগণ প্রকাশ্যরূপে "বৎস! আরও কিছু ভোজন কর" বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সাদর অনুরোধে আরও কিছু ভোজন করিলে শ্রীনন্দাদির তৃপ্তি পূর্ণ হইল। স্ব স্ব ভোজনেই যে তাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের ভোজনেই তাঁহাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিরাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণসহ ভোজন তাঁহাদের লোকাচার মাত্র ॥১৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় বন্ধুবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিলে দৃষ্টিরূপা পরিচারিকাগণ শ্রীকৃষ্ণমুখ-কমলের মাধুর্য্য-মকরন্দ আনিয়া পরিবেশন করিল, তাহাতে তাঁহারা সহপান 'মধুরেণ' সমাপন করিয়া জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তদনন্তর তাম্বূলবীটিকা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবনে গিয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন ॥১৪॥

অতঃপর হে রাধে! সেই শ্যামসুন্দর প্রাসাদশিখরস্থ নিভৃত গৃহ

যদবদদবসাদপ্রস্তুতৌ তে স্তুবানো
মধুরিমগরিমাণং শ্রূয়তাং তচ্চ রাধে ! ॥১৫॥
সরস মনুগবীনস্যাপরাহ্নে ভবদ্ভিঃ
সমমসমমহিম্নোঽপ্যঞ্জসা গচ্ছতো যাঃ।
মম ধৃতিততিমদ্যাস্য গোষ্ঠপ্রদেশে
কথয় সুবল ! তা মাং মোহয়িত্র্যোরুচঃ কাঃ ॥১৬॥
অহহ ! মধুরিমাব্ধেঃ কিং সুধা-মথ্যমানাৎ
কিমিতিকলিতবিদ্যুদ্বীচয়ো বস্ত্রপূতাঃ।
কিমুপরিমলনীরম্মূর্ত্তি সাম্রাজ্যলক্ষ্মঃ
কিমতনুবিশিখানাং রাশয়শ্চাম্পকানাং ॥১৭॥

যথাস্যাৎ তথা হাস্য যুক্তমুখৈর্ব্বয়স্যৈরাবৃতঃ সন্ তে তব বিরহ জন্যাবসাদ প্রস্তুতে যৎ অবোচৎ তৎ শ্রূয়তাং। কথম্ভূতঃ তবমাধুর্য্যস্য গরিমানং স্তুবানঃ ॥১৫॥

অপরাহ্নে ভবদ্ভিঃ সহ অনুগবীনস্য গবাং পশ্চাদ্বর্ত্তমানস্য অসম মহিম্নোঽপি মমধৃতিততিং যারুচঃ অদ্য অদ্যন্ খণ্ডিতবত্যঃ। হে সুবল ! মাং মোহয়িত্র্য রুচঃ কাঃ কুত্র তাঃ ॥১৬॥

তা রুচঃ কিংমথ্যমানাৎ মাধুর্য্যসমুদ্রাদুৎপন্নাঃ সুধারূপাঃ ? বস্ত্রেণপূতাস্ত

মধ্যে সুশুভ্র কুসুমশয্যায় সোৎসবে হাস্যপ্রফুল্লাস্য বয়স্যবৃন্দ পরিবৃত হইয়া শয়ন করিয়া তোমার বিরহ-জনিত অবসাদে তোমারই মধুরিমা গরিমার স্তুতি গান করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥১৫॥

তোমার প্রিয়তম, প্রথমতঃ সুবলকে বিনয়নম্র বাক্যে কহিলেন—"ভাই সুবল ! তোমাকে বলিতেই হইবে, অদ্য অপরাহ্নে তোমাদের সহিত গোচারণ করিয়া আসিবার সময় ধেনু সমূহের পশ্চাদ্বর্ত্তি আমি অসম মহিমাশালী যে মনোহর সুষমারাশি আমার ধৈর্য্য খণ্ডন করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই মোহদায়িনী-সুষমারাশি গোষ্ঠপ্রদেশে কোথা হইতে আসিল ॥১৬॥

অহো ! সেই শোভারাশি কি মাধুর্য্য-সমুদ্র-মথিত সুধাস্বরূপা,

তদুপরি ঘুসৃণাক্তং কিং সরোজং প্রফুল্লং
শুচিজলধিজন্মা নির্ব্বা ক্ষোভনঃ কশ্চনেন্দুঃ।
মণিময়মদিরাভ্যাং তস্য চাঙ্কে নটন্ত্যাং
মম দৃগুপসরন্ত্যোবার্দ্দিতা পুচ্ছঘাতৈঃ ॥১৮॥
কিংমিদমহহ! বস্তিত্যূঢ় সম্ভ্রান্তি মূঢ়ে
তদনুভবলবস্যাপ্যংশমারব্ধ কামে।

ছাঁনিতা ইতি লোকে প্রসিদ্ধাঃ অতএবাতিললিতবিদ্যুদ্বীচয়ঃ। কিংবা পরিমল-স্থলীবৎ দেশরূপামূর্ত্তিমত্যঃ সাম্রাজ্য শোভাঃ ॥১৭॥

তস্যা রুচঃ উপরি মুখস্থানীয়ং কুঙ্কুমাক্তং কিং সরোজংপ্রফুল্লং। কিম্বা শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ সএব জলধিস্তদুৎপন্নশ্চন্দ্র এব কন্দর্পজন্ম ক্ষোভজনকঃ। তস্য চন্দ্রস্য অঙ্কে নটন্ত্যাং মণিমদিরাভ্যাং খঞ্জনাভ্যাং স্বস্যকটাক্ষরূপপুচ্ছাঘাতৈঃ তন্নিকটে উপসরন্তি মম দৃক্ অর্দ্দিতা ॥১৮॥

ইদং অদ্ভুতং বস্তুকিমিতিপ্রাপ্তসম্ভ্রান্ত্যা মূঢ়ে ময়ি তাদৃশবস্তুনোঽনুভবলবস্যা-প্যেষং আবদ্ধকামে সতি সদ্যস্তৎক্ষণ এব অতিশয়োক্ত্যা নীলশাটীস্থানীয় যা

অথবা বস্ত্রপূত-ললিত-বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, কিম্বা পরিমল প্রদেশের মূর্ত্তিমতী সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী, বা চম্পক-কুসুম-নির্ম্মিত কন্দর্প-শররাশি? ॥১৭॥

আমরি! সেই অপূর্ব্ব কান্তিরাশির উপরে কি কুঙ্কুমাক্ত কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কিম্বা উজ্জ্বল রস-জলধি-সম্ভূত কন্দর্পজনিত চিত্ত-ক্ষোভজনক কোন এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছিল? বলিতে কি প্রিয় সখে! আমি সেই অপূর্ব্ব বস্তুর নিকট আমার দৃষ্টিকে উপস্থিত করিবামাত্র সেই চন্দ্রের অঙ্কে নৃত্যশীল মণিময় খঞ্জন-যুগল স্বীয় (কটাক্ষরূপ) পুচ্ছাঘাতে আমার সেই দৃষ্টিকে প্রপীড়িত করিয়াছে ॥১৮॥ *

প্রিয় সখে! এই অদ্ভুত বস্তুটী কি? এইরূপ সম্ভ্রান্তি লাভে আমি যেমন সেই বস্তুর অনুভবের লবাংশমাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ

* এস্থলে কান্তিরাশির উপর কুঙ্কুমাক্ত কমলই বদন-কমল স্থানীয় এবং মুখচন্দ্রের অঙ্কে খঞ্জনদ্বয়ই নয়নযুগল ও তাহার পুচ্ছাঘাতই কটাক্ষ।

ময়ি ঘনজলদালোবাবৃতং সত্ত্বএব
ব্রততি ততিষু লীনং প্রাভবংতন্নলেঢ়ুং ॥১৯॥
সপদি নয়ন-যুগ্মো দ্দিষ্টবর্ত্মা তদাগা-
ন্মম হৃদয়তটস্তন্মার্গনার্থং সমর্থঃ।
ন পুনরয়মিদানীং যৎপরাবর্ত্ততে ত-
দ্বনভুবী কুসুমেষোর্ব্বন্ধমাপেতি বুদ্ধে ॥২০॥
অঘহর ভবতা যালোক্যত শ্লাঘ্যরূপা
তদবধিধুতধৈর্য্যা সাপি রাধাধিধারা।

নিবিড় মেঘশ্রেণ্যা ইবাবৃতং বল্লীশ্রেণীষুলীনং তদ্বস্তলেঢুং আস্বাদয়িতুং অহং ন প্রাভবং॥ ১৯॥

মম নয়নযুগ্মেন উদ্দিষ্ট বর্ত্মা মম হৃদয়রূপতটস্তদ্বস্তমার্গাণার্থমগাৎ। যত্তস্মাৎ পুনরিদানীমপি ন পরাবর্ত্ততে তত্তস্মাৎ মম হৃদয়ভটঃবনভুবি কন্দর্পস্য বন্ধং আপ ইতি অহং বুদ্ধে ॥২০॥

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সুবল আহ! হে অঘহর। ভবতা শ্লাঘ্যরূপা যা রাধা

করিয়াছি অমনই সেই বস্তুটী (নীল শাটীরূপ) নিবিড় জলদজালে তৎক্ষণাৎ আবৃত হইয়া শ্যামল ব্রততি-বিতানে বিলীন হইল; হায়! বলিব কি সুবল! আমার ভাগ্যে আর সে বস্তুর আস্বাদ ঘটিয়া উঠিল না ॥১৯॥

আহা! প্রাণের সুবল! সেই অপূর্ব্ব বস্তুর অন্বেষণে আমার সুপটু হৃদয়-ভট গমন করিয়াছে এবং আমার নয়ন-যুগল হৃদয়ভটের পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রগামী হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় বুঝিতেছি আমার হৃদয়-ভট বনমধ্যে কন্দর্পদস্যু কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥২০॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমাবেগপূর্ণ কাতর বাক্য শুনিয়া প্রিয়সখা সুবল প্রীতি-মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে অঘহর! তুমি যে অপূর্ব্ব বস্তু অবলোকন করিয়াছ, তিনি ত্রিলোকের শ্লাঘ্যরূপা শ্রীরাধা; তোমার দর্শনাবধি তিনি ধৈর্য্যহারা হইয়া মনোবেদনার ধারা স্বরূপা

বিবিধ দবথুপাত্রী স্বাঃ সখি রোদয়িত্রী
বিলুঠতি গলদশ্রোর্ধারয়া ধৌতগাত্রী ॥২১॥
অয়মময়ময়তে ত্বাং তন্বি! ধিন্বন্ মুকুন্দো
রসনিধিরথ স ক্ক ক্কেতি সংলাপশেষে।
প্রথমরজনিজাতং ধ্বান্তমালক্ষয়ন্তী
শময়তিরুজমস্যা ব্রীড়য়াথাবৃতাঙ্গাঃ।২২॥

অলোক্যত তদবধি অধিধারা আধের্মনঃ পীড়ায়া ধারারূপা সা রাধা বিবিধ পীড়াপাত্রী সতী বিলুঠতি॥২১॥

তস্যা বৈক্লব্য মালক্ষ্য সখীনাং যৎ সান্ত্বনবাক্যং তৎ সুবল আহ। অয়ং অয়ং শ্রীকৃষ্ণং ধিন্বন্ সুখয়িতুং ত্বাং অয়তে প্রাপ্নোতি। অথ সখীবাক্যানন্তরং স শ্রীকৃষ্ণং ক্ক ক্ক ইতি রাধায়াঃ সংলাপস্য শেষে অন্তে সতি প্রথমরজন্যুৎপন্নমন্ধকারং শ্রীকৃষ্ণত্বেন দর্শয়ন্তি সখি শ্রীকৃষ্ণাগমন সম্ভাবনয়া জাতায়া লজ্জা তয়া সম্বৃতাঙ্গ্যা অস্যা রুজাং পীড়াং শময়তি॥২২॥

হইয়াছেন; এবং বিবিধ তাপপাত্রী হইয়া স্বীয় সখীগণকে কাঁদাইয়া ও গলিত নয়নধারায় ধৌতগাত্রী হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন॥২১॥

শ্রীরাধার সেই বিকলতা দর্শনে সখীগণ সজলনয়নে মধুর বাক্যে এইরূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,—"হে তন্বি! শ্রীরাধে! এই দেখ, রসনিধি মুকুন্দ তোমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছেন।" সখীগণের এই অলীক সান্ত্বনা বাক্যেও শ্রীরাধা চেতনা লাভ করিয়া "কই সখি! কই কোথায় সে প্রাণবন্ধু" বলিয়া পুনঃপুন আকুল কণ্ঠে সংলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ সান্দ্রস্তিমিত নয়নে প্রথম রজনীজাত অন্ধকারকেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। সখি-বচন-ভ্রান্তা শ্রীরাধা সেই অন্ধকারকেই তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) আগমন করিয়াছ মনে করিয়া লজ্জাবশতঃ বসনাঞ্চলে নিজাঙ্গ াবশেষরূপে সম্বৃত করিলেন এবং এইরূপেই তখন তাঁহার বিরহ ব্যথার শান্তি হইল॥২২॥

ইতি সুবলবচোভিঃ কৃষ্ণনেত্রাম্বুজাভ্যাং
প্রণয়িনি! পৃষতা দ্রাগানুপূর্ব্বা নিপেতুঃ।
হিমকরকররাজি ভ্রান্তিতো ভুক্তপূর্ব্বাং
ববমতুরিব মুক্তাং মঞ্জুচঞ্চু চকোরৌ ॥২৩॥
(বিশেষকং)

পরিচরণপরাং মাং তস্থুষীং তত্র দৃষ্ট্বা
ন্যসিশদয়মমন্দোৎকণ্ঠয়া কুণ্ঠিতাস্যঃ।
উপসুরতরু রাধাভানুপুত্র্যাস্তটে মা-
মভিসরতু রসেনেত্যাশু তা ব্রুহি গত্বা ॥২৪॥

হে প্রণয়িনী রাধে! কৃষ্ণ নেত্রাম্বুজাভ্যাং সকাসাৎ পৃষতাবিন্দবঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। হিমকরশ্চন্দ্রস্তস্য কিরণরাজি ভ্রান্ত্যা চকরৌ ভুক্তপূর্ব্বাং মুক্তাং ববমতুরিব ॥২৩॥

পুনরিন্দুপ্রভা আহ! ব্রজরাজস্য দাসীত্বেন পরীচরণপরাং অতএব তত্র শ্রীকৃষ্ণনিকটে তস্থুষীং মাং দৃষ্ট্বা অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ন্যদিশৎ আজ্ঞাং চকার আজ্ঞামেবাহ ভানুপুত্র্যা যমুনায়াস্তটে উপসুরতরু সুরতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য নিকটে রসেন সাহজিকানুরাগেণাভিসরতু ইতি তাং রাধাং ব্রূহি ॥২৪॥

ইন্দুপ্রভা এই বলিয়া পুনরায় শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অয়ি প্রণয়িনী রাধে! সুবলের মুখে তোমার এইরূপ বিরহ-বেদনার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কমল হইতে অশ্রু-বিন্দুসকল একটীর পর একটী পতিত হইতে লাগিল; আহা! তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন মঞ্জু-চঞ্চু চকোর-যুগল সুধাংশুর কিরণ ভ্রমে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল মুক্তাফল ভোজন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই যেন একটীর পর একটী করিয়া বমন করিতেছে ॥২৩॥

পুনরায় ইন্দুপ্রভা অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—শুন, বিনোদিনি! আমি ব্রজরাজভবনের পরিচারিকা তোমার নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তৎসমীপে উপস্থিত ছিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি প্রবল উৎকণ্ঠাজনিত কুণ্ঠিত বদনে আজ্ঞা করিলেন—"তপন-তনয়ার

শ্রুতমুরজনিনাদঃ স্বং দিদৃক্ষূন্ সসভ্যান্
বহিরুপবিশতোঽগাৎসাম্প্রতং নাট্যরঙ্গং।
ক্ষণমথকৃততৃষ্ণাপূর্ত্তির্বলভ্যাং
শয়িতুময়মুপৈষ্যত্যম্বয়া লাল্যমানঃ॥২৫॥
অতুলচতুরিমানং তং জনালক্ষমানং
গতমিব নিজকান্তং বিদ্ধিসৌর্য্যাস্তটান্তং।

মন্তবনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণো যৎ করিষ্যতি তদপি শৃণু। স্ব স্বগুণং দর্শয়িতুকামানাং বহিঃ স্থিতানাং গায়কাদীনাং শ্রুতো মৃদঙ্গস্য শব্দো যেন স শ্রীকৃষ্ণঃ নাট্যরঙ্গং উপবিশতস্তান্ সাম্প্রতং অগাৎ প্রাপ। অথ ক্ষণং তেষাং গানাদি শ্রবণেন তৃষ্ণাপূর্ত্তিং কৃত্বা অয়িতুং বলভ্যাং অট্টালিকায়াং উপেষ্যতি গমিষ্যতি। যতঃ পুত্রস্য বন ভ্রমণ-শ্রমজ্ঞানেন ব্যাকুলয়া অম্বয়া লাল্যমানঃ॥২৫॥
হে রাধে! নিজকান্তং যমুনায়াস্তটান্তং গতমিব বিদ্ধি॥২৬॥

তটবর্ত্তী কল্পতরু নিকটে শ্রীরাধা স্বাভাবিক অনুরাগ ভরে শীঘ্র আমার উদ্দেশে অভিসার করুন”—তুমি অবিলম্বে গিয়া এই কথা শ্রীরাধাকে বল॥২৪॥

আমি সেই ভবন হইতে চলিয়া আসিলে পর নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিবেন তাহাও বলিতেছি শুন। বহির্বাটীতে সভাগৃহে স্ব স্ব গুণ প্রদর্শনের অভিলাষে যে সকল গায়কাদি সভ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই গায়কাদির মুরজধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ সেই নাট্যরঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর কিছুক্ষণ গানাদি শ্রবণে তাহাদের তৃষ্ণাপূর্ত্তি করিয়া স্বীয় অট্টালিকায় শয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিবেন এবং পুত্র বন ভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এই ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তা জননী কর্ত্তৃক কিছুক্ষণ তথায় লালিত হইতে থাকিবেন॥২৫॥

অয়ি রাধে! অতুলনীয় চতুর চূড়ামণি তোমার প্রাণকান্ত এক্ষণে অন্যের অলক্ষিতভাবে যমুনাতটবর্ত্তি সঙ্কেত স্থানে গমন করিয়াছেন জানিবে। অতএব তুমিও কিছু ভোজন করিয়া ও স্বীয় গুরুজন-

ত্বময়ি ! কিয়দশিত্বা স্বান্ গুরূন্ বঞ্চয়িত্বা
দ্রুতমভিসর রাগাদি ত্ব্যদিত্বৈব সাগাৎ ॥২৬॥
সপদি জটিলয়া সা ভোজনায়াহ্বয়ন্ত্যা
সবিধমনুসৃতোচে সঙ্কুচস্যত্র চেত্ত্বং।
প্রিয়মপি নিজভক্তং তদ্গৃহীত্বা ব্রজেতৌ
রহসি সহসখীভিঃ সাধ্বি ! সাধূপভুঙ্ক্ষ ॥২৭॥
স্মিতমধুর দৃগব্জং লেহয়ন্তী তদালীঃ
বিনয়নয়মহিম্না ধিন্বতী তাং চ রাধা।

সপদি তৎক্ষণ এব ভোজনায়াহ্বয়ন্ত্যা জটিলয়া সবিধং নিকটং অনুসৃতা প্রাপ্তা রাধা উচে। হে রাধে! সন্নিকটে ভোক্তুং সঙ্কচসি চেৎ প্রিয়ং নিজভক্তং স্বীয়মোদনং গৃহিত্বা ইতি ব্রজ। সরস্বতী পক্ষে নিজভক্তং স্বাধীনং প্রিয়ং ব্রজ ॥২৭॥

সরস্বত্যা কৃতো যোঽর্থস্তস্য স্মরণেন স্মিতমধুরদৃগব্জং আলীঃ সাধ্বং পক্ষে

বর্গকে বঞ্চনা করিয়া অনুরাগভরে শীঘ্র তথায় অভিসার কর—এই বলিয়া ইন্দুপ্রভা চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

অনন্তর জটিলা শ্রীরাধাকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলে শ্রীরাধা তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীরাধার লজ্জা-সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া জটিলা কহিলেন—"রাধে! আমার সন্নিকটে ভোজন করিতে যদি সঙ্কুচিত হও, তাহা হইলে হে সাধ্বি! তোমার যাহা "প্রিয় নিজভক্ত" অর্থাৎ যাহা যাহা তোমার প্রিয় ভক্ষ্যদ্রব্য সেই সেই ভোজ্য সামগ্রী স্বেচ্ছামত এখান হইতে লইয়া যাও এবং নিভৃত কক্ষে সখীগণের সহিত মিলিয়া উত্তমরূপে ভোজন কর। পক্ষান্তরে সরস্বতী জটিলার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন—"রাধে! তুমি নিজভক্ত অর্থাৎ তোমার প্রিয়তমের নিকট গমন কর।" ॥২৭॥

বিদগ্ধামণি শ্রীরাধা জটিলার বাক্যের এইরূপ অর্থোপলব্ধি করিয়া স্মিত-মধুর নয়ন-কমল স্বীয় সখী-ভ্রমরীগণে আস্বাদন করাইলেন অর্থাৎ জটিলা যে নিজ প্রিয়ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন

বদসি যদিদমার্য্যে। কুর্ব্ব ইত্যেবমুক্ত্বা
শয়নগৃহ মগাত্তদ্দত্তমন্নাদি নীত্বা ॥২৮॥
প্রিয়মুখ-মকরন্দামোদধামৌদনাদৌ
কৃতমিলনতয়া তৎস্বাদ্যতামাপ তাসাং।
সুরসরিতি গতং চেদ্‌যত্র তত্রত্যমম্ভো
জগদঘমপি ভিন্দদ্‌বন্দ্যতাং যাতি লোকে ॥২৯॥

অলিং ভ্রমরং তদাস্বাদয়ন্তী রাধাবিনয়নয় মহিম্না তাং চ জটীলাং ধিন্বতী সতি শয়নগৃহমগাৎ ॥২৮॥

ইদানীং চাতুর্য্যেণ সখ্যানীতেন শ্রীকৃষ্ণভুক্ত্বাবশিষ্টান্নেন সহমেলয়িত্বা রাধা তদন্নং ভুক্তবতীত্যাহ। প্রিয়মুখাধরামৃতস্যামোদধাম্নি কৃষ্ণভুক্তাবশিষ্টান্নাদৌ জটিলয়া দত্তান্নেন সহ কৃতমিলনতয়াতৎ অন্নাদি স্বাদ্যতামাপ। ননুকথং তন্মিলনেন সর্ব্বেষামন্নানাং স্বাদু সুগন্ধত্বং স্যাত্তত্র দৃষ্টান্তদর্শনেনাহ। গঙ্গায়াং যত্র তত্রত্য জলং গতং চেৎ জগতাং অঘংভিন্দৎ সৎ লোকে বন্দতাং যাতি ॥২৯॥

করিতে বলিলেন”—এই কথা ঈষৎ হাস্য প্রফুল্ল মুখে সখীগণকে নয়নেঙ্গিতে জানাইলেন এবং বিনয়-নীতির মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক জটিলাকে সুখী করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—“আর্য্যে! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিতেছি”—এই বলিয়া জটিলার প্রদত্ত অন্নাদি লইয়া স্বীয় শয়ন গৃহে গমন করিলেন ॥২৮॥

অতঃপর সখিগণ চাতুর্য্য সহকারে সম্প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আনয়ন করিয়াছিলেন শ্রীরাধা স্বীয় শয়ন মন্দিরে গিয়া সেই প্রিয়-মুখমকরন্দে সুরভিত ভুক্তাবশেষের সহিত জটিলা-দত্ত ব্যঞ্জনাদি মিলিত করায় সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি তখন তাঁহাদের আস্বাদ্য হইল। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মিলনে কিরূপে সকল অন্নেরই স্বাদুতা ও সৌগন্ধ্য উৎপন্ন হইতে পারে? তদুত্তরে এই দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে যে, সুরধুনীতে যত্র তত্রস্থিত জল মিলিত হইলেও সেই জল জগতের নিখিল পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে এবং সকল লোকেরই বন্দনীয় হয় ॥২৯॥

শৃণু সখি! গুরবোঽন্তঃশেরতে সাম্প্রতং তে
সদনমনুগবাং সোঽপ্যস্তি দূরেঽভিমন্যুঃ।
স্মৃতিমতি ধৃতিলজ্জাঃ শায়য়িত্বা স্বতল্পে
তদভিসর রসেন স্ব-প্রিয়ং কেলিকুঞ্জে ॥৩০॥
অনুপদ বলবান প্রেম সন্দর্শিতাধ্বা
কুসুমশরভটৈর্নৈবাভিতঃ পাল্যমানা।
হৃদিপুররূপ গূঢ়োৎকণ্ঠয়াল্যা চলন্তী
শ্রমলবমপি রাধে! নাধ্বনো জ্ঞাস্যসি ত্বং ॥৩১॥
যদি জনততি-নেত্র শ্রোত্র-দংশাস্তিভেষি
ব্রজ ধবলনিচোলেনাবৃতীকৃত্য গাত্রং।

গুরবোঽন্তঃপুরে শেরতে সাম্প্রতং। অভিমন্যুস্তদ্দূরে গবাং সদন মনু সদনে অস্তি; অতঃস্মৃতিধৃতিলজ্জাদিকং বিহায়াভিসরেত্যর্থঃ ॥৩০॥

উৎকণ্ঠয়া চ আল্যা হৃদি আলিঙ্গিতাং সতী চলন্তী ত্বমধ্বনঃ শ্রমলবমপি ন জ্ঞাস্যতি ॥৩১॥

জনততীনাং নেত্রশ্রোত্রে এব দংশৌ ডাঁস ইতি প্রসিদ্ধৌ তাভ্যাং বিভেষি-

শ্রীরাধা ও সখীগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে ললিতা হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে কহিলেন—"হে রাধে! প্রিয়সখি! বলি শুন, এখন গুরুজন অন্তঃপুরে নিদ্রিত হইয়াছেন, আর তোমার পতি অভিমন্যু সেও ত এখন দূরবর্ত্তী গোষ্ঠ-সদনে রহিয়াছে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া স্মৃতি, মতি, ধৃতি, লজ্জাকে তোমার এই শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেলিকুঞ্জে তোমার প্রিয়তমের নিকট প্রেমানুরাগরসের সহিত অভিসার কর ॥৩০॥

হে রাধে! তোমার ভয় কি? বলবান প্রেম পদে পদে তোমার পথ-প্রদর্শক হইয়া যাইতেছে, তুমি কন্দর্প-ভট কর্ত্তৃক চারিদিকেই রক্ষিতা হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ তুমি যখন উৎকণ্ঠা-রূপিণী সখী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত-হৃদয় হইয়া অভিসার করিতেছ, তখন তুমি পথ-শ্রমের লেশ মাত্র জানিতে পারিবে না ॥৩১॥

মুখরজনাদিব স্বং নূপুরং চানপেক্ষ্যা
শ্রিতবিচকিলমাল্যা তারহারা স্মিতাস্যে ! ॥৩২॥
তব চরণনখেন্দোশ্চন্দ্রিকৈকাপি সর্ব্বং
জগদিদমবদাতং সত্যলঙ্কর্ত্তুমিষ্টে ।
বিধুর বিধুরয়ং তৎ পৌনরুক্ত্যং জগামে-
ত্যকৃত বিধিরশুদ্ধং মসীরেখয়ামুং ॥৩৩॥

চেৎ শুক্লাভিসারোচিত শ্বেতনিচোলেন স্বগাত্র মাবৃতীকৃত্য ব্রজ। এতেন নেত্রদংশাৎ আবরণং কৃতঃ। শ্রোত্ররূপ দংশাৎ আবরণ মাহ। ত্বাং নিন্দতাং মুখরজনানাং উপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বিচকিলং রায়বেল ইতি প্রসিদ্ধশ্চত পুষ্পং ॥৩২॥

অলং অতিশয়েনাবদাতং শ্বেতকর্ত্তুং ইষ্টে। তত্তস্মাৎ অরং বিধুর বিধুঃ বলিনচন্দ্রঃ পৌনরুক্ত্যং জগাম। ইতি হেতোর্ব্বিধাতাপি অমুং চন্দ্রং কলঙ্ক-স্থানীয়য়া মসীরেখয়া কিং অশুদ্ধং অকৃত ॥৩৩॥

হে মৃদুহাস্যমুখি ! পাছে লোকে দেখিতে পায় বা গমন শব্দ শুনিতে পায়, এইরূপে জনগণের নয়ন শ্রবণরূপ দংশের (ডাঁসের) যদি ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুক্লাভিসারোচিত শুভ্র বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া গমন কর। ইহাতে নেত্র-দংশের আর ভয় থাকিবে না। "রায়বেল" নামক প্রসিদ্ধ প্রফুল্ল শ্বেতপুষ্পের মালা ও মুক্তাহার ধারণ কর। আর যদি শ্রবণ দংশের ভয় পাইয়া থাক, তবে মুখরজনের ন্যায় তোমার চরণের মুখর নূপুরকে উপেক্ষা কর, অর্থাৎ উহা চরণে এখন পরিধান করিও না ।৩২।।

হে প্রিয়সখি ! তোমার চরণ-নখেন্দুর কিঞ্চিন্মাত্র চন্দ্রিকা এই নিখিল জগৎকে শুভ্র রজত-প্রভায় অতিমাত্র উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং ঐ গগন-শোভি মলিন বিধু পৌনরুক্ত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ পুনরায় ঐ গগন চন্দ্রোদয়ের প্রয়োজন বোধ হয় নাই ; এই কারণেই যেন বিধাতা ঐ গগনচন্দ্রকে কলঙ্ক-মসীরেখা দ্বারা কাটিয়া অশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥৩৩॥

ইতি নিজ সহচর্য্যা দীপিতস্মারচর্য্যা
নিরুপমগুণধুর্য্যা নির্যতী গোষ্ঠপুর্য্যাঃ ।
অগণিতগুরুবাধা কাননং প্রাপ রাধা
প্রণয়সরিদিবারাদূঢ় মাধুর্য্যধারা ॥৩৪॥

(কুলকং)

পরিজন নিকরৈস্বৈরাত্ত কিঞ্চিদ্বিলম্বৈ-
রধিগতগুরুবার্ত্তৈঃ স্ব-স্ব সেবার্থমার্ত্তৈঃ ।
ত্বরিতমনুসরদ্ভির্দাক্ষ্যচাতুর্য্যবদ্ভি—
র্বিপিনভুবি নিজেশালম্ভি সা মুগ্ধবেশা ।৩৫॥
যদি পুনরবরোধেঽন্বিষ্যতে সা বিরোধে
গুরুভিরুদিতরোষৈঃ কর্হিচিদ্দৃষ্টদোষৈঃ ।

নিরুপমানাং গুণানাং ধূর্য্যাভারবাহিকা। গোষ্ঠপুর্য্যাঃ সকাশাৎ নির্যতী নির্গচ্ছন্তী সতী রাধা আরাৎ দূরে স্থিতং কাননং প্রাপ। কথংভূতা প্রণয়সরিদিব। যৎ উঢ়া মাধুর্য্যানাং ধারা যয়া তথাভূতা ॥৩৪॥

পরিজননিকরৈর্দাসীসমূহৈঃ আত্তো গৃহীতঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বো যৈঃ। ননু-কথং বিলম্বঃ কৃতস্তত্রাহ। অধিগতা গুরূণাং বার্ত্তা যৈস্তথাভূতে দাসীবর্গৈঃ সা নিজেশা রাধা অলম্ভি প্রাপ্তা মুগ্ধ সুন্দরঃ ॥৩৫॥

গ্রন্থকর্ত্তা এব কামপ্যনুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমাদধতি। যদীতি। অবরোধে

এইরূপে নিজ সহচরী কর্ত্তৃক কন্দর্পচর্য্যা উদ্দীপিত হওয়ায় নিরুপম গুণভার-বাহিকা শ্রীরাধা গোষ্ঠান্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাধুর্য্য-ধারা বিশিষ্টা প্রেম-তরঙ্গিণীর ন্যায় শত শত গুরুতর বাধাকেও গণ্য না করিয়া দূরবর্ত্তি বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হইলেন ॥৩৪॥

অনন্তর শ্রীরাধার সুদক্ষ ও সুচতুরা পরিজনবর্গ অর্থাৎ প্রিয় সহচরীবৃন্দ গুরুজনের বার্ত্তা অবগত হইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলেন, পরে স্ব স্ব সেবার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া সত্বর শ্রীরাধার অনুসরণ করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহারা বনভূমি মধ্যে এই মনোহর-বেশা নিজেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৫॥

ব্রজপতি-সুত-লীলাপর্ব্বনির্ব্বাহশীলা
বিরচিত তদুপায়া স্যাত্তদা যোগমায়া ॥৩৬॥
নিখিলমপি নিনাদং বংশিকাবাদ্যমেব
প্রিয়কমপি পুরস্থং স্বপ্রিয়ং ভাবয়ন্তী।
পরিমলমপি সর্ব্বং তৎপ্রতীকোত্থমেবে-
ত্যমুমভিমনুতে স্ম প্রাপ্তমেবাধ্বনীয়ং ॥৩৭॥
কলয়সি ললিতে! কিং কৌতুকং ত্বদ্ভুজঙ্গো
ভুজগমধিতবলাগ্নো বেষ্টযন্ কণ্ঠমেষঃ!

অন্তঃপুরে সা রাধিকা যদি গুরুভিঃ অন্বিষ্যতে। অথবা গুরুভিঃ কর্ত্তৃভিস্তয়া সহ বিরোধে সতি শ্রীকৃষ্ণস্য লীলোৎসবনির্ব্বাহশীলা যোগমায়া এব বিরচিত তদুপায়া স্যাৎ ॥৩৬॥

নিখিল শব্দমেব বংশিকাবাদ্যমেব ভাবয়ন্তী প্রিয়কং কদম্বং। তস্য প্রতীকোত্থং শরীরোত্থং। ইয়ং রাধিকা অধ্বনি অমুং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তমেব মনুতে ॥৩৭॥

পৃষ্ঠস্থিতাং বেণীং অকস্মাৎ স্কন্ধগতামালক্ষ্য তামেব শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তত্বেন নিশ্চিত্য ললিতাং প্রতি সপ্রণয়কোপ মাহ। ত্বদ্ভুজঙ্গঃ ত্বয়ি বিষয়ে কামুকঃ এব

এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, যদি সহচরীগণের গমনের পরে গুরুজনগণ পূর্ব্বে কোন সময়ে দোষ দেখিয়া রোষের উদয় হেতু অথবা শ্রীরাধার সহিত তাহাদের কোন বিষয়ে বিরোধ বশতঃ অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? ইহার সমাধান এই যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলোৎসব-নির্ব্বাহে শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীই তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকেন ॥৩৬॥

প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধা যাইতে যাইতে যে কোন শব্দ শ্রবণ করেন, তাহাই বংশীধ্বনি অনুভব করিতে লাগিলেন, পুরোবর্ত্তি কদম্ব তরুকে স্বীয় প্রিয়তম জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং পরিমল মাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করিয়া পথি মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

ইতি চপল মুদঞ্চচ্চিল্লিচাপা চকম্পে
বরতনুরবলোক্যৈবাংসগাং স্বীয়বেণীং ॥৩৮॥
প্রিয়সখি ! পরমার্থী মাধবঃ স্যাদুদারা-
ত্বমপি ভবসি তস্মৈ চিত্তবিত্তাদিদত্তা।
কথমহমিদ মধ্যে বারয়িত্রী দ্বয়োঃ স্যাং
স্মৃতিভব বহুধর্ম্মা ধর্ম্ম-বিজ্ঞাপি ভূত্বা ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণঃ মে কণ্ঠং বেষ্টয়ন্‌ বলাৎ মে ভুজং অধিত দধার। ইতি চপলং যথাস্যাৎ তদা উদঞ্চৎ উদয়ং প্রাপ্নুবন্‌ ভ্রূচাপো যস্যাস্তথাভূতা ॥৩৮॥

ললিতা আহ। হে রাধে! মাধবঃ পরমার্থী পরমযাচকঃ। ত্বমপি-তস্মৈ কৃষ্ণায় চিত্তবিত্তাদিদত্তা উদারা ভবসি। অতঃ কথং দ্বয়োর্মধ্যে অহং বারয়িত্রী স্যাং। তত্রাপি স্মৃতিশাস্ত্রং ভব উৎপত্তি র্যয়োস্তথাভূতয়োর্বহুধর্ম্মা ধর্ম্মযোর্বিজ্ঞাপি ভূত্বা। পক্ষে স্মৃতিভবঃ কন্দর্পঃ তস্মাদুৎপন্নবহু-ধর্ম্মাধর্ম্মবিরো-ধয়োর্বিজ্ঞা ভূত্বা ॥৩৯॥

দ্রুত গমন জন্য পৃষ্ঠস্থিত বেণী সহসা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে পতিত হওয়ায় প্রবল অনুরাগে চিত্তের বিভ্রান্তি বশতঃ তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাহু-লতা নিশ্চয় করিয়া বরতনু শ্রীরাধা ললিতাকে প্রণয়-কোপের সহিত বলিতে লাগিলেন—"ললিতে! ললিতে! তুমি কৌতুক দেখিতেছ? তোমার বিষয়ে কামুক—তোমার এই ভুজঙ্গ আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলপূর্ব্বক আমার ভুজ ধারণ করিল?"—এই বলিয়া চঞ্চল ভ্রূ-ধনু উত্তোলিত করিয়া কম্পিত করিতে লাগিলেন অর্থাৎ চপল ভ্রূকুটী কটাক্ষ করিলেন ॥৩৮॥

শ্রীরাধার এই প্রেম-বিভ্রম দর্শনে ললিতা মৃদু হাস্য করিয়া পরিহাস বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! মাধবও পরমার্থী অর্থাৎ পরম যাচক এবং তুমিও তাঁহাকে চিত্ত-বিত্তাদি দান করিয়া পরম উদার-স্বভাবা হইয়াছ। অতএব আমি স্মৃতিভব বহু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিজ্ঞা অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণা হইয়া (পক্ষে কন্দর্পজাত বহু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরোধ অবগত হইয়া) তোমাদের উভয়ের মধ্যে বারয়িত্রী

ভুবি ভবতি স একঃ কর্ণ এবাত্রদাতা
ত্বমমলমুখি! কর্ণৌ দ্বৌ চ দত্তাবকার্ষীঃ।
বলিমপি কিমজৈষীর্ন ত্রিবল্যর্পণৈষী-
ণ্যতনুশতবিরাজদ্বিক্রমেঽস্মিন্নঘারৌ ॥৪০॥
নয়নযুগলমেতদ্রূপসাৎ কৃত্য নাশে
অপি পরিমল সিন্ধৌ প্রক্ষিপন্ত্যাত্বয়াস্য।

পুনঃ পরিহাসান্তরমাহ। পৃথিব্যাং একঃ কর্ণ এব দাতা প্রসিদ্ধঃ ত্বং তাদৃশ-দাতারৌ দ্বৌ কর্ণৌ কৃষ্ণায় দত্তৌ অকার্ষীঃ। এবং বলিমপি দাতারং কিং নাজৈষীঃ অপি তু অজৈষীঃ। যত এক এব বলিস্ত্রিবিক্রমে দাতা অভূৎ। ত্বত্তু অতনবঃ মহান্তঃ শতপরিমিতা বিরাজন্তো বিক্রমা যস্য তস্মিন্ অঘারৌ পাপ-নাশকেঽস্মিন্ ত্রীন্ বলীনেব অর্পয়িতুং দাতুমিচ্ছসীত্যর্থঃ। পক্ষে কন্দর্প-শতত্তোঽপি বিরাজদ্বিক্রমো যস্য তস্মিন্ ॥৪০॥

ইদানীং পরিহাসং কৃত্বা ভ্রমদূরীকরণার্থং যথার্থবৃত্তান্তমপি পরিহাস-মুদ্রয়ৈ-বাহ। নয়নেতি। এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপসাৎকৃত্য রূপায় নয়নযুগলং দত্ত্বা ত্বয়া

কিরূপে হইবে?—প্রার্থী ও দাতা এই উভয়ের মধ্যে কহাকেও নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে।৩৯।

হে অমল-মুখি! এই ধরাতলে এক কর্ণই দাতা বলিয়া বিখ্যাত, তুমি তাদৃশ দাতা দুই কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণে দান করিয়াছ। আর এক দাতা বলি নামে প্রসিদ্ধ, তুমি তাহাকেও জয় কর নাই কি? যেহেতু সেই বলি, ত্রিবিক্রমে দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি যাহাতে অতনুর অক্ষীণ শত বিক্রম বিরাজমান সেই অঘারি অর্থাৎ পাপনাশককে ত্রিবলি দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ললিতা এই বাক্যে শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে অতনু অর্থাৎ কন্দর্প-শত অপেক্ষাও বিক্রমশালী এই অঘারি শ্রীকৃষ্ণকে তুমি সুরতোৎসবে উদরের ত্রিবলী অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাদানশীলা হইতে চাহিতেছ ॥৪০॥

অনন্তর ললিতা শ্রীরাধার ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যথার্থ বৃত্তান্ত পুনরায় পরিহাস ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন "প্রিয় সখি! তুমি নয়ন

ব্যরচি সখি ! বিতীর্ণা যা তয়ৈবৈষা বেণ্যা
হরিরপি নিজবাহূভূতয়া ত্বাং সিনোতি ॥৪১॥
ইতি পথি হসিতাস্যা তত্রপে তত্র সখ্যা
প্রসভমুদয়মানৈস্তর্ষ-লক্ষৈরজস্রং।
বিগলিত মপি ধৈর্য্যং ধর্ত্তুমভ্যস্যমানা
বকুলবনমুপাগান্মন্দমন্দং চলন্তী ॥৪২॥
(কলাপকং)
কিমিদমহহ ! তস্যাঃ শিঞ্জিতং ভূষণানাং
ভ্রম মগ মমহং বা চাটকৌরেব রাবৈঃ।

যা বেণী বিতীর্ণা ব্যরচি যস্মৈ দত্তা কৃতা এষ হরিঃ তাং বেণীং স্বীয়াং মত্বা নিজ বাহুভূতয়া ত্বাং সিনোতি বধ্নাতি ॥৪১॥

ইতি সখ্যা হসিতা সা তত্রপে হঠাৎ অজস্র উদয়মানৈস্তৃষ্ণালক্ষৈর্বিগলিতমপি ধৈর্য্যং ধর্ত্তুমভ্যস্যমানা সতী উপাগাৎ। সোপসর্গা দস্যতের্ব্বিকল্পে আত্মনে-পদং ॥৪২॥

অহহ আশ্চর্য্যে তস্যা রাধিকায়াঃ কিং ভূষণানাং শিঞ্জিতং কিম্বা চটকসম্বন্ধি-শব্দৈরেবাসৌ রাধিকায়া ভূষণ শব্দ ইতি ভ্রমঃ অহং অগমং প্রেমোন্মাদেন

যুগকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরে উৎসর্গ করিয়াছ, নাসিকাকে কৃষ্ণাঙ্গ পরিমল-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ এবং তোমার যে বেণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলে, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ সেই বেণীকে নিজস্ব মনে করিয়া নিজ বাহু স্বরূপে তোমার কণ্ঠ বন্ধন করিয়াছে ॥৪১॥

ললিতার এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জা-বিনম্র মুখে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সহসা অজস্র সমুদিত লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার সাহায্যে বিগলিত-ধৈর্য্য-ধারণের অভ্যাস করিয়া মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে বকুল-কুঞ্জে উপনীত হইলেন ॥৪২॥

এদিকে সেই বকুল কাননে নব নীপ তরু গাত্রে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন পূর্ব্বক নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,

শ্রুতিপথগতমেবা ক্ষোভয়ন্মাং যদেত-
ত্তদজনি ফলিতো বা মামকো ভাগ্যশাখী ॥৪৩॥
ইতি তরুণ-তমাল-শ্লিষ্টপৃষ্ঠং মুকুন্দং
মুহুরপি বিমৃশন্তং কাচিদাদৌ বিলোক্য।
প্রমদিতমতিরাশু ব্যাজহারাম্বুজাক্ষিং
কলয় সুমুখি! রাধে! মাধবং তস্থিবাসং ॥৪৪॥
অহমিহ কতিশো বারৈবমালোক্য ত-
ন্ন মম রমণ এষ স্যাদিতি স্বান্তমধ্যে।

রাত্রাবপি চটকশব্দস্য সম্ভাবনা জাতেতিভাবঃ। যদ্‌যস্মাদেতৎ শিঞ্জিতং শ্রুতিপথ-গত মাত্র মেব মাং অক্ষোভয়ৎ। অতএব তস্যা ভূষণ-শব্দ এব তস্মাৎ মদীয়ো ভাগ্যরূপবৃক্ষ এব বা ফলিতোঽভূৎ ॥৪৩॥

ইতি রাধিকায়া আগমনং মৃশন্তং তরুণ-তমালশ্লিষ্টপৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য কাচিৎ সখী রাধিকাং ব্যাজহার। তস্থিবাংসং স্থিতবন্তং ॥৪৪॥

এমন সময়ে সহসা শ্রীরাধার ভূষণ-শিঞ্জন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ-ভাবে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন—"অহো! ইহা কিসের শব্দ! ইহা কি শ্রীরাধার ভূষণ শিঞ্জিত, কিম্বা চটকের রবকেই শ্রীরাধার ভূষণ শব্দের ভ্রম করিতেছি? * না, না, ইহাত ভ্রম নহে, এই সুমধুর শব্দ আমার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিয়া আমার যখন চিত্ত-ক্ষোভ জন্মাইল, তখন ইহা অন্য ধ্বনি নহে—নিশ্চয়ই শ্রীরাধার ভূষণ শিঞ্জন; অতএব আমার ভাগ্যতরু ফলিত হইল ॥৪৩॥

এইরূপে শ্রীরাধাই আসিতেছেন নিশ্চয় করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—তখন বিশাখা সেই তরুণ তমাল গাত্রে লগ্ন-পৃষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রথমে অবলোকন করিয়া প্রমোদিত চিত্তে শীঘ্র কমলনয়না শ্রীরাধাকে কহিলেন—"রাধে! সুমুখি! ঐ দেখ, মাধব রহিয়াছেন! ॥৪৪॥

---

* শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদনা বশতঃই রাত্রিতেও চটক শব্দের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

(বিশেষকং)

সুরতরুতলতস্তং কৃষ্ণমন্বিষ্য দূরা-
দিহ বকুল-নিকুঞ্জে যাবদেবানয়ামঃ ।
নলিনমুখি ! তমালস্কন্ধবিন্যস্তহস্তা
ধৃতিলবমপি ধৃত্বা তাবদত্রাস্ব রাধে ॥৪৯॥
ইতি সললিতমালীবৃন্দমুক্ত্বা প্রয়াতং
বরতনুরবলোক্যামন্দ কন্দর্প-চিন্তা ।
লঘু লঘু সবিধেহস্যাগত্য সা বিস্ময়াব্ধৌ
ন্যপতদতনু-হর্ষ-ক্ষ্মাধরং চারুরোহ ॥৫০॥

সখ্যঃ পরিহসন্ত্যঃ শ্রীকৃষ্ণমেব তমালত্বেনোপদিশ্য তেন সহৈকান্তে মিলনার্থং যুক্তি মুখাপয়ন্তি। সুরতর্ব্বিতি। সুরতরুতলাৎ যাবৎ কৃষ্ণং অন্বিষ্য বয়ং অত্রানয়ামঃ তাবৎতমালস্য স্কন্ধে হস্তং ন্যস্য অত্র ক্ষণং আস্ব তিষ্ঠ ॥৪৯॥

সখীবৃন্দং ততোহন্যত্র প্রয়াতং। তদনন্তরং সা বরতনুরপি অমন্দ-কন্দর্প-চিন্তা-যুক্তা সতী তস্য তমালত্বেন নিশ্চিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে আগত্য অহো ! তমালোহয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব ইতি বিস্ময় সমুদ্রে ন্যপতৎ। এবং বস্তু স্বভাবেন তদ্দর্শনজন্যোহতনুর্মহান্ হর্ষরূপো যঃ পর্ব্বতস্তং চারুরোহ। একস্মিন্নেব কালে সমুদ্র পতনপর্ব্বতারোহণরূপ শব্দবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥৫০॥

তদ্দর্শনে মিলনোপায়াভিজ্ঞা বিশাখা মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"হে নলিনমুখি ! রাধে ! এখান হইতে বহুদূরে কল্প-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা যাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া তথা হইতে এই বকুলকুঞ্জে লইয়া না আসি, তদবধি তুমি এই তমালতরুর স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এস্থলে অবস্থান কর ॥৪৯॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার একান্তে মিলনের এই এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া ললিতার সহিত সখীবৃন্দ তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বরাঙ্গী শ্রীরাধা, তদবস্থা-স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অমন্দ কন্দর্প-চিন্তাবিষ্টা হইয়া এবং তাঁহাকে

যুগ্মকং।

কতিন কতি তমালালোকিতাঃ সন্ত্বয়ং তু
ব্রজপতি-সুতকান্তীর্হন্ত! তা এব ধত্তে।
মধুরিম ভবমেবং স্থাবরেষপ্যপারং
যদসৃজদত একং নৌমি ধাতারমেব ॥৫১॥
ভবতু নিকট মেত্য স্বেক্ষণে তর্পয়ামী-
ত্যমিতমুদুপগম্যৈ বাশ্রুপূর্ণেদমূচে।
নিরুপম রুচিজাল! ত্বাং স্তবে কিং তমাল
ত্বময়ি! ন হি নগঃ শ্রীকৃষ্ণ এবাসি সাক্ষাৎ ॥৫২॥

ময়া আলোকিতাঃ কতি তমালা সন্তি অয়ন্তু তমালঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য তা এব কান্তীর্ধত্তে। তস্মাৎ য এব বিধাতা এবং মাধুর্য্যাতিশয়ং স্থাবরেষপ্যসৃজৎ। তং একং বিধাতারমেবাহং নৌমি ॥৫১॥

অপরিমিতা মুৎ হর্ষো যস্যাস্তথাভূতা সতী উচে। হে নিরুপমরুচি সমূহো যস্য তথাভূৎ ॥৫২॥

তমালতরু রূপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি—"অহো! ইহা কি তমাল না সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ!" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিস্ময়-সাগরে পতিত হইলেন, কিন্তু বস্তু স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন জন্য তৎক্ষণাৎ মহান্ হর্ষরূপ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলেন ॥৫০॥

তারপর মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হায়! আমি কত তমাল কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব তমাল আমি কখন দেখি নাই ত! ইহা যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রমণীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে? অতএব স্থাবরের মধ্যে যিনি এই অপার মাধুর্য্যভর তরুকে সৃজন করিয়াছেন, সেই এক মহান্ বিধাতাকে নমস্কার করি ॥৫১॥

"এক্ষণে উহার নিকট গিয়া আমার নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করি" এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীরাধা অসীম আনন্দ সহকারে তাঁহার সমীপস্থা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন—"হে নিরুপম-রুচিজাল!

তদতিদবথু শীর্ণাং মামীহাশ্লিষ্য বাঢ়ং
নিজমধুরমরন্দৈঃ সিঞ্চ ভূমীরুহেন্দ্র !
সুখজলধি-তরঙ্গৈঃ সাধু তৈরেবেতাবৎ
ক্ষণমতনুদবার্ত্তং প্লাবয়ামি স্বচেতঃ ॥৫৩॥
ইতি সপদিনিভাল্যাপস্য গাত্রাণি মৌঢ্যা-
ন্নচ পরিচিনুতে স্ম প্রৌঢ়শুদ্ধানুরাগা।
পরিহিতমপি পীতং তস্য বাসো মৃগাক্ষী
নিজতনুরুচিপুঞ্জং বিম্বিতং মন্যতে স্ম ॥৫৪॥

যস্মাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব ত্বং তস্মাৎ কন্দর্প-পীড়য়া শীর্ণাং মাং বাঢ়ং অতিশয়েনাশ্লিষ্য নিজ মধুর মকরন্দরূপৈরধর অমৃতৈঃ সিঞ্চ। কন্দর্পদবার্ত্তং চেতঃ অহং প্লাবয়ামি ॥৫৩॥

পৌঢ়শুদ্ধানুরাগা ইতি। অনুরাগস্য স্বভাবোঽয়ং যৎ প্রতিক্ষণং কান্তস্যা-প্রাপ্তিং সম্ভাবয়তি ইতি ভাবঃ ॥৫৪॥

হে তমাল! আমি তোমাকে কি আর স্তুতি করিব, তুমি ত তরু নহ,—তুমিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ! ॥৫২॥

হে মহীরুহেন্দ্র!—হে তরুবর! তুমি যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন অতিশয় তাপ-শীর্ণা আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া নিজ মধুর মকরন্দরূপ অধরামৃতে অভিষিক্ত কর। তাহা হইলে আমার এই কন্দর্প-দগ্ধ চিত্তকে তৎক্ষণ সুখ-জলধি-তরঙ্গে ভালরূপেই প্লাবিত করিয়া রাখি” ॥৫৩॥

প্রৌঢ় শুদ্ধানুরাগবতী শ্রীরাধা, তমালাকারে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সমূহ উত্তমরূপে পুনঃপুন নিরীক্ষণ করিয়াও মুগ্ধতাবশতঃ চিনিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরিধান করিয়া আছেন, তথাপি মৃগ-নয়না শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে তমালভ্রম দূর হইল না। তিনি তদ্দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন—“উহা পীতবাস নয়, নিজ বরাঙ্গের কনককান্তি-পুঞ্জই তমালগাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।” অনুরাগের স্বভাবই এই যে, প্রতিক্ষণই প্রাণকান্তের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ঘটাইয়া থাকে ॥৫৪॥

সচকিত মবলোক্যোবাভিতঃ সা যদোচ্চ-
স্নিজভুজলতিকাভ্যাং তং বলাদালিলিঙ্গং।
স্মরমদঘনঘূর্ণঃ সোঽপি দোর্ভ্যাং প্রগাঢ়ং
প্রতি পরিরভতে স্ম প্রেমরত্নাকরস্তাং ॥৫৫॥
তনুযুগমতনুর্যৎ কীলিতীকৃত্য বাণৈ-
রতিরুচিরমমুষ্মাচ্চিত্তরত্নং প্রযত্নৈঃ।
তদৃত ইব তমালো মাধবোঽভূক্ষিরং সা-
প্যজনি কনকবল্লী ত্বং বলাদ্বেষ্টয়ন্তী ॥৫৬॥

সখীনামাগমন-শঙ্কয়া অভিতঃ সচকিত মালোক্য সা যা শ্রীকৃষ্ণমালিলিঙ্গং। স্মরমদঘনঘূর্ণঃ স কৃষ্ণোঽপি তা প্রতি পরিরভূতে স্ম ॥৫৫॥

যস্মাৎ অতনু কন্দর্পঃ রাধাকৃষ্ণয়োস্তনুযুগং বাণৈর্বিদ্ধা কীলিতীকৃত্য একত্রী কৃত্বা তু রুচিরং চিত্তরত্নং অমুষ্মাৎ অচোরয়ৎ। চোরো হি রাজ্ঞি থুৎকারা-শঙ্কয়া তং বাণৈর্বিদ্ধেব তস্য দ্রব্যং গৃহ্ণাতীতি রীতিঃ। তস্মাৎ প্রেমাবেশেন জাড্যোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণঃ সত্য এব তমাল ইবাভূৎ সাপি জাড্যেন কনকবল্লী অজনি ॥৫৬॥

অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের আগমন আশঙ্কায় চারিদিকে চকিত নয়নে অবলোকন পূর্ব্বক স্বীয় ভুজ-লতিকাদ্বয় উত্তোলন করিয়া যখন বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন তখন সেই প্রেমরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণও কন্দর্পমদের ঘন ঘূর্ণাযুক্ত হইয়া বাহুযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন ॥৫৫॥

তখন বোধ হইল, যেন কন্দর্প শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনু দুটীকে বাণ-বিদ্ধ পূর্ব্বক একত্র মিলিত করিয়া উভয়ের রুচির চিত্তরত্ন যত্নপূর্ব্বক অপহরণ করিল অর্থাৎ চোর যেমন চীৎকারের আশঙ্কায় যাহার দ্রব্য হরণ করিবে তাহাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করে, সেইরূপ কন্দর্পও এস্থলে যেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনুযুগকে বাণ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চিত্তরত্ন চুরি করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আরও তখন বোধ হইতে লাগিল, প্রেমাবেশে জাড্যোদয় হেতু শ্রীকৃষ্ণ

অথ কথমপি কান্তা প্রত্যভিজ্ঞাতকান্তা
ধৃতরতিরণ-রঙ্গাপ্যূঢ়লজ্জাতরঙ্গা।
স্ব মতুল সরলত্বং তস্য চাতুর্য্যবত্বং
মুহুরপি রসয়ন্তী সিস্মিয়ে কুন্দদন্তী ॥৫৭॥
পৌষ্পং তল্পমুপেত্য পুষ্পধনুষঃ সাম্রাজ্য সংসিদ্ধয়ে
যদ্‌যৎ প্রারভত প্রিয়দ্বয়মিদং সাক্ষাৎ সরস্বত্যপি।

নায়ং তমালঃ কিন্তু মম কান্ত এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞাতঃ কান্তো যয়া তথাভূতা কান্তা রাধা অনন্তরং ধৃতো রতিরণরঙ্গঃ সম্ভোগো যয়া তথাভূতাপি স্বধর্ম্ম-বাম্যমকৃত্বা প্রত্যুত স্ব কর্ত্তৃকালিঙ্গনেন উঢ়ঃ প্রাপ্তো লজ্জা তরঙ্গো যয়া তথাভূতা কিন্তু স্বীয়মতুলসারল্যং শ্রীকৃষ্ণস্য চ চাতুর্য্যবত্বং মুহুরাস্বাদয়ন্তী সতী সিস্মিয়ে স্মিতং চকার ॥৫৭॥

রাধাকৃষ্ণরূপপ্রিয়ং দ্বয়ং পুষ্পশয্যাং প্রাপ্য কন্দর্পস্য সাম্রাজ্য সিদ্ধয়ে যদ্‌যৎ প্রারভত সাক্ষাৎ সরস্বত্যপি সখীনাং নয়নেভ্য এব সকাশাৎ ইদং চিরমেবাধীত্য

সত্যই তমাল তরু এবং শ্রীরাধা দিব্য কনকলতা—বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-তমালতরুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥৫৬॥

এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ধৃতরতি-রণ-রঙ্গা শ্রীরাধা "ইহা তমাল নহে—ইনি আমার প্রাণকান্ত" এ রূপ অবগত হইয়া এবং নিজ স্বধর্ম্ম বাম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজেই কান্তকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া প্রবল লজ্জা-তরঙ্গে পতিত হইলেন; কিন্তু নিজের অতুল সরলতা ও শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যবত্তা পুনঃপুন আস্বাদন করিতে করিতে বিস্ময়াবেশে কুন্দদন্তী শ্রীরাধা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

অনন্তর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ এই প্রিয়যুগল পুষ্প-শয্যায় গমন করিয়া পুষ্পধনুর (কন্দর্পের) সাম্রাজ্য-সংসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা যদি স্বয়ং সরস্বতীও সখীবৃন্দের নয়ন সকাশে দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া বর্ণন করেন, তাহা হইলেও তিনি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবেন—সে বর্ণনা সমাপ্ত করিতে পারিবেন না।

আলীনাং নয়নেভ্য এব চিরমেবাধীত্য চেদ্বর্ণয়ে
যৎকিঞ্চিন্নসমাপয়েত্তদপি সা স্তম্ভাশ্রুবৈস্বর্য্যভাক্ ॥৫৮॥

——:০:——

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে প্রদোষিক-
বিলাসাস্বাদনো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥১৮॥

যৎ কিঞ্চিৎ বর্ণয়েৎ চেৎ তদপি বর্ণনং ন সমাপয়েৎ ন সমাপ্তং বভুব যতো বর্ণনারম্ভত এবানন্দেন স্তম্ভাশ্রুগদ্গদ স্বরভাক্ সা ভবতি ॥৫৮॥

সমাপ্তোয়ং অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।১৮।

যেহেতু বর্ণনারম্ভেই পরমানন্দ উদয় হেতু তাঁহার স্তম্ভ, অশ্রু, ও গদ্গদ বাক্যাদি স্বরের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইতে থাকিবে ।৫৮॥

——:০:——

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে প্রদোষ-
লীলাস্বাদন নাম অষ্টাদশ সর্গ ॥১৮॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

—:※:—

প্রসূনচাপঃ স মহাপরাধী
প্রাপাধিকারং তব কাননেঽস্মিন্।
ত্বাং মার্গয়ন্তীঃ সুকুমারগাত্রী-
র্হা! মার্গণৈর্ভেৎস্যতি মৎসখীস্তাঃ ॥১॥

ত্বঞ্চ ত্রাতুমিতোঽর্হসি প্রিয়তমেত্যুক্তোঽচ্যুতো রাধয়া
তাং প্রত্যাহ সমাশ্বসি হ্যনুপমস্নেহামৃত-স্নাপিতে।
যো মাং মৃগ্যতি মাত্রমত্র তমহং মৃগ্যন্ হৃদৈবাদধা-
ভ্যেতন্মে ব্রতমব্রণং তদিহ তাঃ শস্ত্রৈঃ করিষ্যেঽক্ষিতাঃ ॥২॥

প্রেম্ণা সখীনামপি শ্রীকৃষ্ণেন সহ সম্ভোগার্থং শ্রীরাধিকা যুক্তি মুত্থাপয়তি। মহাপরাধি-কন্দর্পস্তব বৃন্দাবনে অধিকারং প্রাপ। অতস্ত্বামন্বেষয়ন্তীর্মম সখীর্বাণৈ র্ভেৎস্যতি বিদ্ধাঃ করিষ্যতি ॥১॥

ইতি রাধয়া উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং প্রত্যাহ। হে সখি! প্রতি অনুপম স্নেহামৃত-স্নাপিতে! রাধে! এতদ্ ব্রতং অব্রণং অচ্ছিদ্রং তত্তস্মাৎ তাঃ সখীঃ শস্ত্রৈর্বাণৈরক্ষিতাঃ করিষ্যে ॥২॥

রহঃলীলাবসানে মহাভাবিনী শ্রীরাধা প্রেমানন্দভরে নিজ সখী-গণকেও রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-লীলানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—
"প্রিয়তম! তোমার এই কাননে মহাপরাধী পুষ্পধনু (কন্দর্প) অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; হায়! আমার যে সুকুমারাঙ্গী সখীগণ তোমার অন্বেষণ করিতে গিয়াছে, কন্দর্প, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বাণ-বিদ্ধ করিতেছে ॥১॥

অতএব হে প্রাণকান্ত! এক্ষণে তুমিই তাহাদের একমাত্র ত্রাণ কর্ত্তা।" বিদগ্ধামণি শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

(যুগ্মকং)

ইত্যন্যত্র গতে হরৌ পরিজনৈঃ কৈশ্চিন্নিদিষ্টৈরসা-
ন্নেপথ্যানি পুরেব সাধুরচিতান্যঙ্গেষু তস্যাস্তথা।
নূত্নং তল্পমকারি পৌষ্পমপি তাঃ কৃষ্ণোপভুক্তা যথা
পশ্যেয়ুর্ললিতাদয়ো বিধুমুখীং তাং বাসসজ্জামিব ॥৩॥

অথাগতাস্তাঃ কুটিলভ্রুবঃ সখী
রাধাভিনীয়ৈব বিষাদ মব্রবীৎ।

অন্যত্র সখীনাং নিকটে গতে সতি রাধয়া নির্দিষ্টৈঃ কৈশ্চিৎ পরিজনৈঃ দাসীভিঃ রসাৎ রাগাৎ তস্যা অঙ্গেষু নেপথ্যানি রচিতানি তথা বাসকসজ্জা সম্পাদনার্থং পুষ্পসম্বন্ধি-তল্পমপি নূত্নং তথা অকারি যথা কৃষ্ণোপভুক্তা ললিতাদয় স্তাং রাধাং বাসকসজ্জামিব পশ্যেয়ুঃ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং যদ্ বিড়ম্বনং তস্য হেতুভূতাং রাধিকাং প্রতি কুটিলভ্রুবঃ

"হে অনুপম-স্নেহামৃত-স্নাপিতে! ইহার জন্য চিন্তা করিও না, আশ্বস্তা হও। এই বৃন্দাবনে যে কেবল আমাকে অন্বেষণ করে, আমিও তাহাকে অন্বেষণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি, হে রাধে! ইহাই আমার অচ্ছিদ্র ব্রত। অতএব তোমার সেই সখীগণকে আমি এখনই মঙ্গল-চিহ্ন সমূহ দ্বারা অঙ্কিতা করিব ॥২॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র সখীগণের নিকট গমন করিলে শ্রীরাধার আদেশ অনুসারে কতিপয় সেবাপরা সহচরী আসিয়া অনুরাগ ভরে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে এমন নিপুণতার সহিত বেশ-বিন্যাস করিয়া দিলেন যে, তাহা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সুবিন্যস্ত দেখাইতে লাগিল এবং বাসক সজ্জা সম্পাদনার্থ এমন ভাবে পুষ্প-শয্যা রচনা করিলেন, যাহাতে সেই কৃষ্ণোপভুক্তা ললিতাদি সখীগণ আসিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধাকে বাসকসজ্জা রমণীর ন্যায় দর্শন করেন ॥৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিড়ম্বনা-প্রাপ্তা সখীগণ তথায় আগমন করিয়া শ্রীরাধাকেই তাঁহাদের বিড়ম্বনার হেতুভূতা জানিয়া তাঁহার প্রতি ভ্রুকুটিল করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা তখন বিষাদের অভিনয় করিয়া

প্রেয়ান্ স নায়াম্মম কিং ততোঽভি-
স্তন্বাথবা ভূষিতয়া কিমেতয়া ॥৪॥
উপালিপ্সুরালীঃ পুনরুপসৃতা বীক্ষ্য পিহিত-
স্মিতা চিল্লীবল্লী দর চটুলয়ন্ত্যাহ সুতনুঃ।
অহো কষ্টং কিং বঃ ক্ষতমজনি বিম্বাধরকুচে
ভুজঙ্গং মৃগয়ন্ত্যঃ কমবিশত বা গহ্বরবরং ॥৫॥
ভুজঙ্গং স্বাধীনং সুমুখি! জনতাং দংশয়সি য-
স্তদাস্তাং তে খ্যাতং ব্রজভুবি যশো মা হস পুনঃ।

সখীঃ রাধা বিষাদমভিনীয়াব্রবীৎ। প্রেয়ান্ স শ্রীকৃষ্ণঃ যদি ন আয়াৎ ততো মম প্রাণৈঃ কিং অথবা বাসকসজ্জোচিত ভূষণঃ বিশিষ্টয়া তন্বা কিং? ॥৪॥

উপসৃতা নিকটং প্রাপ্তা আলিঃ উপালিপ্সুঃ উপালম্ভনেচ্ছুর্ব্বীক্ষ্য ভ্রূবল্লীঃ ঈষচ্চঞ্চলয়ন্তী রাধা আহ। অহো! বো যুষ্মাকং কষ্টং যতো বিম্বাধরকুচে ক্ষতমজনি। অথবা ভুজঙ্গং সর্পং পক্ষে কামুকং কৃষ্ণং মৃগয়ন্ত্যঃ কমপি গহ্বরং অবিশত। তত্রস্থকণ্টকৈরেব বা কিং বিদ্ধা বভূবুরিতি ভাবঃ ॥৫॥

বলিতে লাগিলেন "সখি! যদি সেই প্রিয়তমই না আসিলেন, তবে আমার এই জীবন ধারণেই বা প্রয়োজন কি? অথবা এই বাসক সজ্জোচিত ভূষণ-বিশিষ্ট দেহেরই বা কি প্রয়োজন? ॥৪॥

অনন্তর ললিতাদি সখীগণকে আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার এই কপটতা অবলম্বন জন্য মৃদু তিরস্কার করিতে অভিলাষিণী দেখিয়া বিদগ্ধামণি শ্রীরাধা তাঁহাদের সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ-শোভা দর্শনে সমুদিত মৃদুহাস্য লহরী অধর-পুটে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভ্রূ-লতা ঈষৎ চঞ্চল করিয়া সরস বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"অহো! বরাঙ্গিনীগণ! বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমাদের বিম্বাধরে ও পয়োধরে ক্ষত হইল কেন? তোমরা ভুজঙ্গ অন্বেষণ করিতে কি কোন গিরিগহ্বরবরে প্রবেশ করিয়াছিলে? তাই তত্রস্থ কণ্টকনিকর দ্বারাই এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে? ॥৫॥

অহং চেদ্ব্যাখ্যাস্যে কিমপি চরিতং তৎ সপদি তে
গিরং তাং হ্রীর্দেবী বিরময়িতুমাবির্ন ভবিতা ॥৬॥
ই ত্যেব যাবল্ললিতা বভাসে
মধ্যে সভং তাবদুপেত্য কৃষ্ণঃ।
প্রাহালয়ো! বচ্মি চরিত্রমস্যা-
শ্চিত্রং যদেবাদ্যতনং সুরম্যং ॥৭॥
(যুগ্মকং)
আগত্যৈব প্রকট মনয়া যাচ্যত প্রেষ্ঠ! মহ্যং
দেহ্যাশ্লেষং মদধর-সুধাং নির্ব্বিবাদং গৃহীত্বা।

যদ্যস্মাৎ ভুজঙ্গদ্বারা জনতাং দংশয়তি তৎ তস্মাৎ ব্রজভুবি তব খ্যাতং যশ আস্তামেব পুনর্ম্মা হস হাস্যং মা চকার। সপদি তৎক্ষণ এব লজ্জা-দেবী তব বাক্যং বিরময়িতুং স্থায়িতুং কিং ন আবির্ভবিতা ॥৬॥

মধ্যে সভং সভামধ্যে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অনয়া রাধয়া প্রকটং অযাচ্যত। যাচ্ঞামেবাহ। হে প্রেষ্ঠ!

ললিতা শ্রীরাধার পরিহাস বাক্য শুনিয়া ঈষৎ কোপব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—'সুমুখি! এ ভুজঙ্গ ত তোমারই অধীন, তুমিই এই ভুজঙ্গ দ্বারা অন্যজনকে দংশিত করাইয়া থাক, ব্রজভুমিতে তোমার এ খ্যাতি বেশ আছে; অতএব আর হাসিও না। আমি যদি তোমার এই অনির্ব্বচনীয় চরিত এখন ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে লজ্জাদেবী তোমার এই বৃথা পরিহাস বাক্য স্থগিত করিতে আবির্ভূতা হইবেন না কি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার লজ্জার উদয় হইবে ॥৬॥

ললিতা যখন এই কথা বলিলেন, তখন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ সেই সখী সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"হে সখীবৃন্দ! শুন শুন, শ্রীরাধার অদ্যকার রমণীয় বিচিত্র চরিত্রের কথা বলিতেছি শুন" ॥৭॥

আজ শ্রীরাধা আমার নিকট আসিয়া প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রিয়তম!" আমার অধর-সুধা নির্বিঘ্নে গ্রহণ করিয়া

কামাগ্নির্মে জ্বলতি হৃদি তং সাধু নির্ব্বাপয়েতি
শ্রুত্বৈবাহং ন্যপত মধিকং বিস্ময়াম্ভোধি মধ্যে ॥৮॥
তাবদ্ধৈর্য্যং হ্রিয়মপি বলাদ্যামুনে সান্দ্রপঙ্কে
মগ্নীকৃত্য স্বয় মতিমুদালিঙ্গ্য তল্পে নিবেশ্য।
নির্জ্জিত্যাহং বিতনুযুধি নির্ধাতিতোঽস্মান্নিকুঞ্জাদ্
যুষ্মানেবাশ্রয়মথ মুখং সাবৃণোদঞ্চলেন ॥৯॥
ব্রূষে মৃষা বা ললিতে! রবেস্তৎ
পৃচ্ছাত্রদত্ত্বা শপথং সখীং স্বাং।

মদধর-সুধাং গৃহীত্বা মহ্যং আশ্লেষং দেহি। স্বধর্ম্মং বাম্যং বিহায় স্বমুখেন অস্যাঃ সম্ভোগ প্রার্থনাং শ্রুত্বা বিস্ময়-সমুদ্র মধ্যে অহং ন্যপতং ॥৮॥

ধৈর্য্য লজ্জাঞ্চ যমুনা পঙ্কে মগ্নীকৃত্য স্বয়ং মাং বলাৎ আলিঙ্গ্য শয্যায়াং নিবেশ্য অনন্তরং কন্দর্পযুদ্ধে নির্জ্জিত্য কুঞ্জাৎ নির্বাসিতো নিষ্কাষিতোঽহং যুষ্মানেব আশ্রয়ং। অথানন্তরং সা লজ্জয়া অঞ্চলেন মুখং আবৃণোৎ ॥৯॥

ললিতা আহ। হে কৃষ্ণ! ত্বং মৃষা ব্রূষে। কৃষ্ণ আহ। হে ললিতে! সূর্য্যস্য শপথং দত্ত্বা স্বাং সখীং রাধিকাং পৃচ্ছ। তথা তেনৈব প্রকারেণ ললিতয়া

আমাকে আলিঙ্গন দান কর" এবং আমার হৃদয়ে যে মদনানল জ্বলিতেছে, তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাপন কর।" আমি বামা-স্বভাবা শ্রীরাধার নিজমুখে এইরূপ সম্ভোগ-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক দাক্ষিণ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। ॥৮॥

তখন তোমাদের এই প্রিয়সখী শ্রীরাধা ধৈর্য্য ও লজ্জাকে যমুনার সান্দ্রপঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া নিজেই আমাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া শয্যায় নিবিষ্ট করিলেন; অনন্তর কন্দর্পরণে আমাকে পরাজিত করিয়া কুঞ্জ হইতে নিষ্কাসিত করিলেন এবং সেইজন্যই আমি তোমাদের আশ্রয় লইয়াছিলাম।" বিদগ্ধরাজের এই প্রগল্ভ বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা স্বীয় বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিলেন ॥৯॥

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—'হে কৃষ্ণ। তুমি মিথ্যা বলিতেছ।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"ললিতে! সূর্য্যদেবের দিব্য দিয়া তুমি তোমার

তথাদৃতা সাহ ন বেদ্মি মোহা-
ত্তমাল মুদ্দিশ্য যদপ্যবোচং ॥১০॥
হাস্যপ্লুতাস্য নলিনাসু সখীষু কৃষ্ণঃ
প্রাবোচদর্থন মিদং নিভৃতং ন চিত্রং।
"সিঞ্চাঙ্গ! ত্বদধরামৃত পূরকেনে-"
ত্যস্যা গিরং সদসি তাং নহি বিস্মরাম ॥১১॥
বংশীং লভেয় যদি তামিহ বাদয়েয়-
মুন্মাদয়েয় মভিকৃষ্য সমানয়েয়ং।

হে সখি! যথার্থং বদেতি আদৃতা সা রাধা আহ। মোহাৎ অজ্ঞানাৎ তমাল মুদ্দিশ্য যদপ্যবোচং তত্তু ন বেদ্মি বিস্মৃতঃ বভুবেত্যর্থঃ ॥১০॥

হাস্যপ্লুত-মুখ-কমলাসু সখীষু সতীসু কৃষ্ণঃ প্রাবোচৎ। শ্রীরাধিকায়া একান্তে ইদং সম্ভোগ প্রার্থনং ন চিত্রং কিন্তু মহারাসে ব্রজ-সুন্দরীণাং সভামধ্যে অস্যাঃ "সিঞ্চাঙ্গনেতি" বাক্যং নহি বিস্মরাম ॥১১॥

বংশীহেতুক এব স স্বভাববিপর্য্যয়ঃ অতএব বংশ্যা এব দোষো ন তু মম ইতি প্রতিপাদয়িতুং রাধিকা আহ। অহং যদি বংশীং লভেয়। এবং তা বংশীং

সখীকে জিজ্ঞাসা কর।" ললিতা তাহাই করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন, "সখি! ইহা যথার্থ কি না বল?" শ্রীরাধা ঈষৎ বিরক্ত ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"আমি মোহবশতঃ তমালকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণই নাই" ॥১০॥

এই কথা শুনিয়া সখীগণের বদন-কমল হাস্য-চন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণও সহাস্যে কহিলেন—'একান্তে শ্রীরাধার এইরূপ সম্ভোগ-প্রার্থনা বিচিত্র নহে।' সেই শারদীয়া মহারাসের সময় ব্রজসুন্দরীগণের সভামধ্যে "হে কৃষ্ণ! তোমার অধরামৃত-পূরক দ্বারা আমাদিগকে অভিষিক্ত কর"—শ্রীরাধার এই প্রার্থনা বাক্য আমি কখনই ভুলিতে পারিব না ॥১১॥

শ্রীরাধা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কহিলেন—'চতুরচূড়ামণে! তাহাতে আমার দোষ কি? তৎকালে স্বভাব-বিপর্য্যয়ের হেতুই ত তোমার

স্ব স্ব প্রকৃত্যনমুরূপ চরিত্ররূপ
বাচস্তদাহ মপি বো রচয়েয়মগ্রে ॥১২॥
ইত্যুক্তবত্যৈ নিজবল্লভায়ৈ
কৃষ্ণস্তদৈবোমিতি বংশিকাং স্বাং ।
দত্বা ততোঽগাদপরত্র তাভিঃ
সার্দ্ধং সখীভিঃ কুতুকং বিধিৎসুঃ ॥১৩॥
অথ জগাবধরার্পিত বংশিকা
বিধুমুখী মধুরং হরিবেশভাক্ ।

যদি বাদয়েয়ং। তেনৈব বাদনেন যদি উন্মাদয়েয়ং। তেন উন্মাদনেন যুষ্মান-ভিকৃষ্য যদি সমানয়েয়ং। তদা স্বস্ব প্রকৃত্যনহুরূপাণি চরিত্ররূপ বচাংসি যাসাং তথাভূতাঃ রচয়েয়ং করোমীত্যর্থঃ ॥১২॥

ওমিতি স্বীকৃত্য রাধিকায়ৈ স্বীয়াং বংশীং দত্বা কৌতুকং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখীভিঃ সার্দ্ধং ততঃ সকাশাৎ অন্যত্রাগাৎ ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণং বিনা অন্যস্য বংশ্যাপি আকর্ষকত্বং নাস্তীতি নিশ্চিত্য হরিবেশ ভাক্ সা অধরার্পিত-বংশিকা সতী মধুরং যথাস্যাৎ তথা জগৌ শ্রীকৃষ্ণোঽপি

বংশী! ও আমিও যদি বংশী পাই, তাহা হইলে বংশী বাজাইয়া আমিও সকলকে উন্মাদিত করিতে পারি এবং তাহাতে তোমাকে এবং ললিতাদি সখীগণকে উন্মাদিত করিয়া এই বনমধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমাদের স্ব স্ব প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তদনুরূপই চরিত্র, রূপ ও বাক্য যাহাতে হয়, তাহা করিতে পারি ॥১২॥

শ্রীরাধা নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীরাধাকে স্বীয় বংশী প্রদান করিলেন এবং কৌতুকাভিনয় করিবার অভিলাষী হইয়া সখীগণের সহিত তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অপরের বংশী দ্বারা কাহাকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি নাই", এই নিশ্চয় করিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধা মৃগমদপঙ্ক দ্বারা অঙ্গ লেপন করিয়া, শিরে চূড়া ও কটিদেশে পীতবাস পরিধান করিয়া

হরিরগাৎ প্রমদাৎ প্রমদাকৃতিঃ
পরিবৃতো ললিতাদিভি রালিভিঃ ॥১৪॥
কুলভুবো ভুবন-প্রথিতার্চ্চিষঃ
কথয়তাত্র কথং দ্রুতমাগতাং।
নিশি দিশি প্রদিশি ভ্রমথাদরা-
দয়ি! দরাপি দরং কুরুতাবলাঃ॥ ১৫॥

প্রমদাৎ হর্ষাৎ প্রমদায়া রাধায়া ইব কুঙ্কমলেপনেনাকৃতির্যস্য তথাভূতঃ সন্ সখীভিঃ সহ অগাৎ অভিক্রষ্ট সমানয়েয়মিতি পূর্ব্বোক্ত্যা তস্যা নিকট মিত্যাক্ষেপলব্ধং ॥১৪॥

মহারাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণো যথা রজন্যেষাঘোররূপেত্যাদিকং উবাচ তথৈব শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী রাধিকাপ্যাহ। ত্রিভুবনে খ্যাতা যশোরূপা কান্তির্যাসাং তথাভূতাঃ কুলাঙ্গনা ভূত্বা কথমত্র বনে যুয়মাগতা ইতি কথয়ত। কথং বা নিশি রাত্রৌ ভ্রমথ আদরাৎ কস্যাপি পুরুষস্যাদরং প্রাপ্য। অয়ি অবলা! দরাপি ঈষদপি দরং ভয়ং কুরুত ॥১৫॥

মনোহর শ্রীকৃষ্ণবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর অধরে বংশী আরোপিত করিয়া মধুরস্বরে বাজাইতে লাগিলেন। আমরি! মদনমোহন বেশে ভুবনমোহন-মোহিনীর বংশীগান শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণও হর্ষভরে শ্রীরাধার ন্যায় প্রমদাকৃতি ও প্রমদা স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঙ্কুমপঙ্ক দ্বারা নিজ শ্যামাঙ্গ গৌরবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় বেশ, ভূষা ও তিলক ধারণপূর্ব্বক ললিতাদি সখীমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীরাধা যথায় বংশীবাদন করিতেছেন তথায় আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

শারদীয় মহারাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যেমন "এই রজনী ঘোররূপা" ইত্যাদি বলিয়া গোপিকাগণকে কপট উপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধাও উহাদিগকে কহিতে লাগিলেন —"হে কুলাঙ্গনাগণ! তোমাদের যশোদীপ্তি ভুবন-প্রসিদ্ধা, তোমরা এরূপ কুল-ললনা হইয়া এই বনমধ্যে কেন দ্রুত আগমন করিতেছ,

তদ্‌যাত গোষ্ঠং ন হি তিষ্ঠতাত্র বঃ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ পতি-সেবনং যতঃ।
কিম্বা ভজধ্বে হৃদি পুষ্পমার্গণ-
স্পৃহামিয়ং নিষ্কুট এব সেৎস্যতি ॥১৬॥
ইতি তদুদিত মাত্রাদাস্য বৈরস্যভাজো
নখমণি লিখিতক্ষণা ঊচিরে সাশ্রুকান্তাঃ।

কিম্বা পুষ্পস্যান্বেষণ স্পৃহাং হৃদি ভজধ্বে চেত্তর্হি ইয়ং স্পৃহা নিষ্কুটে "গৃহা-রামাস্ত নিষ্কুটে ইত্যভিধানাৎ তত্রৈব স্ব-স্ব গৃহোদ্যানে সেৎস্যতি সিদ্ধা ভবিষ্যতি নতু অত্র। পুষ্পমার্গণঃ কামঃ নিষ্কুটোবৃন্দাবনং। কিঞ্চ কৃষ্ণ মুদ্দিশ্য স্বরাজ্য মালক্ষ্যাপি সপরিহাসমাহ। নিষ্কুট এব নিজ নন্দীশ্বর গৃহোদ্যান এব স্বগৃহদাসী-ভিরেব তা স্পৃহাং সাধয় নতু ময়েতি ॥১৬॥

মহারাসে মৈবং বিভো! অর্হস্তি ভবা নীতিবৎ রাধিকাবেশধারী কৃষ্ণ প্রভৃতি ললিতাদয়োঽপ্যাহুঃ। তস্যাং কৃষ্ণবেশধারিণ্যা রাধায়া উদিত মাত্রা-

বল? কেনই বা এই রাত্রিকালে দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করিতেছ? কোন পুরুষের আদর পাইবার জন্যই কি তোমাদের এই ভ্রমণ?—হে অবলাগণ! ঈষৎ পরিমাণেও তোমাদের ভয়করা উচিত ॥১৫॥

অতএব তোমরা ব্রজে গমন কর, এখানে ক্ষণমাত্র থাকাও তোমাদের কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু পতি-সেবাই রমণীগণের একমাত্র স্বধর্ম্ম। যদি হৃদয়ে পুষ্পান্বেষণ-স্পৃহা থাকার কারণই এখানে আসিয়া থাক, তাহা হইলে স্ব স্ব গৃহ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানেই সে বাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে।" শ্রীকৃষ্ণ-বেশিনী শ্রীরাধা এই শ্লেষব্যঞ্জক পরীহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, নিজ নন্দীশ্বর-গৃহোদ্যানে স্বীয় গৃহদাসীগণের দ্বারাই পুষ্প-মার্গণ-স্পৃহা অর্থাৎ কন্দর্প-স্পৃহা সিদ্ধ কর, আমার দ্বারা নহে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৬॥

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে গোপীগণ যেরূপ "হে বিভো! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলার যোগ্য নহ" বলিয়াছিলেন, সেইরূপ রাধিকাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণও ললিতাদি সখীগণ বিরস বদনে

প্রিয়তম! রসমূর্ত্তে! নৈব বক্তুং ত্বমেবং
ত্বদনুস্মৃতিভৃতোঽস্মানর্হসি প্রেমসিন্ধো ॥১৭॥
(বিশেষকং)
মদনদহন-দূনাঃ স্বাস্তনুস্ত্বন্মুখেন্দো-
রমৃত-রস-নিষেকৈঃ কুর্ম্মহে শৈত্যভাজঃ।
ইতি চির জনিতাং নশ্ছিন্ধি মাশাং স্ববেণু-
ধ্বনিভিরপি নিষেচ্যৈবানয়া তীক্ষ্ণবাচা ॥১৮॥
অথাননাব্জে স্মিত-মাধুরীং সা
প্রকাশ্য বৈধুর্য্য মপাস্য সদ্যঃ।

দেব মুখে বৈরস্যভাজস্তা অশ্রুযুক্তাঃকান্তা উচিরে। পক্ষে কান্তঃ কৃষ্ণশ্চকান্তা ললিতাদয়শ্চেত্যেকশেষঃ। তাসাং বচনমেবাহ। হে প্রিয়তম! হে রসমূর্ত্তে! পক্ষে প্রিয়তমা রসমূর্ত্তির্যস্যা হে তাদৃশে! রাধে! ত্বদনুগমনধারিণিঃ অস্মান্ এবং কঠোরং বক্তুং নার্হসি যতঃ হে প্রেমসিন্ধো! ॥১৭॥

কন্দর্পাগ্নিনা দূনাঃ স্বাস্তনুস্তবাধরামৃতৈঃ বয়ং শৈত্যভাজঃ কুর্ম্মহে। ইতি চিরকালং ব্যাপ্য উৎপন্নামাশালতাং বেণুধ্বনিভির্নিষিচ্যানয়া তীক্ষ্ণয়া বাচা মা ছিন্ধি ॥১৮॥

সাশ্রুনেত্রে নখমণি দ্বারা ধরাতল লিখিতে লিখিতে শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধাকে কহিতে লাগিলেন—"হে প্রিয়তম! হে রসমূর্ত্তে! হে প্রেমসিন্ধো! তোমার অনুস্মরণ-কারিণী আমাদের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ তোমার পক্ষে উচিত হয় না।—যেহেতু তুমি যে প্রেমের সাগর স্বরূপ। পক্ষান্তরে প্রকাশ করিলেন—"হে প্রিয়তমা রসমূর্ত্তি-ধারিণী শ্রীরাধে! তোমার অনুগামিনী আমাদের প্রতি তোমার এরূপ কঠোরোক্তি সমীচীন হয় না ॥১৭॥

আমরা মদনানলে দগ্ধীভূত হইয়া তোমার শ্রীমুখচন্দ্রের অমৃতরস-নিষেকের দ্বারা প্রাণমন সুশীতল করিব, আমাদের চিরকালজনিতা এই আশালতাকে স্বীয় বেণু-নাদামৃতে পরিসিক্ত করিয়া এক্ষণে এরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিও না। ॥১৮॥

স্ববেষভাষেক্ষণ-ভাবভাজা
কান্তেন রেমে শ্রিতত্তন্নিসর্গাঃ ॥১৯॥

সস্নুস্তা কৌতুকাব্জৌ সরভসমসকৃদ্বীক্ষ্যবীক্ষ্যৈব সখ্য
কৃষ্ণ শ্রীরাধায়োর্যা স্মর-সমরকলা বাম্য চাপল্য ভাজোঃ।
যা অপ্যাশ্লিষ্যমাণা ব্যথিষত ন তনুঃকিং তয়া শ্রেষ্ঠ সখ্যা
বৃন্দাদূরস্থিতৈব স্বমমনুত জনুর্ধন্য মশ্রুপ্লুতাক্ষী ॥২০॥

অথ কঠোরবচনান্তরং প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপি ইতি যৎ সা রাধিকা-মুখ-কমলে স্মিত-মাধুরীং প্রকাশ্য তেন হাস্যেনৈব তাসাং রাধাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণললিতাদীনাং বৈধুর্য্যং বিরহ দুঃখং অপাস্য দূরীকৃত্য শ্রীরাধিকায়া বেষরচনেক্ষণ ভাববিশিষ্টেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ আশ্রিতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিসর্গঃ স্বভাবো যয়া সা রাধা রেমে ॥১৯॥

যথাসংখ্যেন বাম্যচাপল্যভাজোঃ কৃষ্ণ-রাধয়োঃ স্মর-সমরকলা বারং বারং বীক্ষ্য বীক্ষ্য তাঃ সখ্যঃ আনন্দসমুদ্রেসস্নুঃ স্নানং চক্রুঃ। যাঃ সখ্যঃ স্বাস্তনূঃ তয়া শ্রেষ্ঠসখ্যা ন কিং আলিঙ্গিতা ব্যথিষত অকার্ষুঃ? অপি তু অকার্ষুরেব ॥২০॥

ইতঃপূর্ব্বে মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ কঠোর বাক্য প্রয়োগের পর গোপীদের কঠিরবাক্য শ্রবণ করিয়া সদয় হাস্যপূর্ব্বক আত্মারাম হইয়াও যেরূপ তাঁহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধা স্বীয় মুখ-কমলে মৃদুহাস্য-মাধুরী প্রকটন পূর্ব্বক রাধাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ-ললিতাদির বিরহ-দুঃখ বিদূরিত করিয়া নিজ বেষ-ভাষা-দৃষ্টি-ভাবধারী প্রাণকান্তের সহিত সম্পূর্ণ কান্ত-স্বভাবাশ্রিত হইয়া রমণ করিলেন ॥১৯॥

বামা-স্বভাবা শ্রীরাধার বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের এবং চপল-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণের বেশধারিণী শ্রীরাধার কন্দর্প-সমরকলা বারংবার দেখিয়া দেখিয়া সেই সখীগণ হর্ষভরে কৌতুক-সাগরে অবগাহন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবেশিনী প্রিয়সখী শ্রীরাধাও তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবে সেই সখীগণের তনু-লতাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। বৃন্দাদেবী দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া অশ্রুপ্লুত-নয়নে আপনার জন্মকে ধন্য মনে করিলেন ॥২০॥

পশ্যন্তীনাং সখীনামপি নিভৃততসো কান্তমাদায় তস্মা-
দন্তর্ধায়ৈব দেশাৎক্বচন রহসি তং ক্রীড়য়ন্তী যদাভাৎ।
তা অপ্যশ্বত্থনীপ প্রভৃতিতরুততী স্তৌ বিষাদেন পৃষ্ট্বা
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাপি জালার্পিত-নয়নযুগাঃ খেদমেবাভিনিন্যুঃ ॥২১॥
বনাদ্বনং যান্ত্যথ মণ্ডয়ন্তী
বিচিত্রমাল্যাভরণৈঃ প্রিয়ং সা।

রাসে শ্রীকৃষ্ণো যথা অন্তর্ধানং চকার তথা সাপি চকার ইত্যাহ। পশ্যন্তী-নামিতি। দৃষ্ট্বা বঃ কচ্চিদশ্বত্থ ইতিবৎ তা ললিতাদয়োঽপি পৃষ্ট্বা অনন্তরং কুঞ্জ মন্দিরে তয়োঃ সম্ভোগং গবাক্ষার্পিত-নয়নাঃ সন্তঃ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা আনন্দমগ্না অপি মহারাসে কেশপ্রসাধনং তত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতমিতি বদন্তীনাং বিপক্ষাণাং খেদোত্থবচন মনুস্মৃত্য তস্যানুকরণার্থং খেদমেবাভিনিন্যুঃ ॥২১॥

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবেশ-ধারিণী শ্রীরাধিকাও সেইরূপ করিলেন। সখীগণ নিভৃত স্থান হইতে দেখিতে থাকিলেও তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাবেশী প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধা সেইস্থান হইতে অন্তর্হিতা হইয়া কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া যখন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শনে কাতর হইয়া বিষাদিত চিত্তে অশ্বত্থ কদম্ব প্রভৃতি তরুকুলকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অবশেষে নিকুঞ্জ-মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গবাক্ষরন্ধ্রে নয়নার্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্ভোগ-লীলাবিলাস দেখিতে দেখিতে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেও মহারাসে যেরূপ গোপী গণ "অহো! কামী শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে কামিনীমণির কেশপ্রসাধন করিয়াছিলেন" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই খেদোত্থ বচন অনুসরণ করিয়া তখন সখীগণও তাহার অনুকরণে খেদ অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-বেশধারিণী শ্রীরাধা নিজবেশধারী কান্তকে লইয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিচিত্র মাল্য ও আভরণ

ন পারয়েঽহং চলিতুং ক্ব চেতি
গিরা বিহায়ৈব তমাশু লিল্যে ॥২২॥
ভুবমশ্রুভিরার্দ্রয়ন্মুহুঃ
কৃত হাহা স্বন এব মাধবঃ।
ললিতাদিভিরাবৃতঃ পুন-
র্বিললাপোচ্চতরং স্বরং সৃজন্ ॥২৩॥
দয়িতে! হ সমাগমেন নো
ধিনু যত্বচ্চরণাম্বুজং হৃদি।
মৃদুল কঠিনে শনৈঃ শনৈ-
র্নিদধে তদ্দ্রুমাতৃণাঙ্কুরৈঃ ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী রাধা স্ববেশধারিণঃ প্রিয়স্য "ন পারয়েঽহং চলিতুমিতি বচন শ্রুত্বা তং বিহায়ৈব সা লিল্যে অন্তর্ধানং চকার ॥২২॥২৩॥

অথেতি তেঽধিকং জল্পনেতিবৎ শ্রীকৃষ্ণললিতাদয়োঽপ্যাহুঃ। হে দয়িত! শ্রীকৃষ্ণ! ইহ সমাগমেন নোঽস্মান্ ধিনু সুখয়। পক্ষে হেদয়িতে! রাধে! হ স্পষ্টং। যদ্বা মা হস পরিহাসং মা কুরু। আগমেনা আগমনেন। যচ্চরণ-কমল মস্মাকং কঠিনে হৃদি ব্যথাশঙ্কয়া শনৈর্নিদধে তচ্চরণং তৃণাঙ্কুরৈর্মা তুদ মা দুঃখয় ॥২৪॥

দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন। অতঃপর রাধাবেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণ "আমি আর চলিতে পারিতেছি না" এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধা তাঁহাকে তথায় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন ॥২২॥

অনন্তর শ্রীরাধাবেশধারী মাধব উদ্‌গত অশ্রুধারায় ধরাতল অভি-ষিক্ত করিয়া মুহুর্মুহু "হায় হায়" শব্দ করিতে লাগিলেন এবং ললিতাদি সখীগণ পরিবৃত হইয়া উচ্চতর স্বরে পুনঃ পুন বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

মহারাসে গোপীগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে বিলাপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদিও বলিতে লাগিলেন—"হে দয়িত! এই স্থানে সমাগত হইয়া আমাদিগকে সুখী কর, তোমার যে মৃদুল চরণ-কমল আমাদের কঠিন হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আশঙ্কায় ধীরে

সাথস্মিতাস্থাগমদাশু বিদ্যুৎ
পীতাম্বরা নীরদনীলরোচিঃ।
স্ব স্বার্চ্চিরন্যোন্য সমর্পণাৎ কিং
তদঙ্গবস্ত্রে দধতুঃ সুসখ্যং ॥২৫॥
কাচিৎ পাণিং কাচন পাদাম্বুজমস্যা-
স্তস্থ্যৌবৈকা বাহুমধাদুৎপুলকেংংশে।

তাসামাবিরভূৎ শৌরি রিতিবৎ সাপি তত্রাবির্ব্বভূবৈত্যাহ। শ্রীকৃষ্ণ ইব বিদ্যুত্তুল্য পীতাম্বরা মেঘতুল্য রোনচিঃ সা অগম। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গং স্বকান্তিং রাধাঙ্গায় দত্বা তস্যা অঙ্গকান্তিং স্বয়ং উগ্রহ এবং তয়োর্ব্বস্ত্রয়োরপি পরস্পর কান্তি সমর্পনাৎ কিং রাধাকৃষ্ণয়োর্দ্ধে অঙ্গং বস্ত্রে সুসখ্য দধতুঃ ॥২৫॥

কাচিৎ করাম্বুজং সৌরেরিতিবদাহঃ। মহারাসে শ্রীরাধিকা যথা কাচিৎ ভ্রূকুটিমাবধ্যেতি পদ্যোক্তভাবং চকার। তথাচাপি রাধাভাবভাবিতঃ

ধীরে ধারণ করি, আহা! সেই চরণ-কমলকে তৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত করিও না।” পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“হে দয়িতে! হে রাধে! তুমি প্রকটভাবে এখানে আগমন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, পরিহাস করিও না ॥২৪॥

এই বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধা মৃদু হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। আ মরি! তাঁহার নবজলধরের ন্যায় নীল অঙ্গ কান্তি, পরিধানে বিদ্যুৎ-বিড়ম্বি-পীতাম্বর—দেখিয়া বোধ হইল, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ নিজ নীরদকান্তি শ্রীরাধাকে দান করিয়া শ্রীরাধাঙ্গের কনককান্তি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর স্বীয় পীতকান্তি শ্রীরাধার অম্বরে সমর্পণ করিয়া তাহার নীলকান্তি গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ স্ব স্ব কান্তি বিনিময়ে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অঙ্গ ও বস্ত্র পরস্পর যেন সখ্যবিধান করিয়াছে ॥২৫॥

তার পর মহারাসের ন্যায় কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধার করকমল ধারণ করিলেন, কোন গোপী পদাম্বুজ ধারণ করিলেন, কেহ

কান্তাশ্চিল্লী চালন ভঙ্গীং যদতানীৎ
তামাস্বাদ্যৈবাজনি রাধা বিততাক্ষী ।।২৬।।
বৃন্দাবাদীত্তাবহুপেত্যাম্বুজনেত্রৌ
রাধে! হজষীস্ত্বং নিজকান্তং ভ্রময়ন্তী।
কৃষ্ণ! প্রোদ্যদ্দূর্গমভাবো যদভূস্ত্বং
তেনাশ্লিষ্টস্ত্বং চ মহত্যা জয়লক্ষ্ম্যা ।।২৭।।
তামর্থয়িত্বা মুরলীং ততঃ সা
মুকুন্দপাণৌ নিদধে যদৈব।

শ্রীকৃষ্ণোঽপি ভ্রূচাপলভঙ্গীং যদতানোৎ বিস্তারয়ামাস। তাং ভঙ্গিমাস্বাদ্যৈব শ্রীকৃষ্ণভাবভাবিতা রাধা বিস্ময়েন বিস্তৃতাক্ষী অজনি ॥২৬॥

অম্বুজনেত্রৌ রাধাকৃষ্ণৌ বৃন্দা আহ। হে রাধে! স্বকান্তং বিভ্রমবন্তী সতী অজৈষীঃ জয়যুক্তা ত্বমভূঃ। হে কৃষ্ণ! প্রকর্ষেণ উদ্যন্ রাধায়া দুর্গমভাবো যত্র তথাভূতস্ত্বং অভূস্তেন হেতুনা ত্বমপি মহত্যা জয় শোভয়া আশ্লিষ্টঃ তথা চ তবাপি জয়োঽভূদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

বা তাঁহার পুলকাঞ্চিত স্কন্ধদেশে ভুজলতা অর্পণ করিলেন। তখন রাধাবেশী শ্রীকৃষ্ণ যে ভ্রূ-চালন ভঙ্গী বিস্তার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবভাবিতা শ্রীরাধা তাহা আস্বাদন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়না হইলেন ।।২৬।।

এমন সময়ে শ্রীবৃন্দাদেবী কমল-নয়ন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে রাধে! তুমি নিজ প্রাণকান্তকে ভ্রমযুক্ত করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছ এবং হে কৃষ্ণ! তুমিও উদ্দীপ্ত দুর্গম রাধা-ভাববিশিষ্ট হইয়া মহতী জয়-শ্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়াছ অর্থাৎ তোমারও জয় লাভ হইয়াছে ।।২৭।।

"অতএব হে রাধে! এখন মুরলীটী আমার হাতে দাও"—বৃন্দাদেবীকে এই বলিয়া সেই সতীকুল গর্ব্বনাশা মুরলীটী শ্রীরাধার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যেমন শ্রীরাধা বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ

তদৈব কৃষ্ণোঽহমহো! ন রাধে-
ত্যাশ্চর্য্যমেবাভিনিনায় রঙ্গীং ॥২৮॥
বিদ্যুন্মেঘৌ যৌ মিথোবর্ণভাব-
ব্যত্যাসেনা বর্ষতাং হর্ষধারাঃ।
তাবাসীনৌ স্বীকৃত স্ব স্ব রূপৌ
দেব্যাটব্যাঃ সেব্যমানৌ ব্যভাতাং ॥২৯॥
অপ্রাণাপি প্রাণিনো মোহয়ন্তী
লব্ধপ্রাণা স্যান্নবদ্বারদেহা।

সা বৃন্দা। পূর্ব্বোক্তবৃন্দাবাক্যেনৈব নাহং রাধা অপি তু কৃষ্ণ এব ইতি জ্ঞানং জাতং এব অধুনা অভিনয় মাত্রং চকারেতি ভাবঃ ॥২৮॥

রাধাকৃষ্ণরূপৌ যৌ বিদ্যুন্মেঘৌ পরস্পরবর্ণভাবব্যত্যাসেন হর্ষধারা অবর্ষতাং। স্বীকৃত স্ব স্ব রূপৌ তৌ একত্র আসীনৌ বসন্তৌ সন্তৌ বৃন্দয়া ফলপুষ্প মালাদিভিঃ সেব্যমানৌ বিশেষেণ অভাতাং ॥২৯॥

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক ইতিবৎ প্রহেলিকা সংলাপং রাসাঙ্গমাহ। প্রাণরহিতাপি প্রাণ সহিতান্ মোহয়ন্তী সন্তী স্বয়ং লব্ধপ্রাণা নবদ্বার দেহা চ স্যাৎ।

করিলেন, অমনই সেই রঙ্গীয়া নটবর—"অহো! আমি ত রাধা নহি, আমি যে কৃষ্ণ"—এই আশ্চর্য্য ভাবের অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

যে রাধাকৃষ্ণরূপ বিদ্যুৎ-মেঘ পরস্পর বর্ণ ও ভাব ব্যত্যয় করিয়া হর্ষধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণ ও বেশ ধারণ করিয়া রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বনদেবী বৃন্দা বসন্ত কালোচিত ফল-পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

অনন্তর এই বিশ্রামাবসরে শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর রাসের অঙ্গ স্বরূপ প্রহেলিকা সংলগ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সখি রাধে! আমার এই প্রহেলীর অর্থ কি বল দেখি?—কে অপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ রহিত হইয়াও কোনরূপে প্রাণ

মধ্যেযামং আগশীভূয় সারং
ধত্তে প্রেম্না মোদয়ন্তী ত্রিলোকীং ॥৩০॥
তামালী। জানীহি মম প্রহেলী
মিত্যুচ্যমানা হরিণাহ রাধা।
উৎকোচ মেবাধরশীধু যস্মৈ
দদাসি বংশী তব কুট্টিনীয়ং ॥৩১॥
(যুগ্মকং)
গায়ন্তী তত মনুরাগিণী যশস্তে
যা মূর্চ্ছা ভজতি রসদ্গুণাবলিশ্রীঃ।

এবং মধ্যে যামং যামস্য প্রহরস্য মধ্যে শীঘ্রং বশীভূয় প্রেম্না ত্রিলোকীং মোদয়ন্তী সতী সারং ধত্তে। বংশী পক্ষে মধ্যেযামমিতি যাবংশী মধ্যে মং মকারং ধত্তে। ততশ্চ বংশী সতী কীদৃশী ভূয়সা প্রেম্না অরং শীঘ্রং ত্রিলোকীং মোদয়ন্তী ॥৩০॥

হেরাধে। মম এতাদৃশ প্রহেলীং জানীহি ইতি হারণা উচ্যমানা রাধা আহ। যস্মৈ দূতীরূপায়ৈ বংশ্যৈ অধরামৃত রূপোৎকোচং দদাসি ॥৩১॥

অধুনা শ্রীরাধিকা প্রহেলা মাহ। যা অনুরাগিণী সতী ততং বিস্তৃতং তব যশঃ গায়ন্তী মূর্চ্ছাং ভজতি। কথম্ভূতা রসদ্গুণাবলীনাং শ্রীঃ শোভা যত্র। সা গ্রামস্থা গ্রাম্যাপি অতনুরসেষু প্রবীণা। বীণাপক্ষে ততং বীণাসম্বন্ধী বাদ্যং গায়ন্তী কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। বাচমবোচৎ ইতিবৎ সর্ব্বেঽপি ধাতবঃ করোত্যর্থা

লাভ করিলে নিখিল প্রাণীকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার দেহ নবদ্বার-বিশিষ্ট এবং সে প্রহরের মধ্যে শীঘ্র বশীভূতপূর্ব্বক প্রেম দ্বারা ত্রিলোক প্রমোদিত করিবার বল ধারণ করে ॥৩০॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ দেহপক্ষে এই প্রহেলী উত্থাপন করিলে বিদগ্ধা-মণি শ্রীরাধা উহার বংশী পক্ষে অর্থগ্রহণ করিয়া পরম কৌতুকভরে উত্তর করিলেন—"ভাই চতুরেন্দ্র! তোমার প্রহেলীর অর্থ এই যে, তুমি যাহাকে অধর-সীধু উৎকোচ দিয়া থাক,—সেই কুট্টিনী বংশীর কথাই তুমি বলিতেছ।" এই কথা শুনিয়া সখী মণ্ডলী মধ্যে উচ্চ হাস্যের এক লহরী খেলিয়া গেল ॥৩১॥

গ্রাম্যস্থাপ্যতনুরসেষু যা প্রবীনা
তাং ব্রূহি প্রণয়-নিধে ! প্রহেলিকাং নঃ ।।৩২।।
ঈর্ষন্তী মম মুরলীং কলাবলীভিঃ
জেত্রী মাং সুখয়তি মাধুরীং দধানা ।
সা রাধে ! ত্বমিব সুবৃত্তপীনতুম্বী
স্তনাত্র স্ফুরতি রসেন বল্লকীয়ং ।।৩৩।।

এবং। অনুরাগিণী অনুকুলবসন্তাদি রাগবতী। মূর্চ্ছাং মূর্চ্ছনাং। রসন্ত্যা শব্দায়ন্ত্যা গুণানাং তন্ত্রীণাং শ্রেণ্যাঃ শোভা যস্যাঃ। সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা ইতি গান শাস্ত্রোক্তাস্ত্রয়োঃ গ্রামাস্তত্রস্থা যা প্রকৃষ্টা বীণা শ্রেষ্ঠ রসেষু বিষয়ে ভবতি শ্রেষ্ঠরস প্রতিপাদিকা ইত্যর্থঃ। অর্থে বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ বিষয় সপ্তমী। তাং কথাস্তূতাং প্রহেলিকাং শ্লাঘিতাং হেতু শ্লাঘায়াং ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। কলো মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিশ্চেত্যেকশেষঃ তস্যঃ শ্রেণী-ভির্মুরলীং জেত্রী ইয়ং তব বল্লকী বীণা মাং রসেন রাগেন সুখয়তি। হে রাধে ! ত্বংযথা সুবর্ত্তুলপুষ্টতুম্ব্যাবিব স্তনৌ যস্যাঃ তথাভূতাঃ ॥৩৩॥

শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণকে এক প্রহেলী জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে অনুরাগিণী হইয়া দিগন্ত-বিসারী তোমার যশঃ গাহিতে গাহিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহাতে গুণাবলীর শোভা উদ্ভাসিত এবং যে গ্রামস্থ হইয়াও অতনুরসে প্রবীণ হে প্রেমনিধে ! আমাদের এই প্রহেলিকার অর্থ বল ।।" ৩২।।

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"প্রিয়তমে ! যে ঈর্ষা পরায়ণা হইয়া কলাবলী অর্থাৎ মধুরাস্ফুটধ্বনি দ্বারা আমার মুরলীকে জয় করে এবং স্বীয় মাধুর্য্যে আমাকে সুখী করিয়া থাকে। হে রাধে ! তুমি যেরূপ সুবর্ত্তুল পুষ্ট-তুম্বীর ন্যায় পয়োধর-বিশিষ্টা সেইরূপ তোমার এই বীণাই এস্থলে রসভরে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তোমার এই বীণাই তত বাদ্য গান করিয়া থাকে ; ইহা অনুরাগিণী অর্থাৎ অনুকূল বসন্তাদি রাগবতী। অনুরাগিণী রমণীগণ যেরূপ প্রিয়তমের যশোগান করিতে করিতে মূর্চ্ছা বা মোহ প্রাপ্ত হয়, তোমার বীণাও মূর্চ্ছনা

অথোচিরে শ্রীললিতা বিশাখা
চিত্রাদয়োহপীহিত জৈত্রভাবাঃ।
তমন্বধিন্বন্ স্বসখীং পটিম্নো
ভঙ্গ্যৈব যাঃ সংসদি বর্ণয়ন্ত্যঃ ॥৩৪॥

বালা অপ্যতিবৃদ্ধা যে বন্ধং মোক্ষং চ বিভ্রতি।
শুদ্ধানপি তমো ধাম্নো বদতান্ কুটিলানপি ॥৩৫॥

জৈত্রমিতি তজ্জৈদমিত্যাদিনা জৈত্রো যো ভাবস্তথা চ ঈহিতং বাঞ্ছিতং জয়িত্বং যাভিস্তথাভূতা ললিতাদয়োহপ্যূচিরে। যা ললিতাদয়ঃ পাটবস্য চাতুর্য্যস্য ভঙ্গ্যৈব স্বসখীং রাধিকাং বর্ণয়ন্ত্যস্তং শ্রীকৃষ্ণং অধিন্বন্ সুখয়ামাসুঃ ॥৩৪॥

বিরোধ-মুদ্রয়ৈব প্রহেলীং ললিতা আহ। বালকা অতিবৃদ্ধাঃ যে বন্ধং বিভ্রতি তএব মোক্ষং চ বিভ্রতি। শুদ্ধানপি তমোগুণাশ্রয়ান্ কুটিলান্ বদ। কেশপক্ষে অত্যন্ত বৃদ্ধিং প্রাপ্তা বালাঃ কেশাঃ সংস্কার সময়ে বন্ধং বিভ্রতি পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃতং মোক্ষং চ বিভ্রতি। ধূলি প্রভৃতি মালিন্য রহিতত্বেন শুদ্ধানপি তমোস্থানীয় শ্যামরূপস্য ধাম্নঃ স্থান্ কুটিল কেশান্ ॥৩৫॥

(স্বরভেদ বিশেষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বীণাতেই রসন্ত * অর্থাৎ শব্দায়মান গুণশ্রেণী অর্থাৎ তন্ত্র সমূহ সুশোভিত। সঙ্গীত শাস্ত্রে সপ্তস্বর ও তিনটী গ্রাম (স্বরের গতি) আছে এই গ্রামে অবস্থিত হইয়া বীণা অতনুরসে অর্থাৎ অক্ষীণ বা শ্রেষ্ঠ রসবিষয়ে প্রবীণা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রস প্রতিপাদিকা ॥৩৩॥

অনন্তর জয়াভিলাষিণী শ্রীললিতা-বিশাখা-চিত্রাদি সখীগণ যে প্রহেলিকা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা বাক্-চাতুর্য্যের ভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধাকে বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

ললিতা বিরোধ-মুদ্রা-ব্যঞ্জক প্রহেলী কহিলেন—"বল দেখি বিদগ্ধবর! কাহারা বালা হইয়াও অতিবৃদ্ধা, সময়ে বদ্ধ হইয়াও মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ হইয়াও তমোস্থানীয় সেই কুটিলদিগের নাম

* "রলয়ো রভেদত্বাৎ"—"লসৎ" স্থলে 'রসৎ' শব্দ গৃহীত।

প্রতিকর্ম্ম নিবদ্ধানামপি কৃষ্ণোঽস্মি মোক্ষদঃ।
যেষাং রত্যুদ্গমে কেশান্ বিভক্তাং স্তানিমান্ ভজে ॥৩৬॥
ধৃত্বা বিভূতিং ভ্রমতীহ সর্ব্বথা-
ধ্বন্যর্থ-তত্ত্ব প্রশনেঽতিপণ্ডিতা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। তান্ বিশিষ্ট ভক্তান্ অহং ভজে যেষাং ভক্তানাং প্রতিকর্ম্ম কর্ম্মণি কর্ম্মণি নিবদ্ধানাং রত্যুদ্গমে প্রেমোপক্রমে কৃষ্ণোঽহং সংসারাৎ মোক্ষদোঽস্মি। কথম্ভূতান্ ভক্তান্ কেশান্ কে সুখে ঈশতে ঐশ্বর্য্যং কুর্ব্বন্তি অস্ত শ্লোকস্যার্থান্তরেণ প্রহেলিকায়া অপি উত্তরমাহ পরস্পর বিভক্তান্ কেশান্ ভজে। যেষাং কেশানং প্রতিকর্ম্ম আকল্পবেশৈ নেপথ্যং প্রতিকর্ম্ম প্রসাধন মিত্যমরাৎ কেশসংস্কার সময়ে নিবদ্ধানামপি কৃষ্ণোঽহং রত্যুদ্গমে সম্ভোগারম্ভে মোক্ষদোঽস্মি ॥৩৬॥

বিশাখা প্রহেলীমাহ। যা যোগিনী বিভূতিং ধৃত্বা অধ্বনি পথি সর্ব্বথা ভ্রমতি কথম্ভূতা অর্থানাং বস্তুভূতানাং তত্ত্বানাং মহদাদিনা তত্ত্ববিস্তারে পণ্ডিতা। পুনঃ কথংভূতা সংভৃতং ধৃতং বিশেষামপি ভাবদুকুভাবজ্ঞানং যয়া। হে

কি ?” এই প্রহেলীর কেশপক্ষে অর্থ এই যে, অতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্তা বালা অর্থাৎ কেশ সমূহ সংস্কার সময়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্ত হয়, শুদ্ধ অর্থাৎ ধূলি প্রভৃতি মালিন্য-রহিত হইয়াও তমোস্থানীয় অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল ॥৩৫॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—“যাহারা প্রতিকর্ম্মে নিবদ্ধ হয় অর্থাৎ কর্ম্মবদ্ধ ব্যক্তিগণের রত্যুদ্গম অর্থাৎ প্রেমের উপক্রম হইলে আমি কৃষ্ণ তাহাদের মোক্ষদ হই অর্থাৎ আমি তাহাদের সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রদান করি, সেই বিভক্ত কেশ অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যকারী বিশিষ্ট ভক্তগণকে ভজনা করি।

প্রহেলিকার উত্তর স্বরূপ কেশ পক্ষে উত্তর এই যে, যাহারা প্রসাধনের সময়ে বদ্ধ হইয়াও আমি কৃষ্ণ রত্যুদ্গমের সময়ে সম্ভোগারম্ভে যাহাদের মোক্ষদ হই, সেই শ্রীরাধার বিভক্ত কেশপাশকে আমি ভজনা করি ॥৩৬॥

যা যোগিনী সংভৃতবিশ্বভাবদৃ—
গ্ধন্যোঽসি তাং চেৎ প্রিয়! বোদ্ধুমীশিষে ॥৩৭॥
অনঙ্গ-সৌখ্যা সিদ্ধয়ে যদুজ্জ্বলাত্ম-বেদনং
কৃপার্দ্রয়া যয়া মুহুস্তদেব পাতিতোঽভবং।

প্রিয়! তাং বোদ্ধুং সমর্থোঽসি চেৎ তদা ত্বং ধন্যোঽসি রাধিকায়া দৃক্ পক্ষে বিভূতিং কজ্জলং ধৃত্বা চাঞ্চল্যবশাৎ সর্ব্বথা ভ্রমতি। কথম্ভূতা ধনুর্থ্যা ব্যজ্যমানানি বস্তূনি তেষাং তত্ত্ব প্রশনে পণ্ডিতা। যোগঃ কৃষ্ণাঙ্গেন সহ সম্বন্ধস্তদ্বতী। সম্ভৃতা সংপূর্ণা বিশ্বে সর্ব্বে অপি ভাবা ঔৎসুক্যাদয়ো যস্যাং সা চাসৌ দৃক্ চেতি ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অঙ্গস্যাভাবোঽনঙ্গং দেহরাহিত্যরূপং যৎ সুখং মুক্তিরিত্যর্থঃ তস্য সিদ্ধয়ে উজ্জ্বলঃ শুদ্ধো যৌ জীবাত্মা তদনুভবো ভবতি। তৎ আত্মবেদনং কৃপার্দ্রয়া যয়া যোগিন্যা অহং মুহুঃ পাঠিতোভবং। যস্যা যোগিন্যা আজ্ঞায়া

অনন্তর বিশাখা এক প্রহেলী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্থতত্ত্ব বিস্তারে পণ্ডিতা বিশ্বভাবদর্শিনী যে যোগিনী বিভূতি ধারণ করিয়া এই বৃন্দাবনের পথে সর্ব্বথা ভ্রমণ করেন, প্রিয়তম! তুমি যদি তাঁহাকে জানিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ধন্য মানিব।

যোগিনী পক্ষে অর্থ—যে যোগিনী অর্থ-তত্ত্ব-বিস্তারে পণ্ডিতা অর্থাৎ মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিচারে বিচক্ষণা ও বিশ্বজনের ভাবাভিজ্ঞা এবং বিভূতি ধারণ করিয়া এই যোগপথে সর্ব্বথা বিচরণ করেন, হে প্রিয়! তাঁহাকে জানিতে পারিলে ধন্য হইবে।

শ্রীরাধার নয়ন পক্ষে অর্থ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সহ যাহার সম্বন্ধ, ঔৎসুক্যাদি সকল ভাবই যাহাতে বিদ্যমান, যাহা মনোগত ভাব বিস্তারে পণ্ডিত, যাহা বিভূতি অর্থাৎ কজ্জল ধারণ করিয়া চাঞ্চল্য বশতঃ সর্ব্বথা ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—অনঙ্গ-সুখ-সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহ-রাহিত্যরূপ মুক্তি-সুখ লাভের নিমিত্ত আমি যে কৃপার্দ্রা যোগিনীর দ্বারা উজ্জ্বলাত্মবেদন অর্থাৎ শুদ্ধ

বিরজ্য সর্ব্বকর্ম্মতো যদাজ্ঞয়া বনং গতো
লভেয় নির্বৃতিং গুরুং প্রিয়াদৃশং-স্তুবীমি তাং ॥৩৮॥
সদাপবর্গসাধনো নিতান্তদান্ত বিগ্রহঃ
শুচি প্রিয়ো রুচিপ্রদোঽনুরাগিতাধুরাধরঃ।

সর্ব্বকর্ম্মতো বিরজ্য বনং গতঃ সন্ অহং নির্বৃতিং লভেয়। তাং গুরুং যোগিনীং স্তুবীমি। কীদৃশীং প্রিয়ং আ সম্যক্ দৃক্ জ্ঞানং যতস্তাং। দৃক্পক্ষে কন্দর্পং সৌখ্যসিদ্ধয়ে যৎ উজ্জলাত্মনঃ শৃঙ্গার রস স্বরূপস্য বেদনং জ্ঞানং ভবতি তদেব জ্ঞানং যয়া দৃশা অহং পঠিতঃ। তস্যাদৃশঃ কটাক্ষরূপায়া আজ্ঞয়া সর্ব্বতো বিরজ্য বনং গতঃ সন্ নির্বৃতিং লভেয়। তাং রাধায়া দৃশং স্তুবীমি॥৩৮॥

চিত্রা প্রহেলীমাহ। সদা অপবর্গার্থং সাধনং যস্য নিতান্তদান্তঃ অতিশয়েনান্তর্বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো যস্য স চাসৌ বিগ্রহশ্চেতি সঃ। শুচি শুদ্ধং বস্তুপ্রিয়ং যস্য। অনুরাগিতায়া অনুরাগস্য ধুরাং অতিশয়ং ধরতি এবংভূতো যঃ

জীবাত্মার অনুভব বারংবার করিয়াছি এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনমধ্যে গিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়া থাকি, এবং যিনি প্রিয়াদৃক্ অর্থাৎ যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে প্রিয়জ্ঞান লাভ হয় সেই গুরু যোগিনীকে স্তব করিতেছি।

শ্রীরাধার নয়ন পক্ষে অর্থ এই যে, অনঙ্গ-সুখ অর্থাৎ কন্দর্প-সুখ সিদ্ধির নিমিত্ত যে উজ্জলাত্মবেদন অর্থাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান যাহার কৃপায় আমার লাভ হইয়াছে এবং যাহার কটাক্ষরূপ আজ্ঞায় সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া নির্বৃতি লাভ করি, সেই শ্রীরাধার নয়নদ্বয়কে স্তুতি করিতেছি॥৩৮॥

অনন্তর চিত্রা প্রহেলী বলিতে লাগিলেন—"যে দ্রব্য সদাপবর্গ সাধন অর্থাৎ সর্ব্বদা মোক্ষের সাধন, নিতান্ত দান্ত-বিগ্রহ, অতিশয় অন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকারী এবং শুচিপ্রিয় অর্থাৎ শুদ্ধ বস্তু প্রিয় ও অনুরাগভরে অতিশয় সৌভাগ্য ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে, হে অচ্যুত! সেই রুচিপ্রদ দ্রব্য কি তাহা স্বীয় রসজ্ঞা রসনায় বর্ণনা করিয়া বা রসনা দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া নিজ রসনাকে ধন্য কর।"

য এব ভাতি সৌভগৈস্তমত্র বর্ণয়ন্নপি
স্বয়া রসাজ্ঞয়ৈব তাং নয়াচ্যুতাশু ধন্যতাং ॥৩৯॥
কিং বর্ণয়িত্বৈব বিরম্যতামহো !
রসজ্ঞয়াপ্যস্য বিনোপগূহনং ।
তদালয়ো যোজয়তা মুমুৎসুকং
প্রিয়াধরং সন্তত মুৎকয়ানয়া ।৪০॥

সৌভাগৈর্ভাতি তং স্বকীয় জিহ্বয়া বর্ণয়ন্নপি কিং পুনস্ত্বয়া জিহ্বয়া আলিঙ্গনেন তাং জিহ্বাং ধন্যতাং নয় । অধরপক্ষে সদাপবর্গং সাধয়তি । প ফ ব ভ মকার-রূপ পবর্গাণাং ওষ্ঠ্যাধরেণোচ্চরণাৎ । অতিশয়েন দাস্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দন্তসম্বন্ধী বিগ্রহো যুদ্ধং যস্য তথাভূতঃ । শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ প্রিয়ো যস্য । অনুরাগিতা লালিমা তস্যা অতিশয়ো যস্য তথাভূতশ্চাসৌ অধরশ্চেতি ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ । অহো ! রসজ্ঞয়া আলিঙ্গনং বিনৈব কিং বর্ণয়িত্বৈব-বিরম্যতাং । রসজ্ঞা বিরতা ভবেদিত্যর্থঃ । তস্মাৎ হে আলয়ঃ ! মম জিহ্বয়া সহ সংযোগে উৎসুকং রাধিকায়া অমুং অধরং সন্ততমুৎকণ্ঠিতয়া অনয়া মম রসজ্ঞয়া সহ যূয়ং যোজয়ত ॥৪০॥

চিত্রা শ্লেষে শ্রীরাধার অধরের বর্ণনা করিলেন । অধর পক্ষে অর্থ এই যে, যাহা সদা প-বর্গের সাধন অর্থাৎ 'প'বর্গের উচ্চারণ স্থান (ওষ্ঠাধর) অতিশয় দাস্ত-বিগ্রহ অর্থাৎ যাহার শ্রীকৃষ্ণের দন্তের সহিত যুদ্ধ হয়, শুচি অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই যাহার প্রিয়, যাহা অতিশয় লালিমা বিশিষ্ট এবং যাহা রুচিপ্রদ অর্থাৎ শোভাপ্রদ, সেই ওষ্ঠাধরকে স্বীয় রসনা দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধন্য কর ॥৩৯॥

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিভরে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"অহো ! সখি চিত্রে ! তোমার প্রহেলীর উত্তরে যাহা বুঝায়, তাহা আমার রসজ্ঞা রসনার দ্বারা আলিঙ্গন না করিয়া কেবল বর্ণন করিয়াই কি বিরত হইতে পারি ? অতএব হে সখীগণ ! তোমরা আমার রসনার সহিত সংযোগ-সমুৎসুক শ্রীরাধার ঐ অধরে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা এই আমার রসনার সংযোগ বিধান কর ॥৪০॥

তনুতাতমু লম্পটতাং কুটিলাঃ !
স্ববিটস্ফুটকীর্ত্তিত কীর্ত্তিভরাঃ।
ইতি ভীষণ ভঙ্গুর চিল্লিকটু—
ক্রকচৈঃ স্ব সখীঃ সমতর্জ্জদিয়ং ॥৪১॥
নরুষা পরুষা ভব সাধ্বি ! ভৃশং
রচয়াম্যথ নির্ব্বচনাং ভবতীং।
স্বকলামভিরক্ষ্য বিলক্ষণধীঃ
প্রতিবক্ষ্যসি চেদয়ি ! জেষ্যসি মাং ॥৪২॥

শ্রীরাধা সখিঃ প্রতি প্রণয়কোপবতী আহ। হে কুটিলাঃ সখ্যঃ যুয়ং লম্পটেন সহ কন্দর্পলাম্পট্যং তনুত বিস্তারয়ত। অহং তু ইতো যামি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। যুয়ং কথম্ভূতাঃ স্ববিটেন স্বীয়কামুকেন স্ফুটং যথাস্যাত্তথা কীর্ত্তিতাঃ খ্যাতাঃ কীর্ত্ত্যাতিশয়া যাসাং তাঃ। ইতি প্রকাশ্য ভীষণা ভয়োৎপাদিকাশ্চ তা ভঙ্গুরাঃ কুটিলীকৃতা যাশ্চিল্লয়ো ভ্রূবস্তাং এব করাত ইতি তীক্ষ্ণব্রকচরূপাস্তৈঃ স্ব সখীঃ সমতর্জ্জৎ ॥৪১॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রুষাচ্ছলেন যান্তিং শ্রীরাধাং বারয়ন্নাহ। হে সাধ্বি ! রুষা কঠোরা মা ভব। অহং ভবতিং প্রহেলিকয়া নির্ব্বচনাং করোমি। ত্বন্তু স্বীয়া কলাং বৈদগ্ধীং সংরক্ষ্য প্রতিবক্ষ্যসি প্রত্যুত্তরং দাস্যসি চেৎ তদা বিলক্ষণ ধীঃ অতিসুধীস্ত্বং মাং জেষ্যসি ॥৪২॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সখীগণের প্রতি প্রণয়কোপের সহিত কহিলেন—"ওগো কুটিলা সখীগণ ! তোমরা এই রমণী-লম্পটের সহিত লাম্পট্য বিস্তার কর, আমি এখান হইতে চলিলাম, তোমাদের এই বিট * তোমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করুক।" এই বলিয়া ভীষণ কুটীল ভ্রূভঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ ব্রবচ (করাত) সঞ্চালন করিয়া স্বীয় সখীগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

এবং ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিলেন—হে সাধ্বি ! রোষ-

একেন শোভামপি যোঽভিধত্তে
দ্বাভ্যাং দিবিষ্ঠাং স্ত্রিভিরেব বর্ণৈঃ।
তবাপ্যভীষ্টং দ্যুনগং চতুর্ভিঃ
শ্রোত্রাভিরস্যং সখি। পঞ্চভির্ব্বঃ ॥৪৩॥

রাধয়া জ্ঞাতার্থামপি লজ্জয়া বক্তুমশক্যামেবংভূতাং দুরূহাং প্রহেলীং শ্রীকৃষ্ণ আহ। একেনেতি। যো বর্ণঃ একেন স্বাত্মকং বর্ণেন শোভাং অভিধত্তে বদতি। এবং যঃ পদাত্মকং শব্দঃ স্বাবয়বাভ্যাং দ্বাভ্যাং দিবিষ্ঠান্ দেবান্ বদতি। ত্রিভির্ব্বর্ণৈস্তবাভীষ্ট বদতি। চতুর্ভিঃ বর্ণেঃ দ্যুনগং কল্পবৃক্ষং বদতি। প্রহেলিকায়া অর্থো যথা। একেন শোভামপীতি প্রশ্নেন শোভাবাচকঃ সুখদঃ উক্তঃ। তৃতীয় প্রশ্নেন স্ত্রীণাং অভীষ্টস্য সুরতস্য বাচকঃ অক্ষয়ত্রয়াত্মকঃ সুরতশব্দ উক্তঃ। চতুর্থ প্রশ্নেন কল্পবৃক্ষবাচকঃ চতুরক্ষরাত্মক সুরতরু শব্দ উক্তঃ। পঞ্চম প্রশ্নেন স্ত্রীণাং শ্রোত্রাভিলষণীয়স্য সুরতরু স্তস্যবাচকঃ সুরতরু শব্দ উক্তঃ। সম্ভোগোত্থধ্বনি বিশেষবাচকঃ সুরতরুত শব্দঃ ॥৪৩॥

ভয়ে কঠোরা হইও না। আমি এখনই প্রহেলিকা দ্বারা তোমাকে নিরুত্তরা করিতেছি। তবে যদি তুমি স্বীয় বৈদগ্ধী সংরক্ষণ করিয়া আমার প্রহেলীর প্রত্যুত্তর দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধি-সম্পন্না বলিয়া জানিব এবং হে রাধে! তাহা হইলে তুমি আমাকেও জয় করিবে ॥৪২॥

এই বলিয়া যাহার অর্থ শ্রীরাধা জ্ঞাত হইয়াও লজ্জাবশতঃ বলিতে সমর্থা হইবেন না এমন এক দুরূহা প্রহেলী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে রাধে! তোমাকে এমন একটী পঞ্চাক্ষরা:কথা বলিতে হইবে, যাহার প্রথম বর্ণে শোভা, দুইবর্ণে স্বর্গস্থিত দেবগণ,তিন বর্ণে তোমার অভীষ্ট, চারিবর্ণে কল্প বৃক্ষ এবং পঞ্চবর্ণে তোমার সখীগণের কর্ণের রসায়ণ স্বরূপ, এমন এক বিচিত্র বস্তু বুঝায় ॥"

প্রহেলিকার অর্থ—প্রথম অক্ষর শোভাবাচক "সু" দুই অক্ষরে দেববাচক "সুর" তিন অক্ষরাত্মক স্ত্রীগণের অভীষ্ট "সুরত", চারি

তমাচক্ষ্ব শব্দং ত্বামিত্যুচ্যমানাঃ
প্রিয়েণ প্রিয়া নম্র বক্তারবিন্দা।
অনাশাপি রোদ্ধুং স্মিতং ভঙ্গুরভ্রূ—
রমুং সূক্ষ্মধীর্ব্যাজতো ব্যাজহার ॥৪৪॥
বদৈকেন চারূত্তরেণৈব তাবৎ
ক্রমাল্লব্ধ বর্ণেন মৎ প্রশ্নবীথীং।
ত্বমাদৌ ততঃ স্বেহিতং শব্দমেতং
প্রিয়াং বাচয়ন্ যাহি পদ্মাং সখীং স্বাং ॥৪৫॥

হে রাধে! তং শব্দং ত্বং আচক্ষ্ব ইতি শ্রীকৃষ্ণেন উচ্যমানা প্রিয়া লজ্জয়া নম্রবক্ত্রপদ্মা স্মিতং রোদ্ধুং অসমর্থাপি প্রণয়কোপেন ভঙ্গুরভ্রূঃ সতী ব্যাজতশ্ছলতঃ অমুং শ্রীকৃষ্ণং উবাচ। যতঃ সূক্ষ্ম বুদ্ধিঃ ॥৪৪॥

হে লব্ধ বর্ণেন বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ! লব্ধবর্ণো বিচক্ষণ ইত্যমরঃ। ইনঃ সূর্য্যপ্রভারিত্যমরঃ। একেন উত্তরেণ মৎ প্রশ্নবীথীং প্রশ্নস্য শ্রেণীং ক্রমাত্ত্বং আদৌ বদ। পশ্চাৎ স্বস্য ঈহিতং ত্বৎ প্রশ্নবিষয়ী ভূতং এতং শব্দং পদ্মা সখীং চন্দ্রাবলীং বাচয়ন্ বাচয়িতুং তস্যা[1] নিকটে যাহি। পক্ষে লব্ধবর্ণনেতি পদং উত্তরেণেত্যস্য বিশেষণং। অর্থো যথা। সুরতরুত শব্দস্থেন একেন উত্তরেণ অন্ত্যেন তকারেণ সহ ক্রমাৎ একৈকেন পূর্ব্বপূর্ব্বলব্ধবর্ণেন মম প্রশ্নবীথীং বদ ॥৪৫॥

অক্ষরাত্মক কল্পবৃক্ষ বাচক "সুরতরু" এবং সখীগণের শ্রবণ-সুখকর পঞ্চাক্ষরাত্মক "সুরত-রুত" অর্থাৎ সম্ভোগোত্থধ্বনি বিশেষ ॥৪৩॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলে শ্রীরাধা তাহা শ্রবণ করিয়া লজ্জাবশতঃ স্বীয় বদনারবিন্দ অবনত করিলেন এবং মৃদু হাস্যরোধ করিতে অসমর্থা হইয়াও প্রণয়-কোপের সহিত কুটীল ভ্রূভঙ্গ করিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধিবশতঃ ছলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥৪৪॥

হে বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ! তুমি অগ্রে আমার প্রশ্ন-শ্রেণীর যথাক্রমে উত্তর দাও; পরে তোমার প্রশ্নের বিষয়ীভূত অভীষ্ট শব্দ পদ্মার প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর প্রমুখাৎ শুনিবার নিমিত্ত তাহার নিকট যাইও।

গৃহী কমিচ্ছেত্তরুণে হিতং কিং
কিং চারু বাদ্যং কিমু কর্ণবেদ্যং।
সখ্যঃ কিমাকর্ণয়িতুং নিলীনা—
স্তিষ্ঠন্তি তত্ত্বং বদ নির্ব্বিবাদং ॥৪৬॥

তাং প্রশ্নবীথী মাহ। গৃহস্থং কমিচ্ছেদিতি প্রশ্নে সুরতরুতপদস্যান্তত কারেণ সহ আদ্যবর্ণ সু শব্দস্য যোগে সতি সুতমিচ্ছেদিতি প্রশ্নস্যার্থঃ। তরুণস্য কিং ঈহিতং বাঞ্ছিতমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ দ্বিতীয়বর্ণস্য রেফস্য যোগে সতি রতং রমণমিচ্ছেদিতি প্রশ্নার্থঃ। চারুবাদ্যং কিমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ তৃতীয় বর্ণস্য তকারস্য যোগে সতি ততং বীণাদিবাদ্যমিতি প্রশ্নার্থঃ কর্ণবেদ্যং কিমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ চতুর্থবর্ণস্য রু কারস্য যোগে সতি রুতং শব্দমিতি প্রশ্নার্থঃ। সখ্যঃ কিং শ্রোতুং নিলীনাঃ সত্যস্তিষ্ঠন্তীতি সুরতরুতমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥৪৬॥

ফলতঃ তোমার (ত-কার) প্রহেলিকার উত্তর-লব্ধ (সুরত-রুত) যথাক্রমে বর্ণের শেষে তাহার অন্ত্যাক্ষর সংযোগ করিয়া আমার প্রশ্ন-বীথীর উত্তর দাও ॥৪৫॥

এক্ষণে আমার সেই প্রহেলী ভাল করিয়া শুন—গৃহী কি ইচ্ছা করে? যুবার বাঞ্ছিত কি? চারু বাদ্য কি? কর্ণ-বেদ্য কি? এবং সখীগণ কি শুনিবার জন্য লতাজালে নিলীনা হইয়া থাকে, তাহা নির্ব্বিবাদে বল। প্রশ্নার্থ যথা—গৃহী কি ইচ্ছা করে?—এই প্রশ্নে "সুরত রুত" পদের অন্তস্থিত ত-কারের সহিত আদ্য বর্ণ 'সু' যোগে "সুত" ইচ্ছা করে। যুবার বাঞ্ছিত কি? এই প্রশ্নে অন্তস্থিত ত কারের সহিত দ্বিতীয় বর্ণ "র" কার যোগে "রত" অর্থাৎ রমণই বাঞ্ছিত। চারুবাদ্য কি? প্রশ্নে অন্তের ত কারের সহিত তৃতীয় বর্ণ ত কার সংযোগে "তত" বীণাদি বাদ্য বুঝায়। কর্ণ বেদ্য কি? প্রশ্নে অন্তস্থ তকারের সহিত চতুর্থ বর্ণ "রু" সংযোগে "রুত" অর্থাৎ শব্দ। এবং সখীগণ কি শুনিবার জন্য লুকাইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে ॥৪৬॥

অভজত দর্পকঃ সললনোঽপি তদায় মহা-
মদনশর-প্রহার-বিধুরো বহুমোহ মহো ॥৬২॥
অথ ললিতাদি কণ্ঠ-মিলনাৎ কিল গান-ধুরাং
নটনমপি প্রতি প্রিয়তমা-দ্বয়-মধ্যগতঃ।
বিনিহিত তত্তদংসভুজ এব জবেন যদা—
রভত বিধাতু মদ্ভুত বিলাস-কলা-জলধিঃ ॥৬৩॥
বাদিত্র রাগস্বর মূর্চ্ছনাশ্রুতি-
গ্রাম-ক্রিয়াহস্তকতাল-দেবতাঃ।
স্ব স্ব ক্রিয়াশ্চক্রু রুদিত্য সম্ভ্রমা-
ন্মূর্ত্তাঃ প্রতীতা ইব তর্হি সংহতাঃ ॥৬৪॥

ললনয়া রত্যাসহ বর্ত্তমানাঃ কন্দর্পঃ প্রাকৃতকন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাকৃতমহাকন্দর্পস্য শর প্রহারেণ বিধুরো দুঃখিত সন্ মহামোহং অভজত ॥৬২॥

অথানন্তরং প্রতিপ্রিয়তমেতি দ্বি দ্বি প্রিয়তময়োর্মধ্যগতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিনিহিতা অর্পিতা তাসাং তাসাং স্কন্ধদেশে ভুজা যেন তথাভূতঃ সন্ ললিতাদি কণ্ঠস্বর মিলনাদ্ধেতো গানাতিশয়ং এবং নৃত্যমপি বিধাতুং কর্ত্তুং যদারভত তর্হি তদৈব বাদ্যাদ্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাঃ স্ব স্ব ক্রিয়াশ্চক্রুরিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥৬৩॥

ক্রিয়া গান শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা বাদ্যাদীনামবান্তর ক্রিয়া। তেষমধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ অলক্ষিতাঃ সত্যঃ উদিত্য উদয়ং কৃত্বা স্ব স্ব বাদ্যাদি ক্রিয়াশ্চক্রুঃ ॥৬৪॥

মহাকন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের শর-প্রহারে ব্যথিত হইয়া মহামোহ প্রাপ্ত হইল ॥৬২॥

অনন্তর এই অদ্ভুত বিলাস-বৈদগ্ধি-সাগর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীবদ্ধা প্রত্যেক প্রিয়তমাদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া তাঁহাদের স্কন্ধদেশে ভুজদণ্ড অর্পণপূর্ব্বক যৎকালে ললিতাদি সখীগণের কণ্ঠস্বর মিলনে অত্যুচ্চ গান ও সবেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৩॥

সেই সময়ে বাদ্য, রাগ, স্বর, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, গ্রাম, ক্রিয়া, হস্তক, তালাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল, অলক্ষিতভাবে তথায় উদিত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহারা যেন মূর্ত্তিমতীরূপে সংমিলিত, এইরূপ প্রতীত হইতে লাগিল ॥৬৪॥

(যুগ্মকং)

কচ্ছপিকাভিস্তত্র মৃদঙ্গে-
ষ্বনুপদমুদয়তি নব নব নিনদে ।
নৃত্যগতীঃ ক্বাপ্যশ্রুতদৃষ্টা
বিদধতি সহযুবতিভিরঘ-মথনে ।
থৈ তথ থৈয়া তা তথ থৈয়া
দৃমিকি দৃমিকি তৃকি তৃকি তৃকি তৃকিথা ।
ইত্থমুদীয়ুস্তালতরঙ্গা-
মধুর বদন-সরসিজ-কুল-কলিতাঃ ।।৬৫।।
কঙ্কণ কিঙ্কিণ্যাদ্যলিবাদ্যৈ
র্ঝণদিতি ঝণদিতি মধুরিমলহরীং ।

কচ্ছপিকাভির্বীণাভিঃ সহ মৃদঙ্গেষু অনুপদং প্রতিক্ষণং নব নব শব্দে উদয়তি সতি অঘ-মথনে শ্রীকৃষ্ণে অশ্রুতদৃষ্টা নৃত্যগতিঃ যুবতিভিঃ সহ বিদধতি কুর্ব্বতি সতি । থৈ তথথৈয়া ইত্যাদি তাল-তরঙ্গাঃ তালবোধকোদ্ঘটন শব্দাঃ মধুর বদন-কমল সমূহৈঃ কলিতা উৎপন্নং উদীয়ুঃ উদয়ং প্রাপ্নুযুঃ ॥৬৫॥

ইদানীং গোপীশ্রেণীং স্বর্ণবল্লীত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য তাসাং কঙ্কণ-কিঙ্কিণ্যাদি ধ্বনিং ভ্রমরঝঙ্কারত্বেন মনাংসি চ পুষ্পত্বেনোৎপ্রেক্ষতে । গোপীরূপাঃ কাঞ্চন-বল্ল্যঃ কঙ্কণ কিঙ্কিণ্যাদিরূপা আলয় এব বাদ্যাঃ বাদ্যাশ্রয়োঽপি বাদ্যপদেনোচ্যতে ।

বীণাসমূহের সহিত মৃদঙ্গসকলের প্রতিক্ষণে নব নব মধুর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে সঙ্গে অঘমথন শ্রীকৃষ্ণও ব্রজযুবতীগণের সহিত অশ্রুত অদৃষ্টপূর্ব্বা নৃত্যগীতি আরম্ভ করিলেন । তখন "থৈ তথ থৈয়া তা তথ থৈয়া দৃমিকি দৃমিকি ত্রিকি ত্রিকি ত্রিকি ত্রিকিথা"—এই প্রকার তালতরঙ্গ অর্থাৎ তালবোধক শব্দতরঙ্গ তাঁহাদের মধুর বদন-কমল সমূহ হইতে সমুত্থিত হইতে লাগিল ।।৬৫॥

নৃত্যকালে সেই গোপীগণের কঙ্কণ-কিঙ্কিণী প্রভৃতি ভূষণ সমূহ "ঝনাৎ ঝনাৎ" শব্দে এক অপূর্ব্ব মধুরিমার লহরী তুলিয়া শব্দিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা সকলেই তৎকালোৎপন্ন শুচিরসে

কাঞ্চণভেজুঃ কাঞ্চনবল্ল্যঃ
কিমুদিত শুচিরস মৃদুলসুমনসঃ ॥৬৬॥
কিং সুষমাজ্জেরেত্য বিরেজুঃ
স্মরকৃত-মথনরভসভরজনিতাঃ।
লক্ষ্ম্য ইমাঃ স্বাং কীর্ত্তিমচৈষু
র্বিবিধিজগদবিদিত নটন পটিমভিঃ ॥৬৭॥
ন বিদ্যুদভ্রৈঃ কনকেন্দ্ররত্নৈ
র্ন বা ন বা চম্পকনীলপঙ্কজৈঃ।

চতুর্ব্বিধমিদং বাদ্যমিত্যমরোক্তেঃ। তথা চ তাদৃশালিবাদ্যৈর্জাতা ঝণদিতি ঝণদিতি কাঞ্চন-মধুরিমলহরীং কিং ভেজুঃ। কথম্ভূতাঃ তৎকালোৎপন্ন শৃঙ্গার-রসরূপ জলেন মৃদুলানি শোভন মনাংস্যেব সুমনাংসি পুষ্পাণি যস্তাং তাং ॥৬৬॥

উৎপ্রেক্ষ্যান্তরমাহ। শোভাসমুদ্রসা কন্দর্পকৃত মথনবেগাতিশয়েন জনিতাঃ ইমা গোপীরূপা লক্ষ্ম্যঃ অত্রাগত্য কিং বিরেজুঃ? বিধিনির্ম্মিতঃ জগদ্বর্ত্তিজনৈ-রজ্ঞাতনৃত্যচাতুর্য্যৈঃ করণৈঃ স্বাংকীর্ত্তিং অচৈষুঃ চয়নং কৃতবত্যঃ ॥৬৭॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণঘটিত গোপীশ্রেণীং কেসর মৃগমদলিপ্তরসময় গোলিকা নির্ম্মিত জপমালাত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। সা গোপী শ্রেণী রূপা মালা বিদ্যুন্মেঘৈর্নির্ম্মিতা

সুমনা অর্থাৎ শোভন মনবিশিষ্ট হইলেন। ফলতঃ তখন বোধ হইল যেন গোপীগণরূপ কনক-লতায় শৃঙ্গার রসময় সুমন অর্থাৎ পুষ্পরাজি বিকশিত হইয়াছে আর তাহাতে কাঞ্চনাদির শব্দ ভ্রমর-ঝঙ্কাররূপে শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥৬৬॥

কিম্বা কন্দর্প কর্ত্তৃক শোভাসমুদ্র অতি বেগে বিমথিত হওয়ায় তাহাতে এই গোপীরূপা লক্ষ্মীগণ উদ্ভূত হইয়াই যেন এই রাস-মণ্ডলে আগমন করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং বিধাতা-নির্ম্মিত জগজ্জনের অজ্ঞাত নৃত্যচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে-ছেন ॥৬৭॥

আহা! এই যে উঁহারা মণ্ডলাকারে মালার ন্যায় শোভা পাইতে-ছেন,—ইঁহারাই কি কন্দর্পের জপমালা স্বরূপ। ইহা ত বিদ্যুৎ ও

রসৈস্তু কাশ্মীর মদাঞ্চিতৈঃ সা
মালৈব রেজে স্মরজপ্যমালা ॥৬৮॥
হস্তকশস্ত পদার্থ বিভেদ
খ্যাপন তালগতিক্রম নাট্যাৎ।
যে পরিরম্ভ কুচগ্রহ চুম্বা-
স্তেন ততঃ পৃথগাসত রাসাৎ ॥৬৯॥
ত্বদ্‌বদনং সদনং লবনিম্নাং
তত্র চ হস্ত! দৃগন্ত বিলাসাঃ।

ন ভবতি। নবা স্বর্ণেন্দ্রনীলরত্ন-নির্ম্মিতা ভবতি। ন বা চম্পকনীলকমলৈ নির্ম্মিতা কন্দর্পস্য জপ্যমালা সতি রেজে ॥৬৮॥

রাসাঙ্গৈরপি সম্ভোগাঙ্গান্যপি সিদ্ধানীত্যাহ। যে আলিঙ্গন কুচগ্রহণ চুম্বাস্তে রাসাৎ পৃথক্ ন আসত। রাসাৎ কথম্ভূতাৎ হস্তকেনাভিনয়বিষয়ীকৃতা যে প্রশস্ত চন্দ্রকমলাদি পদার্থ প্রভেদাস্তেষাং খ্যাপনং এবং তালগতীনাং ক্রমেণ নাট্যং চ যত্র তস্মাৎ ॥৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণঃ আহ। হে সুন্দরি! ত্বদ্ বদনং লাবণ্য গৃহং তত্র বদনে কটাক্ষ বিলাসাঃ সন্তি। হস্ত হর্ষে। তেষু দৃগন্তবিলাসেষু তাঃ সকলাঃ কামকলা অনুপমাং শোভামুপজগ্মুঃ প্রাপুঃ ॥৭০॥

মেঘ দ্বারা নির্ম্মিত নহে, বা স্বর্ণ ও ইন্দ্রানীলমণি-নির্ম্মিতা বলিয়া ত বোধ হয় না, কিম্বা চম্পক ও নীলাম্বুজ-দ্বারাও নির্ম্মিত নহে, সুতরাং এই জপমালা কুঙ্কুম ও মৃগমদ-লিপ্ত উজ্জ্বল রসের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে ॥৬৮॥

এই রাসাঙ্গের দ্বারা তাঁহাদের তখন সম্ভোগাঙ্গও সিদ্ধ হইতে লাগিল। যে রাসে অভিনয়ের বিষয়ীভূত প্রশস্ত চন্দ্র-কমলাদি পদার্থের প্রভেদ খ্যাপন এবং তালগতিক্রমে নাট্যরঙ্গ আছে সেই রাসবিলাস হইতে আলিঙ্গন, বক্ষোজ-গ্রহণ ও চুম্বনাদি সম্ভোগাঙ্গ সকল পৃথক পৃথক হইল না ॥৬৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদনমাধুরী বর্ণনা করিয়া গান করিতে

তেষ্বসমাং * সুষমামুপজগ্মুঃ
সুন্দরি! কামকলাঃ সকলাস্তাঃ ॥৭০॥
কান্তে! ত্বদাস্যোদয় দত্তমিন্দু
মৃগচ্ছলাদ্দুর্যশ এব ধত্তে।
জনোপহাসাসহনোঽথ বা কিং
দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরলং জঘাস ॥৭১॥

হে কান্তে! ত্বন্মুখোদয়েন দত্তং দুর্যশ এব চন্দ্রঃ মৃগচ্ছলাৎ ধত্তে। কুষ্ঠী জনো যথা স্বগাত্রস্থং শ্বিত্রং ক্ষতাদিচিহ্নখ্যাপনেন আচ্ছাদয়তি তথা চন্দ্রোঽপি স্বস্থিতং দুর্যশঃ মৃগচিহ্নখ্যাপনেনাচ্ছাদয়তীত্যর্থঃ। অথবা জনানামুপহাসেনা-সহনোঽসহিষ্ণুঃ সন্ মরণাকাঙ্ক্ষয়া দ্বিজশ্চন্দ্রঃ পক্ষে ব্রাহ্মণোঽপি ভূত্বা গরলং জঘাস বুভুজে। ব্রাহ্মণস্য বিষভক্ষণমত্যন্ত নিষিদ্ধং তদপি কৃতং অমৃতময়ত্বেন মরণং চ ন ভবিষ্যত্যেতাদৃশজ্ঞানাভাবাৎ মূঢ়ঃ ॥৭১॥

লাগিলেন—"সুন্দরি! তোমার ঐ বদনখানি নিখিল লাবণ্যের আবাস স্বরূপ, আ মরি! উহাতেই কটাক্ষ সমূহ বিলসিত রহিয়াছে,—এবং সেই দৃগন্ত বিলাসেই কামকলা অনুপমা সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছে॥৭০॥

হে কান্তে! তোমার ঐ অকলঙ্ক বদন-চাঁদের উদয় দেখিয়া ঐ দেখ, গগণ-চাঁদ স্বীয় দুর্যশ ঢাকিবার ছলে মৃগলাঞ্ছন ধারণ করিয়াছে। কুষ্ঠীজন যেরূপ স্বীয় গাত্রস্থ শ্বিত্রকে (শ্বেত কুষ্ঠকে) ক্ষত চিহ্ন বলিয়া আচ্ছাদন করে সেইরূপ ঐ চন্দ্রও স্বীয় দুর্যশকে মৃগচিহ্ন ধারণ ছলে আচ্ছাদন করিয়াছে। অথবা লোকের উপহাস সহনে অসহিষ্ণু হইয়া আত্মহত্যা করিবার অভিলাষে ঐ মূঢ় দ্বিজ (চন্দ্র পক্ষে ব্রাহ্মণ) হইয়াও যেন গরল পান করিয়াছে। কিন্তু জানে না নিজে অমৃতময়, বিষপানেও মরণ হইবে না, এই জ্ঞানাভাবের কারণই উহাকে মূঢ় বলিতেছি। ব্রাহ্মণ পক্ষে—আত্মহত্যা উদ্দেশ্যে বিষপান অতি গর্হিত॥৭১॥

* অসমামিত্যত্র অনুপমামিতি পাঠস্তু টীকাকৃতাং সম্মতঃ।

ইত্যঘ দমনোঽগায়ৎ কান্তাং তাং সরিগমপৈ-
সাপ্যতি চতুরা গীতাস্তৈস্তৈস্তং কিমু ন জগৌ।
তত্র তু যদভূৎ সম্বুদ্ধ্যন্ত তৎপদ মনয়া
গীয়ত রভসাদন্ত ন্যস্তাদ্যস্বর সুরসং ॥৭২॥
মণ্ডল-রচনাং তাসামস্যন্নাহ স কুতুকী
নৃত্যত মহিলা একৈকশ্যেনাদ্ভুত মধুনা।

ইতি অনেন প্রকারেণ কৃষ্ণঃকান্তামগায়ৎ। সাপি কান্তাপি সরিগমপৈঃ ষড়্জর্ষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চমৈঃ স্বরৈঃ কান্তেন গীতৈস্তৈস্তৈঃ পদৈশ্চ তং কান্ত-কান্তমেব কিং ন জগৌ যতোঽতি চতুরা। চাতুর্য্যমেবাহ। "সুন্দরি" ইতি "কান্তে" ইতি যৎ সম্বুদ্ধ্যন্তং পদং শ্রীকৃষ্ণেন গীতং তদেবান্তে ন্যস্তেনাদ্য স্বরেণা কারেণ সুরসং সৎ অনয়া রভসাৎ বেগাৎ অগীয়ত। "সুন্দরি" ইত্যত্র "সুন্দর" "কান্তে" ইত্যত্র "কান্ত" ইতি। পক্ষে সম্যক্ বুদ্ধেরন্তঃ অবধির্যত্র তৎপদং। অন্তে ন্যস্তেনাদ্যস্বরেণ ষড়জেন স্বরেণ সুরসং কৃত্বা অগীয়ত ॥৭২॥

স কুতকী কৃষ্ণঃ তাসাং মণ্ডলরচতাং অস্যন্ দূরীকুর্ব্বন্ সন্ আহ। হে মহিলাঃ সুন্দরী স্ত্রিয়ঃ অধুনা একৈকশো ভাবঃ একৈকশ্যং একৈকত্বেনেতি

এই প্রকারে অঘদমন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার বদন-মাধুরী গান করিলে অতি চতুরা শ্রীরাধাও "সা রি গা মা প" অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গীত পদাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই সেই পদগুলির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বদন মহিমা গান করিলেন। পূর্ব্বোক্ত গীতদ্বয়ের মধ্যে "সুন্দরি! ও কান্তে!" এই দুইটি সম্বোধনান্ত পদের অন্তস্থিত বর্ণকে এ কারের পরিবর্ত্তে আদ্যস্বর অকার সংযোগে সুরসা করিয়া অথবা পক্ষান্তরে যাহাতে সম্যক্ বুদ্ধির অবধি বিদ্যমান সেই পদকে আদ্যস্বর অর্থাৎ ষড়্জ স্বরে সুরস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন মাধুরী অতি উচ্চে গান করিলেন ॥৭২।

অতঃপর কুতুকী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণের মণ্ডলী-বন্ধন বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—"হে সুন্দরীগণ! তোমরা এক্ষণে

ওমিতি ললিতা তাম্বাদৌ স, ব্যঞ্জিতপটিমা
থিদ্ধী দ্রাঁদ্রাদ্রাং কুটু তৃকি থেত্যুদ্ভট মনটৎ ॥৭৩॥
ইত্থং বিশাখাদিসখী ততেঃ ক্রমাৎ
পৃথক্ পৃথঙ্‌নাট্যকলা বিদগ্ধতাং।
আস্বাদয়ন্ মুর্দ্ধ-বিধুননৈর্মুহুঃ
কান্তঃ সকান্তঃ সফলী চকারতাং ॥৭৪॥
তাঃ সভ্যত্বং দধুরথ নিখিলাঃ
সখ্যঃ কাশ্চিজ্জগুরতি মধুরং।

যাবৎ। তথা চ একৈকস্ব সমখ্যয়া বিশিষ্টা যুয়ং নৃত্যত। বিশেষণে তৃতীয়া। তাসু মধ্যে আদৌ ললিতা ওমিতি স্বীকৃত্য ব্যঞ্জিতং ব্যক্তী কৃতং নৃত্যে চাতুর্য্যং যয়া তথাভূতা সতী ধিদ্ধীত্যাদি তাল-বোধকানুকরণ শব্দং প্রকাশ্য উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা অনটৎ ॥৭৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ বিশাখাদি সখীশ্রেণ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ নাট্য-কলা-বৈদগ্ধীঃ কান্তয়া সহ বর্ত্তমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মস্তকবিধুননৈঃ করণৈর্মুহুরাস্বাদয়ন্ তাং বৈদগ্ধীং সফলীচকার ॥৭৪॥

অথ সখীনাং নৃত্যানন্তরং মৃদঙ্গধ্বনিনা ধৃতো রভসো বেগো যাভ্যাং তথাভূতৌ

একে একে অদ্ভুত নৃত্য কর, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রীললিতাই প্রথমতঃ তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া নৃত্য কলা প্রকটন করিতে করিতে—"ধিক্ ধিক্ দ্রাং দ্রাং দ্রাং কুটু ত্রিকি থা" এই তালবোধক অনুকরণ শব্দ প্রকাশ করিয়া উদ্ভট নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৩॥

এই প্রকারে বিশাখাদি সখীগণ পৃথক্ পৃথক্ যে নাট্যকলা-বৈদগ্ধী প্রকাশ করিলেন তাহা প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্মুহু মস্তক সঞ্চালনে অনুমোদন পূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া সেই বৈদগ্ধী সফলীকৃত করিলেন ॥৭৪॥

অনন্তর সমস্ত সখীবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৃত্যাস্বাদনকারিণী সভ্য হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সখী অতি মধুর গান করিতে

তত্রানদ্ধধ্বনি ধৃতরভসৌ
রাধাকৃষ্ণৌ ননৃততুরতুলং ॥৭৫॥
তত্তা ধি দ্ধৌ ততি কট ঘৃঘিত-
তত্তাধিদ্ধী ততিকট ঘৃঘিতৎ।
ইত্যন্বাস্যাম্বুজযুগমনটন্
বর্ণাঃ কর্ণামৃত সম মধুরাঃ ॥৭৬॥
পরস্পরোপাত্ত করাব্জয়োস্তয়ো
ভুর্জোদ্ধতিদ্যোতিত রত্ন-ভূষয়োঃ।
তাটঙ্কতারল্যধুরোরীকৃতা
জ্যোৎস্না মুখেন্দু স্নপয়ন্ত্য আবভুঃ ॥৭৭॥

রাধাকৃষ্ণৌ অতুলং যথাস্যাৎ ননৃতুঃ। তাঃ সখ্যস্তু সভ্যত্বং নৃত্যাস্বাদনকর্ত্রীত্বং দধঃ। তাসাং মধ্যে কাশ্চিৎ সখ্যো জগুঃ ॥৭৫॥

তত্তা ধিদ্ধৌত্যাদি তালবোধক বর্ণাঃ অন্যাস্যাম্বুজযুগং আস্যকমলযুগে আনটন্ কথম্ভূতাঃ কর্ণানামমৃতসম মধুরাঃ ॥৭৬॥

পরস্পরং গৃহীতং করাব্জং যাভ্যাং তথাভূতয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ ভুজকম্পনেন দ্যোতিতানি কান্ত্যুচ্ছলনেন প্রকাশিতানি হস্তস্থরত্নভূষণানি যয়োস্তয়োঃ মুখচন্দ্রো বক্ষনৃত্যসময়ে তাটঙ্কানাং কুণ্ডলানাং চাঞ্চল্যাতিশয়েন উরসীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ জ্যোৎস্নাঃ কর্ত্র্যঃ স্নপয়ন্ত্যঃ সত্যঃ আবভুঃ ॥৭৭॥

লাগিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মৃদঙ্গ ধ্বনির সহিত সবেগে অতুলনীয়রূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

এবং "তৎতা ধিৎধী, ততি কট ঘৃঘিত, তৎতা ধিৎধী ততি কট ঘৃঘিতৎ" এই তালবোধক কর্ণামৃত তুল্য সুমধুর বর্ণ সমূহও তাঁহাদের বদনাম্বুজ যুগলে নৃত্য করিতে লাগিল অর্থাৎ তাঁহারা মুখেও ঐরূপ তালবোধক বর্ণসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

তারপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের করাম্বুজ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ভুজ-কম্পনের দ্বারা হস্তস্থিত রত্নভূষণের কান্তি উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশিত হইল এবং কর্ণশোভি কুণ্ডল যুগলের অতি

মিথো হস্তালম্বার্পিত তনুভরৌ তৌ তথা বেগনুন্নৌ
জুঘূর্ণাতে যেন স্মরঘটকৃতো রত্নচক্রৈকরূপং।
তদাগাতাং বেণীদ্বয়মপি তয়োঃ পৃষ্ঠসঙ্গং বিহায়
ভ্রমন্নীল শ্রীমৎ পরিধিবরতাং তদ্বহিঃ প্রাপ্য রেজে ॥৭৮॥
ততস্তালোপান্তং সময়মনু তাবঙ্গুলিগ্রন্থি মুক্তৌ
পৃথঙ্নানাভেদ সমমনটতাং দুর্গমার্গাধিরোহং।

অধুনা পরস্পরং হস্তাবলম্বং কৃত্বা ভ্রমণ-কৌশলেন তয়োশ্চক্রাকৃতি নৃত্য মাহ। পরস্পর হস্তাবলম্বে অর্পিতভরৌ যাভ্যাং তথাভূতৌ রাধাকৃষ্ণৌ বেগেন নুন্নৌ প্রেরিতৌ সন্তৌ তথা জুঘূর্ণাতে ভ্রমণং চক্রতুঃ। যেন ভ্রমণেন কন্দর্পরূপ ঘটকৃতঃ কুম্ভকারস্য পীতনীল রত্নময় চক্রৈকরূপং অগাতাং প্রাপতুঃ। তদা তাদৃশ ভ্রমণ সময়ে তয়োর্বেণীদ্বয়মপি ভ্রমৎ সৎ পৃষ্ঠসঙ্গং বিহায় নীলশোভাযুক্ত-পরিধিবরতাং মণ্ডল-শ্রেষ্ঠতাং বহিঃ প্রাপ্য রেজে ॥৭৮॥

তদনন্তরং চক্রভ্রমি নৃত্যজনকোদ্ভূত তালস্যোপান্তং তাল সমাপ্ত্যব্যবহিত পূর্ব্বসমীপসময়মনুলক্ষীকৃত্য তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অঙ্গুলিগ্রন্থিতো মুক্তৌ সন্তৌ পৃথক্ নৃত্যানাং নানাভেদং যথাস্যাৎ সমং একদৈব দুর্গমার্গস্যাধিরোহো যত্র যথাস্যাত্তথা

চাঞ্চল্য বশতঃ যে কান্তি-কৌমুদী স্ফুরিত হইতে লাগিল তাহাতে তাঁহাদের শ্রীমুখ-চন্দ্রযুগল অভিষিক্ত হইল ॥৭৭॥

পরে পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক দেহভার অর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতি বেগে চক্রাকারে ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন কন্দর্পরূপ কুম্ভকারের পীত-নীল-রত্নময় চক্রদুটী এক হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে এবং সেই ভ্রমণ সময়ে উভয়ের বেণীদ্বয় পৃষ্ঠ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে নীল শোভাযুক্ত পরিধিবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৭৮॥

তদনন্তর চক্র-ভ্রমি নৃত্যোচিত তাল-সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় উপস্থিত হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অঙ্গুলি-গ্রন্থি মুক্ত করিয়া এককালে পৃথক্ নৃত্যের নানাভেদ ও দুর্গ-মার্গাধিরোহ রূপ দুর্গম নৃত্য পারিপাট্য সূচিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাল সমাপ্ত

সমাপ্তো তু শ্রেষ্ঠোরসি হরিরধাদ্দক্ষিণং পাণিপদ্মং
স্ববামেনৈতেন স্পৃশদিব কুচং বারিতং তত্তয়াপি ॥৭৯॥

কাচিত্তদা বিজয়তি স্ম ভূষা-
ব্যত্যাসমস্তত্যপরা লিলেপ।
শ্রীখণ্ড-কর্পূররসৈ স্তদঙ্গা-
ন্যেকাস্তয়োরর্পয়তি স্ম বীটীঃ ॥৮০॥

লিহন্ত্যর্ব্বাচীনা নিজরসনয়া রাসং কথং তং হঠা-
ন্নগীর্যত্রেশানা সফলিতদৃশাং তাৎকালিকানা মপি।

অনটতাং। তালসমাপ্তি সময়ে তু শ্রীরাধিকায়া উরসি বক্ষ-স্থলে দক্ষিণং পাণিপদ্মং অধাৎ দধার। তস্মিন্ সময়ে তয়া রাধয়াপি বামেন এতেন পাণিপদ্মেন স্বকুচং স্পৃশদিব তৎ কৃষ্ণস্য পাণি-পদ্মং বারিতং। তথা চ পরস্পরং সম্মুখতয়া নৃত্য সময়ে যদা শ্রীকৃষ্ণঃ তালসমাপ্তিমিষেণ দক্ষিণ-হস্তেন কুচং স্পৃশতি তদৈব তয়াপি তালসমাপ্তিমিষেণ পাণিপদ্মং বারিত মিত্যর্থঃ ॥৭৭॥

তদা নৃত্য সমাপ্ত্যনন্তরং কাচিৎ সখী তৌ বীজবতিস্ম। কাচিৎ অঙ্গদহারাদি ভূষাণাং ব্যস্ততাং অস্যতো দূরীকুর্ব্বতো চন্দন কর্পূররসৈস্তয়োরঙ্গানি লিলেপ। একা তয়োরাস্যয়োর্বীটীঃ অর্পয়তিস্ম ॥৮০॥

অধুনা প্রেমভক্তিং বিনা রাসবর্ণনং ন সম্ভবেদিত্যাহ। অর্ব্বাচীনা আধু-

---

সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ কর-কমল অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই শ্রীরাধিকাও তাল সমাপ্তির ছলে বাম কর-কমল দ্বারা স্বীয় পয়োধর স্পর্শণোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের সেই দক্ষিণ কর-পদ্ম ধারণপূর্ব্বক নিবারিত করিলেন ॥৭৯॥

এইরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নৃত্যলীলা সমাপনান্তর উপবেশন করিলে, কোন সখী তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, কোন সখী নৃত্য-কালে বিপর্য্যস্ত অঙ্গদ হারাদি ভূষণ-নিচয়ের সুবিন্যাস করিয়া তাঁহাদের তনুযুগলে চন্দন কর্পূরাদি-রস লেপন করিতে লাগিলেন। কোন সখী তাঁহাদের বদন-কমলে তাম্বূল বীটী অর্পণ করিলেন ॥৮০॥

প্রভুস্তং প্রেমা চেৎকমপি চতুরং স্বাধারমাখ্যাপয়ে
ত্তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপহৃতধিয়া তেনাপি বর্ণ্যো নসঃ ॥৮১॥
কিন্তুশক্তিরতুলা কৃপা তয়োঃ
সা স্বয়ং শুকমুখেন্দুনা জগৎ।

নিকা জনাঃ স্ব-রসনয়া তং রাসং কথং হঠাৎ লিহন্তু বর্ণয়ন্ত্বিতি যাবৎ। তাৎ-কালিকানাং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটলীলোৎপন্নানাং অতএব তাদৃশলীলাদর্শনেন সফলিত দৃশাং গীর্ব্বচনং যত্র রাসবর্ণনেন ঈশানা ন সমর্থা। প্রেমা যদি কৃপয়া প্রভূর্ভবতি তদা স্বাশ্রয়ীভূতং কমপি চতুরং জনং তং রাসং আখ্যাপয়েৎ ব্যাখ্যাতুং বক্তুং প্রেরয়েৎ। তথাচ প্রেমভক্তিং বিনা রাসবর্ণনং ন ভবেদিতি ভাবঃ। তদীয়ৈঃ রাসসম্বন্ধিভির্ম্মাধুর্য্যৈঃ প্রেমবৈবশ্যেন অপহৃতা ধীর্য্যস্য তেন জাতপ্রেম্না জনেনাপি স রাসো বর্ণ্যো ন ভবতি ॥৮১॥

কিন্তু তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরতুলা কৃপাশক্তিঃ শুকদেবস্য মুখরূপ চন্দ্রেণ জগৎ অলং অতিশয়েন দ্যোতয়ন্তী সতী যদি দিশং এক দেশং প্রেক্ষয়ৎ দিগদর্শনং

প্রেম ভক্তি ব্যতীত রাসলীলা বর্ণন কদাচ সম্ভব হয় না, ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—অর্ব্বাচীনগণ অর্থাৎ আধুনিক জনগণ কিরূপেই বা স্বীয় রসনা দ্বারা এই রাসলীলা সহসা আস্বাদন বা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা কালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশী লীলা দর্শন পূর্ব্বক নয়ন সফলীকৃত করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যও রাসলীলা বর্ণনে সমর্থ নহে। এমন কি স্বয়ং প্রেমও যদি কৃপাপূর্ব্বক প্রভু হইয়া স্বীয় আশ্রিত কোন চতুর জনকে রাসলীলা ব্যাখ্যা করিতে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেও রাসলীলা-মাধুর্য্যে প্রেম-বৈবশ্য বশতঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় সেই জাতপ্রেম ভক্তজনের দ্বারাও রাসলীলা বর্ণন সম্ভব হয় না। যেহেতু তাদৃশ প্রেমিক ভক্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ায় তাঁহার বর্ণন করিবার শক্তি থাকে না ॥৮১॥

কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলা কৃপাশক্তি শুকদেবের মুখচন্দ্রের দ্যুতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া যাহা দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন, সেই

স্তোতয়স্ত্যলমবৈক্ষয়দ্দিশং
ধাম বিন্দতি তয়ৈব সেক্ষণঃ ॥৮২॥

—:•:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে রাস-বিলাসাস্বাদনো
নামৈকোনবিংশঃ সর্গঃ ॥

কারয়ামাসেত্যর্থঃ তদা তয়ৈব দিশা সেক্ষণঃ ঈক্ষণেন জ্ঞানেন সহ বর্ত্তমানো ধাম রাস স্বরূপং বিন্দতি প্রাপ্নোতি।

সমাপ্তোঽয়মেকোনবিংশঃ সর্গঃ।

দিগ্ দর্শন দ্বারা সুবিজ্ঞজন সেই রাসস্বরূপ অবশ্য বিদিত হইয়া থাকেন ॥৮২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে রাসলীলাস্বাদন
নাম ঊনবিংশ সর্গ ॥১৯॥

বিংশঃ সর্গঃ।

—:০:—

অথ প্রবন্ধাননুসৃত্য চিত্রং
তৌর্য্যত্রিকং সাধু বিধায় কান্তাঃ।
বিহৃত্য কৃষ্ণাবনয়োর্নয়োঢ়
স্বস্বাঙ্গবেশা বিবিশু নিকুঞ্জং ॥১॥
খর্জুর-রম্ভা-পনসাম্র-জম্বু
প্রভৃত্যতি স্বাদু ফলানি বৃন্দা।
আহৃত্য তত্তৎ দ্যুতি সৌরভাভ্যা-
মস্তাবয়ত্তদ্বদ গানধীশৌ ॥২॥

অথানন্তরং কান্তশ্চ কান্তাশ্চ কান্তাঃ শ্রীকৃষ্ণ সহিত ব্রজসুন্দর্য্যঃ অনেকতাল মিলনাৎ জাতান্ প্রবন্ধান্ অনুসৃত্য আশ্চর্য্য তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদিত্রা-দিকং সাধু বিধায় কৃত্বা পশ্চাৎ কৃষ্ণয়া যমুনাম্না বনয়োঃ জলস্থলয়োঃ অর্থাৎ যমুনায়াঃজলে যমুনায়াঃ কুলস্থলে চ বিহৃত্য নয়েন স্বস্বোচিতনীত্যা ঊঢ়া স্বীকৃতাঃ স্বস্বাঙ্গবেশা যাভিস্তানি কুঞ্জং বিবিশুঃ ॥১॥

বৃন্দা ফলানি আহৃত্য তেষাং তেষাং ফলানাং কান্তিসৌরভাভ্যাং তান্ তান্ অগান্ বৃক্ষান্ অধীশৌ রাধাকৃষ্ণৌ অস্তাবয়ৎ স্তবং কারয়ামাস ॥২॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণ বহুবিধ তালমিলনজাত প্রবন্ধের অনুসরণ পূর্ব্বক বিচিত্র নৃত্য গীত বাদ্যাদির সুবিধান করিয়া যমুনার জলে স্থলে বিহার করিলেন এবং সকলেই স্ব স্ব যোগ্য বেশ ধারণ করিয়া কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥১॥

তখন বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, রম্ভা, পনস, আম, জাম প্রভৃতি অতি স্বাদু ফল সকল তথায় আহরণ করিয়া আনিলেন। সেই সকল ফলের কান্তি ও সৌগন্ধে বিমোহিত হইয়া বৃন্দাবনের অধীশযুগল অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন ॥২॥

সখ্যঃ সমানৈষুরথাভিরস্যাঃ
কর্পূর কেল্যাদিতয়া প্রসিদ্ধাঃ।
পীযূষ পর্ব্বামৃত কেলীসীধু-
বিলাসকানঙ্গ-গুটীর্বটীস্তাঃ ॥৩॥
আস্বাদ্য তত্তৎ প্রিয়য়া সহাস্যঃ
সহাস্যমাস্যে দ্যুতিলব্ধলাস্যে।
দাস্যর্পিতাঃ স্বর্ণ-সুবর্ণ-পর্ণ-
বীটীর্দধে কুন্দরদো মুকুন্দঃ ॥৪॥
ধাত্রার্পিতো নীলনিধৌ নিধৌত
শচন্দ্রো নু মাধুর্য্যরসেন যোঽসৌ।

সখ্যস্তু গৃহাদানীতাঃ কর্পূর-কেল্যাদি পঞ্চবটকাঃ রাধাকৃষ্ণয়োরগ্রে সমানৈষুঃ আনীতবত্যঃ। কথম্ভূতাঃ অভিরস্যাঃ অভি সর্ব্বতো ভাবেন রসনীয়াঃ ॥৩॥

প্রিয়য়া সহ আস্যা উপবেশো যস্য। স্যাদাস্যা ত্বাসনা স্থিতিরিতি অমরঃ। তথাভূতঃ কৃষ্ণঃ সহাস্যং যথাস্যাত্তথা তত্তৎ বটকাদিকং আস্বাদ্য কান্তিভিলব্ধং লাস্যং নৃত্যং যত্র তথাভূতে আস্যে মুখে দাসীভিরর্পিতাঃ স্বর্ণবৎ সুষ্ঠুবর্ণ পর্ণ নির্ম্মিতাঃ বিটীর্দধার ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং বর্ণয়তি। বিধাত্রা শ্রীকৃষ্ণস্য স্কন্ধ পর্য্যন্তং শরীররূপ নীলনিধৌ অর্পিতো যশ্চন্দ্রো মাধুর্য্যরসেন নিতরাং ধৌতঃঅসৌ স্বান্তধৃত দন্তরূপ নক্ষত্র

অতঃপর ললিতাদি সখীগণ গৃহ হইতে আনীত কর্পূর-কেলি পীযূষ গ্রন্থি, অমৃতকেলি, সীধুবিলাস ও অনঙ্গগুটী এই পঞ্চপ্রকারের প্রসিদ্ধ বটক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিলেন ॥৩॥

প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট কুন্দদন্ত শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে সেই সকল বটকাদি আস্বাদন করিলেন এবং দাসীগণ স্বর্ণ-সুবর্ণ তাম্বূল-বীটিকা তাঁহার সুন্দর কান্তিময় বদনাম্বুজে অর্পণ করিলেন, তিনি চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখের এক অনুপম মাধুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরি! বিধাতা যদি নীলনিধির উপর মাধুর্য্যরসে ধৌত

স্বাস্তধ্বতোড়ুপ্রচয়োঽনুরাগে
স্তিম্যং স্তদীয়ানন তামগাৎ কিং ॥৫॥
ধৈর্য্যং তদাস্যাস্তিমিরী বভুব
ত্রপা নু ভেজে নলিনীবনীত্বং।
স্মারো বিকারঃ কুমুদায়িতোঽভূ-
দ্দৃগিন্দুকান্তেন দধার সাম্যং ॥৬॥

সমূহো যেন তথাভূতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপতাং কিং অগাৎ? কথংভূতঃ অনুরাগেঽস্মিন্ আর্দ্রোভবন্ ॥৫॥

যদা শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ চন্দ্রস্য উদয়ো বভুব তদা অস্যা রাধায়া অপি ধৈর্য্যং বভুব। ধৈর্য্যরূপান্ধকারস্য চন্দ্রোদয়নাশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অস্যা লজ্জাতু নলিনীবনীত্বং কমলিন্যাঃ ক্ষুদ্র বনত্বং ভেজে। চন্দ্রোদয়ে কমলিন্যা অপি ম্লানত্বং প্রত্যক্ষসিদ্ধং। তদানীং কন্দর্প বিকারঃ কুমুদ ইবাচরিতোঽভূৎ। চন্দ্রোদয়ে কুমুদং প্রফুল্লোভব তীতিভাবং। তস্যা দৃক্ নেত্রং চন্দ্রকান্তমণিনাসহ সাম্যং দধার। চন্দ্রোদয়ে সতি চন্দ্রকান্ত মণেরপি ধারা নিঃসরতি। তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রদর্শনাৎ শ্রীরাধিকায়া নেত্রাৎ আনন্দাশ্রুধারা নিঃসরতীতি ভাবঃ ॥৬॥

করিয়া চন্দ্র অর্পিত করেন আর সেই চন্দ্রের অভ্যন্তরে নক্ষত্রনিচয় অনুরাগের অরুণিমায় স্তিমিত হইয়া শোভা পায়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্বুল-রাগরঞ্জিত শ্রীমুখচন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? তাহাও ত বোধ হয় না ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ অন্ধকার তিরোহিত হইল, লজ্জা ক্ষুদ্র নলিনীবনের ন্যায় ম্লান পরিদৃষ্ট হইল, মদন-বিকার, চন্দ্রোদয়ে কুমুদ যেরূপ প্রফুল্ল হয় সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়ন দুটী চন্দ্রকান্তমণির তুল্য বোধ হইল অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণি হইতে যেরূপ জলধারা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শনে শ্রীরাধিকার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।৬॥

এষাং তরুণা মতি সূক্ষ্মপত্র
ছিদ্রচ্যুতাম্মারুত-বেল্লিতানাং।
লোলেক্ষণে! লোকয় চন্দ্রিকানাং
কণান্ জনান্মানয়তো মনোজং ॥৭॥
বৃন্দাবনস্যাপচিতিং বিধিৎসু-
র্যা যাঃ স্বভাসঃ প্রজিঘায় চন্দ্রঃ।
তাঃ কিং পলাশাবলি চালনীভিঃ
সংশোধ্য গৃহ্নাত্যনিলোহস্মদাপ্তঃ ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্তদা প্রিয়ায়াঃ কন্দর্পভাবোদ্গমং অনুমায় তাদৃশভাবপোষকং উদ্দীপনং দর্শয়তি। হে কন্দর্পভাবোৎপন্নচাঞ্চল্য-বিশিষ্টেক্ষণে! রাধে! এষাং পবনেন বেল্লিতানাং সঘনবৃক্ষাণাং পত্রাণাং পরস্পরং নিবিড় সংযোগাৎ সূক্ষ্মা পত্রছিদ্রান্তস্মাৎ চ্যুতান্ জ্যোৎস্নানাং কণান্ ত্বং অলোকয় পশ্য। কথংভূতান্ জনান্ মনোজং কন্দর্পং মানয়তঃ জ্ঞাপয়তঃ অনুভাবয়ত ইতি যাবৎ ॥৭॥

পত্রচ্ছিদ্রদ্বারা নিঃসৃত জ্যোৎস্না-কণাৎ সচ্ছিদ্র পত্রসমূহরূপ চালন্যা ছানিতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। বৃন্দাবনস্যাপচিতিং পরিচর্য্যাং কর্ত্তুমিচ্ছুশ্চন্দ্রঃ যাঃ যাঃ স্বজ্যোৎস্নাঃ প্রজিঘায় প্রস্থাপয়ামাস। হি গতৌ! প্রপূর্ব্বহিধাতুঃ প্রস্থাপনার্থকঃ। তা এব জ্যোৎস্না অস্মাকমাপ্তঃ পবনঃ। কিং পত্রশ্রেণীরূপ চালনীভিঃ সংশোধ্য ছানিতাঃ কৃত্বা গৃহ্নাতি ॥৮॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীমণি শ্রীরাধার কন্দর্প-ভাবোদ্গম অনুমান করিয়া তাদৃশ ভাব পোষক উদ্দীপন প্রদর্শন করিয়া কহিলেন —"হে চঞ্চলাক্ষি! রাধে! পবন-কম্পিত ঘন বৃক্ষশ্রেণীর পত্রাবলির পরস্পর নিবিড় সংযোগে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে জ্যোৎস্না-কণা সকল কেমন ঝরিয়া পড়িতেছে দেখ! উহা দেখিলে জনগণের মনোমধ্যে সহসা মদনানুভূতি জাগিয়া উঠে ॥৭॥

আহা! ঐ পত্র-ছিদ্রপথে নিঃসৃত জ্যোৎস্না-কণা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, সুধাংশু এই বৃন্দাবনের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত যে যে জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেই সকল জ্যোৎস্নাধারাকে

তৎ কৌসুমং তল্পমনল্প কৌশলং
কল্পদ্রু-কুঞ্জে ক্ষণ মাশ্রিতা বয়ং।
ভজাম বিশ্রামমিতি ব্রুবন্ ধৃত-
প্রিয়াকরঃ কেলিকলানিধির্ব্বভৌ ॥৯॥
(বিশেষকং)
স্ববাহুসন্দানিতকণ্ঠয়া তয়া
সংবিশ্য-পর্য্যঙ্কবরে হরৌস্থিতে।
তৎপাদ সম্বাহন শর্ম্ম কর্ম্মণাং
তৎ কিঙ্করীণাং সমপূরি বাঞ্ছিতং ॥১১॥

তত্তস্মাৎ হে প্রিয়ে! কল্পবৃক্ষস্য কুঞ্জে কুসুমতল্পং আশ্রিতা বয়ং ক্ষণং বিশ্রামং ভজাম ইতি ব্রুবন্ শয়নার্থং ধৃতঃ প্রিয়ায়াঃ করো যেন তথাভূত সন্ বভৌ ॥৯॥

স্বস্ত কৃষ্ণস্ত বামবাহুনা সন্দানিতো বদ্ধঃ কণ্ঠো যস্যাঃ তয়া প্রিয়য়া সহ পর্য্যঙ্কশ্রেষ্ঠে সংবিশ্য শায়িত্বা শ্রীকৃষ্ণে স্থিতে সতি তয়োঃ পাদসম্বাহনমেব সুখ রূপকর্ম্ম যাসাং তথাভূতানাং তস্যা রাধায়াঃ কিঙ্করীণাং কদা রাধা কৃষ্ণয়োঃ শয়নং ভবিষ্যতি কদা বা পাদসম্বাহনং প্রাপ্স্যাম ইতি বাঞ্ছিতং সমপূরি বভূব ॥১০॥

আমাদের আপ্তজন পবন ঐ পলাশাবলিরূপ চালুনীতে ছানিয়া সংশোধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন ॥৮॥

অতএব এস প্রাণাধিকে! আমরা এক্ষণে কল্পতরুকুঞ্জে প্রভূত কৌশলযুক্ত কুসুমতল্প আশ্রয় করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া কেলি-কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার কর ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন ।।৯।।

অনন্তর বাম বাহুদ্বারা প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই কুসুমপর্য্যঙ্কবরের উপর শয়ন করিলে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পাদসম্বাহন করাই যাঁহাদের সুখজনক কর্ম্ম, সেই শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ কখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিবেন কখন্ আমরা পাদ-সম্বাহন করিয়া সুখী হইব" এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মনের অভিলাষ, তাহা এতক্ষণে পূর্ণ হইল ॥১০॥

ঊর্ব্বোঃ স্বয়োঃ কানকপীঠয়োঃ ক্রমা-
ন্নিধায় পাদাম্বুরুহে নিজেশয়োঃ।
দ্বে দাসিকে তৎ-শয়নান্ত সঙ্গতে
দৃগ্বিন্দুভিঃ পাদ্যমিবোপজহ্রতুঃ ॥১১॥
উদ্ভিন্নরোমাঙ্কুর পালিরেব
প্রাপার্ঘ্যতাং কিন্তু তয়াপি শঙ্কাং।
তন্মার্দবালোচনয়া দধত্যৌ
পাণ্যম্বুজৈরার্চ্চয়তা মিবৈতে ॥১২॥

অধুনা কিঙ্করীণাং যে উরুদেশাস্তান্ স্বর্ণপীঠত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য সম্বাহনার্থং উরু দেশস্থিতানি তয়োঃ পাদকমলানি দেবতাত্বেন চরণস্পর্শ জন্য তাসামষ্টসাত্বিকং ষোড়শোপচার পূজা-সামগ্রী ঘটকত্বেনচোৎপ্রেক্ষ্যতে। নিজেশয়োঃ রাধা-কৃষ্ণয়োঃ পাদকমলেস্বর্ণনির্ম্মিতপীঠ স্বরূপয়ো স্বীয়োরুদেশয়োঃ ক্রমাৎ নিধায়দ্বে দাসিকে তয়োঃ শয়নস্থ শয্যায়া অন্তদেশং সঙ্গতে সম্বাহনার্থং প্রাপ্তে সত্যৌ আনন্দাশ্রুভিঃ করণৈঃ পাদ্যামিবোপজহ্রতুঃ ॥১১॥

উদ্ভিন্না উদ্গতা রোমাঙ্কুর-শ্রেণীরেবার্ঘ্যতাং প্রাপ। এতে কিঙ্কর্য্যৌ চরণা-য়োর্ম্মার্দবালোচনয়া তয়াপি উরুদেশস্থ রোমাঞ্চ শ্রেণ্যাপি চরণয়োর্ব্যথা ভবিষ্যতি ইতি শঙ্কাং দধত্যৌ স্বপাণিকমলৈরেবার্চ্চয়তামিব। তথাচ বেদনাশঙ্কয়া তয়োশ্চরণকমলে স্বীয়োরুদেশাৎ স্বপাণিকমলেযু দধতুরিত্যর্থঃ ॥১২॥

পূজক যেরূপ স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে পীঠোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেবাপরা কিঙ্করীদ্বয়ও শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজেশ্বরী ও নিজেশ্বর অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণ-কমলযুগলরূপ অভীষ্ট দেবতাকে স্বীয় উরুদেশরূপ স্বুবর্ণ পীঠে যথাক্রমে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ সাত্বিকবিকারোত্থ আনন্দাশ্রু-বিন্দু নিচয়কেই পাদ্যরূপে উপহার প্রদান করিলেন ॥১১॥

এবং উদ্ভিন্ন রোমাঙ্কুরশ্রেণীই তখন অর্ঘ্যরূপে প্রতিভাত হইল। কিন্তু তাহাতে কিঙ্করীদ্বয়ের মনোমধ্যে এক বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইল; তাঁহারা শ্রীচরণ-কমলের মৃদুতা আলোচনা করিয়া স্বীয় উরু-

গন্ধং তু কস্তূর্য্যমৃতাংশুপঙ্ক
র্ব্বক্ষঃ স্থলস্থৈরুপকল্প্য সদ্যঃ।
নিশ্বাসধূপেন খরত্ন দীপৈ-
রালোকমাল্যৈর্ধিস্মুতঃ স্ম নীত্যা ॥১৩॥
নৈবেদ্যতায়াং করকাবুরোজৌ
সংস্পর্শনেনাভিমতৌ বিধায়।

অধুনা আনন্দবৈবশ্যেন স্ববক্ষঃস্থলধৃতাভ্যাং চরণ-কমলাভ্যাং গন্ধোপহারমাহ। বক্ষঃস্থলস্থৈঃ কস্তূরীকর্পূরপঙ্কৈর্গন্ধং উপকল্প্য তয়োরানন্দাধিক্যজন্য শ্বাসাতিশয়া এব ধূপাস্তৈঃ। এবং নখরত্নান্যেব দীপাস্তৈঃ। এবং আলোকোঽবলোকনং তদ্রূপৈর্মাল্যৈশ্চ ষোড়শোপচারপূজাবোধক শাস্ত্রনীত্যা ধিস্মুতঃস্ম সুখয়তঃ স্ম ॥১৩॥

কদাচিৎ আনন্দাতিশয়েন স্তনোপরিধৃতাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং নৈবেদ্যোপহারমাহ। উরোজৌ তাসাং স্তনাবেব করকৌ দাড়িমৌ স্তনাভ্যাং সহ চরণ-কমলস্য স্পর্শেণ হেতুনা নৈবেদ্যতায়াং অভিমতৌ সম্মতৌ বিধায় কৃত্বা। তাসাং

দেশস্থ রোমাবলী দ্বারা শ্রীচরণের ব্যথা হইবে ভাবিয়া সেই শ্রীচরণ-কমলকে উরুদেশ হইতে উত্তোলিত করিয়া স্বকীয় করাম্বুজ দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥১২॥

পরে আনন্দ-বৈবশ্য নিবন্ধন সেই শ্রীচরণকমল যুগল স্বীয়বক্ষঃ স্থলে ধারণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলস্থ কস্তূরী কর্পূর পঙ্ককে তখন গন্ধরূপে উপকল্পিত করিলেন। অর্চ্চন-বিধিতে অগ্রে গন্ধ, পরে পুষ্প প্রদানের নিয়ম, কিন্তু এস্থলে আনন্দ বৈবশ্যের কারণই উহার ব্যতি-ক্রম ঘটিল অর্থাৎ অগ্রে পুষ্প পরে গন্ধ অর্পিত হইল। তাঁহাদের আনন্দাধিক্য জন্য নিশ্বাসই ধূপরূপে, নখ-রত্ননিচয়ই দীপরূপে প্রকল্পিত হইল এবং অবলোকনরূপ পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া ষোড়-শোপচার-বোধক শাস্ত্রনীতি অনুসারে সেই স্বাভীষ্ট শ্রীচরণ-দেবতার সুখ বিধান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তদনন্তর আনন্দাতিশয্যবশতঃ পয়োধর যুগলের উপর শ্রীচরণকমল

প্রাণ-প্রদীপৈঃ স্মিত চন্দ্রমিশ্রৈ
নির্ম্মঞ্ছনং প্রেমভরাদ্ব্যধত্তাং ॥১৪॥
হিরণ্যরম্ভোপরি বর্ত্তিপল্লবে-
ষ্বাসজ্য রক্তোৎপলকোরকোত্তমাঃ ।
ভৃঙ্গালিঝঙ্কার ভৃতোঽনটন্মহো !
তৎ পাদসম্বাহন দম্ভতোঽসকৃৎ ॥১৫॥
তৌ বিজয়ন্ত্যো বলয়ানি ঝঙ্কৃতি
স্তুতৈঃ প্রসূনব্যজনৈঃ পরা বভুঃ ।

নাসাদ্বারা নিসৃতাঃ পঞ্চপ্রাণা এব নিকটস্থ স্মিতকর্পূরমিশ্রিতাঃ সন্তঃ কর্পূরং বর্ত্তিকা বভুবুস্তৈরেব প্রেমভারাৎ নির্ম্মঞ্ছনং আরাত্রিকং ব্যধত্তাং অকুরুতাং ॥১৪॥

কিঙ্করীণাং উরুদেশো স্বর্ণকদলীত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য তয়োঃ তত্রস্থিতপাদৌ পল্লবত্বেন পাদমর্দ্দনার্থং মুষ্টীকৃতহস্তং রক্তোৎপল কলিকাত্বেন মর্দ্দনার্থং উৎক্ষেপণা বক্ষেপণ ক্রিয়াঃ নৃত্যত্বেন চ উৎপ্রেক্ষতে। উরুদেশরূপ স্বর্ণরম্ভোপরি বর্ত্তমানা যে রাধাকৃষ্ণয়োঃ পাদপল্লবাস্তেষ্বাসজ্য আসক্তোভূয়ঃ মুষ্টীকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপলকলিকাঃ উত্তমাঃ তয়োঃ পাদসম্বাহনচ্ছলতঃ অসকৃৎ অনটন্ নৃত্যং চক্রুঃ। কথম্ভূতাঃ মণিবন্ধস্থাঃ চূড়ী ইতি খ্যাতা বলয়াস্ত এব ভ্রমর-শ্রেণয়স্তাসাং ঝঙ্কারভৃতঃ ॥১৫॥

ধারণ করায় মনে হইল, তাঁহারা স্বীয় উরোজরূপ দাড়িম্বদ্বয়ের সহিত চরণ কমলের স্পর্শ ঘটাইয়া ঐ স্তন-দাড়িম্বদ্বয়কে নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিলেন এবং পঞ্চপ্রাণই যেন নাসিকা দ্বার দিয়া নিঃসৃত হইয়া মৃদু হাস্যরূপ কর্পূর-বর্ত্তিকা স্বরূপে শোভা পাইল, তাঁহারা তখন সেই প্রাণ প্রদীপ দ্বারা প্রেমভরে আরতি করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

কিঙ্করী-যুগলের উরুদেশরূপ কনক-কদলীতরুর উপর ন্যস্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-পল্লবরাজি যেন পাদসম্বাহনার্থ মুষ্টীকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপল-কলিকার সহিত মিলিত হইয়া মর্দ্দনার্থ উৎক্ষেপ অবক্ষেপ ক্রিয়ার ছলে পুনঃপুন নৃত্য করিতেছে এবং নৃত্যকালে মণিবন্ধস্থ রত্ন চূড়ি বা বলয়নিচয় ভ্রমর-শ্রেণীর ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল ॥১৫॥

মূর্ত্তৈর্যশোভিঃ কবিবৃন্দ-বর্ণিতৈঃ
কিং স্বৈরধিস্বন্নধিপৌ নটীকৃতৈঃ ॥১৬॥
সুবর্ণ বর্ণাঃ ক্রমুকেন্দুজাতি
লবঙ্গ চূর্ণাদ্যুচিতাংশভাজঃ ॥
তাম্বূলবীটীরপরে ন্যধত্তাং
তদাস্যয়োঃ পার্শ্বগতে করাভ্যাং ॥১৭॥
যৌ পূর্ণ চন্দ্রাবুদিতৌ নিরঙ্কৌ
তদংশুপীযূষ-রসাভিসিক্তে।

পরা কিঙ্কর্য্যঃ হস্তস্থবলয়রূপ ভ্রমর ঝঙ্কারেণ স্তুতৈঃ পুষ্পময় ব্যজনৈস্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বীজয়ন্ত্যঃ সত্যঃবভুঃ দীপ্তিং চক্রুঃ। পুনঃ শ্বেতপুষ্পময়ব্যজন-শ্রেণীং কিঙ্করীণাঃ যশোরূপত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য ব্যজনানাং চালনং ক্রমশ্চ নৃত্যত্বেন কিং অধিপৌ রাধাকৃষ্ণৌ অধিস্বন্ অসুখয়ন্। কথম্ভূতৈঃ তাভিরেব নৃত্যার্থং নটী-কৃতৈঃ ॥১৬॥

ক্রমুকঃ গুবাকঃ ইন্দুঃ কর্পূরঃ। তেষাং চূর্ণীকৃতানাং অধিকাংশনিবেশে বৈরস্যং স্যাদিতিহেতোঃ উচিতাং শং ভজন্তি যাস্তাস্তাম্বূলবীটীঃ অপরে কিঙ্কর্য্যৌ তয়োর্মুখমধ্যে নিধত্তাং। কথম্ভূতে বীটীপ্রার্থনার্থং তয়োঃ পার্শ্বঃ গতে ॥১৭॥

কিঙ্কর্য্যৌ স্বর্ণবলীত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। রাধাকৃষ্ণয়োর্য্যৌ নিষ্কলঙ্কৌ পূর্ণমুখ-

সেবাপরা অপরা কিঙ্করীগণ হস্তস্থ বলয়রূপ ভ্রমর-ঝঙ্কার দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে পুষ্পময় ব্যজনী দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্যজন করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। আহা! সেই শ্বেতপুষ্পময় ব্যজনী সঞ্চালন দেখিয়া বোধ হইল যেন কিঙ্করীগণের কবিগণ-বর্ণিত শুভ্র যশের মূর্ত্তিকে নটীরূপে নৃত্য করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখবিধান করিতেছেন ॥১৬॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থান করিয়া দুইটী কিঙ্করী যথাযোগ্য ভাগ মত স্তবক-কর্পূর-জায়ফল ও লবঙ্গ চূর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ তাম্বূল বীটিকা কর-পল্লবে লইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদন-কমলে অর্পণ করিলেন ॥১৭॥

স্বপল্লবাভ্যাং কলিকে গৃহিত্বা
গাঙ্গেয়বল্লৌ মুহুরীজতুঃ কিং ॥১৮॥
কান্তে! দিশেতাঃ শয়নায় গন্তুং
ঘূর্ণদ্দৃশঃ সংপ্রতি খিন্ন-গাত্রীঃ ।
শ্রান্তিঃ পদোস্তেন শমং যযৌ চে-
ত্তদর্থমেতাবহমেব ধাস্যে ॥১৯॥

চন্দ্রৌ উদিতৌ তয়োঃ কিরণামৃত রসাভিসিক্তে গাঙ্গেয় বল্লৌ কিঙ্করীরূপস্বর্ণ-বল্লী স্বীয় হস্তরূপ পল্লবাভ্যাং বীটিকারূপে কলিকে গৃহীত্বা মুখচন্দ্রৌ কিং মুহুরী-জতুং পূজয়াঞ্চক্রতুঃ ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধিকা মাহ। হে প্রিয়ে! এতাঃ কিঙ্করীঃ শয়নায় গন্তুং আজ্ঞাপয়। যতো নিদ্রয়া ঘূর্ণদ্দৃশঃ সম্প্রতি রাসবিহারেণ খিন্নগাত্রীশ্চ তন্বি খিন্না ইতি পাঠে তন্বীতি সম্বোধনং। তে তব পাদয়োঃ শ্রান্তিঃ সমং শান্তিং উপশম-মিতি যাবৎ ন যযৌ নপ্রাপ। রাসবিহার জন্য পদশ্রমো যদি ন গত ইত্যর্থঃ। তদর্থং শ্রমদূরীকরণায় এতৌ তব পাদৌ অহমেব ধাস্যে ধরিষ্যামীতি পরিহাসো দ্যোতিতঃ ॥১৯॥

আমরি! তাহাতেও বোধ হইল শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শ্রীমুখচন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার কিরণামৃতরসে অভিষিক্ত দুইটি কনকলতা যেন স্ব স্ব কর-পল্লব দ্বারা বীটিকারূপ কলিকা গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রীমুখচন্দ্র যুগলের পূজা করিতেছে ॥১৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন "হে কান্তে! তোমার এই কিঙ্করীগণকে শয়ন করিতে যাইতে আজ্ঞা কর, ঐ দেখ, নিদ্রায় উহাদের নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতেছে, হইবারই ত কথা, রাসে নৃত্যাদি করিয়া উহাদের দেহ-লতা বাস্তবিকই শ্রান্তি খিন্না হইয়াছে। তবে এখনও যদি তোমার পদ-শ্রান্তি দূর না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্যই বা চিন্তা কি? তোমার পথ-শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমি তোমার পাদ-সম্বাহন করিতেছি ॥১৯॥

ইত্যুক্তিমাত্রেণ সমীহিতস্যো-
বার্থস্য সিদ্ধিং কিলতা বিদুষ্যঃ।
সংপূজ্য দেবাবিব পূজয়িত্র্য-
স্তন্মন্দিরান্ লব্ধবরা নিরীয়ুঃ ॥২০॥
নিষ্ণাত এবতানু তীর্থসারে
রোমাঞ্চপূর্ণঃ স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গঃ।
স্মৃত্যুদ্ভবাশেষ বিশেষ ধর্ম্মা-
নুষ্ঠান দক্ষো রভসং স ভেজে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যুক্তি মাত্রেণ তাঃ কিঙ্কর্য্যঃ বাঞ্ছিতার্থস্য সম্ভোগস্য সিদ্ধিং বিদুষ্যঃ জ্ঞানবত্যঃ সত্যঃ তৎস্থলাৎ নিরীয়ুঃ নির্জগ্মুঃ। তত্র দৃষ্টান্ত মাহ। পুজয়িত্র্যঃ পূজাকর্ত্র্যঃ দ্বিয়ো যথা দেবৌ সংপূজ্য লব্ধবরাঃ সত্যস্তন্মন্দিরান্নিরীয়ুঃ ॥২০॥

অধুনা শ্লেষেণ সম্ভোগং বর্ণয়তি। স শ্রীকৃষ্ণঃ অতনুতীর্থসারে মহাতীর্থ শ্রেষ্ঠে নিষ্ণাতঃ নিতরাং স্নাতঃ তদনন্তরং স্নানোত্থশীতেন রোমাঞ্চপূর্ণ অঙ্গমার্জনেন স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গশ্চ এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ভবাশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষঃ সন্ রভসং হর্ষং ভেজে। সম্ভোগপক্ষে কন্দর্পরূপ সরোবরস্য ঘাট ইতি প্রসিদ্ধে তীর্থশ্রেষ্ঠে নিষ্ণাতঃ পারঙ্গতঃ কন্দর্প ভাবোদয়েন রোমাঞ্চপূর্ণঃ। স্ফুরিতানি উজ্জ্বলস্বস্থাঙ্গানি যস্ত সঃ। স্মৃত্যুদ্ভবঃ কন্দর্পঃ তস্যাশেষ বিশেষ ধর্ম্মাস্তেষামনুষ্ঠানে স নিপুণঃ। রভসং সম্ভোগার্থং বেগং ভেজে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সুচতুরা কিঙ্করীগণ "বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির অর্থাৎ সম্ভোগরস সিদ্ধির সময় সমাগত জানিয়া দেব-পূজার পর পূজয়িত্রীগণ যেরূপ বর লাভান্তর সানন্দে দেবমন্দির হইতে বাহির হন, সেইরূপ কিঙ্করীগণও নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥২০॥

অনন্তর পূজার্থী যেরূপ 'অতনুতীর্থসারে' অর্থাৎ মহাতীর্থ-শ্রেষ্ঠে নিরন্তর স্নান করেন এবং স্নানার্থ শীতে রোমাঞ্চপূর্ণ হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তখন অতনুতীর্থ সারে অর্থাৎ কন্দর্প-রূপসরোবরের ঘাটে স্নান করিয়া কন্দর্প-ভাবোদয় জন্য রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন। অঙ্গ-

প্রারম্ভ এবাঘভিদস্তদাস্যা
মৃতং ত্রিরাচম্য ত এব যাসীৎ।
শ্রদ্ধা তয়ৈবাশু বিধির্ব্বভূবা-
নঙ্গোঽপি সাঙ্গো নিরপায়মিষ্টঃ ॥২২॥
নানোপচারান্ কলয়ন্ মুদাশা-
বন্ধং বিতন্বন্নপসার্য্য বিঘ্নান্।

কর্ম্মণঃ প্রারম্ভ এবামৃতং জলং ত্রিরাচম্য তং ত্রিরাচমনং কুর্ব্বতঃ অস্য অঘভিদঃ কৃষ্ণস্য কর্ম্মণি যা শ্রদ্ধা তয়ৈবাভীষ্টঃ বিধি বিধিবোধিতকর্ম্ম অনঙ্গোঽপি অঙ্গরহিতোঽপি নিরপায়ং নির্ব্বিঘ্নং যথাস্যাৎ তথা সাঙ্গোবভূব। পক্ষে সম্ভোগারম্ভ এব তস্যা রাধায়া আস্যামৃতং অধরামৃতং ত্রিরাচম্যতঃ ত্রিঃ পানং কুর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সম্ভোগে যা শ্রদ্ধা আসীৎ তয়ৈবানঙ্গো বিধিঃ কন্দর্পবিধিঃ প্রিয়য়া কাম্যাদি বিঘ্ন সত্ত্বেঽপি কৃষ্ণ বলাধিক্যেন নিরপায়ং নির্ব্বিঘ্নং যথাস্যাত্তথা সাঙ্গো বভূব ॥২২॥

কর্ম্মারম্ভে প্রথমতো যজ্ঞেশ্বর-পূজামাহ। পূজায়াঃ পূর্ব্বং নানোপচারান্

মার্জ্জন দ্বারা যেরূপ অঙ্গে উজ্জ্বলতা স্ফুরিত হয়, সেইরূপ তাঁহাতে উজ্জ্বল রসের অঙ্গ সকল স্ফুরিত হইতে লাগিল। এবং স্মৃত্যুদ্ভব অর্থাৎ স্মৃতি-শাস্ত্র-বিহিত অশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিপুণ হইয়া যেরূপ রভস অর্থাৎ হর্ষভাজন হন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্মৃত্যুদ্ভব অর্থাৎ কন্দর্পের অশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুদক্ষ হইয়া রভস অর্থাৎ সম্ভোগার্থ বেগকে ভজনা করিলেন ॥২১॥

অভীষ্ট কর্ম্মের প্রারম্ভে যেরূপ অমৃত (জল দ্বারা তিনবার আচমন করেন সেইরূপ অঘমথন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অধরামৃত তিনবার পান করিলেন। অনন্তর শ্রদ্ধা দ্বারা যেরূপ অভীষ্ট বিধি-বোধিত কর্ম্ম অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হয়, সেইরূপ রসিকবর শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বিষয়ে যে শ্রদ্ধা ছিল তদ্দ্বারা স্বাভীষ্ট অনঙ্গবিধি অর্থাৎ কন্দর্পবিধি প্রিয়তমার বাম্যাদি বিঘ্ন সত্ত্বেও স্বীয় বলাধিক্য বশতঃ নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইল ॥২২॥

স শাতকুম্ভ। তনুরত্ন কুম্ভে
কৃত্বা করন্যাস মুপাস্তকান্তৌ ॥২৩॥
সোমং লিখিত্বা ভজদেব দেবং
কৃতদ্বিজাচ্ছাদন-দান-মানঃ।

কলয়ন্ সংগৃহ্নন্ আশাবন্ধং ছোটিকয়া দশদিগ্‌বন্ধং বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ তেন দিগ্বন্ধনেন বিঘ্নানপসার্য্য দূরীকৃত্য স্বর্ণঘটিতমহত্রত্নময়কুম্ভে করন্যাসং কৃত্বা দেব-মভজদিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কুম্ভে কীদৃশে উপাস্তা স্বীকৃতা কান্তির্যেন তথাভূতে। পক্ষে নানা উপ সমীপে চারয়ন্ বাৎস্যায়ন শাস্ত্রোক্ত হস্তাদিচালনানি কলয়ন্ কুর্ব্বন্ প্রত্যাশাবন্ধং বিস্তারয়ন্ বিঘ্নান্ স্তনে হস্তদানসময়ে প্রিয়াকৃত-বারণান্ বলাদপসার্য্য দূরীকৃত্য অতিশয়োক্ত্যা কুম্ভস্থানীয়ে হারাদিরত্নবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণস্তনে হস্তার্পণং কৃত্বা ॥২৩॥

ঘটোপরি উময়া সহ দেবং মহাদেবং লিখিত্বা অভজদেব। কথম্ভূতং কৃতো দ্বিজেভ্যঃ আচ্ছাদনবস্ত্রদানৈর্মানঃ আদরঃ যেন সঃ। মহাদেবভজনাস্তরং আনন্দাতিশয়ভরঙ্গৈঃ প্রিয়ায়া উমায়া অঙ্গেন সহ আত্মনো মহাদেবস্য

কর্ম্মারম্ভে প্রথমতঃ যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিতে হয়,তাই পূজার পূর্ব্বে যেরূপ নানা উপচার সংগ্রহ পূর্ব্বক ছোটিকা দ্বারা আশা-বন্ধ অর্থাৎ দশদিক বন্ধন করেন এবং সেই দিগ্বন্ধন দ্বারা বিঘ্নসমূহ অপসারণ করিয়া অতিশয় শোভাবিশিষ্ট স্বর্ণঘটিত মহারত্নময় কুম্ভে করন্যাস করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বাৎস্যায়ন শাস্ত্রোক্ত বিবিধ হস্তাদিচালন করিয়া প্রত্যাশাবন্ধ বিস্তার করিলেন অর্থাৎ প্রিয়ায় অনঙ্গ ভাব উদ্দীপন হইয়াছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং পয়োধরে করার্পণ কালে প্রিয়া কর্ত্তৃক বারণরূপ বিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক কুম্ভস্থানীয় হারাদি রত্নবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ স্তন-কমলোপরি কর-কমল অর্পণ করিলেন ॥২৩॥

পরে স্বর্ণ-কুম্ভের উপর সোম অর্থাৎ উমার সহিত মহাদেব অঙ্কিত করিয়া ও সাদরে দ্বিজাচ্ছাদন দান করিয়া যেরূপ অর্চ্চনা করেন, সেই-রূপ শ্রীকৃষ্ণও সেই স্তনকুম্ভের উপর নখচিহ্নরূপ সোম অর্থাৎ শশিকলা

স্মিন্মান্নিবানন্দ-ধুরা-তরঙ্গৈ-
রৈক্যং প্রিয়াঙ্গেন সহাত্মনোঽগাৎ ॥২৪॥
দিব্যন্তি তা মে কথমেব মালয়ং
প্রেম্নেতি রাধা স্বগতং যদাব্রবীৎ।
তদা প্রকাশান্ গমিতেন তাবত
স্তদিচ্ছয়ামূরপি তেন রেমিরে ॥২৫॥

ঐক্যমগাৎ। পক্ষে স্তনঘটোপরি নখচিহ্নরূপং সোমং চন্দ্রং লিখিত্বা দেবং ক্রীড়ামভজদেব। দিব্য ক্রীড়ায়াং। কথম্ভূতঃ কুন্তং যদ্দন্তাচ্ছাদনস্তাধরস্য চুম্বনরূপদানং তেনৈব মান আদরো যস্য পশ্চাৎ সম্ভোগাতিশয়াৎ প্রিয়ায়া অঙ্গেন সহ আত্মন স্বস্য ঐক্য মগাৎ ॥২৪॥

শ্রীরাধিকা প্রিয়েন সহ সম্ভোগসুখমনুভূয় প্রেম্না সখীরপি তাদৃশ সুখমনু-ভাবয়িতুং স্বগতমাহ। মম তাঃ সখ্যঃ কথং কৃষ্ণেন সহ দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তি তদৈব প্রিয়ায়া অভিপ্রায় মনুমায় জাতা যা কৃষ্ণস্যেচ্ছা তয়ৈব যাবত্যঃ সখ্যস্তাবতঃ প্রকাশান্ গামিতেন প্রাপিতেন তেন কান্তেন সহ অমূঃ সখ্যোঽপি রেমিরে ॥২৫॥

অঙ্কিত করিয়া এবং দ্বিজাচ্ছাদন দান অর্থাৎ সোহাগভরে কুন্দদন্তে অধরোষ্ঠ খণ্ডন করিয়া দেবার্চ্চন অর্থাৎ প্রেমক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তারপর মহাদেব ভজনা করিয়া যেরূপ আনন্দাতিশয় তরঙ্গে প্রিয়াঙ্গ সহ অর্থাৎ উমার অঙ্গের সহিত মহাদেবের ঐক্য ভাবনা করেন সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্ভোগানন্দতরঙ্গের প্রবল আতিশয্যে প্রিয়ার অঙ্গের সহিত নিজের ঐক্য ভাবনা করিলেন ॥২৪॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধা প্রিয়তমের সহিত সম্ভোগবিলাসের অমৃত প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া তাহাতে যে সুখানুভব করিলেন, প্রেমবশতঃ নিজ সখী-গণেও সেই সুখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"আমার সখীগণ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়া এই প্রকার সুখানুভব করিবে?" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যত সখী ততগুলি প্রকাশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

যাস্তে তয়োঃ কেলিবিলোকনং বিনা
নৈব শ্বসন্ত্যাস্থ গবাক্ষ-সঞ্চয়ম্‌।
শ্রিতাস্থ কাচিন্নিজগাদ পশ্যতা
নয়োর্দ্দশা কেয়মভূদিহাদ্ভুতা ॥২৬॥
অন্যোন্যদোঃ সন্দিতবিগ্রহৌ ক্ষণং
নিষ্পন্দতামেত্য পুনঃ সবেপথু।

এতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ কেলিবিলোকনং বিনা যাঃ নৈব শ্বসন্তি নৈব জীবন্তি তাসু কিঙ্করীষু সম্ভোগদর্শনার্থং ঝরোকা ইতি প্রসিদ্ধং গবাক্ষসমূহং শ্রিতাসু সতীষু কাচিৎ কিঙ্করী নিজগাদ, হে সখ্যঃ! অনয়োঃ কাপি অদ্ভুতা দশা অভূদিতি যূয়ং পশ্যত। অয়মভিপ্রায়ঃ। অনুরাগো যদা উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি তদা প্রেমবৈচিত্ত্যদশা জায়তে, প্রেমবৈচিত্ত্যস্যায়ং স্বভাবো যৎ সন্নিকৃষ্টেঽপি অদর্শনমুৎপাদ্য মৎকান্তো মাং বিহায় কুত্রাপি গতঃ অহং কিং করোমীতি বিরহপীড়ামুৎপাদয়তি, অতএব সম্ভোগ সময়ে আলিঙ্গনেন পরস্পরং দৃঢ়স্পর্শেঽপি তস্যাকান্তো মাং বিহায় কুত্র গতঃ, এব মৎকান্তা মাং বিহায় কুত্র গতা ইতি পরস্পরং যয়োর্বিরহপীড়ামুৎপাদয়তি। এবং সতি কাচিৎ কিঙ্করী সম্ভোগেঽপি তয়োঃ প্রেমবৈচিত্ত্যজন্যবিরহপীড়াং দৃষ্ট্বা তৎকালোৎপন্নেন খেদেন সহসা তাদৃশ সিদ্ধান্তাস্ফূর্ত্ত্যা সন্দিহানা সতী পৃচ্ছতি ইতি ॥২৬॥

পরস্পরং দোর্ভ্যাং সন্দিতৌ বদ্ধৌ বিগ্রহৌ যয়োস্তৌ আলিঙ্গনজন্যানন্দাতিশয়েন ক্ষণং নিষ্পন্দতাং প্রাপ্য পুনর্বিরহপীড়য়া সবেপথু সকম্পৌ সন্তৌ বিরহ-

আবার যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি বিলোকন বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না সেই সেবাপ্রাণা কিঙ্করীগণ নিকুঞ্জের গবাক্ষপথে নয়ন রাখিয়া তাঁহাদের কেলিবিলাস দর্শন করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে এক কিঙ্করী বলিলেন—"সখীগণ! ঐ দেখ, শ্রীরাধাশ্যামের কি "অদ্ভুত" ভাব উপস্থিত হইয়াছে ॥২৬॥

আহা! ঐ দুইটী প্রেমময় বিগ্রহ পরস্পর বাহু-পাশে নিবিড় আবদ্ধ হইয়াও—এই আলিঙ্গনজনিত আনন্দাতিশয্যে ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া পুনরায় বিরহ-পীড়ায় উঁহাদের অঙ্গ-

হাহেতিবৈস্বর্য্য-ভরাস্ফুটোদিতা
বুষ্ণাশ্রুভির্হন্ত মিথোঽভ্যসিঞ্চতাং ॥২৭॥
পরাহ হা স্বস্বকরাহতালিক
বাশ্লেষমুক্তৌ শ্রিতসম্মুখস্থিতী।
অজস্রমস্রশ্রবণৈঃ পরস্পরং-
ন বাক্ষ্য দূনৌ কৃশিমানমীয়তুঃ ॥২৮॥

পীড়াবোধকহাহেতি শব্দোচ্চারণকালে বৈস্বর্য্যভরেণ বিস্বরতাতিশয়েন অস্ফুটং গদ্গদং বচনং যয়োস্তৌ বিরহজন্য উষ্ণাশ্রুভির্মিথোঽভ্যষিঞ্চতাং ॥২৭॥

পরাকিঙ্করী তয়োর্ব্বিরহপীড়াং দর্শয়ন্তী আহ। হা খেদে স্ব স্ব করেণ আহতৌ ললাটৌ যাভ্যাং তৌ পরস্পরান্বেষণার্থং আলিঙ্গনাৎ মুক্তৌ পশ্চাৎ আশ্রিতা সম্মুখস্থিতির্যাভ্যাং তৌ নিরন্তরাশ্রুশ্রবণৈঃ পরস্পরমদৃষ্টা দূনৌ দুঃখিতৌ সন্তৌ কৃশিমানং বিরহজন্য কার্শ্যমীয়তুঃ ॥২৮॥

লতিকা কম্পিত হইতেছে এবং ঐ দেখ, বিরহ-পীড়া-বোধক হা হা শব্দ উচ্চারণকালে বৈস্বর্য্যভরে অস্ফুট গদ্গদ্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বিরহের উষ্ণ অশ্রুধারায় পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতেছেন ॥২৭॥

অপর এক কিঙ্করী কহিলেন—আহা! ঐ দেখ সখি! উহারা পরস্পর আলিঙ্গনপাশ-বিমুক্ত হইয়া যেন পরস্পর অন্বেষণার্থই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন এবং স্ব স্ব করতল দ্বারা ললাটে আঘাত করিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ও পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া বিরহজনিত কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥২৮॥ *

* শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। অনুরাগ পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই প্রেমবৈচিত্ত্যের আবির্ভাব হয়। ইহার স্বভাব এই যে, অতিসন্নিকর্ষে থাকা সত্ত্বেও কান্তের অদর্শন উৎপাদন করাইয়া "আমার কান্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন, আমি এখন কি করি? —এইরূপ বিরহপীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে সম্ভোগ সময়ে

তৎপ্রেমবৈচিত্ত্য ভরাত্তিবীচয়ঃ
প্রত্যহমানঙ্গরসেঽত্র তেনিরে।
খিন্নন্তি তুষ্যন্তি চ সম্পদো ন কিং
দ্রাগানুরাগ্যো রসচক্রিমোর্ম্মিভিঃ ॥২৯॥
ক্ষণাদথান্যাবদদালয়োঽধুনা
মাখিদ্যতালোকয় তানয়োর্মুদা।
অন্যোঽন্যমালিঙ্গিতয়োঃ পুনর্দৃশাং
তা এব ধারা দধিরেঽতি শীততাং ॥৩০॥

গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাহ। তয়োঃ প্রেমবৈচিত্ত্যাত্যাতিশয়তরঙ্গাঃ আনঙ্গরসে কন্দর্পসম্বন্ধিনি রসে প্রত্যহং বিঘ্নং তেনিরে বিস্তারয়ামাসুঃ। যতঃ আনুরাগ্যঃ অনুরাগসম্বন্ধিনঃ সম্পদঃ রসস্য বক্রিমারূপতরঙ্গৈ দ্রাক্ শীঘ্রং খিন্নন্তি সুখয়ন্তি অনন্তরং তুষ্যন্তি দুঃখয়ন্তি চ ॥২৯॥

ক্ষণানন্তরং অন্যা কিঙ্করী অবদৎ। হে আলয়ঃ অধুনা যূয়ং মাখিদ্যত। মুদা অন্যোন্যমালিঙ্গিতয়োরনয়োঃ পুনর্দৃশাং তা এব অশ্রুধারাঃ সংযোগেন শীতলতাং দধিরে ॥৩০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের তরঙ্গাতিশয্য কন্দর্পরস-বিলাসে এক মহান্ অন্তরায় বিস্তার করিল। যেহেতু অনুরাগ-সম্পদ-রসের কুটিল তরঙ্গ দ্বারা যেরূপ আশু সুখী করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার পরে দুঃখদানও করিয়া থাকে ॥২৯॥

এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে অন্য এক কিঙ্করী কহিলেন—"হে সখীগণ!" তোমরা আর খেদ করিও না, ঐ দেখ—উঁহারা

আলিঙ্গনপাশে পরস্পর দৃঢ়সংস্পর্শে আবদ্ধ থাকিয়াও "কান্ত আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন" এবং আমার কান্তও আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ উভয়ের পরস্পর বিরহপীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে কোন কিঙ্করী সম্ভোগেও উভয়ের প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহপীড়া দেখিয়া দুঃখবশতঃ তাদৃশ সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কাসীঃ প্রিয়ে! মানিনি! হা! বিহায় মাং
কিং পর্য্যহাসীঃ প্রিয়! নিহ্নুতীভবন্
সংলাপমিত্থং রসয়ন্ত্য এতয়ো
রাল্যো নিভাজ্যোল্লিসিতস্মিতা বভুঃ ॥৩১॥
একাহ তত্র বৈ কয়াপি পৃষ্ট
সিদ্ধান্তয়ন্তী রসবস্তু-তত্ত্বম্।
হার্দ্দং তয়োঃ সর্ব্বমিয়ং বিদগ্ধা
বেদৈব তদ্ভাব-বিভাবিতাত্মা ॥৩২॥

মিলনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়ামাহ। হে প্রিয়ে! মানিনি! মাং বিহায় ত্বং কুত্র আসীঃ। তদনন্তরং শ্রীরাধাঃ প্রিয় মাহ। হে কান্ত! নিহ্নুতীভবন্ সন্ কিং মাং পর্য্যহাসীঃ? পরিহাসমকার্ষীঃ ॥৩১॥

একত্রস্থিতয়োস্তয়োঃ কথং বা বিরহো জাতঃ? জাতে চেদ্বিরহে কয়াপি মিলনং ন কারিতং? অকস্মাৎ কথং বা সংযোগো জাতঃ? ইতি কয়াপি কিঙ্কর্য্যা পৃষ্টা একা কিঙ্করী রসবস্তু তত্ত্বং সিদ্ধান্তয়ন্তী সতী আহ। যতঃ ইয়ং বিদগ্ধা কিঙ্করী তয়োঃ সর্ব্বং হার্দ্দং বেদ। কথম্ভূতা, তয়োর্ভাবরূপপূর্ণেন ভাবিতা বাসিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্যাঃ সা ॥৩২॥

পুনরায় পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া আনন্দভরে নয়নের স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত হইয়া শীতলতা লাভ করিতেছেন।৩০॥

আর ঐ শুন, মিলনান্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলিতেছেন—"হে প্রিয়তম! হে মানিনি! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ছিলে?" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"প্রিয়তম! তুমি এতক্ষণ লুকাইয়া থাকিয়া কি আমাকে পরিহাস করিতেছিলে?" শ্রীরাধাকৃষ্ণের এইরূপ সংলাপ-সুধা আস্বাদন করিয়া সখীগণ উল্লাসভরে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।৩১॥

প্রেমবৈচিত্ত্যের পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন অবলোকন করিয়া একজন কিঙ্করী অপরাকে কহিলেন—"সখি! একত্র অবস্থান করিয়াও ইহাদের বিরহ উপস্থিত হইল কেন? এবং কেহ মিলন সংঘটন ও

বৈশ্লেষজধ্যান ধুরাধিরূঢ়য়োঃ
স্ফূর্ত্যানয়োরাপ্ত মিথঃ প্রতীতয়োঃ।
শ্লেষার্থমুৎসরিত বাহুভির্ম্মিথঃ
স্পর্শাস্ফুভূত্যা বিরহঃ শমং যযৌ ॥৩৩॥

সিদ্ধান্তো যথা। প্রেমবৈচিত্ত্যাৎবিচ্ছেদো জায়তে বিচ্ছেদে চ সতি নিরন্তরং চিন্তয়া ধ্যানাতিশয়ো জায়তে তদনন্তরং ধ্যান-বিষয়স্য কান্তাদেঃ স্ফূর্ত্তৌ প্রাপ্তিঃ প্রাপ্তৌ চ সত্যামালিঙ্গনার্থ মুদ্যমঃ স্ফূর্ত্তিবিষয়স্য বস্তুনস্তদানীং তৎস্থলে সত্তায়া অলীকত্বেন ন আলিঙ্গন-সিদ্ধিস্তদা তু কান্তাদি প্রাপ্তিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বং নিশ্চিত্য পুনর্ব্বিরহপীড়া ইতি সর্ব্বত্র রীতিঃ। অত্র প্রেমবৈচিত্ত্যজন্ত বিরহস্থলে তু স্ফূর্ত্তি বিষয়স্য তদানীং সত্তায়া যথার্থত্বেন আলিঙ্গনমপি যথার্থমেবাতো ন পুনর্ব্বিরহপীড়েত্যাহ। বৈশ্লেষধ্যানাতিশয়ে অধিরূঢ়য়োঃ অর্থাৎ তাদৃশধ্যানবিশিষ্টয়োরনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্ম্মিথঃ পরস্পরং স্ফূর্ত্ত্যা প্রতীতয়োস্তাভ্যো-রালিঙ্গনার্থং প্রসারিত বাহুভিঃ পরস্পরং স্পর্শানুভবেন হেতুনা বিরহঃ শমং শান্তিং যযৌ ॥৩৩॥

করাইলনা, অথচ অকস্মাৎ উহাদের কিরূপে মিলন হইল? ইহার কারণ বল?" এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া সেই সখী রসবস্তুতত্ত্ব সিদ্ধান্তিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাববিভাবিত-হৃদয়া এই বিদগ্ধা কিঙ্করী শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়গত সকল ভাবই অবগত আছেন ॥৩২॥

এই রসজ্ঞা কিঙ্করীর সিদ্ধান্ত এই যে প্রেমবৈচিত্ত্যবশতঃ যে বিচ্ছেদ উৎপন্ন হয়, সেই বিচ্ছেদ অবস্থাতে নিরন্তর চিন্তা নিবন্ধন ধ্যানাতিশয় জন্মিয়া থাকে, তারপর ধ্যানের বিষয় কান্তা ও কান্তের স্ফূর্ত্তিতে প্রাপ্তি ঘটে এবং সেই প্রাপ্তিতে পরস্পর আলিঙ্গনার্থ উদ্যম হয়, কিন্তু তৎকালে সেই স্ফূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তু কান্তা ও কান্তের সেইস্থানে বিদ্যমানতার অভাবে আলিঙ্গন সিদ্ধ হয় না, মিথ্যা হইয়া পড়ে; কাজেই তখন কান্তাদি প্রাপ্তি-জ্ঞান ভ্রমমাত্র নিশ্চয় করিয়া পুনরায় বিরহ পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন, ইহাই বিরহের সর্ব্বত্র

পশ্চেনয়োস্তৎ ফলমেতদারা-
দুৎকণ্ঠয়া কোটিগুণী ভবন্ত্যা।
পুনশ্চ সম্ভোগ-ধুরাতিদৈর্ঘ্যাৎ
সমৃদ্ধিমত্ত্বং রভসাদবাপ ॥৩৪॥
নিঃসারিতাচ্ছাদন মাত্মবল্লভৌ
বিয়োগভীত্যেব ভয়েতবেতরঃ।

ন চ বিরহজনকত্বেন প্রেমবৈচিত্ত্যং হেয়মিতি বাচ্যং যতো ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টি মশ্নুতে ইতি নিয়মেন প্রেমবৈচিত্ত্যস্যাপ্যুপাদেয়ত্ব মিত্যাহ। এতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োস্তস্ত প্রেমবৈচিত্ত্যজন্য বিরহস্য এতৎ ফলং পশ্য। ফলমেবাহ। বিরহেণ কোটিগুণী ভবন্ত্যা উৎকণ্ঠয়া পুনর্ম্মিলনে সতি জাতঃ সম্ভোগাতিশয়ঃ স্বস্যাতি দৈর্ঘ্যাৎ দীর্ঘকালং ব্যাপ্যস্থায়িত্বাৎ সমৃদ্ধিমত্ত্বং বেগাৎ অবাপ। তথা চ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগো জাত ইতি ভাব ॥৩৪॥

প্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়া পূর্ব্বোক্তয়া বিয়োগভীত্যা আত্মবল্লভ্যো বল্লভা চ বল্লভশ্চ বল্লভৌ পরস্পরং ভুজেরুদ্ধা স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে বলাৎ প্রবেশয়ন্তাবিব

রীতি। কিন্তু এস্থলে এই প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহ স্থলে স্ফূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তু কান্তা ও কান্ত বিদ্যমান থাকায় আলিঙ্গন যথার্থরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং আর পরস্পর বিরহপীড়া থাকে না। তাই উঁহাদের বিচ্ছেদে ধ্যানাতিশয় প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে স্ফূর্ত্তিতে প্রতীত করিয়া আলিঙ্গনার্থ যেমন বাহু প্রসারিত করিয়াছেন অমনি পরস্পরের স্পর্শানুভবে উভয়ের বিরহপীড়া প্রশমিত হইয়াছে ॥৩৩॥

অতএব বিরহ উৎপাদন করে বলিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যকে হেয় মনে করিও না; যেহেতু বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টিই হয় না। এই জন্য প্রেম বৈচিত্ত্যেরও উপাদেয়তা সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহের ফল অবলোকন কর। বিরহে উঁহাদের উৎকণ্ঠা কোটীগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্ম্মিলনে সম্ভোগাতিশয়ে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব প্রযুক্ত এক্ষণে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ প্রাপ্ত হইল ॥৩৪॥

রুদ্ধাভুজৈঃ স্ব স্ব হৃদন্তরং বলাৎ
প্রবেশয়ন্তাবিব রাজতঃ প্রিয়ৌ ॥৩৫॥
দধাসি মাং যত্র সদা তদেতৎ
বিশামি মধ্যে হৃদয়ং বিহর্ত্তুং।
ইত্যেব সংলপ্য কিমদ্য গাঢ়া-
শ্লেষৈরিমৌ তত্র বিধৌ যতেতে ॥৩৬॥
আত্মা চ চেতশ্চ যদেকমেতয়ো
দ্বিত্বেন তন্বা স্তদলং বিলাসিনোঃ।

বর্ত্তমানৌ সম্ভোগসময়ে নিঃসারিতং দূরীকৃতং আচ্ছাদনং বস্ত্রং যত্র তথাভূতং যথাস্যাৎতথা রাজতঃ ॥৩৫॥

তাদৃশ দৃঢ়ালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষতে। যত্র চিত্তে সদা মাং ধরসি তদেতৎ মধ্যে হৃদয়ং হৃদয়স্য মধ্যে অহং বিহর্ত্তুং বিশামীতি সংলপ্য পরস্পরং সম্ভাষ্য ইমৌ রাধাকৃষ্ণৌ কিমদ্য গাঢ়াশ্লেষৈঃ করণৈঃ তত্র বিধৌ প্রবেশ বিধৌ যতেতে যত্নং কুরুতঃ ॥৩৮॥

তাদৃশ গাঢ়ালিঙ্গনং পুনরন্যথা উৎপ্রেক্ষতে। বিলাসিনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যৎ যস্মাৎ আত্মা চ চেতশ্চ একমেব তস্মাৎ অনয়োস্তয়োঃ শরীরয়োরপি দ্বিত্বেন

আমরি! ঐ দেখ সখি! প্রিয়-যুগল বিয়োগ-আশঙ্কায় যেন পরস্পরের পরিধেয় বসন দূর করিয়া স্ব স্ব বাহু-বল্লী দ্বারা নিজ বল্লভা নিজ বল্লভকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইতেছেন ॥৩৫॥

আহা! ঐ প্রেমিক-প্রেমিকা-যুগলের দৃঢ় আশ্লেষাবেশ দর্শনে বোধ হইতেছে যেখানে আমাকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাক, সেই হৃদয় মধ্যে বিহার করিবার নিমিত্তই আমি প্রবেশ করিতেছি" এইরূপ পরস্পর আলাপ করিয়াই যেন উহাঁরা অত্য গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশে যত্ন করিতেছেন ॥৩৬॥

অথবা হে সখি! এই বিলাসীযুগলের আত্মা ও মন এক, কেবল তনুমাত্র দুইটী পৃথক্ থাকা কদাচ সঙ্গত নহে, ইহাই যেন মনীষি

ইতীথ মেকীকুরুতেঽদ্য কিং জবা-
দনঙ্গ এবৈষ মনীষিণাং বরঃ ॥৩৭॥
একং জগত্যত্র ভবামি তুঙ্গং
কুম্ভাবিমৌ মামপি যজ্জিগীষু।
তদ্বামনী কুর্ব্বে ইতীব গর্ব্বা-
দ্বক্ষো হরে র্দ্দয়তে কুচৌ কিং ॥৩৮॥
দৃষ্ট্বা স্মরঃ শীতকরারবিন্দয়োঃ
স্বমিত্রয়োঃ শাত্রব মজ্জুয়োরপি।

অলং ব্যর্থং ইত্থং অনেন প্রকারেণ ইতি বিচার্য্য মনীষিণাং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ কন্দর্প এব কিং বেগাৎ অদ্য একী কুরুতে ॥৩৭॥

গাঢ়ালিঙ্গন সময়ে বক্ষসা স্তনমর্দ্দনং উৎপ্রেক্ষতে। অত্র জগতি একং অহমেব তুঙ্গং ভবামি কুম্ভসদৃশো দ্বৌ ইমৌ স্তনৌ তু মামপি যদ যস্মাজ্জিগীষু ভবতঃ তত্তস্মাত্তৌ অহং বামনী কুর্ব্বে ইতি বিচার্য্যেব শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলং কিং কুচৌ অর্দ্দয়তে? ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রত্বেন শ্রীরাধায়া মুখং কমলত্বেন চ বর্ণয়িত্বা তয়ো রধর পান-মুৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্প উদ্দীপকত্বেন স্বমিত্রয়োঃ শীতকরারবিন্দয়োশ্চন্দ্র কমলয়োঃ অব্জয়োর্জলাদুৎপন্নয়োঃ অতঃ সহোদরয়োরপি সা এবং দৃষ্ট্বা তয়ো

প্রবর কন্দর্প বিচার করিয়া ঐ তনুযুগলকে আলিঙ্গন ছলে অদ্য অতি বেগভরে একীভূত করিয়াছে ॥৩৭॥

আরও ঐ দেখ সখি! আলিঙ্গনের গাঢ়তা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পীবর-বক্ষঃস্থল দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষোজ-কমল কিরূপ অপূর্ব্বভাবে বিদলিত হইয়াছে দেখ! দর্পী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ গর্ব্বভরে বিচার করিল "এই জগতে একমাত্র আমিই তুঙ্গ, কিন্তু কনককুম্ভ সদৃশ শ্রীরাধিকার এই বক্ষোজযুগল স্বীয় তুঙ্গত্বে আমাকেও জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অতএব আমি আজ ইহাদিগকে বামনীভূত করি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়কে বারংবার বিদলিত করিতেছে ॥৩৮॥

পরস্পরাশ্লেষ রসগ্রহে বলাৎ
স্বকারিতৈ র্মৈত্র্যামিদং সসর্জ কিং ॥৩৯॥
অত্রোজ্জ্বলাগাধ সরস্যদঞ্চতোঃ
কিম্বা সুখাশ্লেষণ মজয়োরিদং।
কন্দর্পবাত্যা জনিতং যদন্তরে
শীৎকারভৃঙ্গ ধ্বনিরিব লক্ষ্যতে ॥৪০॥

মিলনার্থং স্বেনৈব বলাৎকারিতেঃ পরস্পরালিঙ্গনরূপ রসগ্রহণেঃ কিং তয়োর্মৈত্র্যং সসর্জ? ॥৩৯॥

পুনরধর-পান মন্যথা মুৎপ্রেক্ষ্যতে। কিম্বা রাধাকৃষ্ণয়োঃ শরীরৈক্যেন তাদৃশ শরীররূপোজ্জ্বলাগাধ সরসি পক্ষে উজ্জ্বলরসস্যাগাধ-সরসি উদঞ্চতোঃ উদয়ং প্রাপ্নুবতো স্তয়ো মুখাজ্জয়ো বঘুরা ইতি প্রসিদ্ধা যা কন্দর্পরূপ বাত্যা. তয়া জনিতং ইদং সুখাশ্লেষণং। ননু মুখয়োঃ কমলত্বে কিং প্রমাণং? তত্রানুমানালঙ্কার মাহ। যয়ো মুখয়োরন্তরে মধ্যে সম্ভোগসময়ে শীৎকার রূপ ভ্রমর-ধ্বনির্লক্ষ্যতে। তথা চ মধ্যস্থিত ভ্রমরধ্বনি হেতুনা মুখয়োঃ কমলত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥৪০॥

আমরি! দেখ দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র শ্রীরাধা-মুখ-পদ্মের মধুপানে কেমন বিভোর!! ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার! চন্দ্র ও কমল উদ্দীপকরূপে কন্দর্পের মিত্র বটে, কিন্তু চন্দ্র ও কমল একই জলোৎপন্ন হওয়ায় সহোদররূপে পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য না হইয়া উহাদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিদ্যমান। অতএব ঐ শত্রুতা দেখিয়াই উহাদের পরস্পর মিলনার্থ যেন আজ কন্দর্প স্বয়ং বলপূর্ব্বক চন্দ্র ও কমলে পরস্পর আলিঙ্গন রূপ রস গ্রহণ করাইয়া উভয়ের মৈত্র্য-বিধান করিয়াছে ॥৩৯॥

অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের তনুযুগলের পরৈক্য বিধানে যে উজ্জ্বল রসের অগাধ সরোবর প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে শ্রীমুখ-কমল দু'টী যেন কন্দর্প-পবনাবর্ত্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে। যদি বল, ও দু'টী যে কমল, তাহার প্রমাণ কি? ঐ শুন, মুখ-কমল মধ্যে

যৌ স্মার স্বষ্টা বুদিতৌ বিধু সদা
পূর্ণৌ নিরঙ্গাবনয়োঃ পরস্পরং ।
বিভাতি যুদ্ধং কিমিদং যদুর্ব্বলঃ
প্রগল্ভতে বালাতমশ্চ যেঽভিতঃ ॥৪১॥

অধুনা মুখয়ো শ্চন্দ্রত্বং নিরূপ্য পুনরপ্যধর পানমন্য থা উৎপ্রেক্ষতে। ব্রহ্মণা স্বষ্টশ্চন্দ্র এক এব তথাপি সর্ব্বদা ন পূর্ণঃ সকলঙ্কশ্চাতএব ত বিবাদাবকাশঃ। কন্দর্পেণ তু যৌ যৌ চন্দ্রৌ স্বষ্টৌ তত্রাপি সদা পূর্ণৌ কলঙ্করহিতৌ চাতঃ অনয়োঃ পরস্পরং মাৎসর্য্যেণ কিমিদং যুদ্ধং বিভাতি? অন্ধকারাণাং শত্রুঃ চন্দ্রো ভবতি অতোবিপক্ষয়োশ্চয়োযুদ্ধ রূপ বিপত্তি দর্শনাৎ প্রবীণান্ধকারস্য কা বার্ত্তা বালতমঃ সমূহোঽপি অতি চঞ্চলঃ সন্ অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু আনন্দেন প্রগল্ভতে। পক্ষে বালা অলকা এব তমঃ সমূহঃ। তথা চাধির পান সময়ে আদকা শ্চঞ্চলা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৪১॥

সম্ভোগোত্থ শীৎকার ধ্বনি, ভ্রমর ধ্বনিরূপে শ্রুত হইতেছে। ভ্রমর-ধ্বনির কারণেই ত অনুমান-প্রমাণে ঐ শ্রীমুখ দু'টির কমলত্ব সিদ্ধ হইয়া গেল সখি! ॥৪০॥

আবার ঐ অধর-সুধা পানকালে চঞ্চল অলকাবলি-মণ্ডিত শ্রীমুখ-চন্দ্র যুগলের কি অপূর্ব্ব-সুষমা বিকশিত হইয়াছে দেখ! আহা! বোধ হইতেছে—ব্রহ্মা একটী মাত্র চন্দ্র স্বষ্টি করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বদা পূর্ণ নহে অথচ সকলঙ্ক, সুতরাং তাহার সহিত কোন বিবাদের অবকাশ নাই। কিন্তু কন্দর্প এই যে সদাপূর্ণ অকলঙ্ক দুইটি শ্রীমুখ-চন্দ্রের স্বষ্টি করিয়াছেন, ইহারা সমগুণবিশিষ্ট হওয়ায় যেন মাৎসর্য্য বশতঃ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। অন্ধকারের শত্রু চন্দ্র। এইজন্য নিজ বিপক্ষ স্বরূপ চন্দ্র যুগলের যুদ্ধ রূপ বিপত্তি দর্শন করিয়া প্রবীণ অন্ধকার ত দূরের কথা বাল-তমঃ সমূহও অর্থাৎ অলকাবলিরূপ অন্ধকার সমূহ যেন চারিদিকে আনন্দভরে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছে।॥৪১॥

কেনার্পিতা চন্দ্রবদত্র মঞ্জুলে
মসী সরোজেঽপ্যহহেতি বিহ্বলং।
তদঞ্জনং বিম্বযুগং প্রগৃহ্য কিং
স্বেনানুরাগেণ তদন্বরঞ্জয়ৎ ॥৪২॥
একত্র বন্ধুক চতুষ্টয়ং কথং
মরন্দ লুণ্ঠাকমিতো নিযুদ্ধ্যতে।

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্যাধরে লগ্নং রাধিকায়াঃ নেত্রাঞ্জনং মসিত্বেন উৎপ্রেক্ষ্য রাধিকাকর্ত্তৃকাধর পানসময়ে শ্রীকৃষ্ণস্যাধরে লগ্নং রাধিকায়া অধর সম্বন্ধি তাম্বূল রাগানুরাগত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। চন্দ্রবৎ চন্দ্রে যথা কলঙ্করূপমসিবর্ত্ততে তথা অহহ খেদে শ্রীকৃষ্ণস্যাধররূপে মনোজ্ঞে কমলেঽপি কেনাপি মসী অর্পিতা ইতি হেতোর্বিহ্বলং রাধিকায়া ওষ্ঠাধররূপ বিম্বযুগং কর্ত্তৃশ্রীকৃষ্ণস্যাধর লগ্নং তদঞ্জনং প্রগৃহ্য কিং স্বেন তাম্বূলরাগানুরাগেণ তৎ কমলং অনুরঞ্জয়ৎ ॥ ৪২ ॥

অধুনা পরস্পরাধরে দন্তক্ষতং বর্ণয়তি। হে আলয়! একত্র দ্বয়োরোষ্ঠাধর চতুষ্টয়রূপ বন্ধুকচতুষ্টয়ং অধরামৃতরূপ মকরন্দ লুণ্ঠাকং ইত এব

সখি! দেখ, দেখ, নয়ন চুম্বন সময়ে শ্রীরাধিকার যে নেত্রাঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের অধরে সংলগ্ন হইয়াছিল, এক্ষণে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানকালে সেই অঞ্জন চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া স্বীয় অধর-সম্বন্ধি তাম্বূলরাগ অনুরাগের চিহ্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের অধরপুটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে না কি?—চন্দ্রে যেরূপ কলঙ্কা রূপা মসী আছে, অহো! সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ অধর-কমলে কে মসীরেখা অর্পণ করিয়াছে? এই কারণে শ্রীরাধার ওষ্ঠাধর রূপ বিম্বযুগল বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর-সংলগ্ন মসী অর্থাৎ নেত্রাঞ্জন গ্রহণ করিয়া স্বীয় তাম্বূলরাগরূপ অনুরাগ দ্বারা সেই কমলকে অনুরঞ্জিত করিতেছে ॥৪২॥

আহা হা! ঐ যে সখি! উঁহারা পরস্পরের ওষ্ঠাধরে কেমন দন্তক্ষত দান করিলেন দেখ! যেন উভয়ের ওষ্ঠাধর চতুষ্টয়রূপ চারিটী বাঁধুলী ফুল একত্র অধরসুধারূপ মকরন্দ-লুণ্ঠাকরূপে পরস্পর যুদ্ধ

ইতীব রাজ্ঞা মদনঃ সিতেষুভিঃ
কুন্দৈরিদং বিধ্যতি পশ্যতাং লয়ঃ ॥৪৩॥
শম্ভু স্মরঃ পল্লবনব্যপাশ-
দ্বয়েন বদ্ধা কিমিহার্দ্ধচন্দ্রৈঃ।
শরৈর্বিভেদেতি ভয়েন গঙ্গা-
পৃশৎ শতাভা পতিতা ভুবীতঃ ॥৪৪॥
বিদ্যুদ্ঘনাচিক্রমিষাং যদোপরি
স্মাদাদ্দধানা ববলেহবলেপতঃ।

হেতোঃ কিং পরস্পরং যুদ্ধ্যেতে ইতি অন্যায়ং বিজ্ঞায়েব রাজ্ঞা মদনঃ সিতেষুভিঃ তীক্ষ্ণশরস্বরূপৈর্দন্তরূপ কুন্দৈরিদং বন্ধুকচতুষ্টয়ং বিধ্যতি ॥৪৩।

স্তনোপরি নখক্ষতং কন্দর্পস্যার্দ্ধচন্দ্রশরত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য মর্দ্দনসময়ে স্তনোপরিস্থিতহারস্য ত্রোটনাৎ মুক্তানাং একৈকতয়া ভুবি পতনং গঙ্গায়া বিন্দুবিন্দুতয়া পতনত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্পঃ স্ব শত্রু স্তনরূপৌ দ্বৌ শম্ভু শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তরূপ নব্যপাশদ্বয়েন বদ্ধা কিমিহ নখাঘাতরূপার্দ্ধচন্দ্র শরৈ বিভেদ ইতি ভয়েন স্তনদ্বয়রূপ মহাদেবস্য মস্তকস্থ মুক্তাহাররূপ গঙ্গা সঙ্কুচিতা ভূয় পৃশৎ শতৈর্বিন্দুশতৈরাভা কান্তির্যস্যা তথাভূতা সতী ভুবি পতিতা ॥৪৪॥

অধুনা সম্ভোগস্য বৈপরীত্যং বর্ণয়তি! বিদ্যুৎ স্বরূপানায়িকা মেঘস্বরূপ

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইহা অন্যায় জানিয়া রাজা মদন তীক্ষ্ণ শরস্বরূপ দন্তরূপ কুন্দকলিদ্বারা ঐ বন্ধুক-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৩॥

আর ঐ যে শ্রীরাধার পয়োধরে নখচিহ্ন, উহা কি কন্দর্পের অর্দ্ধ চন্দ্রশররূপে শোভা পাইতেছে না? এবং মর্দ্দন সময়ে স্তনোপরিস্থিত মুক্তাহার ছিন্ন হওয়ায় এক একটী মুক্তা কেমন ভূতলে পতিত হইতেছে দেখ! ইহাতে মনে হইতেছে—মদন নিজ শত্রু স্তনদ্বয়রূপ শম্ভু যুগলকে শ্রীকৃষ্ণের কর-পল্লবরূপ নব্যপাশদ্বয় দ্বারা বন্ধন করিয়া নখাঘাতরূপ অর্দ্ধচন্দ্র শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে। তদ্দর্শনে যেন স্তন শম্ভুর মস্তকস্থিত মুক্তাহাররূপ গঙ্গা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শত শত বিন্দুর আকারে ভূতলে পতিত হইতেছেন ॥৪৪॥

তদা তু জালানি সখীদৃশাং বলা-
ঞ্জালাবলীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যধুঃ ॥৪৫॥
বাহিস্থ যন্ত্রব্যজনেন দাস্য-
স্তৌ বীজয়াঞ্চক্রু রজস্রমস্রৈঃ।
প্লুতেক্ষণা শ্চক্রুধুরপ্রমেয়-
প্রেম্নে তদা স্থানবলোকদীনাঃ ॥৪৬॥

নায়কস্য আচিক্রমিষাং আক্রমণেচ্ছাং দধানা সতী স্মারাদবলেপতঃ কন্দর্প সম্বন্ধ্যাহঙ্কারাৎ যদা মেঘোপরি ববলে বলং প্রকাশয়ামাস। তদা তু সখীদৃশাং জালানি সমূহাঃ জালাবলিং গবাক্ষশ্রেণীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যাপ্তাং চক্রুঃ ॥৪৫॥

বহিঃস্থিতা দাস্যঃ ডোরীবদ্ধ যন্ত্রব্যজনেন রাধাকৃষ্ণৌ বীজয়াঞ্চক্রুঃ। অজস্র-মস্রৈঃ নিরন্তরানন্দাশ্রুধারাভির্ব্যাপ্তেক্ষণাস্তাদাস্যঃ তদাস্থে তৎকালে প্রেমাশ্রু ধারায়াঃ প্রতিবন্ধকত্বেন যোহনবলোকঃ সম্ভোগদর্শনাভাব স্তেন দীনাঃ দুঃখিতা সত্যঃ অপরিমিত প্রেম্নে চক্রুধুঃ। অস্মাকং প্রেমা এবাস্মান্ দুঃখয়তি অতএব স তু মাস্তু ইতি প্রেমাণং প্রতি ক্রোধং চক্রুঃ ॥৪৬॥

আমরি! ঐ দেখ সখিগণ! বিলাসিযুগল এবার উদ্দাম অনুরাগ-ভরে বিপরীত সম্ভোগবিলাসে নিমগ্ন হইলেন। সৌদামিনীস্বরূপা নায়িকামণি নবজলধর স্বরূপ নায়ককে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া কন্দর্পসম্বন্ধি অহঙ্কারের বশে ঐ নবজলধরের উপর বলপ্রকাশ করিতেছেন।” তদ্দর্শনে জালরন্ধ্রে নয়নার্পণকারিণী সখীগণ তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই গবাক্ষশ্রেণী পরিপ্লুতা করিলেন ॥৪৫॥

তৎকালে কুঞ্জের বহিঃস্থিতা দাসীগণ ডোরীবদ্ধ যন্ত্র-ব্যজনের দ্বারা অর্থাৎ ‘টানা পাখা’ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বাজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নাজ হইতে নিরন্তর আনন্দাশ্রুধারা নির্গলিত হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিলাস-মাধুরী দর্শনে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিতা হইয়া সেই অপরিমিত প্রেমের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে

প্রফুল্ল নীলাম্বুজশীধুচন্দ্রঃ
কামং পপাবিত্য সহিষ্ণু সত্যঃ।
তত্রত্যমিন্দিন্দিরয়োর্যুগং কিং
বলাত্তদীয়ামৃতমপ্যধাসীৎ ॥৪৭॥
অভ্রান্তরক্ষুচ্চলসূর্য্যমণ্ডলে
ননর্ত্ত মুক্তাবলি রাত্ত সম্মদা।

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ কমলস্যাধরামৃতরূপ সীধু মধু রাধিকায়া মুখচন্দ্রঃ বিপরীত সম্ভোগ সময়ে কামং যথেষ্টং পপৌ। মৎ পেয়ং বস্তু চন্দ্রেণ পীতমিত্যাসহিষ্ণু ইন্দিন্দিরয়োর্যুগং তত্রত্যং প্রফুল্লনীলাম্বুজস্থং শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্ররূপভ্রমরদ্বয়ং তদীয়া মৃতং চন্দ্রসম্বন্ধামৃতমপি সত্য স্তৎক্ষণ এব বলাৎ অধাসীৎ পানমকার্ষীং। ধেট পানে। তথাচ শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃকাধরপানসময়ে শ্রীকৃষ্ণেন বিস্ময়াত্তস্যা মুখাবলোকনং কৃতং অতস্তাদৃশাবলোকনমেবামৃতপানত্বেনোৎপ্রেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অধুনা জ্ঞানসিদ্ধানাং সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গং বর্ণয়ন্ তাদৃশ শব্দানাং শ্লেষেণ বিপরীতসম্ভোগমপ্যাহ। অভ্রান্তঃ মেঘস্য মধ্যে উচ্চচঞ্চল সূর্য্যমণ্ডলং তত্র মুক্তশ্রেণী মোক্ষপ্রাপ্ত্যানন্দেন ননর্ত্ত। কথম্ভূতাঃ আত্তো গৃহীতঃ সম্মদো

লাগিলেন।" এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীলা-বিলাস দর্শনের সহায় না হইয়া বরং দুঃখই প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম এসময় না হউক "এই বলিয়া প্রেমের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

বিপরীত সম্ভোগবিলাসে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা অবাধে যথেষ্ট পান করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে বিস্ময়ের সহিত শ্রীরাধার বদনমাধুরী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা! তাহাতে মনে হইল যেন—চন্দ্র প্রফুল্ল নীলাম্বুজের সীধু যথেষ্ট পান করিতে থাকায়, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া—আমার পেয় বস্তু চন্দ্র পান করিতেছে" এই ঈর্ষা বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজস্থ নয়ন-ভৃঙ্গযুগল বলপূর্ব্বক শ্রীরাধা মুখচন্দ্রের মাধুরী-সুধা পান করিতে লাগিল ॥৪৭॥

হংসাবধূতাঃ কনকাবলীং শ্রিতা
বাদ্যং বিচিত্রং রভসাদবীবদন্। ৪৮।।
তত্রাগতা শ্রীমধুসূদনোত্থ-
দ্গানং শ্রুতিপ্রেষ্ঠমভূদপূর্ব্বং।

হর্ষোঘয়া সা। তদৈব পরমহংসা এবং অবধূতাশ্চ জ্ঞানিপ্রভেদাঃ তেষাং নর্ত্তনং দৃষ্ট্বা রভসাৎ হর্ষাৎ বিচিত্রং বাদ্যং অবীবদন্ বাদয়াঞ্চক্রুঃ। কথম্ভূতাঃ স্বযোগ-বল পরীক্ষার্থং কনকাবলীং বস্তুমাত্রাগম্যাং পঞ্চমস্কন্ধোক্ত কাঞ্চনী ভূমিং শ্রিতাঃ তত্রৈব স্থিত্বা বাদ্যং চক্রুরিত্যর্থঃ। বিপরীত সম্ভোগ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃ স্থলাভ্রস্য মধ্যে কৌস্তুভরূপ সূর্য্যমণ্ডলে মুক্তাবলিঃ রাধিকায়া মুক্তাহারো ননর্ত্ত। তস্মিন্ সময়ে হংসাঃ রাধিকায়াঃ পাদকটকাঃ অবশ্যাকারলোপাৎ বধূতাঃ কম্পিতাঃ সন্তঃ বিচিত্রং বাদ্যং অবীবদন্। কথম্ভূতাঃ কনকাবলীং রাধিকায়া শ্চরণরূপকনকস্থলীং আশ্রিতাঃ।৪৮॥

তত্র কাঞ্চনীভূমৌ অন্যেষাগমনাসম্ভবাদতএবাগতস্য ভগবতো মধুসূদনস্য, কর্ণপ্রেষ্ঠমুদ্যদ্গানমভূৎ যেন গানেন শুকদেব নারদপ্রভৃতি রসিকানাং অঙ্গবন্ত্যেব

অনন্তর জ্ঞান-সিদ্ধগণের সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা অর্চ্চিমার্গ বর্ণন করিয়া তাদৃশ শব্দাবলীর সাহায্যে শ্লেষে বিপরীত সম্ভোগ বর্ণন করিতেছেন। —মেঘের উদিত চঞ্চল সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে "মুক্তাবলী" অর্থাৎ মুক্তজন সমূহ যেরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ মেঘের উপর কৌস্তুভরূপ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে মুক্তাবলী অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মুক্তাহার নৃত্য করিতে লাগিল এবং স্বযোগবল পরীক্ষার্থ 'কনকাবলী' নামক এক দুরধিগম্যা কাঞ্চনী ভূমিতে অবস্থিত হংস (পরমহংস) ও অবধূতগণ উক্ত মুক্তগণের নৃত্য দর্শন করিয়া যেরূপ হর্ষভরে বিচিত্র বাদ্য করেন সেইরূপ ঐ সময়ে শ্রীরাধার চরণরূপ কনকস্থলী স্থিত হংস অর্থাৎ পাদকটক, অবধূত অর্থাৎ কম্পিত হইয়া বিচিত্র বাদ্য করিতে লাগিল।৪৮।।

সেই কাঞ্চনীভূমিতে অন্যের আগমন সম্ভাবনা না থাকায় তথায় ভগবান্ মধুসূদনের আগমনে যেরূপ কর্ণসুখকর সঙ্গীত হইতে থাকে

যেনৈব সভ্যা রসিকাঙ্গবল্লী
দ্রৌত্যং দধে খেদমিষাৎ সবেপা ॥৪৯॥
বালাস্তু কৌটিল্য ভৃতোঽতিলৌল্যা-
দিতস্ততঃ সংসরণং ভজন্তঃ।
শ্রুতি প্রসক্তাঃ প্রতিকর্ম্মভাতা-
স্তস্থুর্মদাদৈন্দব মণ্ডলাস্তঃ ॥৫০॥

সভ্যা সাত্ত্বিকবিকার বশাদ্ দ্রৌত্যং দধে। সম্ভোগ পক্ষে তৎসময়ে দ্বয়োরঙ্গয়োঃ সুগন্ধাধিক্য প্রকাশনেন তত্রাগতা যে মধুসূদনা ভ্রমরা তেষাং কর্ণশ্রেষ্ঠং গানমভূৎ। যেন গানেন রসিকানাং কিঙ্করীণাং অঙ্গবল্ল্যেব সভ্যা ॥৪৯॥

জ্ঞানিনাং সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গ মুক্তা কর্ম্মিণাং চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা ধূমমার্গ মাহ। কৌটিল্যযুক্তা বালা অজ্ঞাস্তু বিষয় ভোগে অতি লৌল্যাৎ ইতস্ততঃ সংসারং ভজন্তঃ সন্তঃ মদাৎ অহঙ্কারাৎ ঐন্দবমণ্ডলাস্তু! চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে এব তস্থুঃ। কথস্তূতা! শ্রুতৌ শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্তাঃ অতএব প্রতি কর্ম্মভাতাঃ কর্ম্মণি কর্ম্মণি খ্যাতাঃ কর্ম্মঠত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। বিপরীত সম্ভোগপক্ষে কৌটিল্যভৃতাঃ বালাঃ কুটিলালকাঃ অতি লৌল্যাৎ চাঞ্চল্যাৎ ইতস্ততো গমনং ভজন্তঃ সন্তঃ ঐন্দবমণ্ডলান্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে তস্থুঃ। শ্রুতৌ কর্ণপর্য্যন্তস্থলে প্রসক্তাঃ। প্রতি কর্ম্ম প্রসাধনং কেশ সংস্কার ইতি যাবৎ তত্র ভাতাঃ প্রকাশিতাঃ ॥৫০॥

এবং সেই গান দ্বারা শুকদেব নারদ প্রভৃতি রসিকগণের অঙ্গ-লতা সাত্ত্বিকবিকারে দ্রবীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গ সম্মর্দ্দে সুগন্ধাধিক্য প্রকাশ পাওয়ায় মধুসূদন অর্থাৎ ভৃঙ্গনিচয় আসিয়া শ্রুতিমধুর গান করিতে লাগিল এবং তাহাতে শ্রীরূপ রতিমঞ্জরী প্রভৃতি রসিকা মঞ্জরীগণের অঙ্গ-লতা স্বেদপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে দ্রবীভূত হইয়া গেল ॥৪৯॥

এইরূপে জ্ঞানিগণের সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চিমার্গ বর্ণন করিয়া এক্ষণে কর্ম্মিগণের চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা ধূমমার্গ বর্ণন ছলে শ্লেষে পুনরায় বিপরীত সম্ভোগবর্ণন করিতেছেন। কৌটিল্যযুক্ত বালগণ অর্থাৎ

অবার্য্যমাণামৃতপানদৃপ্তয়ো-
র্বিখণ্ডিতস্থাসক নব্যবর্ম্মণোঃ।
প্রযুক্ত চঞ্চদ্ভুজ নাগপাশয়ো-
র্যূনোর্জিগীষা সমবর্দ্ধতর্দ্ধিভিঃ ॥৫১॥
তয়োর্মিথঃ পুষ্পশরাজি চাতুরী
ধুরীণ তাবেদনয়া বিবাদিনোঃ।

যূনোর্যুবদ্বয়োঃ কন্দর্পযুদ্ধে ঋদ্ধিভিঃ প্রতিক্ষণং নব নবায়মান সম্ভোগেচ্ছা সম্পত্তিভি র্জিগীষা সম্যগবর্দ্ধত। কথম্ভূতায়াঃ বাম্যাদ্যভাবেন অবার্য্যমাণং বারণ রহিতং অধররূপামৃতপানং তেন দৃপ্তয়োঃ অন্যোন্যোদ্ধারোহপি অমৃত পানেন নিঃশঙ্কাঃ সন্তঃ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তীতি সর্ব্বত্র রীতিঃ। পুনঃ কথম্ভূতয়োঃ যুদ্ধ সম্মর্দ্দেন বিখণ্ডিতৌ চন্দনাদি-নির্ম্মিত খোর ইতি প্রসিদ্ধ স্থাসকরূপৌ কবচৌ যয়ো স্তয়োঃ ॥৫১॥

রাধাকৃষ্ণয়ো রাষ্টকালিক লীলা সমূহ এব জপমালা স্বরূপ স্তস্যাঃ মালায়াঃ,

অজ্ঞগণ যেরূপ বিষয়ভোগে অতি লৌল্যবশতঃ ইতস্ততঃ সংসারকে ভজনা করিয়া থাকে এবং শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্ত ও প্রতিকর্ম্মে কর্ম্মঠ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করেন, সেইরূপ বালগণ অর্থাৎ কুটিল অলকাপার্শ অতি চাঞ্চল্য বশতঃ ইতস্ততঃ সংসৃত হইতে লাগিল এবং শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত ও প্রতিকর্ম্ম অর্থাৎ প্রসাধনোপযোগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে শোভিত হইতে লাগিল ॥৫০॥

বাম্যাদির অভাবে সেই বিলাসীযুগল অধরামৃতপানে এমনই দৃপ্ত যে, কেহ কাহাকে নিবারণ করিতেছেন না, যেন তাঁহারা অমৃতপানে নিঃশঙ্ক হইয়া পরস্পর কন্দর্পযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই রণসম্মর্দ্দে চন্দনাদি-নির্ম্মিত স্থাসক (খোর) রূপ বর্ম্ম বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এবং তাঁহারা পরস্পর ভুজ-নাগ-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়ায় প্রতিক্ষণেই নবনবায়মান সম্ভোগেচ্ছা-সম্পত্তি দ্বারা তাঁহাদের জিগীষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥৫১॥

শ্রান্তিঃ স্বয়ং কাপি নিমন্ত্র্য তৎক্ষণা-
ন্নিদ্রামুপানীয় সমাদধে কলিং ॥৫২॥
সনাতনং রূপমুদীয়ুষোঃ ক্ষিতৌ
হৃদা দধানো ব্রজকাননেশয়োঃ ।
তৎকেলি কল্পাগম সঙ্গতীলিতাঃ
সদালি বীথী রনুরাগিনীর্ভজে ॥৫৩॥

প্রত্যেকলীলাঃ মণি যা ইতি প্রসিদ্ধাঃ প্রত্যেকমণয়ঃ । তথা চ যং মণিমাশ্রিত্য বর্ণনারম্ভঃ কৃতস্তস্মিন্নেব মণৌ সমাপ্তি মাহ । তয়োর্মিথ ইতি । অস্য শ্লোকস্য ব্যাখ্যা প্রথমতঃ এব কৃতা ॥৫২॥

এইরূপে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও রসিকমণি শ্রীরাধা পরস্পর কন্দর্পরণ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থাৎ কে কেমন কন্দর্প যুদ্ধে চাতুরী জানে তাহা পরস্পরকে জানাইবার জন্য মহাব্যগ্র হইলে শ্রান্তিরূপা সখী যেন নিদ্রাদেবীকে—"এস সখি ! নিদ্রে ! এই যুগল মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণ করিবে এস"—বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াই সেই প্রেমিক প্রেমিকার কন্দর্প-কেলিকলহের সমাধান করিলেন অর্থাৎ সম্ভোগ-বিলাসানন্দে অতিশয় শ্রান্তিবশতঃ উভয়েরই নিদ্রা উপস্থিত হইল । তদ্দর্শনে সখীগণ ও সেবাপরা কিঙ্করীগণও যথাস্থানে গিয়া নিদ্রিতা হইলেন ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টযামিক লীলা সমূহ জপমালা স্বরূপ । সেই মালার প্রত্যেক লীলা এক একটী মণিতুল্য । জপমালার যেরূপ যে মণিতে জপ আরম্ভ করা হয়, সেই মণিতেই জপ সমাপ্তি করিতে হয়, সেইরূপ যে লীলা-মণি আশ্রয় করিয়া প্রথমতঃ বর্ণনারম্ভ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতেই অর্থাৎ সেই লীলা-মণিতেই বর্ণনার সমাপ্তি করা হইল ॥৫২॥

জপমালার সুমেরুস্থানীয় গ্রন্থারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে এ স্থলে—এই অন্ত্যমঙ্গলেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । প্রথমতঃ শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শুদ্ধ অনুরাগময় ভজনমার্গে বাহ্য সাধক

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঘনং প্রপদ্যে
সপত্মপধ্বস্ত-তমঃ-প্রপঞ্চং।
পঞ্চেষু কোট্যর্ব্বুদ কান্তিধারা
পরম্পরাপ্যায়িত সর্ব্ববিশ্বং ॥৫৪॥

দেহে অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন যে,—আমি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নামক পরিজনদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিচর্য্যাবিধি জ্ঞাপক বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র, ক্রমদীপিকা ও নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র-বিহিত অতি প্রশস্ত সাধুজনাশ্রিত শ্রীরাধা-শ্যামের লীলাবিলাসময় রাগানুগীয় ভজনমার্গের অনুসরণ করি।

পক্ষান্তরে শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে সিদ্ধদেহে সখীর আনুগত্য অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন—"আমি ধরাধামে প্রকট লীলায় উদিত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সনাতন রূপ অর্থাৎ নিত্যরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কেলিকল্পতরুর সান্নিধ্যে শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরস্পর লীলা-বিলাস-সংঘটনে স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁহাদের স্তুতি করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের অভাবে সে লীলাই সিদ্ধ হয় না, সেই অনুরাগিণী শ্রীললিতাদি সখীগণকে সর্ব্বদা ভজনা করি অর্থাৎ সিদ্ধ দেহে তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধাশ্যামের সেবাচর্য্যা অনুসরণ করি ॥৫৩॥

যিনি গৌড়াকাশে উদিত হইয়া জগতের অবিদ্যাতমঃ রাশি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং কোটি অর্ব্বুদ-কন্দর্পের কান্তিধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ অদ্ভুত মেঘের শরণ লইলাম।

পক্ষান্তরে যিনি কোটী অর্ব্বুদ কন্দর্পতুল্য রূপমাধুর্য্য ধারা বর্ষণ করিয়া অথবা অর্ব্বুদ শব্দের অর্থ ব্রণ, সুতরাং যিনি কোটি-কন্দর্পের হৃদয়-ব্রণকর রূপমাধুর্য্য ধারা-পরম্পরা দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং যাঁহার শরণাগতি মাত্রেই অবিদ্যা রাশি ধ্বংস হইয়া

সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরুকৃপা
রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
ন্নুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতমতমঃ
কূপতো দীপিতাভিঃ ।
দৃগ্ভিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশমদিশমহো
যাং শ্রিতা দিব্যলীলা
রত্নাঢ্যাং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং
শ্রীলগোবর্দ্ধনং স্মঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে নক্তন্তনলীলাস্বাদনো নাম
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

মালায়াঃ সুমেরু স্থানীয়ং প্রথমত এব মঙ্গলাচরণত্বেন কৃতং শ্লোকত্রয়ং অন্ত্যমঙ্গলেঽপি তদেবাহ। সনাতনমিতি অস্যাপি ব্যাখ্যা কৃতা এব ॥৫৩॥৫৪॥৫৫॥
ইতি টিকায়াং বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

যায়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক চৈতন্য-ঘন বস্তুর অর্থাৎ চিন্ময় বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৫৪॥

যিনি প্রচুর করুণা-রজ্জু দ্বারা স্বয়ং উদ্যম সহকারে আমাদিগকে প্রচুরতম-অজ্ঞানতমঃ কূপ হইতে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া দৃগ্ভঙ্গী দ্বারা স্বীয় প্রেম-মার্গের দিগ্দর্শন করাইলেন, আহা! সেই দিব্য লীলা-রত্নাঢ্য প্রেম-মার্গকে আশ্রয় করিয়া আমরাও সম্প্রতি এই নিভৃত শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করিতেছি, সেই প্রভু শ্রীলোকনাথ আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥৫৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে নক্তন্তন লীলাস্বাদন নাম
বিংশসর্গের মর্ম্মানুবাদ সমাপ্ত ॥২০॥

বিশ্বাকাশ-বিকার-সম্মিত শকে বারে গুরোঃ ফাল্গুনে
বিশ্বানন্দিনি-পূর্ণিমা-প্রতিপদোঃ সন্ধৌ সরস্তোস্তটে।
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিণোঃ সরভসং দোলাধিরূঢ়াঙ্গয়োঃ
শ্রীচৈতন্যদিনে তদেতদুদগাৎ কাব্যং ভজৎ পূর্ণতাং ॥১॥
তস্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মধুনঃ কেন স্তবে প্রাভবং
যৎপীতং সহসৈব হন্ত মলিনং মচ্চিত্তমত্তালিনং।
সংসারোগ্রমতঙ্গজস্য মদিরাং বিস্মার্য্য বৃন্দাবনে
রাধামাধব-কেলিকল্প-লতিকাবাসে সদাবীবসৎ ॥২॥

সম্পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতং কাব্যম্।

বিশ্বং একং। আকাশং শূন্যং। বিকারঃ ষোড়শঃ ১৬০১ শাকে। হোলিকোৎসবে দোলাধিরূঢ়াঙ্গয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সরস্যোঃ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডযো-স্তটে শ্রীচৈতন্যস্য জন্মদিনে কাব্যং পূর্ণতাং ভজৎ সৎ উদগাৎ ॥১॥২॥

বিশ্ব এক (১), আকাশ—শূন্য (০) বিকার—ষোড়শ (১৬) অর্থাৎ ১৬০১ শকে ফাল্গুন মাসে বৃহস্পতিবারে বিশ্বানন্দা পূর্ণিমা ও প্রতিপদ সন্ধি সময়ে শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরধারীর দোলাধিরোহণাঙ্গ হোলিকোৎসবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ জন্ম দিনে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের তটবর্ত্তী স্থানে এই কাব্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদিত হইলেন ॥১॥

হায়! আমি সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মধুর বৈভবের কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? যে মধু সহসা পান করিবামাত্র আমার মলিন চিত্ত রূপ মত্তভৃঙ্গকে সংসার রূপ উগ্রমাতঙ্গ-মদিরাকে বিস্মৃত করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবের কেলিকল্পলতাভবনে সর্ব্বদা বাস করাইতেছেন ॥২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।